

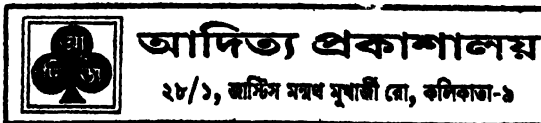
# হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন

S. 2 = 6441.  
**REFERENCE**

অজ্ঞান মেডিক্যাল গ্রন্থ প্রণেতা  
ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে  
বি এস-সি, এম বি. বি. এস.



**RETROCONVERTED**  
C. S. C. L.



B. C. S. Central  
PUBLIC LIBRARY  
SI/R.R.R.L.F. NO .....  
MR. NO. (R.R.R.L.F./GEN) 73579

615.532  
189

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।  
<https://www.purepdfbook.com>

প্রকাশক :  
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস  
আদিত্য প্রকাশালয়  
২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মদখাজী রো  
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :  
হিন্দুস্থান আর্ট ইনপ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
২৪, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট  
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

১৫০ টাকা

## ভূমিকা

আজকে সারা বিশ্বে স্বীকৃত একটি উচ্চমানের চিকিৎসা পদ্ধতি হলো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির ক্রিয়া হয় দেহের অত্যন্ত গভীরে—টিসু এবং দেহকোষের অভ্যন্তর পর্যন্ত এর ক্রিয়া বিস্তৃত হয়। তাই এই চিকিৎসার ফল পেতে হয়তো সময় কিছু বেশি লাগতে পারে—কিন্তু এই ফল হয় সন্দূরপ্রসারী।

আবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধে অনেক সময় প্রথম অবস্থায় রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। তাকে বলে 'আগ্গাভেশান'। কিন্তু পরে ঐ ঔষধেই আবার রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু অনেক রোগী এই ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না। ঐতার ফলে অনেকে হয়তো এই চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস হারান।

কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা এমন বহু জটিল রোগ সন্দূরভাবে আরোগ্য করা যায়, যে তার সাফল্য কল্পনাতীত।

হোমিওপ্যাথিক বিধানে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় খুব কম পরিমাণে। এক ফোঁটা বা দুই ফোঁটা বা কয়েকটি মিলিগ্রাম গুলি প্রয়োগ করা হয়।

অনেকে ভাবতে পারেন, এইটুকু ঔষধে কি কাজ হবে? কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে উচ্চ Potency-তে প্রয়োগ করা হয়, তাতে এই সামান্য মাত্র এক ফোঁটা ঔষধেই সারা মানব দেহের ওপর বিপুল ক্রিয়া সম্ভব।

সুদীর্ঘদিন ধরে অনেক হোমিওপ্যাথিক ছাত্র আমাকে বার বার অনুরোধ জানায় এই ধরনের একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে। তাদের অনুরোধে এই গ্রন্থটি রচিত হলো। সাধারণ মানুষও এই গ্রন্থ থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করতে সক্ষম হবেন। যাদের জন্য বইটি রচিত তারা এই বইটির দ্বারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত

প্রোফেসর

**এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।**

<https://www.purepdfbook.com>

---

**HOMOEOPATHIC  
PRACTICE OF MEDICINE**

( A book of Medical Science in Bengali )

**By**

**Dr. S. N. Pandey**

---

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সমশাস্ত্রের প্রাচীনতম কথা	1	রক্তের চাপ পরীক্ষার রিপোর্ট	26
এক ফোটা ঔষধেই কাজ কি করে হয়	2	রোগীর শব্দস্বা ব্যবস্থা	28
হ্যানিম্যানের জীবন কাহিনী	2	ডুস প্রয়োগ	33
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ	5	পিচকারী, সাপোজিটোরী	34
ঔষধের মাত্রা	6	প্রয়োগবিধি	34
বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ	7	ক্যাথিটার দ্বারা প্রস্রাস করানো	35
রোগ লক্ষণ ও ঔষধ সেবন	8	শব্দস্বা নির্ঘণ্ট	37
ঔষধ নিবারণ	9	পথ্য ও তার প্রস্তুত প্রণালী	38
রোগীর পরীক্ষা	11	খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ	43
রোগীর তাপ পরীক্ষা	12	ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ	44
জিহ্বা পরীক্ষা	13	খাদ্যের পরিমাণ	45
মুখমণ্ডল ও বক্ষ পরীক্ষা	14	খাদ্যপ্রাণ ও তাপ মূল্যের তালিকা	48
গায়ের চর্ম পরীক্ষা	15	সাধারণ মাছের খাদ্যমূল্য	51
বমি, মল পরীক্ষা	16	স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	52
মূত্র ( Urine ) পরীক্ষা	17	জ্বর ( Pyrexia বা Fever )	57
রক্তের স্বাভাবিক বিশ্লেষণ	18	বিভিন্ন ধরনের জ্বর	58
লিমফোসাইট, মনোসাইট, ইনো- সিনোফিল, বেসোফিল, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড	19	সর্দি ও সর্দি জ্বর	61
কোলেস্টরল	20	বহু ব্যাপক সর্দি জ্বর	63
ইউরিক অ্যাসিড	22	চিকিৎসা ও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা	65
স্বাভাবিক প্রস্রাব পরীক্ষার রিপোর্ট	23	ম্যালেরিয়া	66
স্বাভাবিক মল পরীক্ষার রিপোর্ট	25	জ্বরের স্থায়ী অন্তিমাত্রী প্রকারভেদ	68
স্বাভাবিক ধূ ধূ ( Sputum ) পরীক্ষা	25	চিকিৎসা	70
		স্বপ্নবিহীন ম্যালেরিয়া	72
		প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া	72
		ম্যালেরিয়াজনিত ধাতু বিকীর্ণ	73
		প্রবল ম্যালেরিয়া	74
		গর্ভিণী ও শিশুদের ম্যালেরিয়া	75

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জন্মের ধারা অনুসায়ী নির্বাচিত		মৃত্ত বস্তুাদি	138
ঔষধ	75	প্রজনন বস্তুাদি	139
ব্রাক ওয়াটার ফিভার	77	ষোন ইন্ড্র	140
কালাজ্বর	78	শুক্ৰকীট	141
জটিল লক্ষণ	80	নারীর বহিজ'নন অংশ	142
চর্মের লিপম্যানিয়াসিস্	82	জরায়ু	144
টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড জ্বর	84	শূল ব্যথা 'ও পেটে ব্যথা	145
দেহের ভিতরের পরিবর্তন	85	অজীর্ণ রোগ	147
টাইফাস জ্বর	92	অগ্নিমাস্দ্য বা অক্ষুধা	149
উকুন বাহিত এপিডেমিক টাইফাস		অম্লরোগ	150
জ্বর	93	উদবামখ	154
এন্ডেমিক টাইফাস	94	আমাশয়	160
পোনঃপুর্নিক জ্বর	96	কলেরা বোগ	171
ই'দর কামডানো জ্বর	98	পাকস্থলীর প্রদাহ	181
পীত জ্বর ( Yellow fever )	99	অস্ত্রের ক্ষত	186
ডেঙ্গু জ্বর	102	পাকস্থলীর ক্যানসার	192
গ্রীষ্ম জ্বর	104	বস্তৃবিমি	194
স্যান্ড ফ্লাই জ্বর	105	পাণ্ডু বা ন্যাভা রোগ	205
আরক্ত জ্বর বা স্কারলেট ফিভার	108	লিভারের সিরোসিস	209
ডিপার্থিকিয়া রোগ	110	পিণ্ড পাথরী	213
মোনিনজাইটিস রোগ	112	প্রীহা বৃদ্ধি	216
সেপটিক জ্বর	115	অ্যাপেনডিডাইটিস	218
হামজ্বর	117	অশ' ( Piles )	223
জলবসন্ত	120	ইঞ্জহা প্রদাহ	231
গুটিবসন্ত	122	গলায় ব্যথা বা ক্ষত	233
শ্লেগ	127	দন্তশূল	237
পেটের বিভিন্ন রোগ	131	মুখের মধ্যে ক্ষত	241
পাকস্থলী	132	মুখে পচনশীল ক্ষত	243
যকৃত ও পিত্তকোষ	135	ক্রিমি রোগ	244

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জিয়ার্ডিয়াসিস	252	শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন রোগ	377
মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ	255	পূরনো সর্দি	378
মূত্র পাথরী	257	ব্রঙ্কাইটিস	382
মূত্রস্থলী প্রদাহ	259	কাশি	383
বিভিন্ন যৌন রোগ চিকিৎসা	263	নিউমোনিয়া বা ফুসফুস প্রদাহ	389
গনোরিয়া	269	লোবার নিউমোনিয়া	390
প্রস্টেটের ক্যানসার	274	প্রূর্দিরাস	393
ধূক্ৰভঙ্গ	275	হাঁপানি	395
ফাইমোসিস রোগ	279	যক্ষ্মা বা ক্ষ্মরোগ	398
অ'ড নেমে না আসা	280	ফুসফুসে যক্ষ্মা	402
হস্ত মৈথুন ও স্বপ্নদোষ	284	পালমোনারী অ্যাবসেস	404
অর্তারক্ত কামভাব	284	ল্যারিংগে বাধা	410
হাইড্রোসিসল	286	সেকেন্ডারী ফুসফুসের টিউমার	417
শুক্ৰতাবল্য বা ধাতু দৌর্বল্য	288	ব্রঙ্কোক্টোটিসিস	419
স্ব'নদোষ	290	এনফাইসিমা পালমোনারী	421
বিভিন্ন শ্ৰী জনন রোগ ও চিকিৎসা	293	হাটের বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা	425
গর্ভপাত	313	করোনারী, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস	432
বন্ধ্যাত্ব	316	পূর্নষ্টর অভাবে হাট' বন্ধ্য	436
জরায়ু উল্টে যাওয়া	321	সন্ন্যাস বেগ	438
জরায়ু নেমে আসা	324	রক্ত সঞ্চালনের উৎকট অক্ষমতা	441
ডিম্বনালীর প্রদাহ	329	হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ্য	442
ঘোনির প্রদাহ	332	ফুসফুস ধমনীর সংকোচন	452
পেলভিসের যন্ত্রাদিতে যক্ষ্মা	338	ফুসফুসের রোগ জর্নিত হৃদরোগ	459
জরায়ুর পলিপাস	347	হাত বা অস্থির বিভিন্ন ব্যাধি	471
জনন তন্ত্রের টিউমার	355	হাড়ের উপাদান	472
ঘোনির বাইরের অংশে কার্সিনোমা	361	সংস্কারিক পেশীর দুর্বলতা	485
ওভারিয়ানসিস্ট ও টিউমার	363	ডায়াবোটিস বা বহুমূত্র রোগ	487
সিউডোমিউসিনাসিস্ট এন্ডনোমা	366	গন্ডমালা	496
বৃক্কের বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা	370	শোথ ( Dropsy )	500

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মুছা ( Syncape )	502	সাইনাসাইটিস	554
ধনুষ্টঙ্কার	503	দাঁতের বিভিন্ন রোগ	555
জলাতঙ্ক	505	চর্মরোগ ও তার চিকিৎসা	560
পক্ষাঘাত ( Paralysis )	506	অ্যাকনি	562
সর্দিগর্মি	508	ফোড়া	563
স্নায়ুদৌর্বল্য ও স্নায়ু প্রদাহ	510	কাবাঙ্কল	565
মানসিক অবদমন	513	পোড়া বা পোড়া ঘা	566
বাত ব্যাধি	514	আঘাত বা রক্তপাত	567
গেঁটেবাত	516	জ্বরের কড়া	568
প্দেরাতন সন্ধিবাত	517	ডার্মাটাইটিস	568
কৃটিবাত	518	গা জ্বালা করা বা গাভদাহ	569
ফাইলোরিয়াসিস্	520	একজিমা	569
অনিদ্রা	523	উন্মত্ত চর্মরোগ	571
মাথার ঘন্ত্রণা বা শিরঃ পীড়া	525	লেপাস ভালগারিস	574
ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ	526	উকুন	576
চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার বিভিন্ন রোগ	532	গৃহস্থার বা শায়ুতে চুলকানি	577
চক্ষু প্রদাহ বা চোখ ওঠা	532	সোরিয়াসিস্	578
তারা মণ্ডল প্রদাহ	533	মাথায় খুস্কি বা মরামাস	579
কর্নিয়ার আলসার	537	দাদ ( Ringworm )	580
শলুকোমা	538	চুলকানি ও পাঁচড়া	581
রাত কানা রোগ	540	আমবাত	582
ট্যারা রোগ	541	আঁচিল	583
চেখে কালশিরা পড়া	541	গা ফাটা, চামড়ার উপরে ক্ষত	584
মাইরোপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া		লেপ্রোমেটাস টাইপ	587
প্রেস বায়োরপিয়া	542	শ্বেতী	588
অজনি	544	হাজা ( Candida )	590
কর্ণশুলে	545	ক্যানসার, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার	
কানে পঁজ	548	এবং সার্কোমা	593
নাসিকা প্রদাহ	550	গর্ভবস্থা ও তৎকালীন ব্যবস্থা	599



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গর্ভলক্ষণ, গর্ভকাল	599	শিশুদের হৃদপিং কাশি	655
হিষ্টিটারিয়া	602	শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য	657
কোষ্ঠবন্ধতা, উদরাময়	605	শিশুদের পেট কামড়ানি	657
বৃক ধড়ফড় করা ও কাশি	606	শিশুদের উদরাময়	658
মানসিক কষ্ট	608	শিশুদের অজীর্ণতা ও মূত্রে ঘা	659
ধাতু দোষ	609	শিশুদের কামা	664
প্রসবকালীন কর্তব্য	611	শিশুদের ধবল	665
প্রসবের কোন অবস্থায় ডাক্তার		শিশুদের শীর্ণতা	666
ডাকতে হবে	613	শিশুদের রিকটেস্ রোগ	667
স্বাভাবিক প্রসবে পালনীয় নিয়ম	614	শিশুদের গ্রন্থি প্রদাহ	670
নাড়ী কাটা	615	শিশুদের রক্তশূন্যতা	671
আঁতুর ঘরে পোয়ানোর শূন্যতা	617	আকস্মিক দূর্ঘটনার চিকিৎসা	673
ফুল না পড়া	618	আগুনে পোড়া, আঘাত	673
প্রসবের পরে শ্রাব, রক্তশ্রাব	619	বিষ খাওয়া, সর্প দংশন	674
রক্তশ্রাব	619	গলায় মাছের কাঁটা আটকানো	675
মূচ্ছা, খিঁচুনি বা আক্ষেপ	620	জলে ডোবা	676
সর্ভিতকা জ্বর	625	গলায় দাঁড়, শ্বাসরোধ	677
পুরাতন সর্ভিতকা রোগ	626	মচকে বা ভেঙ্গে যাওয়া	678
বিস্ত্র কোটরের কৈশিক বিজ্ঞী প্রদাহ	628	ঠাণ্ডা লেগে রোগ	680
মাথার চুল উঠে যাওয়া	629	অত্যধিক গরমে সর্দিগর্মি	684
শিশুরোগ ও শিশু পালন	630	অতিরিক্ত পরিশ্রম জ্ঞানিত পীড়া	685
সদ্যোজাত মৃত কল্প শিশু	631	অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে	686
শিশুর অন্ডকোষ না নামা	635	অপরিমাণ খাদ্য খাওয়ার	
শিশুর চক্ষু প্রদাহ	642	জন্য পীড়া	687
শিশুর কর্ণশুলে বা প্রদাহ	643	অত্যধিক খাওয়ার জন্য	
শিশুর কানপাকা	644	শিশুর পীড়া	688
শিশুর সর্দি গর্মি	645	অপরিমাণ পানাহারের	
শিশুদের সর্দি কাশি	653	জন্য পেট ফাঁপা	689
শিশুদের ঘুংড়ি কাশি	654	কোন ঔষধের পর কোন ঔষধ খাটে	690

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঔষধের নাম ও তার পরবর্তী		মুখমণ্ডল ( Face )	745
অনুকূল ঔষধগুণ	691	মুখবিবর ( Mouth )	748
কোন ঔষধের পর কোন কোন		দন্ত ( Teeth )	751
ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট করে	69২	গলমধ্য ( Throat )	753
কোন ঔষধের বিপরীত কোন		শ্বরশস্ত্র এবং বায়ুনলী	755
কোন ঔষধ বা বস্তুতে নষ্ট করে	700	কাশ ( Cough )	757
ঔষধের নাম ও এর প্রতিবিধ	70J	বক্ষঃস্থল ( Chest )	758
সংক্ষিপ্ত ভেষজ লক্ষণ সংগ্রহ	709	পৃষ্ঠদেশ	762
বায়োকৈমিক ঔষধাবলী	719	পাকস্থলী	763
সংক্ষিপ্ত রেপার্টরী	724	হৃৎ ও তৎপ্রদেশ	766
মন ( mind )	725	শীহা, মূত্রাশয়	767
মস্তক ( Head )	737	হস্তাশয়	771
চক্ষু ( Eye )	737	পুংজননেন্দ্রিয়	772
কর্ণ ( Ear )	740	স্ত্রীজননেন্দ্রিয়	773
নার্সিকা ( Nose )	742	হৃদর	774

## প্রথম অধ্যায়

### সমশাস্ত্রের প্রাচীনতম কথা

আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছরেরও বেশি আগে প্রাচীন ভারতে হোমিওপ্যাথিক মতের প্রথম উদ্ভব হয় একটি গ্লোকের দ্বারা। তা হলো 'সমঃ সমঃ শময়তি'—যা থেকে হোমিওপ্যাথির উদ্ভব হয়। হোমিওপ্যাথিক বিধানের প্রথম দ্রষ্টা মহাবীর্ষ হ্যানিম্যান বলেন একই কথা 'Similia Similibus Curanta'

ভারত থেকে এই গ্লোক প্রাচীন গ্রীস ও রোমে গিরোঁছিল সুপ্রাচীন যুগে। তারপর প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে মহাত্মা হ্যানিম্যান প্রবল পরিশ্রম করে এই শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ এবং প্রচার দ্বারা চিকিৎসা জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। চিকিৎসা জগতে এটি যেন এক বৈপ্লবিক নতুনত্বের সূচনা।

হ্যানিম্যানের পর এ্যালেন, কেপ্ট, ন্যাস প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে চর্চা করে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

আমাদের ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গেও বহু মনীষী এ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং গ্রন্থাদি রচনা করেছেন।

### হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ বিধান কাকে বলে

সুস্থ অবস্থার কোন ঔষধ বেশি মাত্রায় খেলে শরীরে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, কোনও রোগে সেই সব লক্ষণ দেখা গেলে, ঐ ঔষধই অল্পমাত্রায় খেলে ঐ রোগ প্রশমিত হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিকেই বলা হয়, হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ্য বিধান বা সমশাস্ত্র।

যেমন সুস্থ দেহে বেশি মাত্রায় আফিম (Opium) খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, জ্ঞানলোপ পর্যন্ত ঘটে। তাই অতি অল্প মাত্রায় Opium হলো মলরোধ, অনিদ্রা, সন্ন্যাস, সংজ্ঞালোপ প্রভৃতির ঔষধ।

সুস্থদেহে খানিকটা আর্সেনিক খেলে ভেদ, বমি, পিপাসা, পেট ছালা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। তাই কলেরা বা ঐ ধরনের লক্ষণাদি অন্যান্য রোগে দেখা দিলে অল্প মাত্রায় আর্সেনিক হলো তার ঔষধ।

সুস্থ শরীরে বেশি কুইনিন খেলে ম্যালেরিয়া বা কম্পজ্বরের মতো লক্ষণ দেখা যায়। তাই যে কোনও প্রকার কম্পজ্বরে স্বল্প মাত্রায় কুইনিন বা চায়না হলো মহৌষধ।

### একফোটা ঔষধেই কাজ কি করে হয়

জড় বস্তু বিভাজিত হতে হতে অতি সূক্ষ্মতম অণু বা এ্যাটমের মধ্যে বিশাল শক্তির প্রকাশ দেখা গেছে—যার নাম আণবিক বোমা ( Atom bomb ) ।

তেমনি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজিত হলে ঔষধের অস্বাভাবিক শক্তি বিকশিত হয় । তার ফলে ঐ ঔষধটির রোগ প্রশমনের প্রভাব বর্ধিত হয় ।

সাধারণ চুল, নুন, গম্বক, মৃগনাভি, ধূতুরা প্রভৃতি নানা পদার্থ হোমিওপ্যাথিক ক্রম পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম অংশে বিভাজিত হলে, তাদের রোগনাশের শক্তির বিকাশ দেখে স্তম্ভিত হতে হয় । এই সূক্ষ্ম ঔষধ যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের মত কাজ করে ।

### ক্রম বা শক্তি ( Potency )

ক্রম পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাজিত হয়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের রোগনাশক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বলে, একে বলা হয় ঔষধ-শক্তি বা Drug energy বা Potency ।

ডাঃ Allen প্রভৃতি মন্যবীররা ক্রম বা ডাইলিউশন শব্দ ব্যবহার না করে Potency বা শক্তি শব্দটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে গেছেন ।

### হ্যানিম্যানের জীবন কাহিনী

চিকিৎসা জগতের নব-দিগন্তের প্রচণ্ড মহর্ষি ক্রীস্টান ফ্লেডারিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান 1755 খ্রীস্টাব্দের 10ই এপ্রিল জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র মৎস্য চিত্রকর । বাল্যে তিনি প্রচুর কষ্টে লেখাপড়া শেখেন ।

তাঁর মেধা ছিল অসমীম । তিনি চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রে যেমন সুপরিণত হন, তেমন গ্রীক, হিব্রু, আরবী, ল্যাটিন, ইংরাজী, জার্মান, ফ্রেন্স, সিরিয়, স্প্যানিশ, রোমান প্রভৃতি নানা ভাষায় পারিণততা অর্জন করেন ।

মাত্র চর্ষশ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M. D. উপাধি প্রাপ্ত হন । 17৮2 খ্রীস্টাব্দে তিনি হেন্‌রিয়েটা নামে এক জার্মান নারীকে বিবাহ করেন ।

লাইপ্‌জিগ্‌ নামে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে তিনি ডাক্তারী প্র্যাকটিস করতে থাকেন । দশ বৎসর প্রচুর প্রতিপত্তির সঙ্গে ডাক্তারী করেন । কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির অসারতা দেখে তিনি ডাক্তারী করা বন্ধ করে দিলেন ।

তিনি রসায়ন শাস্ত্র অনুশীলন এবং ঐ সব বই অনুবাদ করে জীবিকা অর্জন করতে থাকেন ।

সেই সময়ের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে তিনি হতাশ হয়ে বললেন—সব চিকিৎসা প্রথাই কাণ্টনিক, রোগ প্রতিকারের প্রকৃত ঔষধ কোথায় ?

এমন দিনে হঠাৎ তাঁর নিজের গৃহেই রোগের ভয়াল আক্রমণ শুরূ হলো ।

নিজের প্রাণাধিক প্রিয় শিশুদের রোগ যন্ত্রণা তাঁকে নতুন এক চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

তিনি সিস্কোনান নিয়ে গবেষণা করে প্রথম 'সিমিলা' ঐথেরারী গদুগাগদুগ বদুধতে সক্ষম হলেন। স্দুস্থ শরীরে সিস্কোনানা খেলে ষে সব অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পায়, কোনও রোগে ঐ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে অতি অল্প মাত্রায় চাফুরনা ঐ রোগ প্রশমিত করে।

তারপর স্দুধীর্ষ ছয় বৎসর ধরে তিনি অবিরাম তপস্যা ও সাধনা দ্বারা অজন্ম বিষাক্ত পদার্থকে ঔষধে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হলেন।

তিনি ঘোষণা করলেন—'হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র অটল পর্বতের মত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রোগ নিদান বিধি—এটি কল্পনা বা অনুমান নয়।'

স্দুধীর্ষ ছয় বৎসরের গবেষণার ফল তিনি 'হিউফ্ল্যান্ডস্‌ জান'াল' নামে পত্রিকায় 'প্রকাশিত করেন। ঐ পত্রিকাটি তখনকার চিকিৎসা জগতের একটি বিখ্যাত পত্রিকা ছিল।

ঐই সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সারা চিকিৎসা জগতে বিরাট আলোড়ন শুরূ হয়ে গেল।

কিন্তু একদল স্বার্থান্ধ চিকিৎসক তাঁর মতেব বিপদুল বিরোধিতা করতে শুরূ করলেন। তিনি সাতাশটি ঔষধের গদুগাগদুগ বিশ্লেষণ করে প্রথম প্রকাশ করেন 'হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা' গ্রন্থ এবং তারপর 1810 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ অর্গানন (Organon), যার অর্থ হলো 'আরোগ্য সাধন। ঐই গ্রন্থে তিনি তৎকালীন আস্দুরিক চিকিৎসা পদ্ধতির তাঁর নিন্দা করলেন।

1812 খ্রীস্টাব্দে তিনি লিপ্‌জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমিওপ্যাথির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। অজন্ম যুবক, ছাত্র এবং প্রবীণ চিকিৎসকরা তাঁর নবমন্ডে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

বিপক্ষ চিকিৎসকরা এতে যেন ক্ষেপে গেলেন। শেষ পর্বন্ত তাঁরা চক্রান্ত করে তাঁকে লিপ্‌জিগ্‌ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করলেন।

বীর হৃদয় হ্যানিম্যান তখন কোটন শহরে বাস করতে লাগলেন। ঐ দেশের অজন্ম দুরারোগ্য রোগীকে তিনি স্দুস্থ করে তোলেন। তারপর ঐ দেশের সামন্ত রাজাকেও তিনি রোগমুক্ত করেন। তিনি রাজবৈদ্যের সম্মান পেলেন। এরপর তিনি 'ক্রনিক ডিজিজ' বা 'প্রাচীন রোগ-নিরাকরণ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে সভ্য জগতে বিখ্যাত হয়ে পড়েন।

সেই আমলে প্রচলিত মাত্রা অনুযায়ী হ্যানিম্যানও Raw ঔষধ বোশি মাত্রায় প্ররোগ্য করতেন (2 থেকে 5 গ্রেণ)। কিন্তু তারপর তিনি বিভাজন ঐথেরারী আবিষ্কার করলেন। ঔষধকে বিভাজন করে তার Potency বৃদ্ধি করা যায়, ঐই বিখ্যা তিনি আয়ত্ত করলেন। ঐই বিষয়ে তিনি 'শক্তি-বিকাশ তত্ত্ব' নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

1830 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রী বিরোগ হয়। ষ্টিতীয়বার বিবাহ করে তিনি আরও আট বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর শেষ জীবন কাটে ফ্রান্সের প্যারিস মহানগরীতে। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈশ্বরকে তিনি প্রাধিকারিত প্রদর্শন করেছেন। 88 বৎসর বয়সে তিনি অমরধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় 30 লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যান।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নতুন দিশারী মহাশ্রী স্যামুয়েল হ্যানিম্যান আজ আমাদের মধ্যে নেই। সারা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতি তাঁর কাছে অসীম কৃতজ্ঞতার আবশ্য।

আসুন্নিক প্রথার চিকিৎসা থেকে তিনি মানব জাতিতে মন্থিত দিলেছেন এবং দিলে গেছেন এক অপূর্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান রহস্য—যার নাম হোমিওপ্যাথিক।

যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে, যতদিন থাকবে এই পৃথিবী, ততদিন সমগ্র মানবজাতির কাছে তাঁর নাম থাকবে চির-অমলিন চির-উজ্জ্বল, চির-শাশ্বত। তিনি চির অমর।

বিশাল এই হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন গ্রন্থের সূচনায় তাই আমরা আনন্দ-শিরে তাঁর চির-অমর আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি আমাদের অক্লান্ত পরম ভক্তি, প্রাধিকারিত এবং প্রশাম।

ষষ্ঠীয় অধ্যায়

## হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

### Medicine of Homoeopathy

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কাকে বলে? যা একাধারে সূক্ষ্মকে অসূক্ষ্ম এবং অসূক্ষ্মকে সূক্ষ্ম করতে পারে, তাকেই বলা হয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। যেমন আর্সেনিক, কুইনিন, গম্বক ( সাল্‌ফার ), পাবদ, অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা প্রভৃতি।

কিভাবে ঔষধ সংরক্ষিত হয়

বিচুর্শ বা ট্রাইটুরেশন এবং অরিষ্ট বা টিংচার—এই দুই ভাগে ঔষধ সংরক্ষিত হয়।

বিচুর্শ লোহারিদি কঠিন পদার্থ সহজে দ্রব হয় না। তাই এদের সূঙ্গার অফ্‌ মিল্ক সহ সূক্ষ্ম রূপে চূর্শ বা ট্রাইটুরেট্‌ করা হয়।

অরিষ্ট—গাছ গাছড়ার রস অ্যালকোহলে মিশ্রিত কবে বাথলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই নির্যাসে মূল দ্রব্যের সব গুণ বর্তমান থাকে বলে একে মূল অরিষ্ট বা Mother Tincture বলে। মাদার টিংচারের সংকোঁতক চিহ্ন হলো 'θ'—যেমন বেলেডোনা θ বলতে বোঝায়, বেলেডোনা মাদার টিংচার। এর শক্তি  $\frac{1}{10}$  বা 1x ধরা হয়।

ক্রম বা পোটেন্সী প্রস্তুত

মূল ঔষধ বা মূল অরিষ্ট সূঙ্গার অফ্‌ মিল্ক অথবা অ্যালকোহলে মিশিয়ে সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর অংশে বিভাজিত করে যে ঔষধ তৈরী হয় তাকেই ক্রম বা পোটেন্সী বলে। 1 ভাগ মূল ঔষধের সঙ্গে 9 ভাগ দূক্ষ শর্করা বা 9 ভাগ অ্যালকোহল মিশিয়ে প্রথম দশমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। এক ভাগ মূল ঔষধ 99 ভাগ সূঙ্গার অফ্‌ মিল্ক বা অ্যালকোহলে মিশিয়ে প্রথম শতভাগিক ক্রম প্রস্তুত হয়। এইভাবে ঔষধকে যত বিভাজিত করা যায়, ততই তার ক্রম বা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কিভাবে ঔষধ রাখতে হয়

- 1) শুকনো এবং পরিষ্কার স্থানে ঔষধের বাস্ক রাখা সব সময় কর্তব্য।
- 2) কপূর্ন, সেট বা সূঙ্গাম্ব, আতর অথবা কোন তীব্র গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের কাছে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখা উচিত নয়।
- 3) রৌদ্র, ধূলিকণা ধোঁয়া যেন ঔষধে না লাগে।

4) ঔষধের শিশির মূখের ছাঁপি ভালভাবে এঁটে রাখতে হবে। ছাঁপিতে ছিদ্র থাকবে না।

5) ঔষধের শিশিগুলি কোটা বা বাক্স ছাড়া খোলাভাবে রাখা উচিত নয়।

### উচ্চ শক্তির ঔষধের সাংকেতিক চিহ্ন

শক্তি		সাংকেতিক চিহ্ন
100	...	C ( সি )
500	...	D ( ডি )
1000	..	M ( এম্ )
100,000		C. M. ( সি. এম্ )
500,000	.	D. M. ( ডি. এম্ )
10,00,000	...	M. M. ' এম্ এম্ ,

### টিংচার

### ঔষধের মাত্রা ( এক মাত্রার পরিমাণ )

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি	এক আউন্স জলে এক ফোঁটা।
6-12 বছর বালক	আধ আউন্স জলে আধ ফোঁটা।
6 এর নিম্ন বয়স্ক	সিকি আউন্স জলে সিকি ফোঁটা।
বিচূর্ণ	
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি	এক গ্রেণ বিচূর্ণ।
6-12 বছর বালক	আধ গ্রেণ বিচূর্ণ।
6-এর নিম্ন বয়স্ক	সিকি গ্রেণ বিচূর্ণ।
গ্লোবিউল	
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি	4টি গ্লোবিউল।
6-12 বছর বালক	2টি গ্লোবিউল।
6-এর নিম্ন বয়স্ক	1টি গ্লোবিউল।
ট্যাবলেট ( বায়োকেমিক বোশ হয় )	
পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি	2টি ট্যাবলেট।
6-12 বছরের বালক	1টি ট্যাবলেট।
6-এর নিম্ন বয়স্ক	অর্ধেক ট্যাবলেট।

### ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী

বিচূর্ণ বা বড়ি বা ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিলেই কাজ ভালভাবে হয়।

অরিস্ট পরিষ্কার ( Distilled ) জলের সঙ্গে গিশিরে খাওয়াতে হয়। এই দ্রব্য জল না পাওয়া গেলে ফুটিয়ে ছেকে নিয়ে ঠান্ডা করে ব্যবহার করা হয়।



শিশির মূত্রে ছিপি অগ্রভাগে লাগিয়ে ফোঁটা ফেলা হয়। ফোঁটা ফেলা বন্দু ধারাও ( Dropper ) ফোঁটা ফেলা হয়। কিন্তু ঔষধ ঢালার পর প্রত্যেকবার বন্দুটি গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে। এক ঔষধের ছিপি যেন অন্য ঔষধের শিশিতে লাগানো না হয়।

ঔষধ খাবার পাত্র যেন কাচের, পাথরের অথবা চিনামাটির তৈরী হয়। প্রতিবার ঔষধ খাবার সময় পাত্রটি ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

### বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ

বাহ্য প্রয়োগের জন্য সব সময় ঔষধের মাদার টিংচার ব্যবহার করা হয়।

মাদার টিংচার জলে গুলে বা নারকেল তেল অথবা ভেসালিন সহ প্রয়োগ করা হয়।

সব সময় কি ধরনের বাহ্যিক অসুস্থতা বা ক্ষত তা জেনে সেই অনুযায়ী বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

কতকগুলি বাহ্য প্রয়োগের ঔষধের তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

আর্গিফা : ৩ট	ক্যালি পারম্যাঙ্গ
ব্য্যাডিল্লাগা	ব্রায়োনিয়া
এসিড্ কাব'লিক	এমন্ কফ্টক
এসিড্ ক্রাইসোকোনিক	প্ল্যাংটাগো
ইস্কিউলাস্	ফাইটোলাক্সা
ইউফ্রেসিয়া	রাসটর্ন
এচিনেসিয়া	লিঙ্কাম
ক্যালেন্ডুলা	হ্যামামেলিস্
ক্যান্থারিস্	হ্যাইড্রাস্টিস্
ক্যাপ্‌সিকাম	র্যাটান্‌হিয়া
কল্‌চারিয়া	ভার্ব্যাস্‌কাম
ইউপেটোরিয়াম এরোমেটিক	রুটা
সিম্‌ফাইটাম্	গ্র্যাফাইটিস্
সিনেরোরিয়া	থুজা
আর্টিমিসিয়া	ব্যাল্‌সাম্‌ পেরু

বিশেষ কয়েকটি কথা :

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দুই বা তার অধিক একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এমন কি প্রমুখ বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ দুটি ঔষধ ( অর্থাৎ একটি ঔষধের পর অপর একটি ) প্রয়োগেরও বিরোধী। প্রতিদিন সকালবেলা খালি পেটে ঔষধ সেবন খুব ভাল। বার-বার ঔষধ খেতে হলে খাওয়া, বা পান, ডামাক,

আফিং ইত্যাদি খাওয়ার দ্বারা এক ঘন্টা আগে বা পরে ঔষধ খাওয়া প্রযোজ্য। জ্বর থাকলে ঔষধ প্রযোজ্য, হিষ্টিরিয়া তড়কা, মৃগী, সর্দিগর্মি, প্রভৃতি রোগের আক্রমণের সময়ে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। স্ট্রীলোকের ঋতুকালে প্রথম তিনদিন অনেক সময় ঔষধ কার্যকর হয় না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ার সময়ে কোনও গরম কিছু খেতে পারবেন না। যেমন—সংকা, গরম মশলা, পিঁসাজ, রসুন, হিং প্রভৃতি নিবেদ্য। অনেক সময় ব্যতিক্রম হতে পারে, যথা—পাণ্ডু রোগে বা রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে ( High blood pressure ) রসুন উপকারী।

শুষ্ক ঔষধ খাওয়ালে রোগ ভাল হয় তা নয়, সেই সঙ্গে আনুভাবিক বাবস্থা সেবা-শুশ্রূষা ও পথ্যাপথ্যের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

### আনুভাবিক বাবস্থা :

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ার সময় চিকিৎসার ন্যায় এইরকম অনেক কিছু উপায় অবলম্বন করতে হয়। যথা—ফোড়া হলে মসিনা বা তোকমা ঘিমে পাকান হয়, বিকারে, তীব্র শিরশ্রোগে অবস্থা শরীরের কোনও স্থান থেকে রক্তস্রাব হতে থাকলে বরফ বা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ ; আমাশয় হলে ক্লানেল ঘিমে পেট বেঁধে রাখা, বেশি জ্বরে মাথার জল ঢালা এবং সারা বেহ স্পঞ্জ করা উচিত।

### রোগ লক্ষণ ও ঔষধ সেবন :

রোগ লক্ষণ বলতে কি বোঝায় ? স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেলে শরীর ও মনের বিকার হয়, সেই বিকারের নাম রোগ লক্ষণ (Symptome)—যথা, গানের তাপবৃষ্টি, নাড়ীর দ্রুতগতি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, কোমরে বেদনা, পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি জ্বর রোগের লক্ষণ। এর মধ্যে প্রথম তিনটিকে বাহ্য লক্ষণ ( Objective symptoms ) বলে, কেননা এগুলি বাইরে ( অর্থাৎ রোগীর বেহে ) দেখা যায়, শেষের তিনটি অন্তর লক্ষণ ( Subjective Symptoms ) কেন না এগুলি রোগী নিজে অনুভব করেন এবং রোগী না বললে এগুলি অন্য কেউ জানতে পারেন না।

### ঔষধ লক্ষণ বলতে কি বোঝায় ?

শুষ্ক বেহে কোনও ঔষধ খেলে ঐ ঔষধে শরীর ও মনের যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই লক্ষণকে ঐ ঔষধের লক্ষণ বলে। যথা—

শুষ্ক বেহে অধিক মাথার অ্যাকোনাইটের চূর্ণ খেলে পিপাসা, নাড়ীর দ্রুতগতি, গায় শূন্য, মৃদুমন্ডল রক্তবর্ণ, স্রাব লাল হওয়া ও ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় বলে এগুলিকে অ্যাকোনাইটের মত লক্ষণ বলা হয়। ঔষধের লক্ষণ সমীচীত আন্বেষণ হোমিওপ্যাথিক ভেদ্য লক্ষণ সংগ্রহ অংশে সন্নিবেশিত ও রিপোর্টারী অংশ সংক্ষেপে লেখা আছে।

ঔষধ নির্বাচন ( Selection of Medicine )

কোনও রোগের লক্ষণ কোনও ঔষধের লক্ষণের সঙ্গে মিললে, সেই ঔষধটি ঐ রোগের প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বলে বুঝতে হবে—যথা—প্রবল তৃষ্ণা, দ্রুত শরীর শূন্য প্রভৃতি প্রাদর্শিক জ্বরের লক্ষণে পূর্বোক্ত অ্যাকোনাইটের অধিকাংশ লক্ষণ সব মিলে, সেই জন্য এই প্রকার প্রাদর্শিক জ্বরে অ্যাকোনাইট নির্বাচিত হয়। এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক পীড়ার চিকিৎসা প্রকরণে যেসব ঔষধের উল্লেখ আছে তার সমস্তই প্রায় সূচনামূলক ভাবে—ফলদায়ক হয়ে থাকে। কারণ সূচনামূলক ঔষধ রোগীদের আশু ফলপ্রদ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সূক্ষ্মদেহে পরীক্ষিত হয়ে ভেদ্য লক্ষণ সংগ্রহ, ভেদ্য তত্ত্ব বা মেটোরিসা মেডিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরীক্ষিত লক্ষণের সমষ্টি, পীড়িতের রোগ লক্ষণ সমষ্টিসহ মিলিয়ে ঔষধ নির্বাচন করলে, তা প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ ব্যবস্থা হলো বলা যায়। কিন্তু স্থূল বিশেষে এইরূপ সম্যক সাদৃশ্য নিরূপণ করা ব্যস্ত চিকিৎসককে পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যে অবস্থায় যে ঔষধের বিশেষ লক্ষণসহ কোন রোগের বিশেষ লক্ষণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, সেই ঔষধ প্রয়োগে অনেক সূক্ষ্ম পাওয়া যায়। যথা, কোন শিশু সর্দাই নাক চুলকাত ও বালিশে নাক রগড়াত এবং তার মাতার কাঁধে নাক প্রায়ই ঘষত (ক্রিমি ছিল কিনা জানা যায় নাই)। এই বিশেষ লক্ষণ মাত্র দেখে “সিনা” প্রয়োগে শিশু নিরাময় হল। একজন চিকিৎসক বহু ঔষধ প্রয়োগেও একজন রোগিনীর বেদনার কিছুমাত্র উপশম করতে না পেরে স্ত্রী চিকিৎসায় সিম্ধহস্ত ডাঃ গ্যারোম্মিকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করেন। গ্যারোম্মি রোগিনীর ভক্তিত্ব ও অনবরত কথা বলা দর্শনে স্ত্রীমোনিয়াম ব্যবস্থা করা মাত্র সে স্বরাস রোগমুক্ত হলো। বলা বাহুল্য, মাত্র দুই একটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঔষধ প্রয়োগে সময় সময় আশাতীত ফললাভ হলেও, ওটা পূর্ণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নয়, লক্ষণ সব মিলিয়ে ঔষধ নির্বাচন করাই হ্যানিম্যানোক্ত প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

কিরূপে রোগ লক্ষণ জানতে হয়?—রেগীর কাছে বসে প্রথমে,

- (1) অন্তর্লক্ষণগুলি যথা—শীতবোধ, মাথাঘোরা, পা কামড়ানো, তিক্তম্বাধ, বৃক্কদ্বালা, ভয়, উষ্ণে ইত্যাদি।
- (2) রোগের কারণতত্ত্ব, যথা—ঠান্ডা লাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, গুরুপাক পুষ্টি আহার, ভারী জিনিস তোলা ইত্যাদি।
- (3) কোন সময়ে বা কোন কোন অবস্থায় রোগের হ্রাস বৃদ্ধি হয় যথা—

প্রাতঃকালে বৃষ্টি, রাতি এগারোটায় সময়ে হ্রাস, গাটিপলে আরাম বোধ, নড়ে চড়ে বেড়ালে যাতনা বৃদ্ধি, বাঁ পাশে চেপে শুলে শান্তি প্রভৃতি বিষয়ে জেনে নিতে হবে।

(4) বাহা লক্ষণগুলি, যথা—শরীরের উষ্ণতা, নাড়ী, জিহ্বা, চর্ম, বক্ষস্থল, মলমূত্র প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা চিকিৎসক নিজে স্থির করে নেবেন। এবং অবশেষে  
 (5) রোগীর বর্তমান ও পূর্বাভাস যথা—বিষয় কর্ম, যাতু, কৌলিক পীড়াদি ও  
 (6) রোগের বিশেষ লক্ষণগুলি, যথা—প্রবল জ্বরে অত্যন্ত গায়তাপ সন্তেও আদৌ  
 জ্বলা না থাকা বা কোন পীড়ার শিশুর সম্বন্ধেই নাক ফুলকান প্রভৃতি উপসর্গ ( অসাধারণ )  
 জানা আবশ্যিক।

**Nash's How to take the case Dr—Yingling's Suggestion to the patient** এবং এই গ্রন্থের রোগ লক্ষণ লিখবার সম্বন্ধে অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে রোগ চিকিৎসাকালে যে ঔষধের উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার্থীর সন্নিবিধার জন্য তাদের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি মাত্র প্রদত্ত হয়েছে। ওর অতিরিক্ত লক্ষণাদি জানবার জন্য সঙ্গ্রে কোন একখানি উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক মের্টেরিয়া মেডিকা অর্থাৎ স্বেচ্ছ লক্ষণ সংগ্রহের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। আর কোনও কোনও রোগে কয়েকটি প্রধান ঔষধের লক্ষণাদির বর্ণনার পর কতকগুলি ঔষধের নাম মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কোনও লক্ষণ লেখা হয়নি। কাজেই বদ্ব্যপ্ত হইবে যে ঔষধগুলি ব্যস্ত চিকিৎসকের সন্নিবিধার জন্য। বলা বাহুল্য, উদাহরণের লক্ষণ জানতে হলেও স্বেচ্ছ লক্ষণ সংগ্রহ অর্থাৎ মের্টেরিয়া মেডিকা গ্রন্থ দেখতে হবে।

হোমিওপ্যাথিক মের্টেরিয়া অংশ এই গ্রন্থের শেষ দিকে আলোচনা করা হয়েছে।

## তৃতীয় অধ্যায়

### রোগীর পরীক্ষা ( Clinical Examination )

রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা না করে ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এইবার রোগী পরীক্ষা কিভাবে করতে হবে তার বিবরণ বলা হচ্ছে।

রোগী পরীক্ষার আগে রোগীর বিষয়ে যে সব নোট করতে হবে, তা হলো—

- (1) রোগীর নাম।
- (2) সেক্স—রোগী পুরুষ বা নারী।
- (3) বয়স—রোগীর বয়স কত।
- (4) জাতি—ভারতীয়, এ্যাংলো, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, জার্মানী ইত্যাদি।
- (5) রোগীর বিভিন্ন অভ্যাস।
- (6) পুরোনো ইতিহাস কি কি পাওয়া যায়।

তারপর রোগীর নানা ধরনের পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়।

(1) রোগীর কাছে বসে প্রথমে তার বাহ্যিক লক্ষণগুলি ( Signs ) দেখতে হবে। শরীরের উষ্ণতা, নাড়ির গতি, জিহ্বা, চর্মের অবস্থা, চোখ-মুখের অবস্থা, বক্ষ স্পন্দন প্রভৃতি দেখতে হবে।

(2) তারপর রোগীর অন্তর্লক্ষণ Symptoms কি কি হচ্ছে, তা দেখতে হবে। এইসব অন্তর্লক্ষণ রোগী নিজ মুখেই বলবে কি কি হচ্ছে, তা দেখতে হবে। যেমন—মাথা ঘোরা কোমরে বাথা, বদকে পেটে জ্বালা বা যন্ত্রণা, মুখে বিস্বাধ ইত্যাদি।

(3) কি কি কারণে রোগ শুরুর হলো তা জানার চেষ্টা করতে হবে। যেমন ঠান্ডা লাগা, বেশি ভোজন, শ্রম ইত্যাদি।

(4) এই রোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আগের দেওয়া ঔষধ, ইন্জেকশন প্রভৃতির History জানা কর্তব্য। তাহলে অনেক সময় রোগের বিবরণ পাওয়া যায় ও রোগ নির্ণয় সুবিধা হয়।

(5) কোনও বিশেষ লক্ষণ থাকলে তা জানা একান্ত প্রয়োজন।

(6) রোগ কখন বাড়ে বা কমে, দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে জ্বরের জন্য চার্ট ( Chart ) করতে হবে।

(7) কর্তাধন পরে রোগ বাড়ে বা কমে কিংবা রোগটি অনেকদিন ধরে হলে তার বাড়ি কমান ইতিহাস জানতে হবে।

এবারে রোগীর বাহ্য অন্য সব পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

## শরীরের তাপ :

ক্রিনিক্যাল থার্মোমিটার দিয়ে রোগীর দেহের তাপ নির্ণয় করা হয়। এতে 85° ডিগ্রি ফারেনহাইট—110° ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপাঙ্ক মার্ক বা দাগ কাটা থাকে।

সাধারণ অবস্থার তাপ থেকে বগলের নীচে—97.4° ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং জিহ্বার নিচে থাকে 98.° ডিগ্রি ফারেনহাইট।

বালক ও বালিকাদের তাপ যুবকদের থেকে অনেকটা বেশি। আবার 40 বছর পার হয়ে গেলে দেহের তাপ কমে যায়।

শরীরের তাপ 2-3 ডিগ্রি বেশি হলে তা নিশ্চিত জ্বর বোঝায়। ম্যালেরিয়া, সেপটিক জ্বর, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগে দেহের তাপ 105° ডিগ্রি অর্থাৎ ওঠে। তবে 103°-104° ডিগ্রি জ্বর হলে তা বেশ জ্বর বুঝতে হবে।

টাইফয়েডে 105° ডিগ্রি ভয়াবহ জ্বর—ম্যালেরিয়াতে তা ভয়াবহ নয়। 96° ডিগ্রির নীচে নামলে তা Collapse বা মরণের ভয় বা আশঙ্কা বোঝায়।

এরকম হলে সব সময় সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন—তখন নানাভাবে তাপ বৃদ্ধি চেষ্টা করতে হবে। থার্মোমিটার 2-3 মিনিট লাগিয়ে রাখা কর্তব্য।

স্বাভাবিক তাপ	ফারেনহাইট	সেন্টিগ্রেড
জিহ্বার নিচে	98.4°	36.9°
বগলে	97.4°	36.3°
রেক্তামে	99.4°	37.4°

## শ্বাস-প্রশ্বাস :

বুকের রোগ, জ্বর প্রভৃতি হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়। সুস্থ শরীরেও প্রতি মিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা বয়স অনুযায়ী কম বা বেশি হতে পারে।

বয়স	পর্যন্ত মিনিটে	বার
1		30—35
1—2	” ”	25—35
8—5	” ”	20—25
6—15	” ”	20—22
16—40	” ”	18—20
50	বা তার উর্ধ্বে	16—18

ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস শূন্য লক্ষণ। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস অশূন্য লক্ষণ। নিউমোনিয়া, হাঁপানি প্রভৃতি রোগে শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন হতে পারে। হাঁপানিতে দমবন্ধ ভাব থাকে। দেহের তাপ বৃদ্ধি হলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়।

## নাড়ি-শ্বাস সম্পর্ক ( Pulse Respiration Ratio ) :

সাধারণ ক্ষেত্রে নাড়ীর ও শ্বাসের গতির সম্পর্ক বা রেসিও হলো 4 : 1, অর্থাৎ

নাড়ির 4 বার স্পন্দনের মধ্যে 1 বার করে শ্বাস-প্রশ্বাস হবে। নাড়ি 72 বার স্পন্দিত হলে শ্বাস-প্রশ্বাস 18 বার, নাড়ি 80 হলে শ্বাস-প্রশ্বাস হবে 20, নাড়ি 100 হলে শ্বাস 25 বার। বন্ধের রোগে শ্বাসের গতি খুব বেড়ে যায়। তখন Ratio ঠিক আছে কিনা, তা দেখা অত্যাবশ্যক হয়। এক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে সন্দিগ্ধ হইবে।

### জিহ্বা পরীক্ষা :

রোগ পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে এই জিহ্বা পরীক্ষার সম্পর্ক হলো অপরিহার্য। সাধারণতঃ জিহ্বা হয় লালচে, সরস ও নির্মল। কিন্তু নানা কারণে জিহ্বার নানা পরিবর্তন ঘটে।

- (1) জ্বর বা অতিরিক্ত মায়িক দুর্বলতা হলে জিহ্বা শুকনো হয়।
- (2) অতিরিক্ত রক্তবর্ণ জিহ্বা পাকস্থলির রোগ নির্দেশ করে।
- (3) অতিরিক্ত ফ্যাকাশে জিহ্বা রক্তহীনতা বোঝায়।
- (4) সাধা জিহ্বার উপর লাল রক্তের দাগ হলে তা Scarlet Fever নির্দেশ করে।

(5) জিহ্বার ভেতরটা শুকনো কিন্তু সামনের দিকটা ভেজা ভেজা হলে বুঝতে হবে যে রোগ উপশম হচ্ছে।

(6) জিহ্বার সাধা প্রলেপ পেটের রোগ ও কোষ্ঠবন্দিতা বোঝায়।

(7) লোপাবৃত্ত জিহ্বা কেবল বহিরাংশ (Margin) লালচে হলে তা টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড নির্দেশ করে।

(8) জিহ্বা হলুদ রঙের লোপাবৃত্ত হলে, তা বোঝায় পিত্তসংক্রান্ত রোগ, পিত্ত নিষ্সরণের অভাব, জাঁডুস্, গলস্টোন, হেপাইটিস্ প্রভৃতি রোগ।

(9) জিহ্বা কালচে লোপাবৃত্ত হলে, তা অত্যন্ত অশুদ্ধ ও লিভারের খুব বেশি গোলমাল বোঝায়।

(10) জিহ্বা শুকনো হলে তা দেহে জলের অভাব বা Dehydration নির্দেশ করে।

(11) কোনও রোগে জিহ্বা কালচে লোপাবৃত্ত হলে তা অতীব অশুদ্ধ লক্ষণ নির্দেশ করে।

(12) জিহ্বা নাড়তে না পারা বা বের হলে একাধিকে ঝুলে পড়ে থাকা মস্তিস্কের দুর্বলতা বা অবশ্যাব বোঝায়।

(13) জিহ্বার ঘা বা দাগ থাকলে তা পরিপাঃ যন্ত্রের ক্রিমার গোলমাল নির্দেশ করে। এরূপ হলে দেহে ভিটামিন বা উপযুক্ত খাদ্যাদির অভাব বুঝতে হবে।

(14) কালচে বা বেগুনী জিহ্বা ধমনীগূঢ়িতে রক্ত অবরোধ বা Obstruction নির্দেশ করে।

(15) জিহ্বার প্রান্তভাগ ও অগ্রভাগ শুকনো থাকলে, তা পীতজ্বরের নির্দেশ করে। এখানে একটা কথা—জিহ্বার সঞ্চেতগুদাল সব সময় ঠিকমতো বৃদ্ধিতে পারা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে এটি অভ্যাস করতে হবে। তাই অন্যান্য সব ক্লিনিক্যাল লক্ষণাদি না দেখে শুধু জিহ্বা দেখে কিছু বলা যায় না।

### মুখমণ্ডলের পরীক্ষা :

মুখমণ্ডল আর বদনমণ্ডল হলো শরীরের আগনার মতো। তা দেখেও বেহের অবস্থা অনেকটা বৃদ্ধিতে পারা যায়। প্রসন্ন বদন হলো বৈহিক স্বেচ্ছতার পরিচায়ক। যে কোন রোগ হলেই রোগীর মুখ হয় চিন্তাকুল ও সংকুচিত। জ্বর হলে মুখমণ্ডল আরক্ত হয়। মুখের মলিনতা ও বেশি বিকৃতি হলে, তা কোর্টকাঠিন্য ও পেটের গোলমাল নির্দেশ করে।

হাসিখুশী থাকলে বা প্রফুল্ল বদন নির্দেশ করে রোগ ধীরে ধীরে কমে আসছে।

### বক্ষ পরীক্ষা :

বক্ষস্থল পরীক্ষা করা হয় প্রধানতঃ তিনভাবে।

বৃকের কোনও রোগ হয়েছে সন্দেহ হলেই বক্ষ পরীক্ষা করতে হবে। এটি করা হয় যে যে ভাবে, তা হলো—

- (1) দর্শন বা Inspection।
- (2) প্রতিঘাত বা Percussion।
- (3) স্টেথোস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা বা Auscultation।

ফুসফুসের কোন কঠিন রোগ অর্থাৎ ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, বক্ষ্মা, হাঁপানি, সর্দি জমে থাকা প্রভৃতি নানা রোগের জন্য বক্ষ পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ আছে কিনা, তা জানার জন্য বক্ষ পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়।

দর্শন (Observation)—রোগীকে স্থিরভাবে বসিয়ে তার বৃকের অবস্থা মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। বক্ষটি ঠিকমতো গুঠানামা করছে কিনা তা দেখতে হবে। তাছাড়া, হৃৎপিণ্ডের কোনও রোগ আছে কিনা—তা জানবার জন্য বক্ষ পরীক্ষা করতে হবে।

দর্শন দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস মিনিটে কতবার হচ্ছে তাও নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

### প্রতিঘাত (Percussion) :

বাঁ হাতের মধ্যমা আঙ্গুল রোগীর বৃকের ওপর পেতে তার উপরে ডান হাতের মধ্যমা দ্বারা আঘাত করলে বৃকে যে শব্দ হয় তা দেখতে হবে। যদি শব্দ শব্দ শব্দ



হয়, তাহলে বন্ধুতে হবে অবস্থা স্বাভাবিক। যদি ঢপ ঢপ শব্দ হয় তাহলে বন্ধুতে হবে অস্বস্থতার নির্দেশ করছে। হাঁপানি রোগে বন্ধুকে বেশি বাতাস প্রবেশ করলে তখন ঢপ্ ঢপ্ শব্দ করতে থাকে, প্রারিসিতে জল জমলে কিছ্ অংশে স্বাভাবিক শব্দ ও কিছ্ অংশে Dull Sound পাওয়া যায়।

**স্টেথোস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা (Auscultation) :** দুটি রবারের নলের উপর দুটি ধাতুর নল ও তার সঙ্গে দুটি কানে লাগাবার Ear-piece থাকে। নল দুটির সামনে থাকে একটি যন্ত্র। তার সঙ্গে পাতলা Diaphragm লাগানো থাকে। এতে অল্প শব্দ জ্বোরে শোনা যায়। এই যন্ত্রটি বন্ধুকে লাগিয়ে এর সঙ্গে সংযুক্ত নলের উপরে লাগানো Ear piece দুটি কানে লাগালে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ও হৃদয়ের স্পন্দন সব শোনা যায়।

ব্রুকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের শব্দ শোনা যায়। প্লেগমা বেশি থাকলে ঘড় ঘড় শব্দ, প্রারিসিতে খস্-খস্ শব্দ শোনা যায়। এইসব শব্দ শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হলে তখন অনেক কিছ্ই সঠিক বন্ধুতে পারা এবং শব্দ শুনতে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

হৃদপিণ্ডের শব্দও স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা বন্ধুতে পারা যায় এইভাবে অভ্যাস করলে।

যদি দুটি শব্দ লব্ ডাব্-এর বদলে অন্য তৃতীয় শব্দ শোনা যায়, তাহলে তা হার্টের রোগ নির্দেশ করে। নানা প্রকারের শব্দ অনুযায়ী রোগ নির্দেশ, পরে রোগ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল।

### গায়ের চর্ম পরীক্ষা :

জ্বর হলে গা যেমন গরম হয়, তেমন গায়ের চর্ম ককঁশ, শুকনো ও খস্-খসে দেখায়। শরীরের তাপমাত্রা কমে গেলে ও চামড়া স্বাভাবিক হত থাকলে তা ভাল লক্ষণ।

গায়ের চামড়া Jaundice রোগে হলুদ আভাষুক্ত হয়। রক্তশূন্য চর্ম ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

### ঘাম (Sweat) :

ঘাম হলো মানব শরীরের একটি স্বাভাবিক নিরম। দেহের ক্লেদ পদার্থ মল, মূত্র ও ঘাসের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

সারা দেহে ঘাম না বের হয়ে যদি কোনও একস্থানে হয়, তা হলে তা মারাত্মক দুর্বলতার নির্দেশ করে কিংবা সেই স্থানের প্রদাহ বোঝায়। দেহের অন্য অংশ না যেমে কেবল কপাল (Forehead) ঘামলে তাও অন্যভাবে নির্দেশ করে থাকে। এতে প্রেসার, অর্থাৎ চিন্তা, মারাত্মক দুর্বলতা প্রভৃতি বোঝায়।

জ্বর ছাড়ার সময় ঘাম হলে রোগ কমে যাচ্ছে বন্ধুতে হবে। খুব বেশি ঘাম হচ্ছে কিন্তু জ্বর বা প্রদাহ কমে না দেখলে বন্ধুতে হবে তা অশুভ লক্ষণ।

বেশি ঘোমে শরীর খুব দুর্বল যাতে না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

ইঠাৎ ঘাম বন্ধ হলে অনেক সময় তা অশুভ ভাব নির্দেশ করে থাকে।

### বমি ( Vomiting ) :

পাকস্থলিতে উত্তেজক পদার্থ পড়লে, বেশি মদ্যপানে পাকস্থলির বা অস্ত্রের অসুখে বমি হয়। ফুসফুসের, জরায়ু প্রভৃতির ঘূর্ণি-বিঘৃতি হলেও বমি হতে পারে। গর্ভ সজ্ঞারের প্রথম দিকে অনেক সময় সকালের দিকে বমি হয় বা পিস্তবমি হয়। শরীর বেশি দুর্বল হলে বা বেশি রক্তপাত হলেও বমি হয়। বমি একটি রোগ নয়, এটি একটি লক্ষণ মাত্র।

দেহের জলের অভাব বা Dehydration হলে, পাকস্থলি বা যকৃতের গোলমাল, ক্রিমি প্রভৃতি কারণে হিকা হয়ে থাকে।

### মল ( Stool ) :

স্বাভাবিক মলের রং হয় হলধে। স্বাভাবিকভাবে রোজ একবার কি দুবার মলত্যাগ হয়ে থাকে।

(1) মল যদি মেটে রং বা পাশুটে রং অথবা কাহার মত হয়, তাহলে পিস্তরস কমে আসছে অর্থাৎ যকৃতের দোষ আসছে।

(2) মল কালচে বা বেশি হলধে হলে বন্ধুতে হবে তাতে পিস্ত বেশি।

(3) সবুজ রঙের মলে পেটে অল্প বোঝার।

(4) মলে রক্ত ও গ্লেছামত মিশ্রিত থাকলে তা রক্ত আমাশয় নির্দেশ করে।

(5) মল সাদা হলে বন্ধুতে হবে পিস্ত বেহে ঠিকমতো নিঃসৃত হচ্ছে না।

(6) মল শুকনো বা শক্ত হলে বন্ধুবে অস্ত্রের গোলমাল হয়েছে। এটি কোর্ড-কাঠিন্যও নির্দেশ করে।

(7) চাল খোলা জলের মত হলে কলেরার লক্ষণ।

(8) পেট কামড়ানো ও অল্প অল্প পিছলে মল এ্যামিবিব আমাশয় নির্দেশ করে।

(9) উপরের মতো মল খুব বেশি বার হতে থাকলে, তা ব্যাসিলারী আমাশয় বোঝার।

(10) মল বেশি বার ও তরল, চোঁয়া ঢেকুর, বমি ভাব, অকুশা প্রভৃতি উৎসাহক নির্দেশ করে।

(11) অসাড়ে মলত্যাগ খুব অশুভ লক্ষণ।

**মূত্র ( Urine ) :**

সুস্থ অবস্থায় একজন লোকের সারাদিনে দেড় থেকে দুই সের মতো মূত্র ড্যাগ হয়। এই মূত্র স্বাভাবিকভাবে ফিকে হলুদ বা Straw Coloured হয়ে থাকে।

(1) মূত্র বেশী হলুদ হলে বৃষ্ণতে হবে যে ষকৃৎের রোগ বা ষকৃতে কোনও গোলমাল।

(2) জ্বর বেশী হলে মূত্র ঘন, পরে গাঢ় হলুদ রঙের হয়।

(3) কালচে মূত্র Black Water Fever নির্দেশ করে।

(4) ঘন ঘন মূত্র হতে থাকলে, তা ডায়াবেটিস রোগ নির্দেশ করে।

(5) মূত্র সাদাটে হলে, তা ক্রিমি রোগ বোঝায়।

(6) মূত্র ধোঁসাতে রঙের হলে তাতে রক্ত বর্তমান বৃষ্ণতে হবে।

(7) মূত্র ঘন লাল হলে সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছে বৃষ্ণতে হবে।

(8) হীম্‌গ্লোবের ষম্প্রণা ও ঘোলাটে মূত্র ও জ্বালাবোধ গণোরিয়া বোঝায়।

(9) মূত্র ঘোর কটা রঙের হলে তা জটিল অবস্থা নির্দেশ করে।

**ব্যথা বেদনা :**

(1) যদি দেহের একটি স্থানে ব্যথা হয়, তা হলে উহা স্থানিক প্রবাহ নির্দেশ করে। যদি গাটে বা কোমরে ব্যথা বেশী হয় তাহলে বাত, গোটোবাত, কটিবাত নির্দেশ করে।

(2) যদি ব্যথা কম থাকে বা সম্ভালন বৃষ্ণ পায়, তবে তা পেশীর ব্যথা।

(3) ষকৃৎের প্রবাহ ডান কাঁখে বা দুই কাঁখে হয়।

(4) কষ্টক অথবা গলায় দুই প্রান্তের গ্রন্থিতে ব্যথা হলে, তা দেহের ব্যথা নির্দেশ করে।

(5) হৃৎপিণ্ডের রোগে বাহুরে ব্যথা হয়।

(6) মূত্র পাথরী রোগের পূর্বসূত্র ব্যথা হতে পারে।

(7) পেট, মাথা বৃক প্রভৃতিতে ব্যথা, দেহের ভেতরের কোনও অংশে রোগ নির্দেশ করে।

এই সব ব্যথা প্রধান পরীক্ষাগৃলির কথা বলা হলো। তবে এতে রোগ নির্ণয় না হলে অনুবৃক্ষণ ষম্পের সাহায্যে রক্ত বা মূত্র, মল, থুৎু প্রভৃতি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে পূর্বভাবে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণতঃ রোগ নির্ণয় করতে কয়েক ঘণ্টা বা দু একদিন ঘেরী হলে তখন সাময়িক লক্ষণ অনুসারী Paliative চিকিৎসা চালাতে হতে পারে। তবে কঠিন ও ধারাত্মক রোগে কখনো তা করা উচিত নয়। কলেরা, ডিপার্টিরিয়া, শ্লোক প্রভৃতি চিকিৎসা থুব দ্রুত না হলে রোগী বাঁচানো কঠিন হয়।

## চতুর্থ অধ্যায়

### রক্তের স্বাভাবিক বিশ্লেষণ

### Normal blood Analysis

পরিমাণ (Volume of blood)—বেহের ওজনের 7 থেকে 9 ভাগ পর্যন্ত 4 থেকে 6 লিটার।

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity)—1041 থেকে 1057 পর্যন্ত।

রিফ্র্যাকশন বা Ph—7.33 থেকে 7.45—তাই রক্ত সামান্য অ্যালকালাইন্স।

হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin)—14 থেকে 16 গ্রাম প্রতি 100 সি. সি. তে (অর্থাৎ তাকে বলে 85 থেকে 90%)।

মোটো লোহিত কণিকা (R. B. C.)—45 থেকে 50 লাখ প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে।

রেটিকুলোসাইট (Reticulocytes)—0.8 থেকে 1.0 প্রতি শতে।

শ্বেত কণিকা (W. B. C.)—5,000 থেকে 7,000 প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে।

প্লেটলেটস (Platelets)—2—4 লাখ প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে।

কালার ইনডেক্স (Colour Index)—0.9 থেকে 1.1।

ভলিউম ইনডেক্স (Volume Index)—0.9 থেকে 1.1।

প্যাকড সেল ভলিউম (Packed Cell Volume)—পুরুষ 45%, নারী 40%।

ব্লিডিংয়ের সময় (Bleeding Time)—2 থেকে 3 মিনিট।

রক্ত জমার সময় (Coagulation time)—4 থেকে 8 মিনিট (Lee and White পদ্ধতি)। 1½ থেকে 2½ মিনিট (Dele and Laidlens পদ্ধতি)।

এরিথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট (E. S. R.)—0 থেকে 5 mm. এক ঘন্টার। 0 থেকে 15 m. m. প্রতি দু'ঘন্টার।

ক্লট রিট্র্যাকশনের সময় (Clot Retraction Time)—শুরু 1 ঘন্টার।

প্রোথ্রম্বিন টাইম (Prothrombin Time)—10 থেকে 15 সেকেন্ডে।

### রক্তের বিশেষ পরীক্ষা

### (Special Examination of blood)

W. R.—এটি পজিটিভ হলে সিফিলিস বোঝায়।

Aldehyde ও Chopra টেস্ট—এটি কালাজন্ডরের পরীক্ষা।

Parasites—এগুলি থাকে ফাইলোরিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে।

**Haemoglobin**—স্বাভাবিকভাবে 100 সি. সি. তে 14 গ্রাম থাকলে তাকে বলা হয় 100। এটি 85 এর নিচে নামলে রক্তশূন্যতা বোঝায়।

**Lucocytes**—স্বাভাবিকভাবে প্রতি C. M. M. এ থাকে 5 থেকে 7 হাজার, এর বেশি বা কম নানা রোগ নির্দেশ করে। তা এবারে বলা হচ্ছে।

শ্বেত কণিকা বা লিউকোসাইট (W. B. C.)—কম-বেশির কারণ নিউট্রোফিল। স্বাভাবিক হলো 55 থেকে 70%।

**বৃশ্চ পায়**—সব ধরনের Infection এবং নানা ধরনের Inflammation হলে, স্বেপটিক এবং Myeloid লিউকোমিয়া হলে।

**কম হয়**—প্রধানতঃ কালাজ্বর হলে। সামান্য কম হয় ম্যালেরিয়া, টিউবারকিউলোসিস, টাইফয়েড, হুপিংকাশি, হীপানি প্রভৃতিতে।

**লিমফো সাইট্ (Lymphocyte) :**

স্বাভাবিক হলো 20 থেকে 25%।

**বৃশ্চ পায়**—আসল বসন্ত, জল বসন্ত, হাম, টাইফাস, হুপিং কাশি, ব্রুসেলিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, গ্রীষ্ম প্রবাহ জ্বর, কোনও কোনও যক্ষ্মা রোগ, কালাজ্বর, টাইফয়েড, ব্যাসিলারি আমাশয়, লিমফ্যাটিক লিউকোমিয়া রোগে।

**কমে যায়**—অধিকাংশ ইনফেকশনের Acute অবস্থায়। যক্ষ্মা রোগ খুব বেশি বিস্তৃত হলে, কার্সিনোমা বা ক্যানসার (লিমফ্ গ্রীষ্ম) এবং নিউট্রোফিল কণিকা অতিরিক্ত বৃশ্চি পেলে।

**মনোসাইট্ (Monocyte) :**

স্বাভাবিক হলে 4% থেকে 8%।

**বৃশ্চ পায়**—ম্যালেরিয়া, ট্রাইপ্যানসোমিয়ারিয়াসিস, কালাজ্বর, অ্যামিবা জনিত আমাশয়ে। সামান্য বৃশ্চ পায়, টাইফাস, ভ্যারিওলা, ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার বা পীতজ্বর, হাম, সিরিফলিস, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত এন্ডোকার্ডাইটিস, ক্রমবর্ধমান যক্ষ্মা রোগে, মনোসাইটিক লিউকোমিয়া প্রভৃতি রোগে।

**কমে যায়**—Acute ইনফ্লমেশন হয়ে নিউট্রোফিল বেশি বৃশ্চি পেলে।

**ইয়োসিনোফিল (Eosinophil) :**

স্বাভাবিক হলো 1% থেকে 4%।

**বৃশ্চ পায়**—অল্পে প্যারা সাইট জন্মে, চর্মরোগ, হুফানি, আর্টিকেরিয়া বা আমবাত, এলার্জি, গণোরিয়া, ডেঙ্গু, এপিডেমিক ড্রপসি, মাইলয়েড্ লিউকোমিয়া, ট্র্যাপক্যাল ইয়োসিনোফিলিয়া প্রভৃতিতে।

**কমে যায়**—অতিরিক্ত ইনফেকশনের Acute অবস্থায়।

বেসোফিল (Basophil) :

স্বাভাবিক হলো 0 থেকে 1% ।

বৃদ্ধি পায়—ক্রনিক মাইলয়েড্‌ লিউকিমিয়া, কোনও কোনও জাঁডস বা ন্যাবার, এরিট্রিমিয়া প্রভৃতিতে ।

মাইলোসাইট বা হায়লাইন সেলস্‌ (Myelocyte or Hyaline cells)

স্বাভাবিক অবস্থায় এরা রক্তে থাকে না । কিন্তু মাইলয়েড্‌ লিউকিমিয়া হলে রক্তে এদের প্রচুর দেখা যায় । 20% থেকে 40% পর্যন্ত দেখা যায় এদের ।

রক্তের রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical constituents of Blood)

বিলিরুবিন বা (Bile Pigment)—স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 ml. প্লাজমা বা সেরামে 0.1 থেকে 0.8 মিলিগ্রাম বিলিরুবিন থাকে ।

বৃদ্ধি পায়—বাইলডাক্টের মধ্যে কোনও বাম্বার্ডোপেন, গলস্টোন, জাঁডস বৃদ্ধি পায় । লিভারের ক্ষত বা প্রবাহে অর্থাৎ রক্তপাত হলে বা প্রকৃষ্টিকা (R. B. C) ভেঙ্গে গেলে বা হিমোগ্লাইসিন হলে ।

ক্যালসিয়াম (Calcium)

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে ক্যালসিয়াম 100 ml-এ 9 থেকে 11 মিলিগ্রাম ।

বৃদ্ধি পায়—প্যারাথাইরয়েড্‌ গ্রন্থির অভিবৃদ্ধি, বেশি ভিটামিন ডেহে সঞ্চার হলে, প্যারাথাইরয়েডের গ্রন্থির নির্বাসন ইনজেকশন দিলে ।

কমে যায়—প্যারাথাইরয়েডের কাজ কম হলে, নেফ্রাইটিস রোগ বেশি হলে, ইউরিমিয়া, রিকট প্রভৃতিতে ।

ক্লোরাইড (Chloride) :

রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 মিলিগ্রাম প্লাজমা বা সেরামে 560 থেকে 600 মিলিগ্রাম ক্লোরাইড থাকে ।

বৃদ্ধি পায়—নেফ্রাইটিস, এক্সামসিয়া, কার্ডিয়াক ফেইলিওর প্রভৃতি হলে ।

কমে যায়—পেট বা অন্ত্রের রোগ, জ্বর, এসিডোসিস, বামি, শক প্রভৃতিতে ।

কোলেস্ট্রল (Cholesterol)

প্রতি 100 ml. রক্তে কোলেস্ট্রল থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় 140 থেকে 280 mg. তার মধ্যে 70 থেকে 120 mg. Esterformed এবং 25 থেকে 50 mg থাকে Ester free ।

বৃদ্ধি পায়—লাইপয়েড্‌, নেফ্রোসিস, লিভারের অ্যামিলয়েড, সিরোসিস মিক্সোডেমা, অবস্রাব্যকীট জাঁডস, ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ প্রভৃতিতে ।

কমে যায়—কঠিন লিভারের পীড়া হলে Esterformed কোলেস্ট্রল কমে যায় ।

**ক্রিয়াটিনিন —( Creatinine ) :**

বেহের ক্রিয়াটিনিন হলো বর্জনীর পদার্থ এবং তা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় । স্বাভাবিক অবস্থায় এই ক্রিয়াটিনিন থাকে প্রতি 100 ml. প্লাজমা বা সিরামে 0.5 থেকে 2 mg. পর্যন্ত ।

বৃদ্ধি পায়—কিডনির রোগ, প্রস্রাবের প্রবাহে বাধা, মেটালিক বিষ সেবন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ।

**নন প্রোটিন নাইট্রোজেন ( N. P. N ) :**

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের প্রতি 100 ml.-এ এটি থাকে 30 মিলিগ্রাম পরিমাণ ।

বৃদ্ধি পায়—কিডনির রোগ, প্রস্রাব প্রবাহে বাধা, কার্ডিয়াক ফেলিওর, ইন্টোস্টন্যাল অবস্ফাঙ্কশন, গ্যাসট্রো-ইন্টোস্টন্যাল হেমারেজ, মেটালিক পরজীবাণু, শক, ডিহাইড্রেশন প্রভৃতিতে ।

**ফসফেটস্ ( Phosphates ) :**

রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় এটির পরিমাণ হলো এসিডিক্—0 থেকে 3. K. A. ইউনিট, এ্যাল্‌কালাইন—3.5 ।

বৃদ্ধি পায়—কোনও কোনও প্রস্টেটের কার্সিনোমায়, অস্টিওক্ল্যাস্টিক ক্রিয়ার বৃদ্ধিতে ( বোন, সারকোমা, রিক্টে প্রভৃতি ) অবস্ফাঙ্কটিভ জন্ডিস রোগে ।

**ফস্‌ফরাস ইন অর্গ্যানিক ( Phosphorus Inorganic ) :**

স্বাভাবিকভাবে রক্তে এটি থাকে 100 ml. প্লাজমা বা সেরামে 2.5 থেকে 4.5 পরিমাণে ।

বৃদ্ধি পায়—স্টেট্যানি, নেফ্রাইটিস, রিক্টে ও ইউরিমিয়া হলে ।

কম হয়—হাইপারথাইরয়েড রোগে ।

**প্রোটিন ( Protein ) :**

রক্তের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো 100 ml. প্লাজমা বা সিরামে 6.0 থেকে 8.5 gm.

কমে যায় —ডিহাইড্রেশন হলে ।

কমে যায় —ক্যাকেক্টিক রোগ, কিডনির রোগ, অগ্নিবাহ, অপুষ্টি বা Malnutrition প্রভৃতি লিভারের রোগে ।

**পটাশিয়াম ( Potassium ) :**

রক্তে প্রতি 100 ml.-এ পটাশিয়াম থাকে 15 থেকে 20 মিলিগ্রাম ।

বৃশ্চি পায়—Addisons রোগে, Kidney Disease-এ

কমে যায়—Diuretics দেবার পর ।

**সোডিয়াম (Sodium) :**

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ হলো, প্রতি 100 ml. প্লাজমা বা সেরামে 310 থেকে 340 mg.

কমে যায়—এডিসন্স রোগ, অতিরিক্ত উদরাময়, দেহের উচ্চ তাপ বা জ্বর, ডায়াবেটিক্ এসিডোসিস্ হলে ।

**সুক্কোজ বা চিনি ( Sugar ) :**

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 ml. রক্তে 80 থেকে 120 mg. পরিমাণে ।

বৃশ্চি পায়—ডায়াবেটিস মেলিটাস, হাইপারথাইরয়েড হলে, অ্যাক্রোমেগ্যালা, আড্রেন্যাল টিউমার প্রভৃতি রোগে ।

কমে যায়—বেশ ইনসুলাইন নিলে, এডিসন্স রোগে, প্যাংক্রিয়াসের অ্যাডিনোমা বা ক্যানসার হলে ।

**ইউরিক অ্যাসিড ( Uric Acid ) :**

রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 ml. প্লাজমা বা সেরামে 1 থেকে 6 মিলিগ্রাম পরিমাণ ।

বৃশ্চি পায়—বাত বা গোট্টেবাত ( Gout ), নেফ্রাইটিস, এক্লাম সিন্ধা প্রভৃতি রোগ হলে ।

**এ্যালবুমিন ( Albumin ) :**

রক্তে স্বাভাবিক এ্যালবুমিনের পরিমাণ হলো প্রতি 100 ml.-এর 3.5 থেকে 6 গ্রাম পরিমাণ ।

বৃশ্চি পায়—ডিহাইড্রেশন হলে ।

কমে যায়—কিডনির রোগে, অপ্টিক্ট, লিভারের রোগে ।

**গ্লোবিউলিন ( Globulin ) :**

রক্তের স্বাভাবিক গ্লোবিউলিনের পরিমাণ হলো প্রতি 100 ml.—এ 1.5 থেকে 5 gm.

বৃশ্চি পায়—ইনফেক্শনজনিত রোগ, টি. বি, ম্যালেরিয়া, সিকাটিল, রিউম্যাটয়েড আর্থরাইটিস্, কালজডর, সিরোসিস্, মাইগোমা, কার্সিনোমা প্রভৃতি রোগে ।

এ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন রেশিও হলো—1.3 থেকে 3.1 পর্যন্ত ।



**ফাইব্রিনোজেন ( Fibrinogen ) :**

রক্তের স্বাভাবিক ফাইব্রিনোজেন হলো 100 ml. প্লাজমা বা সিরামে 200 থেকে 400 mg. ।

কৃমি পায় — ইনফেক্‌শাস রোগে, ইনফ্রামেশন, ক্ষত, প্রভৃতিতে ।

ক্ষয়ে ঝার — লিভারের রোগ, ক্যাকেসিরা, পোন্টমর্টম প্রভৃতিতে ।

রক্তের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার বিভিন্ন চিত্র এখানে দেওয়া হলো— কারণ এ থেকে রোগ নির্ণয়ে বিরাট সহায়তা হয় ।

রক্তের বাহ্যিক ও রাসায়নিক বিভিন্ন পরিবর্তনের চিত্রগুলি সব মনে রাখা প্রয়োজন রোগ নির্ণয়ের জন্য । রোগ নির্ণয়ে রক্তের মতো প্রস্রাব, পায়খানা, শ্বস্তু বা ( Sputum ) প্রভৃতির পরীক্ষারও প্রয়োজন হয়ে থাকে । এখানে যে সব রোগের নাম দেওয়া হলো, এগুলির পূর্ণ পরিচয় ও বিবরণ আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে । এ থেকে ঐ সব রোগ সম্পর্কে সব কথা জানা সম্ভব হবে । বিভিন্ন কারণে কি কি ভাবে রোগ সৃষ্টি হয় তা এরপর আলোচনা করা হচ্ছে ।

**স্বাভাবিক প্রসাব পরীক্ষার রিপোর্ট**

Colour—Pale yellow	Microscopic Examination
Transparency—Clear	Casts—Nil
Sediment—nil	Hyaline—,,
Odour—Normal	Garnular—,,
Sp. gravity—1010	Epithelial—,,
Reaction—Acid	Lucocytes—,,
Albumin—nil	Other forms—,,
Sugar— ,,	Squamous Epithelium—A few
Acetone— ,,	Red blood cells—nil
Diacetic Acid—nil	Other Products—,,
Bile Salts—	Inorganic Sediments—,,
Bile Pigment— ,,	Crystalline—,,
Indican— ,,	Calcium Oxalate—,,
Albumenes— ,,	Uric Acid
Haemoglobin ,,	Other forms—nil
Chyle— ,,	Triple phosphate— ,,
Pus cell— ,,	Amorphous ,,—,,
Excess phosphates—nil	Urates—,,
Urea—Normal	Micro organisms—a few
	Other Abnormalities—nil

একটি স্ফু ও স্বাভাবিক লোকের প্রস্রাবের রিপোর্ট-এর বিভিন্ন অংশ এখানে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

**Colour**—স্বাভাবিক প্রস্রাব অতি সামান্য হলুদ রঙের, খড়ের মত রং। প্রস্রাব অনেকক্ষণ জমে থাকলে অথবা রক্ত বা পিত্ত থাকলে তা হয় ঘন রঙের।

**Chyle**—এতে পুঁজ থাকলে তা হয় সাধা রঙের। হিমোগ্লোবিন থাকলে কালা হয়। গ্যালবুমিন থাকলে তা হয় ঘোলাটে।

**Transparency**—স্বাভাবিক প্রস্রাব ঘোলাটে হয় না। তাতে পুঁজ, রক্ত Mucous, Albumin প্রভৃতি থাকলে তা ঘোলা হয়।

**Sediment**—স্বাভাবিক প্রস্রাবে সেডিমেন্ট থাকে না। যদি তা থাকে, তা হয় দু'ধরনের—অর্গ্যানিক ও ইন-অর্গ্যানিক। অর্গ্যানিক হলো Pus, R. B. C. এপিথেলিয়াল সেল প্রভৃতি। আর ইনঅর্গ্যানিক হলো ফস্ফেট, কার্বনেট প্রভৃতি।

**Sp. Gravity**—প্রস্রাবের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো 1010 থেকে 1020।

**বৃশ্চ পান**—নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস্ প্রভৃতি নানা রোগে।

**Albumin**—সাধারণতঃ প্রস্রাবে এটি থাকে না। বেশি থাকলে তা নেফ্রাইটিস, নেফ্রোসিস্, গ্যালবুমিনুরিয়া প্রভৃতি রোগ বোঝায়।

**Sugar**—প্রস্রাবে সাধারণতঃ চিনি থাকে না। Benedict soln. দিয়ে ফেটালে চিনি আছে কিনা বোঝা যাবে। চিনি থাকলে ডায়াবেটিস বোঝায়।

**Acetone**—রক্তে এটি থাকে না। ইউরেমিয়া বা উপবাস করলে এটি বের হয় ও প্রস্রাবে দেখা যায়।

**Diacetic Acid**—এর উৎপাদনের কারণ একই।

**Bile Salts and Pigment**—প্রস্রাবে এগুনি কম থাকে। কিন্তু এগুনি বৃশ্চ হলে লিভারের রোগ, অ্যান্ডিস, গলস্টোন প্রভৃতি বোঝায়।

**Haemoglobin**—এটি প্রস্রাবে থাকে না। ম্যালেরিয়া, ব্র্যাকণ্ডার, ইরোলো-ফিভার, হিমোগ্লোবিনেট অ্যান্ডিস প্রভৃতি রোগে এটি দেখা যায়।

**Chyle**—সাধারণতঃ প্রস্রাবে এটি থাকে না। ফাইলোরিয়া বা অন্য কোনও কারণে লিম্ফ অবস্ট্রাকশন হলেও এটি হয়।

**Pus**—নেফ্রাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস, গণোরিয়া, সিস্টিটিস, প্রভৃতিতে প্রস্রাবে পুঁজ বের হয়।

**Cast**—এটি হলো নেফ্রাইটিস রোগের একটি সূচীর্ষক লক্ষণ।

**Phosphates**—এটি বেশি হলে তা নির্বিঘ্নভাবে মারাত্মক দুর্বলতা বোঝায়।

**Squamous Epithelium**—সাধারণতঃ এটি কম থাকে প্রস্রাবে। বেশি হলে তা সিস্টিটাইটিস্ প্রভৃতি নানা রোগের লক্ষণ।

**Crystalline sediment**—সাধারণতঃ এটি প্রস্রাবে থাকে না। যদি এটি

প্রস্রাবে দেখা দেয়, তা হলে পাথুরী রোগ বা Real Stone—এর পরিচায়ক।

বিভিন্ন Micro Organism প্রস্রাবে দেখা দেয়—বিভিন্ন প্রকার Infection হলে।

**স্বাভাবিক মল ( Stool ) পরীক্ষার রিপোর্ট**

**Microscopic Examination**

Colour—Greenish brown	Vegetable cells—Present
Consistency—Semi solid	Muscle fibre—nil
Mucous—Present ( slight )	R. B. C.—Nil
Blood—nil	Pus cells—a few
Chemical পরীক্ষা—	Epithelial—nil
Reaction—Acid	Protozoa—nil
Benzidine Test—Negative	Ova— „
Other Abnormalities—nil	Cysts— „
	Crystals— „

উপরের রিপোর্টে সর্বকছ স্বাভাবিক আছে। এবারে অস্বাভাবিক কি কি হয় এবং কোন্ রোগ নির্দেশ করে তা বলা হচ্ছে।

Mucous—এটি বেশি হলে আমাশয় বোঝায়।

R. B. C.—এটি বেশি হলে রক্ত আমাশয়, অর্শ প্রভৃতি বোঝায়।

Blood—এটি বেশি হলে রক্ত আমাশয় বোঝায়।

Pus Cells—এটি বেশি হলে আমাশয় বা অস্ত্রের গোলমাল বোঝায়।

Ova—এটি বেশি হলে ক্রিমি বোঝায়।

Cysts—বা Crystals—আমাশয়ে এটি দেখা যায়।

**স্বাভাবিক শুঁড় ( Sputum ) পরীক্ষার রিপোর্ট**

Colour—White	Other Organisms
Consistency—Mucoid	Strepto and Staphylo—a few
Odour—Nil	Eosinophil—nil
Layer formation—nil	Squamous Epithelium—Present,
Elastic fiber—nil	Other Abnormalities—Nil
Pus cell—a few	Specific Examination if any—nil.
Acid fast Bacilli—none found	

এই পরীক্ষাতে প্রধানতঃ কয়েকটি জিনিস জানা যায়। Acid Fast Bacilli পাওয়া গেলে তা টি. বি. নির্দেশ করে। অন্যান্য বিষয় থেকেও নানা

রোগের অনুমান করা যায়। এর পরে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী কারণগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হবে।

**রক্তের চাপ (Blood Pressure) পরীক্ষা :**

সাধারণতঃ রক্তের চাপ এক একটি নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিকভাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। এর বেশি চাপ বৃষ্টি পেলে তাকে বলা হয়—Hypertension বা High Pressure। এর চেয়ে রক্তের চাপ কম হলে, তাকে Hypotension বা Low Pressure বলে।

নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিকভাবে যা প্রেসার থাকা উচিত যদি তার চেয়ে কম বা বেশি দেখা যায়, তাহলে তা রোগের নির্দেশ করে।

রক্ত চাপ দুই ধরনের হয় (1) Systolic Pressure (3) Diastolic Pressure।

যখন হৃৎপিণ্ডের পাম্পের ফলে রক্ত সারাবেহে ছাড়িয়ে পড়ে তখন তার বেশি চাপ হয়। তাকে বলে Systolic Pressure। আবার যখন রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে এবং হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়, চাপ কম থাকে, তাকে বলে Diastolic Pressure।

পূর্ণ বয়স্ক স্বাভাবিক সূচক লোকের রক্তচাপ হলো—

সিস্টোলিক প্রেসার—120। ডায়াস্টোলিক প্রেসার—80।

সাধারণতঃ অবস্থার সিস্টোলিকের থেকে ডায়াস্টোলিকের প্রেসার প্রায় 40 বা 50 মত হয়।

বয়স অনুযায়ী প্রেসার কমে বাড়ে। সেটি স্থির করা হয় যে উপায়ে তা হলো বয়সের সঙ্গে 90 যোগ করলে তা হবে স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ এবং ডায়াস্টোলিক তার চেয়ে 40 বা 50 কম হবে।

যেমন একজন 45 বছরের লোকের স্বাভাবিক প্রেসার হবে—

$45 + 90 = 135$ —সিস্টোলিক।

$135 - 40$  বা  $50 = 95$  বা  $85$ —ডায়াস্টোলিক।

যদি প্রেসার এর চেয়ে কম বা বেশি হয়, তাহলে বুঝতে হবে লোকটি রোগগ্রস্ত।

আবার যদি একজন 55 বছরের লোকের সিস্টোলিক  $55 + 90 = 145$  কিন্তু ডায়াস্টোলিক 105 বা 95 না হয়ে দেখা গেল 80, তা হলে বুঝতে হবে লোকটির ডায়াস্টোলিক চাপ কম হচ্ছে এবং সে নিশ্চয়ই রোগগ্রস্ত।

এভাবে কারণ বা ডায়াস্টোলিক ঠিক থেকেও সিস্টোলিক চাপ কম বেশি হতে পারে—সে ও রোগগ্রস্ত।

এখন এই প্রেসারের সংখ্যাটি 140 বা 150 প্রভৃতি নির্দেশ করে যে লোকটির রক্তের চাপ 140 বা 150 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপের সমান।

প্রেসার খুব বেশি হলে তার অন্য মাথার Brain-এর সর, সর, শিলা বা ধমনী

নালিকা ছিঁড়ে যেতে পারে ও তার ফলে তার জন্য Cerebral Ischaemia হবে ও মাথায় সরু জালিকাতে রক্ত পৌঁছাবে না।

বয়স অননুযায়ী সদৃশ লোকের রক্তচাপ

বয়স	সিস্টোলিক	ডায়াস্টোলিক
15 থেকে 23	120	80
24—35	125	85
36 থেকে 45	135	”
46—55	145	100
56—65	155	105
তার চেয়ে বেশি	160—165	120—125

উপরের সংখ্যার চেয়ে প্রেসার 5 বা 10 কম বেশি হলে, তা খুব একটা মারাত্মক রোগ নয়। তার চেয়ে বেশি হলে তাব জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে তাই সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

## পঞ্চম অধ্যায়

### রোগীর শুশ্রূষা ব্যবস্থা

#### Nursing arrangement of the Patient

শুশ্রূষাকারীর গুণ—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সহানুভূতি এই চারটে বিষয়। রোগী শুশ্রূষার প্রধান বিষয়। রোগীর ঘরে প্রবেশ করবার আগে শুশ্রূষাকারীকে এই চারটে কত'ব্য একসঙ্গে পালন করা উচিত। স্বভাবতঃ যদিও মাঝে এই চারটে গুণের মধ্যে যে কোনও একটির অভাব দেখা যায়, শুশ্রূষাকারী নিত্যান্ত অভাব না হলে, এই রকম লোককে শুশ্রূষাকারীর কাজে নিযুক্ত করা উচিত নয়।

**পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :** শুশ্রূষাকারীর দেহ, পোষাক-পরিচ্ছদ, বোগি-গৃহেব আসবার ও বিছানাপত্র পরিষ্কার না থাকলে, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ নোংরা তার উপর শুশ্রূষার ভার পড়লে বোগ উপশম না হয়ে বরং আরও বেড়ে চলেবে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে, অপরিচ্ছন্নতা রোগজীবাণু বৃদ্ধির ও রোগদেহের নতুন জীবাণু সংক্রামণে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে পরিচ্ছন্নতার অধিকারণে বোগ জীবাণু বর্ধিত হতে পারে না এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশে একটি প্রবাদ বাক্য আছে—Cleanliness is Next To Godliness. অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা দেবত্ব সূচক।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতার নেহ ও মন যে শুদ্ধ ও প্রফুল্ল থাকে এবং নেহ মন শুদ্ধ থাকলে মনোব ও দেহের উভয়ের পক্ষেই শান্তি ও স্বস্তি সম্ভব। এই Cleanliness শব্দটি দেহ ও মন উভয়ের পক্ষে প্রয়োগ করা হলে উল্লিখিত প্রবাদ বাক্যের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সকল পীড়ায় পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা কত'ব্য বটে, কিন্তু সংক্রামক পীড়া ক্ষেত্রে ইহা অপরিহার্য। আমাদের দেশে আগে এটা বেশ ভালভাবেই জানা ছিল এবং সে রকম প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া গেছে। হাম, বসন্ত, প্রভৃতি সংক্রামক পীড়াগস্ত রোগীর ঘরে প্রবেশ ও তার বিছানা স্পর্শ করা সম্বন্ধে দেহের ও আন্তরিক শুচিতা রক্ষা করার নিয়মও এখনও এদেশে প্রচলিত আছে (খাদ্য ও ধর্মের তন্ত্র হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে এভাবে শুচিতা রক্ষা করা হয়)।

রোগীর বিছানাপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহারের গামছা প্রভৃতিও দেহের পরিচ্ছন্নতার গুণে অনেক ক্ষেত্রে সংক্রামক লোগ যেমন গ্রামের বা দেশের অনেক দূর ছাড়িয়ে পড়তে পারে না, তেমন দেহের এক অংশ থেকে একটার পর একটা অংশে ছাড়িয়ে পড়তে পারে না। কোনও পরিবারের এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে যাতে রোগ ছাড়িয়ে পড়তে না পারে এ ব্যাপারে পরিবারের বা পাড়ার লোকদের সতর্ক থাকা উচিত।

একজনের স্বাস্থ্য বিপন্ন হলে তা পরিবারের বা পাড়ার সকলের উদ্বেগ হয়।

**ধৈৰ্য :** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরেই ধৈৰ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবধান। রোগী শূদ্রবাকারী, পরিজনবর্গ, পল্লীবাসী, ও চিকিৎসক সকলেরই ধৈৰ্য অবলম্বন করা কর্তব্য। এদের যে কোনও এক পক্ষের ধৈৰ্যের অভাবে রোগীর যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ রোগীর কথা বালি। রোগী হলোই রোগ যন্ত্রণা হবে এবং যন্ত্রণা হতে নিস্তার পেতে চিকিৎসকের কাছে পুনঃ পুনঃ বিকৃত ভঙ্গিতে রোগ যন্ত্রণা বহুগুণ বাড়িয়ে বললে, চিকিৎসক অস্থির হয়ে, ঔষধ ও পথ্য নির্বাচনে ভুল করতে পারেন। এই ভুল রোগীর পক্ষে বিপজ্জনক। রোগী ধৈৰ্য অবলম্বন না করলে তার পরিবারের সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এবং সাধারণ রোগকে কঠিন রোগ মনে করে অভাবনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং ব্যস্তভাবে ব্যথা চিকিৎসক পরিবর্তন করে রোগীর ক্ষতি এবং অভিভাবকের আর্থিক ক্ষতির কারণ হন। শূদ্রবাকারীও ধৈৰ্য অবলম্বন না করলে এবং রোগীর সামনে বথায় ও ব্যবহারে দুর্বলতা প্রকাশ করলে রোগী হতাশ হয়ে পড়ে। শূদ্রবাকারীর আর এক বিষয়ে ধৈৰ্য অবলম্বন করা কর্তব্য। একাধিকমুহু অসুস্থ বা অসুস্থ রোগীর শূদ্রবা করলে স্বভাবতঃ বিরক্তির উদ্রেক হওয়া সম্ভব। শূদ্রবাকারীর ব্যবহারে মৃদুভাষে ও কথাবার্তার বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেলে রোগীর মনে এটা বিষয় কাজ করে। বহুদিনের রোগী একই ঘরে এবং একই শয্যায়, একই শূদ্রবাকারীর সঙ্গ লাভ করে ব্যয় প্রধান ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। রোগীর ইচ্ছা করে, তার দুঃখের সঙ্গী শূদ্রবাকারী তার মনমতো সহানুভূতিসম্পন্ন হোক। শূদ্রবাকারীর মধ্যে সামান্যমাত্র অসন্তুষ্টি বা হতাশার ভাব লক্ষ্য করলেই রোগীর মন ধারাপ হয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে রোগ বৃদ্ধি পায়। মনে রাখবেন রোগের হাস-বৃষ্টির উপর মনের প্রভাব প্রবল থাকে। এজন্য শূদ্রবাকারীর সবদা প্রফুল্ল থাকা উচিত ও রোগীর প্রতি মেহ-প্রীতি ও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। সব শেষে চিকিৎসকের ধৈৰ্য সম্পর্কে বলা হি। চিকিৎসক ধৈৰ্য অবলম্বন না করলে রোগ নিরূপণে ভুল হওয়া সম্ভাবনা। ব্যবস্থাকৃত ঔষধকে ক্রিয়া প্রকাশের উপযুক্ত সময় না দিয়ে পুনঃপুনঃ ব্যবস্থাপন পরিবর্তন করলে রোগীর অকল্যাণ ঘটে। স্মরণ রাখবেন বিপদে ধৈৰ্য ধারণই সৎ উপদেশ।

**নিষ্ঠা :**—নিষ্ঠা শূদ্রবাকারীর একটি প্রধান অবলম্বন।

রোগীকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা তাকে আরোগ্য পথে আনয়ন জন্য সংকল্প না করে যিনি শূদ্রবাকারীর রতী হন, তিনি শূদ্রবাকারীর অযোগ্য। প্রতি দানের প্রত্যাশা না রেখে রোগীর আরোগ্য কার্যের সহায়তা করাই একমাত্র কর্তব্য। এই জ্ঞান, বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার আছে, তিনিই রোগীকে শূদ্রবা করতে পারবেন।

**রোগীর গৃহ ও আসবাবপত্র :** বাড়ীর ভাল ঘরটি রোগীর জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত। যে ঘরটি প্রশস্ত আলো হাওয়াযুক্ত শুষ্ক ও এক এক জনের ঘরের থেকে সম্পূর্ণ

আলাদা, ঐটি নির্বাচন করা উচিত । অনেক সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য রোগীকেও আরোগ্য লাভ করার এটা আশ্চর্য নয় । কিন্তু প্রকৃতিবস্তুর উল্লিখিত শব্দে আলো হাওয়া বায়ু রোগী আরোগ্যলাভ করতে পারে না বললেও অত্যাতি হয় না ।

ধনুশ্চক্কার, ও কতকগুলি চক্ষুর পীড়াদিতে অন্ধকার বা অন্ধকার স্থানের আবশ্যক হয় । রোগীকে ভিজা বা সঁগাতসেঁতে ঘরে রাখতে নেই । রোগীর ঘরে অনাব্যশ্যক আসবাবপত্র ও রোগীর অপ্রীতিকর বস্তু থাকা অনুচিত । ঘরে একটি পরমা থাকা ভাল । কোণে ঔষধপত্রের জন্য একটি টেবিল থাকবে । অপর কোণেও অন্যান্য আবশ্যাকীর বস্তুদের জন্য একটি টেবিল থাকলে ভাল হয় । উপযুক্ত স্থানে একটি ঘাঁড় থাকবে । ঔষধের টেবিলে রোগের বিবরণ লিখবার জন্য একটি খাতা থাকবে । কলম, থার্মোমিটার, ঔষধপত্রাদি, ব্যবস্থাপত্র সমস্ত গোছানো অবস্থায় থাকবে । অপর কোণে টেবিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা ফিডিং কাপ, চামচ, গরম জলের ব্যবস্থা, আইস ব্যাগ, ঔষধ খাওয়ার কাচের ছোট গ্লাস, বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রভৃতির সুব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে ।

ঘরের পাশে বা অপর কোন সুবিধাজনক স্থানে গামছা, তোয়ালে, সাবান, হাত ধোবার জল, বেড প্যান, ইউরিন্যাল প্রভৃতি থাকবে । ঘরটি ভালভাবে ধুয়ে মূছে ফেলা ভাল । শয্যার পাশে শব্দ ফেলবার জন্য চিকিৎসকের নির্দেশমত ছাই অঙ্গার বা ঔষধ মিশানো পাত্র থাকবে ।

কলেরা, বসন্তাদি প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার শহরে ও বাড়ীতে এবং ঘরের একপ্রান্তে ও পল্লীতে বাড়ীতে বাইরের তাপযুক্ত ঘরের দিকটায় রোগীর জন্য রাখা উচিত ।

শয্যা :—শয্যার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হয় যেন শয্যার চারপাশে যাতায়াতের ব্যাধাত না ঘটায় । অন্যতপ্রশস্ত শয্যাই রোগীর পক্ষে উপযোগী । অস্থির রোগীর জন্য প্রশস্ত শয্যার ব্যবস্থা করতে হয় । শান্ত রোগীর জন্য তক্তপোষ বা খাটের উপর ও অস্থির রোগীর জন্য মেঝেতেই শয্যা করতে হয় । চিকিৎসকের নির্দেশমত শয্যা পুরু বা পাতলা করতে হয় ।

যে সব রোগী অসাড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করে, তাদের বিছানার নিচে একটি অয়েলক্রথ বা রবারক্রথ পেতে দেওয়া উচিত । প্রতিদিন আবশ্যক মত এক, দুই বা তার বেশি বার বিছানার চাদর পরিবর্তন করা উচিত । মাঝে মাঝে শয্যার গদি, তোষক প্রভৃতি রোদে শুকাতে হয় । সেইজন্য দীর্ঘভোগের রোগীর জন্য শয্যা সজত এয়ার কুশন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের জন্য রবারের মতো শয্যার ব্যবস্থা কখনও কখনও প্রয়োজন হয় ।

শুদ্ধবাকারী :—শুদ্ধবাকারীর সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদের সূচনার আংশিকভাবে আলোচনা করা হবে । মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, বন্ধু প্রভৃতি নিকটতম আত্মীয় ও রোগীর প্রিয়জনের মাঝে থেকেই শুদ্ধবাকারী নির্বাচন করা উচিত । কারণ এইসব প্রিয়জনের আন্তরিক সেবার সহানুভূতিতে ও তাদের সহযোগীতার রোগী অনেকটা



আরাম বোধ করে। কিন্তু এই সব আশ্বাসের কারণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খৈৰ্য ও নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের অভাব থাকলে, বাইরের লোক থেকে শূন্যকারী নির্বাচন করা সম্ভব। কলেরা, প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার শূন্যকারী খালিপেটে শূন্য করা করতে যাবেন না। শূন্যকারী যে সব কাপড়-চোপড় ব্যবহার করবেন, শূন্য শেষে ঐ সব কাপড়-চোপড় পরিত্যাগ করে যাতে অপর কেউ স্পর্শ না করে সেই জন্যে বাইরে রেখে দেন, পুনরায় শূন্য করতে এসে ঐ গুলি ব্যবহার করতে পারেন। শূন্যকারী (বিশেষতঃ সংক্রামক পীড়ার শূন্যকারী) যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম লোকের সঙ্গে মেলামেশা কম করবেন। শূন্যকালে আঁটসাঁট কাপড় পরা যুক্তি সম্ভব। শূন্যকারীর চুল, নখ, দাড়ি ইত্যাদি বড় না থাকে এটা লক্ষ্য রাখা বিশেষ।

রোগী, বিশেষতঃ সংক্রামক রোগীর শূন্যকারীকে শূন্যকালে সব বিষয়ে সংযমী হতে হবে। পল্লী গ্রামের অনেবেই রাগিতে কঠিন ও সংক্রামক পীড়ার রোগী শূন্য করতে ভয় পায়। এরকম ভয়ে কাতর ব্যক্তিকে কদাচ শূন্য করতে দিতে নাই। সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত রোগীর সেবা করবার আগে চিকিৎসকের নির্দেশ মত প্রতিবেদক বাবস্থা গ্রহণ করবার এবং ঐ সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ থেকে আশ্রয়কার উপায়গুলি উত্তমরূপে জেনে নিয়ে সেবাকার্যে রতী হওয়া কৰ্তব্য।

**শূন্য :**—শূন্য সম্বন্ধে শূন্যকারীর একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই বাধাধরা নিয়ম মেনে শূন্য করা চলে না, বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে একই বাধাধরা নিয়ম মেনে শূন্য করা চলে না, বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে—চিকিৎসকের নির্দেশনাব্যায়ী বিভিন্নভাবে শূন্য করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এমনও দেখা যায় যে, সাধারণ প্রণালীতে সেবা করলে রোগী বিশেষে তার রোগ ও রোগ বন্ধনা উপশমের পরিবর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কতকগুলির সাধারণ নিয়ম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

প্রায় সব প্রকার রোগেই রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রামের বাবস্থা করা কৰ্তব্য। মৃৎ ও সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা রোগীর মন জয় করা, তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা শূন্যকারীর একটি প্রধান গুণ। কতকক্ষেত্রে রোগীকে সহানুভূতি ও প্রভূত্বাঙ্কক আদেশ ও ব্যবহারে দ্বারা বশীভূত রাখা সম্ভব। রোগীর শূন্য করতে গিয়ে রোগীর স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণ বা অপ্রীতিকর ব্যবহার করলে রোগ বন্ধনা বর্ষিত হয়।

শূন্য করার ভার গ্রহণ করেই রোগীকে যাতে পরিবারণে ও পল্লীতে ছড়াতে না পারে তৎপ্রতি সতর্ক হুঁস্ট রাখা কৰ্তব্য। পল্লীগ্রামে রোগীর মল, মূত্র, খুঁড় ইত্যাদি বাসস্থান থেকে কিছু দূরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা নিরাপদ। রোগীর ব্যবহৃত বস্তাদি জীবাণুহীন না করে ধোয়ার বাড়ী দিতে নাই বা পুষ্কারগীর জলে ধুতে নেই। পল্লীগ্রামে রোগীর মল, মূত্র, খুঁড় বেখানে সেখানে ফেলা এবং পুষ্কারগীরে

বন্দ ও আসবাব পত্রটি খোলা প্রভৃতি কারণে রোগ সংক্রামিত হয় ও মহামারীর সৃষ্টি করে ।

রোগীর মল, মূত্র, ধূধু ইত্যাদিতে ষাতে মশা, মাছি, কীটাদি বসতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । মশা, মাছি প্রভৃতি দ্বারা সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ে ও জনপদ ধ্বংস প্রভৃতি ভীষণ মহামারীর সৃষ্টি করে ।

একটি খাতা বা নোট বইতে প্রত্যেক এক বা দুই পৃষ্ঠা একদিনের জন্য নির্দিষ্ট করে রোগীর উদ্ভাপ মল, মূত্র, বমি, পথ্য, নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, ঔষধ ও অন্যান্য লক্ষণের জন্য এক একটি বিভাগ বা ঘর করে নিতে হবে এবং বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে । পাঠকদের জন্য একটি শব্দস্বাকারী নির্ঘণ্টের নমুনা এই সঙ্গে সূচী পত্রবর্তী পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হোল ।

তাপ :—চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক দিন ৩, ৪, বা ৬ ঘণ্টা অস্তর তাপমান বন্দ দিবে অর্থাৎ থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপ গ্রহণ করে খাতার উদ্ভাপ সংজ্ঞাব্যাক্ত শব্দে লিখে রাখতে হয় । সাধারণতঃ বগলেই তাপমান বন্দ ব্যবহার করা বিধি, তবে রোগ ও অবস্থা ভেদে মূখ, জানুসন্ধ্য, মলদ্বার প্রভৃতি স্থান থেকেও তাপ নেওয়া যেতে পারে । বগলের তাপ সূস্থ শরীরে  $৯৭^{\circ}$ — $৯৮^{\circ}$  এবং মূখের তাপ তার থেকে প্রায় এক ডিগ্রী ( অর্থাৎ  $৯৮^{\circ}$ — $৯৯^{\circ}$ ) থাকে । প্রাতঃকালের চেয়ে সন্ধ্যাবেলা তাপ আধ থেকে এক ডিগ্রী বেশী হয় । বগলে থার্মোমিটার দেবার আগে সেখানে ধাম থাকলে মুছে নিতে হবে । থার্মোমিটার অর্ধ মিনিটের স্থলে বগলে ৩।৪ মিনিট রাখতে হয় । মূখে থার্মোমিটার দিতে হলে জিভের নিচে পারদ পূর্ণ স্থানটি রেখে মূখ বন্ধ করে রাখতে হয় । শিশুদের ক্ষেত্রে মূখে তাপ নেওয়া বিপজ্জনক কারণ অসাবধানতার জন্য থার্মোমিটার ভেঙ্গে মূখে পারদ লাগার অপকারের সম্ভাবনা আছে । থার্মোমিটারের আগে ও পরে ওর পারদ রেখা ঝেড়ে নামিয়ে নিতে হবে । এবং পারদ পূর্ণ নিম্ন ভাগটি ধুয়ে জীবাণু মূক্ত করতে হবে ।

নাড়ী :—নির্ধারিত সময় মত নাড়ীর গতি, প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন, সেটি কোমল, দুর্বল বা কঠিন, অবিরাম কিন্তু অপর কোন বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে নির্ধারণ পূর্বক নাড়ীর জন্য নির্দিষ্ট স্থান রেখে লিখে রাখা উচিত । ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা নির্দিষ্ট স্থানের থেকে গিয়ে আবার সেইস্থানে ফেরা পর্বন্ত মতবার নাড়ীর স্পন্দন হয় নাড়ীর গতিও মিনিটে ততবার বলে জানতে হবে ।

শ্বাস-প্রশ্বাস :—নিউমোনিয়া, প্রদরিস, থাইসিস, হাঁপানি প্রভৃতি শ্বাস বন্দ ঘটিত পীড়ার এবং পর পর যে সব পীড়ার শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধ ঘটিত সঠিক সংবাদ চিকিৎসকের জন্য প্রয়োজন সেই সব পীড়ার নির্দিষ্ট সময় অস্তর মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হলো, শ্বাস-প্রশ্বাস কণ্টক কি সহজ, নাক দিয়ে কি মূখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস—কার্য্য করতে হয়—

শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘতর কি, শ্বাস-প্রশ্বাসকালে অপর কি কন্ট হয় ইত্যাদি শ্বাস

প্রশ্বাসের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে লিখে রাখা কর্তব্য। উপর পেটে হাত দিয়ে ঘাড়ের সেকেন্ডের কাটার একটি পূর্ণ আবর্তনকাল মধ্যে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য হলো তা সহজে গণনা করা যায়।

**ঘাম :**—রোগীর পক্ষে ঘাম কোথাও শুভ আবার কোথাও অশুভ। ঘাম হলেই শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হয়। ঘাম দিয়েও মল-মূত্রের মতো শরীরের ক্রমবর্ধনের হয়, অতএব সাধারণতঃ একে রোধ করা উচিত নয়। ঘামের বিবরণ ও সমস্ত চার্টে-এ লিখে রাখতে হবে।

**নিদ্রা :**—রোগীর পক্ষে নিদ্রা উপশমকারী অবস্থা, অতএব পথ্য বা ঔষধ সেবনের জন্য নিদ্রাভঙ্গ উচিত নয়।

অবশ্য কোনও বিশেষ অবস্থার নিদ্রা ভঙ্গ করে ঔষধ দিতে হলে চিকিৎসক সেই নির্দেশ দেবেন। নিদ্রার সময় কি প্রকারের নিদ্রা বা কতক্ষণ স্থায়ী তা লক্ষ্য করে লিখে রাখতে হবে।

**অনুরূপ লক্ষণ :**—

উল্লিখিত বিবরণ বাবে রোগীর নাম ও উপসর্গ উপস্থিত হতে পারে। যা শব্দ্রুবা-কারী বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করবেন এবং নির্ঘণ্টে তা লিখে রাখবেন। রোগ বিশেষে নিম্নলিখিত লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে পারে—

**শ্বাস:** প্রলাপ (মৃদু কি উগ্র, প্রলাপে কিরূপ কথা বলে), পিপাসা, ক্ষুধা, মানসিক অবস্থা, পক্ষাঘাত, রক্তস্রাব, (কোথা থেকে কি রক্ত রক্তস্রাব হয়), লালান্নাব প্রদাহ ও বেদনা (কোথায়, কখন), জ্বালা, শিরঃপীড়া, হাতে-পায়ে শীতলতা, অতিরিক্ত বাতাস পাবার ইচ্ছা, মুখে ঘা, শ্বাসরুদ্ধতা অনির্দিষ্ট বা অতি দুর্বল নাড়ী, অত্যধিক অবসাদ, চোখ-মুখ বসে যাওয়া এবং হিমাংক অবস্থা প্রভৃতি।

এটা বলা বাহুল্য যে মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পেলে শব্দ্রুবাকারী অবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দেবেন।

**পথ্য**

চিকিৎসকের নির্দেশমত শব্দ্রুবাকারী নিজ হাতে বা তত্ত্বাবধানে নির্ভরযোগ্য লোক দ্বারা পথ্য প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রোগীকে আহার করাবেন এবং বিবরণসহ সেটা লিখে রাখবেন। অনেক সময় রোগীর কুপথ্য খাবার প্রবল স্পৃহা হয় ও শব্দ্রুবা-কারীকে ঐ পথ্য দেবার জন্য কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করে বা ভয় দেখান—শব্দ্রুবা-কারীর এই বিষয়ে সাবধান থাকা কর্তব্য।

প্রত্যেকবার পথ্য নতুনভাবে প্রস্তুত করে নেওয়া বিধেয়। পথ্য কখনও আলগা রাখতে নেই, পরিষ্কার পাত্রে ঢেকে রাখা কর্তব্য। একেবারে অনেকখানি পথ্য না দিয়ে বারে বারে অল্প করে দিলে সহজে হজম হয়।

**ডুস প্রয়োগ**

চিকিৎসকের নির্দেশমত রোগীকে ডুস দেওয়া উচিত। পরিমাণ মত ঈষৎদ্রব গরম জলে সাবান বা লবণ মিসিয়ে ডুস দিতে হয়। সাধারণতঃ বৃহৎ বয়স থেকে দুর্বল হোঁমওপ্যাথ—3

মল বের করার জন্য ডুস দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ক্রিমি প্রভৃতি উপসর্গে অধিক মাত্রায় লবণ বা কোলাসিসার জল সহযোগে ডুস দেওয়া বিধেয়।

ডুস দেবার আগে ডুস, ডুসের নল ও নলের মূখ -উত্তপ্ত ( ফুটন্ত ) জলে উত্তমরূপে ধুয়ে নেওয়া আবশ্যিক। অতঃপর ডুসে আবশ্যিক মত শূদ্র জল অথবা সাবান বা লবণ মিশ্রিত ঈষদ্ভঙ্গ জল নিয়ে বিছানা থেকে সামান্য উঁচুতে রাখতে হয়। ডুসে জল নিয়ে ডুস দেবার আগে কতকটা জল বের করে দেওয়া কর্তব্য। এতে ডুসের নল থেকে বারু বের হলে যায়।

বিছানার অয়েল ক্রুথ পেতে রোগীকে বাঁ-পাশে শুইয়ে কিংবা রোগী খুব দুর্বল না হলে জানু মূড়ে চিৎভাবে শুইয়ে ডুস প্রয়োগ করা বিধেয়। ডুসের নলের মূখে ও গৃহ্যদ্বারে একটু অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল মাখিয়ে নিতে হয়। নলের মূখটি মলদ্বারে ধীরে ধীরে ১-২ ইঞ্চি পরিমাণ প্রবেশ করিয়ে দিলে নলের চাৰিটি খুলে দিলেই ধীরে ধীরে জল প্রবেশ করতে থাকে। এই সময় ডুস ক্যানটি ধীরে ধীরে উচ্চ ওঠাবার সঙ্গে সঙ্গে নলটি আনুমানিক আড়াই ইঞ্চি গৃহ্যদ্বারে প্রবেশ করাতে হয়। অন্তে জল প্রবেশকালে প্রবল মলবেগ হতে পারে, সেক্ষেত্রে চাৰি ঘুরিয়ে কণকালের জন্য জলপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

সাধারণতঃ তিন পোরা থেকে পাঁচ পোরা জল অল্প মথো প্রবেশ করালেই চলে। ডুস ক্যানের সমস্ত জল নিঃশেষ হবার আগেই চাৰির সাহায্যে জল বন্ধ করে দেওয়া কর্তব্য। অন্তে জল প্রবেশকালে পুনরায় ডুস ক্যানে জল ঢালা সম্ভব নয়।

ডুসের নল বার করে সঙ্গে সঙ্গেই কতকটা পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তুলুা দ্বারা গৃহ্যদ্বার চেপে ধরে রাখতে হয়। অতঃপর দুর্বল রোগীকে শায়িতাবস্থায় ও একটু শবল রোগীকে বাসিয়ে বেডপ্যানে বা অন্য কোন পাত্রে মলভ্যাগ করতে দিতে হয়।

ডুস প্রয়োগ করলে, অনেক সময় রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, এজন্য রোগীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বাতাস করে এবং মাথা ও চোখ মূখ ধুইয়ে দিলে রোগীকে সুস্থ করতে চেষ্টা করা কর্তব্য। হার্টের রোগীকে ডুস দিতে হলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দেওয়া উচিত।

### পিচকারী ও গ্লিসারিন সাপোজিটোরী প্রয়োগ

চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে পরিমাণমত গ্লিসারিন পিচকারীতে নিয়ে রোগীকে শয়ন করিয়ে ডুস দেওয়ার মত) গৃহ্যদ্বারে প্রয়োগ করাতে হয়। গ্লিসারিন দেওয়ার পর নল উঠিয়ে ডুস দেওয়ার মত সঙ্গে সঙ্গেই মলদ্বার পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তুলুা দিয়ে কিছুক্ষণ চেপে রাখতে হয়—যেন গ্লিসারিন মলাশ্মে মলের সঙ্গে মিশতে পারে।

গ্লিসারিন সাপোজিটোরী ব্যবহার করবার সময় তাতে খানিকটা গ্লিসারিন বা নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল মাখিয়ে গৃহ্যদ্বারের ভেতরে ধীরে ধীরে ১-২ ইঞ্চি প্রবেশ করিয়ে তারপর মলদ্বার কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে হবে। তারপর বেগ হলে

মলত্যাগ করবে। পিচকারী ও সাপোজিটোরী কেবল মলান্তের জন্য মল নিঃসরণে সহায়তা করে, অন্যথাংশে ক্রিয়া করে না।

### ক্যাথিটার দ্বারা প্রসাব করানো

পূর্বরূপে রোগীর প্রসাব না হলে ক্যাথিটার দ্বারা প্রসাব করাতে হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তার বা নার্স বাদে সাধারণ শূন্যতাকারীর এই কাজে হাত দেওয়া নিরাপদ হয়।

ক্যাথিটার দুই প্রকার—খাতব ও রবার নির্মিত। আবার রোগীর বয়স ও অবস্থাতে ভেদে ক্যাথিটার নাম্বার অনুযায়ী সবু বা মোটা ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে প্রমেহ বা পথরী রোগ ছাড়া অপর বোগাদিতে খাতব ক্যাথিটার সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় না। ক্যাথিটার প্রয়োগের আগে শূন্যতাকারীর হাত ও রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার বীজাণুমুক্ত (Sterilized) করে নেওয়া আবশ্যিক। পূর্বরূপে রোগীকে চিৎভাবে শূন্যই পা দুটি বিছানার উপর ছাঁড়িয়ে রোগীর পাশে বসে বা হাতে উপাঙ্গটি উপরের দিকে তুলে ধরে, খুব ধীরে ধীরে ক্যাথিটার প্রবেশ করাতে হয়। ক্যাথিটার প্রবেশ করাবার আগে বিশুদ্ধ অয়েল বা গ্লিসারিন বা অন্য কোনও মলম মাখিয়ে ক্যাথিটারটি পিচ্ছিল করে নিতে হয়। ক্যাথিটারের নলের একটি প্রান্ত প্রশস্ত মুখ বোতল বা ইউরিনন্যাঙ্গে রাখতে হয়। ক্যাথিটার প্রবেশ করাবার কালে যদি ওটা বাধা পায়, তবে জোর করে প্রবেশ করাবার চেষ্টা না করে ক্যাথিটারটি পুনরায় উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় তেল বা গ্লিসারিন বা মলম মাখিয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করানো কর্তব্য।

জোর করে ক্যাথিটার প্রয়োগ করলে মূত্রনালী অধিক সংকুচিত হয়। শূন্য রোগীর ক্ষেত্রে ক্যাথিটার প্রয়োগ কষ্টকর না; কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার (Sterilization) প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক।

মাথা ধোয়ানো :—রোগীর ঘাড়ের নিচে দুটি বালিশ বা তার উপর একটি অয়েল ক্লথ বা রবার ক্লথ এমনভাবে রাখতে হবে যেন পিঠের দিকে জল না যেতে পারে। নিচে একটি গামলা বা বালতি রেখে তার উপর মাথা ধোয়ানো উচিত, যাতে মাথা ধোয়ানো জন অয়েল ক্লথ বেয়ে ঐ পাশে পড়ে।

ঠান্ডা জল দিয়ে মাথা ধোয়ানো হবে। পরিষ্কার তোয়ালে দ্বারা ধীরে ধীরে মাথা মুছিয়ে দিতে হবে—যাতে মাথার জল আটকে না থাকে। তারপর চিন্দুনি দ্বারা মাথা আঁচড়ে দিলে রোগী আরামবোধ করে।

স্পঞ্জ করানো :—প্রথমে মাথা ধুইয়ে তারপর হাত, বুক, পিঠ এবং সবশেষে পা স্পঞ্জ করতে হয়। স্পঞ্জ করবার সময় রোগীর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ও রোগীকে অয়েল ক্লথের উপর শূন্যই চিৎবেশের উপবেশ মত শীতল বা গরম জলে পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তোয়ালে ভিজিয়ে রোগীর সর্বত্র মুছে নিতে হয়। শীত উপপাদন করে এরকম ঠান্ডা জল বা গা পড়ে যায় এরকম গরম জল উভয়েই এই কাজের পক্ষে অনুপযোগী। স্পঞ্জ করবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে শূন্য

নরম তোরালে দ্বারা উত্তমরূপে মৃদ্বিয়ে জ্বামা কাপড় দ্বারা আবৃত করে তারপর ধীরে ধীরে ঘরজা খুলে দিতে হয়। বাইরের দমকা হাওয়া যেন রোগীর গায়ে না লাগে।

আইস ব্যাগ ( Ice Bag ) ব্যবহার বিধি :—ডাক্তারের উপদেশ মত মাথার ঘাড় বা কপালে বরফ প্রয়োগ আবশ্যিক হতে পারে। বরফ মাঝারি ধরনের টুকরো করে ভেঙ্গে না ধরে ব্যাগে ভর্তি করতে হবে। ব্যাগের কিছু অংশ খালি রেখে ব্যাগের মূখ চেপে ধরে যতটা সম্ভব বায়ু বের করে দিলে মূখ বন্ধ করে দিতে হয়। ব্যাগের বরফ গলে যে জল হয়, তা কিছুকণ পর পর ফেলে দেওয়া আবশ্যিক।

হট ওয়াটার ব্যাগ ( Hot water Bag ) ব্যবহার বিধি :—ডাক্তারের উপদেশ মত হাতে, পায়ে বুক বা পিঠে গরম জলের সেক প্রয়োগ আবশ্যিক হতে পারে। অতিশয় গরম জল ব্যাগে ভরতে চেনই, ব্যাগের কিছু অংশ খালি রেখে ব্যাগের মূখ চেপে ধরে বায়ু কিছুটা বার করে ব্যাগের মূখ ভাল করে বন্ধ করে দিতে হয়। প্রথম অবস্থায় ব্যাগের উত্তাপ রোগীর পক্ষে অসহ্য হলে দুই বা তিন ভাঁজ কাপড় জড়িয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্রমে কাপড়ের ভাঁজ কমিয়ে আনলে একবার গরম জল ভর্তি করা ব্যাগ অনেককাল ব্যবহার করা যেতে পারে।



## পথ্য ও তার প্রস্তুত প্রণালী

দেহের ক্ষয় পরিপূর্ণার্থে খাদ্যের প্রয়োজন। ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়ে রস, রক্ত, মেঘ মজ্জা ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং দেহের পুষ্টিসাধন করে। স্থান কাল পাঠ, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি ভেদে মানব বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু রোগীর পরিপাক শক্তি স্বভাবতঃ দুর্বল থাকে বিশেষ ; সুতরাং রোগদেহের উপযোগী পুষ্টিকর অথচ সহজপাচ্য খাদ্য হওয়া আবশ্যিক। রোগীর খাদ্যকেই পথ্য বলা হয়।

পথ্য সম্বন্ধে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক রোগের সাধারণ উপসর্গ ও লক্ষণানুযায়ী একটি মোটামুটি পথ্যের ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক রোগীর গঠন, ধাতু, রক্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পথ্য নির্বাচন করতে হয়। রোগীর স্বভাব, অভ্যাস, রোগের প্রকোপ রোগের অবস্থা, রোগানুযায়ী ক্ষয়, সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু, শীত-প্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের তারতম্য এবং রোগের আনুমানিক ভোগকাল ইত্যাদি পথ্য নির্ণয়কালে বিচার করতে হয়। প্রত্যেক পদার্থেই কিছু না কিছু ভেষজ গুণ আছে, তাতে রোগীর দেহে ভেষজ ক্রিয়া প্রকাশ পেতে পারে। সুতরাং সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধেও বিরুদ্ধ পথ্য প্রয়োগ করলে রোগীর উপকারের পরিবর্তে অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা।

রোগ হলে দুগ্ধ, সাবু, বালি, বা এই জাতীয় তরল পথ্যই কেবল গ্রহণ করতে হবে তা ঠিক নয়। অধিক দিন এই জাতীয় তরল পদার্থ কেবল গ্রহণের ফলে রোগী ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। এর ফলে দেহের প্রতিরোধ শক্তি শিথিল হয়ে পড়ে এবং সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও অভীষ্ট ফল হয় না। কাজেই পেটের তেমন গোলমাল না থাকলে, রোগী যা সহজে হজম করতে পারে অথচ দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, জীবনীশক্তি রক্ষা পায়, এবং রোগ বৃদ্ধি না হয় এরকম পথ্য (অবস্থা ভেদে অর্ধসিদ্ধ ডিম, সুসিদ্ধ তাজা ছোট মাছ, ফ্রিচ মাংস, ছানা, সন্দেশ, আপেল সিদ্ধ, রুটি, লুচি, আলু, পটল, ইত্যাদি) নির্বাচন করা আবশ্যিক। ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী রোগীর ধর্মগার বস্তু নিষিদ্ধ পথ্য থেকে পথ্য নির্বাচন অনিবার্য না হলে বর্জন করা ভাল। রোগীর নিজস্ব রুচি বা ভাত, পেটের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাক্রমে অভিজ্ঞ চিকিৎসক পথ্য স্থির করে দেবেন।

পথ্য বেশ ভেদে নানারকম হতে পারে। এইদেশে প্রচলিত কয়েকটি পথ্যের জ্ঞান এবং তার প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হল।

### সাগু

কয়েকপ্রকার ভাল জাতীয় বৃক্ষের মজ্জা থেকে সাগু বা সাগুদানা প্রস্তুত হয়।



মালাকা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মান্ন। উৎকৃষ্ট জাতীয় সাগুদানা গুলিকে রুং ও চাকচিক্কে অনেকটা মৃত্তার মত দেখান্ন বলে পার্ল সাগু ( Pearl sagu ) বলে অভিহিত হয়। বস্তুত সাগু এবং পার্ল সাগুতে অন্য কোন পার্থক্য নেই। অধুনা আমদানির অভাবে বাজারে টোপওকা ( Tapioca ) জাতীয় একপ্রকার দানা সাগু বলে শোনা যায়।

**প্রস্তুত প্রণালী** —একজন বয়স্ক ব্যক্তির একবারের পথ্যের জন্য চা চামচের দুই চামচ পার্ল সাগু নিয়ে ধুয়ে বেছে কিছু জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে মৃদু এক সের পরিমাণ জলে সিঞ্চ করে, আধ সের জল থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিতে হয়, ঐষদৃক থাকতে লবণ, মিছরী বা চিনি ও লেবুর রস মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ানতে হবে। শৃদু দুধ দিলে খেতে পারে।

### বার্লি

বার্লি বা বার্লি কর্ণ ( Barley corn ), এর ভারতীয় নাম যব। যবকে অতি মিহিভাবে গুড়িয়ে বাত্রারের চলতি বার্লি (Barley Powder) প্রস্তুত হয় এবং যবকে খোলা হাড়িয়ে ঘষে ঘষে গোলাকার করে পার্ল বার্লি প্রস্তুত হয়। মৃত্তার মত গোল ও চক্ককে হয় বলে ওর নাম পার্ল বার্লি ( Pearl Barley )

### প্রস্তুত প্রণালী

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির একবারের পথ্যের জন্য চা-চামচের এক চামচ বার্লি নিয়ে প্রথমে একটু জলে বেশ করে মিশিয়ে নিতে হয়।

পরে একটি পাত্রে এক সের পরিমাণ জলে ঐ বার্লি মিশ্রিত জলটুকু পনেরো মিনিট কাল সিঞ্চ করে নামিয়ে ন্যাকড়া দিলে ছেঁকে নিতে হয়। ঐষদৃক থাকতে পরিমাণ মত লবণ, মিছরী ও লেবুর রস মিশিয়ে সেবন উপযোগী।

কারও কারও ধারণা যে, বার্লি যত অধিক সিঞ্চ করা হয় ততটা উপকারী, কিন্তু অধিক সিঞ্চ করলে বার্লির পুষ্টিকর পদার্থ খাদ্যপ্রাণ ( ভিটামিন ) নষ্ট হয়ে যায়।

### পার্ল বার্লি প্রস্তুত প্রণালী

বেশি বয়সের ব্যক্তির জন্য চা চামচের চার চামচ পরিমাণ বার্লি এক সের পরিমাণ জলে মৃদু তাপে সিঞ্চ করে আধ সের আন্দাজ জল থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।

**জালের জুস**—( কাঁচা ) মৃগ, মৃসুব ইত্যাদি ডাল বেছে নিয়ে পরিষ্কারভাবে ধুয়ে একটি পরিষ্কার নাকড়ান্ন ডিলাভাবে পুটলি বেষ্টে ১৬-২০ গুণ জলে বহুক্ষণ সিঞ্চ করে পুটলিটিকে খুলে ডালসিঞ্চ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর ঐ জল ছেঁকে নিলেই জুস প্রস্তুত হয়। সিঞ্চ করবার সময় ওতে এক টুকরো হলুদ, একটু লবণ, দুই একটি গোল মরিচ দিতে হয়। এটা লেবুর রসসহ রোগীকে ঐষদৃক অবস্থান্ন সেবন করতে দেওয়া বিধেয়।

## চিড়ার জল

ভাল হালকা চিড়া করেকবার পরিষ্কার জলে ধুয়ে কিছুদ্ধক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর তা খুব চটকে মশু করে ঐ মশু জলে গুলে ন্যাকড়ার ছেকে নিয়ে বে পরিষ্কার জল বের হয় তা চিড়ার জল। ওতে লেবুর রস, লবণ, মিছরী বা চিনি মিশিয়ে সেবন করা ভাল।

## চিড়ার মশু

ভাল হালকা চিড়া বেশ ভাল করে ধুয়ে একটি পরিষ্কার কাপড়ে ঢিলাভাবে বেঁধে জলে সিঁখ করে নিতে হয়। পরে ঐ চিড়ার দল্যাটি বেশ করে চটকে অধিক পরিমাণ গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছেকে চিড়ার জলের সঙ্গে সেবন।

## খইয়ের মশু

টাটকা খই বেছে নিয়ে পরিষ্কার ন্যাকড়ার বেঁধে চিড়ার মশুের মত একই প্রণালীতে প্রস্তুত করতে হয়।

## সুঁজির রুঁটি প্রস্তুত প্রণালী

সুঁজি কিছুদ্ধক্ষণ জলে ভিজিয়ে ও দলা পাকিয়ে কিছুদ্ধক্ষণ ফুটন্ত জলে সিঁখ করতে হয়। অতঃপর ঐ দলাগুলি আটার রুঁটির মত করে বেলে, তাওয়ার ভেজে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আগনে সেকে নিতে হয়।

## আটার রুঁটি

(কাঁই করা)—আটার সঙ্গে পারমাণ মত ফুটন্ত জল মিশিয়ে অল্প আঁচে নেড়ে ঢেঁড়ে কতকটা আটার মত হলে নামিয়ে নিতে হয়। ঠাণ্ডা হলে পুঁদলি পাকিয়ে বেলে রুঁটি প্রস্তুত করতে হয় এবং যথারীতি তাওয়ার সেকে নিলেই সহজপাচা নরম রুঁটি প্রস্তুত হয়।

## ভূষির রুঁটি

আটার রুঁটির মত ভূষি গরম জলে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে নরম হলে বেশ করে বেলে রুঁটি প্রস্তুত করতে হয়। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর ও বহুমূত্র রোগে এটা উৎকৃষ্ট পথ্য।

## পোরের ভাত

পুরাতন সরু চাল উত্তমরূপে ধুয়ে এক খণ্ড বস্ত্রে ঢিলাভাবে বেঁধে ধুঁটে বা কাঠের অল্প আঁচে মাটির হাড়িতে সুসিঁখ করে নিতে হয়।

## মাছের জোল

ভাজা মাগুর, সিকি বা ছোট মাছ, কাঁচা পেঁপে বা কাঁচি পটল সঙ্গে লবণ, হলুদ, আদা, ও গোলমরিচ দ্বিগুণে রাখতে হয়। লংকা একবারে বাধ, তেল বাধ বা ২।১ ফোঁটা।

মাংসের জন্ম

চর্বি বর্জিত কচি মাংসের ছোট ৮-১০ টুকরো গুণে জলে মদ্য ঢাকা হাঁড়িতে মৃদু তাপে উত্তমরূপে সিদ্ধ করতে হয়। বাটা বা চূর্ণ মশলা না দিয়ে ন্যাকড়ার এক টুকরো হলেদ্বয় করে কচি গোলমরিচ ও ধনে, আদা ও পরিমাণ মত লবণ বোঁধে ঐ মাংসের সঙ্গে সিদ্ধ করতে হয়। ঐ স্দসিদ্ধ মাংস থেকে হাড়গালি বার করে একষড় ত্রিভাজ পরিষ্কার বস্ত্রে ছেঁকে ও নিংড়ে নিলে মাংসের জন্ম বা ব্রথ প্রস্তুত হয়।

তরকারী (Vegetable) স্দপ

কুচি বিঙে, পটল, কাঁচকলা কাঁচা পেঁপে, মটরশুঁটি, বিট, টমাটো, পালংশাক, গাজর প্রভৃতি একটু আদা, লবণ ও হলেদ্বয় সহ স্দসিদ্ধ করে পরিষ্কার ন্যাকড়ার ছেঁকে নিলে ভেজিটেবল স্দপ তৈরী হয়; সেই সঙ্গে মাগদুর, সিজি জাতীয় মাছও বেগুনা যেতে পারে।

পলতার স্দপ

পটল পাতা এক ছটাক আন্দাজ, একটু হলেদ্বয় ও লবণ সহ আধসের জল স্দসিদ্ধ করে একপোরা আন্দাজ জল দ্বাকতে নামিয়ে উত্তমরূপে মেখে ছেঁকে নিলে স্দপ প্রস্তুত হয়।

মাছের স্দপ

সিজি, মাগদুর বা অন্য কম তৈলাক্ত মাছ আন্দাজ মত লবণ ও হলেদ্বয় সহ পরিমিত জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করে মেখে ছেঁকে নিলেই মাছের স্দপ প্রস্তুত হল।

এগ ক্লিপ বা ডিম মদ্য

একটা তাজা ডিম ধুয়ে একটি বাটিতে ভেঙ্গে নিতে হবে। তারপর চামচ দিয়ে ভালভাবে নেড়ে সামান্য চিনি মিশাতে হবে। ওর সঙ্গে একপোরা আন্দাজ ঐষদ্বয় গরম মদ্য মিশিয়ে নিলেই এগ ক্লিপ প্রস্তুত হল।

এলবুমিন ওয়াটার বা ডিমের শেতাংশ মেশানো জল

একটি ডিম ধুয়ে ওর শেতাংশটুকু একটি বাটিতে নিয়ে চামচ দিয়ে ভালভাবে নেড়ে ওর সঙ্গে এক পোরা আন্দাজ জল মিশিয়ে ছেঁকে নিলেই এলবুমিন ওয়াটার তৈরী হয়।

মিছরীর জল

আন্দাজ মত জলে মিছরী সিদ্ধ করে ছেঁকে নিলেই মিছরীর জল তৈরী হয়।

দুগ্ধ

খাঁটি টাটকা গো' দুগ্ধ বা ছাগ দুগ্ধ গ্রহণীয়। গো দুগ্ধে এক চতুরাংশ জল দিতে হয়। জলের অর্ধেক বা সম্পূর্ণ বা আংশিক কমে মেলে রোগীকে দিতে হবে।

## ছানার জল

আগনের তাপে দুধ ফুটতে থাকাকালীন ফর্টাকারির জল একটু করে ঐ দুধে দিতে থাকলে দুধ কেটে পরিষ্কার জল বের হতে আরম্ভ হয়। তখন ফর্টাকারির জল দেওয়া বন্ধ করতে হয়। অধিক ফর্টাকারির জল দিলে ছানা শক্ত হয়, তা রোগীর পক্ষে অনুপযোগী। ফর্টাকারির বদলে Calcium lactate ছাড়াও দুধ ফুটিয়ে ছানার জল করা যেতে পারে। পরে ন্যাকড়া দিয়ে ছেকে নিয়ে লেবদুর রস বা মিছরীর গড়াসহ অথবা এমনি রোগীর সেবন করতে দেওয়া যায়।

## ঘোল

রোগীর জন্য ঘোল প্রস্তুত করতে টাটকা দুই আবশ্যিক। পাথর, কাচ বা মাটির পাতে ঈষদুষ্ক দুধে সাজা (সামান্য পরিমাণ দুই) দিয়ে রাখলে ২৩ ঘণ্টার মধ্যেই দুধ জমে দুই হয়ে যাবে। ঐ দুইয়ে সমান পরিমাণ জল মিশিয়ে ভালভাবে নাড়লে ঘোল হয়ে যায়। এই অবস্থায় কিছুটা মাখন তুলে নিলে আরও ভাল হয়। তারপর ওটা ছাঁকতে হবে। ঘোলের সাথে চিকিৎসকের নির্দেশ মত লেবদুর রস, লবণ, মিছরী বা চিনি মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

## ফলের রস

কমলা লেবদু, মনুসম্ব, আনারস, ডালিম, আম্রদুর, আপেল প্রভৃতি ফলের রস দের করবার এক প্রকার বস্তু কিনতে পাওয়া যায়। রস ছেকে নিয়ে চিকিৎসকের উপদেশ মত দিতে হবে। আপেলকে সিদ্ধ করে রস বের করা বেশী উপকারী হয়। ফলের রস দীর্ঘ জমিয়ে রেখে খাওয়া উপকারী।

## ডাবের জল

কচি ডাবের জল রোগীকে খেতে দেওয়া খুব ভাল। ডাব কেটে রেখে তারপর খাওয়া শরীরের পক্ষে কৃতিকর।

## জল

শোথ, উদরী প্রভৃতি বাদে অধিকাংশ রোগেই জল একটি ভাল পথ্য। জলকে ফুটিয়ে নিতে হবে। ঐ জলকে ছেকে নিয়ে ঈষদুষ্ক অবস্থায় রোগীকে পান করাতে হবে। যেখানে ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা ঐ জলকে গরম করে নিতে হবে। গরম জলকে উন্মুক্ত অবস্থায় ঠান্ডা করতে নেই, ঢেকে রাখতে হয়। একবার ফুটানো জল দীর্ঘ সময়ে রেখে খাওয়া ভাল না। একবারের গরম করা জল ঠান্ডা হয়ে গেলে পুনরায় ঐ জলকে গরম করে পান করা উচিত নয়।

## খাদ্যের উপাদান বা খাদ্যপ্রাণ

বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা খাদ্যকে প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন,  
যথা—১। প্রোটিন বা ছানা বা আমিষ জাতীয়।

২। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয়।

৩। ফ্যাট ( চর্বি ) বা স্নেহ জাতীয়।

৪। জল।

৫। লবণ।

৬। ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, খাদ্য ও মানবদেহের রাসায়নিক উপাদান প্রায় একই রকম এবং জল ও খনিজ পদার্থ সব উভয় বস্তুতে প্রায় সামান পরিমাণেই বর্তমান রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় জীবদেহের যে অণু ক্ষয় হচ্ছে সেই ক্ষয় নিবারণ, শক্তি সংরক্ষণ পদার্থ বিশেষ ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক মানবদেহেরই ঠিকমত ও উপযোগী খাদ্য খাওয়া আবশ্যিক।

### প্রোটিন

শরীরের তাপ উৎপাদন, দেহের দহন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, দেহের ক্ষয়পূরণ ও শরীরের সব উপাদান গঠন করা প্রোটিন খাদ্যের কাজ।

### কার্বোহাইড্রেট

দৈনিক তেজ, কর্মক্ষমতা এবং তাপ উৎপাদন ও চর্বি গঠন কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ। এইরকম খাদ্যই আমাদের দেহ গঠন ও সংরক্ষণের প্রধান উপাদান।

### ফ্যাট (চর্বি) বা স্নেহজাতীয় খাদ্য

শরীরের তেজ ও উত্তাপ, উত্তেজনা, চর্বির প্রস্তুতকরণ এই জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ।

### জল

দেহের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হলে, শরীরের পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তার পক্ষে এবং দেহের অস্বাস্থ্যকর পদার্থ নিষ্করণের জন্য জল একান্ত দরকারী।

### লবণ

জলের মত লবণ ও খাদ্য হিসাবে নিত্য দরকারী। আমরা খাদ্যসহ সাধারণ

লবণ ভিন্ন টাটকা ফলমূল, শাকসব্জী, একপ্রকাব খাদ্যদ্রব্য থেকে পটাশ, সোডা ইত্যাদি লবণ জাতীয় খাদ্য আবশ্যিকতানুযায়ী গ্রহণ করে থাকি।

### ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

খাদ্যের উল্লিখিত উপাদানগুলি ভিন্ন, খাদ্যের এমন সূক্ষ্ম উপাদান আছে, যার অভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। উল্লিখিত উপাদানগুলি যথেষ্ট প্রয়োজনমত পরিমাণ বর্তমান থাকলেও একটামাত্র সূক্ষ্ম উপাদানের অভাবে জীবনীশক্তি দ্রুত হ্রাস পায় ও বোগ প্রতিবেধক ও প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় এবং পুষ্টি হবার পরিবর্তে শরীর দ্রুত দুর্বল ও শীর্ণ হতে থাকে। খাদ্যাতন্ত্রবিদ পিউডগগ এর নাম দিয়েছেন ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

ভিটামিন বিভিন্ন প্রকার। এর কার্যকারিতার অধিকার রয়েছে সত্য, কিন্তু এদের বিশিষ্ট রূপ আবিষ্কৃত হয় বলে এরা এ, বি, সি, ডি, ই কে ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে খাদ্যের স্নেহজাতীয় পদার্থ দ্রবণীয় ভিটামিন বি ও সি জলে দ্রবণীয়।

### ভিটামিন 'এ'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে রাতকানা, চক্ৰ ও কর্ণের প্রদাহাদি পীড়া, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কাশি, নিউমোনিয়া, মূত্র পাথরী প্রভৃতি পীড়া ঘটে এবং শ্রৈষ্মিক বিপ্লবের ক্ষণিক্সা হীনতার জন্য রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা হ্রাস পায়।

পালংশাক, টক বেগুন (টমাটো), রান্ধাআলু, গাজর, মটরশুটি, বাঁধাকপি, পেঁপে, লাউ ও শাকসব্জি ও ফল এবং, দুধ মাখন, ডিম, মাহের তেল, খাঁস ও ভেড়ার চর্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্যে 'এ' ভিটামিন পাওয়া যায়। লাল আটা বা চালের কুড়াতে বা ডালেতেও ভিটামিন থাকে। কাঁচা মূগ ও ছোলার ডাল ভিজিয়ে খেলে 'এ' ভিটামিন অধিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বালুর সহযোগে এটি অধিকক্ষণ বা অধিক তাপে রান্ধা করলে 'এ' ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং রাঁধবার সময় চাপা দিয়ে অল্প তাপে রান্ধা করলে ভাল হয়।

### ভিটামিন 'বি' (B. Complex)

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অক্ষুধা, বোরবোর, পেলেগ্রা, রক্তাল্পতা ঘটে এবং মাতৃস্থনে দুগ্ধাভাব, শিশুর পুষ্টির অভাব, শিশুদের ওজন হ্রাস ও শীর্ণতা প্রভৃতি জন্মে।

চাল কলে ছেঁটে সরু করে পরিষ্কার করলে, সিম্ব ধানের চাল বার করে শুকিয়ে রান্ধা করার পর ফেন ফেলে দিলে 'বি' ভিটামিনের প্রায় সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। এইরকম ভিটামিনহীন অন্ন ভোজনের ফলেই হয়ত অন্নজীব বাঙ্গালী আজ জীবন বৃক্ষের সর্বত্র পরাভব স্বীকার করেছে। কম জলে কম ছাঁটা আতপ চালের অন্ন প্রস্তুত করে ফেন না ফেলে ভোজন করলে 'ই' বি ভিটামিন যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারে।

### ভিটামিন 'সি'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি পীড়া হয়। রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়। সর্দি, কাশি বেশী হয়, মেয়েদের রক্তস্রাব বেশী হয়। দাঁত ও অস্থির পৃষ্ঠিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং শিশুর ওজন হ্রাস পায়, শীর্ণতা ও খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

সকল প্রকার, লেবু, টাটকা আমলকী টক বেগুন ( টমাটো ) তরমুজ, আনারস, কলা, ডাঁসা পেয়ারা, শশা, মৃগ, যব, অকুরিত ছোলা, বাঁচা পেলাজ, পালংশাক, বাঁধা কপি, কড়াইশর্দীট, দধ, দুই, ঘোল প্রভৃতিতে ভিটামিন 'সি' থাকে। এটা জলে দ্রবণীয়, সুতরাং রান্না করবার কাজে তরি-তরকারী, সিন্ধু জল ফেলে দিলে বা খোলা পাত্রে রেখে সিন্ধু করলে 'সি' ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

### ভিটামিন 'ডি'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে শিশুদের রিবেট, স্ত্রী লোকদের ওষ্ঠিও-ম্যালোসিয়া প্রভৃতি পীড়া হয়। দাঁতে পোকা ধরে, অস্থি শীর্ণ হয় ও বেঁকে যায়। খাদ্যের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ইত্যাদি লবণ জাতীয় পদার্থের পরিশোধনের জন্য ভিটামিন 'ডি'-র আবশ্যিক।

সুর্শশ্মি, কডালিভার অয়েলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' আছে। সুতরাং রোদে বাঁড়ুরে শরীরে তেল বা কডালিভার অয়েল মাখা শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই বিশেষ হিতকর।

মাছের ডিম, পাঠার মের্টে, ডিমের কুসুম, দধ, মাখন, পাঁপড়, আচার প্রভৃতিতে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। এটা উত্তাপে নষ্ট হয় না।

### ভিটামিন 'ই'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে গর্ভস্থ সন্তান মরে যায়, পুঁঃ পুঁঃ গর্ভস্রাব হয়, এইজন্য একে গর্ভসংরক্ষণ ভিটামিন বলে।

আকাড় চাল, যাঁতার ভাঙা আটা, নারকেল, কলা, দধ, মাংস, ডিম, প্রভৃতিতে ভিটামিন 'ই'...পাওয়া যায়। এটাও উত্তাপে নষ্ট হয় না।

### খাদ্যের পরিমাণ

প্রাপ্তবয়স্ক একজন সুস্থ বাঙালীর পক্ষে প্রতিদিন প্রোটিন ৬০-৭০ গ্রাম, ফ্যাট ৫০-৬০ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৪৫০-৫০০ গ্রাম, জল ৩।৪ সের ও প্রয়োজনমত খনিজ লবণ ও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

পুঁঃবয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন লাল আটা ৬ ছটাক—তাপ ১৯৯০ ; ঢেঁকি ছাটা চাল ৪ ছটাক—তাপ ৯১৯, ডাল ২ ছটাক—তাপ ৪৮০ ; তরকারি ৫ ছটাক—তাপ ১০২ ; সরষের তেল ১ ছটাক—তাপ ২৫২ ; গুড় ১ ছটাক—তাপ ৫০ ; মাছ ২ ছটাক

—তাপ ৮৮ ; দূধ ২ ছটাক তাপ—৭২ ; লবণ কমবেশ ৫ ছটাক ও কিছুটা লেবু মোট ক্যালোরি ৩০৭০ তাপ বিশিষ্ট ২০৫ ছটাক খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যিক ।

উল্লিখিত তালিকার পূর্ববরস্ক বাঙালীর খাদ্যের মোটামুটি একটা তালিকা দেওয়া হল । খাদ্য গ্রহণের কোন বাধাধরা নিয়ম নেই । ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যিক । কৈশোর ও যৌবনকালে যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যিক প্রোট বয়সে বা বার্ধক্যে তাহার চেয়ে কম পরিমাণ আবশ্যিক । শারীরিক পরিশ্রমী ব্যক্তির বেশি পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন কিন্তু যাদের বসা কাজ বা মস্তিস্ক পরিচালনার কাজ তাদের অনেক কম পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত । যারা বৃশ্চিকজীব, শারীরিক শ্রম করেন না তাদের খাদ্যের পরিমাণ কম কিন্তু দুধ, মাখন, ছানা, মাছ, মাংস, ফল, প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে । প্রোট বয়স থেকে মিষ্টদ্রব্য আহার অনেক কমানো কর্তব্য ।

মনে রাখবেন বেশি খেলেই লোক মরে বেশি, কম খেলে মানুষ কম মরে ।

যাদের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট উপাদান থেকে উত্তাপের সৃষ্টি হয় । সেই তাপের পরিমাণ ঠিক করা হয় ক্যালোরি হিসাবে । এক হাজার গ্রাম ওজনের জলকে ৯ ডিগ্রী উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ উত্তাপের আবশ্যিক শরীর বিজ্ঞান মতে তাকে এক ক্যালোরি ধরা হয় । এক গ্রাম আমিষ থেকে এইরকম চার ক্যালোরি, এক গ্রাম শর্করা থেকে চার ক্যালোরি ও এক গ্রাম চর্বি থেকে নয় ক্যালোরি উত্তাপের সৃষ্টি হয় । অল্প পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ২৪০০ ক্যালোরি ও অতি পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে ২৮০০-৩২০০ ক্যালোরি উত্তাপের আবশ্যিক ।



ভিত্তিমিল বা খাদ্যপ্রাপ

খাদ্য	এ বি সি ডি			প্রতি ১০০ গ্রাম শর্করা জল		প্রতি ১০০ গ্রামের তাপমাত্রা
	এ	বি	সি	ডি	প্রোটিন	

চাল. আটা প্রস্তুতি

কলে ছাটা চাল

চৌকি ছাটা চাল

মুড়ি

চিড়া

লাল আটা

সাদা ময়দা

মুড়ি

ডাল

মসুর

ছোলা

সন্ধান

মুড়ি

গোল আলু

রাঙা আলু

কুমড়া

মুড়ি

পিঁপাজ

কলে ছাটা চাল	+	+	-	-	৬.৯	০.৪	৭.৯২	১.০	৩৪৮
চৌকি ছাটা চাল	+	+	০	-	৮.৫	০.৬	৮.৮	১.২২	৩৩১
মুড়ি	-	-	-	-	৭.৫	০.১	৭.৪৩	১.৪৭	৩২৮
চিড়া	+	+	-	-	৬.৬	১.২	৭.৮২	১.২২	৩৫০
লাল আটা	+	+	০	-	১২.১	১.৭	৭.২২	১.২২	৩৫৪
সাদা ময়দা	০	-	০	-	১১.০	০.৯	৭.৪১	১.০৩	৩৫০
মুড়ি	+	+	০	-	১৩.৬	১.৬	৬.২৭	১.০৭	৩৭৪
ডাল	+	+	০	-	২৫.১	০.৭	৫.৯৭	১.২৪	৪৫০
মসুর	+	+	০	-	১৭.১	১.৩	৬.১২	১.৮	৩১৬
ছোলা	+	+	০	-	৪০.২	১.৯৫	২.০২	১.৮	৩৩২
সন্ধান	+	+	০	-	১৬	০.১	২২.৯	১.৪৭	২৯
মুড়ি	+	+	+	-	১২	০.১	৩১.০	৬.৩৫	১৩২
গোল আলু	-	+	+	-	১৬	০.১	২২.৯	১.৪৭	১০১
রাঙা আলু	-	+	+	-	১০	০.১	২২.১	১.৩১	২১
কুমড়া	-	+	+	-	০.৭	০.১	৪.২	১.৪৪	৫২
মুড়ি	-	+	+	-	১২	০.১	১১.৫	১.৬৫	

বায়বার্ণ কয়েকটি ঝাকের উপাদান, খাদ্যপ্রাপ ও ভ্যাপরুজোর তালিকা

খাদ্য	ভিত্তিমিল বা ঝাকপ্রাপ এ বি সি ডি	প্রতি ১০০ গ্রামে স্ট্রাটিন চর্বি শর্করা জল	প্রতি ১০০ গ্রামে ভ্যাপরুজো
-------	-------------------------------------	---	----------------------------

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত

গরুর দুগ্ধ	+++ + + +	+ + + +	৮৭৬	৬৫
ছাগলের দুগ্ধ	+++ + + +	+ + + +	৮৫২	৮৪
মহিষের দুগ্ধ	+++ + + +	+ + + +	৮১০	১১৭

মাস ও মাংস

চাঁচকা পুরুনের মাস	- + + +	- - - -	- - - -	১২০
তৈলাক্ত মাস	+ + + +	- - - -	- - - -	২৭০
অতিমাস	- - - -	+ + + +	- - - -	১৯৪
ছাগ মাংস	- - - -	+ + + +	- - - -	১০৯
মুগুরি মাংস	+ + + +	+ + + +	- - - -	১৮০
জিল	+ + + +	+ + + +	০ ৭	১১০

ব্যবহার কয়েকটি খাবার উপাদান, খাদ্যপ্রাপ্ত, খাদ্যপ্রাপ্ত ও তাপমাত্রার তালিকা।

খাদ্য	ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাপ্ত				প্রতি ১০০ গ্রামে			প্রতি ১০০ গ্রামে তাপমাত্রা
	এ	বি	সি	ডি	প্রোটিন	শর্করা	জল	
দুধ	++	+	+	—	১.০৪	৩.৪৮	১.০০	১৪
ছানা	+++	+	+	—	৬.৩	০.১	০.৭	৩২
মাকদ	+++	—	—	—	১.০	—	২৩.১০	২১৬
ঘি	+	—	—	+	—	—	২৪.৩৫	২৬২
সরষের তেল	+	—	—	+	—	—	২৪.০	২৫২
মাছের তেল	+++	—	—	+	—	—	২৪.৫	২৪২
মাংসের চর্বি	++	—	—	+	—	—	২৬.৪০	২৩২
ভাত ( কলেছটা )	—	+	—	—	০.৩৬	—	০.৩	৭৭
সাদা চিনি	—	—	—	—	৪.৯	১৬.৭	—	১১৩
লাল চিনি	—	—	—	—	—	০.০৪	—	১১০
গুড়	—	—	—	—	৪.০	২৬.৪৯	—	১০০
মধু	—	—	—	—	—	০.৩	—	৮২
সবেশ	—	—	—	—	—	—	—	১২৪
চা	—	—	—	—	০.৪৩	১৬.০	৬.০	—

হোমিওপ্যাথি 4

খাৰ্য	ভিটামিন বা খাৰ্য প্ৰাণ			প্ৰতি ১০০ গ্ৰামে		প্ৰতি ১০০ গ্ৰামেৰ তাপমূল্য	
	এ	বি	সি	শ্ৰোণি চৰ্বি	শৰ্কৰা জল		
কলা	—	+	+	১.৩	০.১	৩৬.৪	৬১.৪
আঙ্গুৰ	—	+	—	০.৭	০.১	১০.২	৪৫.৫
কমলালেবু	+	+	+	০.২	০.৩	৪৭.৪	৪৯
পেঁপে	+	+	—	০.৫	০.১	২.৫	৪২.৬
আম	+	—	+	০.৬	০.১	১১.৪	৪৬.১
নাৰকেল	+	+	—	৪.৫	৪১.৬	১৩.০	৩৬.৩
আমলকী	—	—	+				৪৪৪
তরকারি							
ফুলকপি	+	+	+	৩.৫	০.৪	৫.৩	৪২.৪
বিধাকপি	+	+	+	০.৪৫	০.১	৬.৩	১০.৫
বেগুন	—	+	+	১.৩	০.৩	৬.৪	২১.৫
টম্যাটো	+	+	+	১.০	০.১	৩.২	২৪.৪
পালংলাক	+	+	+	২.২	০.১	৪.০	২১.৭
টাটুজ	—	+	+	২.২	০.২	৭.৭	৪৪.৩
: বাধাম							
চিনাবাধাম	—	+	০	২৬.৭	৪০.১	২০.৩	৭.৯
কাতুবাধাম	—	+	০	২১.২	৪৬.২	২২.৩	৫.৯
আখৰোট	—	+	+	১৫.৬	৬৪.৫	১১.২	৪.৬

সাধারণ কয়েকটি মাছের খাদ্যমূল্য

মাছের নাম	প্রতি ১০০ গ্রামে			প্রতি ১০০ গ্রামে তাপমূল্য
	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	
ভেট্রীক	১০'৭	১'১	—	৬৬
ইলিশ	২১'৮	১১'৪	—	২৭০
কাতলা	১৯'৫	২'৪	—	১০২
কই	১৪'৮	৮'৮	—	১৪২
মাগুর	১৫'০	১'২	—	৭১
পার্শে	১৬'৬	৫'৯	—	১২০
রুই	১৬'৬	১'৪	—	৮২
সিদ্ধি	২২'৮	০'৬	—	৯৯
শোল	১০'২	২'০	—	৮৮
ট্যাংরা	১৯'২	৬'৬	—	১০৮
মোরলা	১৬'০	৪'১	—	১১২
পদ্মি	১৮'২	২'৪	—	৯৬
বাগদা চিহড়ি	১৮'৮	১'৬	—	৯২
বাটা	১৯'৪	৪'৪	—	১২০
মুগেল	১৯'৫	০'৮	—	৮৭
খন্নরা	১৮'০	০'০	—	১০২
গলদা চিহড়ি	১৮'৪	১'৫	—	৯০
কুচো চিহড়ি	১৭'৮	১'২	—	৮৭
চারাপোনা	১৭'৫	১'০	—	৭৯
কাজলী	১৭'০	১'০	—	৮৮
পাব্দা	১৭'৫	১'৮	—	৯২
সন্নপ্দি	১৮'৫	২'৮	—	১০২

## স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা

স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কৰ্তব্য; যথা—খাদ্য, পানীয়, বিপ্রাম ও সূনিদ্রা, অলোক, বাতাস, পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, জ্ঞান, সংযম প্রভৃতি। ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তি, অতিরিক্ত মৈথুন, অতি ভোজন, অধিক ক্রোধের বশীভূত হওয়া, মদ্যপান প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

খাদ্য — পুষ্টিকর বা বলকারক খাদ্য খেলে যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, এরকম জুল ধারণা। খাবার আগে দেখতে হবে খাদ্য পরিপাক করবার শক্তি আছে কিনা। খাদ্যের পরিপাক পরিপ্রসার উপর নির্ভর করে। অধিক পরিপ্রসার করলে সেই পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন, বয়স মত খাদ্য ও তার পরিমাণ নির্ধারণ করা কৰ্তব্য। ঠাণ্ডার সময়ে ও শীত ঋতুতে চর্বিযুক্ত খাদ্য উপযোগী এবং গ্রীষ্মকালে কম গুরুপাক খাওয়া উচিত। বেশী লংকা ও গরম মশলা যুক্ত উষ্ণ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

সূক্ষ্ম সহজ খাদ্য ধীরে ধীরে চিবিয়ে খেলে উপকারী, খাওয়ার পর ঠাণ্ডা জল খাওয়া উচিত নয়। কারণ ঠাণ্ডা জল পাকস্থলির মধ্যে যাওয়ান উষ্ণতা হ্রাস করার পরিপাক কাজের ব্যাঘাত জন্মে। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে আহারের পর অল্প পরিমাণ ঈষদ্ভুক্ত জল পান করা উপকারী, খাওয়ার পর বিপ্রাম উপকারী, খাওয়ার তিন ঘণ্টা পর জলপান হিতকর।

পাকস্থলি অনেকক্ষণ ধরে খালি থাকলে স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে। যিনি বেলী খাওয়ার চেয়ে রাত্রিতে খাওয়া লঘু ও অনুভোজক হওয়ার উপকার হয়। শোয়ার সময় পাকস্থলি একেবারে পূর্ণ বা শূন্য থাকা ভাল নয়। সেই কারণে শোয়ার অন্ততঃ দু'ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। যারা অধিক রাত্রি পর্যন্ত কোন কাজে বা পড়াশোনার ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা শোয়ার কিছু আগে কিছু খেয়ে শয়ন করলে উপকারী। অনেকের ধারণা বৃষ্ণ বয়সে বেশি খেলে দীর্ঘজীব হয় কিন্তু এটা জুল ধারণা; প্রোট অবস্থা থেকে আহারের পরিমাণ কমান উচিত।

খাদ্য সাধারণতঃ ছয় প্রকার হয়। যথা—

(১) ছানা জাতীয় বা মাংস গঠনোপযোগী খাদ্য (যথা—মাংস, মাছ, ডিমের শ্বেতাংশ, ডাল প্রভৃতি) এর দ্বারা আমাদের কোষগুলোর বৃষ্ণসাধন ও ক্ষয়পূরণ হয়ে থাকে।

স্নেহ বা মাখন জাতীয় খাদ্য --

(যথা—ঘৃত, মাখন, তেল, চর্বি প্রভৃতি); এর দ্বারা দেহরক্ষার উপযোগী উষ্ণতা ও পেশীগুলির পরিপ্রসার করবার শক্তি জন্মে এবং আমাদের শরীরের মেরুক্সিয়া পরিমাণ মত গঠিত হয়।

### শর্করা জাতীয় খাদ্য

(যথা—চিনি, মিছরী, গুড়, আখ, চাল, চিড়া, মর্দি, মড়কী, ছোলা, সাগু, বালি, ময়দা, আলু ইত্যাদি) : এর দ্বারা আমাদের শরীরের উষ্ণতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় ও মেদ যথেষ্ট পরিমাণে গঠিত হয়।

### লবণ জাতীয় খাদ্য

যথা—খাদ্য লবণ, লৌহঘটিত লবণ, চূর্ণঘটিত লবণ, ডাল প্রভৃতি। অনেক প্রকারের লবণঘটিত ঈনিস খাদ্য মারফৎ আমাদের দেহে সঞ্চারিত হয়; এর সাহায্যে আমাদের বহু প্রকারের রোগ (যথা—ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থিরোগ, রিক্টে; লৌহেব অভাবে রক্তাল্পতা; আয়োডিনের অভাবে গলগুড়; ফসফরাসের অভাবে অস্থিরোগ প্রভৃতি) নিবারিত হয়। এমন কিছু কিছু লবণ আছে যা আমাদের শরীরে প্রবেশ না করলে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি না। এগুলি অধিকাংশ খাব্যের সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

### ভিটামিন বা খাদ্যপ্ৰাণ

প্রধানতঃ ছানাজাতীয়, শর্করাজাতীয় ও স্নেহজাতীয় খাদ্যই শরীরের প্রয়োজনের মৌলিক উপাদান হলেও এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য রক্তে না থাকলে এগুলি উপযুক্তভাবে শরীরের কাজে লাগে না। এগুলির ভিটামিন বা খাদ্যপ্ৰাণ নাম দেওয়া হয়েছে এবং এরা প্রধানতঃ ভিটামিন...‘এ’ ‘বি’...‘সি’ ইত্যাদি কয়েক প্রকারের ভিটামিনের স্বরূপ। এদের কার্যকারিতার অভাবে যে যে রোগ হয়, তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। রিক্টে, বোরবোর, স্প্রু ইত্যাদি বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ।

### জল

খাদ্য তালিকায় জল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং এর অভাবে যে আমাদের পুষ্টির অভাব হতে পারে তা আমরা আদৌ ভাবতে পারি না। জল আমাদের জীর্ণ খাদ্যকে তরল করে ওকে রক্তের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে সাহায্য করে। এর দ্বারা রক্তের মাঝখানে অতি জটিল রাসায়নিক ও যৌগিক বিশ্লেষণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডও জল বিনা সঞ্চারিত হতে পারে না। বহুপরিমাণ জল ঘাম হয়ে লোমকূপ দিয়ে বের হয়ে শরীর শীতল রাখতে সাহায্য করে।

নধ-নধী, বরশা, ধাঁষ ও পুষ্কারিণী এগুলিতে নানাপ্রকার ঘূষিত পদার্থ মিশে থাকার খাওয়ার জল ভেবে ওদের সব সময় ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশুদ্ধ জল বৃষ্টি অথবা গভীর কূপ থেকে পাওয়া যায়। জলাশয়, পুষ্কারিণী, কূপ, চৌবাচ্চা, প্রভৃতি মাঝে মাঝে পরিষ্কার না করলে কুমড়লের সম্ভাবনা। জলকে শুষ্ক করবার জন্য ফিল্টার নামে এক প্রকার বস্তু ব্যবহার করা হয়। পাভকুলোর জলের উপলব্ধিক পরিষ্কার দেখালেও ওটা নিরাপদ নয়। বরঞ্চ নিচের জল অনেকটা বিশুদ্ধ।

ভাত ডাল, রুটি, তেল, গুড়, লেবু, ফলমূল, আলু, মাছ, মাংস, দুধ, জল প্রভৃতি সব খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী থেকে আমাদের বৈহরক্ষণ উপযোগী ছানা, মাখন, শর্করা, লবণ, ভিটামিন, ও জল জাতীয় উপাদানগুলি ঠিক পরিমাণে আহরণপূর্বক দেখে প্রবেশ করে ও আমরা বেঁচে থাকি ।

### দুধ

দুধে দেখে পোষণোপযোগী ছয় প্রকার উপাদানই বিদ্যমান । সুতরাং দুধকে পূর্ণ খাদ্য বলা যায় অর্থাৎ, একমাত্র দুধ খেলেও আমরা বেঁচে থাকতে পারি । তবে শিশুদের পক্ষে এটা সম্ভব হলেও বয়স্কদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়, কেননা প্রতিদিন প্রয়োজন মেটাতে অত্যধিক পরিমাণে দুধ খেতে হবে ; যা হজম করা খুব শক্ত ।

তবুও বয়স্কদের প্রয়োজনের তুলনায় এতে লৌহ কম এবং ছানা ও মাখন বেশি পরিমাণে আছে । মায়ের দুধ আমাদের শিশুকালে একমাত্র খাদ্য । গাধার দুধ, গরুর দুধ, ছাগলের দুধ, ভেড়ার দুধ ও মোষের দুধ ( সহ্য হলে ) অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে । ফুটানো দুধ থেকে কাঁচা দুধ অনেক পুষ্টিকর, কেননা দুধ ফুটানোর সময় ওর ভিটামিন ( Vitamin )—খাদ্যপ্রাণ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু কাঁচা দুধে রোগ জীবাণু থাকার সম্ভাব্য বলে ওটা না ফুটিয়ে ( Without Pasterization ) খাওয়া নিরাপদ না । দুধ শুষ্ক না খেয়ে ওর সঙ্গে চিনি মিহুরী, ভাত, বার্লি, প্রভৃতি মিশিয়ে খেলে ওটা সহজে পরিপাক হয়ে থাকে ।

কাঁচা দুধ মশ্বন করলে দুধের ওপর যা ভেসে ওঠে তাকে মাখন বলে । ঈষদুষ্ক দুধে দই দিয়ে বা সাজা দিয়ে রাখলে সেই দুধটুকু দই হয়ে যায় । সদ্য প্রস্তুত করলে, দইতে জল মিশালে বা ঐ রকম মশ্বন করলে মাখন পাওয়া যায়, ওর নিচের ভাগে যে তরল পদার্থ পড়ে থাকে তাকে ঘোল বলে । এই ঘোল কোনও কোনও রোগীর পক্ষে সুপথ্য । বিশেষতঃ জীবাণু ঘটিত কোনও অস্ত্রের রোগ হলে, কবিরাজী মতে সদ্য ঘোল সব রোগে সুপথ্য কিন্তু কফ রোগী বাদে । দুধে ছানার জল, ফর্টাকারির জল, লেবুর রস বা ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট ( Calcium Lactate ) দিলে দুধ কেটে গিয়ে ছানা প্রস্তুত হয়, অবশিষ্ট জলীয় অংশটুকুর নাম ছানার জল । ছানার জলও একটি সুপথ্য ।

### চা পান —

চা পান সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয় । যারা অধিক ভ্রমণ বা পরিভ্রম করে তাদের পক্ষে এবং কফ প্রধান বাতু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে অল্প চা পান মন্দ নয় ।

এটা সেবনে শ্রমজনিত অবসাদ সাময়িক লাঘব হয় কিন্তু মাধকতা জন্মে না । বালিশেটে চা না খেয়ে ওর সঙ্গে অন্য কিছু খাওয়া ভাল । মেদপ্রধান লোকের পক্ষে দুধ চিনির পরিবর্তে চালের সঙ্গে লেবুর রস উপকারী ।



### কফি

চায়ের মতো কফি পানেও কোনও মাদকতা জন্মে না, কিন্তু এটা চা থেকে অধিকতর উত্তেজক ও স্নেহ পদার্থ যুক্ত। কফি পানে পরিপ্রমর্জানিত ক্লাস্ট ও অবসাদ দূর হয়। হাটের রোগীর পক্ষে কফি অনিষ্টকর, পেটের রোগে ক্ষতিকর।

### বিপ্রাম ও নিদ্রা।

দেহবন্দগদালিকে স্নান রাখতে হলে শারীরিক পরিপ্রমের যেমন আবশ্যিক বিপ্রামও তেমন আবশ্যিক। কারণ দেহ বন্দগদালিকে বিপ্রাম না দিয়ে ক্রমাগত ঋষাটালে শরীর ক্লান্ত ও অকর্মণ্য হয়ে শীঘ্রই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। স্বাস্থ্যের পক্ষে স্নানদ্রব্য অতীবাবশ্যিক। পরিপ্রমের ফলে যেসব জীবকোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নিদ্রাকালে সেগদাল পরিপদুৎ ও সতেজ হয়। রোগীর স্নানদ্রা হলে রোগ ভালোর দিকে যাচ্ছে বোঝা যায়। স্নান লোকের পক্ষে দৈনিক ৬ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। বয়স বাড়লে নিদ্রার পরিমাণ কমে যায়, তখন ৫।৬ ঘণ্টা স্নানদ্রা হলে, তাই যথেষ্ট।

### পরিচ্ছদ

খাওয়ার সঙ্গে পরিচ্ছদ বিষয়েও সংযম অভ্যাস করা আবশ্যিক। দেহের উষ্ণতা রক্ষার্থে পরিচ্ছদের প্রয়োজন। চর্মের সঙ্গে চেপে বসে যায় এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। কতকগদাল অথবা কাপড় জামা পরিধান করে দেহকে অসহিষ্ণু না করে বাল্যকাল থেকে ক্রেশ সহিষ্ণু বিধেয়। আমাদের দেহ থেকে ঘামসহ বিভিন্ন ক্রেন নিয়ত বহিগত হচ্ছে, ওটা পরিহিত বস্ত্রমধ্যে শোষিত হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, এগদাল শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর স্নতরাং পরিহিত বস্ত্রাদি সর্বদা পরিষ্কার রাখা এমন কি প্রতিদিন স্নাত করে রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া নিরাপদ। রাগিতে শোবার সময় আটসাঁট জামাকাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করা অনিচিত। রক্ত চলাচল বন্ধ হতে পারে। এইবকমভাবে স্নতার ফিতা বাঁধাও উচিত নয়।

### বায়ু

বায়ু আমাদের প্রাণ ধারণের পক্ষে অপরিহার্য বলেই প্রাচীন পন্ডিতগণ একে জগৎ প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন। দূষিত বায়ু সেবনে শরীর মন সকলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রক্ত ও দুর্বল ব্যক্তিগণের পক্ষে দূষিত বায়ু অতীব অনিষ্টকর। প্রতিবার প্রম্বাসের সঙ্গে আমরা বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্যাস (Oxygen Gas) গ্রহণ করছি এবং এটা ফুসফুসে গিয়ে আমাদের অশুদ্ধ রক্তকে শোধন করে। রক্ত কর্তৃক বের হয়ে এই অক্সিজেন প্রতি জীবকোষে প্রবেশ করছে। প্রতি জীবকোষ থেকে আবার কাবর্ণিক অ্যাসিড গ্যাস জঞ্জাল হিসাবে পরিত্যক্ত হয়ে রক্ত মাধ্যমে ফুসফুসে আসছে এবং আমাদের নিঃশ্বাসসহ অসারাম্বলক বাষ্প (Carbonic Acid Gas) রূপে পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই শেবোক্ত বাষ্প গ্রহণ স্বীকনের পক্ষে অহিতকর। জনবহুল স্থানে নির্মল মনুত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকলে, সেই ঘরটি আমাদের নিঃশ্বাস পরিত্যক্ত

উক্ত Carbonic Acid gas-এ পরিপূর্ণ হয় এবং সেই ঘরের অক্সিজেন ক্রমশঃ কমতে থাকে ।

### সূর্যালোক

জীবন ধারণের পক্ষে সূর্যালোক নিতান্ত প্রয়োজন । সূর্য ও নীরোগ থাকতে হলে সকলেরই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মৃদু রৌদ্রে থাকা ভাল ।

সূর্যালোকশূন্য স্থানভূমি রোগের লীলাভূমি । সূর্যালোক পূর্ণ স্থানে কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক জীবাণু সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং ঘরে যাতে প্রচুর আলো প্রবেশ কবে, তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।

### ব্যায়াম

ডন করা, মৃদুগুর ভাঁজা, দ্রুত পদে ভ্রমণ, সীতার কাটা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম । প্রতিদিন নিরামিত সময়ে বিশদৃশ্ব বায়ুতে সকালে বা বিকালে কিছু সময়ের জন্য ব্যায়াম করলে শরীর ভাল থাকে । সকালে বিকালে ভ্রমণ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল । যোগাসন বা যোগ ব্যায়াম ঘরে বসে করা যায় । সব বয়সের উপযোগী যোগাসন আছে । নিরামিত অভ্যাস করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে । ভাল ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট উপদেশ নেওয়া ব্যায়ামের সাহায্যে বহু রোগ সেরে যায় ।

### স্নান-

সূর্য লোকের পক্ষে পুরুরে বা নদীতে প্রতিদিন স্নান করা উপকারী । স্নানের আগে গোটা শরীরে তেল মাখা উপকারী ।

প্রথমে মাথার একটু জল দিয়ে পরে অন্যান্য অঙ্গে জল ঢালা বিধি । যারা ব্যায়াম করে, তাদের পক্ষে ব্যায়ামের পর কিছু সময় বিশ্রাম করে স্নান করা উচিত । সমুদ্রের জলে অতিরিক্ত লবণ থাকার স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ কিন্তু সমুদ্র জলের অভাবে সামান্য পরিমাণে লবণ মিশানো জলে স্নান ভাল । আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে দ'বেলা স্নান ভাল নয় ।

প্রতিদিন সকালে স্নান করে অনেক সর্দির ধাতের রোগী ভাল হয়ে গেছে । সকালে স্নান করলে রোজ নিরম অনুসারী স্নান করা কর্তব্য ।

## জ্বর ( Pyrexia, Fever )

শরীরে নানা ধরনের বীজাণুর Infection-এর ফলে জ্বর হয়। জ্বর রোগ নয়—এটি একটি লক্ষণ মাত্র। নানা কারণে দেহের তাপ বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই এটাকে নানা রোগের একটা সাধারণ লক্ষণ বলা চলে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, জ্বর হলো শরীরের শাস্তিভঙ্গকারী নানা বিরুদ্ধ শক্তি বা রোগ বীজাণুর ফলে সৃষ্ট একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র।

জ্বর শরীরের অনিষ্টকারী নয়—বরং একে উপকারী বলা চলে। জ্বর প্রমাণ করে যে শরীরের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তির বীজাণু প্রবল হয়ে উঠেছে। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বা Immunity পরাভূত হয়েছে। তাই অবিলম্বে জ্বরের কারণ বিচার এবং তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। জ্বর হলেই তার কারণ বা Causative Organism কি তা পরীক্ষা করতে হলে সব চেয়ে আগে। জ্বর কমানোর জন্য Antipyretics ঔষধ আছে বটে—তবে তা ঠিক নির্দিষ্ট রোগের Specific চিকিৎসা নয়। যেমন ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি নানা কারণে জ্ববেব জন্য পৃথক পৃথক ঔষধ Specific হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

সাধারণ জ্বর কমানোর ঔষধ হলো লক্ষণমত চিকিৎসা, এইসব ঔষধ শ্রেণীর Thermogenic Centre কে প্রশমিত করে জ্বর কমায়। তাকে সেটাই পূর্ণ চিকিৎসা নয় কিংবা Acidosis বন্ধ করার জন্য Alkaline Mixture দেওয়াটাই জ্বরের পূর্ণ চিকিৎসা নয়, তা মনে রাখতে হবে।

কি কারণে জ্বর হচ্ছে, তা জানতে গেলে প্রথমে বাহ্যিক লক্ষণ বা Clinical Signs and Symptoms কি কি দেখা যাচ্ছে, তা ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

চিকিৎসক নিজে পরীক্ষা করে যেসব লক্ষণ দেখতে পাবেন, তা হলো Sign—চোখ-মুখ লাল, গায়ে উদ্ভাস, জিহ্বা লেপাবৃত প্রভৃতি। আর রোগী নিজের মর্মে যেসব কষ্টের কথা বলবে তা হলো Symptoms—যেমন মাথা ধরা, পেট ব্যথা গা বমি ভাব প্রভৃতি।

অধিকাংশ জ্বরের ক্ষেত্রেই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। যেমন—

- (1) শরীর খারাপের অনুভূতি ( Malaise ) ।
- (2) অবসাদগ্রস্ত ভাব ( Lassitude )
- (3) মাথা ধরা বা মাথায় ব্যস্তা ( Headache ) ।
- (4) অকুখা ( Anorexia ) ।
- (5) হাত, পা, পিঠ প্রভৃতিতে ব্যথা ।
- (6) শৈত্যবোধ এবং কখনো গরমের অনুভূতি ।

এছাড়া আরও নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়, বিভিন্ন জ্বরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

জ্বর কিভাবে ঠানানামা করছে, তা থেকে অনেক সময় রোগ নির্ণয়ে সাহায্য হয়ে থাকে।

Infection ছাড়া অন্য কারণে জ্বর হতে পারে। যেমন অতিরিক্ত ব্যায়াম, রাতজাগা, অনিয়ম, শোক, টিকা নেওয়া, টিউমার, কোনও ঔষধের রি-অ্যাকশন প্রভৃতি।

### বিভিন্ন ধরনের জ্বর

#### ( Different types of fever )

জ্বর নানা ধরনের হতে পারে, জ্বরের ঠানানামা নানা ধরনের হয়।

(1) কন্টিনিউড ( Continued ) —এক্ষেত্রে জ্বর সমানভাবে চলে, বিশেষ ঠানানামা করলেও তা মাত্র 1 ডিগ্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন—নিউমোনিয়া।

(2) রেমিটেন্ট ( Remittent ) —এক্ষেত্রে জ্বর 1 ডিগ্রির বেশি ঠানানামা করে। তবে কোনও সময়ই জ্বর একেবারে ছেড়ে যায় না। যেমন টাইফয়েড জ্বর।

(3) ইন্টারমিটেন্ট ( Intermittent )—এক্ষেত্রে জ্বর দিনের মধ্যে কোনও না কোনও সময় একেবারে ছেড়ে যায়, আবার জ্বর আসে। যেমন ম্যালেরিয়াতে হয়।

(4) হেকটিক ( Hectic ) —এতে এক সময় বিকালের দিকে হঠাৎ জ্বর আসে আবার ভোরে ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। যেমন টি. বি., সেপটিক জ্বর প্রভৃতি। এতে জ্বর 2-3 ডিগ্রির বেশি ওঠে না।

#### জ্বরে পরীক্ষণীয় লক্ষণসমূহ ও রোগ নির্ণয়

(1) আঘাতজনিত জ্বর —শরীরে আঘাত লাগলে বা ক্ষত সৃষ্টি হলে, তার জন্য জ্বর হতে পারে। কখনো বা ক্ষত দূষিত হয়ে জ্বর হয়। এই ধরনের ইতিহাস থাকলে চিকিৎসককে আঘাতের স্থানটি ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এই ধরনের জ্বরে রক্তের শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা 80 থেকে 90 পর্যন্ত হতে পারে। দেখে পূর্জ হলে তা পরীক্ষা করতে হবে। দূষিত ঘা থেকেও জ্বর হয়ে থাকে।

(2) ত্বকের উপরে উদ্ভেদ ( Eruption ) দেখা গেলে এবং তা যদি ছোট ছোট লাল রঙের হয় কিন্তু তা বনস্ত বা হাম নয়, তাহলে Scarlet Fever বৃদ্ধ হতে হবে।

(3) গলায় ঘা সহ জ্বর, উদ্ভেদ দেখা দিলে তা Erythema বা Dermatitis বোঝায়।

(4) ত্বকের ওপর ছোট ছোট উদ্ভেদসহ জ্বর ( ছোটদের বেশি হয় ) হলে তা হামজ্বর ( Measles ) বোঝায়। তার সঙ্গে সর্দি বা ব্লকের দোষ থাকা স্বাভাবিক।

(5) কোমরে প্রবল বাথা, জ্বর, বসন্তের প্রকোপ চলেছে বা ঐ সময় জ্বর, দেহে উদ্ভেদ দেখা দিলে তা বসন্ত (Pox) বোঝায়।

(6) জ্বরের বাহ্য রক্তমাভা আছে, কিন্তু উদ্ভেদ নাই। এটি হলে, শরীরে কোনও বিষাক্ত প্রাণী বা পতঙ্গের দংশনজনিত জ্বর সন্দেহ করতে হবে এবং এ বিষয়ে জানতে হবে। দংশনের স্থান নীলাভ হবে।

(7) রক্তমাভ জ্বক, জ্বরসহ মস্তিষ্ক বিকৃতি, গলায় ও ঘাড়ের ব্যথা, বমি, ঘাড় পেছন দিকে হেলানো, মাথা সামনের দিকে বাঁকাতে পারে না, পায়ের পাতা বা গোড়ালি খরে পেটের দিকে টানতে গেলে হাঁটুতে এঁটে ঘরে, এইরকম লক্ষণ দেখা দিলে তা বোঝায় মেনিনজাইটিস (Meningitis)। রোগ।

(8) শরীরের কোথাও খুব ফোলা (Oedema) রক্তমাভা থাকলে বা সেখানে আঘাতের ইতিহাস থাকলে, তা বিসর্গ রোগ (Erysipelas) বোঝায়।

(9) শরীরের গ্রন্থিগুলি জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠলে ও ব্যথা বেদনা হলে তা প্রঙ্গ বোঝায়।

(10) শিবাগুলি বিস্তৃত ও ফোলা, শরীরের কোনও কোনও জায়গা ফুললে এবং রক্ত পরীক্ষায় Positive হলে অর্থাৎ Parasite পাওয়া গেলে, ফাইলেরিয়া রোগ নির্দেশ করে।

(11) দেহে প্রচণ্ড ব্যথা, জ্বর ওঠানামা, প্রবল জ্বর, বসন্তমাভা, বস্ত্রে ম্যালেরিয়া বীজাণু নেই, তাহলে তা ডেঙ্গু নির্দেশ করে।

(12) রোজ বা একদিন অন্তর প্রবল জ্বরের আবার একেবারে ছেড়ে গেলে, তা ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর নির্দেশ করে। রক্ত পরীক্ষা করলে প্রকৃত রোগ ধরা পড়ে।

(13) মূত্রে মধ্যে বেশি হিমোগ্লোবিনের জন্য মূত্র লাল বা কালচে হলে, তা ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার নির্দেশ করে। অবশ্য যদি এ ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর না হয়।

(14) মূত্রে হিমোগ্লোবিন নেই, Bile বেশি, রক্ত পরীক্ষায় Spirochaeta পাওয়া গেলে, তা ডেঙ্গু ডিজিজ (Veils-Disease) বোঝায়।

(15) যোনোঙ্গে ঘা ও সেই সঙ্গে জ্বর হলে তা গণোরিয়া সিফিলিস নির্দেশ করে। রক্ত পরীক্ষায় W. R. পজিটিভ হলে তা সিফিলিস

(16) মূত্রে আমিষ জাতীয় পদার্থ ও Albumin বেশি হলে তা Proteionurea বোঝায়।

(17) জ্বরের দৈনিক ওঠানামা করে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং 5-7 দিনেও জ্বর উপশম না হয়ে বৃদ্ধির দিকে গেলে, তা টাইফয়েড বা প্যায়োটাইফয়েড বোঝায়। এই রোগে জিহ্বা লেপাবৃত থাকে ও তার কিনারা বা Margin লাল হয়।

(18) শরীরের, বিশেষ করে পিঠে ফোড়া মস্তগাসং জ্বর লক্ষণে, এ কার্বাকুল নির্দেশ করে।

(19) রক্তে Eosinophil বৃদ্ধি এবং কোনও নির্দিষ্ট খাদ্য খেয়ে কষ্ট পাবার ইতিহাস থাকলে তা এক্সার্জি বোঝায়। এর জন্য রক্ত পরীক্ষা বা D. C. করতে হয়।

(20) বৃকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, সর্দি, কাশি, বৃকে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে মস্কাইটিস বোঝায়।

(21) উপরের লক্ষণের সঙ্গে যদি বৃকে স্ট্রেপ্টোকোকাস বসিলে ফুসফুস আক্রান্ত বোঝা যায়, তবে তা নিউমোনিয়া বোঝায়।

(22) পূর্বে কতের ইতিহাস ও শরীর বেকে বাছে লক্ষণে বা দাঁতে দাঁত চেপে ধরা ও খিঁচুনি প্রভৃতি লক্ষণে মনোস্টিস্কার বা টিটোনাস বোঝায়।

(23) যদি বৃকের খস্ খস্ শব্দ স্ট্রেপ্টোকোকাসে শোনা যায়, জ্বর বিকালে বা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায় তবে তা প্রুরিটিস নির্দেশ করে।

(24) বৃকে ব্যথা, জ্বর, শরীরের মধ্যে বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের গোলমাল যদি দেখা দেয়, তা হলে হার্ট পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য। সাধারণতঃ তা এক্সেজ-কার্ডাইটিস বোঝায়।

(25) বেশি রোদ্রে ঘোরার পর যদি আকস্মিকভাবে প্রবল জ্বর হয় তবে তা স্ট্রোক Sun Stroke বোঝায়।

(26) শরীরে ঘা, পুঞ্জ ও জ্বর লক্ষণ একত্রে থাকলে, বিসর্প বা ইরিসিপেলাস বোঝায়।

(27) মূত্রাল্পতা, মূত্রগ্রন্থিতে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে পাথুরী Nephritis বোঝায়। পরে মূত্র পরীক্ষা করলে সব বোঝা যায়।

(28) অস্থির প্রদাহ, হাড় প্রচণ্ড ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে Osteomyelitis রোগ নির্দেশ করে।

(29) লালাগ্রন্থি ফুলে ওঠা ও জ্বর লক্ষণে শিশুদের মামস-রোগ নির্দেশ করে।

(30) ডান কাঁধে ব্যথা, ডান বৃকে ব্যথা, অল্প জ্বর হলে তা T. B. বা Hepatitis-এর লক্ষণ। এটি এমিবিব হেপাটাইটিস বা লিভার Abscessও হতে পারে।

(31) ডান কর্ণিকতে ( Right ileac Fossa ) ব্যথা বা প্রবল বেদনা ও জ্বর লক্ষণে Appendicitis রোগ নির্দেশ করে।

(32) সাধারণ সর্দি-কাশি ও জ্বর হলে তা Simple Fever for Cold বোঝায়। যদি এক অঙ্গলে বহু ব্যাপকভাবে এটি হতে থাকে, তবে তা ব্যাপক সর্দি-জ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বোঝায়।

(33) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বীজাণু বেছে নেই, গণোরিয়াদিও নেই, ঘাম হয়, কিন্তু তাতে জ্বর কমে না, এসব দেখা গেলে অবশ্যই মূত্র পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য— কারণ এটা B. Coli রাগের লক্ষণ।

(34) নার্সির গতি বৃষ্টি, হ্রদপিণ্ডে ঘড় ঘড় শব্দ, বৃকে ব্যথা, গাটে গাটে ব্যথা ও বেদনা, বাতজ্বর **Rheumatic Fever** নির্দেশ করে থাকে।

(35) গলনালী বা ফ্যারিংক্স-এ সাদা পর্দা, শ্বাস কষ্ট, গিলতে কষ্ট, গলার গ্লাণ্ডে ব্যথা, তির্পিখরিয়া জ্বর নির্দেশ করে।

(36) বেগুনী রঙের উল্লেখ, দেহে বিড়াল বা ইঁদুর কামড়াবার ইতিহাস থাকলে তা **Rat Bite Fever** নির্দেশ কর।

(37) নিয়মিত সন্ধ্যায় জ্বর রাতে ঘাম, ভোরে জ্বর থাকে না, বৃকে ব্যথা, কাশি, ফুসফুসের প্রদাহের লক্ষণ পাওয়া গেলে, তা **বক্ষ্মা Tuberculosis** বোঝায়।

এইভাবে আরও নানা লক্ষণ অনুযায়ী জ্বরের বিভিন্নতা ও সেই অনুযায়ী রোগের বিভিন্নতা বোঝা যায়। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে। এবারে বিভিন্ন জ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

### সর্দি ও সর্দিজ্বর ( Acute Coryza )

**কারণ**—প্রথমে নাক এবং ফ্যারিংক্সকে কতকগুলি ভাইরাস আক্রমণ করে। এদের মধ্যে প্রধান হলো **Rhinovirus or Catarrhal Virus**। পরবর্তীকালে অন্য বীজাণুৱা আক্রমণ করতে পারে। যেমন **Staphylo, Strepto, Pneumo** ক্কাস প্রভৃতি।

স্বাভাসেতে ঘরে থাকা, বৈশিক্ষণ সিনেমা হল প্রভৃতিতে থাকা, ঠাণ্ডা লাগানো, বৃষ্টিতে ভেজা, গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগানো, হঠাৎ ঘাম বন্ধ, পেটের গোলমাল, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জিনিস খাওয়া, হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি হলো নানা গৌণ কারণ।

**প্রধান লক্ষণ ( Clinical Signs and Symptoms )**—(1) প্রথমে নাকের মধ্যে প্রায় স্ফুট স্ফুট করতে থাকে এবং মাঝে মাঝে হাঁচি হতে থাকে।

(2) গলার ভেতরটা শুকনো হয়ে যায় এবং গলা ব্যথা, স্বরভঙ্গ হতে পারে।

(3) মাথা ভার মনে হয়, মাথা ধরাও দেখা যায়।

(4) নাক ও মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে প্রচুর জল পড়তে থাকে।

(5) চোখ লাল হতে পারে, ছলছল করে, নাক প্রভৃতিতে জ্বালাবোধ দেখা যায়।

(6) অনেক সময় প্রথম অবস্থাতেই সামান্য জ্বর হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সর্দি ঘন ও গাঢ় হলে তখন জ্বর হয়। সাধারণতঃ জ্বর 99 থেকে 100 ডিগ্রি হয়।

(7) অনেক সময় সর্দি জ্বরের সঙ্গে কাশি থাকে।

**জটিল লক্ষণাদি ( Complications )** (1) **Sinusitis** অর্থাৎ নাক ও মাথার ভেতরের হাড়ের **Sinus**-এর বিক্লিগুলি আক্রান্ত হয় বলে নাক দিয়ে জল পড়ে। তার ফলে মাথা ধরা হয়। কিন্তু অনেক সময় এই **Sinus**-এ বীজাণু সংক্রমণ ক্লিনিক হয়ে

বার এবং তখন মাথা, মূখ প্রভৃতিতে ব্যথা চলতেই থাকে এবং মাঝে মাঝেই এটি হয় ও সর্দি লাগে। বার বার মাথা ধরে ও নাক বন্ধ হতে থাকে।

(2) কানের Eustachian নালীতে প্রবাহ হতে পারে তা থেকে Otitis media হয় এবং কানে ব্যথা ও জ্বর মাঝে মাঝে হতে পারে।

(3) শ্বাসনালীর নানা অংশের প্রবাহ, ট্রেকাইটিস্, ব্রঙ্কাইটিস্, লোবার নিউমোনিয়া প্রভৃতি পরে হবার সম্ভাবনা থাকে।

### রোগ নির্ণয় ( Diagnosis )

যদি শিশুদের এর সঙ্গে কনজার্টিভাইট্‌স্ থাকে, তবে তা থেকে পরে হাম বের হতে পারে। মাঝে মাঝেই সর্দি হয়। কিন্তু বেহে দুর্বল হয় না। এরূপ হলে তা নাকে Infection না ভেবে Nasal Allergy বলে ভাবতে হবে। অনেক সময় নাকে পলিপ, সাইনাসে ক্রনিক ইন্ফেকশান, নাকের Septum বঁকে যাওয়া, প্রভৃতি কারণেও এটি হয়।

### প্রতিরোধ ( Prevention )

রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা কর্তব্য যাতে রোগ বীজাণু সহজে না ছড়াতে পারে। তা সম্ভব না হলে পৃথক মশারী টাঙ্গিরে শোয়ানো কর্তব্য।

### চিকিৎসা ( Treatment )

সর্দির প্রথম অবস্থায় গা শীত শীত করলে এবং নাক চোখ দিয়ে জল করলে—ক্যাম্পর মাষার ( বা পানের সঙ্গে কপূর ) খেলে ভাল হয়।

ঠাণ্ডা শীতল বাতাস লেগে সর্দি বা সর্দিজ্বরে প্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইট ৩। শরীরে ভেজা শীতল বাতাস লাগলে (বর্ষাকালে)—ডালকামারা ৬। গরম বাতাস লেগে সর্দি বা সর্দিজ্বর হলে—ব্রায়োনিয়া ৬। সর্দি, ঘাম, মূখ লাল, মাথা ব্যথা, নাকি ড্রুত, চোখ লাল প্রভৃতিতে—গ্লোনইন ৩ বা ৬। তাতে উপকার না হলে—বেলেডোনা ৬ বা ব্রায়োনিয়া ৬।

ঠাণ্ডা লেগে ঘাম বন্ধ, মাথা ব্যথা, কশশূল, দস্তশূল, পেটে ব্যথা লক্ষণে—ক্যামোমিলা ৬।

সূতিকাগারে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে স্ত্রীলোকদের মাথা ব্যথা, ঘাড় ব্যথা প্রভৃতিতে—বেলেডোনা ৬। শিশুদের চুল ছাটার পর সর্দি বা জ্বরে—বেলেডোনা ৬।

পা ভিজে স্নেহা জমলে অ্যালিগ্রাম সেপা ৩। গারের ঘাম লোপ পেলে সর্দি বা সর্দিজ্বরে—সিলিকা ৬।

ঘর্মাল শরীরে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্বর, গা, হাত, পা ব্যথা প্রভৃতিতে—রাসটর ৬ বা ৩০।

নাকে প্রচুর সর্দি, ঘ্রাণ ও শ্বাস লোপ পেলে দিতে হবে পাল্‌সেটিলা ৬। সর্দিতে নাক একদম বন্ধ হলে—নার্স ভর্মিকা ৬।



সর্দি'জ্বর, বমি বমি ভাব বা বমনে ইপিঁকাক ৩ বা ৬ । বাঁ মাথা বা বাঁ দিকে ব্যথা বেশি হলে—স্পাইজেলিয়া ৬ । ডান মাথা বা ডানদিকে ব্যথা—সান্সাইনোইনোয়া ৬ ।

রাগ্নিতে রোগ বৃষ্টি, রোগীর খিঁচিখিটে শ্বভাব হলে—চায়না ৬ ।

শুকনো কাশি থাকলে—নাক্স ভমিকা ৬ । জ্বর ও বমিভাবে—ইপিঁকাক ৬ ।

যে কোনও সর্দি'জ্বরে প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ ৩x বা ৬x বিশেষ উপকারী । কাশির সঙ্গে সরল গয়ের উঠলে—পাল্‌সেটিলা ৬ । হরিদ্রাভ গয়ের উঠলে ফস্‌ফোরিক এসিড ৬ । শরীর গরমে কাশির বৃষ্টিতে—নাক্স মস্কটা ৩, ৬ ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —(1) বন্ধে ব্যথা ও বেশি সর্দি' জমলে, রাতে হাতে-পায়ে ও বন্ধে গরম তেল লাগালে উপকার হয় ।

(2) পূর্ণ বিশ্রাম অবশ্য কর্তব্য ।

(3) ঠান্ডা লাগানো উচিত নয় । সাগু, বার্শ, খই, মর্ডা, পাউরুটি প্রভৃতি খাদ্য । ঠান্ডা খাদ্য ও পানীয় খাওয়া উচিত নয়—ভাতে রোগ বৃষ্টি হতে পারে ।

### বহু ব্যাপক সর্দি' জ্বর ( Influenza )

ইতিহাস—প্রথম বিশ্ববৃষ্টির ঠিক পরেই প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রায় হারিয়েছিল এক রহস্যময় জ্বরের ফলে—তার নাম দেওয়া হয়েছিল বৃষ্টি জ্বর বা ওয়ার ফিভার । বিখ্যাত প্রাক বীর আলেকজান্ডার যে পথে ভারত আক্রমণ করেন, ঠিক সেই একই পথ ধরে এই রোগ ইউরোপ থেকে ভারতে আসে এবং ভয়ঙ্কর মহামারী সৃষ্টি করে । তার অনেক পরে এই রোগ ইন্ডোনেজিয়া বা জন্দ বলে জানা যায় । বর্তমানে ইন্ডোনেজিয়া আর হত্যাকারী ব্যাধি বলে চিহ্নিত নয় । তার কারণ এ থেকে যেসব Complication দেখা দেয়, সেগুলি ছিল মারাত্মক । বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সেসব Complications আর দেখা দিতে পারে না । এই রোগের কারণ যেসব ভাইরাস, তারা 1933 সালে ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয় । তার আগে কেউ জানতো না, এ রোগের কারণ কি ? সাধারণ লোকে মনে মনে ভাবতো—এ রোগের কারণ হলো নক্ষত্রদের প্রতিক্রিয়া । তাই ইতালীর ভাষা অনুবাদী এর নাম হয় ইন্ডোনেজিয়া রোগ । একটি বিরাট মহামারীর আকারে পৃথিবীতে বিজ্ঞান সময়ে দেখা দেয় । প্রথম এশিয়াতে যে জন্দ হয় তার নাম হলো এশিয়াটিক জন্দ, তা 'প্রথম চীনদেশে থেকে শুরুর হয় । পরের বার এই রোগ শুরুর হয় হংকং থেকে তার নাম হংকং জন্দ । প্রায়ই এটি বহুব্যাপক আকারে হয়, মাঝে মাঝে অল্প ব্যাপক অল্প জন্ডেও হয় ।

ভ্যাকসিন বা টিকা দিয়ে এ রোগ সহজে প্রতিরোধ করা যায় না তার কারণ অল্প ধরনের ইন্ডোনেজিয়া ভাইরাস আছে এবং তারা তাদের আকৃতি দ্রুত পাল্টাতে পারে । কোনও একটি ভ্যাকসিন দিয়ে সব জন্ডের ভাইরাসের আক্রমণকে এড়ানো সম্ভব হয় না ।

### কারণ

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ এক ধরনের Acute রোগ, যা সৃষ্টি হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা গ্রুপের Myxovirus গুলি থেকে। এদের নানা ভাগ বা প্রকার ভেদ আছে—তবে প্রধানতঃ তিনভাগে এদের ভাগ করা হয়, তা হলো গ্রুপ A, B এবং C। A জাতীয় ভাইরাস বহু-ব্যাপক বা Epidemic সৃষ্টি করে। B জাতীয় ভাইরাস স্থানীয় অংশে বেশি রোগ সৃষ্টি করে। C জাতীয় ভাইরাস অল্পদিনের মধ্যে হঠাৎ রোগ সৃষ্টি করে। এই তিন জাতের আকৃতির মধ্যেও আবার নানা পরিবর্তন দেখা যায়। পরে রোগ হলে, এই সঙ্গে Strepto, Staphylo, Pneumo প্রভৃতি কক্কাসের ক্রিয়া শূন্য হয়।

**লক্ষণ—(Clinical Signs & Symptoms)**—Incubation-এর সময় হলো এক থেকে তিন দিন। বীজাণু দেহে প্রবেশ করলেই প্রথমে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় তা হলো (1) শরীরের অস্বাস্থ্যবোধ (2) মাথাধরা, (3) গা, হাত, পা, চোখ, কোমরে ব্যথা, (4) অক্লম্বা, (5) কখনো বা বমি বমি ভাব ও বমি হয়, (6) তারপর জ্বর হয়। জ্বর সাধারণতঃ 102-103 ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। শীত করে জ্বর আসে (7) মুখ রক্তাভ হয়, চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, (8) নাড়ির ও শ্বাসের গতি দ্রুততর হয়, (9) প্রায়ই (Leucopenia) হয়। (2000 থেকে 4000 প্রতি কিউবিক মিলিটারের), (10) সর্দি ও শুকনো কাশি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে, (11) শ্বাসনালীর উপরের অংশে প্রদাহ হতে পারে এবং তখন রোগটি সঠিক চেনা হয়। রোগ দ্রুত বাড়ার অন্যান্যদের মধ্যেও ছাড়িয়ে পড়তে পারে।

সাধারণতঃ চিকিৎসা হোক বা না হোক, রোগ সাতদিন পরে আপনা থেকেই সেরে যায় যদি অন্যান্য Complication দেখা না দেয়। তাই রোগের চিকিৎসার থেকেও Complication গুলির চিকিৎসা ও তা থেকে রোগীকে রক্ষা করা প্রাথমিক কর্তব্য। সাধারণ সর্দি-জ্বর যে ভাইরাস থেকে হয়, তাদের মেয়াদ মাত্র তিন দিন। কিন্তু প্রকৃত তা হলে রোগীকে সাতদিন রোগে ভুগতে হয়। তাই বলা হয় যে, চিকিৎসা না করলে সাতদিনে সারে আর চিকিৎসা করলে এক সপ্তাহে সারে।

### জটিল অবস্থা —

(Complication)—অনেক সময় কোনও জটিল অবস্থা দেখা দেয় না—রোগ আপনা থেকেই সেরে যায়। কিন্তু এই সঙ্গে অন্যান্য Coccus-দের ইনফেকশন হলে রোগ সহজে সারে না। তখন ট্রেকাইটিস্, রস্কাইটিস্, ল্যারিঞ্জাইটিস্, নিউমোনিয়া প্রভৃতি দেখা দেয়। যদি রোগীর আগে থেকে হার্টের রোগ থাকে তাহলে Toxic cardiomyopathy দেখা দিতে পারে এবং তা হলে রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য না। রোগীর স্বাস্থ্য খুব দুর্বল করে ফেলে এবং জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়।

### প্রতিবেশ (Prevention)

প্রতিরোধ কর্তন। তবে রোগ চলতে থাকার সময় অল্প মাত্রায় চাটনা ও

খাওয়ার প্রতিক্রিয়া কমতা বৃদ্ধি পায়। যে সব লোক ফুসফুস ও হার্টের রোগে ভুগছে, তাদের এক মাত্র ইনফ্লুরেন্সিয়ার ৩০ বা ২০০ দিনে রোগ অনেকটা প্রতিক্রিয়া করা সম্ভব হয় বটে তবে তা নিশ্চিত ফলপ্রসূ বলা যায় না। এক মাত্র বেশি এই ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ। রোগীকে ঘরে রাখা উচিত।

### চিকিৎসা ( Treatment )

আক্রমণের প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো, অ্যাকোনাইট ৩ বা ৬। জ্বর, অস্বস্তি, পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ ৩x বা ৬x অতি উপকারী ঔষধ। 'In a case of Nascent cold, Ferrum acts as gold.'

ইনফ্লুরেন্সিয়ার ৩০ বা ২০০ একমাত্র সেবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ সেরে যায়। তবে এই ঔষধ এক মাত্র বেশি প্রয়োগ নিষিদ্ধ। প্রথম অবস্থায় এটি ফলপ্রসূ।

গলায় গ্লেস্মা ঘড়ঘড় করলে, অ্যান্টিম টার্ট উপকারী। শ্লেস্মা ও বমি ভাব তার সঙ্গে থাকলে, ইপিকাক ৬ উপকারী।

উত্তপ্ত জ্বালাকারী শ্লেস্মাভাব, মেহে জ্বালা প্রভৃতিতে আর্সেনিক, ৬ বা ৩০।

আর্সেনিক ব্যর্থ হলে, আর্সেনিকের কুলক্ষণ সহ প্রবল বমি, বমিভাব ও অন্যান্য লক্ষণ থাকলে, সারকোল্যাক্টিক এসিড, ৬ বা ৩০।

প্রবল ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, সন্ধিতে ব্যথা প্রভৃতিতে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৬x।

প্রবল জ্বর, শীতবোধ, মাথাভার, তন্দ্রাভাব, ঝিম্মানো, অবসন্নতা, সর্বত্র ব্যথা ক্রমাৎকার অভাব প্রভৃতিতে, জেলিসিমিয়াম মাদার বা ৩x উপকারী।

মাথা, ব্যথা, চোখ লাল, আলো অসহ্য, প্রলাপ প্রভৃতিতে বেলেডোনা ৬। বর্ষাকালে কোমরে ব্যথাসহ, রাস্ট্র ৬ বা ৩০। বর্ষার ভিজ্জে জ্বরে, ডাল্‌কামারা ৬ বা ৩০।

অনির্ভরিত পান, ভোজন, স্নান প্রভৃতির পর জ্বর এবং জ্বরে তৃষ্ণাভাবে থাকে না, এই রকম লক্ষণে, পাল্‌সেটিলা ৬।

### আনুর্বাণিক ব্যবস্থা

(1) রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে—বিছানার শূইরে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(2) বন্ধুকে, পিঠে, হাতে কপূর্ন মিশ্রিত তেল বা মাসকলাইয়ের তেল মালিশ করলে উপকার হয়।

(3) শূদ্রাচারীকে খুব সাবধান ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। তাতে রোগ ছড়ানো বন্ধ হবে। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা কর্তব্য।

হোমিওপ্যাথি—৫

(4) অনেকের মতে ভুঙ্গসী পাতা, বেলের পাতা, বাসক পাতা জলের ফুটিয়ে মধু দিয়ে খেলে উপকার হয়।

(5) জ্বর থাকা পর্যন্ত সাগর, বালি, ফলের রস, দুধ হরলিঙ্গ, Syu, প্রভৃতি পথ্য দিতে হবে। জ্বর ছেড়ে গেলে হালকা ঝোল ও সরু চালের ভাত পথ্য দিতে হবে।

### ম্যালেরিয়া ( Malaria )

ইতিহাস — ম্যালেরিয়া রোগ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি প্রাচীন রোগ। অতি প্রাচীনকালে কিন্তু মানুষ জানতো না যে, এনোফিলিস মশা-ই হলো Malarial Parasite নামক প্রোটোজোয়ারদের বাহক। তবে দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা প্রথম জানতে পারে যে সিন্‌কোনা জাতীয় গাছের পাতার রস বা ছাল সিঁধ করে খেলে এই রোগের থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে কোলকাতার বুরুকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী প্রথম এই প্রোটোজোয়ারদের আবিষ্কার করেন এবং তিনিই ঘোষণা করেন যে এনোফিলিস মশা জাতীয় মশা এই রোগের প্রোটোজোয়ারদের বাহক।

ম্যালেরিয়া যদিও একটি স্থানিক সীমাবদ্ধ এন্ডেমিক রোগ, তবুও এর ক্ষমতা বিরাট এবং তা এপিডেমিকরূপেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে বিদেশ থেকে এ রোগ ভারতে আসে এবং বিগত প্রায় ২০০ বছর ধরে স্থানিকভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চলছে আমাদের দেশে। কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ এটি এপিডেমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মোট প্রায় ৪০ ধরনের এনোফিলিস আক্রমণকারীদের মধ্যে মোট ছয়টি খুব প্রধান। তাদের মধ্যে পাঁচটি বাংলায় (পশ্চিম ও বাংলাদেশে) পাওয়া যায় ডুরাস অঞ্চলে। এরা ছোট ছোট ডোবা, গদকুর, স্রোতহীন নদীর শাখা, যে কোন স্থানের আবদ্ধ জলে, চৌবাচ্চার এমন কি লবণাক্ত জলেও ডিম পাড়ে ও বংশবৃদ্ধি করে।

মশার দেহের ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট বীজাণু প্রায় ৪ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে পূর্ণরূপে বেড়ে ওঠে। আবার একটি মশা মানুষকে কামড়ালে তার দেহেও ঠিক ৪ থেকে ১৪ দিনে প্রোটোজোয়ারগুলি বেড়ে ওঠে এবং আক্রমণ করে জ্বর নিয়ে আসে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ভারতে মশা ধ্বংস করা হয় বিরাটভাবে। তার ফলে এদেশে ম্যালেরিয়া রোগ অনেক কম হয় কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অবহেলায় আবার প্রচুর মশার বংশবৃদ্ধি হয়েছে এদেশে। তাই ম্যালেরিয়ার দেখা পাওয়া যাচ্ছে আবার। দারিদ্র্যজননহীনতা ও অবহেলা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়াতে বিরাট সাহায্য করে।

অনেক বিজ্ঞানীর মতে 'টাইফ' নামে যে এক প্রকার জ্বর বের হয়েছে, যা এলোপ্যাথিক ট্রেটমেন্টসহ সাধারণে না, তা হলো প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের 'ল্যাটেন্ট' ম্যালেরিয়া মাত্র। ট্রেটমেন্টসহ ঔষধ এতে সাময়িক জ্বর কমায়, তা যে কোনও

জ্বরই হোক না কেন কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট ধ্বংস করতে পারে না। ফলে সাময়িকভাবে জ্বর কমে বটে, প্যারাসাইটরা একটু নিজস্ব হয়, কিন্তু আবার তারা বেড়ে ওঠে এবং জ্বর সৃষ্টি করে থাকে। এসব রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট পাওয়া যায়। কুইনাইনের প্রিপারেশন এদের রোগ সারাতে সক্ষম হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, প্রত্যেকটি বাড়ীর জল, চৌবাচ্চা প্রভৃতি ভালভাবে পরীক্ষা করা উচিত। সেগুলি ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যেসব জায়গায় অম্প অম্প আবদ্ধ জল জমে, এসব জায়গাতে মাঝে মাঝে কেরোসিন ছড়ালে মশার শূককীট বা লার্ভারা মারা যায়। শহর ও শহরতলীর সব জায়গা এবং গ্রাম অঞ্চলেও এইভাবে Anti-লার্ভা ঔষধ ছড়াতে থাকলে, অতি সহজেই মশা নিমূল করা যায়। তাছাড়া যেসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়া চলছে, সেখানকার সকলকে ম্যালেরিয়ার প্রতিবেধক Palludrine জাতীয় ঔষধ খাওয়ানো কর্তব্য।

কারণ—আগেই বলা হয়েছে, ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট জাতীয় প্রোটোজোয়া এই রোগ উৎপত্তির কারণ।

এই প্রোটোজোয়া প্যারাসাইট হয় মোট 4 প্রকার—

- (1) Plasmodium Falciparum ( ফ্যালসিপেরাম )
- (2) Plasmodium Vivax ( ভাইভাক্স )
- (3) Plasmodium Malariae ( ম্যালেরি )
- (4) Plasmodium Ovale ( ওভেল )

প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স এবং ওভেল যে রোগ সৃষ্টি করে তাকে বলে টারসিয়্যান ম্যালেরিয়া। এতে একদিন অন্তর একদিন জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং মাঝের একদিন জ্বর থাকে না। এই টারসিয়্যান জ্বর আবার দুই প্রকার—(A) বিনাইন টারসিয়্যান (B) ম্যালিগন্যান্ট টারসিয়্যান ম্যালেরিয়া।

প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি যে জ্বর সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় কোয়ার্ট্যান ম্যালেরিয়া। এতে দুইদিন অন্তর অন্তর জ্বর আসে।

প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম যে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন করে, তাকে বলে সাবটারসিয়্যান। এতে জ্বর চলতেই থাকে। কেবল জ্বর একদিনের মধ্যে একবার ছাড়ে—আবার বাড়ে। এতে যদিও জ্বর অন্য ধরনের মত খুব উচ্চে ওঠে না, তবুও জ্বর Irregular বা উল্টোপাল্টা ধরনের এবং প্রতিদিনই চলতে থাকে বলে, এটি রোগীর পক্ষে বেশি কুফলপ্রদ জ্বর।

এসব প্যারাসাইট গুলি মশার দেহ থেকে রক্তে ঢুকেই লিভারে গিয়ে জমা হয়। কয়েকদিন পর ( 9 থেকে 14 দিন ) তারা পূর্ণ বৃদ্ধি পেলে, সেল থেকে বেরিয়ে এসে রক্তকণিকাকে ( R. B. C ) আক্রমণ করে ও জ্বর নিয়ে আসে। রক্তকণিকার মধ্যেও এরা সংখ্যান বৃদ্ধি পায় এবং রক্তকণিকা ভেঙে বেরিয়ে এসে নতুন রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে থাকে।

একজন ম্যালেরিয়া রোগীর দেহ থেকে অন্যের দেহে রোগ ছড়ান মশাদের মাধ্যমে । দুর্গন্ধময় বাতাস সেবন, অনেকদিন অভ্যাচার করা—এ সব হলো গৌণ কারণ ।

### জ্বরের স্থায়িত্ব অনুযায়ী

#### প্রকারভেদ

জ্বরের স্থায়িত্ব—জ্বর আসা, ওঠা-নামা নানা ধরনের হয় । সাধারণতঃ যে কয় প্রকার জ্বর ওঠা-নামার কথা আগে বলা হলো, অনেক সময় ঔষধ সেবনের ফলে তাদের স্বাভাবিক নিয়মে বাধার সৃষ্টি হয় এবং আরও নানারকম জ্বর ওঠা নামার প্রবৃত্তি দেখা দেয় । যেমন—

(1) সাবটারিসিয়ান—দিনে একবার আসে ও ছাড়ে ।

(2) টারিসিয়ান—একদিন অন্তর জ্বর আসে ও ছাড়ে—মাঝে একদিন থাকে না ।

(3) কোয়ার্টান—দুদিন অন্তর জ্বর আসে ।

(4) সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট সময় আসে ।

(5) প্রতিপক্ষে একদিন ( একাধশী বা অমাবস্যা বা পূর্ণিমা জ্বর আসে, ও ছাড়ে ) ।

(6) কখনো জ্বর উল্টোপাল্টাভাবে হঠাৎ আসে । ঔষধ খেলে সেয়ে যায় । আবার হঠাৎ যে কোনও সময় কিছূ অনিয়ম করলে হঠাৎ জ্বর আসে । বীজাণু গুলি ঔষধের ফলে মরে গেলেও রক্তে কিছূ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, একে বলে প্রচ্ছন্ন বা Latent ম্যালেরিয়া ।

লক্ষণ —(1) জ্বর হঠাৎ আসে । তিনটি অবস্থার মাঝ দিয়ে এটি প্রকাশিত হয় ।

(A) শীত অবস্থা —এই অবস্থায় হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর আসতে থাকে । রোগী এত কাঁপতে থাকে যে তার দেহ লেপ বা কম্বল দিয়ে চাপা দিলেও কম্পন বন্ধ হয় না । এই অবস্থায় জ্বর বেড়েই চলে । জ্বর খুব বেড়ে গেলে রোগী অনেক সময় প্রলাপ বকতে থাকে । প্রতি মিনিটে জ্বর বাড়ে । প্রথমে 99 থেকে 100 ডিগ্রী—তারপর দ্রুত 103 থেকে 105 ডিগ্রী তাপ বাড়ে ।

(B) উত্তাপ অবস্থা —জ্বর পূর্ণ উঠে গেলে অর্থাৎ 104 ডিগ্রী থেকে 105 ডিগ্রী জ্বর উঠে যাবার পর কম্পন বন্ধ হয় । এই অবস্থাকে উত্তাপ অবস্থা বলে । তখন রোগী শরীরে কাপড় রাখতে পারে না, গা, হাত-পা জ্বালা করতে থাকে । অনেক সময় ঐ সঙ্গে মাথার মধ্যে দপ দপ করে । কখনো বা বাঁম বা পিঙ্গবাম হয় । অনেক সময় ঐ মাথাধরা, মাথাব্যথা, প্রলাপ, অবসাদ প্রকৃতিও দেখা দিয়ে থাকে । এটিই সবচেয়ে কষ্টকর ব্যবস্থা, ম্যালিগন্যান্ট টারিসিয়ানে এই অবস্থায় রোগী প্রাণ হারাতেও পারে ।

(C) ঘর্ম অবস্থা —জ্বর কিছুদ্ধক্ষণ চলার পর ঘাম শূন্য হয়। ঘর্ম অবস্থা রোগীর কাছে আরামদায়ক মনে হয়। যত ঘাম দেয়, তত জ্বর কমে। শরীর সিক্ত হয়ে যায়। বার বার ঘাম মন্ধে নিতে হয়। ইতিমধ্যে চিকিৎসা শূন্য হলে পরদিন আর জ্বর আসে না, তা না হলে পরদিন, দুদিন বা দুদিনেরও পরে আবার জ্বর আসে।

বিনা চিকিৎসায় থাকলে নানারকম Complications দেখা দেয় ও রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

অনুদীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে রক্তে, ফ্রিপিণ্ড এবং স্বেহের অন্যান্য অংশে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট পাওয়া যায়। রক্ত পরীক্ষার ফলে কোন্ ধরনের ম্যালেরিয়ার বীজাণু আক্রমণ করেছে তাও জানা যায়।

(3) লাগ্ন রক্তকণিকা ধ্বংস হয় বলে ধীরে ধীরে বস্তশূন্যতা দেখা দিয়ে থাকে। রক্তের হিমোগ্লোবিনের শতাংশ হার কমে যায়। মাঝে মাঝে পিঁপড়ক হিসাবে অপরিণত রক্তকণিকা, Reticulocyte প্রভৃতি রক্তে দেখা দেয়। শ্বেত কণিকা জ্বরের সময় বৃদ্ধি পায়।

(4) লিভার বৃদ্ধি —ন্যাভা বা জ্যান্ডিস প্রভৃতি দেখা দেয়, বোগে ভুগতে থাকলে।

(5) প্রীহা বৃদ্ধি —প্রথম আক্রমণে প্রীহা বৃদ্ধি থাকে না। কিন্তু রোগে ভুগতে থাকলে প্রীহা বৃদ্ধি ঘটে। প্রথমে বড় ও নরম থাকে, পরে দীর্ঘ দিন ভুগলে কিছু শক্ত হয় প্রীহা।

(6) প্রস্রাবে Urobilin খুব বেশি হয়, Albumin-ও থাকে প্রস্রাবে। প্রস্রাব গাঢ় হয় এবং ঘোলাটে ধরনের হয়।

(7) ম্যালিগন্যান্ট টারিসিয়ানে খিঁচুনি, প্রলাপ প্রভৃতি দেখা যায় এবং রোগী অজ্ঞান হতে পারে।

(8) অনেক সময় পায়খানা তরল হয় ও বার বার পায়খানা হয়। আমাশয়ের মতো পায়খানাও হতে থাকে।

**জটিল অবস্থাদি (Complications)** —(1) রক্তের সরু জ্যালিকাগুলিতে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। রক্তকণিকা ধ্বংস হয়। তার ফলে প্রবল রক্তশূন্যতা হতে পারে।

(2) রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হবার জন্য দীর্ঘদিন ভুগলে পা ফুলতে পারে।

(3) দুর্বলতা, অবসাদ, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি হতে দেখা যায়।

(4) গর্ভবতী নারীদের রক্তশূন্যতার জন্য গর্ভপাত হতে পারে। অনেক সময় ঋতুকালীন রক্ত কমে যায় বা ঋতুতে গোলমাল হয়।

(5) জ্যান্ডিস, পেটের রোগ, আমাশয়ের মত পায়খানা হতে থাকে।

(6) দীর্ঘদিন ভুগতে ভুগতে চিকিৎসা না হলে, শেষ পর্যন্ত বোগী মারা যেতে পারে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) — (1) যে অঞ্চলে অনেকের এই রোগ হচ্চে সেখানে সহজে রোগ ধরা পড়ে ।

(2) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ হলে শীত করে জ্বর আসে, প্রবল জ্বর হয় ও এক্ষেত্রে জ্বর ছেড়ে যায়, আবার আসে ।

(3) প্রীহা ও যকৃত বৃশ্চ এই রোগের বিশেষ লক্ষণ ।

(4) রক্ত পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় ।

প্রতিরোধ — (1) কোনও স্থানে ম্যালেরিয়া চললে, সেই অঞ্চলের মশাদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা কৰ্তব্য । মাঝে মাঝে আবশ্য জলা, ডোবা, পুকুরে D. D. T. ও কেরোসিন মিশিয়ে স্প্রে করতে হয় । বড় পুকুরে ছোট মাছ মশার লাভাঙ্গুলি খেয়ে ফেলে ।

(2) নিয়মিত মশারি খাটিয়ে শোয়া কৰ্তব্য ।

(3) যে অঞ্চলে রোগ হচ্চে সেখানকার লোকদের সপ্তাহে 5 দিন করে রোগ প্রতিরোধক ঔষধ খাওয়া কৰ্তব্য । চায়না ৩ প্রতিদিন ২ বার করে সেবন কৰ্তব্য ।

### চিকিৎসা ( Treatment )

কম্প, তাপ এবং ঘাম তিনটি পর পর প্রকাশ পেলে দিতে হবে চিনি নাম সাল্ফ, 1x বা ৩x চূর্ণ তিন ঘণ্টা অন্তর ।

সারা শরীরে দারুণ ব্যথা, দারুণ কম্প, হাড়ে ব্যথা, পিপাসা, বমি প্রভৃতিতে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৩ বা ৬ ।

পূরনো ম্যালেরিয়া, লিভার বৃশ্চ, পালাজ্বর, ঘনস্ঘনসে জ্বর, জ্বরসহ শোথ, খুব পিপাসা কিন্তু সামান্য জল পান লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০ বা ২০০ ।

পিঠ থেকে সারা শরীরে ব্যথা বেদনা, তৃষ্ণা, ঘাম, হাড়ে ব্যথা, বমি লক্ষণে, ক্যাপ-সিকাম ৬, ৩০ ।

শীতের আগে তৃষ্ণা, শীত শুরুর হলে রোগী হাত মর্দুস্তিবন্ধ করে থাকে, গাঁটে ব্যথা, কম্প, পিপাসা, ঘাম, মাথাব্যথা, শীত কমলে প্রবল তৃষ্ণা লক্ষণে সাইমেক্স ৩০ ।

বমি, বমিভাব, শীত, পিপাসাহীনতা, মূখে তিক্ত ভাব লক্ষণে, ইপিপাক ৩, ৬ । হাড়ের ভেতরে ব্যথা, ঘাম কম, ভেতরে শীত কিন্তু বাইরে গরম হলে আর্পিকা মস্ট ৬, ৩০ । শীত, তাপ, ঘাম সব অবস্থায় পিপাসা নেই—ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০ ।

দারুণ শীত, লেপাবৃত্ত জিহ্বা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় লক্ষণে, অ্যান্টিম ক্রুড ৬, ৩০ ।

সকালে জ্বর, তার সঙ্গে উদরাময়, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা ও যকৃত ব্যথা লক্ষণে পডোফাইলাম ৬ । জ্বরের সঙ্গে ত্রিমতে নাক চুলকান (শিশুদের) লক্ষণে, সিনা ৩০ ।

কোমরে ব্যথা, অস্থিরতা, শরুনো কাশি, বাঁস্কেতে ভেজার পর প্রবল জ্বর লক্ষণে ব্লাস্টার ৬, ৩০ । পিপাসা নেই, হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা লক্ষণে, সিপিরা ৩০ ।



বিমর্ষ, তন্দ্রাভাব, খুব শীত ও কম্প লক্ষণে, অ্যান্টিম্ টার্ট ৩, ৬ ।

শীতাবস্থার আগে এবং ঘর্ম অবস্থার তুচ্ছা, প্রীহা ও যকৃত্তে ব্যথা, মাথাব্যথা, বৃক্ক ধড়মড়, কান ভোঁ ভোঁ প্রকৃতিতে, চারনা ৩, ৩০, ২০০ ।

প্রবল শীত, কম্প, তুচ্ছার অভাব, রোজ একই সময়ে জ্বর আসে, মাথার রক্তাধিকা, প্রচুর ঘাম লক্ষণে, সিড্রন ১৫ ।

শীতাবস্থার তুচ্ছা, গা জ্বালা, অক্ষগন্ধ, ঘাম ও জ্বরে এবং পেটে বান্ধুভাব লক্ষণে, কার্বাভেজ ৩০ ।

তন্দ্রা বা আচ্ছন্ন ভাব, ঘুম ভাব, ঘুমালে মূখ হাঁ করে থাকা লক্ষণে, ওপিয়াম ৬ ।  
কেবল শীত অবস্থার তুচ্ছা, বাহ্য তাপে শীত কমে, দেহে এলার্জ লক্ষণে, ইগ্নেসিয়া ৬, ৩০ ।

জ্বরের আগে পিঠ ও হাত-পা শীতল অবস্থা, শীতের পর সামান্য ঘাম, বিকালে জ্বর, চোখ বৃদ্ধে স্থির হলে পড়ে থাকা লক্ষণে, জেলার্নিমিয়াম—০, ৬ ।

দূষিত বাষ্প শ্বাণ, দূষিত জলে স্নান বা পান, প্রলাপ, মাথাব্যথা, প্রবল জ্বর প্রকৃতিতে, ব্যাপ্টিসিমা মাদার বা ৩ । শীত, বরফের মত ঠাণ্ডা ঘাম, মূখ গরম, মাথাঘোরা, প্রলাপ, আক্ষেপ, গা ঢেকে রাখার ইচ্ছা—স্ট্রোমোনিয়াম ৬, ৩০, ১ ।

অনেকক্ষণ ধরে প্রবল জ্বর, মূখ ঠাণ্ডা, নাক, মূখ নীলবর্ণ, গা প্রবল গরম হলেও গাত্রবস্ত্র খুলতে চায় না, মাথাঘোরা, বমিভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূখ লাল, সকালে জ্বর লক্ষণে, নাস্ত ভর্মি ৬, ৩০ ।

শীত করে জ্বর, জ্বালাকর দাহ ও মাথা ধরা খুব ঘাম, প্রবল তুচ্ছা, মূত্ৰাভঙ্গ লক্ষণে ক্যাক্টাস্ মাদার । ঠিক মাথার উপরে গরম বা জ্বালা, সকালের দিকে উবরাময়, মাঝে মাঝে অবসন্ন ভাব, শীতবোধের আগে তুচ্ছা, শীত শীত ভাবের শুরুর্তে তুচ্ছা নেই, প্রবল জ্বর—সালফার ৩০ ।

কোষ্ঠকাঠিন্য, ঘুমঘুমে জ্বর, শীত অবস্থার পিপাসা, ঘর্মাবস্থার পিপাসা নেই—জ্লেম্মা প্রধান ভাব—ক্যালকোরিরা কার্ব ৬, ৩০ ।

শিশুদের পেটে ব্যথা, খিটখিটে ভাব, জ্বর লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ ।

জিহ্বা শৃকনো, ঠোঁটের কোণ ফাটা, ভীষণ মাথাব্যথা, প্রীহা ও লিভার বৃদ্ধি, লবণাক্ত খাদ্য খাবার ইচ্ছা, ঘাম হলে মল্লগা কম লক্ষণে—নেস্ট্রাম মিউর ৬, ৩০ ।

পিপাসাহীনতা, জিহ্ব লেপাবৃত, মূখ বিস্বাদ, অক্ষশূলভাব, শীত, কম্প, প্রবল গাত্রতাপ, ঘাম হয় না, পেটের গোলমাল—পাল্‌সেটিলা ৬ বা ৩০ ।

প্রীহার বৃদ্ধি, ব্যথার জন্য সিন্নানোথাস্ ১৫ ।

রক্তশূন্যতা ভাব, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে বমি, পা ফোলা, শোথ, উবরাময়, লিভার বৃদ্ধি—ফেরাম মেট ৬ ।

প্রীহা বৃদ্ধি, যকৃত্ত ঘোষ, অনিদ্রা, গোট্টেবাত লক্ষণে আর্টিকা ইউরেন্স মাদার দশ ফোঁটা গরম জলসহ রোজ দ্ববার ।

লিভারে ব্যথা, বমি-বমিভাব, মাথাব্যথা, পিপাসা থাকে না, শোথ বা ফোলা লক্ষণে, এপিপ্‌ মেল ৬, ৩০ ।

বিকাল ৪-৫ টে থেকে সম্ভ্য ৮টা পর্যন্ত জ্বর বৃদ্ধি, মূত্র জমিয়ে রাখলে লাল তলানি পড়ে, পেট ভার, টেঁকুর, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, শীত, কম্প প্রভৃতিতে, লাইকো-পোডিয়াম ৩০, ২০০ ।

**আনুভূমিক বাসস্থা** — জ্বরের প্রথম অবস্থায় গরম জল বা গরম লেবুর রস মিশ্রিত জল ছাড়া কিছু খেতে দিতে নেই । জ্বর ছেড়ে গেলে, সাগ্ন, বার্গ, ফলের রস, হরলিকস্, Protinex বা Syu, দুধ, ছানা প্রভৃতি দিতে হবে ।

চিকিৎসার পর পূর্ণ সেরে গেলে, মাছের বোল-ভাত দিতে হবে রোগীকে ।

(2) সন্ধ্যাত সৈতে ঘরে থাকা উচিত নয় । নোংরা জলে স্নান নিষিদ্ধ ।

(3) জ্বর অবস্থায় পূর্ণ বিশ্রাম চাই ।

### স্বল্পবিরাম ম্যালেরিয়া (Remittent Malaria)

**কারণ** এই রোগেরও কারণ এক ধরনের ম্যালেরিয়া বীজাণু বা প্যারাসাইট ।

**লক্ষণ** — এতে জ্বর একেবারে ছাড়ে না — জ্বর বাড়ার সময় জ্বর খুব কম থাকে । এবং 98-99 ডিগ্রী জ্বর হয় । তারপর আবার জ্বর উঠতে থাকে । এই জ্বরে বিবাম খুব কম বলে একে স্বল্প বিরাম ম্যালেরিয়া বলে । অনেকে একে এন্টোরিক্ জ্বর বলে ভুল করে থাকেন । জ্বর বৃদ্ধির সময় শীতলাভ থাকে । জ্বর ছাড়ার সময় ঘাম হয় ।

রক্ত পরীক্ষা করলে ম্যালেরিয়া বীজাণু পাওয়া যায় । লিভার ও প্রীহা বৃদ্ধি, যা কখনো কোষ্ঠবন্দিতা হয়—কখনো পাতলা পায়খানা হয় । এতে ভোগকাল প্রায় 5 দিন । রোগী দুর্বল হলে 30 দিন পর্যন্ত ভুগতে পারে ।

তবে চিকিৎসা করলে রোগী দ্রুত আরোগ্য হয় ।

**চিকিৎসা** — ম্যালেরিয়া জ্বরের মতই এর চিকিৎসা পর্ধ্যাত । এ বিষয়ে সব কিছুই পূর্বের ন্যায় চিকিৎসা ।

### প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া ( Latent Type )

বেসব দেশে ম্যালেরিয়া হতে থাকে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকের দেহের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রোগ হয় না । এই সব বীজাণু দেখে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে । কিন্তু প্রীহা বৃদ্ধি, রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা দিতে থাকে ।

এদের দেহ আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ নয় । ম্যালেরিয়া বীজাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করে করে বেহে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হয় । তার ফলে জ্বর হয় না । তবে অবিরাম রাগি জাগরণ, পচা ভোজ্যে মান প্রভৃতি করলে হঠাৎ জ্বর দেখা দেয় ।

অনেক সময় অল্পদিন ঔষধ খাবার জন্য সব বীজাণু ধ্বংস না হয়ে আংশিক ধ্বংস হয়, ফলে প্রচ্ছন্নভাবে রোগবীজাণু কিছুর দেহে বিদ্যমান থাকে ।

বন্যা, দর্ভীক্ষ প্রভৃতির পর এই জাতীয় ম্যালেরিয়া আবার দেখা দেয় মহামারীরূপে । তার ফলে এক কালের প্রচ্ছন্ন রোগীবা একসঙ্গে অনেকে জ্বরে আক্রান্ত হয় ।

**চিকিৎসা** —প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া রোগে প্রথম অবস্থায় দিতে হবে চিনি নাম্ সাল্ফ ১x বা ৩x । প্রতিদিন ৩ থেকে ৫ বার এক মাত্রা করে দিতে হবে ।

জ্বর আসার আগে থেকেই গা বমি বমি ভাব, জ্বর অবস্থায় জল খাবার ইচ্ছা এবং খেলেই পিঙ্গবমি লক্ষণে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৩, ৬ ।

পূরানো জ্বর বার বার হচ্ছে, ঘাম হয় না, প্রীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, জ্বরে অস্থিরতা, ব্যথাবোধ, গা জ্বালা , একদিন, দুদিন বা তিনদিন অন্তব পালাজ্বর, ঘৃস্মসে জ্বর—আসেনিক ৩, ৬, ৩০, ২০০ ।

পেটের গোলমাল, বমি বা বমিভাব, পূরানো জ্বর, জ্বর আবশ্বেকতার আগে হাইতোলা, গা ভাঙা লক্ষণে হীপিকাক, ৬, ৩০ ।

শিশুদের বোগ— জ্বর নাক চুলকানো, গাল বস্ফাভ, ক্রিমি প্রভৃতি লক্ষণে, সিনা ৬, ৩০, ২০০ ।

পূরানো জ্বর, মাসিক জ্বর, গর্ভিণী জ্বর, দেহ ববক্ষ্যে মতো ঠাণ্ডা—সিপিমা ১২, ৩০ ।

নাড়ি ক্ষীণ, দুস্ত, জনির্মিত । প্রীহা এবং যকৃৎ বৃদ্ধি, বেদনা । পিঙ্গবুদ্ধি আঠা আঠা পায়খানা । জ্বর আবশ্ফ হলে শীতভাব । হাট ধড়ফড় করে । তৃষ্ণা কম—মাঝে মাঝে বৃদ্ধি । চায়না ৬, ৩০, ৩০০ ।

পূরানো ম্যালেরিয়া কিছুর্তেই না সারলে—ম্যালেরিয়া অর্ফিসনৌলিস ৩x থেকে ১০০০ ।

পূরানো ম্যালেরিয়া, ঘৃস্মসে জ্বরে ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬, ৩০ ।

পূরানো জ্বরে নেট্রাম মিউর ৩০ বা নেট্রাম সাল্ফ ৩০, ২০০ উপকারী ।

### ম্যালেরিয়া জনিত শ্বাভু বিকৃতি

#### ( Cachexia )

ম্যালেরিয়া জ্বরে অনেকদিন ধরে বিনা চিকিৎসার ভুগতে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা ভয়াবহ হয় । রোগীর দেহ অস্থিরসার হয় । পেটটি মোটা দেখায়, দেহে অভ্যস্ত বেশী রক্তশূন্যতা দেখা দেয় । মাঝে মাঝে জ্বর হয় । কাজ কর্ম কিছুর করতে পারে না । শেষে অতিরিক্ত রক্তশূন্যতার জন্য হাত-পা ফুলে যায় । এবং শেষে অধর্ম্ম মনে হয় । একে বলে ক্যাকেক্সিয়া । এই অবস্থার কুইনাইন দিলে শ্বুব স্বেল হয় না ।

টিকিংস।—রক্তহীনতা লক্ষণে ফেরাম মেট ৬, ৩০। পান্ডুবর্ষ ও পরিষ্কার জ্বালবর্ষ জিহ্বা, অবসন্নতা, গা জ্বালা লক্ষণে আর্সেনিক ৬, ৩০, ২০০।

শীতবোধ, প্রীহা বৃদ্ধি, কোষ্ঠকাঠিন্য, সকাল থেকে মাথাব্যথা, সারাদিন লক্ষণ খেতে ভাল লাগে, নোন্তা খাদ্য ভাল লাগে লক্ষণে—নেট্রাম মিউর ৩০।

প্রীহা বর্ধিত, ব্যথায়—সিল্লানোথাস্ ২x, ৩x।

জ্বর, ব্যথা, বমিভাব—ইপিকাক ৬, ৩০।

হাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা—আর্গিকা ৬, ৩০।

এছাড়া লক্ষণ মত আগে বর্ণিত ঔষধ হলো—

নাক্স ভর্মিকা ৬, ৩০। পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০।

আর্গিকা ৬, ৩০,। ভিরেট্রাম অ্যালব্ ৬, ৩০।

ইয়েসিয়া ৬, ৩০। ক্যাপসিকাম ৬, ৩০।

সিড্রন ৩, ৬।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৩, ৬, ২০০।

ফস্‌ফরিক এসিড ৬, ৩০।

সাল্‌ফার ৩০, ২০০।

প্‌রেনো জ্বরে —আর্সেনিক, কার্বোভেজ, নাক্সভর্মিকা, পাল্‌সেটিলা, ভিরেট্রাম অ্যালব্, ইয়েসিয়া, ইপিকাক, নেট্রাম মিউর, আর্গিকা, ক্যাপসিকাম্, সাল্‌ফার, সিড্রন, অ্যারেলিরা, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ প্রভৃতি ৩ থেকে ৩০।

### প্রবল বা Malignant ম্যালেরিয়া

এই জ্বর হঠাৎ আক্রমণ করে। এতে মস্তিস্ক আক্রান্ত হয় জ্বর বেশি ওঠার জন্য। বমি, প্রলাপ, জ্ঞানলোপ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। জ্বর 106/105 ডিগ্রি অবধি ওঠে। এর ফলে রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে।

বাংলাদেশে শারদীয়া উৎসবের পরই শীতকালে এই রোগ প্রবলভাবে শুরুর হয়। নানা লক্ষণ দেখা যায়।

(1) সংজ্ঞালোপ ও প্রবল জ্বর।—ঔষধ —ওপিয়াম ৬, জেলসিসিমিয়াম ৩০, রাসটঞ্জ ৬, ৩০।

(2) প্রলাপ প্রধান (Delirius) জ্বর প্রবল—বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০। হারোসারামাস, ৩, ৬, ৩০।

(3) উদরাময় ও বমি সহ লক্ষণে—আর্সেনিক ৩x ও ৬। ভিরেট্রাম অ্যালব্—৬, ৩০।

পডোফাইলাম ৩, ৬, ১২, মার্কার ৬, ১২।

(4) - হিমাজ প্রধান, —গা, হাত, পা, ঠাণ্ডা হয়। ভীষণ শীত বোধ হয়।

ভীষণ জ্বা, গায়তাপ কম, দেহ ঠাণ্ডা । ঔষধ—ক্যাম্ফার মাদার, ভিরেট্রাম অ্যাল্‌ব্‌ ৬, ৩০ । মিনিয়্যালিস ৩, ৬, ৩০ ।

(5) -বর্ষ প্রধান — চায়না ৬, জ্যাবোর্যাণ্ড ৩, ফস্‌ফরাস্‌ ৬, কার্বো'ভেজ ৩০, ভিরেট্রাম অ্যাল্‌ব্‌—৬ ।

(6) জ্বি'ডস্‌ প্রধান — ব্রায়োনিয়া ৩, ৬ । ক্রোটেলাম্‌ ৩, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ' ১x বা ৩০ ।

রক্তপ্রাব প্রধান।—হ্যামামেলিস ২x, ইপকাক ২x, ক্যাক্টাস্‌ ২x ।

### গর্ভিণী ও শিশুদের ম্যালেরিয়া

গর্ভিণী নারীদের ম্যালেরিয়া হলে ঠিক মতো চিকিৎসা না হলে অনেক সময় রক্ত-শূন্যতা দেখা দেয় ও গর্ভপাত হবাব সম্ভাবনা দেখা দেয় । অনেক সময় শিশুর জন্মের পর দেহে এই রোগ বীজাণু থাকে । তা আসে মায়ের বক্তের সাথে । তার ফলে তাদের অনেক সময় স্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে না এবং তাবা ভোগে । অনেকের আবার শিশু-সম্মব পর খিঁচুনি, অজ্ঞান প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় ও সম্ভান মারা যায় ।

সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসার মধ্যেই সব চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে ।

### জ্বরের ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ঔষধ

জ্বর বসন্তকালে—আর্সেনিক, অ্যান্টিম টার্ট, ল্যাকোসিস, সাল্‌ফার, জেলিস-মিয়াম, সিপিয়া, কার্বো'ভেজ, ৬, ৩০, ।

জ্বর শীতকালে অ্যান্টিম টার্ট, নেট্রাম মিউর ৩, ৩০ ।

জ্বর হেমন্তকালে—অ্যাকোনাইট, ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা ৬ ।

—জ্বর শরৎকালে —ইস্‌কিউলাস্‌, ব্রায়োনিয়া, চায়না । আর্সেনিক, ফল্‌চিকাম্‌, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ', নাক্স ভমিকা নেট্রাম মিউর, ভিরেট্রাম অ্যাল্‌ব্‌ । যক্ষ্মাতে—টিউবারিকিউলিনাম ।

—বর্ষাকালের জ্বর —ডাল্‌কামারা, রাসটক্স, ফস্‌ফরাস্‌, নেট্রাম সাল্‌ফ্‌ ।

গ্রীষ্মকালের জ্বর —ক্যাপসিকাম, সোরিগাম্‌, ব্যাপ্‌টিসহা, নেট্রাম মিউর ।

বছরে একবার জ্বর —আর্সেনিক, কার্বো'ভেজ, ল্যাকোসিস্‌, নেট্রাম মিউর সোরিগাম, সাল্‌ফার, থুজা । প্রয়োজন ও লক্ষণ বোধে টিউবারিকিউলিনাম ।

—প্রতি ছ'মাসে একবার জ্বর —সিপিয়া, ল্যাকোসিস্‌ ।

পতি তিন সপ্তাহ অন্তর জ্বর চিনিলাম্‌ সাল্‌ফ্‌, সাল্‌ফার, মাগ কার্ব', সোরিগাম ।

**প্রতি পনেরো দিন অন্তর জ্বর** —আর্সেনিক, ক্যালকেরিয়া কার্ব, অ্যামন মিউর, চিনিলাম সালফ্, চায়না, ল্যাকেসিস্, পাল্‌সেটিলা, সোরিগাম্ ।

— প্রতি সপ্তাহে জ্বর —চায়না, লাইকোপোডিয়াম, অ্যামন মিউর, মিনিয়ান্ড্রাস্, রাসটক্স, সালফার, টিউবারকিউলিনাম ।

সপ্তাহে দু'বার জ্বর—আর্সেনিক, চায়না, ডালকামারা, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ, লাইকোপোডিয়াম, নাক্স মস্কেটা, পাল্‌সেটিলা, রাসটক্স ।

দু'দিন অন্তর জ্বর।—আর্গিকা, আর্সেনিক, কার্বোভেজ, চায়না, সিনা, হায়োসামামাস্, আরোডাম, ইপিপাক, ইমেসিয়া, মিনিয়ান্ড্রাস্, নেট্রাম মিউর, নাক্স ভর্মিকা, নাক্স মস্কেটা, পাল্‌সেটিলা, স্যাবাডিলা, ভিরেট্রাম আলব্ ।

পালা জ্বর ( প্রতি একদিন অন্তর ) —অ্যাটিস্টা, অ্যারেলিয়া, চিনিলাম্ সালফ্, সিড্রন, চায়না, নেট্রাম মিউর, অ্যাটিস্টম্ ক্রুড, এপিপস্ মেল, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যান্ডারিস, ক্যালকেরিয়া কার্ব, ক্যাপ্‌সিকাম্, কার্বোভেজ, ইপিপাক, নাক্স ভর্মিকা, মেজেরিয়াম, পডোফাইলাম্, পাল্‌সেটিলা, রাসটক্স, জেলসিমিয়াম ( শীত না থাকলে ), লাইকোপোডিয়াম ( বিকাল ৩টার মধ্যে জ্বর )

পালা জ্বর ( দু'দিন অন্তর )—আর্সেনিক, চায়না, নাক্স ভর্মিকা, ইস্কিউলাস্, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ, লাইকোপোডিয়াম, নাক্স মস্কেটা, রাসটক্স, ইলাটে, গ্যাম্বে ।

রোজ ভিন্ন সময়ে জ্বর ইউপেটো পার্ফ, নেট্রাম মিউর ।

রোজ একই সময়ে জ্বর ।— অ্যারেলিয়া, সিড্রন, জেলসিমিয়াম, স্যাবাডিলা, স্পাইজেলিয়া, অ্যাণ্ডাশুঁরা ।

রোজ একবার জ্বর —অ্যারেলিয়া, আর্সেনিক, সিড্রন, ক্যাকটাস্, ক্যাপ্‌সিকাম্, সিনা, জেলসিমিয়াম, নেট্রাম মিউর, নাক্স ভর্মিকা, পডোফাইলাম্, পাল্‌সেটিলা, রাসটক্স, সালফার, পলিপোরাস্ ।

রোজ দু'বার জ্বর —চায়না, ইলাটোরিয়াম, গ্র্যাফাইটিস্, স্ট্র্যামোনিয়াম্, সালফার, অ্যান্টিম ক্রুড্ ।

জ্বরভাব —ফেরাম্ ফস্ ৬x, একোনাইট, ইপিপাক, নাক্স ভর্মিকা, পাল্‌সেটিলা, সিপিপা ।

পরিবর্তনশীল জ্বর —( অনিয়মিত ) পাল্‌সেটিলা, সোরিগাম, ইমেসিয়া, ইলাটে ।

পিত্তজনিত জ্বর।—ব্রায়োনিয়া, চোলডোনিয়াম, ইপিপাক, পডোফাইলাম, নেট্রাম সালফ্, নিক্‌ট্যান্ড্রাস্ ।

সকালের দিকে জ্বর।—নাক্স ভর্মিকা, ব্রায়োনিয়া, হিপার সালফার, ফেরাম ফস ৬x, সিপিপা, পডোফাইলাম, সালফার, থুজা ।

প্রতি ঠেখ ৬ বা ৩০ শব্দের দিতে হবে ।

### ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার ( Black water Fever )

**কারণ**—আমাদের দেশে আগে নানাস্থানে এই রোগ প্রচুর হতো। মাঝখানে ম্যালেরিয়া রোগ ধমিত হবার ফলে এই রোগের সংখ্যা হ্রাস পায়। আজকাল আবার ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির ফলে এইরোগ অনেক দেখা যাচ্ছে।

এই রোগের কারণও হলো ম্যালেরিয়া বীজাণু বা প্যারাসাইট। বহুদিন প্রচলিত বা প্রকাশ্য ম্যালেরিয়াতে ভোগার পর এই রোগ হয়ে থাকে।

এতে ম্যালেরিয়ার মতই বা তার চেয়েও বেশি জ্বর হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেহের সব রক্তকণিকাগুলি দ্রুত ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। সাপ কামড়ালে যেমন R. B. C. গুলি ভেঙ্গে Haemolysis হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়, এতেও অনেকটা তাই হয়। তবে এতে রক্তকণিকাগুলিকে নষ্ট করে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটসরা। প্রবল জ্বর যদিও এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ, কিন্তু পরে রক্তশূন্যতাই হয় প্রধান লক্ষণ।

**লক্ষণ**—(1) প্রবল কম্প দিয়ে আচমকা জ্বর আসে। জ্বর দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। জ্বর 105—106 ডিগ্রি অবধি উঠে থাকে।

(2) জ্বরের সঙ্গে শাখাবাখা, বমি, প্রলাপ, মোহ (Coma), পিষ্টবমি অক্ষুধা প্রভৃতি থাকে। জ্বর বেড়ে উঠলে প্রবল কঁপুনি ও শীত করতে থাকে। গা, হাত-পা জ্বালা করতে থাকে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বিকার, ছটফটানির ভাব প্রভৃতি থাকে।

(3) জ্বর ছাড়ার পরই আবার প্রবল জ্বর আসে।

(4) প্রস্রাব কম হয়। কখন বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বা হিমোগ্লোবিন বের হয়ে যেতে থাকে। প্রস্রাবের রঙ লালচে বা কালচে রঙের হয়। কখনো কখনো বা ব্লাডারে জ্বালা, যন্ত্রণা বা ব্যথা হয়।

(5) শরীরের লোহিতকণিকা সব ভেঙে বের হয়ে যেতে থাকে, প্রবল রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। দেহ ফ্যাকাশে বা সাদাটে হয়।

(6) অনেক সময় বিরাট Renal failure হয়। এজন্য প্রচুর তরল খাদ্য ঠিকমতো দিতে হবে।

**জটিল অবস্থা ( Complications )** (1) অতিরিক্ত প্রস্রাবহীনতা।

(2) প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর রক্ত বা Haematuria হতে থাকে :

(3) রোগী দ্রুত দূর্বল হয়ে পড়ে এবং খিঁচুনি ( Convulsion ) ও আচ্ছন্নভাবে ( Coma ) মৃত্যুও হতে পারে শেষ পর্যন্ত।

### রোগনির্ণয় ( Diagnosis )

(1) রক্তে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট পাওয়া যায়। (2) জ্বর খুব বেশি ওঠে—বা অন্য রোগে সচরাচর ওঠে না। 105—107 ডিগ্রী জ্বর ওঠে। রঙ-প্রস্রাব একটি নিশ্চিত লক্ষণ।

চিকিৎসা—জ্বরের জন্য প্রথম শ্রেষ্ঠ ঔষধ চিনিলাম সাল্ফ ১x বা ৩x তিন ঘণ্টা অন্তর ।

জ্বর পুরানো, শোথ, দুর্নিবারণ, পিপাসা, গা জ্বালা প্রভৃতিতে আর্সেনিক ৬, ৩০ বা ২০০ ।

বমি, বমিভাব, উদারময় থাকলে, ইপিকাক ৩, ৩০ ।

হাড়ে ভীষণ ব্যথা, ঘাম কম, ভিতরে শীত কিন্তু বাইরে গরম লক্ষণে, আর্গিকা মস্ট ৬, ৩০ ।

শীত, তাপ, ঘর্ম সবসময় পিপাসার অভাব, ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০ ।

অস্থিরতা, শূকনো কাশি, জ্বর, কোমরে ব্যথা, বর্ষাকালে জ্বর প্রভৃতিতে রাসটক্স ৬, ৩০ ।

মাথাব্যথা, বমি, প্রীহা ও যকৃত অঞ্জলে ব্যথা, বৃক খড়্‌খড় কবা, কান ভৌ ভৌ করা প্রভৃতিতে চামনা ৩x—৩০ ।

শীত, ঠাণ্ডা ঘাম, মূখ ও মাথা গরম, মাথাবোরা, প্রলাপ, আক্ষেপ প্রভৃতিতে স্ট্রামোনিয়াম ৬, ৩০ ।

প্রবল জ্বর, নাড়ি দ্রুত, বমিভাব, জিহ্বা হলুদাভ লক্ষণে, ভিরেট্রাম ভির ৩, ৬ ।

রক্ত প্রস্রাবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যান্থারিস্ মাদার ২ ফোঁটা জলসহ দু-তিনবার ।

রক্ত প্রস্রাবের সঙ্গে লালবর্ণ তলানি—ওসিমাং ফেনাম্ ৩, ৩০ ।

বক্তপ্রস্রাবের আর একটি ভাল ও প্রয়োজনীয় ঔষধ থ্র্যাস্পি বার্সা মাদার, সিনিসিও মাদার, মিলিফোলিয়াম ১x, ফেরাম ফস্ ৩x ।

বেলেডোনা ৩, ৬ এই বোগে ভাল ঔষধ ।

আর একটি ভাল ঔষধ সার্সা ৬, ৩০ ।

একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ আর্সেনিকাম হাইড্রোমেনিস্টোম্ ৩ বা ৬ শক্তি ।

ঠাণ্ডা লেগে রোগ শূন্য হলে প্রথমেই অ্যাকোনাইট ১x বা ৩x ।

### জানুয়ারীক ব্যবস্থা

(1) রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে ।

(2) জ্বর অবস্থার ডাবের জল, ফলের মিষ্টি রস, দুধ, হরলিক্স বা Hydro-Protein জাতীয় পথ্য । অন্য কোনও শক্ত খাবার দিতে নেই ।

(3) জ্বর কমে গেলে কুইনাইন জাতীয় ঔষধ দেওয়া চললেও তখনো প্রচুর তরল খাদ্য দিতে হবে । জ্বর ছেড়ে গেলে সরু চালের ভাত ও মাছের হালকা ঝোল ।

### কালাজ্বর ( Kala Azar )

ইতিহাস—1903 সালে একজন ব্রিটিশ সৈনিকের Spleen-এর Pulp পরীক্ষা করে Dr. Donovan এই রোগের বীজাণু আবিষ্কার করেন এবং তার নাম দেন



**Leishman Donovan Bodies** বা **L. D. Bodies**—এগুলি এক ধরনের প্রোটোজোয়া শ্রেণীভুক্ত।

কালাজ্বরের বীজাণু ও আক্রমণ নির্দিষ্ট করেকটি স্থলে দেখা যায়—অনেক সময় তা ঐপিডেমিক ভাবেও দেখা যায়। কালাজ্বর ছাড়াও এই বীজাণু থেকে চর্মের উদ্ভেদ বা ঘা অর্থাৎ (Cutaneous Leishmaniasis বা Oriental Sore হতে দেখা যায়। অনেক সময় কেবল চর্ম ও শ্লেষ্মিক ঝিল্লি (Mucous membrane) মাত্র আক্রান্ত হয়—তার বেশি রোগ আক্রমণ করে না।

**ভারতে** প্রধানতঃ আসামে এটি ব্যাপ্ত—তাছাড়াও বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু কিছু দেখা যায়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ইথিওপিয়া, সুদান, আফ্রিকার পূর্ব পশ্চিমের কিছু অংশ, এশিয়া মাইনর, দক্ষিণ আরব, চীন এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে এই রোগ দেখা যায়।

**কারণ**—ম্যালেরিয়া রোগের বাহন হলো যেমন এ্যানোফিলিস মশা, তেমনি কালাজ্বরের বাহন *Salt Ly* নামক এক জাতের মাছি। মানুষের শরীরে বীজাণু গোল আকারে দেখা যায়—কিন্তু মাছির শরীরে এটি লেজ্জাশিষ্ট বা Flagelette অবস্থায় দেখা যায়। এই মাছি খাদ্যদ্রব্যে বীজাণুগুলি ভাগ করে এবং তারা শরীরে প্রবেশ করে রোগ ঘটায়।

Sternal puncture দ্বারা Bone Marrow নিরে পরীক্ষা করলে L. D. Bodies পাওয়া যায়। প্রীহা হলে, Splenic puncture দ্বারা প্রীহা থেকে Fluid বের করে নিরে পরীক্ষা করলে রোগ বীজাণু দেখা যায়।

দেহের Reticulo Endothelial cell গুলিতে জীবাণু গুলি বাসা বাঁধে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। লিডার এবং প্রীহাতেও এরা বাসা বাঁধে—যার ফলে এগুলির আকার বৃদ্ধি পায়। লিউকোসাইটের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এবং অনেক সময় তাদের সংখ্যা মাত্র প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে ২০০০-এ এসে দাঁড়ায়। উপযুক্ত চিকিৎসা চলেতে থাকলে ধীরে ধীরে বীজাণু নির্মূল হয় ও Liver এর Fibrosis হয়ে থাকে। অনেক সময় রোগ সেরে যাবার পর Oriental Sore দেখা যায়।

**লক্ষণ**—সাধারণতঃ এই বীজাণুদের Incubation-এর সময় হলো 1 থেকে 2 মাস। কখনো একবছর বা আরও বেশী সময় হতে দেখা গেছে।

(1) হঠাৎ জ্বর শুরুর হয়। তবে আগে শরীরের অবসন্ন ভাব বোঝা যায়। কয়েকদিনের মধ্যে জ্বর খুব বেড়ে যায়—পরে ক্রমশঃ কমেতে থাকে এবং স্বাভাবিক তাপ ফির আসে।

আরম্ভ কখনো দ্রুত হয়, কখনো ধীরে ধীরে হয়, কখনো টাইফয়েড বা ম্যালেরিয়ার মতো লক্ষণ থাকে।

24 ঘণ্টার মধ্যে জ্বরের 2 বার বৃদ্ধি হলো কালাজ্বরের বিশেষ লক্ষণ। তার প্রধান লক্ষণ হলো জ্বর থাকলেও Toxaemia থাকে না এতে।

(2) জ্বর চলতে থাকলে লিভার বা প্রীহা বৃদ্ধি পায়। প্রীহা খুব বেশী বেড়ে গেলেও, তা নরম থাকে।

(3) হাত দিয়ে টিপলে প্রীহা হাতে ঠেকে, কিন্তু কোনও ব্যথা বেদনা অনুভব করা যায় না। টাইফয়েডের মত জিহ্বা লেপাবৃত থাকে না এতে।

(4) কয়েকদিন তাপ কম থেকে আবার জ্বর শুরুর হয় ও প্রতিদিন 2 বার ওঠা-নামা করে থাকে। অনেক সময় টাইফয়েড বলে ভুল হলেও কয়েকটি লক্ষণে কালাজ্বরের বলে বোঝা যায়। এতে আন্টিক গোলমাল থাকে না, ক্ষুধা কমে না, বরং বাড়ে। প্রীহার অত্যধিক বৃদ্ধি বিশেষ লক্ষণ।

(5) রক্ত পরীক্ষা করলে Aldehyde ও Chopra Test পজিটিভ হয়। এটি কালাজ্বরের নিশ্চিত লক্ষণ।

(6) অনেক সময় বেশাধিন ভুগলে ফুসফুস আক্রান্ত হয়। সর্দি, কাশি প্রভৃতি হয়ে থাকে।

(7) রোগে ভুগতে থাকলে ওজন ক্রমশঃ কমে যায়, চামড়া কালো হয়ে, চুল পড়ে যায়। বুক 'ডুফড়' করে, শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়ে থাকে।

(8) ক্ষুধার খুব বৃদ্ধি কিন্তু হজম শক্তি হ্রাস প্রমাণ করে যে, এটি কালাজ্বরের রোগ। অনেক সময় পেটের গোলমাল বা পাতলা পায়খানা হয়।

(9) রোগী খুব রোগী ও শীর্ণ হয়—গলার Carotid artery-র স্পন্দন দেখা যায়।

(10) অনেক সময় প্রীহা নিচের দিকে বেশি না বেড়ে উপরের দিকে বাড়ে। X-Ray বা বুক Percussion দ্বারা তখন প্রীহার বৃদ্ধি ধরা সম্ভব হয়। প্রতিমাসে প্রায় আধ ইঞ্চি করে প্রীহার বৃদ্ধি ঘটে থাকে। ব্যথা থাকে না।

(11) বৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তবে তাতে ব্যথা থাকে।

(12) কিছুদিন ভুগলে রক্তশূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে শেষে হাত-পা ফোলা প্রভৃতি দেখা যায়।

(13) নাক, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। মাড়ি ক্ষয়ে যায়, দাঁত নড়ে। অনেক সময় Cancrum oris হয় বা মাড়ি খসে পড়ে।

(14) ফুসফুস আক্রান্ত হলে মৃত্যু হয় বেশি।

### জটিল লক্ষণ (Complications)

(1) ফুসফুসে আক্রমণ হবার জন্য রক্তক্যানিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাকে বেশি চাপ পড়ে।

শেষ অবস্থায় ফুসফুসের Base-এ রক্ত বা জল জমে। তার ফলে রোগী মারা যেতে পারে।

(2) প্রীহার অত্যধিক বৃশ্চির জন্যে নার্ভে চাপ পড়ে, তার ফলে নানা জটিল নাভাস Symptom দেখা দেয়।

### রোগ নির্ণয় ( Diagnosis )

(1) Sternal Puncture করে Bone marrow বা Splenic puncture করে প্ৰী থেকে Fluid পরীক্ষা করলে L. D. Bodies পাওয়া যায়।

(2) রক্ত পরীক্ষার Aldehyde এবং Chopra Test এ পজিটিভ দেখা যায়।

(3) জ্বর দৈনিক দুবার ওঠা-নামা করে কিন্তু ক্ষুধার বৃশ্চি ও আশ্চিক গোলবোগ না থাকা বিশেষ লক্ষণ। ক্ষুধা বৃশ্চি কিন্তু হজম শক্তি ভাল নয়। মাঝে মাঝে পেট খারাপ হয়।

(4) দ্রুত প্রীহার বৃশ্চি নির্দিষ্ট লক্ষণ।

(5) ভুগতে থাকলে কফালসার চেহারা, পেট মোটা, কালাজ্বর রোগীর বিশেষ বাহ্যিক চেহারা।

(6) রক্ত পরীক্ষার ফল—Culture ছাড়াও রক্তের তাপ পরীক্ষা করেও বোঝা যায় কালাজ্বর। R. B. C. মাত্র 3 মিলিয়ন বা আরও কম, লিউকোসাইটের সংখ্যা কম, রক্ত জমাট বাঁধার সময় বা Coagulation time বেড়ে যায়।

চিকিৎসা —জ্বর, শোথ, রক্তশ্বলপতা, গা জ্বালা ভাব লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০।

সহজেই রক্তক্ষয় হয়, শিরা বা ধমনীর নমনীয়তা বৃশ্চি হলে, ফস্ফরাস ৩, ৩০।

প্ৰীহা বৃশ্চি পেলে এবং তার জন্যে বিভিন্ন কণ্ট হলে, সিয়ানোথাস ২২।

শীত, তাপ, ঘর্ম, জ্বর সব অবস্থাতেই পিপাসার অভাব লক্ষণে, ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০।

লিভার খুব বৃশ্চি পেলে এবং তার জন্যে বর্ষ হলে, কাড্‌রুয়াস মেরিনাস্ ১২, ৬।

গা-হাত, পা বা কোমরে প্রবল ব্যাধাসহ জ্বর লক্ষণে, রাস্‌টল ৬, ৩০।

পুন্নোনো ম্যালেরিয়ার ইতিহাস থাকলে এবং ঘর্ম অবস্থায় তৃষ্ণা, প্ৰীহা এবং ফক্ প্রদেশে ব্যাধা, মাথাব্যাধা, জ্বর আসার আগে ঘর্মি ভাব প্রভৃতি লক্ষণে, চায়না ৩২—২০০।

শীত ও পিপাসাসহ জ্বরের আক্রমণে জিহ্বা শুকনো, প্ৰীহা ও যকৃতের বৃশ্চি। প্রবল মাথাব্যাধা, নোনতা খাবার খেতে ইচ্ছা, কুইনিন বর্ণি খাবার জন্য Reaction প্রভৃতিতে, নেট্রাম মিউর ৩০।

হোমিওপ্যাথ—৬

শীত, বরফের মত শীতল ঘাম, মাথা ও মূখমণ্ডল গরম, মাথাঘোরা, প্রলাপ, আক্ষেপ, রোগী সর্বদা গা ছেকে রাখতে চায়—স্ট্রামোনিরাম ৬, ৩০।

সকালে জ্বর, উদরাময়, নিঃশ্বাস বর্গন্ধবৃত্ত, জিহ্বা সাধা, প্লীহা ও বকুতে ব্যাধা লক্ষণে, পডোফাইলাম ৬, ৩০।

বমি, বমিভাব, মূখে তিক্তস্বাদ প্রভৃতিতে, হাইপোক ৬, ৩০।

### প্রতিরোধ

(1) নির্দিষ্ট অঙ্গলে স্যান্ডফ্লাই নিমূল করার চেষ্টা করা কর্তব্য। যোগ্যকাঙ্কে গ্যামাগ্নিন স্প্রে করা কর্তব্য।

(2) সব রোগীদের ঠিকমত চিকিৎসা চললে স্যান্ডফ্লাইরাও বেশি আক্রান্ত করে না এবং রোগ ছড়ানো কমে যায়।

### জানুনাটিক বান্ধা

(1) খুব কড়া পেলে কখনো বেশি খেতে দিতে নেই। তাতে খারাপ হয়। এর ফলে উদরাময় হয়।

(2) জ্বর থাকলে বার্লি, হরলিকস, ফলের রস, গ্নুকোজ প্রভৃতি দিতে হবে। Protinex এবং ছানা দেওয়া যায়। জ্বর ছেড়ে গেলে সরু চালের ভাত ও হালকা বোল।

(3) অনেকের মতে গোটা কাগজি লেবু খোসা সমেত জলে সিংখ করে 2-3 বার করে খেলে উপকার হয়। পুরানো ম্যালেরিয়ারতেও এটি উপকার দেয়। এতে লিভার ও প্লীহা বৃদ্ধি কমে।

### চর্মের লিন্‌ম্যানিয়ারসিন্ (Oriental Sore)

কারণ—যেসব দেশে কালাজ্বর দেখা যায় ঐ সব দেশেই এই রোগ দেখা যায়। স্যান্ডফ্লাই এই বীজাণুর বাহকের কাজ করে, তবে এগুন্টি আগে কুকুর প্রভৃতি অন্য জন্তুর হয়, পরে মানুষের হয়। অনেক সময় রোগী কালাজ্বরে ভুগলে তাদের দেহেও এটি হয়। এগুন্টিও L. D. Bodies ধারাই হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ চর্মে আলসার হবার আগে, যেহেতু কোন কোন স্থানের চর্মেতে নিচে Reticulo endothelial কোষে এইসব বীজাণু জন্মে ও বৃদ্ধি পায়। এগুন্টি বাইরে বেরিয়ে আসে। ফলে চর্মের Epithelium পাতলা হয়ে যায় এবং ছোট ছোট প্যাপিলা বের হয়। তা থেকে পরে Ulcer বা ঘা হয়।

লক্ষণ ( Incubation ) ) এর সময় হল ২ সপ্তাহ থেকে ৪-৫ বছর । তবে সাধারণতঃ তা হয় ২-৩ মাস ।

প্রথমে চামড়ার স্থানে স্থানে চুলকানি ও লাল প্যাপিলা বের হয় । এগুলি বেড়ে গেলে লাল আলসার হয় ও তার চারদিকে লাল Margin দেখা যায় । এক ধরনের আঠার মত কষ বের হয় এবং তার চারিদিকে মামড়ি ( Scale ) জমে থাকে । কখনো কখনো আলসার না হয়ে একটা উঁচু কষবৃত্ত Mass সৃষ্টি হয় । ব্যাধা বিশেষ থাকে না, এবং ঘা প্রায় একবছর থাকে, তারপর ধীরে ধীরে Immunity সৃষ্টি হয় ও ঘা শুকাতো থাকে । তখন ঘা সেরে গেলে কেবল দাগ থাকে ।

### রোগ নির্ণয় ( Diagnosis )

যেসব অঞ্চলে কালাজ্বর চলে, সেইসব অঞ্চলে এই ধরনের রোগ দেখা গেলে, তা Oriental Sore বলে বোঝা যায় ।

২. চর্মের ঘাঘরের কষ নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে L. D. Bodies পাওয়া যায় ।

### চিকিৎসা

আর্সেনিক ৬ এর প্রধান ঔষধ । বেশি পুঁজ জন্মালে, মার্কিউরিয়াস ৬, ৩০ । পুঁজ নির্বাস্তুর জন্য হিপার সাল্ফার ৬, ৩০ ।

রক্ত দূষিত হওয়া হেতু ক্ষত থাকলে তার জন্য দিতে হবে, লাইকোপোর্ডিয়াম ৬, ৩০ । এই সব ঔষধে উপকার না হলে, সাল্ফার ৬ বা ৩০ দিতে হবে ।

পুরোনো ক্ষতে সিলিকা ৩০ ভাল ঔষধ ।

ক্ষত পড়ে যাবার উপক্রম হলে দিতে হবে, ল্যাকোসিস্ ৬, ৩০ ।

অপরিণত জ্বালাকব উদ্ভেদ বা ক্ষত এবং রোগী নোনতা খাদ্য ভালবাসে—নেট্রাম মিউর ৩০ ।

চুলকানি থাকে এবং চুলকালে জ্বালা করে—সিপিপরা ।

ক্ষতের স্থান ঘন ও শক্ত এবং স্পর্শ করলে রক্ত পড়ে—অ্যান্টিম ক্রুড্ ।

চুলকালে পুঁজ হয়—পেট্রোলিয়াম ৬, ৩০ ।

পুরোনো প্রসারণশীল দূর্গন্ধ ক্ষত হলে, চেলিডোনিয়াম ৬, ৩০ ।

ক্ষতে জ্বালা, চামড়া চুলকায়, চুলকানি সম্ভ্যায় বাড়ে, রোগী অস্থির হয়, ক্লোরোফোর্ট ৬, ৩০ ।

'আনুবীক্ষক' বসনাদ্বা —(১) নিম্নপাতা সিদ্ধ করে সেই জল দিয়ে ঘা ধুতে হবে ।

(২) কালো-ভুলো মাখার এবং ভুলো দিয়ে ঘা গুলি Dress করতে হবে । 'রোজ' খুলে ধরে আবার ঘা Dress করতে হবে । এতে ধীরে ধীরে কমে আসবে ।

## টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড জ্বর ( Typhoid and Paratyphoid )

ইতিহাস—অতি প্রাচীন কাল থেকে এই ধরনের রোগ বা আন্স্রিক জ্বরের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন আর্যবর্ষে শাস্ত্রোক্ত আন্স্রিক জ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সব দেশে পায়খানা, প্রস্রাব প্রভৃতির ব্যবস্থা বা Sanitation ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে সে সব দেশ থেকে এই রোগ বিদ্যার নিরোধে। তবে সে সব দেশের ভ্রমণকারীরা বিদেশে গিয়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের কতকগুলি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শিক্ষামূলক। এই রোগ প্রমাণ করে তাপের চার্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা, লিউকোসাইট কাউন্ট করার প্রয়োজনীয়তাও এই রোগ থেকে বোঝা যায়। রক্ত কালচার করার মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে রোগ ধরা পড়ে। তাছাড়া আধুনিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য এই রোগ থেকে অনেকটা বুঝতে পারা যায়। উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ গুলিতে এ রোগ বত প্রবল, উন্নত দেশগুলিতে তা নয়।

কারণ—*Salmonella typhi* এবং *Paratyphi* নামে দুই বিভিন্ন জাতের বীজাণু থেকে এই দুটি রোগ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোগের লক্ষণ, প্রকাশ ও চিকিৎসা পৃথক পৃথক। তাই এই দুটি রোগ একত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রোগে ও তাপে এই রোগের বীজাণুর মৃত্যু হয়। কিন্তু ঠান্ডা জলে এরা জীবিত থাকে। এরা এক ধরনের ব্যাসিলাস জাতীয় বীজাণু।

Tropical এবং Subtropical দেশগুলিতে এই রোগ বেশি হয়। বিশেষ করে যে সব দেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভাল নয়, মাঝে মাঝে এই রোগ Epidemic ভাবে সে দেশে ছড়ায়। তবে সাধারণতঃ এটি Enidemic ভাবেই থাকে। সাধারণত 10 থেকে 25 বছর বয়সে এটা বেশি হয়—ওবে সব বয়সেই হতে পারে।

মাছি, জল, খাদ্যদ্রব্য এবং মানুষের মাক ধিরে এই রোগ ছড়ায় বেশি। নানারকম ভাবে রোগীর মল থেকে এ রোগ ছড়ায়। গ্রাম অঞ্চলে খাটা পায়খানা, মাঠে পায়খানা ইত্যাদির জন্য রোগ সহজে ছড়াতে পারে। সেখানে এই রোগ হতে থাকে, এবং ঠিকমতো স্বাস্থ্যবিধি পালন না করলে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে।

এই রোগের ব্যাসিলাস রোগ সেরে গেলেও, ব্রাডারে মাসের পর মাস বৈঠে থাকতে পারে এবং পায়খানার সঙ্গে বীজাণু বের হতে থাকে।

প্রতিরোধ—(1) রোগ শূন্য হলে প্রতিবেশক T- A. B. ডায়াক্সিন খেওয়া অবশ্য কর্তব্য। অথবা খেতে হবে টাইফয়েডিনাম ২০০ এক মাত্রা।

(2) খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখা উচিত—যাতে মাছি বসতে না পারে।

(3) কারণ রোগ হলে রোগীর ব্যবহার্য বস্তুগুলিতে এবং মল-মূত্রে ভালভাবে বীজাণু নাশক গুণক দিয়ে সেওয়া উচিত—যাতে রোগ ছড়াতে না পারে।

দেহের ভিতরের পরিবর্তন ( Morbid Anatomy )

দাণ্ডিক—এই বীজাণুর কাজ হলো ক্ষুদ্র অস্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করা। কখনও কখনও বৃহৎ অস্ত্রেও ক্ষত সৃষ্টি করে। Lymph গ্রন্থিতে রক্তাধিক্য তা ফুলে যায়। এই অবস্থা পূর্ণ হয় 8—10 দিনের মধ্যে।

চিকিৎসা না হলে, সারা অস্ত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয়—সারা অস্ত্রে প্রবাহ হয়। তার ফলে কষ্ট হয় এবং রোগ দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর হয়।

চতুর্থ সপ্তাহে ক্ষতগুলি শুক্বাতে থাকে। যদি বোগী তাব মধ্যে না মরে, তা হলে ক্ষত কমে থাকে এবং জ্বর কমার সঙ্গে সঙ্গে ঘা-গুলি ক্রমশঃ শুক্বিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তা ভাল হয়ে যায়।

Mesenteric গ্রন্থিগুলি অস্ত্র থেকে বিযুক্ত পদার্থ বা Toxin নিয়ে ফুলে ওঠে। কখনও বা দু' একটি গ্রন্থি পেড়ে ফেটে যায় এবং তার ফলে Peritonitis ঘটে থাকে।

পাকস্থলি ও অন্ত্রালী —এগুলির দু' একটি জারগায় ঘা হতে দেখা যায়।

প্রীহা—প্রীহাতে বস্তুর আধিক্য হয় এবং তার ফলে প্রীহা বৃদ্ধি হয় এবং ফুলে ওঠে। Costal margin-এর নীচে প্রীহা অনুভব করা যায়, রোগ চলতে থাকলে এবং চিকিৎসা না হলে।

লিভার প্রস্ফীত —লিভার, কিডনী ও ফ্রিগণ্ডে বিযুক্ত ঘা দেখা যায়। পিস্ত কোষে ( Gall bladder ) প্রবাহ জনিত পরিবর্তন হয়ে থাকে।

কিডনী ও মূত্রাশয় —প্রস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে বীজাণুগুলি বেব হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পূর্ণ হয় না বা Pus cells তাতে পাওয়া যায় না।

ফ্রিগণ্ড—অনেক সময় ফ্রিগণ্ডের মাংসে Granular degeneration দেখা যায়। বেশি দিন চললে Endocarditis হয়। যারা অনেকদিন রোগে ভোগে তাদের Arteriosclerosis দেখা যায়। মাঝে মাঝে Femoral vein বা প্রধান vein গুলিতে Thrombosis দেখা যায়। অবশ্য খুব দীর্ঘদিন রোগে ভুগলে এমন লক্ষণ দেখা যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র—যদি রোগের চিকিৎসা ঠিকমতো না হয়, তবে Larynx-এর প্রবাহ দেখা যায়। কুসফুস ও ব্রঙ্কাস আক্রান্ত হয়ে Broncho নিউমোনিয়ার লক্ষণাধি দেখা যায়। কিন্তু তাহলেও এটি প্রকৃত নিউমোনিয়া নয়। এতে টাইকয়েডের Secodary লক্ষণ থাকে না। এরূপ হতে থাকলে, রোগের অবস্থা খারাপের দিকে যায়।

রোগ লক্ষণসমূহ ( Clinical signs and symptoms ) —এই রোগের Incubation-এর সময় 7 থেকে 21 দিন। যার পরদিনে ইন্টিনিটি বেশি তার বেহে

রোগ আক্রমণে বেশি সময় লাগে। অনেকের বেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি, হঠাৎ অন্য বীজাণুদ্বারা রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। ইনকুবেশনের সময়ে বিশেষ কোন রোগ লক্ষণ থাকে না। তবে খুব ছোটদের ক্ষেত্রে পাতলা পারাখানা হয় ও প্রস্রাব কমে যায়।

তারপর রোগ শুরুর হয়। চিকিৎসা ঠিকমতো না হলে রোগ পর পর যে ভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে চারটি সপ্তাহে পৃথক পৃথকভাবে ভাগ করা হয়। প্রতি সপ্তাহে পৃথক পৃথক লক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমে প্রতি সপ্তাহের সাধারণ রোগ লক্ষণ গুলি বর্ণনা করা হলো। পরে গুরুতর পরিণতি (Complications) কি কি হতে পারে, তা বর্ণনা করা হলো।

প্রথম সপ্তাহে ধীরে ধীরে রোগ শুরুর হয়। এ সময় প্রকৃত রোগ যে কি, তা প্রায়ই বোঝা যায় না। সাধারণ বীজাণু থেকে জ্বর বা সর্দি জ্বর হলে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় সেই রকম বলে মনে হয়।

সাধারণ লক্ষণ হলো

1. মেহের মধ্যে একটা অবসাদ ভাব।
2. গা, হাত, পা, মাথা ব্যথা।
3. শীত শীত ভাব হয়, জ্বর বৃষ্টি পায়।

4. জ্বর রোজু ওঠা নামা করে। 99 ডিগ্রী থেকে 101 ডিগ্রী জ্বর ওঠা-নামা করতে থাকে। এই জ্বর ওঠা-নামা অনেক সময় রোগ নির্ণয় কে সন্দেহান করে তোলে। সকালের দিকে জ্বর নামে-ওঠে। তবে জ্বর ছাড়ে না। নামলে 98 ডিগ্রী পর্যন্ত নামে (বগলের তাপ) এবং জ্বরের চার্ট গ্রাফ করলে, তা একটা মইয়ের মতো (Ladder like) দেখা যায়।

5. মাঝে মাঝে বমিভাব বা বমি হতে পারে।

6. অক্ষুধা ও অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয়। 5-7 দিন পর সব সময় পেট ভরা ভরা ভাব থাকে।

আবার অনেক সময় অন্য ভাবেও রোগ শুরুর হতে পারে। হঠাৎ গায়ে কাঁপুনি, বুক, পিঠে, মাথায় ব্যথা ও তাপ 101 থেকে 103 ডিগ্রী হতে দেখা যায়।

7. সপ্তাহের শেষ দিকে অর্থাৎ 5 থেকে 7 দিনের সময় জ্বরের বিশেষ লক্ষণ দেখা দেয়। জিহ্বা লেপাবৃত, জিহ্বের Margin লাল হয়। বিখ্যাত Dr. Price-এর মতে—'Tongue with angry looks' বলে মনে হয়।

8. মূখ্যকর্তি অন্তর্জ্বর, মূখের রং ফ্যাকাশে, গাউফল লাগচে (Malar flash) দেখা দেয়।

9. মাঝে মাঝে জ্বর আসার সময় ঘাম হয়। ঘাম হলে জ্বর কমে, তবে ছাড়ে না।

10. অনেক সময় 6-7 দিনের মাঝায় চামড়াতে লাগচে উদ্ভেব (Erythematous



rash ) দেখা দেয় । অনেক সময় পেট ফাঁপে । প্রীহা সামান্য বৃশ্চি হতে পারে । টাইফয়েডের Rash সাধারণতঃ 6 থেকে 20 দিনের মধ্যে যে কোন সময় বের হয় । মধ্যে প্রায়ই Rash থাকে না ।

11. অনেক সময় জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস দেখা দিয়ে থাকে ।

12. ঔষধ না পড়লে প্রতিদিন 3—4 বার পাল্লখানা হতে থাকে । অর্ধজ্বলীয় ( Yellow brown ) পাল্লখানা হয় ।

13. প্রস্রাব অল্প পরিমাণে হয়, তবে তা গাঢ় ও লালচে রঙের হয়ে থাকে ।

দ্বিতীয় সপ্তাহে —দ্বিতীয় সপ্তাহে লক্ষণগুলি প্রায়ই বেড়ে যায় । লক্ষণে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দেয় ।

1. মাথা ব্যথা কমে বা থাকে না—দুর্বলতা খুব বেড়ে যায় ।

2. শরীর শীর্ণ হতে থাকে ও দুর্বলতার জন্য চলাফেরা করতে খুব কষ্ট হয় ।

3. ঠোঁট ফেটে যায়, জিহ্বা শুকনো হয় । ঠোঁটের কোণ ফেটে ঘা মত হতে পারে ।

4. জিহ্বার উপরিভাগের সাধা আবরণ মাল্বে মাঝে উঠে যায় ।

5. পেট ফাঁপা বেড়ে যায় । অনেক সময় পেটে খুব ব্যথা অনুভব হতে থাকে ।

6. পাল্লখানা সংখ্যায় বেড়ে যায় । রক্তমিশ্রিত হওয়াও সম্ভব ।

7. জ্বর বেড়ে যায় । চিকিৎসা না হলে জ্বর নিচে 101 ও উপরে 103 ডিগ্রী মতো হয় ।

8. প্রীহার বৃশ্চি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় ।

9. এই সপ্তাহের শেষের দিকে রোগী প্রলাপ বকতে থাকে । কখনো বিড়বিড় করে প্রলাপ বকে—কখনো বা উচ্চকণ্ঠে রোগী প্রলাপ বকতে থাকে ।

10. যদি ব্রস্ক্যানিউমোনিয়া এই সঙ্গে হয় তা হলে অবস্থা খুবই খারাপ হয় । তাহলে জ্বর 104 ডিগ্রী ওঠে এবং রোগী আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে । রোগী প্রলাপ খুব বেশি বকে এবং রোগীর অবস্থা দেখে সকলে ভীত হয় ।

তৃতীয় সপ্তাহে —এই সপ্তাহের প্রথম বিকে দ্বিতীয় সপ্তাহের লক্ষণগুলি চলতে থাকে ঠিক চিকিৎসা না হলে—

1. এই সপ্তাহের শেষের দিকে অবশ্য দেহের তাপ কিছু কমে এবং রোজ ওঠা-নামা ভাব ঠিক থাকে ।

2. অনেক সময় সাংঘাতিক পরিণতির লক্ষণ সমূহ এই সপ্তাহে প্রকাশ পায় ।

3. অতিরিক্ত রক্তস্রাব হতে থাকে পাল্লখানার সঙ্গে । অশ্রুর প্রবাহ ও তার জন্য কষ্ট দেখা দেয় ।

4. টাইফয়েডে মোহ ( Coma ) অবস্থা এই সপ্তাহের বৈশিষ্ট্য । সাংঘাতিক অবস্থার লক্ষণ এই সপ্তাহেই আসে । রোগী সংজ্ঞাহীন হতে পারে । নড়াচড়া করতে পারে না ।

5. মাঝে মাঝে অবিরাম অসংলগ্ন প্রকাশ বকতে থাকে ।
6. রোগীর হাত-পা ও লিহ্নদ্বাতে কম্পন দেখা দেয় । অনেক সময় রোগী বিছানা হাতড়াতে থাকে ।
7. রোগী ক্রমে ক্রীণ হয়ে পড়তে থাকে ।
8. পেট খুব বেশি ফেঁপে ওঠে ও কষ্ট হতে থাকে ।
9. অনেক সময় Bedsore দেখা দিয়ে থাকে ।
10. অনেক সময় এই সপ্তাহের শেষ দিকে রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে । যদি তা না হয়, তা হলে চতুর্দশ সপ্তাহ থেকে রোগী আরোগ্যের দিকে যায় ।

**চতুর্দশ সপ্তাহে** —1. তৃতীয় সপ্তাহের সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ না গেলে ও রোগী বেঁচে গেলে, এই সপ্তাহে রোগ কমতে শুরু করে । তাপ কমতে কমতে  $99^{\circ}$ — $100^{\circ}$  তে আসে এবং তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক তাপ ফিরে আসে । অনেক সময় তাপ 96 বা 98 ডিগ্রীতে নেমে এসে Collapse-এর দিকে যায় । এ বিষয়ে সাবধান থাকা কর্তব্য ।

2. অনেক সময় এই সপ্তাহেও কিছদ কিছদ গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পায় । Femoral Thrombosis, অস্ত্রে ছিদ্র বা Perforation, Relapse প্রভৃতি এই সপ্তাহে হতে পারে । Relapse বা পুনরাক্রমণ হলে তা খুব খারাপ, তা নির্ভর করে সর্চার্কনসক, নার্সিং প্রভৃতির ওপর । Relapse করলে আবার যথারীতি ভুগতে ভুগতে রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় ।

### গুরুতর পরিণতিসমূহ ( Complications )

তৃতীয় সপ্তাহেই সাধারণতঃ বিভিন্ন গুরুতর লক্ষণ দেখা দেয় । অনেক সময় তা চতুর্দশ সপ্তাহেও আত্মপ্রকাশ করে থাকে ।

1. রক্তস্রাব —পায়খানার সঙ্গে প্রচুর রক্তস্রাব হতে থাকে । এর ফলে রোগী ধুবল হয় ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় । অন্য থেকে এই সব রক্ত স্করিত হয় ।
2. রক্তস্রাব বেশি হতে থাকলে, হঠাৎ জ্বর কমে যায় ও দেহ ফ্যাকাশে দেখায়, নাড়ির গতি দ্রুত হয় । অবসন্নতা, অস্থিরতা, পেটে খুব ব্যথা, পিপাসা প্রভৃতি দেখা দেয় । অনেক সময় পায়খানার সঙ্গে রক্তস্রাব লাল না হয়ে কালচে হয় ।
3. অস্ত্রে ছিদ্র বা Perforation —ঠিক আধুনিক মতে চার্কনসা না হলে শতকরা 3-5টি রোগীর ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধা দেখা দিতে পারে । এই অবস্থার মৃত্যু ঘটা সম্ভব । পেটে তীব্র বেদনা হয় । কাঁপন ও Shock দেখা যায় । অনেক সময় Peritonitis-এর লক্ষণ দেখা দেয় ।

4. অনেক সময় কানে শব্দনে পায় না । বাধিততা প্রকাশ পেয়ে থাকে । অনেক সময় খুব কম শব্দনে পায়—দীর্ঘ দিন রোগে ভুগলে এই রকম হয় ।

5. Colon-এ অনেক সময় আলসার হয় ও Colon-এ বড় বড় ঘা হতে পারে। অনেকবার পায়খানা হতে থাকে তার সঙ্গে রক্ত ও পুঁজ পড়তে থাকে।

6. Lobar নিউমোনিয়া—এটি হয় Secondary আক্রমণের জন্যে। এটি হলে তাপ খুব বেড়ে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলতে থাকে। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয়। নাড়ি ও শ্বাসের গতির Ratio ঠিক থাকে না।

7. রক্তনালীতে গোলমোগ —সাধারণতঃ Femoral vein বা অন্যান্য শিরাতে রক্ত আটকে যায়। রক্তনালী Sclerosed হয়ে যায়।

8. পিত্তকোষ প্রদাহ —Gall Bladder-এ প্রদাহ হলে এটি খুব খারাপ Complication—অনেক সময় এজন্য রোগী মারা যেতে পারে। অনেক সময় জাঁড়িসের লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে।

9. Kidney ও প্রস্রাবের পথ —প্রস্রাবের পথ অনেক সময় আক্রান্ত হয়। প্রস্রাব খুব কম হতে থাকে। রোগী প্রস্রাবের জ্বালা অনুভব করতে পারে।

10. চর্ম—রোগী ভুগতে থাকলে প্রায়ই চর্মে শয্যাক্ত বা Bedsore দেখা দেয়। Septicaemia দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয়। অনেক সময় ছোট ছোট ফোঁড়া দেখা দেয়।

11. স্নায়ু-মণ্ডলী - ( Nervous system )—অনেক সময় টাইফয়েড রোগের তৃতীয় সপ্তাহে Cerebro Spinal জ্বরের মত বা মেনিন্জাইটিসের মত Spinal Cord-এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এটি হয় কর্ডের ওপর Secondary আক্রমণের জন্য।

### —রোগ নির্ণয় ( Diagnosis )

1. বিভিন্ন রোগ লক্ষণ রোগ নির্ণয় করতে সাহায্য করে।
  2. জ্বরের রোজ ওঠা-নামা ও ক্রমে ক্রমে উপরে ওঠা বা ব্যুঁশ, তা সস্ত্রেও রোজ ওঠা-নামা বা মইয়ের মত চার্ট রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।
  3. জিহ্বা—জিহ্বা লেপাবৃত কিন্তু তার কিনারা লালচে—'Angry look' এটি রোগ নির্ণয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা করলে, নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
  4. রক্ত পরীক্ষা করলে রোগ ধরা যায়। এই পরীক্ষার নাম হলো Widal Test। 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে রক্ত Culture করলে নিশ্চিত রোগ ধরা পড়ে।
  5. রক্ত পরীক্ষার অন্যান্য ফল :
- (A) হিমোগ্লোবিন হ্রাস পেয়ে থাকে।

- (B) রক্তের শ্বেত কাণক কম যায় । Poly কম যায় ।  
 (C) Lymphocyte বৃদ্ধি পায় ।

### চিকিৎসা

কোষ্ঠকাঠিন্য, অসহ্য মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, বমি, মূখে তিক্ত আম্বাদ, লিভারে ব্যথা, জিহ্বা অপরিষ্কার, মূখে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রায়েরিনিয়া ৬ ।

বিকার মৃদু গতিতে প্রকাশ পেতে থাকলে—ব্রায়েরিনিয়া ৬, ৩০ । উদরাময় থাকলে এটি চলবে না ।

বাধি উগ্রভাবে রোগের বিকাশ হয় সঙ্গে সঙ্গে রাসটেক্স ৬ প্রয়োগ করতে হবে ।

চোখের পাতা ভার, তন্দ্রাভাব, চোখ বৃদ্ধি থাকতে ভাল লাগে, পা-হাত ভাঙে বা ব্যথা ভাব, মাথাব্যথা যন্ত্রণা, দৌর্বল্য, হাত-পা, জিহ্বা প্রভৃতির কম্পন লক্ষণে, জেলসিমিগ্রাম ১x—৩ দিতে হবে ।

রোগের সূচনা থেকে সব অবস্থাতেই উপকারী ঔষধ টাইফয়েডিডিনাম ৩০ বা ২০০ ।

শূল, কোমল অথচ দ্রুত নাড়ি, প্রলাপ, মাথার ব্যথা, গায়ে ব্যথা, ঠোঁট ও জিহ্বা শুকনো, অস্থিরতা, অচেতন্য ভাব, শব্যাকটক, গলার মথো ক্ত, দর্গন্ধ শ্বাস প্রশ্বাস, বমি, বমনোচ্ছাভাব ( রোগের প্রথম অবস্থার ), গ্লেটের মত বর্ণের মল ( রোগ আক্রমণের স্থিতীয় সপ্তাহে এমন হতে পারে )—রোগী মনে করে তার দেহ দুর্ভিতন খণ্ডে বিভক্ত—এই সব লক্ষণে, প্রেস্ট ঔষধ হলো ব্যাপ্টিসিরা ১x—৩ ।

বাধি ব্যাপ্টিসিরাতে ঠিক মতো কাজ পাওয়া না যায়, তাহলে দিতে হবে, পাইরোজেন ৩০ ।

পেট ফাঁপা, পেটে চাপ দিলে ব্যথা বোধ, অবসন্নভাব, মাঝে মাঝে আময়ুক্ত জলের মত পাতলা পারখানা, অসাড়ে দর্গন্ধ মল, চিবুক কাঁপে, শ্বাসী হ্রস্বাশ, দিনের বেলায় তন্দ্রার মত ভাব, শীত এবং উত্তাপসহ জ্বর, এক পাশে ঘাম, বিড়বিড় করে বকা বা ডিলিরিয়াম, নাক থেকে রক্ত্রাব ( কখনো কখনো ), জিহ্বা সাধা লেপাবৃত—কেবল অগ্রভাগ লাল, অস্থিরতা, হাত-পা ও ধন নাড়া, এপাশ ওপাশ করলে রোগের উপশম লক্ষণে রাসটেক্স ৬, ৩০ বিশেষ উপকারী । দেহ নাড়াচাড়া করতে না পারলে বা নড়াচড়া ভাল লাগে না, এই সব লক্ষণে এবং গা জ্বালা বা পেট জ্বালা থাকলে, আর্সেনিক ৬ বা ৩০ উপকারী ।

সর্বাস্থে ব্যথা বোধ, শয্যা কঠিন অনুভব, অচেতন্য অবস্থা, বা প্রলাপ, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, গায়ে ঘুস্কুড়ি উপশম প্রভৃতি হলে, আর্গিকা মণ্ট ৩x—৬ উপকারী ।

সর্বাস্থে জ্বালা, অবসন্ন ভাব, শীতল ঘাম, অতৃপ্ত পিপাসা, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০ ।

হাত-পা ঠান্ডা, বিশেষ করে পা ঠান্ডা, নাড়ি হ্রস্বাশ, শীতল ঘাম, দুর্গন্ধ ভেষ, জীবনী শক্তি হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ০, ৬, ৩০ উপকারী ।

প্রবল মাথা ধরা, চোখ, মূখ লাল, চমকে চমকে ওঠা, প্রলাপ, লাফাতে বা কামড়াতে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬, ৩০।

বেলেডোনার চেয়ে লক্ষণ আরও প্রচণ্ডতর হলে, স্ট্র্যামোনিয়াম ৩, ৬।

বেলেডোনার লক্ষণের থেকে মূদু লক্ষণে দিতে হবে, হায়োসসাসামাস্ ৩x।

উদরাময় গাঁজলা গাঁজলা সবুজ বা কাল ভেদ, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, মূখ বা গলার মধ্য ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে, মার্কসল ৬, ৩০। কোক্টকার্ঠিনা, পেট ফাঁপা, অচৈতন্য, দুর্বলতা লক্ষণে দিতে হবে, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

রোগ উপশমের সময় যদি অশ্রু ক্ষত থাকে এবং তার জন্য বারবার উদরাময় হতে থাকে, তাহলে টেরিবিব্ ৬ দিতে হবে।

মোহ (Coma) বা জ্ঞানহীনতা থাকলে বেলেডোনা ৬, ওপিয়াম ৩০ অথবা নাক্স মস্কেটা ২x দিলে উপকার হয়।

টাইফয়েডের সঙ্গে নিউমোনিয়ার লক্ষণ থাকলে দিতে হবে, কস্ফরাস ৬, ওপিয়াম ৩০, অ্যান্টিম টার্ট ৬ অথবা লাইকোপোডিয়াম ১২।

প্রতিবেধক ঔষধ: -এই রোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিবেধক ঔষধ হলো টাইফয়েডিয়াম ৩০ বা ২০০। বাড়ির কারো এই রোগ হলে অন্য সকলকে এটি এক মাত্রা খাওয়ানো উচিত।

### এই রোগে অবশ্য পালনীয় নিয়ম

1. এই রোগে রোগীকে সম্পূর্ণভাবে বিছানায় শুইয়ে রাখা কর্তব্য। শায়িত অবস্থায় পথ্যাদি গ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ করাতে হবে। বেশি নড়াচড়া বা ওঠানামা নিষেধ।
2. আলো-বাতাসবদ্ধ পৃথক ঘরে রোগীকে রাখা কর্তব্য।
3. রোগীর মলমূত্র পৃথক স্থানে ফেলতে হবে। সেগুদী মাটিতে পুতে ফেলা উচিত। সব সময় বীজাণুনাশক ঔষধ, যেমন—ব্লিচিং পাউডার, লাইজল, ডেটল প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। কোন ভাবেই যেন সংক্রমণ না হয়।
4. বাড়ির সকলকে T. A. B. ভ্যাকসিন বা T. A. B. C. ভ্যাকসিন বেঞ্জা কর্তব্য অথবা হোমিওপ্যাথিক শ্রেষ্ঠ প্রতিবেধক ঔষধ টাইফয়েডিয়াম ৩০ বা ২০০ এক মাত্রা খেতে দিতে হবে।
5. সব রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখা কর্তব্য।
6. সব সময় ভালভাবে সেবাস্বশুষ্কা করা একান্ত প্রয়োজন। এদিকে বিশেষ নজর রাখা কর্তব্য।
7. আবশ্যিক মত মাঝে মাঝে রোগীকে গরম জলে গা মূদিছরে দিতে হবে। স্পঞ্জ করতে হবে। জ্বর বেশি উঠলে ট্রান্ডা জল দিয়ে মাথা ধোয়াতে হবে বা মাথায় Ice bag প্রয়োগ করতে হবে।

৪. ঝাড়ে শয্যাক্ষত ( Bedsore ) না হয় সৌন্দিক ভালভাবে নঙ্কর রাখতে হবে । রোগীর পিঠে ট্যালকম পাউডার নিয়মিত দিতে হবে । রবার ক্লথ বিছানার উপর পেতে দেওয়া খুব ভাল । পিঠের ও কোমরের উঁচু হাড়ের স্থক্ৰ ভাল করে স্পিরিট দিয়ে তার উপর পাউডার দিতে হবে ।

৯. রোগীর বালিশ, তোষক, শয্যা, কাপড়-চোপড় রোজ বদলে দিতে হবে এবং রোজ জিনিসপত্র রোদে দিতে হবে ।

১০. কঠিন ও গুরুপাক খাদ্য হানিকর । প্রচুর পুষ্টিকর, লঘুপাচ্য খাদ্য দিতে হবে । সেই খাদ্য হলো—হানা, মাখন-তোলা দুধ, মিষ্টি দই বা ঘোল, হরলিক্‌স্‌ হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনেজ, প্রভৃতি । ঠাণ্ডা ছেড়ে গেলে সব্‌ চালের ভাত ও ছোট মাছের হালকা ঝোল উপকারী ।

১১. যদি প্রথম দিকে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় তা হলে পারগেটিভ দেওয়া উচিত নয় । তার বদলে দিতে হবে Glycerine সাপোজিটারী বা Enema প্রভৃতি ।

১২. রোগীকে সব সময়ে শান্তিতে ও প্রফুল্ল মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে ।

### টাইফাস জ্বর ( Typhus Fever )

কারণ—এক জাতীয় বীজাণু বা Rickettsia থেকে টাইফাস্‌ জ্বর হয়ে থাকে । শিশিপদী বা Arthropod-দের পেটের মধ্যে এই বীজাণু থাকে । এরা ( Rickettsia ) হলো তাইরাস্‌ এবং ব্যাকটেরিয়ার মাঝামাঝি আকৃতি ০.৫ মাইক্রন পরিমিত । এই সব পতঙ্গদের পায়খানা থেকে বীজাণু বের হয়, তা মানবদেহে প্রবেশ কলে তাদের রোগ হয় ।

এই বীজাণুর বাহক হলো নানা জাতের উকুন ( Louse ), মাথার উকুন ( Tick ) ইঁদুরের গায়ের পোকা বা ( flea ) প্রভৃতি । যখন সৈন্যরা ট্রেঞ্চে থাকে তখন তাদের মধ্যে এক জাতের রোগ ছড়ায়, তার নাম ট্রেঞ্চ জ্বর ( Trench fever ) । এই জ্বরও টাইফাস্‌ জাতীয় অর্থাৎ Rickettsia-দের দ্বারা উৎপন্ন । সাধারণতঃ নোংরা থাকার জন্যে মাথার উকুন ( Lice ), গায়ের উকুন বা Tick প্রভৃতি দেখে এসে রোগ উৎপন্ন করে । কিন্তু রোগ ছড়াতে থাকলে তখন একজন মানব থেকে অন্যর রোগ হয় । তখন বাতাস, নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতির মাঝ দিয়ে রোগ ছড়াতে থাকে ।

বিভিন্ন জাতের উকুন একজন মানব থেকে অন্যর দেখে যেতে পারে । তারপর তাদের মলের সঙ্গে বীজাণু বেরিয়ে রোগ ছড়িয়ে থাকে । কখনো কখনো এই রোগ এপিডেমিক আকারে দেখা দেয়, কখনো বা Endemic থাকে । প্রকারভেদ হলো—

১. উকুন ( Louse ) বাহিত টাইফাস্‌ জ্বর ।
২. গায়ের উকুন ( Tick ) বাহিত টাইফাস্‌ জ্বর ।

3. ইঁদুরের গানের পোকা ( Flea ) বাহিত টাইফাস জ্বর ।

4. ইঁদুরের গানের অন্য পোকা ( Mite ) বাহিত টাইফাস জ্বর ।

অপরিষ্কার থাকা, আবর্জনাবহুল স্থানে থাকা প্রভৃতি হলো এই রোগের স্রোণ কারণ ।

### উকুন বাহিত এপিডেমিক টাইফাস জ্বর

লক্ষণ - মানুষের মাথার উকুন ( Louse ) থেকে এই বোগ ছড়ায় । উকুনের পায়খানার সঙ্গে বর্জ্যবস্তু বের হয়ে মানুষদের দেহে প্রবেশ করলে রোগ সূত্র হয়— তারপর বাতাসের মাধ্যমে বা স্পর্শে একজন থেকে অন্য জনের দেহে যায় ।

### দেহের ভিতরের পরিবর্তন

রক্তবাহী নালীর পরিবর্তন এই রোগের বৈশিষ্ট্য । রক্তবাহী নালীর মধ্যে বেশি প্রসার সৃষ্টি হয় । তার ফলে Cerebrospinal fluid pressure বৃদ্ধি পায় । লিম্ফোসাইট বৃদ্ধি পেলেও W. B. C. কাউন্ট স্বাভাবিক থাকে ।

লক্ষণ—ইনকুবেশনের সময় 10 থেকে 14 দিন । কয়েকদিন অবসন্ন ভাব দেখা যায় । তারপর হঠাৎ রোগ সূত্র হয় ।

খিঁচুনি, তড়কা, কপালে ব্যথা, পিঠ এবং হাত-পায়ে ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয় । দু-তিনদিনের জন্য তাপবৃদ্ধি হয়ে থাকে । কোষ্ঠকাঠিন্য হয় । রক্তকাঠিন্য দেখা দেয় । মূত্র লাল দেখায় । রোগী বৃদ্ধিহীন এবং বিদ্রোহ মনে হয় ।

আক্রমণের 4 থেকে 6 দিনের মধ্যে Rash দেখা যায় । অনেক সময় হাম বলে ভ্রম হয় । চাপ দিলেই এগুঁল গলে যায়—আবার লালবর্ণ ভাব দেখা যায় । প্রথমে বগলে, তারপর পেটের পাশে, হাতের পেছনে এবং অন্য স্থানে Rash বের হয় । গলা এবং মূখে প্রায়ই বের হয় না ।

দ্বিতীয় সপ্তাহে লক্ষণ বেশি প্রকাশ পায় । জিহ্বা ও ঠোঁটে ময়লা জমে—শুকনো ও বাদামী । প্লীহা বৃদ্ধি হয় । নাড়ী ক্ষীণ হয় । রোগী প্রলাপ বকে । জ্বর চলতে থাকে । যদি রোগী আরোগ্যের পথে যায়, তাহলে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তাপ কমে । কঠিন রোগে দ্বিতীয় সপ্তাহে Toxaemia হয়ে রোগী মারা যায় । হার্ট ফেলিওর, রেন্যাল ফেলিওর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি কঠিন কেস দেখা যায় ।

### জটিল লক্ষণ ( Complications )

- (1) রক্তকাঠিন্য নিউমোনিয়া । (2) লালগ্রন্থি বা প্যারটিউ গ্রন্থির প্রদাহ ।
- (3) শিয়ার এম্বোলিস । (4) গ্যাংগ্রিন ।

## রোগ নির্ণয়

1. উকুন গায়ে হর বা অন্যদের বেহে উকুনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।
2. হাম, মেনিনজাইটিস, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, পৌনঃপুনিক জ্বর বা Relapsing Fever, বসন্ত প্রভৃতি থেকে রোগটি পৃথকরূপে বোঝা যায়। এটি মহামারী রোগ হয়।

## এন ডোমিক টাইফাল

ইঁদুরের গায়ে Flea জাতীয় কীট থেকে এই রোগ হয়। এতে জ্বর হয়, রক্তপাত হতে পারে। অশুভকোষ আক্রান্ত হয়। গায়ে ফ্রি এলে তা চুলকালে মানুস্ব আক্রান্ত হয়।

## দেহভাবের পরিবর্তন

দেহের ভেতরের পরিবর্তন হয় আগের মত—তবে তা এত Severe হয় না। Rash দেখে কম বের হয়।

লক্ষণ—ইনকুবেশনের সময় 8 থেকে 14 দিন। কয়েকদিন জ্বর জ্বর ভাব, অবসাদ হতে পারে। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড খিঁচুনি, মাথার সামনে ধরা, পা-হাত ও পিঠে ব্যথা দেখা যায়। দু-তিনদিনের জন্যে তাপ বৃদ্ধি পায়। কোম্বকাঠিন্য থাকে—লম্বকাঠিন্য বেশি হয়। মূখ লাল হয় ও মূখে সাল্লানোসিসের ভাব থাকে। চোখ লাল হয়। রোগী নিজেকে বিভ্রান্ত মনে করে।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ দিনে গায়ে উল্লেখ্য বের হয়। অনেকটা ঠিক র্যাসের মতো। দ্বিতীয় সপ্তাহে লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। স্নাইহা অনুভব করা যায় পেট টিপলে, নাড়ী দুর্বল হয়, রোগী প্রলাপ বকে। যদি রোগ ভাল হয় তাহলে দ্বিতীয় সপ্তাহের পর সেয়ে ওঠে। অনেক সময় রোগী দ্বিতীয় সপ্তাহে Toxaemia হয়ে যারা যায়।

হার্ট বা Renal failure হতে পারে। এই সময়ে হুস্কা নিউমোনিয়া, প্যারটিউড গ্রান্ডির প্রবাহ, থ্রম্বোসিস, গ্যারাগ্রন প্রভৃতি Complication দেখা দিবে থাকে।

## রোগ নির্ণয়

1. চারদিকে ঐ রকম রোগ হতে থাকলে তখন এই ব্যাধি প্রধানতঃ বোঝা যায়।
2. প্রায়ই মেনিনজাইটিস, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, পৌনঃপুনিক জ্বর প্রভৃতি রোগের সঙ্গে কি পার্থক্য, তা নির্ণয় করতে হবে।



জটিল অবস্থা ( Complications )

1. প্রবল জ্বর আর বমি, অস্থিরতা, প্রলাপ ।
2. হার্ট ও রেন্যাল ফেলিওর ।
3. তড়কা বা ষিঁচুনি, আচ্ছন্নভাবও থাকে ।

টিক বাহিত টাইফাস বা রিক টাইফাস কিভার। —কুকুর প্রভৃতির গা থেকে এঁটুলি বা চর্ম উকুন বা Tick-দের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় ।

লক্ষণ —ইনকুবেশনের সময় প্রায় 7 দিন । যে স্থানে পোকা বা টিক্ কামড়ায় ঐ স্থানে উন্মেষদ, ক্ষত হয় ও লিম্ফ্ গ্রন্থিগুদাল ফুলে যায় । মাথাব্যথা ও জ্বর হয় এবং তা তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয় । অন্যান্য লক্ষণাদি আগের মতই । Rash ক্রমে হাতে এবং পায়ের Ankle-এ বের হয়। 24 থেকে 48 ঘণ্টার মধ্যে তা পিঠ, হাত, পা, বুক ও পেটে ছড়ায় । রোগ বেশি হলে অনেক সময় চর্ম থেকে রক্ত বের হয় ।

Complication-হর আগে বর্ণিত রোগের মতই ।

রোগ নির্ণয়

1. Tick-দের কামড়ের ইতিহাস থাকে ।
2. Rash বের হবার প্রকৃতি ।

ট্রেণ্চের জ্বর ( Trench Fever ) —সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় এই রোগ দেখা যায় । এই রোগের কারণও এক ধরনের Rickettsia বীজাণু ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এঁট দেখা দেয় । সৈন্যরা দীর্ঘদিন ট্রেণ্চে থাকার কালে এই বীজাণু তাদের আক্রমণ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে থাকে ।

লক্ষণ —ইনকুবেশনের সময় 10 থেকে 20 দিন । হঠাৎ জ্বর, মাথাব্যথা গা-হাত-পায়ের ব্যথা ও হঠাৎ তাপ বৃদ্ধি এবং তা ঘিনের পর দিন বেড়ে চলে । দ্বিতীয় দিনে Rash বের হয়, কিন্তু তা মাত্র একদিন থাকে । অনেক সময় রোগ সেরে গিয়ে আবার Relape করে এবং বার বার আক্রমণে দুর্বল করে দেয় ।

রোগ নির্ণয় —1. ট্রেণ্চের অবস্থান 2. চারিদিকে এই জ্বর শব্দ হতে থাকলে এই রোগ বলে সন্দেহ হয় ।

চিকিৎসা

জ্বরের প্রথম অবস্থায় বা জ্বর শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিভে হবে ফেরাম্ কন্ ০x বা ৬x দিনে 3—6 বার পর্যন্ত ।

ঔষধ বা সর্দি কাশির ভাবে প্রথম অবস্থায় দ্বিভে হবে, অ্যাকোনাইট ৩, ৬ ।

আ্যাকোনাইটে কাজ ঠিক মতো না হলে তার পরের ঔষধ হলো, বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০।

জ্বর বেশী হলে লক্ষণ অনুযায়ী—ব্রাইয়োনিয়া, জেলসিমিয়াম বা ব্যাপার্টিসিয়া।

রাস্ত্রস্কের উপসর্গে—বেলেডোনা, স্ট্রামোনিয়াম, ভিরেট্রাম ভির, টেরিবিঙ্ক (বিকার থাকলে)।

অনিদ্রায় —কফিয়া, বেলেডোনা, জেলসিমিয়াম ৬, ৩০।

অচেতন অবস্থায় —ওপিয়াম ৩০, রাস টঙ্ক ৬, ৩০।

গভীর অবসন্নতার —অ্যাসিড্ ফস্, অ্যাসের্নিক, অ্যাসিড মিউর, ৬, ৩০।

ফসফস আক্রান্ত হলে—ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, ফসফরাস ৩০।

রক্ত দূষিত হলে —অ্যাসের্নিক, কার্বোডেজ, রাস্ টঙ্ক, ব্যাপার্টিসিয়া, পাইরোজেন—যে কোনটি ৬, ৩০।

আরোগ্যের দিকে গেলে —অ্যাসিড্ ফস্ ৬, অ্যাসিড্ নাইট্রিক ৩০, চায়না ৩, ৬, সালফার ৬; সোরিনাম ৩০—লক্ষণ অনুসারে।

আর্পিঁকা মর্ট ৬, ৩০, ২০০—গভীর আচ্ছন্নভাব ও বেগুনী রঙের উদ্ভেদ।

ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০—রক্ত দূষিত।

অ্যাপারিকাস্ ৩০—অত্যন্ত আস্থ্রতা, পেশী সঙ্কোচন এবং কম্পন।

আনুর্বাঙ্গিক ব্যর্থতা —রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

2. জ্বর অবস্থায় পথ্য হবে—সাগ্, বার্লি, মিছরীর সরবৎ, হরলিকস্ Syu বা Protinex ইত্যাদি। জ্বর সেরে গেলে মাছের কোল-ভাত দিতে হবে।

3. দেহের বা মাথার উকুন সারাতে হবে। অন্য কারণে দেহে যাতে উকুন না ছড়ায় তা দেখা প্রয়োজন।

4. যদি প্রস্রাব কম হয়, তা হলে বার বার টৌক টৌক করে জল খেতে হবে এবং ডাবের জল খেলেও ভাল হয়।

### পোনঃপুনিক জ্বর ( Relapsing Fever )

কারণ—‘বোরলিরা’ নামে একজাতের স্পাইরোকিটা থেকে এই জ্বর হয়।

এগুনী দই ধরণের হয়ে থাকে, মাথার উকুন বা Louse এক জাতের বীজাণু বহন করে, তার নাম হলো Borelia recurrentis, আর গায়ের উকুন বা Tick থেকে যে জাতের বীজাণু ছড়ায় তার নাম Borelia Duttoni : তবে দই জাতের জ্বরেরই লক্ষণ এবং চিকিৎসা, জটিল অবস্থাদি একই রকম দেখা যায়।

প্যাথজেন —এই বীজাণুগুনী রক্তপ্রবাহে মিশে যায় এবং রক্তপ্রবাহ থেকে লিভার, স্নাইহা, মেনিনজিস প্রভৃতিকে আক্রমণ করে থাকে। এর ফলে অনেকের জন্ডিস বা ব্রেনের কিব্রির প্রদাহ দেখা দিতে পারে। রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যেও সব

বীজাণুদের পাওয়া যায়। সেরিব্রোস্পাইন্যাল ম্‌ইডের প্রেসার বৃদ্ধি পায়। সেখানে মেনিনিউক্লিয়ার কোষ বৃদ্ধি পায়।

লক্ষণ— 1. Incubation এর সময় হলো 2 থেকে 12 দিন। তার পরই হঠাৎ জ্বর হয়। গা শীত শীত করে হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর আসে। প্রবল জ্বর হয়। প্রথমে জ্বর থাকে 6—7 দিন। তারপর জ্বর ছেড়ে যায়।

9—10 দিন বা 14—15 দিনে পরে আবার জ্বর হয়। এটি বিশেষ লক্ষণ বলা যায়।

3. জ্বর ছাড়ার সময় ঘাম হয়। গায়ে তাপ 101—104 ডিগ্রী ফারেনহাইট হয়। কখনো 105 ডিগ্রীও হয়। তাপ বেশী বৃদ্ধি পেলে তা শূন্য লক্ষণ নয়।

4. বার বার জ্বর আসে, আবার ছেড়ে যায় ও কয়েকদিন থাকে না বলে, একে Relapsing জ্বর বলা হয়। এটির বিভিন্ন লক্ষণ ভাল করে দেখতে হবে।

5. গা, হাত, পা, মাথা তীব্র ব্যথা হয় জ্বরের সময়। কখনো মাথা ব্যথা খুব বেশি হয়।

6. তৃষ্ণা, ঘাম, ঘামে দুর্গন্ধ, অম্লগন্ধ হয়।

7. বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য কখনো হতে পারে।

8. বেশিদিন ভুগলে Jaundice প্রধান লক্ষণ দেখা যায়। এটি শূন্য লক্ষণ নয়।

9. যকুৎ ও প্রীহা প্রায়ই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

10. উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে দুর্বল ও বৃদ্ধির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সব সময় দ্রুত ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

জটিল অবস্থা—1. যদি অবস্থা জটিল হয় তা হলে মেনিনজাইটিসের মত লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে পারে। তবে সব সময় তা দেখা যায় না।

2. দুর্বল রোগীদের দ্ব একবার জ্বরের পর প্রলাপ, তড়কা, খিঁচুনি, আচ্ছন্নভাব ও মৃত্যু হতে পারে। তাই সব সময় দ্রুত ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

3 জ্বর ছাড়ার সময় প্রেসার কমে যায় ও হার্টফেল করার মত অবস্থা দেখা দিতে পারে, তাই সব সময় হার্টের লক্ষণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

রোগ নির্ণয়—রক্ত পরীক্ষা করলে রোগ-বীজাণু পাওয়া যায়। তাতে রোগ ধরা পড়ে। এটি করতে অনেক সময় দেবী হয়।

2. দেখে উকুন বা Tick প্রায়ই থাকে। এটি বিশেষ একটি লক্ষণ।

3. আশেপাশে রোগের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই রোগ প্রায়ই সংক্রামক হয়।

হোমিওপ্যাথি—7

## চিকিৎসা

জ্বর আক্রমণের প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস ৩x বা ৬x অথবা একোনাইট ৩, ৬ বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ।

তবে এতে প্রথম অবস্থায় ছাড়া কাজ হয় না।

মাথা ব্যথা, গা, হাত পা ব্যথা, নড়লে চড়লে ব্যথা বাড়ে লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩x, ৬।

বমি, বমনেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে, ইপিকাক ৩x,—৬।

কশীশ ও দ্রুত নাড়ি, গভীর অবসন্নতা, অস্থির ভাব প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৩x, ৩, ৬।

পাকস্থলির গোলযোগ এবং অন্যান্য লক্ষণে মিল দেখে, ব্যাপ্টিসিয়া ১x, ৩x।

অস্থিরতা, রোগী নড়াচড়া করতে ভালবাসে, কোমরে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে এবং জলে ভেজা প্রভৃতিতে, রাস টল ৩, ৬, ৩০।

কষ্টকর হাড়ের ব্যথা, বেদনা, বাতের মত ব্যথা লক্ষণে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৩x।

লবণ বা লবণাক্ত খাদ্য খাবার ইচ্ছা এবং অন্য লক্ষণ অনুযায়ী, নেট্রোম মিউর ৬x, ১২x, ৩x।

অনেক সময় ক্যালকোরিয়া সাল্ফ ১২x বা ৩০x দিলে উপকার হয়।

বায়ু পরিবর্তনের ফলেও অনেক সময় এই জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

জ্বর খুব বেশি হলে ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, জেলসিমিয়াম ৬, ৩০, ব্যাপ্টিসিয়া ৩x, ৩ প্রভৃতিতে উপকার হয়।

খুব জ্বর ও মাথাব্যথায়, ভিরেট্রাম ভির ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

আনুভূতিক ব্যবস্থা—অন্য জ্বরের মতোই ব্যবস্থা। তাই আগে জ্বর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেই সব চলবে। উকুন বা টিক ধ্বংস করা কর্তব্য। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা ভাল—যাতে রোগ না ছড়ায়।

## ইঁদুরে কামড়ানো জ্বর বা ( Rat Bite Fever )

কারণ—ইঁদুরে কামড়ালে অথবা ইঁদুরে মূখ দেওয়া খাদ্য খেলে এই রোগ হতে পারে। দই জাতের বীজাদি থেকে এই রোগ হয়। তা হলো *Spirillum minus* এবং *Streptobacillus moniformis*

লক্ষণ—লক্ষণ সবই Relapsing জ্বরের মতো। তবে এতে জ্বরের সময় গায়ে এক ধরনের লাল Rash বের হয়।

## চিকিৎসা

রোগের প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ ৩x বা ৬x দিনে ৪-৫ বার উপকারী ঔষধ।

অবস্থা অন-দ্বারী আর্সেনিক ৩x খুব উপকারী ঔষধ। প্রয়োজনে ৬x বা ৩ বা ৩০ দিতে হবে।

উত্তপ্ত মস্তক এবং সর্বাঙ্গ শীতল ভাব হলে, কার্বো ভেজ ৩০ দিতে হবে।

রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর হলে দিতে হবে, অ্যাকোনাইট ১x বা ৩x।

মাথায় রক্তাধিক্যের লক্ষণ হলে, বেলেডোনা ৩, ৬ বা ৩০।

বমি বা বমনেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ হলে, অ্যাটিম টার্ট ৬, ৩০ বা ইপিকাক ৬, ৩০।

পতন অবস্থা, গা জ্বালা, বার বার বমি, জিহ্বা শুকনো, নাক শীতল, পানাহারের পর বার বার বমি, শরীর অবসন্ন, মূত্রে জ্বর, গা জ্বালা, বার বার জ্বালাকর প্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, আর্স অ্যালব ৩, ৬।

হিমাঙ্গ, শীতল চট্‌চটে ঘাম, মূত্রাশয় বা জরায়ু থেকে রক্তস্রাব লক্ষণে, সিকেলি কর ৬ বা ৩০।

রক্তদৃষ্টি লক্ষণে, ক্রোটেলাস ৩, ৬।

মূত্র বিকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, ঘোর অবসন্নতা, জিহ্বা শুকনো, কালচে প্রস্রাব, গায়ে কাপড় রাখতে ভাল লাগে না—ল্যাকোসিস ৬, ৩০।

## পীতজ্বর ( Yellow Fever )

- কারণ —পীতজ্বর এক ধরনের তরুণ সংক্রামক রোগ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই রোগ বেশি হয়ে থাকে। শীত প্রধান দেশেও মাঝে মাঝে হয়।

একজাতীয় Virus এই রোগের কারণ। Aedes নামে এক জাতের মশা এই বীজাণুদের বাহক। যে মশা পীত জ্বরের রোগীকে দংশন করেছে তা যদি মানুষকে দংশন করে তবে ঐ লোকটির রোগ হবে। ভারতে এই রোগ বিশেষ দেখা যায় না। আফ্রিকাতে এটি বেশি হয়।

এই জ্বর একবার হলে সারাজীবনের ত Immunity জন্মান—আর জীবনে হয় না।

- লক্ষণ —এই রোগে পর পর চারটি অবস্থার মাঝ দিয়ে লক্ষণাদি সব প্রকাশ পেতে থাকে—তা হলো—

1. Period of Incubation বা অঙ্কুর অবস্থা।
2. Period of Fever বা জ্বর অবস্থা।
3. Period of Remission বা জ্বরহীন অবস্থা।
4. Period of Collapse বা পতন অবস্থা।

অশ্রুর অবস্থা—সূক্ষ্ম দেখে বীজাশ্রু থেকে 5—6 দিন এই অবস্থা স্থায়ী হয়। অবসাদ ভাব, কুখামান্দ্য, বমি হলো এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ।

জ্বর অবস্থা—1. শীতবোধ, কম্প, প্রবল জ্বর।

2. নাড়ী প্রবল ও সতেজ। জ্বর চলতে থাকলে নাড়ী ক্ষীণ হয়।

3. প্রবল মাথা ধরা, গায়ে দুর্গন্ধ, শরীরে ব্যথা ও লালচে হয়।

4. কোষ্ঠ কাঠিন্য ও অশ্রুতা দেখা যায়।

5. কখনো জ্বর বেশি বৃদ্ধি হলে বিকার দেখা যায়। এই অবস্থাতে থাকে 21 থেকে 60 ঘণ্টা।

জ্বরহীন অবস্থা—1. বেদনা প্রকৃতি কমে আসে ও জ্বর ছেড়ে যায় এই অবস্থা।

2. এই অবস্থার ভাল চিকিৎসা ও শূন্যবাদি হলে রোগ সেরে যায়—পতন অবস্থা আসে না। তা না হলে চতুর্থ অবস্থা আসে।

3. এই অবস্থার নিদ্রাহীনতা, প্রচণ্ড কুখা, অজীর্ণতা প্রকৃতি দেখা দিতে পারে।

4. 2—7 দিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করে। তা না করলে পতন অবস্থা আসে।

পতন অবস্থা—1. প্রচণ্ড বমি হয়, পেটে ও গলায় জ্বালা বোধ দেখা দিলে থাকে।

2. অনেক সময় কালচে বমি, প্রবল অবসন্নতা, প্রলাপ, হিঙ্কা দেখা যায়।

3. আক্ষেপ, মোহ, মূর্ছা প্রকৃতি দেখা দিতে পারে।

4. এই অবস্থার জাঁগুস হয় ও গায়ের রং হলুদ হয়ে যায়। তাই এই জ্বরকে বলা হয় পীতজ্বর বা Yellow Fever.

5. কিডনির ক্রিয়াতে গোলমাল, প্রস্রাব কম প্রকৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

6. লিভার এবং Kidney-র ক্রিয়ার গোলমালই হলো এই রোগে পতনের কারণ। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

জটিল অবস্থা (Complication) —1. লিভার বৃদ্ধি পায় ও তা অনুভব করা যায়।

2. লিভারে ব্যথা হতে পারে।

3. অতিরিক্ত প্রস্রাব হতে পারে ও তার জন্য নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

4. মাড়ি, নাক, পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হতে পারে। কখনো তা বেশি হয়।

5. প্রলাপ, মূর্ছা, অজ্ঞানভাব (Coma) প্রকৃতি লক্ষণ দেখে দিতে পারে ও মৃত্যু হতে পারে। 10—16 দিনের মধ্যে মারা না গেলে রোগী বেঁচে যায়। আর মৃত্যু ভয় থাকে না।

- রোগ নির্ণয়—Leucopenia দেখা যার রক্ত পরীক্ষা করলে ।
2. রক্ত পরীক্ষা করলে Virus দেখা যায় ।
  3. লিভার বৃদ্ধি, লিভারে বাধা, জন্ডিস এই রোগের নিশ্চিত নির্ণয় করার উপায় ।
  4. প্রস্রাব পরীক্ষা করলে Albumin পাওয়া যায় । প্রস্রাব কম হতে থাকে ।

### চিকিৎসা

এই জ্বরের প্রথম এবং প্রধান প্রতিষেধক ঔষধ স্পিরাইট ক্যাম্ফর প্রতি দশ-পনেরো মিনিট অন্তর । শীত, কম্প, জ্বর লক্ষণে এটি খুবই উপকারী ঔষধ ।

জ্বর অবস্থাত শীত আসায় পর শরীরের তাপ খুব বৃদ্ধি পায়, ১০২ ডিগ্রী বা তার বেশি—গায়ের ত্বক শুকনো এবং উত্তপ্ত, দ্রুত নাড়ি, প্রবল তৃষ্ণা, মুখ লাল, মাথা বাধা—অ্যাকোনাইট ৩x, ৬x ।

চোখ লাল, মাথা বাধা, কপালের শিরা দপ্ দপ্ করা, প্রলাপ, মাড়ি কামড়াতে ইচ্ছা লক্ষণে, বেলেডোনা ৩, ৩০ ।

পাকাশয়ের গোলমাল, জিহ্বা সাদা বা হলুদে, ঠোঁট শুকনো, কোষ্ঠবন্দিতা, বমি বা বমনেচ্ছা লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩ বা ৬ ।

বমি স্থায়ী হলে, কষ্টকর বমি বা বমনেচ্ছা লক্ষণে, অ্যান্টিম টার্ট ৬ বা হাইপোক ৬ ।

পাকাশয়ে জ্বালাকর বা কাঁটার মত বাধা, শ্বাসরোধকালী হেঁচকি, প্রবল বমনেচ্ছা, কৃষ্ণবর্ণ বমি—ক্যাড্‌মিয়াম সাল্‌ফ্‌ ৩, ৩০ ।

স্নায়ু বিকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, ঘোব বন্দিতা, জিহ্বা শুকনো কম্প, প্রলাপ, কালচে প্রস্রাব—ল্যাক্সিস ৬, ৩০ ।

গাত্রত্বক ও চক্ষু হবিদ্রাভ, দেহের সব অঙ্গ থেকে রক্তস্রাব লক্ষণে, কোটেটাস ৩, ৬ ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. বিছানার পূর্ণ বিশ্রাম । ঠান্ডা জলে মাথা ঝোলাতে হবে জ্বর বাড়লে । আলোবাতাস যত্নপূর্নক ঘরে বোগীকে রাখতে হবে ।

2. ডাব দিনে 2—3 টি দিতে হবে ।

3. প্রবল জ্বর হলে স্পঞ্জ করলে ভাল হয় ।

4. কোষ্ঠবন্দিতা হলে Glycerin সাপোর্জিটারী বা Enema দিতে হবে ।

5. জ্বর অবস্থায় গ্লুকোজ, ফলের রস, হরলিকস্, দুগ্ধ, হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনেঞ্জ দিতে হবে ।

প্রতিষেধক—Yellow Fever Vaccine ইনজেকশন খুব ভাল প্রতিষেধক ঔষধ ।

## ডেঙ্গু জ্বর ( Dengue )

কারণ—ডেঙ্গু ভাইরাস নামে এক জাতের ভাইরাস এই রোগের কারণ। এক ধরনের মশা এই রোগের বীজাণু বহন করে বলে জানা যায়। সব দেশে, সব বাড়িতে সব অবস্থাতেই এই রোগ হওয়া সম্ভব। ভারতেও মাঝে মাঝেই এই জ্বর হতে দেখা যায়।

লক্ষণ—1. ইনকুবেশনের সময় 5 থেকে 6 দিন। তারপর বোগ শুরুর হয়। তবে রোগ কতটা তীব্র হবে তা বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। তবে রোগের লক্ষণ গুলি 7 থেকে 10 দিন ধরে চলে থাকে।

2. প্রথমে 2—3 দিন প্রবল জ্বর শুরুর হয়, তারপর 2—3 দিন জ্বর একটু কম থাকে। তারপর আবার 3—4 দিন জ্বর হয়। রোগী 7 থেকে 10 দিন ভোগে।

3. সারা অঙ্গে ও গ্রন্থি সমূহে প্রবল ব্যথা হয়।

4. কশ্মপ ও শীতবোধ হয়ে জ্বর শুরুর হয়। বেশী জ্বরের প্রকোপের সময় মাথা ব্যথা খুব বেশি হয়।

5. কখনো বমি বমি ভাব ও বমি হতে পারে।

6. শরীরে প্রচণ্ড, ব্যথা ও কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। কখনো ব্যথা এত বেশি হয় যে রোগী ব্যথায় কেঁদে ফেলে। এই জন্য একে হাড় ভাঙ্গা জ্বর বলে।

7. জ্বর দুই-তিনদিন পর ছেড়ে বা কমে যায়—আবার হয়। জ্বরে তাপ 102 থেকে 105 ডিগ্রী ফারেনহাইট হয়।

8. দ্বিতীয় বার জ্বরের সময় রোগীর হাত-পা ও বুক এক ধরনের Rash বের হয়।

9. গলার গ্রন্থি বা দেহের অন্য গ্রন্থি ফুলে উঠতে পারে ও তাতে ব্যথা খুব হয়।

10. রোগ সেরে গেলেও অনেকদিন পর্যন্ত প্রচুর দুর্বলতা থাকে।

## জটিল অবস্থা ( Complications )

1. অনেক সময় রক্তপাত দেহের বাইরে ও ভেতরে হয়।

2. অনেক সময় শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতির হৃদয় দৌর্বল্য ও আক্কেপ, প্রদাহ, সোহ ও মৃত্যু হতে দেখা যায়।

3. তাপ কমে যাবার সময় Depression হবার জন্যও দুর্বল রোগীর মৃত্যু হতে পারে।



রোগ নির্ণয়—1. রক্তে Leucopenia দেখা যায়।

2. গ্রন্থি ফোলা, ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ।
3. জ্বর মাঝে মাঝে কমা ও প্রথমে ও শেষে দ্বাবার বৃদ্ধি।
4. দ্বিতীয় বার বৃদ্ধির সময় Rash বের হওয়া।

### চিকিৎসা

রোগের প্রথম অবস্থায় জেলসিমিরাম মাদার বা ৩x ভাল কাজ দেয়।

ব্যাপ্টিসিয়া মাদার বা ৩x এ রোগের প্রথম অবস্থায় উপকারী ঔষধ!

পরে হাড়ে ব্যথা থাকলে ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ১x খুব সফল দেয়। এরপর অবস্থা অনুযায়ী আর্সেনিক ৩x বা সিমিসিফিউগা ৩x উপকারী।

মাথা উত্তপ্ত কিন্তু সর্বাঙ্গ শীতল হলে, কার্বোডেজ ৩০।

রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x দিনে কয়েকবার ভাল।

লালবর্ণ ফুস্কুড়ি ও মাথায় ব্যথা লক্ষণে, বেলেডোনা ৩ বা ৬।

গায়ে ব্যথা, ঘাম, মাথা ব্যথা, কোষ্ঠবন্দিতা, প্রচুর ঘাম লক্ষণে, ব্রায়েরিনা ৩, ৬ বিশেষ ভাল ফল দেয়।

হাতে, পায়ে, গায়ে প্রচণ্ড ব্যথায় সব সময় মনে রাখতে হবে **ইউপেটো-পার্ক** ১x।

রক্তস্রাব লক্ষণে, ল্যাকোসিস ৬ বা ক্রোটোনাস ৩, ৬ ৩০।

গায়ে, মূখমণ্ডলে, নাক বা ঠোঁটের ধারে ফুস্কুড়ি, প্রবল, সর্দিজ্বর, হাত-পা কামড়ানো, কোমরে ব্যথা প্রভৃতিতে **নাস্টেল** ৩, ৬।

জ্বরের প্রথম মূর্ছা আক্রমণে, জেলসিমিরাম ১x।

অতিসার উপসর্গ থাকলে আর্সেনিক ৬। পেটে বা গায়ে জ্বালা থাকতে পারে।

আক্ষেপ, পেশীর বন্দিতা, উত্তাপে উপশম লক্ষণে, ম্যাগনিস ৬x।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের অন্যান্য ঔষধও এই সঙ্গে দেয়া উচিত।

### আনুভাবিক ব্যবস্থা

সর্বিষ্কৃত অন্যান্য জ্বরের মতোই। তাই পৃথক বলা হলো না।

তরল বা লঘু পথ্য দিতে হবে। জ্বর ছাড়লে ভাত ও হালকা মাছ বা তরকারীর ঝোল।

রোগ সেরে গেলে একটি ভাল ট্যাক দিতে হবে। ভিটামিন জাতীয় খাদ্য বা ঔষধ উপকারী।

প্রতিরোধ —(1) রোগীকে সব সময় মশারীর মধ্যে রাখা কর্তব্য।

2. মশা খুঁসে করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ৩০, ২০০ একটি ভাল প্রতিরোধক ঔষধ।

## গ্রন্থিজনর (Glandular Fever)

কারণ—এক ধরনের ভাইরাস জাতীয় বীজাণু এই রোগের উৎপত্তির কারণ। শিশুদের এই রোগ হয় বেশি। তবে একে ঠিক মামস্ রোগ বলা যায় না। কারণ এ রোগে প্রধানতঃ Cervical গ্রন্থিগুদাল আক্রান্ত হয়। প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দেয়। কিন্তু মামস্ রোগের আক্রান্ত হয় লালা গ্রন্থি বা Parotid গ্রন্থি।

লক্ষণ—এটি খুব ছোঁরাচে রোগ। Incubation-এর সময় 3 থেকে 7 দিন।

- I. প্রবল জ্বর হয়। জ্বর সাধারণতঃ 102 থেকে 103 ডিগ্রী ফারেনহাইট অবধি হয়।
- 2, গলা, ঘাড় লাল হয় ও সেখানে প্রবাহ হতে দেখা যায়।
3. গ্রন্থিগুদাল ফুলে ওঠে, প্রবাহ হয় ও তাতে খুব ব্যথা হয়। অনেক সময় টনটন করে।
4. Liver ও প্লীহা দুটিরই বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।
- 5 জ্বর অল্প দিন থাকে। কিন্তু গ্রন্থি ফোলা পূর্ণ সারতে প্রায় 1—3 সপ্তাহ লাগে। জ্বর 5—6 দিন থাকে। কখনো বা 3—4 দিনেই জ্বর কমে যায়।
6. অনেক সময় জ্বর ছেড়ে গিয়ে আবার আক্রমণ বা Relapse হয়।
7. কখনো কখনো Relapse হয়ে জ্বর পুরো ষষ্ঠীয় Phase অবধি চলে।
- 8, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না হলে, গ্রন্থি পেকে ওঠে ও আরও কলঙ্ক দেখা যায়।

## চিকিৎসা।

শিশুদের গ্রন্থি ফুলে ওঠা- ও জ্বর লক্ষণে (অনেক সময় বরস্কেদেরও হয়) আরোডিনাম ৩০ খেতে দিতে হবে ও আরোডিনাম মাঝারি লাগালে ভাল ফল দেয়।

জ্বর অবস্থার গ্রন্থি ফুলে উঠলে, বেলেডোনা ৩x দিতে হবে।

যে সব শিশুর শোচন ক্রিয়া ভাল হয় না, অথবা যারা শুল্ককায় এবং সহজেই ঝাম হয়, তাদের ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬, ৩০ উপকারী।

যারা বার বার এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের মাঝে মাঝে ক্যালকেরিয়া দেওয়া উচিত। কয়েক মাস ধরে এইভাবে দিতে হবে।

জ্বর ছেড়ে যাবার পর গ্রন্থিগুদাল ফোলা থাকলে দিতে হবে, ফাইটোলাক্সা ৩—৩০। যদি পুঁজের উৎপত্তি হয়, তাহলে হিপার সালফার ৩ বা ৬। পুঁজ বের হলে যাবার পর সিলিকা ৬।

পুঁজ হলে ক্যালোডুলা মাঝারি বাহ্যপ্রয়োগ করা কর্তব্য।

পুরোনো রোগে ব্যাসিলিনাম ৩০, আর্সেনিক আরোড ৩, ৩০, ক্যালি আরোড ২x, ৩x, ৩০ এবং ব্যারাইটা কার্ব ৬ বিশেষ উপকারী দেখা যায়।

পথ্য—জ্বর অবস্থার তরল, পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে।

জ্বর ছেড়ে গেলে হালকা ঝোল-ভাত পথ্য দিতে হবে।

জটিল/অবস্থা —1. কখনো গ্রন্থি পেকে ফেটে যায় চিকিৎসা না হলে।

2. কখনো কখনো চিকিৎসা না হলে Relapse করে এবং ঐ শিশু অনেকেই দ্বিতীয় জুগে কষ্ট পায়।

রোগ নির্ণয়—1. জ্বরের সঙ্গে Cervical গ্রন্থি ফুলে ওঠে।

2. রক্ত পরীক্ষার রস্বে Virus পাওয়া যায়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —সাধারণতঃ অন্য জ্বরের মতই ব্যবস্থা দি ও পথ্য, শিশুকে পৃথক ঘরে রাখা উচিত, যাতে অন্য শিশুদের মধ্যে রোগ না ছড়ায়।

জ্বর বেশি হলে মাথা ধোয়ানো উচিত।

### স্যান্ডফ্লাই জ্বর ( Sandfly Fever )

—কারণ —আমাদের দেশে এ রোগ অনেক কম। ভারতের সমান্য কিছু অংশে এই রোগ হয়। দক্ষিণ প্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ও আমেরিকাতে বেশি হয়।

স্যান্ডফ্লাই নামে এক জাতীয় মাছি এই রোগের বাহক। এদের মাধ্যমে এক জাতীয় স্পিরিলাস্ বীজাণু মানবদেহে সংক্রামিত হয় ও জ্বর হয়।

—লক্ষণ—ইনকুবেশনের সময় 7 থেকে 10 দিন। তারপর দেহে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়।

1. মাথা ধরা, হাত-পা ব্যথা, শীতবোধ, কম্প ও প্রবল জ্বর হয়।

2. দেহের গাটে গাটে প্রবল ব্যথা হয়। জ্বর 102 থেকে 104 ডিগ্রী অবধি ওঠে।

3. কখনো কখনো বমি বমি ভাব, হিঙ্কা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

4. অনেক সময় প্রস্রাব কমে যায় ও পরে নানা কষ্ট দেখা দেয়।

চিকিৎসা —ডেঙ্গু জ্বরের ঔষধাবলী লক্ষণ ভেদে লক্ষণ মিলিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

### ইরিসিপেলাস ( Erysipelas )

কারণ —এটি খুব ভয়ানক রোগ। দেহের কোন অংশ কেটে, হেঁচো বা ক্ষেটে গেলে সেই স্থান দিয়ে Staphylococcus ও Streptococcus প্রভৃতি বীজাণু প্রবেশ করে এবং তার ফলে এই রোগ হয়। মুখমণ্ডলে বেশি হয়। দেহের কক এর ফলে খুব ফুলে ওঠে ও লাল হয়ে যায়। তার সঙ্গে থাকে খুব ব্যথা ও টাটানি।

অনেক সময় এই রোগ থেকে ক্ষতে পচনক্রিয়া শুরুর হয়। তাকে বলা হয় পচনশীল বা Gangrenous ইরিসিপেলাস রোগ। দ্রুত রোগের চিকিৎসা না হলে অবস্থা খারাপ

হয় ও তখন অপারেশন করতে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত রোগী মারা বাবার ভয় থাকে—যদি চিকিৎসা না হয়।

**লক্ষণ**—1. প্রথম অবস্থায় ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে, চর্ম লাল হয়। তারপর পুঁজ জমে ও টাটানি ব্যথা প্রভৃতি বেড়ে যেতে থাকে।

2. গা শীত শীত করে, জ্বর হয়, অস্বাচ্ছন্দ্য অনভব করে। মাথা ধরা, গা-হাত-পায়ে ব্যথা হতে পারে। জ্বরের অন্যান্য লক্ষণাদি দেখা দিতে থাকে।

3. ঘায়ে পুঁজ জমলে স্থানটি খুব ফুলে যায় ও প্রবল কম্প ও বেশি জ্বরও হতে পারে। আক্রান্ত স্থানে প্রবল ব্যথা, নিকটবর্তী লিমফ্ গ্রন্থিগুলি ফুলে ওঠা প্রভৃতি দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানটি গরম হয়।

4. জ্বর বেশি হলে বমি, প্রলাপ প্রভৃতিও হতে পারে।

5. এরপরে পুঁজ শরীরে সঞ্চিত হয় ও রক্তের মাধ্যমে দেহে ছাড়িয়ে পড়ে। তার ফলে হৃৎপিণ্ডের Endocarditis, ফুসফুসে প্রদাহ, কিডনিতে প্রদাহ প্রভৃতি নানা ধরনের কুলক্ষণ দেখা দিতে থাকে।

6. দ্রুত চিকিৎসা না হলে রোগ ক্রমাগত খারাপের দিকে যেতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত Toxaemia-র লক্ষণাদি দেখা যায়। খিঁচুনি, আচ্ছন্নভাব, মোহ এবং মৃত্যু পর্যন্ত এতে দেখা যায়।

7. মৃত্যু হলে ত্রেণ আন্তরণ করতে পারে ও অবস্থা জটিল হয়।

**জটিল উপসর্গে (Complications)**—1. ত্রেণের ওপরের আবরণ বা মেনিন-জিস আক্রান্ত হতে পারে।

2. হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হতে পারে ও Endocarditis হতে পারে।

3. প্রবল Toxaemia হতে পারে। রক্তে শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি পায়।

4. ফুসফুস আক্রান্ত হয়ে পরে প্রদাহ হতে পারে।

5. কিডনিতে প্রদাহ বা Nephritis হতে পারে এবং মূত্র কমে যায় বা মূত্রবন্ধ ভাব দেখা দেয়।

6. প্রলাপ, খিঁচুনি, তড়কা, মোহ হতে পারে।

**রোগ নির্ণয়**—1. দেহের কোন স্থানে কাটা, ঘা, প্রদাহ, ফোলা, লাল হওয়া, বন্দনা প্রভৃতি থাকবেই।

2. দেহে পুঁজ সঞ্চার ও তারপর জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

3. Neutrophil বৃদ্ধি পায়, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil কমে যায় Acute অবস্থায়।

### চিকিৎসা

গায়ত্রক প্রদাহযুক্ত, আক্রান্ত স্থান প্রদাহযুক্ত, লাল, অল্প ফোলা, উন্মাদ, মাথা ব্যথা, পিপাসা, প্রলাপ, খিঁচুনি প্রভৃতিতে— **বেলেজেনা** ১, ৩।

সর্বস্বে হৃদল বেঁধার মতো ব্যথা, ফোস্কা, রস নিঃসরণ, জ্বালা, বাঁ দিকে প্রথমে শূরু হলে—রাস ট্র ৬, ৩০ ।

রসপূর্ণ, উত্তপ্ত, জ্বালাকর ফোস্কা, ফোস্কা খুব ফোলা, চুলকানি, হৃদল ফোটার মত ব্যথা, ফোলা খুব বেশি—এপিস্ মেল ৩, ৬ বা এপিয়াম ভাইরাস ৬ ।

বৃশ্চকের পাঁড়া, স্মৃতিভ্রম—অ্যামন কার্ব ৩ ।

রসপূর্ণ গুটিকা' রস যেখানে লাগে হেজে যায়—ক্যান্হারিস ৩ ।

পুঁজ উৎপত্তি হলে—হিপার সালফার ৩x ।

সামান্য রোগের প্রথম অবস্থায়—চায়না ১x ।

বার বার রোগের আক্রমণ, বিশেষ করে মূখমুণ্ডল—গ্র্যাফাইটিস ৬ ।

পচন শূরু হলে—ক্রোটেলাস ৬ ।

উজ্জ্বল লালবর্ণের প্রদাহ, অসহ্য জ্বালা লক্ষণে, অ্যান্ধ্রাজ্জনা ৩x, ২০০ ।

সাংঘাতিক বিষণ্ণতা, ২ত্যাধিক গাত্র উত্তাপ, অস্থিরতা, রক্তদৃষ্টি লক্ষণে, এচিনেসিস্সা মাদার ৩x ।

জ্বালাকর দাহ, ফোস্কা, রস পড়া—ক্যান্হারিস ।

পুঁজের সম্ভাবনায় আর্সেনিক ৬ বা কার্বোভেজ ৬ । পচনের শূরু হলে লাকোসিস ৬ ।

এক জ্বরগার ফোস্কা ভাল হয়ে অন্য জ্বরগার শূরু হলে—পালসেটিলা ৬, ৩০ ।  
বিস্তৃতি রোধ করতে হিপার সালফার ২x চূর্ণ ।

ব্যায়োকেমিক —প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x, ৩০ । ৩১ লাগানো ( বাহ্যিক ) ।

এরপর নেট্রাম সাল্ফ ৬x, ১২x শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

এছাড়া ক্যালি মিউর ৩x, ৬x এবং ক্যালি সালফ্ ৬x, ১২x উপকারী ।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. জ্বর অবস্থায় পথ্য দিতে হবে জ্বরের মতো—“ আগে বলা হয়েছে ।
2. জ্বর ছেড়ে গেলে মাছের কোল ভাত । গব্য ষতে ভাজা লুচি (কালজিরাসহ ) বা কচুই উপকারী ।
3. টক, ঝই প্রকৃতি খাদ্য এ রোগে বিশেষভাবে নিবিস্থ ।

## আরক্ত জ্বর বা স্কারলেট ফিভার (Scarlet Fever)

কারণ—এক ধরণের বিশেষ Haemolytic Streptococcus থেকে এই রোগ হয়। হাম, বসন্ত প্রভৃতির মতো এই রোগও খুব ছোঁয়াচে। বাতের প্রতিরোধ শক্তি কম তাদের এ রোগ বেশি হয় এবং দ্রুত তাদের মধ্যে সংক্রামণ ছাড়িয়ে পড়ে। শিশুদের এ রোগ বেশি হয়।

লক্ষণ—1. ইনকুবেশনের সময় 3 থেকে 7 দিন। তারপর লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ইনকুবেশনের সময় শরীরে অবসাদ ভাব দেখা দিতে পারে।

2. তারপর উচ্চ তাপ দেখা দেয়। তাপ সাধারণতঃ 102 থেকে 103 ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে। জ্বর বেশি হলে মাথাভার, প্রলাপ, বমি বমি ভাব দেখা যায়।

3. নাড়ির গতি দ্রুত হয়। 2-3 দিন পর গায়ে লাল লাল উশ্বেদ বের হয়।

4. শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হয়। গলার মধ্যে ঘা ও ব্যথা দেখা দেয়।

5. টেন্সিলের কাছে ব্যথা ও হলুদ পর্দার মত পড়ে।

6. Rash বের হলে জ্বর ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে।

7. সাধারণতঃ 7-8 দিনের মধ্যে Rash মিলিয়ে যায়—তারপর খোসা বা Scales উঠে যেতে থাকে।

প্রকারভেদ —লক্ষণ অনুযায়ী এই রোগকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

1. স্কারলেটিনা সিম্প্লেক্স (Scarletina Simplex)—এতে গলার ক্ষত ক্ষয় না। উশ্বেদ কম বের হয়। জ্বর বেশি হয় না—102 থেকে 103 ডিগ্রী জ্বর হয়। এতে টেন্সিল ফোলে ও তাতে Inflammation হয়। গলাতে ঘা হয় ও Rash বেশি বের হয়।

2. স্কারলেটিনা ম্যালিগনা (Scarletina Maligna)—এই রোগ শিশুদের একটি মারাত্মক রোগ এবং এতে মৃত্যুর ভয় থাকে। এটি হলে মাথা বেশি আক্রান্ত হয়। মেনিনজাইটিসের মত লক্ষণাদিও দেখা দেয়।

3. গলার ক্ষত বিশিষ্ট বা Scarletina Anginosa—এতে গলার Inflammation খুব বেশি হয়। জ্বর 104-105 ডিগ্রী অবধি উঠতে পারে। প্রবল জ্বরের সঙ্গে ভুল বকা, মোহ, প্রলাপ, প্রবল পিপাসা, ছট্‌ফট্‌ করা, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগ অবশ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানো কর্তব্য।

জটিল উপসর্গ—1. প্রবল জ্বর, প্রলাপ, মোহ, মাথা আক্রান্ত হওয়া।

2. মেনিনজাইটিসের মত লক্ষণ, ঘাড় বাঁকাতে পারে না ও Cerebrospinal-এ চাপ বৃদ্ধি পায়।

3. সর্দিচিকিৎসা না হলে কঠিন ধরণের রোগে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. হামে আগে গায়ে উল্লেখ্য বের হয় ঘামটির মতো এবং ঘন সিম্বিষ্ট । কিন্তু স্কারলেট ফিভারে Rash আরও একটু বড় হয় এবং ফাঁক ফাঁক হয় । এতে কিন্তু উল্লেখ্য দেখা যায় না ।
2. হাম, গলায় ব্যথা বা টেনসিলের কাছে হলুদ পর্দা পড়ে না—যা এই রোগে হয় ।
3. মেনিনজাইটিসে গায়ে Rash বের হয় না—কিন্তু তা এই রোগে হয় ।

প্রতিষেধক —বেলেডোনা ১x রোজ দুবার করে ৩ দিন ।

চিকিৎসা

জ্বর, গলার মধ্যে ক্ষত, লালবর্ণ উল্লেখ্য লক্ষণে, স্কারলেট উল্লেখ্য বেলেডোনা ।  
৬, ৩০ ।

ফাইটোল্যান্ড ১x—গলার উপসর্গ বেশি প্রকাশ পেলে ।

মার্ক কর ৩—গ্রন্থিক্ষীণিত, গলার ক্ষত, বেশি লালা, অবসন্নভাব, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, কিডনী আক্রান্ত ।

অ্যাকোনাইট ৩x—জ্বরের প্রথম অবস্থায় এবং হার্ট ট্রাবল প্রভৃতিতে ।

এপিস্ মেল—প্রবল জ্বর, জিহ্বা লাল, কিমানো, গলা ফোলা, শোথ, গ্রন্থি প্রদাহ, হার্ট ট্রাবল ।

আর্সেনিক ৩x—উল্লেখ্য প্রকাশ না পেলে, গায়ে ছক ঠাণ্ডা, তৃষ্ণা, শোথ, অবসন্নতা, আক্ষেপ, কিডনী প্রদাহ ।

সালফার ৩০—সারা দেহ উজ্জ্বল লালবর্ণ, গা চুলকানি ও জ্বালা ।

আইল্যান্ড ১x—মাথা ব্যথা । কিমানো, অচেতন্য অবস্থা, গলা ফোলা ।  
মুখ গরম ও জ্বালা, নাসিকান্নাব, প্রবল বমি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কিউপ্রাম্ অ্যাসেটিকাম্ ৩x—উল্লেখ্য বসে যাওয়া, বমি, তড়কা, মস্তিস্ক আক্রান্ত ।

অ্যাসিড মিউর ২x—কান থেকে পুঞ্জ বা কানে কম শুনলে ।

ক্রোটেলাস ৩, ৬—গলার মধ্যে ক্ষত, গ্রন্থি ফোলা ।

এচিসেসিস্লা মাদার—রক্ত বিষাক্ত । গলরোধ, গ্রন্থি বর্ধিত ও পুঞ্জযুক্ত ।

হিপার সালফার ৬, ৩০—রোগ আরোগ্য সময়ে ।

ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থায় ।

ক্যালি সাল্ফ ৬x, ১২x—হঠাৎ উল্লেখ্য বসে গেলে ।

## আনুর্বাণিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে—তা না হলে অবশ্য শিশুদের মধ্যে রোগ ছড়াবে ।
2. যদি Rash ভালভাবে বের না হয় স্পঞ্জ করতে হবে । তাতে Rash বের হয় ও জ্বর কমে যায় ।
3. পূর্ণ বিশ্রামে রাখতেই হবে ।
4. জ্বর অবস্থার জ্বরের মতো পথ্য—জ্বর ছেড়ে গেলে, মাছের ঝোল ভাত পথ্য ।

## ডিপথিরিয়া রোগ ( Diphtheria )

কারণ—এই রোগ হলো প্রধানতঃ শিশুদের রোগ । এই রোগে বয়স্কদের আক্রান্ত হতে বিশেষ দেখা যায় না । সাধারণতঃ 1—4 বছর থেকে 13—14 বছরের ছেলেমেয়েরা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে ।

এক ধরনের বীজাণু থেকে এই রোগ হয় । তার নাম হলো ডিপথিরিয়া ব্যাসিলাস বা *Crynibacteria Diphtheria* । সাধারণতঃ গলার মধ্যে গ্লেস্মা, ধূসর বা কাশির সঙ্গে এই বীজাণু বোরিলে এসে একজন শিশু থেকে অন্যকে সংক্রামিত করে ।

এই বীজাণু রোগীর গায়, বিছানা, চাষর ইত্যাদিতে বহু দিন জীবিত থাকে । তাই বাড়ীতে একজনের রোগ হলে অন্যদের হবার সম্ভাবনা থাকে । এই রোগ শহরে বেশি হয়—গ্রামেও এর মাঝে মাঝে প্রাদুর্ভাব ঘটে ।

বিড়াল এই বীজাণুর বাহক । এই বীজাণু শিশুদের দেহ থেকে বিড়ালের এই বেহে আক্রমণ করে । তারপর ঐ বিড়াল অন্য বাড়িতে গেলে, সে বাড়ীর শিশুদেরও এই রোগ হয় ।

লক্ষণ—1. প্রথম অবস্থায় এই রোগকে সীর্ষ জ্বর বলে মনে হয় । সীর্ষ হয়, তারপর গলার ব্যথা ও কিছু গিলতে গেলে কষ্ট হয় ।

2. তারপর দেখা যায় শ্বাসকষ্ট । গলা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তার মধ্যে সাদা পর্দা পড়েছে ।

3. সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না হলে পর্দা দ্রুত বিস্তৃত হয়ে শ্বাসনালীকে বন্ধ করে দেয় । শ্বাস বন্ধ হবে রোগী মারা যায় । তাই শিশুদের গলা ব্যথা হলেই পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য ।

4. কৃষ্ণ ও প্রকৃত ঝিল্লী থেকে প্রচুর লালান্নাব হতে দেখা যায় । এই লালান্ন সঙ্গে গম্ব থাকে ।

5. সামান্য রোগে গলার ব্যথা ও কোনও খাব্য গিলতে কষ্ট হয় । পরে



সংঘাতিক রোগ হলে প্রবল জ্বর ও গলা ব্যথা হয়। দ্রুত গলার পর্দা পড়ে ও রোগী শ্বাসকষ্টে মারা যায়।

6. ভেদ বমি, কপ ও দুর্বলতা থাকে সেই সঙ্গে।
7. কর্ণ প্রবাহ, কর্ণমূল প্রবাহ, ব্রঙ্কা-নিউমোনিয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।
8. জ্বর বেশি হয় না। 100 থেকে 101 ডিগ্রী জ্বর হয়। প্রস্রাব কমে যেতে পারে।

### জটিল লক্ষণ (Complications)

1. অতিরিক্ত কর্ণমূল প্রবাহ, ব্রঙ্কা-নিউমোনিয়া, গলাবন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়।
2. হাঁপানি, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট।
3. হার্ট মাম্‌স এর প্রবাহ।
4. নার্ভের প্যারালিসিস্।
5. শিশুদের নাকে এবং আরও নানা স্থানে ডিপার্থিরিয়া হবার যোগ দেখা যায়।

যেমন—

- (A) Nasal ডিপার্থিরিয়া, নাকে হয়।
- (B) Laryngeal ডিপার্থিরিয়া, স্বরযন্ত্রে হয়।
- (C) যোনির পর্দা আক্রান্ত হয় নারীদের ও সতীক্ষ্ণ ছিন্ন হয় রোগের আক্রমণে।

রোগ নির্ণয়—জ্বর, গলা ব্যথা ও গলাতে শ্বেত পর্দার মত পড়ন্ত শূন্য হয়। এটি এই রোগের নিশ্চিত লক্ষণ। রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে সন্দেহ সন্দেহে চিকিৎসা করতে হবে,—কারণ দেরী হলে শিশু অতি দ্রুত মারা যায়। তাই এই রোগের সামান্য অবহেলা অতি মারাত্মক হয়।

### চিকিৎসা

ডাঃ Allen বলেন, ডিপার্থিরিয়ার শুরুরূপে সঙ্গে সঙ্গে ডিপার্থিরিয়ার ৩০ বা ২০০ প্রতি ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

তারপর মার্ক সায়েনোটাস্ ৩০ প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে।

ফাইটোল্যান্ডা মাদার, পাঁচ ফোঁটা এক আউন্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাঝে মাঝে মৃদু ধোয়াতে হবে।

ডাঃ Villers-এর মতে গলার পচনশীল ক্ষতে মার্ক বিন্‌ আয়োড ১x প্রতি ঘণ্টা অন্তর বিশেষ সফলপ্রদ।

শোথ, লালচে মূত্র বা মূত্ররোধ লক্ষণে, এপিপ্‌স্‌ মেল ৩।

কঠিন স্লেম্মা নিসরণ, জিহ্বা হলুদ, ঝিল্লি হরিদ্রাভ—ক্যালি বাইক্রোম ৩, ৬।

গভীর অবসাদ, ফুর্পিণ্ড কণী, গলার ব্যাধা, চাপে বন্দ্যাবোধ, গ্রন্থি আকান্ত, রোগ বা দিক থেকে শূন্য হলে ডাইনে—ল্যাকসিস ৬, ৩০।

রোগ ডান দিক থেকে শূন্য হলে দিতে হবে, লাইকোপোডিয়াম ৬, ৩০।

প্রথম অবস্থার অ্যাকোনাইট ৩x ও পরে বেলেডোনা ৩x বিশেষ ফলপ্রাপ্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, গিলতে কষ্ট,, গলার ব্যাধা, গ্রন্থি ফোলা টর্নসিলের ব্যাধা প্রকৃতিতে ও প্রচুর লালাস্রাব ও গলার পর্বাভে—মার্কিউরিয়াম্ 1x ২।৩ ঘণ্টা পর পর।  
চৌকি গিলতে কষ্ট, সাধা পর্বা, জ্বর—ক্যালি মিউর ৬ দিনে ৩—৪ বার অথবা  
বার্লোকেমিক ক্যালি মিউর ৬x দিতে হবে ১—২ ঘণ্টা পর পর।

প্লেগম্যাট অবস্থা এবং রোগ শূন্য ভীতিজনক হলে একটি বিশেষ ফলপ্রাপ্ত ঔষধ হলো—

এচিনেসিয়া মাথার—প্রতি মাত্রায় ৫ থেকে ১০ ফোঁটা জলসহ ঘণ্টা-তিন ঘণ্টা অন্তর।

আর্সেনিক ৬, ৩০—রোগের শেষ অবস্থা, নাড়ি, কণী, রক্তস্রাব, গভীর অবসন্নতা, গলা ফোলা, শ্বাসনালীতে পচা কত, আঠালো পচা গন্ধ।

ডিপ্‌থিরিয়া Anti toxin ইন্‌জেক্‌শন প্রথম হোমিওপ্যাথিক বিধানেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

জানুয়ারীক ব্যবস্থা —1. সম্পূর্ণ বিপ্রাণ অবশ্য প্রয়োজন।

2. বার্লি, দূষ, বার্লি, দূষ, সাগ্‌, মিষ্ট ফলের রস, গুড়োজ, হরলিক্‌স্‌, Hydroprotein প্রকৃতি পথ্য। জ্বর পূর্ণ ছেড়ে গেলে ঝোল ভাত দিতে হবে।

প্রতিষেধক —পাড়ার এই রোগ শূন্য হলে, প্রত্যেককে এক মাত্রা ডিপ্‌থিরিয়াম ৩০ বা ২০০ অবশ্য খাওয়ানো কর্তব্য।

### মেনিন্‌জাইটিস বা মেনিঞ্জো-পাইনাল ফিভার

( Meningitis or Cerebrospinal Fever )

কারণ —মেনিঞ্জোকক্কাস নামে এক জাতের Diplococcus বীজাণু এই রোগের উৎপত্তির কারণ। এই সোণের বীজাণু খুব দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে এবং দ্রুত ক্রিয়া ফল হয়। সন্ধর সর্দাচিকিৎসা না হলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

কখনো এটি মারাত্মক আকারে এবং বহু ব্যাপকভাবে দেখা যায় এবং বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সব দেশে সব জায়গাতেই এই রোগ হতে পারে। অনেক সময়ই এটি Epidemic ভাবে শূন্য হয়।

ঘন বসতি, নির্মল বাতাসের অভাব এই রোগ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়। মাথারপঃ গ্রাম থেকে শহর এবং শহরতলীতে এই রোগ বেশি হয় এবং বেশি বিস্তার লাভ করে। বাতাসে খোঁরা বেশি হলে এই রোগ বিস্তারে সর্বাধিক হয় বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন।

লক্ষণ—রোগের বীজাণু রক্তের সঙ্গে মিশে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের বাইরের আবরণ বা Meninges-কে আক্রমণ করে। বীজাণু প্রথমে রক্তে মেশে। তারপর রোগে উপস্থিত হয় ও পরে মেরুদণ্ডের স্বেচ্ছা কাণ্ডে যায়। এই রোগীর হাঁচি, কাশি প্রভৃতি থেকেও রোগ বিস্তার লাভ করে।

বীজাণু প্রথমে যায় গলন, লী বা ফ্যারিংক্স-এ। তারপর বিভিন্ন পথে রক্তে মেশে ও বংশ বৃদ্ধি করে। অবশেষে মস্তিষ্ক, ক্রুর বিজলী ও মেরুদণ্ডে বিজলী আক্রমণ করে। তার ফলে ঐ সব অংশে প্রদাহ হয় ও জল জমতে থাকে। মেনিনজিসের দু'টি পর্দার মধ্যে জল জমে ও Cerebrospinal Flu.d-এর চাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এভাবে লক্ষণগুলি বিস্তৃতভাবে বলা হচ্ছে—

1. ইনকুবেশনের সময় 3 থেকে 15 দিন। তবে বীজাণু রক্তে প্রবেশ করলে জ্বর শুরুর হয়ে যায়। অনেক সময় জ্বর ছেড়ে গিয়ে আবার জ্বর আসে।

2. প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও মাথার বন্দনা শুরুর হয়।

3. কখনো বমি বমি ভাব ও বমি হয়।

4. অনেক সময় চামড়াতে মশক দংশনের মতো ছোট ছোট লাল দাগ দেখা দেয়। অবশ্য পরে তা মিলিয়ে যায়।

5. প্রধান লক্ষণ দেখা দেয় জ্বরের সঙ্গে ঘাড়ের প্রচণ্ড ব্যথা ও বন্দনা। এই বন্দনা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। রোগী ঘাড় বঁকাতে পারে না। তা করতে গেলেই রোগী কষ্ট পায় ও জোরে চিৎকার করে ওঠে। রোগী শূন্যে থাকলে মাথা তুলে হাঁটুর দিকে বঁকাতে পারে না।

6. জ্বর বাড়লে প্রলাপ শুরুর হয়। রোগী মাঝে মাঝে প্রলাপ বকে ও চমকে চমকে ওঠে।

7. এর পর ক্ষণে ক্ষণে চিৎকার, অচেতন্য অবস্থা বা গোহ অবস্থা ( Coma ) দেখা দেয়। ঘাড়ের সব সময় একটা টান ধরা ভাব বা Neck Rigidity থাকে। রোগীর মাথা তুলতে গেলে ঘাড়ের শক্তভাব বোঝা যায়।

8. ঘাড়ের জন্য অনেক সময় চক্কু তারকা টারকা বলে মনে হতে থাকে।

9. Kernig's Sign দেখা দেয়। রোগীর Hip Joint মোড়া অবস্থায় তার Knee Joint টান করতে গেলে রোগীর মাংসপেশী শক্ত হয়, যার জন্য তা টান করতে পারা যায় না। এই লক্ষণকে বলে Kernig's Sign—এটি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

10. জ্বর সাধারণতঃ 102—104 ডিগ্রী ওঠে । চিকিৎসা না হলে জ্বর 105—106 ডিগ্রী উঠে রোগী মারা যায় ।

11. অনেক সময় মাংসপেশীর স্পন্দন, তড়কা হয় এবং কন্ট্রোলার (Tetanus) রোগের মত বেহ বোঁকে যায় । C. S. Fluid-এর চাপ বৃদ্ধি ফলে । তখন রোগী জ্ঞানশূন্য বা অচেতন্য হয়ে পড়ে থাকে ।

12. অনেক সময় ফুসফুস আক্রান্ত হয় ও নিউমোনিয়ার লক্ষণও প্রকাশ পায় ।

13. শিশু ও শ্রুবকদের এই রোগ বেশি হয় ।

### জটিল উপসর্গ

1. ব্রুসেলা-নিউমোনিয়া হয় ও তার জন্যে রোগ জটিল হয়ে ওঠে ।

2. রোগীর C. S. Fluid চাপ বৃদ্ধি পাবার জন্যে বেহ বোঁকে গিয়ে কন্ট্রোলার মত হয়ে মৃত্যু হয় ।

3. তড়কা, খিঁচুনি, প্রলাপ, মোহ ও মৃত্যু হতে পারে স্টিচিকিৎসা না হলে ।

4. বেহের তাপ বৃদ্ধি পাবার জন্যে ও Toxaemia-এর জন্যে হার্টফেল করে ।

5. C. S. Fluid-এর বৃদ্ধি ফলে রোগের সূক্ষ্ম শিরাদি ছিঁড়ে যেতে পারে ।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)—1. Kernig's Sign হলো রোগ নির্ণয়ের প্রধান লক্ষণ ।

2. টিটেনাস হলে প্রথমে জ্বর হবার আগে Lock Jaw হয় বা দাঁতে দাঁত চেলে রাখা, এতে তা হয় না ।

3. টিটেনাসে জ্বর বৃদ্ধি কম হয়, এতে জ্বর বৃদ্ধি অনেক বেশি হয় ।

4. টিটেনাসে পুরোনো ক্ষত দৃষ্টির ইতিহাস থাকে, এতে তা থাকে না ।

5. অন্য রোগের সেকেন্ডারীরূপে মেনিঞ্জিস আক্রান্ত হলে তা এত Serious হয় না—এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তা থেকে রোগ নির্ণয় সহজ হয় ।

6. C. S. Fluid অপবীক্ষণ পরীক্ষা করলেই Meningo Coccus দেখা যায় ।

### চিকিৎসা

এই রোগের একটি অতি ফলপ্রসূ ঔষধ—সাইকিউটা ০, ৬ ।

প্রলাপ ও মাথার বিকারে—বেলেভোবা ০, ৬ ।

উত্তেজনাপূর্ণ ভাব, সহজেই রোগে ওঠে, বিকার, প্রলাপ, 'বাড়ি বাব' বলে—জায়োনিয়া ৬, ১০, ২০০ ।

তন্দ্রাভাব, অচেতন্য অবস্থা, ধীর শ্বাস, অন্ন-প্রত্যাহ্নে বাক্যভাব— ওপিয়াম ৩, ৬ ।  
 জ্বরীর মানসিক অবসন্নতাভাব, মাথার পেছনাবিকে ব্যথা, ক্রমাগত মাথা নাড়ে  
 —হেলিবোরাস ৩x ।

মাথা পেছনে বেঁকে যায়, তড়কা, আক্ষেপ প্রভৃতিতে, ভিরেট্রাম ভির ।

পেশী সংকোচন এবং আক্ষেপে সব ঔষধ ব্যর্থ হলে, সিমিসিফিউগা ৩, ৬ ।

কানের নীচে ও পেছনে ব্যথা. অ্যামন্ কার্ব ২০০ ।

সাম্মিপাতিক জ্বর, বিকার, রোগীর নিশ্চেষ্ট ভাব, রক্ত বিষাক্ত ভাব, ক্রোটেলোস্  
 ৬, ৩০ ।

হঠাৎ রোগীর উৎকটভাব, হিমাক্স—অ্যাসিড হাইড্রো ৩x ।

পক্ষাঘাত, বধিরতা, প্রবল শীত, জ্বর মাথাব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে, জেলসিমিল্লাম  
 ১x, ৩x ।

বধিরতা উপসর্গে সিলিকা ৬ বা সালফার ৩০ ।

বারোকেমিক—নেট্রাম সাল্ফ্ ৬x, ১২x প্রধান ঔষধ ।

জ্বর, দ্রুত নার্শি, প্রস্রাপ, ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x ।

ফেরামের পর শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যালি মিউর—৩x, ৬x, ১২x ।

ক্যালকোরিয়া ফস্ ৩x, ৬x মাঝে মাঝে দিলে ভাল হয় ।

Lumber Puncture প্রয়োজন হতে পারে ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —(১) রোগীকে সব সময় পৃথক ঘরে শুইয়ে রাখা কর্তব্য ।

(২) জ্বর খুব বেশি হলে মাথার জলপটি বা Ice Bag দিতে হবে । বেশি জ্বরে  
 স্পঞ্জ করলে জ্বর কমে যায় ।

(৩) রোগীর ঘরে যেন গোলমাল, হৈ চৈ, কান্নাকাটি প্রভৃতি না হয় ।

(৪) জ্বর অবস্থার জ্বরের মত পথা । তারপর সদৃশ হলে ঝোল-ভাত পথা ।

### সেপটিক জ্বর ( Putrid Fever )

কারণ—এই জ্বর সাধারণতঃ রক্তের মধ্যে বীজাণু বা Toxin বা পু'জের দ্বারা  
 উৎপন্ন হয় । এই সব বীজাণুর মধ্যে Staphylococcus, Gonococcus,  
 Pneumococcus প্রভৃতি প্রধান ।

লক্ষণ—আসলে এই রোগে জ্বর হলো একটি লক্ষণ মাত্র । প্রধান কারণ হলো  
 Septic Focus । নানা কারণে রক্ত দূষিত হয়ে থাকে । যেমন—

1. কোনভাবে বেহে প্রবিষ্ট বীজাণু সংশ্লিষ্ট জমাট-রক্ত ক্রমশঃ রক্ত প্রবাহে মিশে  
 যায় । তার ফলে রক্তের শেবত-কণিকার সঙ্গে এ সব বীজাণুর লড়াই হয় । যে স্থানে  
 এই ধরনের প্রবাহ হয়, সেই স্থান লাল হয় ও ফুলে ওঠে । অনেক সময় পচন শব্দ হয়  
 এবং Gangrene হয়ে থাকে ।

২. এই সঙ্গে জ্বর আসে। কখনো জ্বর খুব বেশি হয়ে থাকে। তার ফলে শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে থাকে।

৩. সদ্য প্রসূতির প্রসব—ফুলের টুকরো ( Placenta ) অনেক সময় জরায়র থেকে বের হয় না এবং জরায়র মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু করে। অনেক সময় গর্ভপাত হবার পর গর্ভফুলের টুকরো জরায়র মধ্যে আটকে গিয়ে তা পচতে থাকে। তার ফলে জ্বর দেখা দেয়। এই সব জ্বরে প্রচণ্ড দুর্বলতা, শীত ও কম্প হয় এবং আক্রান্ত স্থানে ব্যথা হয়ে থাকে।

৪. অনেক সময় প্রচণ্ড বিবাক্রিয়া বা Toxaemia-র জন্য জ্বর হয়। জ্বর খুব বেশি হয়। 102 থেকে 105 ডিগ্রী জ্বর হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে জ্বর কমে আবার তা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৫. অনেক সময় বীজাণুও Toxin রক্তে মিশে। তা ছাড়া দেহের নানা জায়গায় ফোঁড়া হতে থাকে। তাকে বলে Pyoemic abscess।

তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর ও কম্প প্রভৃতি দেখা যায়। প্রচুর ঘাম, দুর্বলতা, শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। জ্বরের সঙ্গে অনেক সময় বমি, মাথাধরা, গারে হাতে-পায়ে ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়।

৬. কখনো কখনো এই সব বীজাণু ফুসফুসে গিয়ে স্থান লাভ করে। তার ফলে ফুসফুসে Pulmonary Embolism দেখা দেয়।

৭. অনেক সময় লিভারে ব্যথা হয়। লিভারে Abscess বা ফোঁড়া হয়।

জটিল উপসর্গ—1. ফুসফুস আক্রান্ত হলে নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

২. হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হলে জটিল অবস্থা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৩. লিভার আক্রান্ত হলে Liver Abscess হতে পারে।

৪. মস্তিস্ক বা Meninges আক্রান্ত হলেও অবস্থা খারাপের দিকে যায়।

### চিকিৎসা

ফাইটোলাক্টা ০ ( ২—৫ যোঁটা প্রতি মাত্রা ) রক্ত দ্বণের সম্বেহ হলেই খুব ভাল ফল দেয়।

আর্গিকা ০—আঘাত, পতন, ক্ষত, অথবা অস্ত্রাদি চিকিৎসার পর। প্রসবের পর প্রসূতির রক্ত দূষিত হলে।

মার্ক সল—৬—পচনের উপরত্বে।

আর্সেনিক ৩x—অস্থিরতা, জ্বালাকর ব্যথা, জ্বর, অবসন্নতা, জিহ্বা লাল, বহুদিন ধরে ক্ষত দূষিত হতে থাকলে। এটাই এই রোগের প্রধান ঔষধ।

পাইরোজেন ২০০—প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, চুত গায় উত্তাপ বৃদ্ধি, প্রচুর গরম

ধাম সহ জ্বর, ধাম হলেও জ্বর কমে না । ধাম প্রকৃতিতে দুর্গন্ধ । স্বর্ষ্যপাত্ত দুর্বল । প্রসবের পর বিঘাত্ত জ্বর ।

ল্যাকোসিস ৬—রক্ত দূষিত হওয়া, তন্দ্রা, প্রলাপ ।

ব্যাপ্টিসিরা মাধার, ৩x—সামিপাতিক বিকার, প্রবল জ্বর (১০২—১০৫°), গারে দুর্গন্ধ, পাতলা দুর্গন্ধ কালচে পায়খানা, জিহ্বা শুকনো ।

চিনি নাম্ সালফ্—মৃদু দীর্ঘস্থায়ী জ্বরে ।

রাস্টেন—শরীরেব গ্রন্থি আক্রান্ত হলে ।

ব্রান্নোনিরা মাধার—নড়লে ব্যথা বৃদ্ধি, জ্বালা, পিপাসা ।

এডিনেসিরা—রক্ত বিঘাত্ত, রোগীর গা থেকে দুর্গন্ধ ।

কার্বোভেজ ৩—হাত-পা ঠাণ্ডা, চক নীলাভ, প্রচুর ঠাণ্ডা ধাম, খোলা হাওয়ার উপশম ।

অ্যাসিড্ মিউর ৬, ৩০—অবসন্নতা, শুকনো জিহ্বা, দস্তমল, সবিরাম নাড়ির গতি । আঘাত জনিত রক্ত দূষণে, অপারেশন জনিত ক্ষত, আঘাত জনিত ক্ষত প্রকৃতিতে, আর্গিকা ৬, ৩০, বা ২০০ সেবন এবং আর্গিকা ৩ লাগানো ।

রক্তপ্রাব প্রবণতার, ক্রোটেলাস ৬x ।

এ ছাড়া সিকোর কর ৩, জেলসিমিরাম ১x, ফস্ফরাস্ ৬, সিলিকা ৩, হিপার সালফার ৩০ প্রকৃতি প্রয়োজন অনুযায়ী ।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা —1. জ্বর হলে রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে । জ্বরের মতো প্রয়োজনীয় পথ্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে ।

2. জ্বরের সময় জ্বরের মত ব্যবস্থাদি—জ্বর ছেড়ে গেলে কোল-শাত পথ্য । টক্, দুই প্রকৃতি বর্জনীয় । মশলাযুক্ত পথ্য বর্জন করতে হবে ।

### হামজ্বর ( Measles )

কারণ—এক ধরনের ভাইরাস জাতীয় বীজাণু থেকে এই রোগ হয় । প্রধানত শিশুদের মধ্যে এই রোগ বেশি ছর থাকে । 3—4 বছর বয়স থেকে 15—20 বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোরদের এটি বেশি ছর ।

এটি খুব ছোঁরাচে বা সংক্রামক রোগ । বাড়ির একটি শিশুর হলে অন্যদের মধ্যেও রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকে আক্রান্ত হয় । তাই বাড়ির কোনও শিশু আক্রান্ত হলে তাকে পৃথক ঘরে রাখা অবশ্য কর্তব্য । যুবকদের কঘাচিত এই রোগ ছর । এই ভাইরাস্ বাভাসের মাঝে ঘিরেও ছড়িতে পারে বলে, এত খেপী শিশুরা এতে আক্রান্ত হতে পারে ।

লক্ষণ —(1) শীতের শেষ এবং বসন্ত কালে এই রোগ বেশি হতে দেখা যায় । ইনকুবেশনের সময় 7 থেকে 20 দিন ।

(2) প্রথমে সর্দি, কাশি, হাঁচি শূন্য হয়। তবে 2—1 দিনে জ্বর ছাড়ে না। 2—3 দিনের মধ্যে গায়ে উদ্ভেদ বা ঘামাচির মতো Rash বের হতে থাকে। তখন একে হাম বলে বন্ধুতে পারা যায়।

(3) গায়ে হাম বের হলে জ্বর ধীরে ধীরে কমে যায়। 3—4 দিন পরে হাম সেরে যায় ও উদ্ভেদ বসে যায়।

(4) অনেক সময় জ্বর হঠাৎ শূন্য হয় এবং 102—103 ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। সেই সময় রোগী প্রলাপ বকে এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

(5) অনেক সময় ব্রুকাইটিস ও নিউমোনিয়ার লক্ষণাদি এই সঙ্গে প্রকাশ পায়। তখন রোগীর জীবন আশঙ্কা বা প্রাণসংশয় হতে পারে।

প্রকারভেদ — লক্ষণ অনুযায়ী হামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

(1) সরল হাম বা Simple Measles—জ্বর অল্প হয়। হাম বের হয়। হাম বের হলে জ্বর কমে যায় ও ছেড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সেরে যায়।

(2) কঠিন বা Acute Measles—হঠাৎ জ্বর হয় ও বেশি জ্বর হয়। প্রচুর ঘাম হয় ও জ্বর চলতে থাকে। জ্বর সহজে কমে না—ধীরে ধীরে কমে ও হাম সারতে দেরী হয়। এই সঙ্গে প্রলাপ বকা, চোখের প্রদাহ, কানে পুঁজ ইত্যাদি নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্ত আমাশয় প্রভৃতিও হতে পারে এই সঙ্গে।

(3) ব্রুকা-নিউমোনিয়া হাম —এই জ্বরে শ্বরভঙ্গ, বৃক, ফুসফুস, ব্রুকাস প্রভৃতি আক্রান্ত হয় ও প্রবল জ্বর চলতে থাকে। শ্বাসকষ্ট হয়। রোগীর অবস্থা ভয়াবহ হয় এবং রোগী মারা যেতে পারে।

জটিল উপসর্গ (Complication)—(1) হকের নিচে অল্প পুঁজ জমতে পারে। তার ফলে শিশুরা খুব কষ্ট পায়।

(2) ব্রুকা-নিউমোনিয়া, বৃক্কের মধ্যে ঘড় ঘড় করা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ হয় ও প্রবল জ্বর চলতে থাকে।

(3) অনেক সময় চোখ আক্রান্ত হতে পারে।

(4) কান আক্রান্ত হলে Otitis Media হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—গায়ে হামের উদ্ভেদ থেকে রোগ চেনা যায়। অন্য রোগের উদ্ভেদের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। সারা গায়ে বের হয়—ঘামাচির মতো ছোট ছোট হয়। হাম সব বেরিয়ে গেলে প্রায়ই জ্বর কমে—এক্সাণ্ডে ব্রুকা-নিউমোনিয়িক ছাড়া।

### চিকিৎসা

প্রাথমিক স্তর—অ্যাকোনাইট 6x, গরম জলে স্নান।

হাম বের হলে—পালসেটিলা, মেলিসারিয়ারাম, ইউক্রোসিয়া।



হাম বের না হলে—বেলেডোনা, অ্যামন্ কার্ব, স্পঞ্জ করা ।

হাম বসে গেলে—বাইরো, জেল্‌স্, অ্যামন কার্ব, ক্রিস্‌চাম, সাল্‌ফার ।

গুটি বসে গেলে—ক্যালি সাল্‌ফ্ ৩x—১২x ।

ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা, জ্বর, রক্তাধিক্য ।

ক্যালি মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, কাশি, গ্রিন্‌ স্ফীতি প্রভৃতি ।

অ্যাণ্টিম টার্ট ৬ বা ফস্‌ফরাস ৬—বায়নলী বা ফুসফুস আক্রান্ত হলে ।

বেলেডোনা ৩, ৬—নাড়ি কঠিন, চোখ-মুখ লাল, স্বরভঙ্গ, মাথা গরম, ভদ্দা, হঠাৎ চমকে ওঠা ।

ক্যাম্‌ফার, মাদার—সর্বাত্ম শীতল, নীলবর্ণ, অত্যন্ত অবসন্ন ভাব, পতন অবস্থা ।

আর্সেনিক ৬, ৩০—কৃষ্ণবর্ণ হাম, পাকাশয়ের গোলমাল ।

ভিরেট্রাম ভির. মাদার ২x—হাম বের হতে দেৱী, তড়কা, প্রলাপ, প্রবল জ্বর প্রভৃতিতে ।

ক্যালি বাইক্রেম ১ বিচর্ণ—কাশি, রুফাইটিস্ ।

ব্রায়োনিয়া ৩x, ৩০—হাম বসে যাওয়া, শব্দকনো কাশি, জ্বর ।

জেল্‌স্ ১x, ৩—হাম বসে গিয়ে প্রবল জ্বর, সর্দি প্রভৃতিতে ।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬—এটি হামের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ । কাশি, গলা ঘড় ঘড় করা, নাক দিয়ে গ্লেটমা বা রক্তপ্লাব, উদরাময়, পিপাসা বেশি থাকে না ।

জ্ঞানবৈদিক ব্যবস্থা —1. হাম খুব ছোঁয়াচে রোগ—একথা সব সময় মনে রাখতে হবে । রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে । শিশুদের ঐ ঘরে আসতে দেওয়া উচিত নয় ।

প্রতিষেধক —মর্বিলাইনাম ৩০ বা ২০০ রোজ একবার বা পালসেটিল: ৩ সেবন শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ।

2. রোগীকে সব সময় শয্যায় শুইয়ে রাখা কর্তব্য । মশারীর মধ্যে রাখা উচিত ।

3. প্রথমে তরল খাদ্য । তবে লঘুপাচ্য, মাছ, ডিমের পোচ বা হাফবরেল প্রভৃতি স্প্রাটিন খাদ্য দিতে হবে ।

4. যদি জ্বর চলতে থাকে ও হাম ভালভাবে বের না হয়, তাহলে তা ধারাপ । রোগীকে গরম জল দিয়ে স্পঞ্জ করতে হবে ।

5. সাগু, বার্লি, ফলের রস, ( মিষ্ট রস ) গ্লুকোজ প্রভৃতি পথ্য । টক নিষিদ্ধ ।

6. উচ্ছে পাতার রস খাওয়ানো ভাল—অথবা উচ্ছে সিদ্ধ ।

7. সর্দি বা নিউমোনিয়া না থাকলে চিরতা ভেজানো জল খাওয়ালে ভাল হয় ।

### জল বসন্ত ( Chicken Pox )

কারণ—এই রোগের কারণ এক ধরনের ভাইরাস—তাদের নাম Varicella Virus বা চিকেন পক্স ভাইরাস। এগুলি ভীষণ ছোঁরাচে। এই রোগ শীতকালের শেষদিকে ও বসন্তকালে বেশি হয়। এই রোগের আবির্ভাব হলে, অনেক সময় তা Epidemic বা Endemic ভাবে দেখা দিবে থাকে। এই রোগ খুব মারাত্মক নয়—তবে এটি যে কষ্টদায়ক রোগ সন্দেহ নাই।

লক্ষণ—লক্ষণ অনুযায়ী Chicken Pox-কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

1. Simple Type—এটি অল্প জ্বর হয়ে সারা গায়ে গুঁটি বের হয়। তবে খুব বেশি বের হয় না। জ্বর অল্প হয় ও বেরিয়ে গেলে জ্বর ছেড়ে যায়। জ্বর হয় 98—100 ডিগ্রী। জ্বরের হবার পর শুকোবার আগে আবার একটু জ্বর আসতে পারে।

2. Actue Type—এটি বেশি কষ্টদায়ক এবং এতে নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(a) জ্বর 103 থেকে 104 ডিগ্রী হয়। রোগী প্রলাপ বকতে পারে বা আচ্ছন্ন মত পড়ে থাকে।

(b) জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে গা, হাত-পা, কোমরে ভীষণ ব্যথা হতে থাকে ও কষ্ট হয়।

(c) জ্বর আসার সময় কম্প হয়, জ্বর সহজে ছাড়তে চায় না।

(d) 2—4 দিন পর সারা গায়ে জল বসন্ত বের হয়। এগুলি আসল গুঁটি বসন্তের থেকে বড় হয়। এগুলি সুক্ষ্ম অগ্রভাগবস্তু হয়ে থাকে।

(e) গুঁটি বের হলে জ্বর কমে যায়।

(f) অনেক সময় শুকোবার আগে জ্বর বৃদ্ধি পায় ও রোগী কষ্ট পায়। গুঁটিগুলিতে প্রথমে জল জমে, পরে তা শুকিয়ে আসে।

(g) গুঁটি গুল গেলে তাতে দ্বা ও খুব ব্যথা হয়। যাতে দ্বা না হয়, সেদিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

(h) অনেক সময় বৃকের কম্ব্লিকেশনও দেখা দিতে পারে বলে জানা যায়। এরূপ হলে জ্বর সহজে কমে চায় না।

### জটিল অবস্থান ( Complications )

1. চর্ম স্ট্র্যাফাইলো প্রভৃতি কব্জাসের সেকেন্ডারী আক্রমণ ঘটতে পারে। তাতে দ্বা হয় ও সহজে শুকতে চায় না।

2. অনেক সময় ব্রুফা-নিউমোনিয়া হয়—তাহলে রোগ কঠিন হয়। রোগী কষ্ট পায়। শিশুদের থেকে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটি বেশি হয়।

3. অনেক সময় Virus, Brain-কে আক্রমণ করে Encephalitis ঘটতে

পারে। রোগী বেশী জ্বর প্রলাপ বকতে পারে। এগুলি সাবধানে দেখা কর্তব্য।

রোগ নির্ণয়—জল বসন্ত ও আসল বা গুটি বসন্ত এই দুটির মধ্যে রোগ নির্ণয় কঠিন হতে পারে। এই জন্য এদের পার্থক্যগুলো জানা কর্তব্য। তাহলে সহজে রোগ নির্ণয় করা যায়।

জল বসন্ত	আসল গুটি বসন্ত
1. সারা দেহে কিছুর কিছু গুটি বের হয়, তবে হাতে-পায়ে কম। মুখেও কম।	1. হাত-পা ও মুখেই বেশি গুটি বের হয়।
2. গুটিগুলি ফোঁস্কার মত ও বড় হয়।	2. গুটিগুলি কিছু ছোট হয়।
3. গুটিতে এদের মত পদার্থ জমে।	3. গুটিতে পুঞ্জের মত পদার্থ জমে।
4. দাগ সহজে মিলিয়ে যায়।	4. দাগ গর্ত হয়ে যায়—সহজে মেলান না।
5. জ্বর কম হয় ও প্রায়ই গুটি বের হলে ছেড়ে যায়।	5. জ্বর বেশি হয় এবং অনেকদিন চলে।
6. যা প্রায়ই হয় না—কেবল গলে গেলে হয়।	6. সব গুটিগুলি থেকেই দাগের মতো গর্ত হয়।
7. এটি প্রায়ই মারাত্মক নয়।	7. এটি মারাত্মক।
8. দ্রুত আরোগ্য হয়।	8. আরোগ্য হতে বেশি সময় লাগে।

### চিকিৎসা

প্রতিষেধক —পাড়ান—বা বাড়িতে এই রোগ শূন্য হলে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ঔষধ হলো মমলেন্ড্রিনাম ৩০ বা ২০০ সেবন।

প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর প্রকৃতি লক্ষণে বিতে হবে, অ্যাকোনাইট ৩x।

রোগ শূন্য হয়ে গেলে, রাসটর ৩ এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা যায়।

যদি রাসটর ব্যর্থ হয় তা হলে বিতে হবে অ্যান্টিম টার্ট ৬ অথবা এপিঙ্গ মেল ৬।

পা ব্যথা, মাথা ধরা, কপন প্রকৃতি লক্ষণে বিতে হবে—ফেলসিগাম ১x।

ফুসফুস প্রবাহে ফসফরাস বা অ্যাণ্টিম টার্ট ৬ উপকাৰী ।

ফুসফুসে রক্ত সঞ্চার হলে, ব্রাসেলিনিয়া ৬, ৩০ ।

ব্রুসাইটিস্-হলে ব্রাসেলিনিয়া, ক্যালি বাইক্ৰোম বা অ্যাণ্টিম টার্ট ৬, ৩০ ।

শোথ, চোখ বন্ধে থাকে, গলা ফোলা প্রভৃতিতে, এপিস্ বা বেল ৬ ।

প্রলাপ ও প্রবল জ্বরে হারোসাসারামাস, বেলডোনা, স্ট্র্যামোনিয়াম বা তিরেট্রাম  
ভিন্ন ৩, ৬ বা ৩০ ।

হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়া বা মূর্ছা লক্ষণে, ব্যাপটিসিয়া-বা আসে'নিক ৬ ।

চক্ষু প্রবাহ হলে, মার্কা' কর ৬ ।

স্ফোটক হলে হিপার সালফার ৬, ফসফরাস ৬ বা সালফার ৬ ।

গুটিগুটি হঠাৎ বসে গিয়ে হিমাক্স, শ্বাসবষ্ট প্রভৃতি হলে বর্নবনীর ক্যাম্ফার  
মাদার ঈষদ্বক্ষ জলে ৩-৪ ফোটা পনেবো মিনিট অন্তর ।

**জানুয়ারীক ব্যবস্থা** 1. বোগাঁকে পৃথক ঘবে মশাবারী মধ্যে শূইয়ে রাখা কত'ব্য  
যাতে রোগ অন্যত্র না ছড়ায় ।

2 উচ্ছে বা করলাপাতার রস বা উচ্ছে সিদ্ধ দিনে 2 বাব খেতে দিলে উপকার  
হয় ।

3. রোগীর পোষ্যকাডি ও বিছানাপত্র পৃথক ও পরিষ্কার রাখা অবশ্য  
কর্ত'ব্য ।

4. গুটি ঠিক মতো বের না হলে, দেহেব সর্বত্র স্পঞ্জ কবতে হবে । তাতে গুটি  
সব বের হয়ে যায় ।

5. রোগী যাতে গা-হাত-পা চুলকিয়ে গুটি না গলিবে ফেলে, সেদিকে নজর রাখা  
অবশ্য কর্ত'ব্য ।

6 সাগু, বার্ল, হরলিকস, দ্বধ ও গুদকোজ পথ্য । হাইড্রোপ্রোটিন বা  
প্রোটিনেজ দেওয়া ভাল । গুটি শূকিবে গেলে মাছ, ডিম, ছান। প্রভৃতি প্রোটিন  
খাদ্য খেতে দিতে হয় ।

7. রোগীর ঘর নিয়মিত ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার বা লাইজল প্রভৃতি বীজাণু  
নাশক ঔষধ দিয়ে বীজাণু শূন্য কবা কর্ত'ব্য ।

### গুটি বসন্ত ( Small Pox )

**কারণ** — এই রোগও আসল বসন্তেব মত শূব ছোঁয়াচ রোগ । এটি আরও মারাত্মক,  
তবে Small Pox Va.cine বা টিকা নিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় । তাই  
সারা বিশ্বে আজ এই ভাবে এই কষ্টদায়ক ভয়ংকর রোগকে নিমূ'ল করা প্রচেষ্টা চলেছে ।

এক ধরণের ভাইরাস থেকে এই রোগ উৎপন্ন হয় তার নাম Variola Virus । এই  
বীজাণু এত সুক্ষ্ম যে সাধারণ অণুবীক্ষণে দেখা যায় না । Filter Paper দিয়ে

ছাঁকিলেও এই বীজাণুকে আটকানো যায় না। বসন্ত রোগীর গুদটির রসে বা খোসাতে এই বীজাণু প্রচুর থাকে। তাছাড়া রোগীর দেহেও এই বীজাণু থাকে। তবে এই রোগ একবার হলে গেলে জীবনে পুনরাক্রমণ প্রায়ই হয় না। কিন্তু জল বসন্ত বা হাম জীবনে একাধিকবার হতে পারে।

গো-বসন্তের সঙ্গে এর নৈকট্য আছে। তাই প্রতিষেধক হিসাবে গো-বসন্তের টিকা নিলে সহজে এই রোগ হয় না এবং দেহে প্রতিরোধ শক্তি জন্মায়।

এই ব্যাধি ভীষণ মারাত্মক। যখন এটি Epidemic বা Endemic ভাবে শূন্য হয়, তখন প্রচুর লোক এই রোগে মারা যায়। প্রাচীন কাল থেকেই সর্বত্র এই রোগ মহামারীর সৃষ্টি করেছে। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এই বোগ সংক্রামিত হয়।

সাধারণতঃ শীতের শেষ বা বসন্তকালে এই বোগ বেশি হয় বলে, একে বসন্ত রোগ বলা হয়।

**লক্ষণ** — এই বীজাণু দেহে প্রবেশ করার পর 10 থেকে 25 দিন পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকতে পারে। তার সাধারণতঃ 10—15 দিনেই মধোই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগ আত্মপ্রকাশ করে।

1. প্রথমে জ্বর কাঁপানি দিয়ে জ্বর আসে। জ্বর সাধারণতঃ 103 থেকে 104 ডিগ্রী হয়।

2. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা, মূখ লাল, অবসাদ কোমর, গা-হাত পা প্রভৃতিতে ব্যথা হয়। জ্বর বেশি হলে প্রলাপ বা আচ্ছন্ন ভাব দেখা যায়।

3. কখনো কাশি, গলাব্যথা স্বরভঙ্গ হতেও দেখা যায়।

4. তারপর তিন চারদিন জ্বর চলার পর গায়ে গুদটি বের হতে শূন্য হয়। গুদটি বেশি হয় মুখে, হাতের কনুই থেকে নিচের অংশ এবং গায়ের হাঁটু থেকে নিচের অংশে 12 থেকে 15 ঘণ্টার মধ্যে সারা গায়ে গুদটি বেরিয়ে যায়।

5. গুদটি সব বের হওয়ার পর জ্বর কমে যায়। রোগী একটু সুস্থ বোধ করে। কোমর ও গায়ের ব্যথা অনেক কমে আসে। গুদটিগুদালি প্রথমে লাল ফুস্কুড়ির মত (Papule) দেখায়। মূদুভাবে হাত বোলোলে এগুদালি শক্ত দানার মত মনে হয়। মূখ, মাথা, হাত, পা ও পাহাড় গুদটি আগে বের হয়, তারপর অন্য জায়গায়। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শরীরের নরম স্থানের থেকে শক্ত স্থানে গুদটি বেশি হয়।

গুদটি বের হবার 2 দিন পরে অর্থাৎ রোগ শূন্যের 5—6 দিন পরে, গুদটিগুদালি ফোঁপে ওঠে এবং জলভরা ফোস্কার মত দেখায়। এই সব ফোস্কা কিন্তু নিটোল।

এ গুদালির মাথা একটু চাপা বা টোল খাওয়ার মত হয়। এগুদালি দেখতে অনেকটা পেটের নাড়ির মতো দেখায়। এই টোল খাওয়া হলো আসল বসন্তের চিহ্ন। জল বসন্তে এ রকম হয় না।

6. 2—3 দিন পর অর্থাৎ রোগের শূন্যের 7—8 দিন পরে, এসব গুদটিগুদালি পাকতে

থাকে। এর ভেতরের জলীয় অংশ ক্রমে অস্বচ্ছ ও গাঢ় হতে থাকে। এটি পুঙ্জে পরিণত হয়। জল বসন্তে জল থাকে, এরকম পুঙ্জের মত পদার্থ থাকে না।

7. পুঙ্জ হলে নতুন করে আবার জ্বর হয় এবং কণ্ঠদায়ক সব লক্ষণ আবার দেখা দেয়। গুদটির মথোকার বিষাক্ত পদার্থ বা Toxin এসে রক্তে মেশে। তার ফলে নানা উপসর্গ দেখা দিবে থাকে।

8. রোগ মারাত্মক হলে অনেক সময় এই অবস্থাতেই রোগীর মৃত্যু হতে পারে। রোগ মারাত্মক না হলে 12—13 দিন পর থেকে (রোগ শুব্দর) গুদটি শুকোতে শুব্দ করে। 16—18 দিন থেকে খোসা উঠতে থাকে। এবং 21 দিনের মধ্যে পৰিষ্কারভাবে শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু জল বসন্তে মাত্র 7—8 দিনের মধ্যেই আরোগ্য হয়।

9. গুদটি শূন্য হয়ে যাবার পৰ্বণ চামড়াতে গর্ত গর্ত দাগ মত বা Scar থাকে।

প্রকারভেদ—লক্ষণ অনুযায়ী এই বোগকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। তা হলো—

1. সামান্য বসন্ত (Simple Pox)—এতে জ্বর খুব বেশি হয় না। বেহে 15 থেকে 20 বা 30 থেকে 40 টি মাত্র গুদটি বের হয়। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে তা ঠিকমতো ভাল হয়। এতে জটিল উপসর্গ দেখা দেয় না।

2. তরল বসন্ত (Discrete Type)—এই ধরনের রোগে যে সব লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, প্রথমে সেই রকম হুবহু হয়ে থাকে। এতে রোগী বেশি কষ্ট পায়। তবে খুব ভুগলেও রোগীর মৃত্যু সাধারণতঃ হয় না। বোগী 20 থেকে 22 দিন ভুগে আরোগ্যলাভ করে থাকে।

3. সংযুক্ত বসন্ত (Confluent Type)—এই বসন্তে গুদটি বের হয় খুব বেশি সংখ্যায়। এই সব গুদটি একটিল সঙ্গে অন্যটি থাকে সংযুক্তভাবে। এইজন্য একে সংযুক্ত বসন্ত বলে।

এই জাতীয় রোগ অনেক বেশি মারাত্মক হয়। এতে অনেক সময় বেহে বড় বড় ঝা হয়। কখনো বা জ্বর খুব বেশি গুঠে এবং সহজে ছাড়ে না। এতে অনেক সময় রোগীর চোখ-মুখ পৰ্বন্ত ফুলে গুঠে ও চোখ-মুখ বাঁধবৎ আকার ধারণ করে। অনেক সময় এ রোগে মৃত্যু হতে পারে।

4. রক্তজ বসন্ত (Haemorrhagic Type)—এই রোগকে অনেকে চাপা বসন্ত বা Suppressed Pox বলে থাকে। এতে জ্বর চলাতে থাকে। বেহের ভেতরের সব যন্ত্রে এবং চামড়ার উপরে নিচে রক্তক্ষরণ হয় ও চামড়া লালচে আকার ধারণ করে।

সামিপাতিক লক্ষণ—মোহ ( Coma ) চোখ, নাক, মূত্র থেকে রক্তপাত হতে থাকে। এতে প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই জাতীয় রোগ খুব কম দেখা যায়।

### •জটিল উপসর্গ ( Complications )

1. অতিরিক্ত Toxaemia হবার জন্য রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়, হার্টফেল করতে পারে।
2. সেকেন্ডারী ইন্ফেকশনের জন্য ব্রঙ্কাইটিস বা লোবার নিউমোনিয়া হতে পারে।
3. প্রলাপ, খিঁচুনি, মোহ এবং মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে Encephalitis হতে পারে।
4. চোখ, বন্জাংটিভা ও কনিষ্ঠা আক্রান্ত হতে পারে ও রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

### রোগ নির্ণয়

1. বসন্তের গুঁটির আকৃতি দেখে রোগ চেনা যায়।
2. কিভাবে রোগী ভুগছে ও রোগ এগোচ্ছে, তা দেখে রোগ বোঝা যায়।
3. সাধারণতঃ প্রতি বছর যারা টিকা নেন, তাদের এ রোগ হয় না—তা থেকে বোঝা যায়।
4. একটি গুঁটি থেকে রস নিয়ে ইলেকট্রো মাইক্রোসকোপে দেখলে এই ভাইরাস দেখা যায়।
5. গুঁটি দেহের কোন অংশে বের হয়েছে, তা দেখে জল বসন্তের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

### চিকিৎসা

প্রতিষেধক—ম্যাগনেড্রিনাম, ভ্যাক্সিনিলাম, ভেরিওলিনাম, সারাসিনিয়া প্রভৃতির যে কোন একটি ২০০ মাত্রায় এবং থুজা ২০০ একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক।

প্রথম অবস্থায় পুঁজ না হওয়া পর্যন্ত অ্যান্টিম টার্ট ০.৫ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দ্বিতীয় অবস্থায় পুঁজ জন্মালে মার্ক সল্ ৬ প্রধান ঔষধ।

গুঁটি থেকে রক্তপাত এবং রোগী অবসন্ন হয়ে পড়লে লক্ষণ অনুযায়ী ব্যাপার্টিসিয়া ০.৫, আর্পিঁকা ৬, বা মিলিফোলিয়াম ৬ দিতে হবে।

জ্বর, গুঁটিতে পুঁজ, গলার মধ্যে ক্ষত, রক্তিমপ্রিত আমবৃত্ত বেশি পায়খানায়, মার্ক সল্ ৬।

গুটিগুটি ঠিকমত প্রকাশিত না হলে তা অশুদ্ধ। ঔষধ স্পিরিট ক্যাম্ফার মাধার বা জেলস্ ১x বা ত্রিফল ৬।

গুটি কাল বর্ণের হলে, ক্রোটেলাস ৬।

সারানিসিনিয়া, ০, ৬ এই রোগের সব অবস্থায় অতি ফলপ্রসূ ঔষধ। রোগের প্রকোপ এতে কমে এবং পুঙ্জ সত্ত্ব বন্ধ করে।

গুটি পাকার সময় প্রবল জ্বরে, রাসটক্স ০—৩০।

গুটি পাকার সময় মৃদুখম্‌ডল ফোলা হলে এবং রাতে চুলকানি বৃদ্ধিতে, এপিপ্‌স্ মেল ০x।

গুটি পাকার পর জ্বর এবং অতিসার হলে, আসেইনিক ৬ বা ৩০।

রক্তস্রাবে হ্যামামেলিস ০x, আর্গিফা ৩০ বা মিলিফো ৬ ভাল ঔষধ।

গুটির পুঙ্জ, লালা ক্ষরণ, গলক্কত, দুর্গন্ধ শ্বাস, রক্ত পায়খানায়—মার্ক্‌ জাইভাস ০x—৬।

মৃদুখম্‌ডল এবং চোখের পাতা বেশি ফুললে, এপিপ্‌স্ ০x—৩০।

অনিদ্রা ও অস্থিততার কফিয়া ০।

গুটি শুষ্ক না হয়ে সবুজ বেগুনী বা কাল হলে এবং শুব চুলকালে প্রথমে সালফার ০x—৩০। পরে কার্বোভেজ ০ বা নাইট্রিক এসিড্ ৩ বা আসেইনিক ০x।

সব সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

ব্যায়োকোমিক—প্রথম অবস্থায় ফেরাম্‌ ফস ও ক্যালি মিউর। গুটিতে পুঙ্জ হলে ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফ্‌ ৬x—৩০x।

জানুশাস্তিক ব্যবস্থা—1. রোগীকে পুঙ্জ ঘরে মশারীর মধ্যে শুইয়ে রাখতে হবে। রোগীর শব্দশ্রাব্যকারী তার পোষাকপত্র সব ছেড়ে ফেলবে। বীজাণুনাশক ঔষধ দিয়ে কাচবে।

2. রোগীর ঘরে সদৃগন্ধ ধূপ, ধূনা প্রভৃতি জ্বালানো ভাল—তাতে বীজাণু মারা যার ও রোগীর মন ভাল থাকে।

3. রোগীকে বীজাণুশূন্য করার জন্য রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড়, ঘরের মেঝে ইত্যাদি স্থানে ফিনাইল, ত্রিচিং পাউডার বা লাইজল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

4. নখ দিয়ে ঘা চুলকানো ভাল নয়। তাতে ঘা গলে গেলে কষ্ট বেশি হয়।

5. রোজ ২ বার উচ্ছ বা করলা পাতার রস খাওয়া ভাল।

6. প্রত্যাহ ঈষদ্‌ক জলে Boric acid মিশিয়ে রোগীকে স্নান করানো ভাল। এতে শরীরে অনেক আরাম পায়।

7. চোখে Boric acid lotion দিয়ে চোখ রোজ ধুয়ে দিতে হবে।

8. গুটি পেকে উঠলে Lotio Caladryl লাগাতে হবে এবং ঠোঁসা উঠতে



থাকলে তা পৃথক পাতে বা শিশিতে রাখা কর্তব্য। তারপর তা দ্বারা মাটিতে পুতে ফেলা কর্তব্য। রোগীর পোশাক-পরিচ্ছদ রোগ সেরে গেলে পুড়িয়ে ফেলা কর্তব্য।

9. জ্বর প্রবল হলে মাথার Ice bag দেওয়া কর্তব্য—তার সঙ্গে Cold Sponging।

10. জ্বর থাকলে গ্লুকোজ জলে মিগিয়ে, ফলের মিষ্টি রস, বার্লি, সাগু, দধি, হরলিকস্. প্রোটিনেক্স প্রভৃতি পথ্য। জ্বর ছেড়ে গেলে তবকারীর সুপ বা কোল, ভাত মাছের কোল, ডিমের পোচ প্রভৃতি পথ্য।

প্রতিরোধ —প্রতি বছর সম্মলে Small Pox Vaccine নিলে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কিংবা তার চেয়েও ভাল প্রতিষেধক ঔষধ সেবন যা আগে বলা হয়েছে।

### প্লেগ (Plague)

ইতিহাস —এই রোগকে বলা হয় মহামারী রোগ। অতি প্রাচীনকালে থেকে পৃথিবীর নানা দেশে এই রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়ে আসছে। একবার ইংলণ্ডে প্লেগে হাজার হাজার লোক মারা যায়, এই বোগ Epidemic আকারে দেখা দেয়। তবে বর্তমানে এর চিহ্নবৎস বের হয়েছে বলে বোগটি আর তত মারাত্মক নয়।

কারণ—এক ধরনের ব্যাসিলাস প্লেগ রোগের কারণ। একে বলা হয় প্লেগ ব্যাসিলাস।

এই বীজাণুর বাহক হলো ইঁদুর। এদের গায়ে বাসা বাঁধে যে Flea জাতীয় মাছি তারা। প্রথমে ইঁদুরদের মধ্যে মহামারী শুরুর হয়। তখন ঐ পোকাকগুলো অসুস্থ ইঁদুরের দ্বাৰিত রক্ত খেয়ে আবার সুস্থ মানুষকে কামড়ায়। সাধারণতঃ লাফ দিয়ে পায়ে কামড়ায়—এর ফলে মানুষের এই রোগ হয়। আবার মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। এই জন্য প্লেগ দেখা দিলে চিকিৎসকরা বড় মোটা মোজা ও জুতো পরে পথ চলতে বলেন। ইঁদুর মেরে ফেলতে হয়।

লক্ষণ—শরীরে বিষ প্রবেশ করার 3—7 দিনের মধ্যে রোগ দেখা দেয়। নিউমোনিক প্লেগের ক্ষেত্রে 2—7 দিনের মধ্যে রোগ দেখা দেয়।

1. দেহে বিষ প্রবেশ করলেই গা ম্যাজ ম্যাজ করে, অবসন্নতা, দুর্বলতা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

2. তারপর তাঁর শীত, কম্প ও প্রবল জ্বর দেখা যায়। সান্নিপাতিক জ্বরের মত সব লক্ষণ দেখা যায়। জ্বর 101—106 ডিগ্রী অর্ধ হয়।

3. সর্বাক্ষে ব্যথা, বমি, প্রলাপ দেখা যায়।

4. মাঝে মাঝে প্রচুর ঘামও হতে থাকে।

5. মাঝে মাঝে শবীরের কোনও কোনও স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়।

6. 2—3 দিন জ্বরে ভোগার পর কঁচকি, গলা প্রভৃতি নানা স্থানের গ্রাঙ্হ ফুলে ওঠে। ফোঁড়ার মত বস্তু হতে থাকে।

7. কখনো এই অবস্থার রক্তবমি হতে থাকে ও রোগী মারা যায়।

8. কখনো ঠেতলা লোপ, তড়কা, মোহ প্রভৃতি হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

9. গ্রাঙ্হগুলি পেকে ফোঁড়া বের হতে থাকলে, পেকে উঠে জ্বর জ্বর ডাব ছেড়ে গেলে তা সুলক্ষণ। কিন্তু উবরামর, আমাশর, রক্তপ্রাব, ফোঁড়াতে পচন ধরা হলো কুলক্ষণ, এতে আবার জ্বর বৃদ্ধি পায়।

10. রক্তপ্রাব, রক্তবমি, রক্তপ্রাব প্রভৃতি হতে থাকলেও রোগী মারা যেতে পারে।

11. অনেক সময় ব্রশ্কা-নিউমোনিয়া দেখা দেয়।

প্রকারভেদ — লক্ষণ অনুযায়ী এই রোগকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) বিউবনিক প্লেগ — (Bubonic) — এতে জ্বর, গ্রাঙ্হ ফোলা ও ফোঁড়া পেকে ফেটে যায় এবং ধীরে ধীরে ক্ষত শর্দিবসে যায়। জ্বর কমে যেতে থাকে ও আরোগ্য হয়। তবে রক্তবমি হতে থাকলে তা অবশ্য ঋাপের দিকে যায়।

(2) নিউমোনিক প্লেগ (Pneumonic) — এই প্লেগে Bubo বের হবার পর বীজাণু কুসুমুস আক্রমণ করে ব্রশ্কা-নিউমোনিয়া দেখা দেয়। এটি মারাত্মক ধরনের প্লেগ। সর্দিচিকিৎসা না করলে এতে রোগীকে বাঁচানো প্রায়ই কঠিন হয়।

(3) সেপ্টিসেমিক প্লেগ (Septicaemic) — এই প্লেগে বক্তৃদ্বিত হয় এবং স্ফোটকগুলি পচতে শুরুর করে। তার সঙ্গে সঙ্গে বেহের ভেতরের বস্তুগুলি আক্রান্ত হয়। এটিও কঠিন রোগ এবং রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় এতে।

(4) ইন্টেস্টিনাল প্লেগ (Intestinal) — এতে পাকস্থলি, অন্ত্র প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। পেটে ব্যথা, রক্তবমি প্রভৃতি নানা কঠিন লক্ষণ দেখা দেয়। ভেবমিও ঘন ঘন চলতে থাকে।

### জটিল উপসর্গ (Complications)

1) রক্তবমি একটি জটিল উপসর্গ।

(2) রক্তপ্রাবও একটি জটিল উপসর্গ।

(4) Bubo গুলি পচে পচনশীল ঘা হতে থাকলে, তাও একটি কঠিন উপসর্গ।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) — দ্রুত রোগ নির্ণয় করা অবশ্য প্রয়োজন। এইজন্য শ্বব ভালভাবে চিকিৎসকদের সতর্ক থাকার দরকার।

(1) হৃদয়ের বা মানুুষের মধ্যে এই রোগ দেখা গেলেই এই রোগ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।

(2) প্রথমে গ্রন্থিতে ব্যাধা ও জ্বর দেখা গেলেই এই রোগ সম্পর্কে সতর্ক থাকি উচিত ।

(3) রক্ত পরীক্ষাতেও কখনো কখনো মেনগ বীজাণু পাওয়া যায় ।

(4) নিউমোনিক মেনগে ধ্বংস পরীক্ষাতেও রোগ ধরা যায় ।

চিকিৎসা . — প্রাথমিক বা অশুকুর অবস্থায়, ইমেনিসিরা ৩, ৬ ।

জ্বর অবস্থায় প্রলাপ থাকলে, বেলেডোনা ৬ ।

রক্ত দূষিত হয়ে শরীরের সব অঙ্গ আক্রান্ত হলে বা সেপটিসমিক মেনগে, ন্যাজা ৩ বা ৬ ।

স্ফোটক উপস্থিত হলে ব্যাভিরোগা ১৫ সেবন এবং ঐ ঔষধ স্ফোটকে লাগালে ভাল ফল দেয় ।

ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হলে, ফস্‌ফরাস ৬, ৩০ ।

অস্ত্র আক্রান্ত হলে, আর্সেনিক ৩, ৬ ।

হিমাত্ম বা শোণিত লক্ষণে, হাইড্রোসায়ানিক এসিড ৬ বা ৩০ ।

প্রকৃত মেনগ জানা গেলে, সঙ্গে সঙ্গে পেথিটনাম বা মেনগইনাম ৩০—২০০ রোজ দ্বার ।

আর্সেনিক ৩x, ৫০ এই রোগের সব অবস্থায় একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

কোরা বা ন্যাজা ৩x বিচূর্ণ অথবা ল্যাক্টেসিস ৬, এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।  
নাড়িলোপ, সারা শরীর নীলাভ প্রভৃতিতে এটি অম্ভূত ফলপ্রদ ।

দেশাধোর ভাব, সংজ্ঞাহীনতা, জীবনী শক্তির হ্রাস প্রভৃতিতে এটি বিশেষ কাজ দেয় ।

পাইরোজিনিয়াম ৩০, ২০০—গাগ্রতাপ ধ্বংস বোধ এবং মৃত্যুর আশংকা ভীত রোগে সূক্ষ্ম দেয় ।

আক্কেপ বা থি'চুনি হলে কুপ্রাম এসেট্‌ ৬x ।

শোথ হলে এপিপস্‌ ৩ ।

অত্যধিক প্রলাপ, স্ফোটক, বেদনাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x, ৬ ।

বমিভাব বা বমি ও জ্বরে, ইপিপাক ৬, ৩০ ।

ক্যালি মিউর ১২x একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

প্রয়োজন ও লক্ষণ দেখে মার্ক কর, ব্যাপটিসিরা, কার্বলিক এসিড, কার্বো-অ্যানিমেলিস, ক্রোটেলাস, ইল্যাপস্‌ ক্যালি ফস্‌ ৬x, অ্যান্থ্রাক্সিনাম, রাস টক্স, আইল্যাম্বাস্‌, ফাইটোল্যাক্সা, ওপিগাম, স্ট্রামোনিয়াম, হিপার সালফার ৩—২০ দিতে হবে ।

অবশ্য সূচীচিকিৎসককে দেখানো কর্তব্য ।

হোমিওপ্যাথি—৯

প্রতিরোধের ব্যবস্থা —(1) রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে, তার জামা-কাপড় পৃথক রাখা কর্তব্য। বীজাণুনাশক বিভিন্ন ঔষধ, যেমন ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, লাইজল প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যের ভেল মেখে স্নান করা একটি বিশেষ প্রতিষেধক।

(2) বাড়ির চারদিকের হাঁদুর মেরে ফেলা উচিত।

(2) বাড়ির চারদিকে D. D. T. স্প্রে করা উচিত। তাতে Rat flea গুলো মরে যায়।

(4) স্নেহ দেখা দিলে স্নেহের Inoculation ভ্যাকসিন দেওয়া কর্তব্য। ইমোসিনা বীন ছিদ্র করে সূতা দ্বারা বাহুতে ধারণ একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

জ্ঞানদৈনিক ব্যবস্থা —(1) রোগীর পোষাক-পরিচ্ছদ পরে সব পুড়িয়ে ফেলা কর্তব্য।

(2) পৃথক ঘরে বীজাণুনাশক ব্যবস্থা সহ রোগীকে রাখা কর্তব্য।

(3) জ্বর ও রোগ অবস্থা বন্ধে হালকা, বলকারক পথ্যাদি—রোগ সেরে গেলে প্রোটিন বৃদ্ধি খাদ্য—হালকা মাছের কোল ভাত, ডিমের পোচ ইত্যাদি।

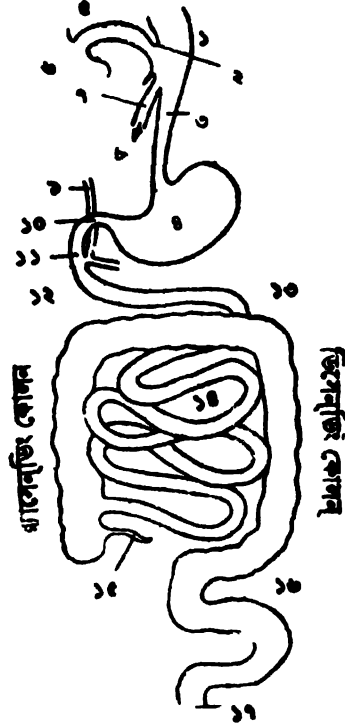
(4) টক ও দই প্রভৃতি খাদ্য নিষিদ্ধ।

## পেটের বিভিন্ন রোগ ( Diseases of the Abdomen )

প্রথমে গহ্বর অ্যানাটমি বর্ণনা করা হচ্ছে ।

উপর পেটের (Abdominal Cavity)—ব্যবচ্ছেদ পেশী বা Diaphragm নামক পেশী দ্বিধে মোট দেহ গহ্বরটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—উপরের গহ্বরটি হলো বক্ষ গহ্বর—যার মধ্যে ফুসফুসদ্বয় ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অবস্থিত থাকে । নিচের গহ্বরটি হলো উপর গহ্বর—এর মধ্যেও নানা প্রধান প্রধান বস্তুপাতি অবস্থিত থাকে । ব্যবচ্ছেদ পেশী একটি পিরামিড আকৃতির পেশী এবং পাজিরা, Sternum ও মেরুদণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত । এর কেন্দ্রীয় অংশের নাম Central Tendon, এর ভেতরের ছিদ্রগুলি দ্বিধে অম্ননালী, প্রধান ধমনী বা Aorta প্রভৃতি বক্ষ গহ্বর থেকে নিচে উপর গহ্বরে নেমে আসে । শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই পেশীটি সংকুচিত ও প্রসারিত হয় ।

1. তালুদ পেশন ভাগ ।
2. তালু (Palate) বা প্যালাটে ।
3. অম্ননালী বা এসোফেগাস্ ।
4. পাকস্থলি বা স্টম্যাক্ ।
5. নাসারন্ধ্ ।
6. মূখগহ্বর ।
7. শ্বাসনালী ।
8. বায়ুপ্রবেশ ।
9. পিত্তনালী ।
10. পাইলরাস্ ।
11. ডিওডেনাম্ ।
12. অস্ত্ ।
13. বৃহৎ অস্ত্ ।
14. ক্ষুদ্রাস্ত্ ।
15. এ্যাপেন্ডিক্স ।
16. রেক্টাম্ ।
17. পায়ু ।



সম্পূর্ণ শ্বাসনালী—মুখ থেকে পায়ু

উপর গহ্বরে যে সব প্রধান বস্তুগুলি অবস্থান করে, তা হলো—

- 1, পাকস্থলি ( Stomach ), 2. ক্ষুদ্র অস্ত্ ( Small Intestines ),

3. বৃহৎ অন্ত্র ( Large Intestines ), 4. যকৃৎ ( Liver ), 5. স্প্লিন ( Spleen ),  
6. প্যানক্রিয়াস ( Pancreas ), 7. মূত্রাশয় ( Kidneys ), 8. মূত্রবাহী নালী  
( Urethra ), 9. মূত্রস্থলি ( Bladder ), 10. জনন বস্তু ( Reproductive  
Organs ) ।

### পাকস্থলি ( Stomach ) .

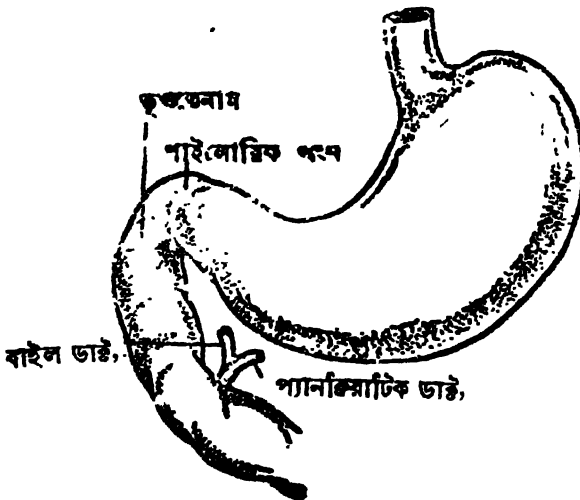
পাকস্থলি একটি বড় খলির মতো । এটি চারটে স্তর বা Layer দ্বিজে গঠিত হয় ।

1. সবার উপরে বা বাইরে হলো Peritoneal Covering. 2. তার নিচে মাংস পেশী নির্মিত Muscular layer, এটি ঘন ঘন সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে হজমে সাহায্য করে । 3. তৃতীয় স্তর বা Submucous স্তর—এতে থাকে অসংখ্য শিরা ও ধমনীর জালিকা ।

4. চতুর্থ স্তর বা ভেতরের Mucous Membrane—এটি সম্পূর্ণ ভিতরের অংশকে আবৃত রাখে ।

ঝিল্লীর স্তরের নিচের স্তরে থাকে অনেকগুলি গ্রন্থি, যা পাচক রস বা Gastric Juice-কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । এই রস খাদ্যকে অনেকটা হজম করার । বাকিটা হজম হয় ক্ষুদ্র অণুতে । পাচকরসের প্রধান হজমকারক এনজাইম হলো—

1. পেপসিন ( Pepsin ) যা প্রোটিন হজম করার, 2: রেনিন ( Renin ) যা দৃশ্যকে ছানায় রূপান্তরিত করার, 3. লাইপেজ ( Lipase ) যা তেল



বা স্নেহজাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে থাকে । এগুলি ছাড়াও জালাভেদে 'টার্টারিন' নামক রস থাকে তা কার্বোহাইড্রেট খাদ্য হজমে সাহায্য করে ।

পাকস্থলির সঙ্গে যুক্ত থাকে, ক্ষুদ্রান্তের প্রথম U আকৃতির অংশ বা ডুওডেনাম। পাকস্থলি এবং ডুওডেনামের মধ্যে একটি Valve বা কপাটিকা থাকে—খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে হজম না হলে ডুওডেনামে আসতে সক্ষম হয় না।

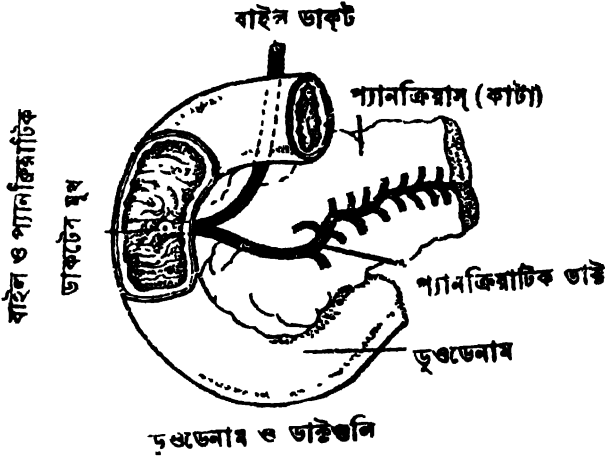
### অন্ত্র ( Intestine )

অন্ত্র হলো পাকস্থলীর পর হজম করার জন্য বিরাট দীর্ঘ নালী। এর মাঝ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য এগিয়ে চলে এবং খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ হজম হয়। এর প্রধান দুটি অংশ। তা হলো—

1. ক্ষুদ্র অন্ত্র বা Small Intestine ।
2. বৃহৎ অন্ত্র বা Large Intestine ।

ক্ষুদ্র অন্ত্র -ক্ষুদ্র অন্ত্র মোট চারটি ভাগে বিভক্ত। তা হলো—

- (1) U-আকৃতির অংশ বা ডুওডেনাম ।
- (2) লম্বা নালীব মত অংশ বা Intestines— যা দুটি অংশে বিভক্ত ।



(a) প্রথম এক-তৃতীয়াংশ ইলিয়াম।

বৃহৎ অন্ত্র —এখানে কোনও রকম হজম ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এখানে কেবল জলীয় অংশ ও নানা খাদ্যদ্রব্য শোষিত হয়। হজমেব কাজ এখানে কিছুই প্রার হয় না।

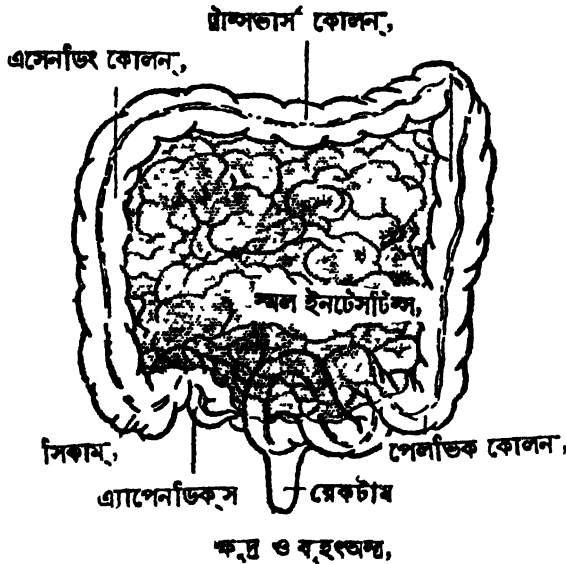
ডুওডেনাম —এটি হলো একটি U-আকৃতির ছোট অংশ। তার থেকে Pancreatic Juice নিসৃত হয়ে এখানে এসে পড়ে এবং তার ফলে হজম হয়।

এই রসে লানা এন্জাইম থাকে, যেমন—

- (a) Trypsin—যা প্রোটিনকে হজম করায়।
- (b) শর্করা খাদ্য হজমের জন্য এন্জাইম।
- (c) ফ্যাট হজম করাবার জন্য এন্জাইম।

এই ডুওডেনামে আসে পিত্ত রস বা বাইল (Bile)। এটি পুষ্টি খাদ্য হজম করাবার কাজে সাহায্য করে। বাইলের এন্জাইমগুলির হজমের ক্ষমতা, বা অন্য এন্জাইমগুলির ক্ষমতা বিরাট বাড়িয়ে দেয়।

জৈবনাম এবং ইলিয়ামে হজমক্রিয়া সম্পন্ন হয় অনেক বেশি—কারণ তাদের নিজস্ব পাচক রস আছে—যার নাম Succus Entericus। হজমক্রিয়া এবং কিছুটা শোষণ ক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয়। তারপর বৃহৎ অন্ত্রে কেবলমাত্র শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।



বৃহৎ অন্ত্র—এর পাঁচটি অংশ। তা হোল—

সিকাম—এটি একটি ঝিলির মতো। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটা ছোট Vermiform Appendix—যার কোনও রকম কাজ নেই। তবে খাদ্য কণিকার এঁর ভাল্বে ভেদ করে যদি এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পড়ে—তবে এর প্রবাহ হয়। তার নাম হলো Appendicitis রোগ। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

2. উর্দমুখী বৃহৎ অন্ত্র (Ascending colon)।



3. আড়াআড়ি বৃহৎ অন্ত্র ( Transverse Colon ) ।
4. নিম্নমুখী বৃহৎ অন্ত্র ( Descending Colon ) ।
5. বস্তুদেশের বৃহৎ অন্ত্র ( Pelvic Colon ) ।

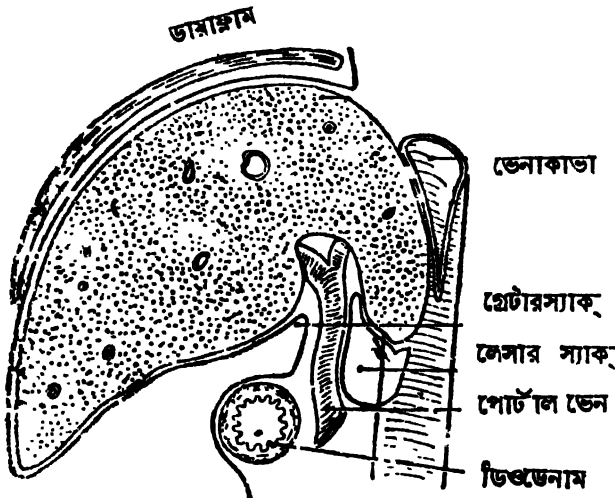
বৃহৎ অন্ত্রে জল, গ্লুকোজ প্রভৃতি নানা বস্তু শোষিত হয়। শোষিত হবার পর খাদ্যবস্তুগুলি ( Cellulose ) মল সৃষ্টি করে। যদি এমন বস্তু বেশি না থাকে তা হলে মল সৃষ্টিতে অসুবিধা হয়। তাই এই ধরনের খাদ্য রোজ খাওয়া অবশ্য কর্তব্য। ফলমূল, শাক সব্জি, প্রভৃতি তাই রোজ খাওয়া কর্তব্য।

### যকৃৎ ও পিত্তকোষ ( Liver and Gall Bladder )

যকৃৎ হলো পিঙ্গল বর্ণের বিরাট লম্বাটে পিরামিড আকৃতির একটি বস্তু বা যন্ত্র যা Diaphragm বা ব্যবচ্ছেদ পেশীর ঠিক নিচে উদর গহবরের ডানদিকে অবস্থান করে। এর শেষ প্রান্ত বাঁ দিকেও কিছুটা আসে।

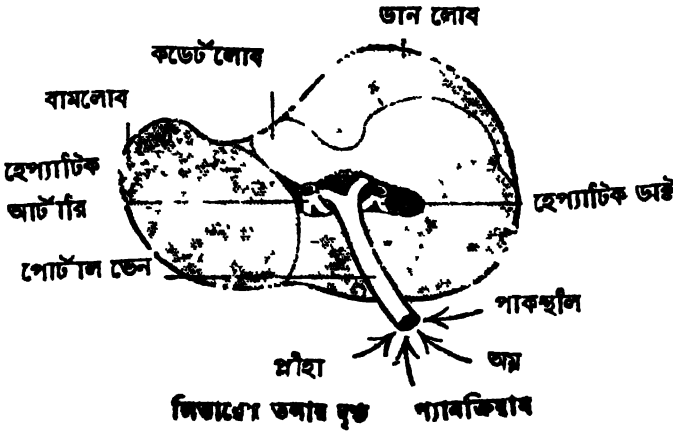
এটি 6 ইঞ্চি চওড়া এবং 10 ইঞ্চি লম্বা হয়। অবশ্য নানা রোগে এটি বর্ধিত বা Enlarged হতে দেখা যায়। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্র্যাক ওয়াটার ফিভার প্রভৃতি রোগে লিভার বর্ধিত হয়ে থাকে। লিভারের ওজন 120—150 গ্রাম স্বাভাবিক ভাবে হয়।

লিভারের প্রধান দু'টি অঙ্গ—দক্ষিণ ভাগ ( Right lobe ) এবং বাম ভাগ ( Left lobe ) এই দু'টি। কিন্তু লিভারের তলার দিকে আরও দু'টি ছোট ছোট



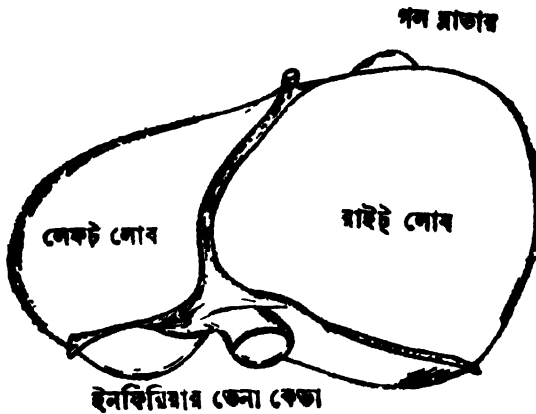
লোব আছে, তা হলো Quadrate lobe এবং Caudate lobe—লিভারের প্রাণীত লোব ছোট ছোট অনেক উপশ্লেড ( Lobules ) বিভক্ত।

বেহের যা কিছু খাদ্যাংশ তা হজম হবার পর এই বস্তুতে এসে পৌঁছে বেহের কাছে লাগার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বেহের মধ্যে খাদ্য হজম ও শোষণের পর আসে ফস্তুতে।



ভাঙ্গপন্ন বিপাক বা Metabolism হতে শব্দ হয়। যেমন কার্বোহাইড্রেট হজম হয়ে গ্লুকোজ রূপে আসে ফস্তুতে। আর কিছু অংশ গ্রাইকোজেন রূপে জন্মে লিভারে—আবার কিছু অংশ বেহের কাছে লাগে—আবার প্রয়োজনমত কিছু অংশ ফ্যাটে রূপান্তরিত হয়ে সঞ্চিত হয়।

রক্তের লোহিত কণিকা R. B. C. নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধ্বংস হয় ও তা লিভারে এসে Bile Pigment, বিলিরুবিন এবং বিলি ডার্ডিনের সৃষ্টি করে এবং তা



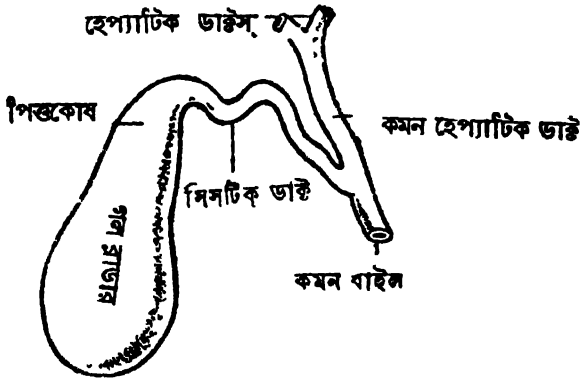
পিস্তরসের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। আবার এতে থাকে Bile Salts, যা হজম

ক্রিয়াকে প্রচুর সাহায্য করে। বকুতের মধ্যে দেহের সব শোষিত খাদ্যাদির এই সব বিরাট পরিবর্তন হয় বলে একে 'ল্যাবরেটোরী' (Laboratory of the body) বলা হয়।

লিভারের ঠিক নিচে একটি সবুজাভ খালিতে পিত্ত গিয়ে জমে। তাকে বলে Gall Bladder বা পিত্ত কোষ। এখান থেকে পিত্ত Bile duct ঘিরে নির্গত হয়।

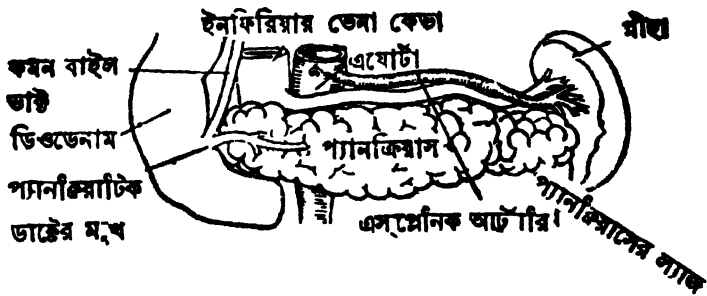
### প্রীহা (Spleen)

প্রীহাটি উদর-গহবরের বাঁদিকে পাকস্থলীর নিচে থাকে। এর উপরে থাকে ব্যবচ্ছেদ পেশী (Diaphragm)। প্রীহা এক ধরনের শ্বেত কণিকা গঠনের কাজ করে থাকে।



### ক্রোম বা প্যানক্রিয়াস (Pancreas)

অন্ত্রের প্রথম অংশ অর্থাৎ V-আকৃতি Duodenum-এর ডাক্টের মধ্যে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এ থেকে একটি নালী বেব হয়ে পাচক বস প্রবেশ করে U-আকৃতির



হুওডেনামে। এর নাম Pancreatic duct এবং এ বসের নাম Pancreatic Juice।

প্যানক্রিয়াস থেকে দুই ধরনের পাচক রস বের হয়। প্রথম হলো ক্লেম রস—এ হজমে সাহায্য করে। আর দ্বিতীয়টি হলো Cell Islets of Langerhans নামক জীবকোষ থেকে Insulin রস যা সোজা রক্তে মিশে যায়। শরীরে এই রসের অভাব হলে বহুমূত্র বা Diabetes রোগ হয়।

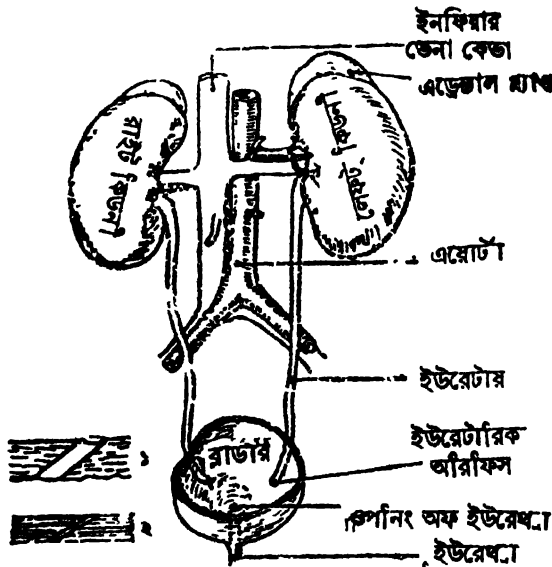
### মূত্র বস্তুাদি ( Renal Organs )

শরীর থেকে প্রতিদিন যে মূত্র নির্গত হয় তার ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কয়েকটি যন্ত্রের মাধ্যমে। যেমন—

1. Kidney বা মূত্রগ্রাণি।
2. Ureter বা মূত্রবাহী নালী।
3. Bladder বা মূত্রস্থলী।
4. Urethra বা মূত্রবহির্গমন নালী।

মেরুদণ্ডের দু'পাশে দু'টি কিডনী থাকে। এগুনি হলো পিঙ্গল বর্ণের দু'টি গ্রাণি। এগুনির কাজ হলো রক্তকে ছেকে পানিবদ্ধ করা।

প্রতিটি কিডনীর মধ্যে আছে অসংখ্য ছোট ছোট ছাঁকনির Unit বা একক। Renal artery দ্বিধে বস্তু কিডনীতে আসে এবং তারপর তা ভাগ হয়ে যায় বিভিন্ন

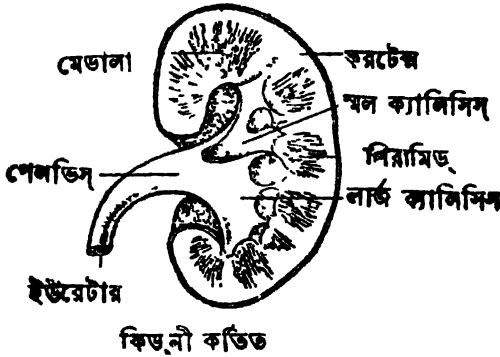


ছোট ছোট Glomerulus-এ। যেখানে সূক্ষ্মতম জালিকাগুণীর মাধ্যমে রক্ত ছাঁকা হয়ে গেলে আবার সরু সরু শিরা দিয়ে যায় Renal Vein-এ। রক্তের দূষিত বা

বর্জ্য পদার্থগ্ৰন্থি ও জল মিশে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র তৈরী হয় বিভিন্ন Unit-এ এবং সব একত্রে মূত্ররূপে বেরিয়ে আসে Pelvis of the Ureter-এ। রক্তের প্রধান দূষিত পদার্থগ্ৰন্থি হলো—Urea, Uric Acid, Hippuric Acid, Xanthine, Hypoxanthine প্রভৃতি এবং এসব মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।

কিডনী ঠিকমতো কাজ না করলে শরীরে ভয়ঙ্কর বিষাক্ততা দেখা দেয়। হাত-পা ফুলে যায়। প্রস্রাব হয় না ঠিক মতো। এই রোগকে বলে নেফ্রাইটিস (Nephritis) রোগ।

কিডনীতে ছাঁকা হবার পর মূত্র Ureter দিয়ে নেমে আসে এবং সঞ্চিত হয় বস্ফিকোটরে অবস্থিত মূত্রস্থলি বা Bladder-এ। সেখানে মূত্র জমা হয়। উপযুক্ত



পরিমাণে মূত্র জমলে তা মূত্রনালী বা Urethra দিয়ে প্রস্রাব আকারে বেরিয়ে যায়। মূত্রের রং, বিক্রিয়া, অসদৃশ্যতা বিষয়ে ল্যাবরেটরী রিপোর্ট প্রভৃতি সম্পর্কে আসে আলোচনা করা হয়েছে।

#### প্রজনন যন্ত্র

নর এবং নারীর প্রজননের ফলেই নতুন সন্তানের জন্ম হয়। এই প্রজননের কাজ নারীর দেহেই সংঘটিত হয়। তবে তার জন্য চাই পুরুষের প্রজননে অংশ গ্রহণ। তার কারণ পুরুষের শুক্রকীট, নারীর ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয়েই ভ্রূণ সৃষ্টি করতে পারে।

পুরুষের ও নারীর প্রজনন যন্ত্রই সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষের প্রজনন যন্ত্রের কাজ হলো, সতেজ শুক্রকীট উৎপন্ন করা এবং তা প্রজননের মাধ্যমে নারীর প্রজনন যন্ত্রে প্রবেশ করানো। কিন্তু নারীর প্রক্রিয়া ভিন্ন।

নারীর দেহেই ভ্রূণ উৎপন্ন হয় ভ্রূণ অবস্থান করে ও তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে।

## পুরুষের জনন তন্ত্র

এটি প্রধানতঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, তা হলো—

1. অণ্ডকোষ ও অণ্ডক ( Scrotum & Testis ) এবং এপিডিডিমিস ( Epididymis ) ।
2. শুক্ৰবাহী নালী ( Vas deferens ) ।
3. শুক্ৰস্থলী ( Seminal Vesicle ) ।
4. প্রোস্টেট গ্রন্থি ( Prostate Gland ) ।
5. যৌন ইন্দ্রিয় ( Penis ) ।

## অণ্ডকোষ বা অণ্ডক

পুরুষ ইন্দ্রিয়ের ঠিক নিচে যে ঝুলন্ত খাল থাকে, তা হলো অণ্ডকোষ । এর মধ্যে দুটি অণ্ড থাকে ।

প্রতিটি অণ্ডের মধ্যে ছোট ছোট শুক্ৰ উৎপাদনকারী অংশ থাকে । এই সব শুক্ৰ শুক্ৰবাহী নালিকার দ্বারা এপিডিডিমিসে জমা হয় । সেখান থেকে তা শুক্ৰবাহী নালীর দ্বারা বাহিত হয়ে চলে যায় পেটের মধ্যে । সেখানে আবার নানা পথ ঘুরে তা আসে প্রোস্টেট গ্রন্থিতে । প্রোস্টেট গ্রন্থির মাঝ দিয়ে যায় এই শুক্ৰবাহী নালী । প্রোস্টেট গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এক ধরনের রসও তার সঙ্গে মিশে যায় । এই সব মিলিয়ে যৌন উত্তেজনার সময় বীৰ্য ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে বের হয় ।

## যৌন ইন্দ্রিয়

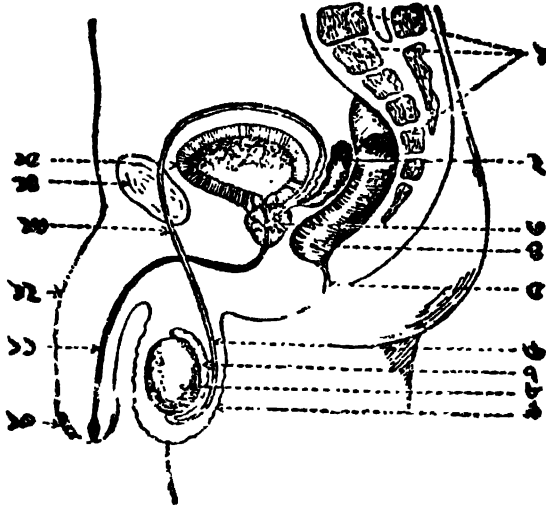
পুরুষের মূত্র ইন্দ্রিয় এবং যৌন ইন্দ্রিয় এক এবং অভিন্ন । এই যৌন ইন্দ্রিয়ের মোট চারটি ভাগ ।

1. অগ্রভাগ বা Glans Penis ।
2. অগ্রচ্ছদ বা Prepuce ।
3. ইন্দ্রিয়ে দেহ বা Body of the Penis ।
4. মূলভাগ বা Root of the Penis ।

এই ইন্দ্রিয়টি স্পঞ্জের মতো পেশীর দ্বারা নির্মিত হয় । সাধারণ অবস্থায় এটি নরম ও ছোট থাকে । উত্তেজিত হলে এই সব পেশীর মধ্যে রক্ত জমা হয় এবং তার ফলে ইন্দ্রিয় দৃঢ় হয় ও আকারে বেড়ে যায় ।

প্রোস্টেট গ্রন্থি

প্রোস্টেট গ্রন্থিটি আকারে একটি সুপারীর মতো। দুইটি শূক্রবাহী নালী ও



শূক্রস্থলির মূখে মিলিত হয়ে প্রবেশ করে এর মধ্যে। তারপর শূক্রবাহী নালী এই প্রোস্টেট গ্রন্থি পার হয়ে ইন্ড্রিফে প্রবেশ করে। এই গ্রন্থিরও একটি নিজস্ব রস আছে।

শূক্রকীট

বীর্ষ বা Semen-এর অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে থাকে অসংখ্য ছোট ছোট শূক্রকীট। এই শূক্রকীট সাধারণ চোখে দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়। এই শূক্রকীটের চারটি অংশ। তা হলো—

1. মাথা (Head), 2 গলা (Neck), 3. দেহ (Body), 4 লেজ (Tail)।

জরায়ুর মূখে নিষ্কপ্ত হলে এই শূক্রকীট লেজের সাহায্যে উপরে উঠে যায়। কিন্তু প্রথমে যে কীট নারীর ডিম্ব বা Ovum-এ প্রবেশ করে তার লেজটি প্রবেশের আগে খসে যায়। তখন ডিম্বটি হয় নিষিক্ত ডিম্ব বা Fertilised Ovum।

শূক্র-বাহী নালী ও শূক্রস্থলি . ( Vas Deferens and Seminal Vesicle )

অণ্ড থেকে শূক্রবাহী নালী দিয়ে শূক্র উপরে উঠে পেটের মধ্যে চলে যায়। দুইদিকে থেকে যায় দুইটি নালী, মূত্রস্থলির পেছনের প্রোস্টেটের ওপর দুইদিকে থাকে দুইটি

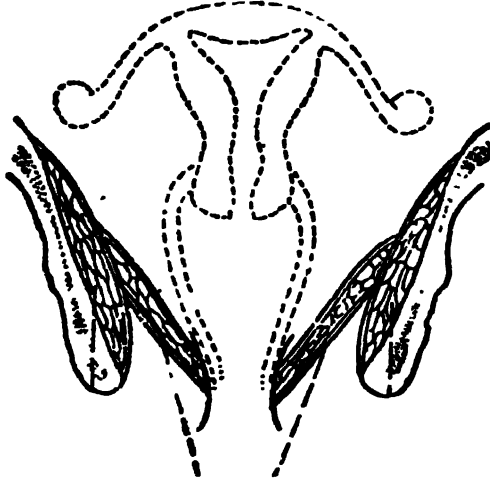
বীৰ্ভুলী। এখানে শূক্ৰ জমে ও উত্তেজনার সময় তা বীৰ্বে'র সঙ্গে বোঁরলে আসে।

### নারীর বহিঃজনন অংশ ( Female External Genital Organs )

নারীর বহিঃজনন অংশ বলতে বোঝায় যে অংশগুলি, তা হলো—

1. বৃহৎ ভগোষ্ঠ ( Labia Majora )।
2. ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ ( Labia Minora )।
3. ভগাঙ্কুর ( Clitoris )।
4. যোনি পথ বা যোনি নালীর মূখ ( Vagina )।
5. মূত্র ছিদ্র ( Urethra )।
6. সতীচ্ছ বা যোনিচ্ছ ( Hymen )।

উপরের দিকে যেখানে দুটি ভগোষ্ঠ মিশেছে, সেই উঁচু স্থানটিকে বলে কামারি (Mons Veneris)। তার নীচের দুটি ভগোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যোনির মূখ,



ও মূত্রাছিদ্র। তার উপরেই হলো ভগাঙ্কুর। নারীর যোনি অঙ্গ ও মূত্রাছিদ্র পৃথক—প্ৰত্যেকের মতো এক নয়।

### নারীর অন্তর্জননোন্ত্র ( Female Internal Genital Organs )

নারীর অন্তর্জননোন্ত্র কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তা হলো—

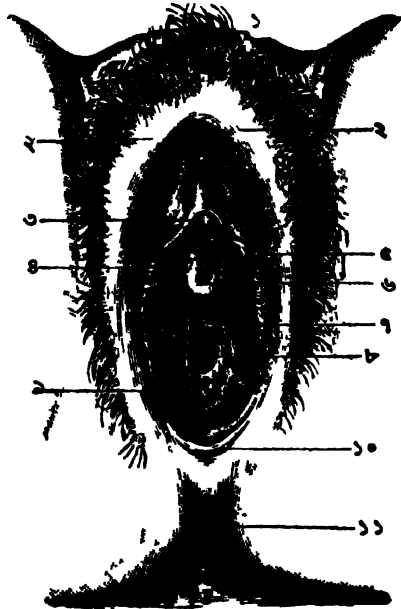
1. যোনিনালী ( Vaginal Canal )।



2. জরায়ু ( Uterus ) ।
3. ডিম্ববাহী নালী ( Fallopiian Tube ) ।
4. ডিম্বকোষ ( Ovary ) ।

প্রতি 28 দিন অন্তর ডিম্বকোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ ডিম্ব বের হয়ে গিয়ে ডিম্ববাহী নালীতে অবস্থান করে। এই ডিম্ব 7—8 দিন জীবিত অবস্থায় থাকে। ফলে যোনিনালী দিয়ে কোনও শত্রুকীট ভেতরে প্রবেশ করলে, তা জরায়ুর দেহ বেয়ে ডিম্ববাহী নালীতে প্রবেশ করে এবং ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলনের ফলে নিষিক্ত ডিম্ব সৃষ্টি হয়—যা পবে চূড় গঠন করে থাকে। ঐ ডিম্ব প্রথমে এসে আশ্রয় নেয় জরায়ুতে। নয় মাস দশ দিন অর্থাৎ 280 দিন জরায়ুতে অবস্থান করার পরে, এটি বর্ধিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সন্তানরূপে জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসে।

যদি এই সময়—অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ডিম্বটি জরায়ুতে অবস্থান করার সময় যৌন মিলন না ঘটে এবং শত্রুকীট ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হতে না পারে তা হলে ডিম্বটি নষ্ট হবার পরে এটি কিছূ রক্ত, Mucous প্রভৃতির সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তাকেই বলা হয় ঋতুস্রাব বা Menstruation। ঋতুস্রাব চলে 4-5 দিন, তাবপর—আবার জরায়ুর কিল্লী নতুনভাবে-নিজেকে গঠন করতে থাকে। প্রতি 28 দিন অন্তর এইভাবে একবার ঋতুস্রাব হয়ে থাকে।



1. কামারি, 2 বহু ভগোষ্ঠ, 3. ভাগ্যকুর, (4-5) ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ,

6. মূত্র ছিদ্র বা মূত্র নালী, 7. সতীচ্ছব, 8. যোনি দ্বার, 9. সতীচ্ছব  
10. ভগ্নোষ্ঠের নিস্কাশ, 11. পায়ু ।

### জরায়ু ( Uterus )

জরায়ুটি বাস্তবিকভাবে মূত্রস্থলির ঠিক পেছনে অবস্থিত থাকে । এর পেছনে থাকে মলাশয় বা Rectum । জরায়ুর আকার স্বাভাবিক অবস্থায় লম্বায় প্রায় 3 ইঞ্চি মতো হয় । এটি দেখতে অনেকটা একটি পেয়ারার মতো আকারের, তবে একটু চ্যাপ্টা । নিচের দিকে এটি ক্রমে সরু হয়ে জরায়ু গ্রীবা বা Cervix-এ শেষ হয়েছে । যোনি নালীর প্রান্ত এবং জরায়ু গ্রীবার মধ্যে একটা খাঁজ থাকে ।

জরায়ুর উপরের দুটি প্রান্তে দুটি ডিম্ববাহী নালী এসে মিশেছে ।

### যোনিপথ

এটি বিস্মী বা Mucous Membrane দ্বারা আবৃত থাকে । এর মূখ্য কুমারী অবস্থায় এটি পর্বা দিয়ে ঢাকা থাকে, তাকে বলে সতীচ্ছব বা যোনিচ্ছব । যোনিপথ সাধারণতঃ 3 থেকে 3½ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে । যোনিপথ ভগ্নোষ্ঠের কাছে সংকীর্ণ কিন্তু ভেতরের দিকে তা ক্রমশঃ প্রশস্ত হয় ।

জরায়ু ও যোনিপথ খুব নরম প্রসারণশীল টিসু বা কোষকলা দ্বারা তৈরী । তাই জরায়ুতে সন্তান বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর আকারও বর্ধিত হয় । আবার প্রসবের সময় যোনিপথ ষথেষ্ট প্রসারিত হয়ে থাকে ।

### ডিম্বকোষের নালী ( Fallopian Tube )

দুইদিকে দুটি ডিম্ববাহী নালী থাকে । তবে যে দুখটি ডিম্বকোষের সঙ্গে থাকে দেখতে অনেকটা ফানেলের মত, তবে তার সঙ্গে সরু সরু Fimbria যুক্ত থাকে বলে ওকে বলে Fimbriated End—এই নালীদুটি ডিম্বকোষে উৎপন্ন Mature Ovum-কে শূক্ৰকীটের সঙ্গে মিলনের জন্যে ধারণ করে থাকে । উপযুক্ত সময়ে মিলন ঘটলে নিষিক্ত ডিম্ব Fertilised Ovum সৃষ্টি হয় । নিষিক্ত ডিম্ব ডিম্বনালী থেকে এসে জরায়ুতে অবস্থান করে এবং সেখানে প্রাণিত হয়—তাকে বলে Embedding of the Ovum ।

### ডিম্ববাহী ( Ovaries )

দুইদিকে দুটি ডিম্বকোষ বা Ovary থাকে । এই দুটি দেখতে হয় ডিম্বাকার । দৈর্ঘ্য প্রায় এক ইঞ্চি ।

ডিম্বকোষে অসংখ্য ডিম্বাণু থাকে । প্রতি 28 দিন অন্তর একটি করে পূর্ণাঙ্গ ডিম্বাণু ( Mature Ovum ) ডিম্বকোষ থেকে নেমে আসে ডিম্ববাহী নালীতে ।

তাহাড়া এই ডিম্বকোষ দুই ধরনের হরমোন রস সৃষ্টি করে। এই দুই ধরনের রসের মধ্যে Oestrone স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর ঋতুকালে থাকে—যখন আগেরটি বন্ধ হয়ে যায়, অন্যটি গর্ভে সন্তানের স্থিতি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

### শূলব্যথা ও পেটে ব্যথা

( Colic pain or Pain in the Abdomen )

কারণ—পেটে ব্যথা একটি কোনও রোগ নয়—নানা রোগের এটি হলো একটি লক্ষণ মাত্র।

কখনো আবার পেটে হঠাৎ আচমকা প্রবল মোচড়ানো ব্যথা হয়। তাকে বলে শূলবেদনা। এই ব্যথা সাধারণতঃ একভাবে থাকে না—কখনো কমে আবার কখনও বাড়ে।

ব্যথা বৃদ্ধির কারণ হলো, পেটের কোনও স্নায়ু প্রান্তে বা Free Ending-এ ব্যথার অনুভূতি জাগে। তারপর রেনের মেডেলার Pain Centre-এ ব্যথার অনুভূতি জাগায়।

নানা কারণে ব্যথা বা শূল ব্যথা হতে পারে

1. পেটে অল্প হওয়ার ফলে অনেক সময় দীর্ঘ দিন চাপা অবস্থায় ভুগে পেটে আলসার হয়। তার ফলে পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত বা বৃহদন্ত্রের স্নায়ুতে যে ব্যথা, থাকে বলে **অল্পশূল**

2. পিত্তবাহী নালীতে পাথর জমে ঠিক মতো পিত্তরস আসে না। তার ফলে যে ব্যথা হয়, তাকে বলে **পিত্তশূল** বা পিত্ত পাথুরী ব্যথা।

3. আমাশয়, নাড়ীর চারকিকে প্রচণ্ড ব্যথা, কোঁক বা Large Intestine বা Colon-র ব্যথা ও তার সঙ্গে আমাশয় থাকলে তাকে বলে আমজনিত শূল। এর সঙ্গে বৃহদন্ত্রে আলসার বা **কোলাইটিস (Colitis)** হতে পারে।

4. কিডনীতে বা মূত্র প্রবাহে ব্যথার সৃষ্টি হয়। তার জন্য যে ব্যথা হয়, তাকে বলে **মূত্রাশয়ের শূল** বা Renal Colic।

5. কোন নালী বা Intestine এর অংশ ফুটো বা Perforation হলে তার জন্য প্রচণ্ড ব্যথা হয় ও রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

6. উপাক্র প্রবাহ বা Appendix ফুটো বা Perforation হলে তার জন্য প্রচণ্ড ব্যথা হয় ও রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

7. পেরিটোনিয়ামে প্রবাহ, উদরী প্রভৃতির জন্য ব্যথা হতে পারে।

8. লিভার, কিডনী, প্রীহা প্রভৃতিতে টিউমার হলে তার জন্য ব্যথা হতে পারে, কখনো বা ব্যথা হয় না।

9. বৃহজ্জম, ব্যাধু ও Food Poisoning-এর জন্য ব্যথা হতে পারে।

হোমিওপ্যাথি—10

রোগ নির্ণয় —ঠিক কোন স্থানে ব্যথা ও ব্যথার ধরণ থেকে অনেক সময় রোগ নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া আগের ইতিহাস, অনেক সময় কোন ধরণের ব্যথা, তা রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে থাকে। তবে তা সত্বেও সঠিক রোগ নির্ণয় করা কঠিন।

যদি সাধারণভাবে সঠিক রোগ নির্ণয় করা না যায়, তা হলে সাধারণভাবে বা Barium meal খাইয়ে পেটের X-ray ফটো নিতে হবে—তা হলে তা থেকে সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

লক্ষণ—(1) পেটে অসহ্য ব্যথা বা যন্ত্রণা, কখনো বা তার সঙ্গে প্রচণ্ড কামড়ানি ভাব দেখা দেয়। অনেক সময় রোগী ব্যথার ছটফট করে। ব্যথা কখনো কম, কখনো বাড়ে।

(2) কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, আবার কখনো বা উব্বরাময় দেখা দেয়।

(3) গদরূপাক দ্রব্য ভোজন, Food Poisoning, ঠাণ্ডা লাগা, অনিয়ম প্রভৃতি কারণে হলে ব্যথা চলতে থাকে, সহজে তা কমবে না।

(4) বমি, গা বমি বমি ভাব, পিস্তবমি, অম্লবমি প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

(5) সব সময়ে পেট ভরা ভরা ভাব—কিছু খেতে ইচ্ছাই করে না। বারু নিঃসরণ, উষ্ণার প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

(6) অনেক সময় পেটে বারু জমে পেট ফুলে ওঠে। তখন রোগী যন্ত্রণার ছটফট করে, ঘাম দেখা দেয়। এ অবস্থা হলে প্রায়ই রোগীর মলমূত্র বন্ধ হতে দেখা যায়।

(7) অনেক সময় পেট শক্তভাব ধারণ করে—কখনো বা তা করে না।

(8) নার্ভ বা মায়রূর Reflex কমে যেতে পারে।

জটিল উপসর্গ—(1) Perforation হলে রোগী যন্ত্রণার অজ্ঞান হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অপারেশান না করলে রোগীর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে ও মৃত্যু হয়।

(2) অনেক সময় প্রবল যন্ত্রণা ও বমির জন্য রোগীকে ঔষধ দিলে ঘুম পাড়ালে বিপদও হতে পারে।

(3) জটিল নানা রোগ হলে তার চিকিৎসা না করলে. সাধারণ ঔষধে কোন ফল হয় না।

### চিকিৎসা

শিরঃরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটকাঁপা, অম্ল বা জ্বালাকর উষ্ণার, বমি বা বমির ভাব, পাকস্থলীতে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, নার্সভমিকা— $1x$ — $6$ ,  $C$ , কফি, সূরাপারীধের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। স্ট্র্যালোকদের পক্ষে, পালসেটিলা ও উপকারী। অসহ্য পেট কামড়ান, প্রবল তৃষ্ণা, পেট সঁটে ধরা, উন্নানক যন্ত্রণা লক্ষণে, ম্যার্মেসিয়া ফস  $3x$  বিচূর্ণ (গরম জলসহ) সেব্য। পাকস্থলীতে খোঁচা বে ধার মত বেদনা বা

জ্বালা, পানাহারের পর বমি, অস্থিরতা, দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ও পাকস্থলীতে চাপবোধ ও বেদনা, রাত্রিবেলার যক্ষ্মা বাড়ে, এবং ঘাম হয়, পেট পেটে ধরা, শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণে, প্রথমে কফিয়া ও ও পরে ক্যামোমিলা ও । পুরাতন রোগে লক্ষ্মান্দ্বারী ক্যালকেরিয়া ও বা ফস্ফারাস ও অথবা কার্বোডেক্স ৩০ । পাকস্থলীতে খালি বোধ ও জ্বালা, পেট ফাঁপা, পেটে খিল ধরা, শূল বেদনা, পা গুটিয়ে পেটের উপর রাখলে বা সামনের দিকে ঝুঁকলে উপশম বোধ লক্ষণে, কলোসিস্ট ও । ডায়াসেকারিয়া ও পেট ব্যথার ভাল ঔষধ । লক্ষণ—রোগী হাত পা ছাড়িয়ে পেছন দিকে বেঁকে থাকলে ব্যথার উপশম হয় ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —ঘোল, আনারস, বেদানা, বাতাবী লেবু, আপেল, দুধ, সাগর, বালি, পুরাতন চালের পোরের ভাত, খৈ-মুড় প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা । গুরুপাক দ্রব্য ভোজন একেবারে নিষেধ । চা, কফি, সূরা, বরফ প্রভৃতি অহিতকর । বিশেষ মন্ত্র বারুতে ভ্রমণ উপকারী ।

### অজীর্ণ রোগ —( Indigestion & Dyspepsia )

কারণ—(১) অপর্যাপ্ত তৈলাক্ত দ্রব্য, ঘি, মাখন প্রভৃতি খাওয়া ।  
 (২) বেশি পরিমাণে মাংস, ডিম প্রভৃতি খাওয়া ও গুরুভোজন ।  
 (৩) অনিয়মিত খাওয়া বা নির্যমিত না খাওয়া ।  
 (৪) অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম ।  
 (৫) অতিরিক্ত মদ্যপান ।  
 (৬) বেশি চা, তামাক, সিগারেট প্রভৃতি খাওয়া ।  
 (৭) বেশিদিন অন্য রোগে ভুগে শরীর খুব দুর্বল হওয়া ।  
 (৮) খুব বেশি অল্প, আচার প্রভৃতি খাওয়া ।  
 (৯) অস্বাস্থ্যকর বা সঁায়াতসেতে ঘরে বাস, ঠান্ডা লাগানো, বেশি খাওয়া, পেটে খুব চেপে কাগড় পরা, রক্তশূন্যতা, সব সময় মন খারাপ করে থাকা প্রভৃতি গৌণ কারণ ।

লক্ষণ—(১) ক্ষুধা খুব কমে যায় বা ক্ষুধা একেবারে থাকে না ।  
 (২) পেটফাঁপা, কোষ্ঠবন্দিতা বা উদরাময়, ঢেঁকুর ওঠা, ঢেঁকুরে গন্ধ প্রভৃতি ।  
 চোঁয়া ঢেঁকুর হয় কখনো ।

- (৩) গা বমি বমি ভাব বা বমি হয় কখনো ।
- (৪) বৃক্কজ্বালা, গলাজ্বালা থাকতে পারে ।
- (৫) পেট ভার হয় বা পেটে ব্যথা হতে পারে ।
- (৬) পেটে বায়ুসঞ্চার হতে পারে কখনো ।
- (৭) মূত্র দিয়ে জল ওঠা, এবং অস্বাস্থ্যভাঙ ।

(8) মাথাধরা ও মাথাব্যথা থাকতে পারে ।

(9) কখনো বা এই সঙ্গে বা কিছু পরে পাতলা পারখানা শূন্য হয় । সাধারণতঃ এই রোগ দুই ধরনের হয় ।

তরুণ অজীর্ণ রোগ—হঠাৎ রোগের আক্রমণ ঘটে থাকে । সাধারণতঃ খাবার গোলমালে এরূপ হয় । আবার চিকিৎসা এবং উপবাস করলে ভাল হয় ।

(2) পুরনো অজীর্ণ রোগ—অনেকদিন ধরে অজীর্ণ রোগ চলতে থাকে । বৃদ্ধদের এটি বেশি হয় । রুম্ম শরীরের জন্যও এরূপ হতে পারে অনেক সময় । রক্ত-শূন্যতা, দুর্বলতা, অন্য রোগে ভোগা, সর্দিভা বা জরায়ুর রোগ, নিরামিত বেশি মদ্যপান প্রভৃতিও এর কারণ ।

### চিকিৎসা

মুখ দিয়ে জল ওঠা—এবিস নাইগ্রা ৬, অ্যান্টিম ক্রুড ৩০, কার্বো-ভেজ ৩x চূর্ণ, লাইরো ৬, পালস ৩০, নাক্সভম ৩০, লাইকো ৩০ ।

ক্ষুধামান্দ্য—ক্যাস্ক-কার্ব, চায়না, স্কেরাম, এবিস-নাইগ্রা, কার্বলিক-অ্যাসিড, বেল, চিনি-আর্স, হিগকাক, পাল্‌স, রাসটল, কার্বো-ভেজ, লাইকো ।

রাক্‌সে ক্ষুধা—চায়না, সিনা, আরোড, নেট্রাম-মিউর ।

পেটফাঁপা—লাইকো ( কোস্টকার্বিয়া সহ পেটফাঁপা ) কার্বো-ভেজ, ( উদরাময় সহ পেটফাঁপা ) নাইট্রি-অ্যা ( উপর পেটফাঁপা ) ।

বৃক-জ্বালা—ক্যাস্ক কার্ব ৬, কার্বোভেজ ৬, ক্যাপ্সিকাম ৬, নাক্সভম ৩০, পাল্‌স, নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ ।

দুর্গন্ধ ঢেঁকুর ওঠা—কার্বোভেজ ৬, সালফার ৩০ ।

অম্লরোগ—অ্যাসিড সাল্‌ফ ৩x, ৩০, ক্যাস্কেরিরা কার্ব ৩০ । নেট্রাম ফস ৩x, ১২x চূর্ণ ; ফস্ফারাস ৩, রিউমেক্স ৩০, রোবিনিয়া ৩ । ক্যারিকা পেপেরা—৩. ৫ থেকে ১০ ফোটা খাওয়ার পর ।

হিক্কা—অ্যাসিড সাল্‌ফ, ( অম্লরোগসহ হিক্কা ) : নাক্স ভম, আর্স, কলোফাই, জেলস্, ইগ্নে, সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, সাইকিউটা ।

আহার করার দোষে অজীর্ণ রোগ—পাল্‌স—পিপ্তক, তৈলাক্তবৃত্ত খাদ্য বা ঘিয়ের দ্রব্য ( যথা—লুচি, বড়নী, পোলাও প্রভৃতি ) খাওয়া ও অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল খাওয়ার জন্য অজীর্ণ । কফি বা মদ্য বিশেষতঃ হুইস্কি—মদ্যপান ও রাত্রিজাগরণ, আফিং সেবন, চিংড়িমাছ বা ডিমের স্নেহতাম্বল খাওয়ার জন্য এই রোগ হলে—নাক্স-ভম ৩x, ৩০ । দুধ সহ্য হয় না, দুধ পানের পর অজীর্ণতা ও পেটে যন্ত্রণা লক্ষণে, ইথুজা ৬, ক্যালকেরিরা ৩০ । অম্ল বা টক খাওয়ার জন্য অজীর্ণতার—অ্যান্টিম ক্রুড ৬ ।

পজা মাছ বা মাখন খেলে অজীর্ণতা—কার্বোভেজ ৬ ।

আইসক্রিম খেয়ে অজীর্ণতার—আস ৬।

লবণের অপব্যবহার জনিত অজীর্ণতা—ফস্কো ৬ বা নেট্রাম মিউর ৩০। ফুটি, তরমুজ খেয়ে জল খেয়ে অজীর্ণরোগ হলে, জিজবার ৩, ৬।

নিরামিত ঔষধবান্দ হলে কার্বোভেজ ৬, ৩০। মলম্বার দিবে নিম্বান্দ, নিগ'ত হলে, লাইকো ৩০, ২০০।

আনুর্ষাদিক ব্যবস্থা —(1) নিত্য লঘু ব্যায়াম এবং কিছুক্ষণ করে হাঁটা ও চলাফেরা দেহের পক্ষে উপকারী।

(2) মন প্রফুল্ল রাখতে হবে।

(3) গুরুপাক খাদ্য বর্জনীয়। লঘু পুষ্টিকারক খাদ্য রোজ খেতে হবে।

(4) মাংস, মশলা, কাঁকড়া, গরম মশলা বর্জনীয়। সরু চালের ভাত হালকা মাছ ও তরকারীর ঝোল উপকারী। কাঁচকলা সিদ্ধ, কুরলা, পেঁপে, ডুমুর সিদ্ধ উপকারী।

(5) দিবানিদ্রা, রাতজাগা, বেশি রাতে খাওয়া ক্ষতিকারক।

(6) রোজ দুবেলা খাবার পর ডাব বা লেবুর জল খাওয়া উপকারী।

### অনিমাত্মা বা অক্ষুধা ( Loss of Appetite )

কারণ—(1) দীর্ঘদিন নানা রোগে ভুগে শরীর দুর্বল হওয়া।

(2) জ্বর, ন্যাযা, যক্ষ্মা, অম্লরোগ, যক্ষ প্রদাহ প্রভৃতি রোগে অনেকেদিন ভোগা।

(3) পুরোনো অজীর্ণ রোগ থেকে অক্ষুধা হয়।

(4) গুরুপাক ভোজনের পর অক্ষুধা হতে পারে।

(5) মানসিক কষ্ট, দুঃখ, শোক প্রভৃতি কারণে অক্ষুধা হয়।

অক্ষুধা ঠিক রোগ নয়—রোগের লক্ষণ মাত্র।

লক্ষণ —(1) পেট ভার বোধ, ঠিক মত সময়ে ক্ষুধা পায় না। কখনো ঔষধ খেলে সেরে যায়, কখনো বার বার অক্ষুধা হতেই থাকে, কষ্টও হয়।

(2) পেট ভার, পেটে ব্যর্থ, পেটে জ্বালা হতে পারে।

(3) চোঁয়া ঢেঁকুর হতে পারে।

(4) পেট গুড় গুড় করা বা জুট্ ভাট্ করা।

(5) বমি বমি ভাব বা খাদ্য দেখলে বমি ভাব।

(6) কখনো অক্ষুধা থেকে পরে নিরাময় হয়।

(7) কখনো অক্ষুধার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকতেও দেখা যায়।

### চিকিৎসা

তুকা ও বমিভাব সঙ্গে ক্ষুধামাত্ম্যে, সিপিলা ৩০। কুইনিনের অপব্যবহার জনিত অক্ষুধার হিপার সালফার। মাধক দ্রব্য ও রাঢ়ি জাগরণের কারণে এই রোগ হলে, নান্ন-ভামিকা ১২, ৬। তেল, ষি, চর্বিজাতীয় বা গুরুপাক জনিত দ্রব্য খাওয়ার জন্য এই রোগ হলে, পালসেটিলা ৬। নিম্বান্দকে ব্যর্থ নিচরণ হলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

কুমামান্দা, মাংস ও চর্বিবৃদ্ধ খাব্যে বিতৃষ্ণা, দৃশ্য সহ্য হয় না।

দৃশ্য খেলে উদরে বারু সঞ্চার হয়। কিছু খাবার পরই অস্বল হয়ে টক টক ঢেঁকুর ওঠা লক্ষণে, কার্বো-ভেজ—৩০। অস্বল-ঢেঁকুর ও অস্বল উগ্গার, পিত্তাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণে, বারো'রিস ৩, চার-পাচফোটা প্রতি দৃশ্য-ভিন দৃশ্যে সঞ্চার বেগুরা কর্তব্য।

পারেস, পিঠা, লুচি, তৈলযুক্ত খাব্য বেশি খাবার পর অক্ষুধা হলে এবং অমিতাচার, রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান প্রভৃতির জন্য হলে, নার্সভমিকা ৩৫, ৩০ উপকারী। বেশি দৃশ্য খাওয়ার জন্য হলে, ইথুজা ৬।

পচা মাছ বা মাখন খাবার জন্য হলে, কার্বোভেজ ৬।

অস্বল বা টক বেশি খাবার জন্য অক্ষুধা হলে, অ্যান্টিম ক্রুড্ ৩, ৬, ৩০।

### আনুমানিক বন্দন্বা

অজীর্ণ রোগের মতই। যতোই কম ঔষধ খেতে পারেন ততই মঙ্গল। এই অস্বলে ঠান্ডা জল উপকারী, বিশেষতঃ সকালে ও সন্ধ্যায়।

### অস্বলরোগ (Acidity)

কারণ—পাকস্থলিতে নিরামিত বেশি হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হলে তার জন্য অস্বলরোগ হয়। আবার অনেক সময় কম HCl নিঃসরণের জন্যও এই রোগ হয়। এটি Hypochlorhydria রোগ।

দৃশ্যে রোগই খারাপ এবং নিরামিত চিকিৎসা না করলে তা থেকে পরে অন্য জটিল রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—(১) গলা, বুক, পেট প্রভৃতিতে জ্বালাবোধ।

(২) খাবার পর বা আগে গলা জ্বালা ও ঢেঁকুর।

(৩) মূখ্য দিগে ঢেঁকুর ওঠা।

(৪) মূখে অস্বল অস্বল আশ্বাস দেখা যায়।

(৫) শরীর দুর্বল হতে থাকে ও খারাপ হয়।

(৬) কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় হতে পারে।

(৭) পিপাসা, মাথাধরা প্রভৃতি হতে পারে।

(৮) অস্বল মাথাধারা দেখা দিতে পারে।

(৯) অনেক সময় পেটে বারু সঞ্চার হয়।

(১০) অনেক সময় খাবার ২-৩ ঘণ্টা পরে পেটে ব্যথা হয়।

### জটিল উপসর্গ

(১) অস্বল থেকে অনেক সময় পেটে আলসার হতে পারে। পাকস্থলি বা অন্ত্রের আলসার হয়।

(২) অনেক সময় এই আলসার থেকে Perforation পর্যন্ত হতে পারে।



(3) অন্নরোগ যদি Hypochlorhydria হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত হজমের গোলমাল, অক্ষুধা, দুর্বলতা প্রভৃতি হতে থাকে এবং আরও নানা রোগের সূচনা হয়।

(4) পেটে বারুদ জমার জন্য সেই বারুদ উপরে চাপ দিয়ে, হাঁপানীর মত লক্ষণাবির সৃষ্টি করতে পারে।

(5) বারুদের উর্ধ্বচাপ হাটের ওপর পড়ে হাই ব্রাডপ্রসার সৃষ্টি করতে পারে।

### রোগ নির্ণয়

সব আগে নির্ণয় করতে হবে যে রোগটি বেশি Acid অথবা কম Acid-এর জন্যে হচ্ছে।

(1) বেশি Acid হলে তার জন্য বৃক্কজ্বালা, পেট জ্বালা ও খাবার পর তা কম হবে। আবার খাওয়া হজম হবার পর তা বেশি হবে।

(2) বেশি Acid হলে অন্ন ঢেঁকুর প্রভৃতি দেখা যাবে।

(3) কম Acid হলে উপরের লক্ষণগুলি হবে না, কিন্তু হজম শক্তি কম, টক প্রভৃতি খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি, না খেলে কম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যাবে।

### চিকিৎসা

অন্নরোগসহ পাকায়নের বেদনা ও উর্ধ্বদিকে বারুদ নিঃসরণ হলে এবং ঢেঁকুর উঠলে আরামবোধ লক্ষণে, আর্জ নাই ৬।

অন্নরোগ, সঙ্গে পেট ফাঁপলে কার্বোডেজ ৬।

অন্ন উদগার, দাঁত টকে যাওয়া, অন্নগন্ধবৃত্ত মল, গা থেকে অন্নগন্ধ নিঃসরণ ও অত্যন্ত টক তরল বমি হলে রোবিনিয়া—০। (অ্যাসিড সালফ), শিশুদের অন্নরোগে রোবিনিয়া বিশেষ উপযোগী।

খাওয়ার পর (বিশেষতঃ তেল, চর্বি বা চিনি খাবার পর) ভুক্তব্যা উঠলে ক্যাঙ্ক-কার্ব ৬।

মহাশ্বা হ্যানিমান বলেন যে অ্যাসিড সালফ এই রোগের একটি খুব উপকারী ঔষধ।

উষ্মে বারুদ সঞ্চার, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণে, লাইকো ১২।

পেটে কিছ্রু না তলালে, ম্যাঙ্গেনাম ৬, বা ম্যাগ্নেসিয়াম ৬।

পূরাতন রোগে বিশেষতঃ প্রাতকালীন উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য মাথায় জ্বাল করা প্রভৃতি লক্ষণে, সালফার ০০ বেশ উপকারী ঔষধ।

এছাড়া বিভিন্ন লক্ষণ মিলিয়ে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

সব সময় রেপার্টরী (শেষে দ্রষ্টব্য) দেখে ঔষধ বিতে হবে।

## আনুভবিক ব্যবস্থা

(1) বেশি মাছ, মাংস, ডিম, মশলা, কঁকড়া, চিবিড়ি, টক, কাল প্রভৃতি খেতে নেই। মিষ্ট বা বিজাতীয় খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।

(2) সরু চালের ভাত, সিজি বা মাগদুর মাছের হালকা কোল, ছোট চন্নাপোনা, মাছের হালকা কোল উপকারী। শুকনো মর্দুড়ি, মাখন, ছোলাভেজা উপকারী। ডিম খেলে তা পোচ বা হাফ বয়েল করে খেতে হবে।

(3) রোজ খালি পেটে বাসি জল এক গ্রাস খেলে উপকার হয়।

(4) চিরতা বা ত্রিফলার জল প্রভাতে খাওয়া উপকারী।

(5) খাবার পর ডাব খাওয়া উপকারী। Hypo হলে খাবার পর লেবু জল খাওয়া ভাল।

(6) খালি পেটে ঝাকা নিবেশ। তিন ঘণ্টা পর পর কিছু খাওয়া ভাল।

খাদ্য তালিকা। ( Diet Chart ) Hyperchlorhydria হলে—

সকালে—ডিম সিম্ব 1টি।

শুকনো পাউরুটি সেকা ( বা মাখন দিয়ে ) 4 পিস।

অথবা—ভিজানো ছোলা ও শুকনো মর্দুড়ি।

দুপুরে—সরু চালের ভাত, ভালভাবে মাড় গেলে।

মাছের হালকা কোল।

তরকারী সিম্ব ( মাখন দিয়ে খাওয়া চলে )।

বিকালে—ডাব একটি, দুধ একপোয়া বা আখসের।

খই বা শুকনো মর্দুড়ি।

অথবা—ডিম হাফ বয়েল ও শুকনো পাউরুটি।

রাত্রে—শুকনো রুটি বা ভাত। মাছের হালকা কোল বা দুধ। তরকারী সিম্ব বা স্যালাড্।

Hypochlorhydria হলে—

সকালে—ডিম সিম্ব বা পোচ 1টি। পাউরুটি, টোস্ট, জেলি, মাখন 4 পিস।

মাখনও চলতে পারে জেলির বদলে।

দুপুরে—সরু চালের ভাত, মাড় গেলে।

হালকা মাংস বা মাছের কোল বা ডিমের কারী।

তরকারীর হালকা কোল।

চাটনী বা টক্ বা টম্যাটোর চাটনী। লেবুজল।

বিকালে—ডিমের পোচ বা মামলেট এবং পাউরুটি।

অথবা মাংসের কোল ও পাউরুটি।

রাত্রে—হালকা মাছ, মাংস বা ডিমের কোল।

অথবা ছানা উপযুক্ত পরিমাণ ।

ভাত বা রুটি প্রয়োজন মত । লেবুর জল এক গ্লাস ।

**বমনের ইচ্ছা বা বমন ( Nausea and Vomitting )**

কারণ—এটি কোনও বিশেষ রোগ নয় । নানা বোগের এটি একটি লক্ষণ মাত্র, যে যে কারণে এটি হতে পারে তার সীমা অসংখ্য । কয়েকটি প্রধান কারণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে—

- (1) অতিরিক্ত জ্বর বা নানা জাতীয় জ্বর ।
- (2) বেহে নানা রোগের বীজাণু প্রবেশ করলে ।
- (3) আমাশয় বা উদ্বাময় রোগ বা অজীর্ণ ।
- (4) অনিয়মিত বা অতিরিক্ত খাদ্য খাওয়া ।
- (5) অতিরিক্ত দুর্বলতা বা নানা রোগে ভোগাব জন্য দুর্বলতা ।
- (6) মারুদমন্ডলের নানা ধরণের রোগ ।
- (7) মানসিক নানা কারণ—যেমন শোক, দুঃখ, আঘাত, দুর্দৃষ্টি প্রভৃতি ।
- (8) যকৃত এবং জরায়ুর নানা ধরণের রোগব্যাপি ।
- (9) শিশুদের ক্রিমি রোগ ।
- (10) অতিরিক্ত ভ্রমণ বা স্ট্রেন জার্নি, সমুদ্র ভ্রমণ, বিমান ভ্রমণ প্রভৃতি ।
- (11) গর্ভের প্রথম অবস্থায় এটি স্বাভাবিক । তবে তাতে আশঙ্কা নেই । পরবর্তী অবস্থায় তা অশুভ ।

(12) হিষ্টিরিয়া রোগ, মৃগীরোগ প্রভৃতিতে ।

লক্ষণ—(1) প্রথমতঃ পেট গদুলোতে থাকে—পরে নানা শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয় ।

(2) পেটে বাথা থাকে মাঝে মাঝে ।

(3) অজীর্ণ হলে বমি হয়ে নানা খাদ্য বোঁরয়ে আসে । তা না হলে শেষে জল বের হয় ।

কখনো বা বমির সঙ্গে পিত্ত বের হয় । তা অতি অশুভ লক্ষণ । একে বলে পিত্তবমি । বেশি জ্বর, ম্যালেরিয়া, লিভারের রোগ প্রভৃতিতে পিত্তবমি হয় । বমির সঙ্গে সঙ্গে রক্ত উঠলে অতি কুলক্ষণ ।

**চিকিৎসা**

যদি জাগরণ, মাৎক দ্রব্য খাওয়া প্রভৃতি কারণে বমি বা বমিভাব হলে—  
নাক্ত ভমিকা ৩, ৬ ।

মস্তিষ্কে আঘাত লাগার জন্য বমি—জাণিকা ৩ ।

রক্ত বা প্লেস্মামিশ্রিত বমি, সব সময় বমি ভাব অথবা কষ্টকর বমিতে, হাঁপকাক ৩ ।

জল খেয়ে বমি বা বমির ইচ্ছা প্রভৃতিতে রোবিনিরা ৬। ভেদ বমি বা পিত্ত বমি, দুর্বল লাগে শরীর, পাকস্থলীতে এবং পেটে উত্তাপ, জ্বালা ও বেদনা প্রভৃতির লক্ষণে, আসেনিক ৬।

বানবাহনে শ্রমের জন্য বমি, কর্কউলাস ৬।

তিতো বা অল্প বমি উষ্ণার, পেট গরম, বমি বমি ভাব, তার জন্যে খেতে ইচ্ছা করে না, খুঁরে বেড়ালে বা গাড়ী করে বেড়ালে বমিভাব হলে নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০। খাওয়ার তিন-চার ঘণ্টা পরে বমি হলে ক্লোরোজোটে ৬। খাওয়ার পরে যন্ত্রণাদায়ক বমি হলে বিস্মাথ ০।

মলিন, সাধা, হলধে লেপযুক্ত জিহ্বা, বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাণ্টিম রুড ৬।

প্রহুর পরিমাণে অল্প, পিত্ত বমিতে, আইরিস ৬।

প্লেব্রাডন রোগে প্রথমে সাঙ্কফার ৩০, পরে ক্যালকে কার্ব ৩০ হিতকারী।

সাধারণ ঔষধদ্বারা এখানে দেওয়া হলো।

এছাড়া বিভিন্ন অবস্থার লক্ষণ দেখে অন্যান্য ঔষধ দেওয়া চলে।

গ্রন্থের শেষে যে রিপোর্টারী দেওয়া আছে তা ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে।

### জানুয়ারি কায়দা

(1) কোন বিষাক্ত খাদ্য বা কোনও বিষ পেটে গিয়ে বমি হলে তা বের করে ফেলতে হবে। তার জন্য জল খাইয়ে বমি করানো কর্তব্য।

(2) কাঁচ ডাবের জল উপকারী।

(3) মূড়ি গুজ্জানো জল, কমলালেবুর রস, প্রভৃতি খেলে বমি কমে যায়। মোঁথ চেজানো জল খেলেও অনেকটা সুফল হয়। বরফ চোষা খুব উপকারী।

(4) বরফ অবস্থার খেতে দিতে নেই। সম্পূর্ণ বম্ব হলেও খিবে পেলে ধীরে ধীরে হালকা খাদ্য খেতে দিতে হবে। বমি চলাকালে তরল হালকা খাদ্য বরফ দিয়ে দেওয়া উচিত।

### উদরাময় (Diarrhoea)

কারণ —(1) সাধারণতঃ অজীর্ণ রোগের থেকে পরে উদরাময় বা ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়।

(2) গদরূপাক দ্রব্য আহাৰ, অনিয়মিত ভোজন, বেশি চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়া পচা, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খেলে এটি হয়।

(3) অতিরিক্ত মশলা যুক্ত গদরূপাক দ্রব্য খেলে উদরাময় হয়।

(4) খুব গরমের পর ঠান্ডা জলে স্নান, বরফ খাওয়া, হঠাৎ ঘাম বম্ব হওয়া প্রভৃতি সৌপ কারণ।

- (5) বর্ষাঈন থেকে প্রাচীন আমাশয়ে ভোগা অন্য কারণ ।
- (6) গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরমের জন্য এই রোগ হয় ।
- (7) উগ্র উদরাময় ( Acute Diarrhoea ) বীজাণু সংক্রামণের জন্য এটি হয় ।

একে বলে Food Poisoning ।

(8) শোক, ভয়, দুঃখ, দুঃশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে এটি হয় । বিনা কুশনে বার বার তরল ভেদ হওয়ারবেই বলা হয় উদরাময় রোগ । ক্ষুদ্রান্দ্র এবং বৃহৎ অন্ত্রের উত্তেজনা ঘটলে ঠিক মতো হজম হয় না । তার ফলেও বারবার তরল পায়খানা হতে থাকে ।

লক্ষণ —(1) ঘন ঘন তরল পায়খানা হতে থাকে ।

(2) কখনো কুশন থাকে—প্রায়ই থাকে না ।

(3) পেট ছুট্ ভাট্ বা গড় গড় করে ।

(4) বাম বা বমনেচ্ছা প্রায়ই থাকে ।

(5) কখনো অম্ল, বৃক জ্বালা, গলা জ্বালা প্রভৃতি হয় ।

(6) জিহ্বা লেপাবৃত হয় । শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ দেখা দেয় ।

(7) মাঝে মাঝে চোঁয়া ঢেকুর উঠতে থাকে ।

(8) উদরাময় খুব বেশি হলে কলেরার মতো লক্ষণ দেখা দেয় । হাত-পায়ে ঝিল খরে । অবসন্ন ভাব ও হার্টফেলের লক্ষণাদি দেখা যায় । অনেকে একে কলেরা বলে ভুল করেন । শরীর থেকে অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ বের হয় Dehydration হয় এর ফলে ।

(9) মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, দুর্বলতা প্রভৃতি Secondary লক্ষণ ।

জটিল উপসর্গ—1. কখনো বা কলেরার মত লক্ষণ হয়ে Pulse fall করে ও খিঁচুনি, কখন বা মোহ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ।

2. কখনো উদরাময় রোগ টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের পূর্ব লক্ষণ মাত্র । তার ফল পরে খারাপ হয় ।

3. উদরাময় স্থায়ী হয়ে আমাশয় সৃষ্টি করতে পারে ।

### চিকিৎসা

বিনা কষ্টে বার বার তরল ভেদ হওয়ার নাম উদরাময় । শীত কম্প, পাকস্থলিতে বেদনা, হাত-পা, মুখ ঠান্ডা লক্ষণে বিশেষতঃ গরমকালের উদরাময়ে ও সর্দি হলে উদরাময়, স্পিরিট ক্যাম্পর প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর খাওয়া উচিত । কষ্টকর তরল মল, গরমকালে উদরাময়, কপালে ঠান্ডা ঘাম, বাম বা বামির ইচ্ছা এবং হাত-পা ঠান্ডা লক্ষণে, ভিরেট্রাম অ্যালড—৬ ।

ঘন ঘন তরল ভেদ বেগে নিম্নস্ত হওয়া, কখনো-বা পেটে বেদনা থাকা, কখনও-বা বেদনা না থাকা, জল খেয়ে উদরাময় প্রভৃতিতে, চায়না ৬, ৩০ ।

শীত, জ্বর ও জ্বকা লক্ষণে ( বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লেগে উদরাময় হলে ), অ্যাকোন ৩, ৬ ।

বমি বা বমির ইচ্ছা, সবুজ রঙের মল, পেট কামড়ান প্রভৃতি হলে, ইপিপাক ৩ ।

পুরাতন বেধনাহীন উদরাময়ে, ফসফরাস্ ৬ । সামান্য উদরাময়ে চিনি নামা আসেনীকাম ৬x একটি ভাল ঔষধ ।

রোগীর গায়ে বা মলে অগ্নগন্ধ থাকলে, রিউম ও অ্যাসিড-সালফ্ ( ৩০ ) ।

জ্বালাকর দর্গম্বে, জল খেলে বমি, কুন্দন, পেটে বারু প্রভৃতি হলে, কার্বো-ডেজ ৬ ।

পানাহারের অবাধহতির পরেই পেটকাঁপা ও কঁথলে দর্গম্বে ভেদ হলে, ট্রিম্বিডিয়াম ৩০ ।

বাঁধা কপির তরকারি ভোজনের পর উদরাময়ে ( বিশেষতঃ দিনের বেলা উদরাময়ে ) পেট্রোলিয়াম ৩x ।

গম্বযুক্ত গাজলা গাজলা সবুজ বমি হলে—ম্যামেসিলা-কার্ব ৬ ।

মলত্যাগের আগে চারদিকে বেধনা ও মলত্যাগের পরে ঐ বেধনা কম হলে গ্যাম্বেজিয়া ৩ বা নাক—৩০ । হৃদয়ে জল বমি, সকালে রোগ বাড়ে, নড়লে চড়লে মল নিঃসরণ হয় ( বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে ) এপিস—৬ ।

মানসিক উত্তেজনার জন্য সবুজ-রঙের মল । রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, পানাহারের পর মল ত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম ৬ ।

দর্গম্বে হৃদহড়ে রক্ত বা পুঞ্জ যুক্ত মল বেব হয়, প্রবল মলত্যাগ, কঁথলে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্গিকা ৩ ।

মলের রং কেবলই বদলে যায়, দর্গম্বে, বমি বা বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, পাল্‌স ৬ ।

এছাড়া উদরাময়ের বিভিন্ন লক্ষণের বিন্দুত চিকিৎসার জন্য গ্রন্থের শেষ অংশে প্রদত্ত 'রিপোর্টারী' ভালভাবে দেখতে হবে ।

### জানুয়ারিক ব্যবস্থা

1. রোগীর ঘাতে হিম বা ঠাণ্ডা না লাগে, তা ভাল করে দেখা কর্তব্য ।
2. পেটে সব্বের তেল ও জল মিশিয়ে মালিশ করলে খুব উপকার হয় ।
3. গরম জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে স্পঞ্জ করা ভাল ।
4. উদরাময় চললে কোনও খাদ্য দিতে নেই । শুধুমাত্র ডাবের জল, গুরুকোজ জল খেতে দিতে হবে । বার্গি, গাঁদাল পাতা ও কাঁচকলার ঝোল, ঘোল প্রভৃতি কমলে দিতে হবে ।

5. রোগ অনেকটা কমে গেলে সরু চালের ভাত এবং সিদ্ধি, মাগুর বা চারাপোনা মাছের হালকা ঝোল এবং কাঁচকলা সিদ্ধ উপকারী ।

6. রোগ ভাল হলেও অনেকদিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কর্তব্য। তৈলাক্ত খাদ্য মশলা, ঝাল, টক, গরম মশলা চিংড়ি, কাঁকড়া, আচার প্রভৃতি নিষিদ্ধ। নিয়মিত সামান্য ব্যায়াম ও ভ্রমণ উপকারী।

### পেট ফাঁপা বাউদরে বাহু সম্ভার ( Flatulance )

কারণ—এটি একটি রোগ নয়—একটি রোগ লক্ষণ মাত্র। নানা কারণে এরূপ রোগ লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পেতে পারে।

1. অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি।
2. পুরনো আমাশয়ে ভোগা।
3. পুরনো অল্পরোগে ভোগা।
4. পুরোনো জ্বর রোগে বা ম্যালেরিয়াতে ভোগা।
5. টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জন্য।
6. ভিটামিন B<sub>12</sub>-এর অভাবে স্নায়ুর দুর্বলতা।

তাছাড়া আরও নানা কারণে এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে পারে।

বহুদিন রোগে ভোগা, দুর্বলতা, বেশি খাওয়া, কালাজ্বর, অনিয়মিত খাওয়া, অমিতাচার, মদ্যপান প্রভৃতি গৌণ কারণ। নিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্য অন্যতম কারণ।

লক্ষণ—1. পেট ফুলে ওঠে, পেটে বারু সম্ভার হয় এবং ভূট্ ভাট, গুড়গুড় করতে থাকে।

2. পেট উঁচু দেখায় ও চাপ বোধ হয়।
3. অক্ষুধা ও পেট ভার বোধ হতে থাকে।
4. বুক-জ্বালা, বুক খড়ফড় করা প্রভৃতি হতে পারে।
5. চোঁয়া চেঁকুর বা উদগার উঠতে থাকে।
6. বুক খড়ফড় করা, হাট ট্রাবল প্রভৃতি হতে পারে।
7. মাঝে মাঝে নিম্নবায়ু নির্গত হয়।
8. অক্ষুধা, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতিও থাকে সম্ভব এই সঙ্গে।
9. বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা হয় কিন্তু পায়খানা পরিষ্কার হয় না।

### চিকিৎসা

উপর পেটে বারু জমলে ( বারুনিঃসরণ উপর দিকে হলে ) কার্বো সেক্স, ৬ এবং বারু তল পেটে জমলে, বারু নিচের নিঃসারিত হলে— স্নাইকো ১২।

চেঁকুরে আরাম বোধ হলে, ল্যাকসিস ৬ বা ক্যামোমিলা ০।

ক্রিমি জনিত রোগে, সিনা ৩x।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, নাল্ভ ভর্মিকা—৬।

সালফার ৩০ ঔষধটিও কোষ্ঠকাঠিন্যে উপকারী ।

গদ্রুপাক দ্রব্য ভোজনের জন্য রোগ হলে, পালস ৬ ।

বুদ্ধজ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য, তিতো বমি প্রভৃতি হলে, ব্রাইরোনিয়া ৬ ।

পেটফাঁপা, সঙ্গে ঢেকুর উঠলে, কার্বোলিক-গ্যাসিড—০ ।

প্রধান ঔষধগুলির কথা বলা হলো । তাছাড়া লক্ষণ মিলিয়ে বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা যেতে পারে । এজন্য পরিশেষে প্রদত্ত রিপোর্টারী দেখতে হবে ।

পেটে বায়ুর জন্য ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই দেখতে হবে খাদ্য ব্যবস্থা । দ্রুপাচা খাদ্য এদের কখনো খাওয়া উচিত নয় । মশলা, ঝাল, টক প্রভৃতি খাদ্য বতটা সম্ভব না খাওয়া যায় সৈদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে ।

পেটের বায়ু যেন উপরের দিকে হার্টে চাপ না দেয়, সৈদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে ।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. জলে তর্পিন ভিজিয়ে পেটে সের্ব দিলে ভাল হয় ।
2. সরষের তেল বা নারকেল তেলে জল মিশিয়ে পেটে মালিশ করলে ভাল হয় ।
3. অজীর্ণ থাকলে, হালকা ভরল খাদ্য খেতে হবে । পরে তা কমে গেলে হালকা অন্যান্য খাদ্য খেতে হবে ।
4. অজীর্ণ ভাব কমে এলে, হালকা ঝোলভাত খেলে ভাল হয় ।
5. রোজ ডাবের জল ও ফলের রস খেলে উপকার হয় ।
6. স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও পেট ভাল রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত ।
7. কোষ্ঠকাঠিন্যে ঈশবগুড়ের ছুঁঁষ উপকারী ।

### কোষ্ঠকাঠিন্য ( Constipation )

কারণ—কোষ্ঠকাঠিন্য একটি রোগ নয় । নানা রোগের জন্য এটি হয়ে থাকে । আবার অনেক সময় এটি একটি অভ্যাসে দাঁড়ায়—তাকে বলে Habitual Constipation রোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়খানার বেগ পেলে, সঙ্গে সঙ্গে পায়খানায় না বসার ফলে ক্রমিক বা অভ্যাসগত কোষ্ঠকাঠিন্য হয় ।

তাছাড়া অন্যান্য কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রধান কারণ হলো—

1. কোন শারীরিক শ্রম না করে ঘরে বসে থাকা বা কেবল মাথার কাজ করে বৈহিক শ্রম না করা ।
2. ভরল বা অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ ।
3. দৃষ্টিশক্তি, শোষণ, দৃষ্টি প্রভৃতির জন্যে ।
4. কোনও স্থান থেকে পড়ে যাওয়া বা পেটে আঘাত লাগা ।
5. লিভারের রোগ এবং তিকমতো পিত্তরস নিঃসৃত না হওয়া ।
6. বার্ষিক্য এবং সেই জন্য পেটের স্নায়ুগুলির দুর্বলতা ও Peristalsis কম হওয়া ।



7. সাধারণতঃ দারুণ দুর্বলতা ।
8. দীর্ঘস্থায়ী রোগে অনেক দিন ধরে ভোগা এবং অল্প খাদ্যাদি গ্রহণ ।
9. মেহে গুরুতর আঘাত ।
10. আন্ত্রিক অবরোধ ( Intestinal Obstruction ) হলে, তার ফলে খুব বেশি Actue ভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় ।

লক্ষণ—1. নিয়মিত পায়খানা হয় না,—মাঝে মাঝে পায়খানা হয় মাত্র । কিন্তু পরিমাণে অল্প হয় ও বেশ শক্ত হয় ।

2. মলের রং মাটির মত, ছাইয়ের মত, সাধাটে মত-ও হতে পারে ।
3. কখনো বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা হয়—কিন্তু পায়খানা হয় না ।
4. মাথা ঘোরা, মাথাধরা, জ্বর ভাব, অরুচি, খাদ্যে অনিচ্ছা হতে পারে ।
5. কখনো বা বমি বমি ভাব হয় ।
6. কখনো Toxic Absorbtion হবার জন্য শরীর খারাপ লাগে ।
7. Liver-এর কারণে Jaundice প্রভূত হতে পারে ।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামান্য কোষ্ঠকাঠিন্য খুব ক্ষতি করে না । বেশি হলে তা খারাপ ।

### জটিল উপসর্গ

1. যদি বেশি কোষ্ঠকাঠিন্য হয় বা Intestinal obstruction হয়, তারজন্য Toxic Absorbtion বা Toxaemia প্রভূত কুলক্ষণ দেখা দেয় । অনেক সময় এ থেকে পরে Enteric জ্বর প্রভূত হতে পারে ।

2. Liver-এর নিঃসরণের অভাব হলে তা Gall Stone, লিভারের ফিস্টুলার অভাব, জাঁডুস, হেপাটাইটিস, Liver Abscess, লিভারের সিরোসিস, প্রভূত রোগের সূচনা করে । তাই এই সব দিকে সাবধান থাকা কর্তব্য ।

3. কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য খাদ্যে অনিচ্ছা, অরুচি, কখনো বা বমিভাব বা বমি প্রভূত হলে কুলক্ষণ । এসবের ফলে দেহ দুর্বল হয় ও বর্ণহীন হতে পারে । অল্প বয়সেই বেশি বয়সের মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় ।

### চিকিৎসা

মল প্রবৃত্তি মোটেই না থাকা, মল শুকনো ও শক্ত, পোড়া পোড়া, খিটখিটে স্বভাব, অপরিষ্কৃত লেপাবৃত্ত জিহ্বা প্রভূত লক্ষণ ( বিশেষতঃ গরমকালে কোষ্ঠকাঠিন্য হলে ) ব্রাইয়োনিয়া ৬ ।

বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া, শক্ত বড় ন্যাড় অনেক কষ্ট বের হয়, তলপেটে চাপ প্রভূত লক্ষণ হলে, নাল-ভ্যাক্সা ৩x—৬ ।

তেল বা ঘি চর্বিযুক্ত খাদ্য গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য, বিশেষতঃ শ্বেতলোকের পক্ষে, পালসেটিলা—৬।

গ্রন্থিবন্ধ মলত্যাগ, কোঁধানি, মাধার উপরিদিক গরম প্রভূতি লক্ষণে ( বিশেষতঃ পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য ), সালফার ৩০।

পেটফাঁপা, পেট ভুটভাট করা, অতিক্রমে সামান্য মল নিঃসরণ প্রভূতি লক্ষণে, লাইকোপোডিয়াম ১২।

ক্রিমিজনিত কোষ্ঠকাঠিন্যে, সিনা ৩x।

কোষ্ঠকাঠিন্য শুলে বেদনায়, প্রাম্বাম ৬।

আর্যো মলত্যাগের ইচ্ছা না থাকে, অত্যন্ত কষ্ট করে ভেড়ার নাড়ির মত মল নিঃসরণ করে প্রভূতি লক্ষণে—অ্যালিউমিনা ৩০।

মলত্যাগের ইচ্ছা না থাকে, অনেকদিন পর অতি ক্রমে তা হলে, গ্র্যাফাইটিস—৬।

### জানুয়ারিক ব্যবস্থা

1. নিরামিত বোঁশ জল খেলে ভাল হয়।
2. বেল খাওয়া খুব ভাল। ঈশবগালের ভূষি রাতে ভিজিয়ে সকালে চিনি মিশিয়ে খেলে ভাল হয়।
3. বোঁশ ফলমূল, শাকসব্জী প্রভূতি খেতে হবে।
4. রাতে ছোলা ভিজিয়ে সকালে খেলে ভাল হয়।
5. নিরামিত চিরতার জল খেলে উপকার হয়।
6. গরম দুখে খেজুর বা কিসমিস ভিজিয়ে রাতে খেলে সকালে পায়খানা পরিষ্কার হয়।
7. নিরামিত প্রমণ বা হাল্কা ব্যায়াম করা ভাল।
8. প্রতিদিন সকালে উঠে নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানা করলে ভাল হয়।

### আমাশয় (Dysentery)

#### ইতিহাস ও প্রকারভেদ

আমাশয় রোগ অতি প্রাচীনকাল থেকে মানব সমাজে দেখা যায়। প্রাচীন আরববেদ, ইউনানি প্রভূতি শাস্ত্রে এর উল্লেখ দেখা যায়। তবে এখন আমাশয় দুই প্রকার বলে বর্ণিত হলো—সাদা অর্থাৎ সাদা আমষুক্ত এবং লাল বা রক্ত আমাশয় বা রক্তাশয় বা রক্তযুক্ত মল।

উদরাময় ও তার সঙ্গে কুশনযুক্ত ও পেটের বেদনাসহ অল্প অল্প মল, রক্ত আম অথবা আমরক্ত ও পুঁজ বারবার হতে থাকলে তাকে আমাশয় বলা হয়।

সাধারণ লোকে এটি একই ব্যাধিই মনে করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে রিসার্চ করে অশুদ্ধীকরণ বস্তু দেখা গেছে যে, দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক রোগ জীবাণুদ্বারা জন্ম দুই প্রকার আমাশয় হয়ে থাকে। হেডুজনক কারণ ভিন্ন হলেও এদের লক্ষণে সাদৃশ্য আছে বলেই এদের সব সময় বলা হয় আমাশয় রোগ। দুই জাতীয় রোগের মধ্যে বিভিন্নতা অনেক এবং চিকিৎসা প্রণালীও বিভিন্ন। তাই পৃথকভাবে তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে।

দুই ধরনের আমাশয় হলো—

1. **অ্যামোবিক আমাশয়** —এই রোগ এক ধরনের অ্যামিবা বা *Entamoeba Hystolytica* নামক বীজাণু থেকে হয়।

2. **ব্যাসিলারী আমাশয়** —শিগেলা (*Shigella*) জাতীয় ব্যাসিলাস থেকে হয়। ব্যাসিলারী আমাশয়ের আক্রমণ আগের থেকে আরও ভয়ানক হতে পারে। শিশুদের পক্ষে এই রোগ মারাত্মক। অনেক সময় এ থেকে পরবর্তী সময়ে কলেরার মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই আমাশয় থেকে রক্তপাত, *Colitis* প্রভৃতি হতে পারে। অবশ্য ক্রমিক আমাশয় মাত্রই খারাপ এবং সব সময় এটিকে ঘৃণিত রাখা কর্তব্য। রোগ নিমূল করতে না পারলে, এ থেকে বৃহদন্ত্র প্রদাহ বা *Enterocolitis* হয় এবং আরও নানা অশুভ রোগ দেখা দিতে পারে।

### অ্যামিবার্ণাটত আমাশয় (Amoebic Dysentery)

**কারণ**—*Entamoeba Hystolytica* নামে এক ধরনের এককোষ জাতীয় নড়াচড়া করতে সক্ষম, দ্রুত বর্ধমান বীজাণু এই রোগের কারণ। এই বীজাণু পেটে গেলে তারা দ্রুত বর্ধিত হয় এবং বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রদাহের সৃষ্টি করে থাকে। বৃহদন্ত্রে প্রদাহ, ঘা, ক্ষত, *Ulcer* প্রভৃতি সৃষ্টি করলে, থাকে বলে *Intestinal Ulcer* প্রভৃতি সৃষ্টি করলে, তাকে বলে *Colitis* এবং দু'টি অস্ত্রেই এ রূপ হলে তাকে বলে *Enterocolitis* রোগ।

এই প্রদাহের ফলে বার বার কুশ্বন ও মলত্যাগ হয়। অনেক সময় এই রোগের উপসর্গ হিসাবে লিভারের প্রদাহ (*Hepatitis*), লিভারের ফোঁড়া (*Liver Abscess*) প্রভৃতি হতে পারে।

এই রোগ সাধারণতঃ গ্রীষ্ম মন্ডল ও নীতিশীতল মন্ডলে (*Tropical and Sub-Tropical Regions*) বেশি পরিব্যাপ্ত। শীত, শীত, সব ঋতুতেই এই রোগ হতে পারে। দুর্ভিত খাদ্য, পচা বা বাসি খাদ্য, মাছি, জল প্রভৃতির মাধ্যমে এই রোগ বিস্তার লাভ করে থাকে। *Amoeba*-র যে *Cyst* থাকে, তারা পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে। *Cyst* গুলি দ্রুত অসংখ্য *Amoeba*-র জন্ম দেয় এবং তাদের দ্রুত বংশবিস্তার হতে থাকে।

হোমিওপ্যাথি—11

তার পেরে বিস্তারিত (Mucous-membrane) প্রবাহ সৃষ্টি করে থাকে। অনেক সময় Lymphatics-এর মধ্য দিয়ে বিস্তারিত থেকে একটুলি Submucous coat-এ বাসা বৃদ্ধি। Mucous layer এবং ধমনীতে বা শিরাতলেও এরা গিয়ে নানা উপদ্রব ঘটায় বা রক্ত প্রবাহ রুদ্ধ (Thrombosis) ঘটাতে পারে।

লক্ষণ — বিকাশের তারতম্য অনুযায়ী এই রোগকে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়—

1. উগ্র ধরনের বা Acute Type.
2. দীর্ঘস্থায়ী বা Chronic Type.
3. অব্যক্ত ধরনের বা Latent Type.

উগ্রধরনের — 1. এটি হঠাৎ আরম্ভ করে। কয়েকদিন আগে থেকে মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে থাকে ও পরে হঠাৎ উদরাময় শুরু হয়ে যায়।

2. পেটের তলদেশে বেদনা দেখা যায়। কখনো বা ডান কোষে, নাভির চারদিকে ব্যথা হয়। কখনো বেদনা খুব কষ্টদায়ক হয়ে উঠতে পারে।

3. পাল্লখানার সময় কুশ্বন ও ব্যথা হয়। পাল্লখানা হবার পর ব্যথা একটু কম, পরে আবার পাল্লখানা হয়। এইভাবে চলতে থাকে।

4. পাল্লখানা দিনে 7—15 বার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

5. মলে দুর্গন্ধ থাকে, কখনো টক গন্ধ বের হয়।

6. জিহ্বা ভেজা ও মাঝে মাঝে লেপাবৃত দেখা যায়।

7. কখনো কখনো বমিভাব বা বমি হতে পারে।

8. জ্বর হতে পারে, তবে তা অল্প হয়।

9. মাঝে মাঝে পেটে খুব মোচড়ানো ব্যথা হতে দেখা যায়।

10. মল পরীক্ষা করলে তাতে Amoeba বা তার Cyst দেখা যায়। কখনো মলে Mucous-এর সঙ্গে রক্তও সামান্য দেখা দিতে পারে। মলে পুঁজ বা Pus Cell থাকে না।

### দীর্ঘস্থায়ী ধরনের

1. উগ্র আক্রমণের পর চিকিৎসা পূর্ণভাবে না হলে বা কিছু চিকিৎসা করে তা বন্ধ করে দিলে, দীর্ঘস্থায়ী ধরনের রোগ হয়। এতে অন্য লক্ষণ থাকে না। কেবল পাল্লখানার সঙ্গে সামান্য কুশ্বন ও অল্প অল্প আম পড়ে।

2. রোগী ভুগে ভুগে দুর্বল হয়। তার দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

3. মাঝে মাঝে হঠাৎ রোগ বাড়ে এবং উদরাময় হয় ও তার সঙ্গে আম পড়ে।

4. মাঝে মাঝে বেশি খেলে হঠাৎ পেটের গোলমাল হয় ও অজীর্ণ বা উদরাময় হয় ।

5. রোগীরা রোগের বাহন বা Carrier হয় এবং তাদের থেকে অন্যদের মধ্যেও রোগ ছড়াতে পারে । তাই রোগ নির্মূল করার জন্য চেষ্টাও করা অবশ্য কর্তব্য ।

6. মল পরীক্ষা করলে Mucous ও Cyst পাওয়া যায় ।

7. অনেক সময় দীর্ঘদিন ক্রমিক রোগে ভুগলে বৃহৎ অস্ত্র বা ক্ষুদ্র অস্ত্র আলসার বা Enterocolitis হয় । তা থেকে পরে আরও নানা রোগ দেখা দিতে পারে ।

**স্বাদক** — উগ্র আমাশয় থেকে এদের পরে রোগ সেরে অব্যক্তভাবে দাঁড়ায় ।

এদের কোন বাহ্যিক লক্ষণ থাকে না । বোঝা যায় না যে এদের আমাশয় রোগ আছে । তবে এরা সর্বদা Carrier হয়ে দাঁড়ায় । পরে এদের মাঝে মাঝে অজীর্ণ, অক্ষুধা প্রভৃতি হতে পারে । এ থেকে অবশেষে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে ।

### জটিল উপসর্গ ( Complications )

1. আমাশয় ক্রমিক বা Latent হলে, পরে তা থেকে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দেয় । অস্ত্রের আলসার বা Enterocolitis হয় । অস্ত্র ঘা বা ক্ষত ধরনের হয় ।

2. বৃকে বা পিঠে বাথা দেখা দিতে পারে ।

3 অস্ত্র Gangrene হতে পারে বা তা থেকে পরে Intestinal ক্যানসার হতে পারে ।

4. লিভার আক্রান্ত হয়ে Hepatitis রোগ হতে পারে ।

5. পাণ্ডু, সন্ন্যাস বা জাঁডুস রোগ হতে পারে ।

6 Liver Abscess এর ফলে হতে পারে । তারজন্য রোগীমু মৃত্যু পর্বন্ত হওয়া সম্ভব ।

**রোগ নির্ণয়**—উদরাময় ব্যাসিলারী আমাশয় এবং কলেরা—এদের মধ্যে কি কি পার্থক্য তা এরপরে আলোচনা করা হয়েছে ব্যাসিলাবী আমাশয়ের শেষে । তাছাড়া রোগ নির্ণয় করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মল পরীক্ষা করা । মলে Amoeba-র Cyst বা Bacilli—কি পাওয়া যায় তা দেখে চিকিৎসা করলে ভাল হয় এবং তার জন্য সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় ।

### চিকিৎসা

এই রোগের একটি প্রধান উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো—ম্যাক'উরিয়াস ।

প্রচুর আম, পেটে বেদনা ও কন কন করা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে, ম্যাক'উরিয়াস্ ৬ ।

পায়খানার সময় কৌথানি এবং পায়খানার শেষে বিছুদ্ধণ বৌথানি এই সব লক্ষণে, নাল-ভর্মিকা ৬ ও ৩০।

শিকনির মত সাদা আম, কখনও বা সঙ্গে আম অল্প পরিমাণে হয়, ভেদ বমি বিভ্রমবর্ণের বা প্রকৃতির। ঘি, তেল বা চর্বিষ্মুক্ত গুরুদ্রব্যক দ্রব্য খেয়ে আমাশয়, তৃষ্ণা না থাকা, রায়ে পীড়ার বৃষ্টি, এই সব লক্ষণে, পালসেটিলা ৬।

হাইড্রোবোটাইল এসিড দ্রুবেলা ও ফোটা করে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রবল বমি বা বমির লক্ষণে, ( বিশেষতঃ কাঁচা ফল বা টক জিনিস খেয়ে আমাশয় হলে। ), ইপিকাক ৬।

পেটে দারুণ বেদনা, যন্ত্রণার ক্লান্তি ষাওয়া, পেট চেপে ধরলে যন্ত্রণার উপশম হয় প্রকৃতি লক্ষণে, কলোসিস্ম ৬।

পেট গড় গড় করা, কৌথানি, বেদনা ( বিশেষতঃ পুরাতন আমাশয় ) গ্রেম্মা বা রক্ত যুক্ত মল প্রকৃতি লক্ষণে, অ্যালো ৬।

রক্তমিশ্রিত দৃগন্ধযুক্ত মল, প্রবল তৃষ্ণা, অস্থিরতা প্রকৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০।

দৃগন্ধযুক্ত বায়ু ও পেটফাঁপা, উদ্বিগ্ন থাকলে কার্বোভেঞ্জ', ৬, ৩০। পেটে খুব বাধার ম্যাগনিস ৩x বা ৬x গরম জলসহ। বেশী বাধা ও আমাশয়ে ট্রিস্ফিডিয়াম ৬, ৩০। হঠাৎ আমাশয় এবং জ্বরে ফেরাম ফস ৩x, ৬x। সবুজ বা চিটে গুড়ের মত পায়খানা, বমিভাবে, ইপিকাক ৩x—৬। সাদা মল ও বাধা রাতে বৃষ্টি, পালসেটিলা ৩—৩০।

### জানুয়ারিক ব্যবস্থা।

1. ধানকুনি পাতার ঝোল বা পাতার রস সব রকম আমাশয়ে উপকারী। ধানকুনি ও কাঁচকলার হালকা ঝোল-ভাত সুপথ্য। অবশ্য তা পায়খানা একটু কমলে খেতে হবে।

2 পেটে ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। প্রয়োজন হলে পেট গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা ভাল।

3. উষ্ণ জলে ক্লানেল নিংড়ে 2—4 ফোটা তার্পি'ন তেল ঢেলে মৃদু সেক দিলে ভাল হয়।

4. রোগ অবস্থায় তরল পথ্য, বালি, মিছরীর জল, গ্লুকোজ, ডাব Hydro-protein বা Protinex খেতে হবে। রোগ সেরে এলে সরু চালের ভাত, গদাচল পাতার ঝোল, ধানকুনি পাতার ঝোল, সিজি বা মাগুর বা জ্যান্ত চারাপানো মাছ, কাঁচকলা সিন্ধ, বেলসিন্ধ বা পোড়া বেল উপকারী পথ্য।

### ব্যাসিলারী আমাশয় (Bacillary Dysentery)

কারণ—সিগেলা ব্যাসিলাস নামে এক জাতীয় ব্যাসিলাস থেকে এই রোগ হয়। এই ব্যাসিলাসগুলি বৃহৎ অন্ত্র বা Large Intestine-এর কিঙ্কীকে আক্রমণ করে। তার ফলে অতিসার হয় এবং তার সঙ্গে আম (Mucous), রক্ত, পুঁজ পড়তে থাকে। কুশনের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পায়খানা হতেও দেখা যায়।

পৃথিবীর সব দেশে এই রোগের ব্যাপি আছে। আবহাওয়া বা উত্তাপের তারতম্য এই আক্রমণকে ব্যাহত করতে পারে না। তবে সেখানে জল বা খাদ্য দূষিত হবার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে একথা ঠিক।

Bacillary আমাশয়ও অপ্ৰকাশ্য হতে বা বীজাণু লুক্কিয়ে থাকতে ও ক্রমিক হতে পারে। তবে এটি ব্যাপক সংক্রামক আকারেই বেশি দেখা যায়।

মে, জুন ও জুলাই মাসে যখন মাঁছ বৃষ্টি হয়, তখন এই রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। জীবাণু বহনকারী মানুষ বা carrier-এর মাধ্যমেও এ রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। যাবা পুরনো রোগে ভুগছে তাদের—অল্পে যা ও রোগ মাঝে মাঝে অল্প অল্প হতে দেখা যায়। তারা শেষ পর্যন্ত carrier হয়। তবে অ্যামিবিবিকের থেকে এ রোগের মানুষ carrier কম হয়।

লক্ষণ—1. বীজাণুগুলি অন্তের Lymph নালীগুলি এবং Mucous Membrane-এ বিস্তার লাভ করে থাকে। অবশ্য এই বীজাণু Sub-Mucous Membrane-এ ক্ষত সৃষ্টি করে। তার ফলেই আম বের হতে থাকে। অনেক সময় Capillary থেকে রক্ত সৃষ্টি করে। তার ফলেই আম বের হতে থাকে। অনেক সময় Capillary থেকে বস্ত্র বের হয় এবং তখন পায়খানায় আমরক্ত দেখা যায়—একেই বলে বস্ত্র আমাশয়।

2. অনেক সময় তীব্র আক্রমণ হলে হঠাৎ পেটে খুব ব্যথা হয় এবং তার পরেই অতিসাব শুরু হয়। তার সঙ্গে Toxaemia দেখা দিতে পারে।

3. প্রায়ই অতিসারের জন্য মূত্রহীনতা হয়।

4. অনেক সময় জ্বর হয় কম বা বেশি জ্বর হলে 101 থেকে 103 ডিগ্রী অবধি উঠতে পারে। Toxaemia-র জন্য জ্বর হয়।

5. সাধারণতঃ সংক্রমণ 1—4 দিন। তারপরই অতিসার শুরু হয়ে যায়।

6. আম, রক্ত ও পুঁজামিশ্রিত গোলাপী ধরনের পায়খানা হয়। রোজ ২০ থেকে ৪০ বার পর্যন্ত একটু একটু পায়খানা হতে পারে।

7. মল খুব কম থাকে পায়খানায়। বেশির ভাগ থাকে রক্ত, পুঁজ, আম প্রভৃতি।

8. অনেক সময় বমি ভাব বা বমন হয়।

9. মলে গন্ধ সামান্য থাকে বা থাকে না। মল পরীক্ষা করলেই ব্যাসিলাস পাওয়া যায় অপদৃষ্টে।

10. অনেক সময় জ্বর ও পায়খানা চলতে থাকলে রোগী দুর্বল হয়ে যায়। তারপর Dehydrationও হয়, তার ফলে তড়কা, মোহ প্রভৃতি লক্ষণ আসতে পারে কয়েকদিন পর। এতে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়।

ঠিকমতো চিকিৎসা হলে রোগ সেরে যায়। চিকিৎসা না হলে বা পূর্ণ নাহলে অল্প হলে এ রোগ থেকে ক্রমিক রোগ দাঁড়ায় এবং রোগী অল্প অল্প ভোগে মাঝে মাঝে। তাই পূর্ণ চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

প্রকারভেদ—লক্ষণ অনুযায়ী এই রোগকে পুরো তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা, তা হলো—

1. অল্প আক্কেপ ( Mild Type )
2. বেশি আক্কেপ ( Severe Type )
3. পুরাতন রোগ ( Chronic Type )

অল্প আক্কেপ—যে সব লোক স্বাস্থ্যবান বা যাদের Immunity খুব বেশি, তাদের জ্বর বিশেষ হয় না। আক্রমণ ততটা বোকা যায় না, সাধারণ উদরাময় মনে হয়। আম কম পড়ে—তাই মল পরীক্ষা না করলে রোগ ধরা যায় না। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে বা পায়খানা বন্ধের জন্যে ঔষধ ঠিকমতো খেলে রোগ সেরে যায়, আর হয় না।

বেশী আক্কেপ —এই ধরনের রোগ হঠাৎ মানুষকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করে থাকে। খুব বেশি স্বদরে পেটে প্রবল ব্যথা, অত্যন্ত কুস্হন, ঘন ঘন ব্যথাযুক্ত পুঙ্জ, আম ও রক্তসহ পায়খানা বর্তে থাকে।

Ascending, Transverse ও Descending colon-এ আক্রমণ ঘটে ও তাতে ঘা হয়।

পায়খানা পরীক্ষা করলে ব্যাসিলি পাওয়া যায়। শিশুদের এরূপ হলে তরল মলের সঙ্গে দুর্গন্ধ দেখা যায়। শিশুদের অনেক সময় মূত্র অবরোধ হতে দেখা যায়। সফর রোগ ধরা না পড়লে মূত্কার ভয় থাকে বা মৃতবৎ অবস্থা হয়। বাঁমও এই সঙ্গে থাকে। জ্বর বেশি গুঠে—এরনাকি 102—103 ডিগ্রীর অধিক হতে পারে।

পুরাতন রোগ —অনেকদিন জ্বগতে থাকলে রোগের উন্নতি থাকে না। পরিপূর্ণ মাছার ঔষধ না খেলেও রোগ কমে যায় বটে, তবে তা ক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে গুরু ভোজন করলে বা অনিয়ম হলে হঠাৎ পাতলা পায়খানা ও ব্যথা শুরুর হয়। আবার ঔষধ খেলে কমে—এইভাবে চলতে থাকে। এ রোগ থেকে পরে Enterocolitis রোগ হতে পারে। তাই দীর্ঘদিন নিয়ম মত ঔষধ খেলে রোগ নিমূল করা কর্তব্য।



**জটিল উপসর্গ ( Complications )**

1. শিশুদের অনেক সময় অতিরিক্ত হর ও প্রবল রোগ হলে এবং ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে মৃতবৎ অবস্থা হর ও এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ।
2. অনেকদিন হলে তা ঠিকমতো রোগ সারলে এ থেকে Enterocolitis হর । তা থেকে পরে অন্তের ক্যানসার প্রভৃতি হতে পারে । চিকিৎসা না হলে অন্তে আলসার হতে পারে ।
3. মাঝে মাঝে হঠাৎ আক্রমণে প্রচুর পান্থখানা হরে Dehydration হর এরং শিঁচুনি, মোহ প্রভৃতি কলেরার নানা লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে ।
4. সশিঁ বাত, মস্তিস্কের বিক্রি প্রদাহ ( Encephalitis ) হতে পারে ।

**চিকিৎসা**

শেষ বসিতে রক্তের ভাগ কম, গ্লেম্বার ভাগ বেশি হলে, মাক'সল ৬ । শিকনির মতো আম, কখনো বা আমের সঙ্গে রক্ত থাকে । প্রতিবারেই বসি হর, শি বা তেল দ্বারা ক্রিনিস খেলে আমাশয় হর, এইসব লক্ষণে, পালসেটিলা ৬ । পুরাতন রোগে প্রচণ্ড দুর্বলতা, পা ঠাণ্ডা, পচা মড়ার মতো দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৬ । আমাশয়ে বিকার লক্ষণে, রাসটল ৬ । রক্ত আমের পরিবর্তে আমের উপর সূতোর মত রক্ত রেখা থাকলে, ( বিশেষতঃ পুরাতন আমাশয়ে ) সালফার ৩০ । মার্কিউরাসে উপশয় না হলে, নাইট্রিক অ্যাসিড — ৬ । আমাশয়ে পুরাতন অন্তে কতের আশংকা, ক্রিমির ধাত, রোগীর মিষ্টি খাবার বর্জ্য, কিন্তু মিষ্টি খেলে অসুখ করে এ সব লক্ষণে, আরজেট-নাই ৩০ । ছোট ছেলেদের রক্ত আমাশয়ে, ক্যালকে-ফস ৩০ । ট্রিস্ফিড্রাম বা প্লিম্ফিড্রাম ৬—৩০ দুঃসাধ্য পুরাতন রক্ত আমাশয়ে একটি ভাল ঔষধ । টাটকা রক্তভেদ— পডোফাইলাম ৬, ৩০ । এছাড়া ইঁপকাক, কস্টিকাম, ব্যাথার ম্যাগ্ন ফস, কলোসিন্থ, অ্যালো প্রভৃতি প্রয়োজনভেদে বা লক্ষণভেদে ।

**জানুয়ারিক ব্যবস্থা**

1. আক্রমণ অবস্থার পান্থখানা চলা কালে কেবল গ্লুকোজ, ডাবের জল, জল-বালি, Hydroprotein বা Protinex ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া কর্তব্য নয় । আগে ঔষধ খেলে পান্থখানা বন্ধ হরে গেলে ও খুব কড়া পেলে, কাঁচকলা, গাঁদালপাতা ও সিঁহি বা মাসুর মায়ে হালকা বোল ও-সরু চালের ভাত খেতে হবে । অন্ততঃ এক থেকে দুই মাস এই ভাবে হালকা বোল-ভাত ছাড়া অন্য খাওয়া বেওয়া উচিত নয় ।

2. পেটে ঠান্ডা লাগানো উচিত নয়।
3. ছাগলের দৃব খুব উপকারী, তাছাড়া রোগ কমে গেলে রোজ দই, হানা, প্রকৃত খাখা খেতে হবে যাতে দুর্বলতা কেটে যায় ও বল সঞ্চার হয়।

### ব্যাসিলারী ও অ্যামিবিবিক আক্রমণের পার্থক্য

অ্যামিবিবিক	ব্যাসিলারী
1. সব বয়সেই হতে পারে।	1. সব বয়সেই হয়, তবে উগ্র আক্রমণ শিশুদের বেশি হয়।
2. বহু ব্যাধি—বিশেষ দেখা যায় না।	2. মাঝে মাঝে এপিডেমিক হয়।
3. আক্রমণ—হঠাৎ আক্রমণ ও ধীরে ধীরে আক্রমণই বেশি।	3. হঠাৎ আক্রমণই বেশি হয়।
4. প্রায় সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসা ঠিকমত না হলে ক্রনিক হয়।	4. ক্রনিক কম হয়।
5. জ্বর সামান্য থাকে বা কখনো থাকে না।	5. প্রায়ই জ্বর হয় উগ্র বা Acute অবস্থায়।
6. Toxaemia বিশেষ থাকে না।	6. Toxaemia বেশি থাকে।
7. পারাখানার সংখ্যা—সাধারণতঃ 8—10 বার পারাখানা হয়, রোগ খুব বেশি হলে 12—14 বার, ক্রনিক হলে 3—4 বার।	7. হঠাৎ আক্রমণে 25—30 বার, এমন কি তার বেশিও পারাখানা হতে পারে।
8. জল শূন্য অবস্থা বা Dehydration প্রায়ই থাকে না।	8. প্রায়ই এটি হয়।
9. শিঁচুনি, মোহ প্রায়ই হয় না।	9. মাঝে মাঝে এগুলা হতে পারে।
10. এতে প্রাণ সংশয় হয় না।	10. শিশুদের ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়।
11. পেট কামড়ানি ও কুহন খুব বেশি হয়ে থাকে।	11. এতে কুহন হয় তবে কামড় কম থাকে।
12. কলেরার মত ভয়ঙ্কর লক্ষণ দেখা যায় না।	12. মাঝে মাঝে এরূপ দেখা যায়।

- |  |   |
|--|---|
| 13. বছরের সব সময় উগ্র আক্রমণ হতে পারে।                          | 13. সব সময় হলেও গ্রীষ্ম ও বর্ষার বেশি হয়।             |
| 14. মল—(a) প্রচুর দুর্গন্ধ যুক্ত মল, আম ও রক্ত থাকে।             | 14. (a) মল প্রায় থাকে না। আম, রক্ত ও পুঞ্জ বেশি থাকে।  |
| (b) Reaction acid  | (b) Reaction alkaline.                                  |
| (c) Cyst থাকে।   | (c) Fermentation Test-এ ব্যাসিলি পাওয়া যায়।           |
| (d) মল পরিমাণে বেশি।   | (d) মল পরিমাণে কম।                                      |
| (e) Pus Cell উগ্র আক্রমণে থাকে না।                               | (e) Pus Cell থাকে।                                      |
| 15. পরিণতি —Liver Abscess হয় কদাচিৎ, Peritonitis-এর আশংকা থাকে। | 15. সন্ধিবাৎ, মস্তিস্কের কিঙ্ক প্রদাহ প্রভৃতি হতে পারে। |
| 16. Enterocolitis হবার সম্ভাবনা বেশি, ক্রনিক বা Laten হলে।       | 16. কম ক্ষেত্রে এরূপ হয়।                               |
| 17. Laten Case অনেক সময় থাকে।                                   | 17. এরূপ কম হয়।  |

উদরাময় বা আমাশয় এবং কলেরাতে পার্থক্য

উদরাময় বা আমাশয়	কলেরা
1. এতে অনেকবার প্রথমে পিত্ত সংযুক্ত হলদুস, সবুজ বা কালো পাল্লখানা হয়। আম যুক্ত হলে তা সাদাটে হয়।	1. এতে প্রথমেই পিত্তহীন চালধোয়ার জলের মত ভেদ হতে থাকে। অর্থাৎ খুব পাতলা হয়।
2. এতে মলে প্রায়ই অল্প বা অন্য গন্ধ থাকে।	2. মাত্র 2—3 বার ভেদের পরে আর কোন গন্ধ থাকে না।
3. সাধারণতঃ পেট কামড়ানো বা অন্য ধরনের ব্যথা প্রায়ই থাকে। নাড়ির চারদিকে	3. এতে পেটে কোন ব্যথা থাকে না। বিনা ব্যথায় তরল ভেদ হতে থাকে।

- বাধা খুব বেশি হতে থাকে ।  
অনেক সময় রোগী পেটের  
বাধায় ছটফট করে ।
4. উরুতে বাধা থাকে না ।
5. এতে অনেকবার পায়খানা  
হবার পর পেটে বা ভিন্ন অংশে  
খিল ধরা ( পেশীর সংকোচন )  
হতে পারে । ( সব সময় নয় )  
উর্দ্ব অঙ্গে হয় না কখনো ।
6. শরীরের তাপ খুব ধীরে ধীরে  
কমে । তবে খুব বেশি  
কমে না ।
7. রোগী খুব বেশি অবসন্ন  
হয়ে পড়ে না । তবে অনেক-  
বার পায়খানা হবার পর  
কিছুটা দুর্বলতা আসে ।
8. ধীরে ধীরে তাপ কমতে পারে,  
সেঁক দিলে দ্রুত উপকার বা  
সেয়ে যায় । আর ভয় থাকে  
না । দুর্বলতা কমে যায় ।
9. এতে সহজে মূত্ররোধ, মূত্র-  
বন্ধ হয় না । অবশ্য সাময়িক  
ভাবে হতে পারে ।
10. এই রোগ প্রধানতঃ অখাদ্য  
খাবার ফলে, উদরামর অথবা  
পুরোনো আমাশয়ের ইতি-  
হাস থাকলে হয় । মল  
পরীক্ষা কবলে কমা ব্যাসিলাস  
থাকে না ।
11. এতে শৌচকার্য করার সময়  
পিছলে আমের ভাব বোঝা  
যায় ।
4. উরুর চারদিকে বাধা অনুভূত হয় ।
5. এতে কয়েকবার পায়খানা হবার পর  
হাতে-পায়ে একসঙ্গে খিল ধরে ।
6. শরীরের তাপ দ্রুত কমে এবং হাত-  
পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় ।
7. এতে রোগী দ্রুত অবসন্ন হয়ে পড়ে ।  
এমন কি অনেক সময় নড়াচড়া করার  
ক্ষমতা পর্যন্ত থাকে না ।
8. এতে উস্তাপ সহজে বিধিত হয় না ।  
ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন দুর্বলতা কমে  
না ।
9. এতে হঠাৎ মূত্ররোধ, মূত্রবন্ধ হয় ।  
প্রথম ভেদবিমি হবার পর থেকেই শূন্য  
হয় ।
10. কমা ব্যাসিলাস থেকে এই রোগ হয়  
এবং পায়খানা অনুবীক্ষণে পরীক্ষা  
করলে এই ব্যাসিলাস পাওয়া যায় ।
11. এতে সেরূপ কিছুই বোঝা যায়  
না ।

- |   |   |
|---|---|
| 12. এতে রোগীর চেহারা খুব বেশি বিবর্ণ হয় না—হলে তা সামান্য হয়।                   | 12. এতে রোগীর সর্বশরীর খুব বিবর্ণ হয়। অনেক সময় শরীরে নীলচে ডাব বা Cyanosis দেখা দেয়।       |
| 13. এতে মৃত্যুর আশংকা খুব বেশি থাকে না।   | 13. এতে প্রায়ই মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয়।  |
| 14. প্রথম অবস্থায় সামান্য বিধিগতে ঔষধ 3—4 বার প্রয়োগ করলে রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়। | 14. আগের মত চিকিৎসায় বিশেষ সফল পাওয়া যায় না—কারণ কমা ব্যাসিলাস জৈসব ঔষধে পূর্ণ খবস হয় না। |
| 15. এতে প্রায়ই Slaine ও Glucose দরকার হয় না।                                    | 15. এতে ঐ সব ঔষধ না দিলে কাজ হয় না, রোগীর জীবন আশংকা দেখা দেয়।                              |

### কলেরা রোগ (Cholera)

কারণ—কলেরা রোগকে চলতি বাংলা ভাষায় বলা হয় ওলাওঠা। ওলা মানে পায়খানা, ওঠা মানে বাঁম। এই রোগে একসঙ্গে প্রচণ্ড বাঁম ও পায়খানা হয়ে থাকে বলে তাকে ওলাওঠা বলে। তবে এটি আমাশয় নয়। আম খুব বেশি পড়ে না। আর আমাশয়ের রোগী সহজেই ততটা দুর্বল হয় না—যা এই রোগে হয়ে থাকে।

এই রোগের উৎপাদক যে বীজাণু তার নাম হলো 'Vibrio Cholerae'। এগুলি দেখতে ইংরাজী (,) কমার মত—তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে Comma Bacilli বা কমা বীজাণু।

মাঝে মাঝেই পৃথিবীর নানা দেশে এ রোগ ভয়াবহভাবে আক্রমণ করে। এই সব Epidemic-এ অজস্র লোক মারা যায়। এ দেশেও বহুলোক মারা যেত, আগে এই রকম ঘটনা ঘটেছে।

জলের মত পায়খানা হয় বলে, দ্রুত শরীরে জলের ভাগ কমে গেলে Muscular Cramp বা Twitching শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা কমে আসতে থাকে।

Cramp-এর পরে আসে Coma বা চৈতন্য লোপ। অবশেষে তার ফলে মৃত্যু হয়। রক্তের মধ্যে লবণ এবং জলের অতিরিক্ত অভাবই হলো মৃত্যুর কারণ। শরীর থেকে অতিরিক্ত জল পায়খানার মাধ্যমে বের হয়ে যায় বলে এই রকম হয়। তারপরেই হয় মৃত্যু-তা বা মৃত্যুর স্বল্পতা। Coma Vibrios-এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা অতিরিক্ত তাপে মারা যেতে পারে, হিম, ঠান্ডার, বর্ষাতে তারা মরে না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে (Tropical & Sub-tropical Regions)

এই রোগ বেশি হতে পারে ঠিক—তবে শীত প্রধান দেশেও এই বীজাণু জীবিত থাকে এবং তারাও রোগসৃষ্টি করতে পারে। তবে শীত প্রধান দেশে এ রোগের সংখ্যা খুব কম। তার কারণ হলো, যাদের পেট সুস্থ ও সবল থাকে, দেহ সবল থাকে, তাদের বেহে সহজে বীজাণুর আক্রমণ হয় না। তাই ও দেশে এই রোগ কম। এদেশে এ রোগ বেশি হয়।

রোগের কাণ্ড বলতে গেলে তাই আর একটা কথা বলা উচিত। সুস্থ, সবল বেহে এই বীজাণু হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে না। নানা ধরনের অভ্যাস, অনিয়ম, অমিতাচার প্রভৃতি এই বীজাণুর আক্রমণে সহায়তা করে থাকে। এই কারণে অনিয়মিত অভ্যাস করা উচিত নয়।

অনিয়ম, অনাচার, অতি আহার, অতি জাগরণ প্রভৃতি হলো এই রোগের প্রধান সহায়ক। এই সব কারণে দেহ খুব দ্রুত দুর্বল হয় বলে রোগ বীজাণুর আক্রমণ করতে সুযোগ পায়।

লক্ষণ—রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে সবার আগে কলেরা রোগীর আশ্রিত পরিবর্তনগুলি জানা উচিত। এই রোগের Vibrios অস্ত্রের ভেতরের Epithelium-কে আক্রমণ করে। পরে এই সব Epithelial টিসু কিছু নষ্ট হয় এবং ঐগুলি পায়খানার সঙ্গে বের হয়। তাতে অস্ত্রের জল ধারণের ক্ষমতা কমে যায় এবং জলের মত পায়খানা হতে থাকে এবং সঙ্গে Epithelial টিসু বা আম পড়ে, তার ফলেই চালধোয়া জলের মত পায়খানা হয়।

এইভাবে চলতে থাকার ফলে বস্তুর জলীয়ভাব কমে যায়। কিডনীতে রক্তের স্বল্পতা ঘটে থাকে। বস্তুর চাপ কমে আসে—80-100-তে পরিণত হয়। প্রস্রাব দ্রুত কমে যায় এবং মৃদুস্ফূর্ততা ঘটে। বস্তুর Chloride কমে যায় এবং অতিরিক্ত বমি হতে থাকে।

অন্যান্য প্রধান লক্ষণ—বীজাণু প্রবেশ করার পর 12 থেকে 36 ঘণ্টার মধ্যে রোগ লক্ষণ সব প্রকাশ পায়।

### I. প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হলো—

অতিসার—পায়খানা হতে থাকে চালধোয়া জলের মত। তাতে ছোট ছোট সাধা রঙের পর্দা ভাসতে থাকে। কিন্তু পরে পর্দাগুলি নিচে পড়বার জন্য পরিষ্কার হয়।

2. কলেরার Specific লক্ষণ হলো—প্রবল উদরায়ন, কিন্তু পেটে ব্যথা থাকে না।

3. জলপান ছাড়াও বমির উপেক্ষ এবং মাঝে মাঝে বমি হতে পারে। কখনো বা জ্বা হয় না—তবে তা খুব কম ক্ষেত্রে। অতিরিক্ত বমি হলে, তা আড়ম্বলতা বৃদ্ধি করে।

4. মলে কিছু মলের রং থাকে না। প্রথম 2—1 বার থাকলেও পরে থাকে না। 'Painless pouring of pints of pale stool'—হলো, এর লক্ষণ। পিস্ত থাকে না বলেই এর রং সাদা হয়।

5. আর এক ধরনের-কলেরা হলো Cholera Sicca—একে বলে শুষ্ক কলেরা। এতে পায়খানা বেশি বাইরে না এসে, ক্ষুদ্র অস্ত্র জমা হয়। 2—3 বার পায়খানা হতে না হতেই রোগী মারা যায়। এটি বিপজ্জনক কলেরা। অবসন্নতা এবং Heart Failure হলো মৃত্যুর কারণ।

6. মূত্র শূন্যতা ও মূত্রক্কহতা বা Dehydration হলো, কঠিন পরবর্তী লক্ষণগুলির মূল কারণ।

7. অনেক সময় হেঁচকি হয় এবং তা খুব কষ্টদায়ক হয়।

8. পেটে বাথা না থাকলেও পেট জ্বালা করতে পারে।

9. পেটের মাংস পেশীর সংকোচন বা Cramp এই রোগের সূনির্দিষ্ট লক্ষণ।

10. রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার স্যাঁতসেঁতে ভাব হয় এবং টানলে স্বাভাবিক অবস্থার মত মিলায়ে যায় না।

11. শরীরের তাপ কমে 95 ডিগ্রী হতে পারে।

12. জিভে হাত দিলে তা ঠাণ্ডা বোধ হয়। গৃহস্থে তাপ বেশি থাকে।

13. চক্ষু কোটরগত হয়।

14. আঙ্গুলের মাথা, ঠোঁট প্রভৃতি নীলাভ হয় অর্থাৎ Cyanosis হতে থাকে। এইসব লক্ষণ হলো গুরুতর রকমের Toxaemia-র লক্ষণ।

15. রোগী ছটফট করে। তার পক্ষে এই অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না এবং খিঁচুনি খুব বেশি হয়।

16. নাড়ি সূতোর মত ক্ষীণ হয়—পরে তা অনুভব করা যায় না।

17. তীব্র পিপাসা হলে থাকে।

18. রক্তের চাপ কমে যায় এবং তা 70 মিলিমিটারে এসে দাঁড়াতে পারে।

19. জল পান বেশি করলেই বাঁচি হয়। তারপর আবার পিপাসা দেখা দেয়।

20. তারপর খিঁচুনি সুরু হয়। রক্তে জলের অভাব এবং অবস্থার অবনতি ও Dehydration-এর জন্য Cramp শুরু হয়।

21. রোগী ক্রমে শক্তিশূন্য হয়। পেশীর কঠিন সংকোচন বা Convulsions, মোহ বা coma হয় এবং অবশেষে হার্টফেল করে রোগী মারা যায়। এটি 5—6 ঘণ্টা থেকে 2—3 দিনের মধ্যে হয়। প্রস্রাব বন্ধ থাকা রোগীর খারাপ অবস্থার নির্দেশক।

22. যদি এই অবস্থায় মৃত্যু না হয়, তা হলে রোগী ভালোর দিকে এগোয় এবং Stage of Reaction শুরু হয়। পায়খানার সংখ্যা কমে। বাঁচি কমে। অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের শীতল ভাব দূর হয়। কিন্তু এই অবস্থা নিরাপদ নয়। অনেক সময় এই ভাপ বৃদ্ধি হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। যদি প্রস্রাব হয়, তা হলে বৃদ্ধিতে হবে শুষ্ক লক্ষণ।

### লক্ষণের বিভিন্ন অবস্থাগুলি

বিজ্ঞানীরা কলেরা রোগ বা প্রকৃত কলেরার লক্ষণকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো—

1. আক্রমণ অবস্থা—1 থেকে 6 ঘণ্টা।
2. পূর্ণ বিকাশ অবস্থা—3 থেকে 24 ঘণ্টা।
3. পতন বা হিমাক্র অবস্থা—12 থেকে 36 ঘণ্টা।
4. প্রতিক্রিয়া হিমাক্র—সামান্য সময়।
5. পরিণাম হিমাক্র—অনির্দিষ্ট।

এবারে প্রতিটি অবস্থার বিবরণ পূর্ণভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

1. **আক্রমণ অবস্থা** —কলেরার বীজাণু দেহে প্রবেশ করার পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে না। Incubation-এর সময় মাত্র 12 থেকে 36 ঘণ্টা। তারপর চালধোরা জলের মত ভেদ এবং বেদনাহীন পাতলা পায়খানা শুরুর হয়। এই অবস্থা 2—3 দিন স্থায়ী হতে পারে। প্রথমে 2—3 বার মল থাকতে পারে—তারপর থাকে না। শরীরের তাপ ক্রমে ক্রমে আসে। দেহ দুর্বল হয়। স্ফূর্তিহীনতা, মাথা ঘোরা, সর্দি, অরুচি গা বমি-বমি ভাব, পিপাসা বোধ ও মুখে বিস্বাদ, পেটে ভারবোধ, বেদনা, কানে শোঁ শোঁ শব্দ হয় ও দম বন্ধ মনে হয়। তার সঙ্গে চালধোরা জলের মত পায়খানা ও বমি চলতে থাকে।

**পূর্ণ বিকাশ অবস্থা** —যখন ভারতের ফেন বা মাড়ের মতো বা চালধোরা জলের মত ভেদবমি হতে থাকে, তখন শুরুর হয় দ্বিতীয় পর্যায় বা বিকাশ অবস্থা। এই অবস্থার চালধোরা জলের মতো ভেদ এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি হতে থাকে। প্রচণ্ড পিপাসা দেখা দেয়। মুখ হাড়ল মলিন হয়। চোখ বসে যায়। শব্দীয় বিবর্ণ হয়। সর্ব শব্দে ঘাম দেখা যায়। বিশেষ করে মাথা বেশি ঘামতে থাকে।

ক্রমশঃ মূত্র অবরোধ হয়। নাড়ি ক্ষীণ হয়। চক্কু নীলাভ রেখার দ্বারা বেষ্টিত হয়। স্বরভঙ্গ, পেটের মধ্যে জ্বালা, গড়গড়ি বা কল্ কল্ করে পেট ডাকা, শরীরের স্থানে স্থানে খিল খিলা, অবসন্নতা, মূত্র ও ঠোঁট শুকনো হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগী বিশেষে লক্ষণের পার্থক্য হয়। কোনও রোগীর পায়খানা বেশি হয়, বমি কম হয়। কারও-বা পায়খানা কম, বমি বেশি হয়।



অনেক সময় ভেদের সঙ্গে প্রথমে হলদু বা সবুজ রঙের মল নির্গত হয়। পরে আর তা হয় না। তখন কেবল চালধোয়া জলের মত মল বের হতে থাকে। তারপর যদি এই মল বন্ধ হয়ে যায়, হলদু বা সবুজ মল বের হতে থাকে, তখন রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

**হিমাঙ্ক বা পতন অবস্থা**—রোগীর পতন অবস্থা অনেক সময় ভয়াবহ। অনেক রোগীর এই অবস্থার মৃত্যু হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থার ভেদবর্মি ইত্যাদি কমে যায়। অস্থিরতা দেখা যায়। কিন্তু পিপাসা ও বমি এত হয় যে, রোগী জলপান করা মাঝে তা বমি হয়। বমি বমি ভাব ও বমি চলতে থাকে এবং তা হয় কষ্টকর। এর ফলে গলা চিরে যেতে পারে, স্বরভঙ্গ হয়, পেটে ব্যথা দেখা দিতে পারে, পেটের পেশীর অবিরাম কুঞ্চে ফলে।

বারবার বমির ফলে রোগী রীতিমত নিশ্চৈ হয়ে পড়ে। ক্রমে মণিবন্ধ থেকে নাড়ি স্নেহে যায়। এমনকি বাহু-মূলে থেকেও নাড়ির শব্দ পাওয়া যায় না। জীবনী শক্তি খুব কমে যায়। ঠাট হয় নীলচে। শরীরের চোখের নিচের দিকে ঠান্ডা হতে থাকে। চোখ বসে যায় এবং ঘোলাটে দেখায়। তারা বিস্তৃত হয়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। স্বরভঙ্গ অথবা কণীশ্বর হয়। স্বর এত কণীশ হয় যে রোগীর কথা বললে বোঝা যায় না।

মূত্র-রোগ একটি খারাপ লক্ষণ। এই মূত্ররোধ দূর হয়ে, প্রস্রাব না হওয়া পর্বত রোগী ভালোর দিকে যায় না। হাতে পায়ের পেশীর কুঞ্চে দেখা দেয়—অনেক সময় জলে ভিজলে যেমন হয় তেমন অবস্থা হয়। এটি হয় আর্টারিক ডেহাইড্রেশন-এর ফলে।

গায়ে অনেক সময় খুব জ্বালা দেখা যায়। জ্বালাব সময় রোগী গায়ে কাপড়-চোপড় রাখতে পারে না। কখনো বা কিছু কিছু ঘাম দেখা দিলে থাকে। এই অবস্থার অনেক সময়েই অসম্পূর্ণ মলমূত্রাগ হতে দেখা যায়। পায়খানা বন্ধ হলে শেট ফুলে যায়।

তারপর রোগী এত নিশ্চৈ হয়ে পড়ে যে পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতাও থাকে না। একটা আচ্ছন্নভাব দেখা দেয়। কখনো রোগী ভেদবর্মি হয়েই মারা যায়। কখনো বা 2—3 ঘণ্টা নিশ্চৈ ভাবে পড়ে থাকার পর রোগীর মৃত্যু হয়।

এই পতন অবস্থাতেই শতকরা প্রায় 30—40 ভাগ রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকে—যদি এই অবস্থার রোগীর মৃত্যু না হয়, তাহলে এরপর পরের অবস্থা বা প্রতিক্রিয়া শূন্য হয়ে থাকে।

যদি ভেদবর্মি বন্ধ হবার পরও 3—4 ঘণ্টা রোগী বেঁচে থাকে, তখন বৃদ্ধিতে হবে যে-তার পরবর্তী অবস্থা বা প্রতিক্রিয়া শূন্য হয়েছিল।

তৃতীয় অবস্থার নাড়ি লোপ হবার পর, আর নাড়ির গতি ফিরে না এলে বৃদ্ধিতে হবে যে রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

**প্রতিক্রিয়ার অবস্থা**—এই অবস্থা হলো, তৃতীয় বা পতন অবস্থা যদি রোগীর মৃত্যু না হয়, তাহলে তার পরের অবস্থা ।

তৃতীয় অবস্থায় রোগীর যে নাড়ি লোপ হয়েছিল—এই অবস্থায় আবার তা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে এবং রোগী আবার সুস্থ বলে অনুভব করে । মণিবশে কক্ষিণ নাড়ি পাওয়া যেতে শুরুর হয় এবং তা শূন্য ফল বলে বোঝা যায় । অবশ্য এখানে একটা বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে । প্রতিক্রিয়ার এই অবস্থা স্বাভাবিক না এটা মৃত্যুর পূর্বের অস্বাভাবিক অবস্থা তা ভালভাবে বুঝতে হবে ।

যদি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় বা চিকিৎসার ফলে হয়, তাহলে ধীরে ধীরে হাত-পা বা গা আবার গরম হতে থাকবে । সামান্য মল পড়বে ভেদের সঙ্গে । অনেক সময় এই অবস্থায় রোগীর জীবনী শক্তি ফিরে আসে । এই প্রতিক্রিয়া অবস্থায় প্রস্রাব হওয়া একটি শূন্য ও উর্মতির প্রমাণকারক লক্ষণ । যদি প্রস্রাব হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, রোগী ক্রমে ভালো অবস্থার দিকে ফিরে আসছে । চোখের জ্যোতি আবার ফিরে আসতে পারে । অনেক সময় রোগী এই অবস্থার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে ।

**পরিণাম অবস্থা**—যদি চতুর্থ অবস্থায় রোগী পরিপূর্ণ সুস্থ না হয় তাহলে রোগী আবার দ্রুত খারাপের দিকে যায় । এই সব রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিক্রিয়া অবস্থা অল্প সময় স্থায়ী হয় । তারপর রোগী আবার খারাপের দিকে যায় ।

এই অবস্থায় আবার রোগীর দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত জমাট বাঁধতে থাকে । আবার Dehydration-এর জন্যও দেহের Electrolytic Balance-এর গোলমালের জন্য নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দেয় একে একে ।

এই সব খারাপ লক্ষণ হলো, আবার জ্বর শুরুর হয় । রোগ আবার আক্রমণ করে । আবার মৃত্যু বশ্য হয় । অবশ্য আগের অবস্থায় চিকিৎসা চললে, এ অবস্থা আসে না প্রায়ই । তা না হলেই আবার এই পরিণাম অবস্থার সূচী হয় ।

রোগীর আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হয় । হিঙ্কা, বমি, গা বমি বমি ভাব, উদরাময় ও ভেদ, পেট ফোলা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে থাকে আবার, কর্ণমূল প্রদাহ, ফুসফুস প্রদাহ প্রভৃতি নানা খাবাপ লক্ষণ দেখা দেওয়া সম্ভব । অনেক রোগীর এই অবস্থায় মৃত্যু ঘটে শতকারা 30—40 ভাগ ।

### কলেরা রোগের গুরুতর লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ (Complications)

প্রকৃত কলেরা রোগ হলে তার ফলে নানা মারাত্মক লক্ষণ দেখা দিলে থাকে । এই সব লক্ষণ দেখা দিলে বোগী খুব দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তার প্রাণ সংশয় হয় ।

এই সব মারাত্মক লক্ষণ দেখা দেয় বলেই, কলেরা রোগ একটি মারাত্মক ও মহামারী রোগ বলে বিবেচিত হয় । উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে, এই সব লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে প্রায়ই বাঁচানো যায় না । এই সব মারাত্মক লক্ষণগুলি হলো—

1. প্রথম থেকেই চালখোলা জলের মতো যে ভেদ বমি শূন্য হয়, তা বন্ধ হতেই চার না। তার ফলে Dehydration হয়ে ও দেহের Electrolytic Balance নষ্ট হয়ে যায়।

2. খুব দ্রুত দুর্বলতা ও অবসন্নতা আসে, অনেক সময় তা অতি অশুভ লক্ষণ।

3. দ্রুত শরীরের তাপ কম হওয়া একটি অশুভ লক্ষণ। প্রথমে পা ও হাতের তাপ কমে। তারপর শরীরের অন্যান্য অংশের তাপ দ্রুত কমে যায়। ঠিকমতো চিকিৎসা করার সুযোগ পাবার আগেই রোগী এ রকম হলে হার্ট ফেল করে।

4. দ্রুত হাতে-পায়ে খিল ধরা একটি খারাপ উপসর্গ। 3-4 বার বা 5-6 বার পাল্লখানা হবার পরই হাতে-পায়ে খিল ধরা, পেশীর কুণ্ডন প্রভৃতি হলে তা অতি অশুভ ও মারাত্মক লক্ষণ।

5. অজ্ঞান বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা এবং প্রায় জ্ঞানহীন বা মোহ (Coma) অবস্থাও খুব অশুভ। এইরূপ হতে থাকলে দ্রুত রোগীর পতন অবস্থা ঘনিয়ে আসে এবং তা খুব খারাপ। এসব রোগীকে দ্রুত খুব ভাল চিকিৎসা ছাড়া বাঁচানো যায় না।

6. হঠাৎ মূত্র বন্ধ বা মূত্ররোধ হওয়াও একটি অতি অশুভ লক্ষণ। এসব রোগীর সঙ্গ প্রস্রাব করাবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। রোগীর প্রস্রাব হলে, সব সময় তার অবস্থা শূন্য দিকে যাচ্ছে বলে মনে করতে হবে। এই Uraemia বা প্রস্রাব বন্ধ হলে, সব সময় তার অবস্থা অশুভ দিকে যাচ্ছে বলে মনে করতে হবে। এই Uraemia বা প্রস্রাব বন্ধের জন্য উপযুক্ত ঔষধ দিতে হবে।

7. হিঁকা, সংজ্ঞাহীনতা, নিঃশ্বাসে Acetone-এর গন্ধ প্রভৃতি খুব অশুভ লক্ষণ।

8. ফুসফুস প্রদাহ বা নিউমোনিয়া হলে তা আর একটি অশুভ উপসর্গ।

9. মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ বা Encephalitis হলে তা হলো আর একটি অশুভ উপসর্গ। এই সব অশুভ উপসর্গ দেখা দিলে তার প্রতিকার করা অবশ্য কর্তব্য।

10. অনেক সময় এই রোগের জন্য, পরবর্তীকালে সন্ধিভাবে, মায়ের অতিরিক্ত দুর্বলতা প্রভৃতি নানা অশুভ লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দিলে থাকে।

### চিকিৎসা

প্রথম অবস্থার চিকিৎসা —কলেরা রোগের প্রারম্ভে ডাঙের ফেনার মত ভেদ বমি, ও দ্রুত বলক্ষয় হতে থাকে অথবা যে বলেরায় প্রথম থেকেই সর্বোচ্চ নীলবর্ণ ৩ শীতল হয়ে আসে সেই কলেরার ক্যামফার উপযোগী। স্পিরিট ক্যামফার মায়ের সামান্য জলসহ পনেরো কুড়ি মিনিট পর পর দিতে হবে।

হোমিওপ্যাথি শিক্ষা—12

ঠাণ্ডা লাগা হেতু কলেরা হলেও ক্যাম্ফার প্রযোজ্য ।

ভেদের চেয়ে বাম বেশি হলে এবং বামের জন্য হিমাক্ত ভাব হলে ক্যাম্ফার না দিয়ে দিতে হবে আর্সেনিক ৬ । অতিরিক্ত ফলমূল বা বরফ খাওয়ার জন্য কলেরা হলে এবং ঝালা, তৃষ্ণা, অস্থিরতা ও দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬ । পেট ভাকা, পেট ফাঁপা, দুর্বলতা প্রভৃতি হলে, চারনা ৩ । ঘোলান ডরমুদ্রের মত ভেদ, পেটে তীব্র অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লেগে কলেরা হলে অ্যাকোনাইট ন্যাপ ১x । বেদনাহীন মেটে রঙের ভেদ, পুরানো উদরাময় কলেরার পরিণত হলে বা অপরিমাণ ইন্ট্রসেবাজনিত কলেরা হলে, অ্যাসিড ফস ৬ । চালধোয়া জলের মতো ভেদ, পিস্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, সবুজ বাম, ভেদের সময় ঠাণ্ডা ঘাম, মূত্র ও হাত ঠাণ্ডা, ভেদের সময় বা পরে ভেরেট্রাম ৬ । কলেরার প্রারম্ভে নীলবর্ণ হয়ে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় অথবা বোগী অসাড় হয়ে পড়ে, তাহলে ভেরেট্রাম ৩x প্রযোজ্য ।

সবুজ বা গ্লেস্মার দানা দানা অথবা জলের মতো বেদনাহীন ভেদ, মলম্বার ফাঁক হয়ে থাকে প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ফোরাস ৬ ।

ভেদবামি ও আক্কেপসহ বেদনাহীন কলেরার রিসিমাস ৬ । ক্রোধ বা বিরক্তি বা দাঁত উঠবার সময় কলেরার ক্যামোমিলা ৬ উপযোগী । সবুজবর্ণের ফেনাবদ্ধ দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, আমরক্তমিশ্রিত ভেদ, সব সময় বাম বামি ভাব প্রভৃতি লক্ষণে, ইপিপাক ৩ ।

বেদনাহীন গরম ভেদ অথবা প্রচুর পরিমাণ সাধা, সবুজ, রক্তময় বা গাঁজলা গাঁজলা ( ফেনা ফেনা ) ভেদ লক্ষণে, পডোফাইলাম ৬ ।

উগ্র ঔষুধ খাওয়া বা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের জন্য উদরাময়, পিস্তযুক্ত বামি প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স ভর্মিকা ৩x ।

ষি বা চর্বিযুক্ত দ্রব্য ভোজনের জন্য উদরাময় সবুজ বা গ্লেস্মাময় ভেদ প্রভৃতি লক্ষণে পালসেটিলা ৬ ।

### বিকাশাবস্থার চিকিৎসা

আক্রমণ অবস্থায় ক্যাম্ফার ব্যর্থ হয়ে যদি বিকাশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তা হলে, ভেরেট্রাম অ্যাণ্ড, আর্সেনিক অ্যাণ্ড প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার্য ।

চালধোয়া জলের মত ভেদ বামি আরম্ভ হলে, কোলি ফস ১x ( বিচূর্ণ ) প্রযোজ্য । এতে উপকার না হলে, ভেরেট্রাম ৬ বা আর্স ৬ প্রয়োগ করা বিধেয় । প্রচুর পরিমাণে চালধোয়া জলের মত ভেদ ও বামি, মূত্রলোপ, খুব পিপাসা, অবসন্নতা, ক্ষীণ বা লুপ্ত প্রায় নাড়ী, হাত পা ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ, পেটে বেদনা ও খিল ধরা প্রভৃতি —ভেরেট্রাম অ্যাণ্ড ৬, ৩০ বা ২০০ কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট পর পর প্রয়োগ করা উচিত ।

অতিশয় অবসন্নতা, অস্থিরতা, মৃত্যু ভয়, ঝালা, খিলধরা, ভেদ ও বামি প্রভৃতি লক্ষণে—আর্সেনিক ৬ ৩০ বা ২০০ । কুড়ি-পঁচিশ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য ।

রক্তময় বা মাংসখোঁরা জলের মত ভেদ, মূত্রকৃচ্ছতা বা মূত্ররোধ, ষিঁচুনি বা নাড়ী লোপ প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যান্সারিস ৬ ।

অতিশয় খিলখিলা, ষিঁচুনি, প্রলাপ, লুপ্তপ্রায় নাড়ী, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা, চোখ-মুখ বসে যাওয়া, জলের মত ভেদ বমি প্রভৃতি লক্ষণে, কিউপ্রাম ৬, ১২, ৩০ । কিউপ্রাম ব্যর্থ হলে ( বিশেষতঃ খিলখিলায় জন্য হাত-পা পিছনদিকে বেঁকে গেলে ) সিকেলি ৩, ৬, বা ৩০ উপযোগী । উদরে অত্যন্ত বেদনা, জলের মত বমি, সবুজ, কাল বা পিস্ত-বমির সঙ্গে সঙ্গই হিমাক্র অবস্থা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট র্যাডিক্স কার্যকরী । বিকট চীৎকার, সঙ্গে ষিঁচুনি বা তড়কা, অচৈতন্য, মূখ দিয়ে গাঁজলা ওঠা, মস্তিস্কের গোলযোগ প্রভৃতি লক্ষণে, লাইকো ১২ ।

মূখে জ্বালা বা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, বিকাশ অবস্থার শেষ ভাগে, বমির পর যখন মুচ্ছাবেশ এবং অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম টার্ট ৬ বা ইপিকাক ৩০ ব্যবহৃত হয় ।

মলম্বারে জ্বালা, ভেদবমি, সব শরীর ঠাণ্ডা না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, আইরিস ভাস ৩ । বমি বা পিস্তবমি, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, প্রস্রাব বন্ধ, জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণে, রিসিনাস ৬ ।

পেট ডাকা, গড়গড় শব্দ ভেদ, বরফের কুঁচি মূখে রাখলে বমির কিছু উপশম লক্ষণে ফস্ফরাস ৬ । উদরাময়ের পর কলেরা ( বিশেষতঃ রক্তযুক্ত শেলআস্রাব ও কৌধানি লক্ষণে ) মার্কিউরাস-কর ৩ ।

### হিমাক্র অবস্থায় চিকিৎসা

বিকাশ অবস্থায় যে ঔষধ একবার ব্যবহৃত হয়েছে, তা হিমাক্রবস্থায় প্রয়োগে উপকারের সম্ভাবনা থাকে না । অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অপব্যবহার জ্ঞানিত কুফলের প্রতিকারের জন্য ক্যান্সারই কার্যকরী ।

হিমাক্রবস্থায় আগে যদি আর্সেনিক, ভিরেট্রাম, কিউপ্রাম, সিকেলি-কর, অ্যাকোনাইট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা না হয়ে থাকে, তা হলে হিমাক্রবস্থায় ঐ সব ঔষধ লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত ।

শরীর দ্রুত বরফের মতো শীতল, সর্বাত্মে ( বিশেষতঃ পেটের মধ্যে ) জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬ ।

আর্সেনিক প্রয়োগে শ্বাসকণ্ঠের উপশম না হলে, কারা বা ন্যাজা ৬ । কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, ভেদ বমি, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি লক্ষণে, নিকোটিন ৬ । শরীর নীলবর্ণ, কথার জড়তা প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৬, ১২ ।

জ্বর, তৃষ্ণা, সবুজ ও রক্ত ভেদ, মূত্ৰাভয় প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট-ন্যাপ ১৫ ।

কলেরার আক্রমণ মাথেরই রোগী বন্ধাহত ব্যক্তির মত অচেতন হয়ে পড়লে, ল্যাক্‌কোস ৬।

হিমাদ্রাবস্থার শরীরের কম্প ও তড়কা, হৃৎপিণ্ডের অসাড়াতা বা শ্বাসরোধ হবার উপক্রম প্রভৃতি লক্ষণে, ভিরেট্রাম ভিরিডি—৬।

### প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হলে কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। তখন পথ্যাবস্থার সুব্যবস্থা করাই কর্তব্য। কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশ পেলে, তাহলে রোগের প্রবল অবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছিল, সেসব ঔষধ (লক্ষণানুসারে অল্প মাত্রায় (উচ্চতর ক্রম) ও বিলম্বে (অনেকক্ষণ অন্তর) প্রযোজ্য।

### একটি আবশ্যিকীর কথা

কলেরা রোগে ভেদ ও বমি সহ রক্তের জল, জলীয় ভাগ ও লবণাংশ বের হয়।

সেইজন্য স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবস্থা আরম্ভ হওয়ার মাত্র রোগীকে জলের সঙ্গে (বা খুব পাতলা জল এরারূটে সঙ্গে) অল্প লবণ মিশিয়ে খাওয়ালে সহজে রক্তের জলীয় ভাগ ও লবণাংশ বাড়ে এবং দেহের আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধিত রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না বা Dehydration ঘটে না। জলসহ ইলেকট্রল পাউডার খাওয়ালেও ভাল ফল হয়।

### পরিণাম অবস্থার চিকিৎসা

রোগের পুনরাক্রমণ —অনেক স্থলে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর পুনরায় স্তব্দ বমি হতে থাকে। এইরকম স্থলে আক্রমণ ও বিকাশ অবস্থার যে যে ঔষধ উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষণানুসারে সেই সেই ঔষধ (উচ্চক্রমে) পুনঃ প্রয়োগ করা বিধি। ক্রিমিজনিভ পুনরাক্রমণে সিনা ৩x থেকে ২০০ ব্যবহার্য।

### জ্বর ও বিকার লক্ষণ

জ্বর ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ না থাকলে, অ্যাকোনাইট ন্যাপ ৩। বিস্তৃত জ্বর সহ মস্তিস্কে রক্ত সঞ্চয়, চক্ষু লাল, শিরঃরোগ প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৬, বা ৩০। রোগী শয্যা থেকে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেও প্রলাপাতি লক্ষণে, হায়োসাস্সামাস ৬।

উদরে ক্রিমির জন্য দাঁত বড়মড় করা প্রভৃতি লক্ষণে, সিনা ৩x বা ২০০। অচেতন্য অবস্থায় পড়ে থাকলে, ওপিগ্রাম ৬ বা ৩০।

মূত্রবন্ধ বা প্রস্রাব না হওয়ার জন্য পেট ফাঁপা, প্রলাপ বা খেঁচুনি লক্ষণে, ক্যান্সারিস ৬। ক্যান্সারিস প্রস্রোগে উপকার না হলে, টেরিবন্ধ ৬। মূত্ররোধের জন্য তন্দ্রা লক্ষণে, আর্সেনিক ৬।

ভিরেট্রাম ৩ বা আর্সেনিক ৩০ হিক্কার প্রধান ঔষধ। এতে উপকার না হলে হিক্কাসহ বমি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬।

বমি না হলে কেবল বমির ইচ্ছা লক্ষণে, হাঁপকাক ৩। কিন্তু বমি হলে বমির লক্ষণে, অ্যান্টিম টার্ট—৬। পেট গড় গড় এবং হৃদয়ে দৃগন্ধ বমির লক্ষণে, চায়না ৩। উদরাময়ে পেটফাঁপা লক্ষণে, কার্বোভেজ ৩০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে। তার এঁটো খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। একমাত্র নার্স ছাড়া কেউ সে ঘরে যাবে না। রোগীর বাসনপত্র, কাপড়-চোপড় সব বীজাণুনাশক ঔষধ (ত্রিচিং পাউডার, ডেটল প্রভৃতি) দিয়ে ধুতে হবে। রোগী ভাল হলে ঐ সব জামা-কাপড় মাটিতে পুতে ফেলা কর্তব্য।

2. রোগীর পক্ষে বিছানা থেকে ওঠা বা নড়াচড়া করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

3. রোগীকে প্রথম অবস্থায় ডাবের জল, শুদ্ধ জল বা গুরুকোজ জল ছাড়া কিছু খেতে দিতে নেই।

4. অবস্থার উন্নতি হলে, পায়খানা কমে গেলে ও প্রস্রাবাদি হলে ডাবের জলের সঙ্গে মিষ্টি ফলের রস দেওয়া যায়—তবে তা ভালভাবে ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে দিতে হবে।

পায়খানা একেবারে বন্ধ হলে ও প্রচুর ঝিঝে পেলে চিড়ার মণ্ড অথবা সরু চালের ভাত, কাঁচা কলা সিঁধ ও গাঁদাল পাতার ঝোল, বা মাগুর মাছের ঝোল প্রভৃতি দেওয়া চলে।

5. অনেক সময় পেটে তর্পিন তেল ও সামান্য লবণ সিক্ত গরম জল দিলে প্রস্রাব হতে দেখা যায়।

6. চিকিৎসার্থীনে থাকা অবস্থায় রোগীকে কখনো বিরক্ত করা বা মানসিক আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

### পাকস্থলির প্রদাহ (Gastritis.)

কারণ —সাধারণতঃ অনুরোগ, কোনও বীজাণুর Infection বা পাকাশয়ে অল্প বেশি মাত্রায় নিঃসরণ ও Acidity প্রভৃতি থেকে পরে এই রোগ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় চিকিৎসকরা এই রোগ ও Gastric Ulcer এর সঙ্গে ভুল করেন। কিন্তু আসলে দুটি রোগের কারণ এক হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। অতিরিক্ত অম্ল প্রভৃতি থেকে প্রথম এই রোগ বা Gastric রোগ হয়। তার পরবর্তী কালে এই রোগ থেকে Gastric Ulcer বা পাকাশয়ে ক্ষত প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। যদি প্রথম থেকে এই রোগের

ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয় তাহলে তাদের Gastric Ulcer হয় না। কিন্তু ঠিকঠিক চিকিৎসা না হলে, তা থেকে পরে Ulcer হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এই রোগটি ঠিক কেন হয়? আমরা Anatomy ও Physiology থেকে জানতে পারি যে পাকস্থলিতে যে পাচক রস নির্গত হয়, তাতে থাকে HCL বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড। তার ফলেই পাচক রস Acidic হয়ে থাকে।

এখন এই পাচক রস নানা কারণে বেশি নির্গত হতে পারে অথবা পেটে ঠিক সময় মত খাদ্য না থাকার জন্য বা বেশি খাদ্য থাকার জন্য, পেটের ভিতরে নানা ক্ষতি হতে পারে। তার ফলে এবং বেশি অম্ল নির্গত হবার ফলে পাকস্থলি কিছু উত্তেজিত হয় এবং তখন যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, তা হলো Gastritis-এর লক্ষণ। এখন এই সময় ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, পরে এ থেকে Gastric Ulcer রোগ হয়ে থাকে।

এখন কথা হচ্ছে এইভাবে পাকস্থলিতে বেশি অম্লরস নির্গত হবার কারণ কি? নানা কারণে পাকস্থলির গ্রন্থিগাল উত্তেজিত হয়ে এই রোগ হয়।

1. জন্মগতভাবে অনেকের পাচকরস বেশি নিঃসরণের ভাব থাকে।
2. অতিরিক্ত অম্লঘটিত খাদ্য গ্রহণ।
3. দীর্ঘদিন ধরে আমাশয় বা উদরাময়ে ভোগা।
4. মদ্যপান বা অতিরিক্ত চা, কফি, জর্দাপান প্রভৃতি।
5. অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাদ্য বেশি খাওয়া।
6. অতিরিক্ত Aspirin জাতীয় ঔষধ সেবন।
7. বেশি উপবাস ইত্যাদি করা।

8. গর্ভ অবস্থায়, অনেকের আপনা থেকেই বেশি পাচক রস নির্গত হয়ে থাকে।
9. প্রাণী, লিভার বা কিডনী প্রভৃতির নানা রোগ থেকেও এটি হতে পারে।

যে কোনও কারণেই হোক, সঙ্গে সঙ্গে সূচিকিৎসা করা কর্তব্য, তা না হলে পরবর্তী কালে এ-থেকে নানা জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

**লক্ষণ**—সাধারণতঃ এই রোগকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

1. তরুণ পাকাশয় প্রদাহ বা Acute Gastritis রোগ।
2. পুরানো পাকাশয় প্রদাহ রোগ বা Chronic Gastritis রোগ।

#### তরুণ রোগের লক্ষণ

1. অম্ল, গলা জ্বালা সঙ্গে ব্যথা বেশি অনুভূত হয়ে থাকে।
2. পেটে অনেক সময় জ্বালার সঙ্গে ব্যথা হতে পারে।
3. জ্বালাকর পেট ব্যথা, পেট টিপলে ব্যথা বেশি অনুভূত হয়ে থাকে।
4. বমনোচ্ছা, বমি, অম্লবমি, বমির পর গলাজ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে

পারে।



5. জলপানের ইচ্ছা হয় কিন্তু জল খেলে বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে।
6. সব সময় পাকস্থলি ভার মনে হয়।
7. মূখে বিষ্বাদ ভাব দেখা যায়—খাবার আকাংখা কম হয়।
8. জিহ্বার সাদা বা হলধে প্রলেপ দেখা দিতে পারে।
9. দেহ দুর্বল ও একটা অবসন্নভাব দেখা দিতে পারে।
10. মাঝে মাঝে মাথা ঘোরা, কর্মে অনাসক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

### পদুরাতন প্রদাহের লক্ষণ

1. উপরের সব লক্ষণ এতেও থাকে, তবে রোগ খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। রোগের প্রথম অবস্থায়, সামান্য চিকিৎসা করে বন্ধ করলেও অনেক সময় এরূপ লক্ষণাবি দেখা দিলে থাকে।

2. অনেক সময় অনেকদিন সামান্য অল্প বা সামান্য পেট ব্যথা থাকে, পরে একদিন তা হঠাৎ বেশিভাবে স্পষ্টপ্রকাশ করে।

3. কুখামাস্য, পিপাসা, পেট ফাঁপা প্রভৃতি দেখা দেয়।

4. গা হাত-পা জ্বালা করতে থাকে অনেক সময়।

5. মাঝে মাঝে বমি বমি ভাব ও অল্প বমি হয়।

6 অনেক সময় সাধারণভাবে ব্যথা কম থাকে, পেট খালি হলে তখন ব্যথা বা জ্বালা অনুভব হয়।

7. অনেক সময় ব্যথা সাধারণভাবে খেলে থাকে না, বেশি খাবার খেলে বা গুরুপাক দ্রব্য বেশী খেলে, তখন রোগী ব্যথা অনুভব করে।

তবে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই রোগ জটিল। তাই সব সময় অবিলম্বে তাদের চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন।

পদুরোনো পাকাশয় প্রদাহ রোগের চিকিৎসা না হলে সব সময় তা শেষে Ulcer-এ বাঁড়ায় বা Perforation বা Gastric Cancer-এ পর্যবসিত হতে পারে। তাই সব সময় সত্বে সত্বে সর্বাঙ্গিক চিকিৎসা করা অবশ্য কর্তব্য।

### জটিল উপসর্গ (Complications)

1. এই রোগ থেকে অনেক সময় পেটের আলসার বা Gastric Ulcer, ডিওডেনাল আলসার, পেপটিক বা অস্ট্রার আলসার প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ হতে পারে।

2. Gastric Cancer হতে পারে দীর্ঘ দিন আলসার রোগে ভুগলে।

3. Perforation হলে তার জন্য জীবন-সংশয় হতে পারে।

4. অনেক সময় এ থেকে পরে রক্তবমি বা Haematemesis হতে পারে—তা অতি বিপজ্জনক রোগ।

### রোগ নির্ণয়

1. পেটে জ্বালাকর বাথা, সামান্য দৃশ্য বা বিস্কুট প্রভৃতি খেলে কমে যায়।
2. আগেকার অম্লের ইতিহাস পাওয়া যায়।
3. বমি হলে তার সঙ্গে অম্ল গন্ধ বা Acidic Smell বের হয়।
4. পুরোনো রোগে হাত-পা জ্বালা করতে পারে।
5. পেটে ভারবোধ হয়, অল্প খেলেই পেট ভরে যাওয়া প্রভৃতি অশুদ্ধ লক্ষণ থাকে।

### চিকিৎসা

প্রবল তৃষ্ণা, কষ্টকর অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩। অত্যন্ত জ্বালা, প্রবল তৃষ্ণা, কিছন্ন খাওয়া বা পানি মাত্রই বমি হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। আঘাতজনিত রোগে, আর্গিকা ৩।

জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুকনো, বেশি করে ঠাণ্ডা জল খাবার ইচ্ছা, বমি বা বমির ইচ্ছা পাকাশয়ে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে, ট্রাইরোনিয়া ৬।

অত্যধিক বমি বা বমির ইচ্ছা, সবুজ রংয়ের মল প্রভৃতি হলে, ইঁপকাক ৩। মাথা ঘোরা, শ্বাস কষ্ট, মূর্ছা বমি বা বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, পাল্‌স ৬। পেট খোঁচানো, পেটে জ্বালা, অম্ল ও গ্লেশ্বা উদগার প্রভৃতি লক্ষণে নাক্স ডমিকা ৬।

পাকস্থলীতে দ্রবতা ও জটিলবোধ, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ফোরাস ৬

পাকস্থলীতে ক্ষত হলে, কৌল বাইক্রম ৬ বা ক্লোরোজোট ১২ এই রোগের শুব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাইড্র্যাণ্ডিস ৪, ৬ এর একটি উত্তম ঔষধ। সহসা রোগের প্রচণ্ড আক্রমণে, ক্যাম্ফার।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. যে খাদ্যে পেটে অম্ল হয়, তা বর্জন করতে হবে। যেমন—মশলাযুক্ত খাদ্য, মদ, চা, কফি, তেলেভাজা।

2. কতকগুলি খাদ্য খেলে পেটের অম্লভাব কমে যায়। তা খেতে হবে। যেমন, দৃশ্য, আধাসিন্ধ ডিম, শুকনো মন্ড, মাখন, ভিজানো ছোলা, বিস্কুট প্রভৃতি।

দুধ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। পেটে জ্বালা হলেই দুধ খাওয়া ভাল এবং তাতে উপকার হয়। মাঝে মাঝে অল্প খাঁটি সন্দেশ খেতে হবে।

3. তেলে ভাজা সামগ্রী না খেয়ে সিম্ব তরকারী, লবণ ও মাখন দিয়ে খেলে উপকার হয়। সিম্ব ভাত, মাছের হালকা ঝোল ও মাখন বেশ উপকারী পথ্য। ফলের মিষ্টি রস ভাল। লুচি, পরটা প্রভৃতি ভাজা খাদ্য বর্জনীয়।

4. মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে খাওয়া ভাল। পেট ভরে বেশি খেতে নেই।

5. অনিয়ম, অত্যাচার, রাগি জাগরণ, মাদক দ্রব্য সেবন প্রভৃতি বর্জনীয়।

6. খাবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা খুব ভাল, তারপর জল খেতে হয়। দীর্ঘক্ষণ একটানা পরিশ্রম ভাল নয়।

#### খাদ্যভালিকা

সকাল—সেঁকা পাউরুটি—কয়েক পিস।

টাটকা মাখন—আধ তোলা

চিনি বা মিছরী—প্রয়োজন মত।

হাফ বয়েল ডিম—1টি।

দুপুর—তরকারী সিম্ব—50 গ্রাম।

ভাত—প্রয়োজন মত।

লবণ—প্রয়োজন মত।

মাখন—আধ তোলা।

মাছ, হালকা ঝোল বা ডিমের হাফ বয়েল।

বিকাল—শুবনো মুর্দি—প্রয়োজন মতো

নাবকেল কোরা বা ছোলা ভিজা।

দুধ—100 গ্রাম।

রাত—শুকনো আটার রুটি বা ভাত—প্রয়োজন মত।

দুধ—100 গ্রাম।

চিনি—প্রয়োজন মত।

শাকসব্জী সিম্ব—50 গ্রাম লবণ দিয়ে।

এ ছাড়া মাঝে মাঝে দুধ বা মিষ্টি ফলের রস খাওয়া চলে।

## ( Gastric or Duodenal Ulcer )

কারণ—দীর্ঘদিন ধরে অল্প, Gastritis রোগে ভুগলে, তা থেকে পাকাশয়ের ক্ষত রোগ উপস্থিত হয়। অনেক সময় দীর্ঘদিন প্রদাহ না হলে অল্প খেবেই হঠাৎ ক্ষত বা Ulcer হয়ে থাকে। এতে পাকাশয় বা ডিওডেনালের ঝিল্লীতে ক্ষত বা ঘাের মত উপসর্গ হয়। চিকিৎসকরা বলেন, অনেক সময় দীর্ঘদিন চাপা অল্প রোগে ভুগলে বা অনিয়মাদি হতে থাকলে তাদের হঠাৎ এইভাবে Ulcer রোগ হতে পারে।

এই ক্ষত মারাত্মক। এই ক্ষতে দীর্ঘ দিন ভুগতে থাকলে পরে তা থেকে Gastric Cancer অথবা পাকাশয় বা অন্ত্রে ছিদ্র বা Perforation এর সৃষ্টি হয়। তখন তা অতি মারাত্মক। এই রোগ সম্পর্কে আগে থেকেই সাবধান থাকা অবশ্য কর্তব্য।

ক্ষত দুই ধরনের হয়। তাতে লক্ষণের সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। Barium meal বাইরে X—Ray করলে কোথায় ক্ষত তা বোঝা যায়। তবে চিকিৎসা প্রণালী দুই রোগেরই এক প্রকার।

1. প্রকৃত পাকাশয়ে, বা Stomach-এ ক্ষত বা গ্যাস্ট্রিক্ আলসার।

2. পাকাশয়ের পরের U আকৃতির অন্ত্রে ক্ষত বা Duodenal Ulcer রোগ। উভয় রোগেরই দ্রুত চিকিৎসা করা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। তা না হলে অবস্থা খারাপ হয়।

লক্ষণ—দুটি রোগের লক্ষণে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, তাই দুটি রোগের লক্ষণ পৃথকভাবে বলা হচ্ছে—তবে চিকিৎসা পদ্ধতি একই হবে।

Gastric Ulcer—1. এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো পাকস্থলীতে বেদনা ও ভারী জ্বালাকর ব্যথা বেদনা, খালি পেটে কম থাকে, খাবার পর চাপ পড়লে বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে খাবার অল্প পরে বেদনা এই রোগের লক্ষণ। এই বেদনা ভারী হয় এবং ঠিক ছুট ফোটার মত জ্বালাসহ বেদনা হয়।

2. কোনও Alkali জাতীয় ঔষধ খেলে ব্যথা কমে, কিন্তু তার পরে আবার বেদনা হয়।

3. খিদে কমে যায়। খাদ্যে অরুচি হয়।

4. মাঝে মাঝে বমি হতে পারে। বমি হলে ব্যথার আরাম হয়ে থাকে।

5. দেহ শীর্ণ, দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যায়।

6. কখনো বা রক্ত বের হয় এবং তার জন্য রক্ত বমি বা Haemetemesis হয়।

7. মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।

8. কখনো পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে বা পায়খানার রং কালো মত হয়।

Duodenal Ulcer—1. এই রোগের অন্য সব লক্ষণ Gastric Ulcer-এর মতো—তবে কিছু পার্থক্য আছে। এতে খালি পেটে বেদনা হয়—কিন্তু খাওয়া খেলে বেদনা কমে যায়।

2. রক্তবমি সাধারণতঃ হয় না—রক্তবাহ্য বেশি হয় ।

রোগ নির্ণয়—(1) Barium meal X-Ray দ্বারা সঠিক বোঝা যায় কি রোগ ।

2. Gastric Ulcer-এ খাবার পর বেদনা বৃদ্ধি হয়—কিন্তু Duodenal Ulcer-এ খাবার পর বেদনা কমে যায় কিন্তু খালি পেটে ব্যথা থাকে ।

4. প্রথমটিতে রক্তবমি বেশি হয়—দ্বিতীয়টিতে রক্ত পায়খানা বেশি হয় ।

### চিকিৎসা

ক্রিমোজোন্ট, আসের্নিক, হাইড্রোস্টিস, কেলিবাই ও আর্জেন্টনাই (লক্ষণানুসারে) এই রোগের ঔষধ । প্রধান ব্যারোকৈমিক ঔষধের মধ্যে নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস, ম্যাগ-ফস, প্রভৃতি উপযোগী ।

অ্যাকোনাইট ০x—রক্ত প্রধান ব্যক্তির মূখ লালবর্ণ, পূর্ণ নাড়ী, বৃক্কধড়ফড় করা, ব্যাকুলতা, জ্বর, পাকাশয়ের হঠাৎ বেদনা হয়ে রক্ত বমি ।

মিলিফোলিগ্রাম ০, ১x—সহজে উল্লেখ্য লালবর্ণ রক্ত বমি । ইপিপকাক ০x, ৬—বমির ইচ্ছা, বমিসহ উল্লেখ্য লালবর্ণের রক্ত ওঠা, অল্পক্ষণস্থায়ী ঘন ঘন কাশি, মূখে লবণাবস্ফার, জিহ্বা সরস ।

হ্যামামেলিস —১x । দ্রুত কাঁপানো ঠাণ্ডা নাড়ী, কালরঙের রক্তবমি, পেটে গড় গড় কলকল শব্দ, বিনা কষ্টে রক্তপ্রাব, দর্বলতা । এই ষাঁড়ার এটা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । রক্তবমি বন্ধের জন্য পনের মিনিট পরপর কয়েক মাত্রা খাওয়া উচিতঃ ।

আর্নিকা মস্টেনা ০x, ৩০ । ধান ধান রক্ত বমি ও পানাহারের বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা আঘাত জনিত রক্তপ্রাব ।

ফেরাম ফস ০x,—এই অবস্থায় প্রধান ঔষধ । উল্লেখ্য লোহিত বর্ণ রক্ত বমি । বিস্তৃত জ্ঞানলাভের জন্য গ্রন্থের শেষে রেপার্টরী দেখতে হবে ।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা —1. খাবার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার । এর আগে Gastritis-এর জন্য Diet Chart দেওয়া হয়েছে । তা অনুসরণ করতে হবে ।

2. রোজ প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া ভাল ।

3. মাঝে মাঝে অল্প অল্প ঘুখ খেলে উপকার হয় ।

4. পায়খানা পরিষ্কার না হলে বা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হলে ঔষধ খেতে হবে । নার্স ড্রামিকা ৬, ৩০, ২০০ গ্রেস্ট ঔষধ ।

### অন্ত্রাবরক কিঙ্কলী প্রদাহ ( Peritonitis )

কারণ—নিম্ন উদর, পেটের সব অস্ত্র ইত্যাদি যে পাতলা আবরণ দ্বিবে মোড়া থাকে, তাকে বলে অন্ত্রাবরক কিঙ্কলী বা Peritoneum । এই কিঙ্কলীতে প্রদাহ হলে তাকে বলে অন্ত্রাবরক কিঙ্কলীর প্রদাহ বা Peritonitis । নানা কারণে এটি হতে পারে, যেমন—

1. পেটে আঘাত লাগা ও তার ফলে পেরিটোনিয়ামের ক্ষতি ।
2. অন্ত্রে ছিদ্র বা Perforation ।
3. এ্যার্পোর্ডিংসাইটিস্ রোগ এবং তার ফলে এ্যার্পোর্ডিংস ফেটে যাওয়া ।
4. অন্ত্র অবরোধ বা Obstruction ।
5. পেরিটোনিয়াল Sac-এ নানা কারণে জীবানু দূষণ ।
6. জরায়ুর রোগ, জরায়ুতে বীজাণু দূষণ অথবা ক্যানসার, Fallopian Tube বা Ovary-র প্রদাহ বা তাতে ক্যানসার বা নানা স্থীরোগের জন্ম ।

লক্ষণ —1. পেটে তীব্র ব্যথা, বেদনা ও কষ্ট ।

2. শীতবোধ, কাঁপুনি ও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর হতে পারে রোগীর ।
3. বমি বা বার বার বমনোচ্ছা ।
4. অনেক সময় পেটে বায়ু সঞ্চার ও তার জন্য উদগার ।
5. অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য বা মলমূত্র রোধ হতে দেখা যায় । রোগী চিত হয়ে শূন্য থাকে ।
6. অনেক সময় পেটের ব্যথা এত বেশী হয় যে রোগী ব্যথায় ছটফট করতে থাকে ।
7. রোগীর পেট শক্ত হয় এবং নড়াচড়া করে না—তাকে Paralytic Ileum অবস্থা বলে ।
8. অনেক সময় প্রচণ্ড ব্যথার পর রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় । বিশেষ করে Perforation হলে বা Appendix Burst করলে ।

### কঠিন উপসর্গ ( Complications )

1. অনেক সময় রোগী ব্যথায় ছটফট করতে করতে ও বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে । সহজে জ্ঞান ফিরে না । তখন পেট অপারেশন করা প্রয়োজন হয় ।
2. অনেক সময়ে পেটের মধ্যে Septic হয় ও তা থেকে সারা রক্ত Toxins মিশে যায় । ফলে Toxaemia-এর লক্ষণ প্রকাশ পায় । রোগী হার্টফেল করতে পারে ।

কখনো বা Liver, Kidney, প্রভৃতি নানা রোগ জীবানুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে ।

রোগ নির্ণয়

1. পেটে প্রচণ্ড ব্যথা, পেট ফুলে ওঠা বা উঁচু হলে ওঠা এবং মাঝে মাঝে বমি ।
2. পূর্বে অন্য রোগের ইতিহাস—যে সব রোগ থেকে এই রোগ হতে পারে ।

চিকিৎসা

অ্যাকোনাইট ৩x এই রোগের সূচনাতেই অতীব উপকারী । বেলেডোনা ও প্রবল জ্বর নাড়া পূর্ণ, মাথায় বা বদকে রক্ত সঞ্চার, উদর ক্ষীণ, গোঙানি, মূত্ররোধ পিত্তবমি প্রভৃতি লক্ষণে ফলপ্রদ । পতন বা হিম স্রবস্বার জন্য কার্বোজেন্স ৩০ ।

উদরের গোলযোগসহ মূত্রাশয়ে কষ্টে থাকলে কাম্‌হারিস ৩, গভীর অবসন্নতা প্রতিদিন বমিভাব, পেটে জ্বালা, শূলবেদনা, ঠাণ্ডা ঘাম প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৩ ।

গরম স্পর্শসহ কোমর থেকে উন্নতদেশ পর্যন্ত আড়ষ্ট, পেটে খুব যন্ত্রণা, ল্যাক্সিস ৩০ বা ২০০ ।

মার্ক ভাইভাস ৬x, মাককর ৬, কলচিকাম ৬, ওঁপিয়াম ৬, নাক্সভম ৬, কলোসিস ৬ সালফার ৩০, লাইকোপোডিয়াম, ৩০, চূর্ণ পেটে বায়ু সঞ্চার, ব্রাইরোনিয়া ৩, ভিরেট্রাম অ্যাল্‌ব ৬ বা টেরিবিন্থ ৬ প্রভৃতি নানা সময়ে আবশ্যিক হতে পারে ।

রোগ পুরানো আকার ধরলে মার্কউরিয়াস ডালসিস ৩ বিচূর্ণ বা লাইকোপোডিয়াম ৬x বিচূর্ণ খাওয়া আবশ্যিক ।

গুটিকা দোষ থাকলে—আর্স আয়োড ৩x ৬, সলফার ৩০, ক্যাম্‌কার্ব ৬, ৩০ ।

পেটে ব্যথার জন্য ক্যামোমিলা ৬ বা ম্যাগ্‌ফস্‌ ৬x গরম জলসহ ।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. পেট বেশি ফাঁপলে গরম জলের সেক দিলে তাতে খুব উপকার হয় ।
2. পুলাটিস, 4-6 ফোঁটা তাপিন তেল দিলে বেশ উপকার হয় ।
- 3- পেটে ব্যথা থাকে পর্যন্ত তরল খাদ্য খেতে হবে । ডাব, ঘোল, সরষা, মুকোজ প্রভৃতি পথ্য ।
4. পেট স্ফূ হলে হালকা ঝোল-ভাত উপকারী ।

## উদরী ( Ascites )

কারণ — 1. আগে Peritonitis-এর কথা বলা হয়েছে, ঐ কারণে পেটের মধ্যে জল জমে উদরী হয় ।

2. পেটের বিভিন্ন যন্ত্রাদি, লিভার, কিডনী, প্যানক্রিয়াস যন্ত্র প্রভৃতি কোন একটিতে বা একাধিক যন্ত্রে Inflammation হলে বা টিউমার, ক্যান্সার প্রভৃতি হলে ঐ কারণে উদরী রোগ দেখা দিতে পারে ।

3. কোনও যন্ত্রে Abscess হয়ে তা ফেটে গেলে ( Liver abscess ) প্রভৃতি তা থেকে Peritoneum-এ জল জমে ও Inflammation হয়ে উদরী রোগ হয় ।

লক্ষণ — 1. পেটের মধ্যে জল জমতে থাকে ও ক্রমে ফুলে উঠতে থাকে, পেরিটোনিরামের মধ্যে জল জমে অথবা Peritoneal Sac-এর মধ্যে জল জমে ।

2. বিভিন্ন রোগে উদরী হলে ঐ সব রোগের লক্ষণও দেখা যায়—যেমন Liver Cirrhosis, Liver Cancer, Intestinal Tuberculosis, হার্ট ফেলিওর ইত্যাদি Complication দেখা দিতে পারে ।

3. পেটটি খুব বেড়ে ওঠে, অক্ষুধা দেখা দেয় ।

4. বমি বা বমনেচ্ছা দেখা দিতে পারে ।

5. পেট খুব বেড়ে উঠতে থাকে ।

6. দুর্বলতা ও শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় ।

7. দেহের বাড়তি জল Sac-এ জমে—ফলে মূত্র কমে যেতেও দেখা যায় ।

8. ব্যথা, প্রদাহ প্রভৃতি হতে পারে পেটে ।

9. হজমের গোলমাল, অম্ল অবরোধ, পায়খানা বা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে ।

## অতিরিক্ত উপসর্গ

1. রোগী, দুর্বল হয়ে পড়ে ও খাদ্য অরুচি হয় । দুর্বলতার ফলে বিশীর্ণ হয় । পরে মৃত্যু হয় ।

2. Perforation প্রভৃতি হলে বা Liver abscess বাস্ট করলে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে ।

3. পেটে বেশি জল জমার জন্য পেট ফুলে ওঠে Diaphragm-এ চাপ পড়ে । ফলে রোগী হার্টফেল করতে পারে ।

4. কখনো-বা যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করতে পারে ।

5. Nephritis প্রভৃতি অন্য রোগ দেখা দিতে পারে । Peritonitis থেকে Hepatitis হতে পারে ।



6. বীজাণু দূষণ হলে রক্তে বীজাণু বিশেষ Toxaemia দেখা দিতে পারে।  
তখন জ্বর প্রভৃতি হয়।

7. অবস্থা ক্রমে জটিল হয়। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

### রোগ নির্ণয়

1. পেট ফুলে ওঠে ও জল জমে, তা বন্ধ হতে পারা যায় পেট টিপে পরীক্ষা করলে।

2. অন্যান্য রোগ নির্ণয়ের লক্ষণ হলো পেট ব্যথা, বিভিন্ন বস্তুাদি বা পেরিটোনিয়ামের জন্য ঝাঝা, বমি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

3. পেট ক্রমে ফুলে ওঠে ও জল জমে।

4. প্রস্রাব বন্ধ হয়।

5. পরবর্তী শ্বাসে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ।

### চিকিৎসা

রোগের প্রথম অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক ৩x।

প্রবল জ্বর, পেট ফোলা, মূত্ররোধ, পিত্ত বমি প্রভৃতিতে বেলেডোনা ৩ বা ৬।

পতন বা হিমায়িত অবস্থায় কার্বোভেজ ৩০।

মূত্র কম, মূত্রাশয়ে কুস্মন প্রভৃতিতে ক্যান্থারিস ৩।

গভীর অবসন্নতা, পেটে শ্বালা, বমি, ব্যথা লক্ষণে আর্সেনিক ৩, ৬।

পেট গরম, টিপলে ব্যথা, কোমর থেকে উরু পর্যন্ত আড়ম্বাভাব, পেটে ভীষণ ব্যথা—ল্যাকসিস ৩০ বা ২০০।

আজ্ঞান বা অজ্ঞানভাবে ওপিয়াম ৬, ৩০।

উপর পেটে ব্যথা জমা, শ্বাসকষ্ট, ব্যথাভাব লক্ষণে, কার্বোভেজ ৩x বা ৩ বা ৬।

তলপেটে ব্যথা জমা, কোষ্ঠকাঠিন্যে লাইকোপোডিয়াম ৬।

পেট ফাঁপাসহ টেঁকুর—কার্বলিক এসিড ৩, ৬।

ব্যথা সঞ্জম, নাভির চারদিকে মোচড়ানোর মত ব্যথা—ক্যামোমিল ১২।

ভিত্ত বা অম্বল টেঁকুর, বৃককে চাপ বোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব—নাস্ত্র ভম ৩, ৬।

মার্ক ভাইভাস ৬x, মার্ককর ৬, কলিচকাম ৬, কলোসিন্থ ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, টেরিবিহিনা ৬, ভিরেট্রাম অ্যালব ৬, প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

## জানুয়ারীক ব্যবস্থা।

1. হালকা খাদ্য খেতে হবে—হরলিকস, ফলের মিষ্টি রস, ছানা, Hydro protein বা Protinex প্রভৃতি।
2. রোগ কমে গেলে তারপর মাছের ঝোল-ভাত পথা।
3. লবণ খাওয়া অবশ্য বর্জনীয়।

## পাকস্থলির ক্যানসার

( Gastric Cancer )

কারণ—ক্যানসার রোগের কোন নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে দীর্ঘদিন ধরে আলসার বা ক্ষতরোগে ভুগলে তা থেকে Gastric Cancer রোগ হতে পারে। যে কোন অস্বাভাবিক কোষবৃদ্ধি বা Malignant Growth হলো ক্যানসার।

লক্ষণ—এটি একটি দ্বারোগ্য ব্যাধি। এতে যে সব প্রধান লক্ষণ দেখা যায় তা হলো—

1. পেটে সব সময় ব্যথা থাকে। খেলে বা খালি পেটে সব সময় ব্যথা চলতে থাকে। পেট ফোলে না বিশেষ, তবে ব্যথা হয় ভীষণ ভাবে।
2. ঘন ঘন বমিভাব ও বমি। খাদ্য পেটে থাকতেই চায় না। খেলেই বমি হলে বেরিয়ে যায়।
3. পেট সামান্য টিপলে ব্যথা পায়।
4. বমির সঙ্গে খালি কফির গুঁড়োর মত পদার্থ বের হতে থাকে।
5. রক্তবমি হয় ও রক্ত শূন্যতা দেখা যায়।
6. রোগ যত পড়ানো হয়, বোগী তত বেশী ক্ষীণ এবং রক্ত হীন হয়ে পড়ে। অবশেষে মৃত্যু হয়।

জটিল উপসর্গ—এটি মারাত্মক রোগ। রোগী ভুগে ভুগে দর্বল ও ক্ষীণ হয় এবং শেষে তার মৃত্যু হয়। আর এর প্রতিবিধানের ঔষধ বের হয়নি।

রোগ নির্ণয় 1. কফি এবং কফির গুঁড়োর মত বমি।

2. খাব্যদ্রব্য পেটে থাকে না।

3. অবিরাম ব্যথা ও বেদনা।

পাকাশয়ের ক্ষত বা Ulcer ও ক্যানসারের পার্থক্য বিশেষ ভাবে জানা কর্তব্য।

পাকাশয়ের ক্ষত বা আগসার	পাকাশয়ের ক্যানসার
1. বেদনা সাধারণতঃ সব সময় থাকে না।	1. বেদনা সব সময় বা অবিরাম চলতে থাকে।
2. বমি হবার পর বেদনা প্রায়ই কমে যায়।	2. বমি হবার পরও বেদনা এতে কমে না।
3. পেটে জ্বোর চাপ দিলে ব্যথা-বেদনা বৃদ্ধি পায়।	3. পেটে সামান্য চাপ দিলেই ব্যথা বেদনা বৃদ্ধি পায়।
4. বমি হয় রক্তহীন বা কাঁচা ভাজা রক্ত যুক্ত।	4. কফির গুঁড়োর মতো রক্ত বমি হয়।
5. চিকিৎসায় কমে যায়।	5. চিকিৎসায় কমে না।
6. খাবার খেলে বা খালি পেটে কোনও না কোনও ব্যথা কমে যায়।	6. এতে ব্যথা থাকে অবিরাম।

### চিকিৎসা

বিস্‌মাথ মাদার, ৬x থেকে ৩০ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পেটে উর্দ্বাবারু থাকলে, কার্বোভেঞ্জ ৩, ৬ ভাল কাজ দেয়।

রোগ দীর্ঘস্থায়ী, গায়ে কাপড় রাখতে পারে না—স্যাৰ্কেসিস্ ৬, ৩০।

প্রবল জ্বালা থাকলে, আর্সেনিক ৩, ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

বমি, ও উদরাময় থাকলে, ইপিফাক ৩x থেকে ৩০ ভাল ঔষধ।

ব্যারাইটা ৩, ৬, ৩০ প্রয়োজন মত ব্যবহার করা কর্তব্য। এটি টিউমারের প্রেস্ট ঔষধ।

বৃক ধড়ফড় করা, শ্বাসকষ্ট লক্ষণ থাকলে, ক্যালি বাইক্লাম ৬, ৩০।

পাকাশয়ে অবর্দন বা টিউমার হলে—হাইড্র্যাস্টিস ২x, কন্ডুরেস্কো ৩ খুব ভাল ঔষধ। আর্সেনিক ৩x ভাল ফল দেয়।

ক্যালকোরিয়া জ্বোর ১২x—৩০x কঠিন টিউমারে ভাল ফল দেয়।

চর্বিযুক্ত লোকের পেটে কঠিন টিউমার হলে, ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০।

জ্বালাকর টিউমারে হাইড্র্যাস্টিস ১x—৬ ভাল ফল দেয়।

অ্যামোন র্যাডিক্স মাদার, এক ফোঁটা থেকে তিন ফোঁটা উপকারী ঔষধ।

## আনুভাবিক ব্যবস্থা

নির্যমিত লঘু আহাব। উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ পূর্ণ নিষিদ্ধ।

2 পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্রাম।

3. অন্যান্য লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবস্থা ও ন্যাসিং চাই।

## রক্ত বমি (Haematemesis)

কারণ—1 সাধারণতঃ পাকায়নের ক্ষত বোগে অনেকদিন ভুগলে তাব জন্য রক্ত বমি হতে পারে।

2 পাকায়নে ক্যানসার বোগ হলে তার জন্য রক্তবমি হতে পারে।

3. ফুসফুস থেকে কাশির সঙ্গে যে রক্তপাত হয় (Haemoptysis) তাব থেকে এটি সম্পূর্ণ পৃথক রোগ।

4. যকৃতে রক্তাধিক্য, Duodenum-এ ক্ষত, অতিরিক্ত খমনীর চাপ, ক্যানসার, Black water fever, প্রভৃতি কারণেও রক্তবমি হয়ে থাকে। যে কোনও কারণেই হোক না কেন অবশ্য সূচিচিকিৎসা করা কর্তব্য।

লক্ষণ—1. মূখ্য নাক প্রভৃতি থেকে বমিব সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে।

2. বমি বা গা-বমিভাব থাকে।

3. অনিয়ম প্রভৃতি কবলে বা উল্টোপাল্টা খেলে এটি বৃদ্ধি পায়। নির্যমিত চললে বমি কম হবে।

4. রক্তবমির আগে পেট ভারবোধ, ব্যথা প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়।

5. অজীর্ণতা বা বদহজম দেখা যায়।

6. মুখে সব সময় নোনতা স্বাদ থাকে রোগীর।

7. দীর্ঘনিশ্বাস, অবশ্রুতা, মাথা বিম্বি বিম্বি করা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

8. নাড়ি খুব দুর্বল হয়। প্রচুর রক্তবমি হলে কোলাপস্ হয়ে বোগী মারা যেতে পারে।

9. বমিব সঙ্গে রক্তস্রাব সব সময় সমান থাকে না। এটি কম বা বেশি হতে পারে। রক্তের রঙ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

## জটিল উপসর্গ

1. অতিরিক্ত রক্তস্রাব হতে থাকলে, তা থেকে ক্যানসার হতে পারে।

2. পাকস্থলির ক্যানসার হলে তা মারাত্মক হয়।

3. দীর্ঘদিন আলসারে ভুগলে ও রক্তবমি হলে তা থেকে ক্যানসার হয়।

4. উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে রোগী দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

রোগ নির্ণয় — ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব ও পাকস্থলি থেকে রক্ত পাতের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই দুটি জানলে, রোগ নির্ণয় করা খুব সহজ হয়ে থাকে।

ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব	পাকস্থলি থেকে রক্তস্রাব
1. রক্ত টাটকা লাল রঙের হয়।	1. রক্ত কখনো টাটকা, কখনো কালচে রঙের হয়।
2. রক্তের সঙ্গে কফ থাকা সম্ভব। ফেনাও থাকে।	2. এতে ফেনা বা কফ কিছুই থাকে না। খাদ্য থাকতে পারে।
3. বমি বা বমনেচ্ছা থাকে না এতে।	3. এতে সব সময় বমি বমি ভাব ও বমি থাকে।
4. পেটে ব্যথা থাকে না। বদকে ব্যথা থাকে না।	4. এতে পেটে ব্যথা হয়। বদকে ব্যথা থাকে না।
5. মলেব সঙ্গে রক্ত থাকে না।	5. প্রায়ই মলের সঙ্গে রক্ত থাকে বা কালচে মল হয়।
6. শ্বাসকষ্ট বা বদকের রোগেব ইতিহাস থাকে।	6. এরূপ ইতিহাস থাকে না। অজীর্ণতা বা পেটের রোগেব ইতিহাস পাওয়া যায়।

### চিকিৎসা

হঠাৎ দারুণ যন্ত্রণাসহ রক্তবমি। কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, বদক ধড়ফড় করা, অস্থিরতা, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন ৩x।

অত্যধিক আঘাত জনিত রক্তস্রাবে, আর্নিকা ৩। সহজে উন্মত্ত লালবর্ণ রক্ত বমি হলে, মিলিফোলিয়াম ১x। স্নান মৃদু-মণ্ডল, প্রবল তৃষ্ণা, অস্থিরতা, অতিশয় দুর্বলতা, পাকাশয়ে জ্বালা, মেটে বা লাল রঙের রক্ত বা গ্লেস্মাবমি প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। আগুনের তাতে থাকা বা রৌদ্রে বেড়ানোর জন্য রোগে। বেলেডোনা বা কার্বো-৩৬৬ ৬।

কৃষ্ণ বমিতে চায়না ৩x। কালবর্ণের রক্তস্রাব, পেট ভার, গড় গড় করা প্রভৃতি হলে, হ্যামামেলিস ৩। প্রবল বমি ইচ্ছা বা বমি সহকারে-রক্ত উঠলে, ইপিপিক ৫। মাদক দ্রব্য খাওয়ার জন্য রোগ হলে নাক্স-ভম ৩x, ৬x।

বস্ত্র বমি, ধীর নাড়ী, মূচ্ছা, ঠাণ্ডা ঘাম প্রভৃতি হলে, ভিবেটাম-৬।

অন্ন, পিস্ত বা রক্তবমি, হাত-পা ঠাণ্ডা, ক্ষুদ্র নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৬। এই রোগেব পক্ষে এই ঔষধ খুব উপকার দেয়।

## আনুভবিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে বা আরামে অবশ্য রাখা কর্তব্য। সব সময় শূন্যে থাকবে।
2. গাঠবস্ত্র টিলা করে পা দুটি ঝিৎ উঁচুতে রাখলে ভাল হয় অনেক সময়।
3. বমি বেশি হলে বরফের টুকরো চুষতে হবে।
4. পেটে বরফ বা Ice Bag দিলে ভাল হয়।
5. মুচ্ছা হলে অনেক সময় রক্তবমি হয়। তা যেন স্থায়ী না হয়। মুচ্ছার চিকিৎসা করতে হবে।
6. কখনো রোগীকে বেশী কথাবার্তা বলতে দেওয়া উচিত নয়।
7. রক্তবমি বন্ধ হলে, পুষ্টিকর লঘু খাদ্য দিতে হবে। বার্লি, সাগু, দুগ্ধ, হরালিকস, হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনের প্রভূতি। ডাবের জল ভাল পথা। গুরুপাক খাদ্য অবশ্য বর্জনীয়।
8. রোগী আরোগ্য হলে, নিয়মিত দুগ্ধ, ডাবের জল, হালকা ঝোল-ভাত, সামান্য মাখন ইত্যাদি খাদ্য দিতে হবে। হাফ বয়েল ডিম, সুস্থ হলে দেওয়া যায়। কখনো কেন ক্ষত বেড়ে আবার রক্তপাত না হয়, সব সময় সেই দিকে নজর রাখা কর্তব্য।
9. নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি পালন করা কর্তব্য। ভারী কাজকর্ম করা অবশ্য বর্জনীয়। মন প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা সব সময় করা কর্তব্য।

## পাকায়নের প্রসারণ (Dilatation of the Stomach)

কারণ—বহুদিন ধরে পাকস্থলির গহ্বর ক্ষীণ ও বর্ধিত হয়ে থাকার নাম পাকায়নের প্রসারণ। নানা কারণে এটি হতে পারে—

1. অতিরিক্ত মদ্যপান ও তার সঙ্গে প্রচুর খাদ্য খাওয়া।
2. অনিয়মিত পানাহার।
3. অন্য খাদ্য কম খাওয়া, পেট ভরে প্রচুর ভাত, রুটি, খিচুড়ি প্রভৃতি কার্বেঁ হাইড্রেট জাতীয় খাদ্য খাওয়া।
4. টিলা করে কাপড় পরা।
5. ঠিকমতো খাদ্যদ্রব্য অন্তনালী দিয়ে এগোন না মান্নর দুর্বলতার জন্য। ফলে খাদ্য পেটে জমে। পায়খানা পরিষ্কার হয় না ও পাকস্থলী প্রসারিত হয়।

লক্ষণ—1. পেট সব সময় ফুলে থাকে।

2. কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। রক্ত পায়খানা হয় অথবা পায়খানা পূর্ণভাবে বন্ধ হয়।
3. অল্প বা অল্পবৃত্ত বমি হয়। বমি দেখতে হয় গাঁজলাবৃত্ত এবং কালো রঙের।

4. দুর্বলতা দেখা দেয় খুব বেশি রকম ।
5. দেহ পাংশুবর্ণ হতে পারে ও Jaundice দেখা দিতে পারে ।
6. যকৃৎের রোগ, মন্থে টক স্বাদ প্রভৃতি হতে পারে ।
7. দেহ শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে ।
8. পেটের নিচের দিকে শক্ত ভাব দেখা দেয় ।
9. অম্ল প্রভৃতি খেতে বেশি ইচ্ছা হয় ।
10. মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা থাকতে পারে ।
11. জিহ্বা লেপাবৃত হয় ।
12. বৃক্ খড়্খড় করা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে ।

জটিল উপসর্গ —1. লিভারের রোগ, Liver সিরোসিস অথবা হেপাটাইটিস হতে পারে । জাঁডুস হতে পারে ।

2. কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং Toxic absorbtion হলে তার জন্য Toxaemia-র নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।

3. Intestinal Obstruction হতে পারে ।

রোগ নির্ণয় —1. পাকস্থলি বড় হয়, ফুলেও যায় ।

2. পারাখানা পরিষ্কার হয় না ।

3. অম্ল ও অম্লযুক্ত বমি প্রভৃতি ।

4. পেট ফোলা—কিস্তি উদরী নয় ।

### চিকিৎসা

নাস্ত-ভম ০x ৩০, সিপিরা ৩০, ও ও হাইড্রোক্লোরিক ০—০ এই রোগের প্রধান ঔষধ ।

খাওয়ার দোষে পাকস্থলীর প্রাচীর গাঢ় দুর্বল হয়ে পড়লে—নাস্ত প্ররোগে দুর্বল মালেশ্যোগুলি সবল হয় ; এইরকম স্থলে কোন কোনও চিকিৎসক নাস্ত-ভমিকার পরিবর্তে স্ট্রিক্‌নিয়া ৩ প্ররোগে সফল পেয়েছেন বলেন ।

দুর্বলতা, পাংশুবর্ণ, দেহের শীর্ণতা, যকৃৎদোষ, অম্ল দ্রব্য খেতে আকাঙ্ক্ষা, মূখ্য তিতো বা নোনতা, অজীর্ণ, পিত্ত কিংবা গ্লেট্টা বমি, প্রচুর ঝড়ুস্রাব বা পুঞ্জময় শ্বেত প্রবর—অথবা জরার্দ নিগমন, ঘোলাটে প্রস্রাব, পাকস্থলীর নিম্নবেশ শক্ত ও ভার বোধ প্রভৃতি লক্ষণে—সিপিরা ৩০ উপযোগী ।

পাকস্থলীর প্রাচীর পুরু বা ক্ষতযুক্ত হওয়া, অম্ল, উদগার, ভূতদ্রব্য বমি, জিহ্বা আর্দ্র লেপাবৃত, থোকা থোকা আমময় ভেদ, পাকস্থলীতে শূন্যবোধ, বৃক্ খড়্খড় করা, নিচের পেটে ব্যথা, কপালে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে—হাইড্রোক্লোরিক উপকারী ।

আসেনিনিক ০—৬, ক্রিমোজোট ১২, আর্জ-নাই ৩০, ব্রাইনো ০x, নাস্তভম ৩০, কার্বোভেজ ৩০, সাল্‌ফার ৩০ লক্ষণানুসারে আবশ্যিক হয়ে থাকে ।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা.—1 পেটে তেল-জল বা নারকেল তেল-জল মালিশ করলে উপকার হয় ।

2. ফলের রস, হরলিকস্ প্রভৃতি হালকা লঘু পথ্য দিতে হবে রোগীকে । অন্য আহার বর্জনীয় ।
3. অন্দের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য আটকে আছে বদ্বলে, তলপেটে তাপিন তেল মালিশ করলে ভাল হয় । ঈষৎ গরম জল ভাল ফল দেয় ।
4. বমি বেশি হতে থাকলে বরফের টুকরো চুষলে ভাল ফল দেখা যায় ।
5. রোগ সেরে গেলে হালকা মাছের কোল-ভাও পথ্য । খাদ্য কম খেতে হবে । অমিতাচার, মদ্যপান প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে ।

### পাকস্থলির শীর্ণতা

( Atrophy of the Stomach )

কারণ —1. দীর্ঘদিন ধবে অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া. প্রভৃতি রোগে ভোগা ও খাদ্য কম খাওয়া ।

2. অতিরিক্ত কম খাওয়া ও দীর্ঘদিন খাদ্য কম খাওয়া বা না খাওয়া ।
3. পাকস্থলির পাচকরসের অভাব বা Hypochlorhydria থেকেও এটি হয় ।
4. খাদ্যে ভিটামিন B<sub>12</sub> অথবা B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> এর অভাবের জন্য হতে পারে ।

লক্ষণ —1. হজম হতে চায় না । ক্ষুধা কমে যায় । পাচক রস কম নির্গত হয় ।

2. পেট ভার বোধ হয়—খেতেই ইচ্ছা হয় না । খাদ্যদ্রব্য দেখলে বিরক্তি আসে ।
3. পেট ভার, কিছু উঁচু হয় না কখনো ।
4. পেটে ব্যর্থ, উল্গার প্রভৃতি থাকতে পারে ।
5. অনেক সময় রক্ত শূন্যতা, স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতির লক্ষণ দেখা দেয় ।
6. অনেক সময় পুরানো আমাশয় থেকে আবার মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য, মাঝে মাঝে উদরাময় হয় ।

### জটিল উপসর্গ

1. বেহ দুর্বল, শীর্ণ হতে থাকে ও রোগী দুর্বল, রক্তশূন্য হয়ে যায় ।
- রোগ নির্ণয়—1. পেটের শীর্ণতা ও পেটে গর্ত মত দেখায় ।
2. দুর্বলতা, পেটে ব্যর্থ চাপের জন্য হাঁপানির লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
3. অতিরিক্ত অক্ষুধা ও খুব কম খাওয়া ।
4. অল্প খেলেই পেট ভার ভার ভাব ।
5. পেটে ব্যর্থ বেশি হতে দেখা যায় ।



### চিঁকৎসা

নাস্ত ভম ১x—এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

খাওয়ার পরই এসিড মিউর ০ ( ৫ থেকে ১০ ফোটা ) খানিকটা জলসহ পান করা উচিত।

খাদ্য পদার্থিকর হওয়া আবশ্যিক এবং তা ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়া উচিত।

### জানুস্বাদিক ব্যবস্থা

1. হালকা পদার্থিকর খাদ্য নিয়মিত ভাবে খেতে হবে।
2. খাদ্যদ্রব্য ভাল ভাবে চিবিয়ে খেতে হবে।
3. খাবার পর দুবেলা লেবুর জল খাওয়া ভাল। ডাবের জল উপকারী পানীয়।

### অন্ত্রের প্রদাহ ( Enteritis & Colitis )

কারণ—খাদ্য হজম হবার পর পাকস্থলি থেকে যে অন্ত্রে আসে, তার দুটি অংশ— (a) ক্ষুদ্রান্ত্র, (b) বৃহদন্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্র আপেক্ষাকৃত সরু, কিন্তু তা সদীর্ঘ। বৃহদন্ত্র ফুলে খুব মোটা মত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহকে বলে Enteritis এবং বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহকে বলে Colitis। যদি দুটি অন্ত্রের প্রদাহ হয়, তাকে Enterocolitis।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে এটি বেশি হয়। দীর্ঘদিন ধরে পুরনো আমাশয় রোগে অল্প অল্প ভোগে। মাঝে মাঝে ঔষধ খেলে রোগ কমে কিন্তু সারে না—পরে এ থেকে প্রদাহ হয়ে থাকে।

বীজাণু দূষিত খাদ্য বা জল পান, অথবা ভক্ষণ, কুখাদ্য, বাসি পচা খাদ্য ভক্ষণ প্রভৃতি গৌণ কারণ।

আজকাল অনেক লোককেই দেখা যায়, আমাশয় হলে সামান্য 2—5টি ট্যাবলেট খেলে চেপে দিতে চান। কিন্তু তাতে রোগ নিমূল হয় না। বীজাণুরা সাময়িক মরে—আবার ঔষধ না খেলে বাড়ে। এজন্য সব সময়ে আমাশয় পূর্ণ নিমূল করা ও 15—20 দিন কি একমাস নিয়মিত ঔষধ খাওয়া কর্তব্য। তা না করার ফলে আমাশয় বার বার হয়ে অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করে। দিন কতক পরে দেখা দেয় Enteritis বা Colitis রোগ রূপে।

## লক্ষণ

কুদ্রান্ত প্রবাহ —1. প্রথমে নাসিকার চারিদিকে প্রচণ্ডভাবে ব্যথা ও বেধনা হতে থাকে, ঠিক যেন খোঁচা মারার মত ব্যথা হতে থাকে এতে ।

2. পেটে চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বৃদ্ধি পায় । রোগী চিৎকার করতে থাকে, কষ্ট পায় ।

3. রোগী চুপ করে শুয়ে থাকলে ব্যথা কম থাকে, ছটফট করলে ব্যথা বৃদ্ধি পায় ।

4. পরে উদরাময় হয় বা ঘন ঘন পারখানা হতে থাকে ।

5. অনেক সময় বমি হয়, বমি বমি ভাব থাকে ।

6. খাদ্যে অরুচি, মূত্র বিম্বাদ হয় ।

7. পেট ফাঁপা, পেটে ব্যস্ত, পেট ভুট ডাট করা চলতে থাকে ।

8. অনেক সময় মল ত্যাগের ইচ্ছা হয়—কিন্তু মলত্যাগ করলে মল বের হয় না । মলত্যাগের পর ব্যথা সাময়িক ভাবে কমে আসে ।

বৃহৎপ্র প্রবাহ —1. তরপেট ব্যথা, কোঁকে ব্যথা, কখনো খুব বেশি ব্যথা দেখা যায় ।

2. পারখানার সঙ্গে আম, আমরত, পুঁজ প্রভৃতি নিগর্ত হতে থাকে ।

3. অনেক সময় পারখানা হয় না । কোষ্ঠবন্ধতা দেখা দেয় । পরে আবার পারখানা হয় । এইভাবে চলতে থাকে ।

4. কখনো—বা অরুচি, বমি বমি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় ।

5. চিঁকৎসা না করলে মাঝে মাঝে জলের মত পারখানা 10—12 বারও হতে পারে ।

জটিল উপসর্গ —1. এ থেকে পরে অস্ত্রের আলসার রোগ হয়ে থাকে, যা কঠিন রোগ ।

2. আলসার থেকে অস্ত্রের Perforation হতে পারে ।

3. বেশিদিন ভুগলে তা থেকে অস্ত্রের আলসার হয় ।

4. লিভার আক্রান্ত হতে পারে Portal Circulation দিয়ে, তার ফলে Hepatitis, সিরোসিস, লিভার Abscess, লিভার ক্যানসার, জন্টিস প্রভৃতি নানা রোগ হতে পারে । এমন কি এ থেকে পরে Peritonitis পর্যন্ত হতে পারে । তাই এই রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে সূচীকৎসা করা কর্তব্য—তা না হলে পরে প্রাণ সংশয় হয় ।

রোগ নির্ণয়.—1. Barium meal খেয়ে X Ray করলে, অস্ত্র আলসার হলে তা ধরা পড়ে । যদি আলসার না হয় তাহলে লক্ষণ দেখে ধরতে হবে ।

2. পেটে ব্যথা বা তরপেটে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ ।

3. কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো তরল ভেব ।

4. পারখানার সঙ্গে আম, রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি ।

চিৰ্কাৎসা

পীড়ার প্রথম অবস্থার জ্বর, প্রবাহ. পেটবাথা মানসিক উত্তেজনা লক্ষণে, অ্যাকোন ০৫। জিহ্বা সাদা বা লেপাবৃত, পাতলা ভেদ, অস্ত্রে দারুণ বেঘনা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম ক্লড ৬।

আঘাত লাগার রোগের জন্য আর্গিকা ০। পীড়ার পুরানো অবস্থার প্রবল তৃষ্ণা, দুর্বলতা, পেটের অসদৃশ্যতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। মলত্যাগের ইচ্ছা, মলত্যাগের পর যন্ত্রণার উপশম, উদরে বারু সঞ্চয়, প্রত্যেক বারে বমি বা বমির ইচ্ছা থাকলে, ইপিলাক ০৫ ( পালসেটিলার আগে বা পরে খাওয়া বিশেষ উপযোগী )। জ্বর, প্রবাহ, চোখ-মুখ লাল, পেট সঁটে ধরা প্রভৃতি লক্ষণে, বেল ৬। ন্যাভির চার পাশে বেঘনা, বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, কলোসিস ৬। পেটে যন্ত্রণা হলে, ম্যাসেসিলা ফস ১২x চূর্ণ ( অত্যুচ্চ জলসহ ) সেব্য।

প্রবাহের জন্য পাশ ফিরতে অক্ষম, কেবল চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছা করে, এই সব কারণে, ল্যাকোসিস ০০।

খুব কঁথলে, স্ফাভ গ্লেস্মাভেদ হলে, মার্ক-কর ৬।

আনুভাবিক ব্যবস্থা —1. পেটে তেল-জল বা তর্পিন তেল মালিশ করলে তাতে উপকার হয়।

2. বমি চলতে থাকলে বরফের টুকরো চুমলে উপকার হয়।

3. পান্থানা চলতে থাকলে অন্য খাদ্য দিতে নেই। কেবল ডাব, সরবৎ, গুড়োজ-জল প্রভৃতি পথ্য। পান্থানা বন্ধ হলে সরু চালের ডাত, ধানকুঁচি পাতা, কাঁচকলা ও জ্যান্ত মাছের কোল দিতে হবে। ধানকুঁচি পাতার রস উপকারী।

4. গাঁদাল পাতার কোলও এসব ক্ষেত্রে উপকার দেয়। কাঁচা বেল পুড়িয়ে খেলে ভাল হয়।

5. অত্যাচার, অমিতাচার, মদ্যপান, বোঁশ চা-কাফি প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়।

6. গদরুপাক খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।

7. রোগীকে ধরাবাঁধা নিয়মে চলতে হবে ও স্বাস্থ্যবিধি সব পালন করা কর্তব্য।

অস্ত্রের আলসার ( Intestinal Ulcer )

দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্রের প্রবাহ, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভুগতে ভুগতে শেষে অস্ত্রে—কুদ্রাস্ত্রে বা বৃহৎস্ত্রে আলসার হতে পারে। এটি খুব অশুভ রোগ।

কারণ, লক্ষণ ও চিৰ্কাৎসা প্রভৃতি সব অস্ত্রের প্রবাহের মত। তাই পৃথক বলা হলো না। আগে সব বলা হয়েছে।

বধি আলসার বোঁশ হয়. তবে তার জন্য অপারেশনের প্রয়োজন হয়। কারণ দীর্ঘ-দিন Ulcer থাকলে, ক্যানসার প্রভৃতি হতে পারে।

## চিকিৎসা

ক্ষত থেকে রক্তস্রাব, আগুনে পোড়ার মত জ্বালা, ক্ষতস্থানের পার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহের কাঠিন্য ও উস্তাপ এবং মল পরিমাণে কম বস্তুময় পুঞ্জ বা কালো রঙের পুঞ্জ নির্গমনের লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০। পাকস্থলীর শ্লেষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত হলে বিশদৃশ্য অলিত অয়েল প্রতি মাত্রার ৪ ড্রাম কবে প্রতিদিন তিনবার খাওয়া উচিত।

গাণ্ডমালা ক্ষতে—সালফার ৩০ বা ক্যালেকবিয়া কার্ব ৩০। জ্বালাকর ক্ষতে বেলেডোনা—৩x।

সামান্য ক্ষত ধীরে ধীরে পুঞ্জ উপপন্ন হলে, সাইলিসিয়া—৩০। পুঞ্জ নিবৃত্তির জন্য হিপার সালফার ৩০ (পাবদ দোষে বিশেষ উপযোগী)। উপদংশজর্জিত ক্ষতে মার্ক'উবিয়াস ৬ বা অ্যান্ড-নাইট্রিক ৬।

পুঞ্জ বা রক্ত-স্রাবী ক্ষতে মার্ক'-সল ৬। পুরানো ক্ষতে অন্য কোন ঔষধে ফল না পেলে সালফার ৩০ (পুরানো ক্ষত দৃষ্টব্য)। ক্ষত পচতে আরম্ভ করবে মনে হলে, ল্যাকসিস ৩০ দিতে হবে। নেস্ট্রাম ফস্ ৬x দিনে কয়েকবার সেবন এই রোগে উপকারী।

## যকৃতের প্রদাহ (Hepatitis)

কারণ—1. দীর্ঘদিন ধরে আমাশয়ে ভুগলে আমাশয়ের বীজাণুদ্বারা Portal রক্ত প্রবাহ দিয়ে যকৃতে গিয়ে বাসা বাঁধে, তার ফলে যকৃতের প্রদাহ হয়।

2. দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া বা বালাজ্বরের ভুগলে ঐ সব বীজাণু যকৃতে উপস্থিত হলে বাসা বাঁধে এবং তাব ফলে এই রোগ হয়।

3. টাইফয়েডে পূর্ণদিন অর্থাৎ 21 বা 28 দিন ভুগলে তার ফলে পরে যকৃতের প্রদাহ হতে পারে।

4. নিউমোনিয়া, সেপ্টিসেমিয়া, পীতজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইত্যাদিতে ভুগলে পরে যকৃতের প্রদাহ হবার আশংকা থাকে।

5. অতিরিক্ত মদ্যপান, অমিতাচার, নেশাসেবন প্রভৃতি।

6. কোন ভাইরাস রোগে (বসন্ত, হাম প্রভৃতি) ভুগলে পরে এ থেকে Viral Hepatitis হবার আশংকা থাকে।

7. পেরিটোনাইটিস্ থেকে পরে হেপাটাইটিস্ হতে পারে। সাধারণতঃ Microbes এবং Virus দুই ধরনের বীজাণু থেকে হেপাটাইটিস্ হতে পারে।

লক্ষণ—1. যকৃত আকারে বাড়ে এবং পেট টিপলে লিভারটি অনুভব করা যায়।

2. যকৃতের উপরে ব্যথা হতে পারে।

3. পেটের বামদিকে ব্যথা দেখা দেয়।

4. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মাথাব্যথা প্রভৃতি হতে পারে।

5. জিহ্বা লেপাবৃত হয়।
6. মূখে বিস্বাদ ভাব, ক্ষুধা কম, অরুচি প্রভৃতি দেখা দেয়।
7. কাদার মতো সবুজ বা কালো অথবা সাদা পায়খানা হতে থাকে।
8. বামদিকের কাঁখে ব্যথা দেখা দেয়। কখনো বা পিঠের ডানদিকে ব্যথা হয়। ডান হাত দিয়ে কাঁচ করতে কষ্ট হয়। পাড়ে ডান কাঁখে বেদনা দেখা দেয়। অনেক সময় ডান দিক থেকে বাঁ দিকেও Referred Pain দেখা দেয়।
9. চোখ হলদে হতে পারে, ন্যাযা বা জাঁডস হতে পারে। জ্বারে নিঃশ্বাস নিলে বৃকেও ব্যথা মনে হয়।
10. বমি বমি ভাব বা বমনেচ্ছা ও বমি দেখা দিতে পারে।
11. মূত্র হরিদ্রা বর্ণ হতে পারে।
12. কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময় হতে পারে।
13. যকৃত আরো বড় হতে পারে অনেক সময়।
14. শীত ও কম্প দিলে মাঝে মাঝে জ্বর হতে পারে। অবশ্য জ্বর বেশি হয় না। প্রায়ই মূত্র কম্প জ্বর হয়।
15. মূখে, গলায় তিক্ত স্বাদ ও বমি হলে তাও তিক্ত হয়। অনেক সময় বৃকে ব্যথা ও নিরমিত জ্বরের জন্য এই রোগকে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) বলে প্রম হয়।

**জটিল উপসর্গ**—1. অনেক সময় এই রোগ থেকে পরে লিভারের ফোঁড়া বা Liver Abscess হতে পারে—বিশেষ করে যারা মদ্যপান বেশি করে তাদের এরূপ হবার আশংকা থাকে।

2. অনেক সময় যকৃত ধীরে ধীরে ছিবড়ের মতো হয়ে যায়—যাকে বলে Cirrhosis of Liver রোগ।

3. অনেক সময় শেষ পর্যন্ত Liver cancer হতে পারে।

**রোগ নির্ণয়**—পিত্ত বমি, লিভারের ব্যথা, বাম কাঁখে বা বৃকে ব্যথা প্রভৃতি রোগ-লক্ষণ থেকে রোগ নির্ণয় করা যায়। যক্ষ্মা রোগের থেকে তার পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে সঠিকভাবে। তা একটা চার্ট দ্বারা বোঝানো হলো। লিভার বৃক্ষণও একটি নির্দিষ্ট লক্ষণ।

যকৃত প্রদাহ	যক্ষ্মা
1. পিত্ত বমি ও বমি বমি ভাব থাকে।	1. এতে তেমন ভাব থাকে না।
2. যে কোন সময় জ্বর আসে।	2. সর্বদা বিকেলে বা সন্ধ্যায় জ্বর আসে।
3. মূখে তিক্ত স্বাদ ও জিহ্বা লেপাবৃত হয়।	3. এরূপ লক্ষণ কম।

4. লিভার বৃদ্ধি পায়।	4. বৃদ্ধি পায় না।
5. এতে ঘন ঘন সার্ফ কাশি থাকে না।	5. প্রায়ই এবৃপ হয়।
6. বেশির ভাগ ডান দিকে ব্যথা হয়।	6. দুই দিকেই ব্যথা হতে পারে।
7. বেহের ওজন নির্মিত কমে যাওয়া ও শীর্ণতা ততটা হয় না।	7. বেহের ওজন কমে ও বেহ ক্লান্ত হতে থাকে।
8. ক্লামাম্বা ও অরুচি বেশি হয়।	8. ক্লামাম্বা ও অরুচি কম হয়।
9. ন্যাভা ও মূত্র হলদে ভাব।	9. এরূপ লক্ষণ দেখা দেয় না।
10. বৃক্ক X-Ray করলে স্বাভাবিক দেখায়।	10. বৃক্ক বা ফুসফুসে ক্যান্সার প্রভৃতি দেখা দেয়।

### চিকিৎসা

কোল্ডজিনিয়াম  $\theta$  (এক থেকে পাঁচ ফোটা মাত্রার দিনে দু'বার) সব সময় বৃক্ক প্রদাহ রোগের পক্ষে উত্তম কাজ করে।

কার্ল'সার্স-মেরিনাস্  $\theta$  পাঁচ ফোটা করে প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় খাওয়া উচিত।

যকুতে ক্যানসার ধরণের বা টিউমার সম্ভব হলে কোলেস্টেরিনাম  $\theta$  বিচূর্ণ উপকারী।

শীত কম্পসহ জ্বর। যকুতের ব্যথা, ন্যাভা রোগের উপক্রম হলে, অ্যাকোনাইট ১x—৬।

উল্লেখক পানাহার, সূরা পান—নাক্স ভর্মিকা ১x—৩০।

পূরাতন জ্বরে ভুগে যকুৎ আক্রান্ত—চারনা ৬, ৩০।

যকুতের প্রদাহ সহ যকুৎ বৃদ্ধি লক্ষণে, মার্ক' ভাইভাস্  $\theta$ x থেকে ৩০।

যকুতে সূচ বেঁধার মত ব্যথা, ন্যাভা, শোথ, কটিবেশ থেকে জান্দ পর্ষস্ব (বিশেষতঃ ডানদিকে বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস লাগলে দক্ষিণ অঙ্গে সূচ ফোটার মত ব্যথা, পেটফাঁপা বান্দ, নিঃসঙ্গ প্রভৃতির লক্ষণে, কোল-কার্ব' ৬—৩০।

ল্যাকসিস—৬—যকুতে ব্যথা, কোমরে কাপড় রাখলে কষ্ট হয়। তলপেটে বান্দ, যকুৎ ব্যথা মলমূত্র থেকে নাড়ি পর্ষস্ব যেন আকর্ষণ করছে এরকম মনে হয়। সূরা-পানীয়ব যকুৎ প্রদাহ, সাইলিসিয়া ৬—৩০। পেট শক্ত ও বান্দপূর্ণ, শূল ও কীটার মত ব্যথা, হাত হলদে রং ও চোখ নীল রং। যকুতে-স্ফাটক প্রভৃতিতেও ভালো কাজ দেয়।

পাণ্ডু বা ন্যাভা রোগ ( Jaundice )

কারণ — চোখ, চর্ম, মূত্র প্রভৃতি হলদু হওয়া এবং রক্তের Bile Pigment বেরিয়ে যাওয়াকে বলে ন্যাভা বা পাণ্ডুরোগ বা জাঁডিস্ ।

1. রক্তের লোহিত রক্ত কণিকাগুলির (R. B. C ) ধ্বংস হওয়া বা Haemolysis হল জাঁডিস রোগের কারণ ।

2. হেপাটাইটিস বা Viral Hepatitis হলো Hepato Cellular জাঁডিস্ রোগের কারণ ।

3. অবরোধক বা Obstructive জাঁডিস্—যকৃতের উপর থেকে অন্তের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার যে পিস্ত পথ বা Bile Duct, এই Bile Duct অংশে কোন স্থানে অবরোধ হলে তার ফলে জাঁডিস্ রোগ হতে পারে ।

4. ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সর্পদংশন প্রভৃতি নানা কারণে Haemolytic জাঁডিস্ রোগ হয় ।

5. Gall Stone বা পিস্ত কোষে পাথর জমলে তার ফলে পিস্ত নিঃসরণে বাধা পায় ও জাঁডিস্ রোগ হয় ।

লক্ষণ — 1. রোগীর গায়ের চামড়া, চক্কর শ্বেত অংশ, নাকের মূলভাগ প্রভৃতি হলদাভ রং হয় ।

2. মূত্রে বর্ণ হলদাভ হয় ।

3. শয্যাতে ঘাম লাগলে তা হলদে হয়ে যায় ।

4. রোগীর চোখ হলদাভ হবার ফলে সে সর্বকিছ্ন হলদাভ দেখতে পায় ।

5. অনেক সময় এই সঙ্গে লিভারে ব্যথা বা পেটের বাম দিকে ব্যথা থাকতে পারে ।

6. ক্ষুধা কমে যায়, অরুচি হয় ।

7. কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো বা উদরাম্বল হয় ।

8. মূখে সব সময় তিক্ত আম্বাদ অনুভূত হয় ।

9. কখনো কাদার মতো, কখনো কালো, কখনো বা-সাদা মল হয় ।

10. নাড়ি দ্রুত বা ধীর ও দুর্বল হয় ।

11. বমি, পিস্তবমি প্রভৃতি হতে পারে কখনো কখনো ।

12. হিষ্কা, বমি বমি ভাব প্রভৃতি থাকে ।

13. দেহ দুর্বল, অবসন্ন হতে পারে ।

14. মাঝে মাঝে জ্বর হতে পারে ।

জটিল উপসর্গ

1. এ থেকে পরে যকৃতে ফোঁড়া বা Liver Abscess হয়ে থাকে ।

2. কখনো এ থেকে পরে লিভারের সিরোসিস্ হয় ।

3. এ থেকে পরে লিভার ক্যানসার প্রভৃতি হতে পারে ।

- রোগ নির্ণয় —1. মূখে তিক্ত আম্বাদ রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে ।  
 2. পেটের ডান দিকে ব্যথা, রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করে ।  
 3. চোখের ডানদিকে সাদা অংশ হলুদাভ নিশ্চিত লক্ষণ ।  
 4. বমি বা পিত্ত বমি হয়ে জ্বর হলেই, তা থেকেও রোগ বোঝা যায় ।  
 5. গাত্র বর্ণ হলুদাভ হলে রোগ এগিয়ে যায় ।  
 6. 'ফ্লামান্দা, খাদো অরুচি, কালো বা সাদা পায়খানা প্রভৃতি ।

### চিকিৎসা

তরুণ রোগ —অ্যাকোন, ক্যামো, মার্ক, হিপার, নাক্স-ভম, হাইড্র্যাটস ও প্রতিমাত্রার পাঁচ ফোটা ।

পুরাতন রোগে —চেলিডো, পডো, ফস্ফো, ডির্জি, অ্যাসিড নাইট্রিক ।

পিত্ত পাথরী —রোগে অ্যাকোনাইট ৬, ক্যালকে-কার্ব ৩০, বার্বেরিস ৪, বেল ৩, প্রভৃতি এবং পাথরী নির্গমন কালে পেটের বেদনা স্থানে অত্যাধিক পিট প্রয়োগ করা উচিত ।

ন্যাবা সহ প্রদাহ অবস্থার লক্ষণে এবং যকৃৎ প্রদেশে দারুণ বেদনার জন্য, অ্যাকোন ৩x । কোষ্ঠকাঠিন্য, ফ্যাকাসে বা হলুদ মূত্র বিছানায় হলুদ রক্তের দাগ লাগা, নাড়ী ক্ষীণ ও কোমল এবং সর্বাঙ্গ হলুদ রঙের লক্ষণে—মার্ক ভাই ৬x ( অ্যাকোন খাওয়ার পর মার্ক উপযোগী ), ম্যালেরিয়া জনিত ন্যাবা, পিত্তঘাতক তরল ভেদ ; সর্বিরাম ন্যাবা, পিত্ত পাথরী, মূত্র মণ্ডল মলিন ও হলুদ বর্ণ, যকৃতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, মূত্র ভিত্তো লাগে এই সব লক্ষণে—চায়না ৩x—৬ ।

পূর্ণ বিকাশিত, রাহে ঘুম না হওয়া, কাঁখে ও অস্থিতে বেদনা পেশীতে বেদনা এইসব লক্ষণে মাইরিকা—৪—০ ।

ন্যাবার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, যকৃতে ব্যথা, উত্তেজক খাওয়ার বা শ্রমবিমূখতা জনিত ন্যাবা হলে—নাক্স-মস্ক ১x—৩০ । দক্ষিণ দিকে চাপ দিলে শূলে যকৃৎ জায়গায় খুব ব্যথা বয়ে এই সব লক্ষণে, চেলিডোনিয়াম ৪—৩x ।

প্রতিদিন প্রচুর হলুদ বর্ণের ভেদ, কালো রঙের প্রস্রাব, স্বরভাঙ্গা, কাশি ও নৈরাশ্য প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ফোরাস ০—৬ ।

তরুণ ন্যাবার পর অজীর্ণতা এবং পায়দ অপব্যবহার জনিত ও জ্বরের পর দুরারোগ্য পাণ্ডু বর্ণ হলে, আর্সেনিক ৩x—৩০ । ডাক্তার বারনেট কার্ডুয়ান ৪ প্রয়োগে ( বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায়)—বিশেষ ফল পেয়েছেন বলেন । ভন্ন বা ক্রোধের জন্য ন্যাবা বা নবজাত শিশুর ন্যাবায় —ক্যামোমিলা ৬ । রক্ত দূষিত হয়ে ন্যাবা হলে—ক্রোটোসাস ০ ।



পূরাতন ন্যাভা রোগে—আয়োডিয়াম ৩—৫। ডিজিটেলিস ০, পডোফাইলাম ১x, হাইড্র্যাণ্টিস ০, ল্যাণ্টাণ্ড্রা ৬, অ্যাসিড ফস ৩০, জেলস ৩x প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে আবশ্যিক হয়।

আনুভূমিক ব্যবস্থা —1. পেটে ব্যথা থাকলে গরম সেক উপকারী। লিভারের স্থানে সেক দিলে তাতে খুব উপকার হতে পারে।

2. পেঁপের রস, কালমেঘের পাতার রস প্রভৃতি খেলে তাতে বেশ উপকার হয়।

3. কমলালেবু ও বাতাবি লেবুর রস বিশেষ উপকারী।

4. পূরাতন খব, গম, চাল, মূশুর ডালের জুস প্রভৃতি খাওয়া ভাল। পাকা কুমড়া, কাঁচবলা, জয়ন্তী শাক, হিঙে, হরিতকী, সিদ্ধী মাছ, ঘোল, মাখন প্রভৃতি খাওয়া ভাল।

5. মশলা, ঝি, তেল, মাংস, ইলিশ মাছ প্রভৃতি খাদ্য অবশ্য বর্জনীয়।

6. যথেষ্ট পরিমাণে গ্লুকোজ জল খাওয়া ভাল।

7. পূর্ণভাবে 3-4 সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হবে।

### পিত্তনালীর প্রদাহ (Cholecystitis)

কারণ —সাধারণতঃ লিভার থেকে যে সব ছোট ছোট নালী নেমে আসে তাদের এবং তাদের মিলিত নালী Right and left Hepatic Duct বা Common Bile Duct-এর Infection হলে এই রোগ হয়।

লক্ষণ —এই রোগের লক্ষণ অনেকটা Hepatitis এবং Gall Stone এর মিলিত লক্ষণের মতো।

1. পিত্তনালীর প্রদাহের জন্য পিত্ত নিঃসরণ কম হয়।

2. দেহে Jaundice এর সব লক্ষণ দেখা দিতে পারে—অর্থাৎ চোখ, চর্ম, হাতের নখ প্রভৃতি হলুদাভ হওয়া ও হলুদ মূত্র নিঃসরণ।

3. এই সঙ্গে বমি হয়। পিত্ত বমি হয় এবং তা তিক্ত স্বাদযুক্ত হয়ে থাকে।

4. লিভারের নিচের দিকে ব্যথা হয় (Base-এ) এবং লিভারের ব্যথা হতে পারে।

5. পিত্ত গাঢ় হবার জন্য, Gall Bladder থেকে নিঃসরণ ঠিক মতো হয় না।

6. অনেক সময় প্রথমে প্রদাহ ঔষধাদি খেয়ে সেরে গেলে, পরে এ থেকে Chronic Case —দাঁড়ায়।

7. অনেক সময় লিভারের কাজও এই সঙ্গে ব্যাহত হয়।

### জটিল উপসর্গ ( Complications )

1. এ থেকে পরে Gall Stone হতে পারে ।
2. এ থেকে Hepatitis হতে পারে ।
3. এই রোগ থেকে পরে লিভারে সিরোসিস্ এবং লিভার Cancer হতে পারে ।  
রোগ নির্ণয় —1. পেটের X-Ray দ্বারা রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হব ।  
2. লিভারের Base-এ ব্যাধা, রোগ নির্ণয়ের সাহায্য করে । তা থেকে বোঝা যায় এটি Hepatitis নয় বা অন্য রোগ নয়, লিভারে ব্যাধা এবং Base-এর ব্যাধা সঠিক চিনতে হবে ।  
3. জন্ডিসের লক্ষণ থাকে বটে, তবে তার সম্পূর্ণ কারণ কোথায় তা সঠিক নির্ণয় করতে হবে ।

### চিকিৎসা

পিত্তনালীর প্রদাহ ও শূল ব্যাধায় ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০—২০০ বিশেষ উপকারী ।  
লিভারের ব্যাধায় কার্ডুয়াস্ মেরিনাস মাদার ( ৫—১০ ফোটা ) ২০—২৫ মিনিট অন্তর সেবা ।

ব্যাধা ও টাটানি থাকলে—চায়না মাদার ।

চিণ্ডন্যান্থাস ৩, হাইড্র্যাফিস ( প্রতি মাত্রায় এক ফোটা থেকে দশ ফোটা পর্যন্ত )  
ডায়াক্সোরিয়া ৩, চেলিডোনিরাম ২x, জেলসিমিয়াম 1x, বেলেডানা ৩x, ও আর্সে-  
নিক ৩x, ৫০, ডিজিটেলিস ৬, লরেসিরেসাস ৩ প্রভৃতি বেদনা নিবারণকারী ঔষধ ।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x ( গরম জলে ) খেতে হবে ।

কোল-সালফ ৬x, ১২x—পিত্ত প্রধান ঋতু—কোমরে কাপড় এঁটে পড়তে পারে না ।

অ্যাকোন, মার্কিউরি, চায়না ( ম্যালেরিয়া জ্বরসহ রোগে ). নাক্স ভম, যক্ষ্মেট প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যিক হয় ।

বার্বেরিস ৩ পাঁচ ফোটা মাত্রায় খেলে অনেক সময় উপকার হয় ।

হাইড্র্যাফিস ৩—৩x দিলেও অনেক সময় বিশেষ উপকার হয় ।

পুনরাক্রমণে চায়না ৩ নিবারণকারী ঔষধ । চায়না ৬x রোগে ২ বার করে খেতে হবে পাঁচ থেকে সাত দিন ।

### জান্দুর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা

1. লব্ধ খাদ্য খেতে হবে । ঝাল, টক, মশলা প্রভৃতি বর্জনীয় ।
2. কালমেঘের পাতার রস, উচ্ছে, করলা, পুরানো চালের ডাঙ, মাছের হালকা ঝোল । বাতাবি লেবুর রস প্রভৃতি রোগ কমলে দিতে হবে ।
3. রোগ অবস্থায় পূর্ণ বিশ্রাম ।

লিভারের সিরোসিস (Cirrhosis)

কারণ—1. দীর্ঘদিন Hepatitis রোগে ভুগলে, লিভারের টিসু সব ছিবড়ে মত হয়ে যায় বা সিরোসিস হয়।

2. কোলিসিস্টাইটিস থেকে অনেক সময় সিরোসিস হয়।

3. Infection থেকে Hypertropic Biliary সিরোসিস হয়।

5. ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ থেকে হেপাটাইটিস্ হলে পরে সিরোসিস্ হতে পারে।

5. Viral হেপাটাইটিস্ থেকেও লিভারের সিরোসিস্ রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. লিভারের ব্যথা, ডান দিকে ব্যথা, ডান কাঁখে, ডান বুকো ও ডান পেটে ব্যথা প্রভৃতি।

2. মাঝে মাঝে পিত্ত বমি হতে পারে।

3. মূত্থের স্বাদ তিক্ত হয়। অজীর্ণ, অক্ষুধা প্রভৃতি দেখা যায়।

4. অনেক সময় জ্বর হতেও দেখা যায়।

5. লিভার আকারে অনেকটা বৃদ্ধি পায়।

6. একে অনেকে Liver-এর ক্যানসার বলেও ভুল করতে পারেন—বিশেষতঃ Advanced Case-এ।

7. অনেক সময় লিভারের কোন অংশে Solid Lump-এর মতো অনুভূত হয়।

8. শীর্ণতা, দুর্বলতা ও প্রবল রক্তশূন্যতা প্রভৃতি দেখা দেয় এবং তার জন্ম রোগীর অবস্থা খারাপ হয়।

জটিল উপসর্গ

1. আঁতরিয়া পিত্ত বমি প্রভৃতি দেখা দেবার জন্য ও রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা প্রভৃতির জন্য রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

2. এ থেকে Liver-এর Cancer হতে পারে।

3. লিভার কর্মহীন হবার জন্য অজীর্ণ, অক্ষুধা প্রভৃতি হয় বলে, জটিল অবস্থা ও আঁতরিয়া দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. পেটে Lump দেখা যায় ও অন্যান্য লক্ষণও দেখা যায়।

2. X-Ray করলে রোগ বুঝতে পারা যায়।

## চিকিৎসা

চেলিডোনিয়াম মাধার—রোগের প্রথম অবস্থায়। রোজ ৫ ফোঁটা করে তিন বার  
জলসহ—সাত দিন থেকে পনেরো দিন খেতে হবে।

যকৃৎ বৃশ্চ পেলে প্রেচ্ট ঔষধ কার্ডুয়াস মেরিনাস্ মাধার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ  
২ বার।

এ ছাড়া বিভিন্ন রোগ লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) যকৃৎ বেড়ে গেলে—মার্ক, নাইট্রিক এসিড্, অ্যাগারিকাস, ফস্ফরাস  
আর্সেনিক, চারনা।

(২) যকৃৎপ্রদেশে ব্যাধা হলে—ঠান্ডা বা শুক্কনো বাতাস লেগে ব্যাধায়,  
একোনাইট ৩x—৩০।

জ্বালাকর, টেনে ধরার মত বা হুল ফোটানোর বা বাতের মত ব্যাধায়—  
ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০।

এ ছাড়া মার্কুরিয়াস্ বা স্যাবাডিল্লা ৩, ৬ ভাল ফল দেয়।

পিত্তাধিক্য উপসর্গে প্লেগ্মা বমন লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩, ৬।

উস্তেজক খাদ্য, মদ্যপান, অতিবিক্ত পানাহার, রাগি জাগরণের ইতিহাস থাকলে,  
নাক্স ভমিকা ৬, ৩০।

সাদা ভেদ থাকলে, মার্কুরিয়াস ৬। কুচকুচে কালো জেবে, নেট্রাম সাল্ফ ৬x, ১২x।

এছাড়া ক্যামোমিলা ৩, ৬, আইরিস্ ভাস্, লাইকো, হিপার সাল্ফার, পডো,  
পালস্ প্রভৃতি।

পিত্তজ্বীনত উদরাময় থাকলে—পডো, আইরিস্, চারনা, ক্যামো।

পেটে শোথ হলে—কোর্নি টিগ্, আর্স, অ্যাসিড্ নাইট্রিক।

## শিশুদের সিরোসিস্

## ( Infantile Cirrhosis )

কারণ—এই রোগ সাধারণতঃ ৪ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের বেশি দেখা যায়।  
দুগ্ধ বন্ধ হবাব পব বেশী শর্করা খাদ্য এবং প্রোটিন খাদ্য খেলে এই রোগ হতে পারে।  
অনেক সময় ম্যালেরিয়া প্লেব্রু এ বোগ হয়।

1. সবুজ মল বা সবুজাভ পাতলা মল দেখা যায়।

2. পেটের ডান দিকে ব্যাধা থাকে।

3. অনেক সময় অতিবিক্ত শীর্ণতা, দুর্বলতা, বস্তশূন্যতা প্রভৃতি হতে দেখা  
যায়।

4. খাদ্যে অরুচি, অক্ষুধা প্রভৃতি দেখা যায়। কখনো বা মল পাতলা ও  
সাদাটে হয়।

জটিল উপসর্গ

1. অতি শীর্ণতা, দুর্বলতা প্রভৃতির জন্য প্রাণ সংশয় হয়।
2. কখনো বা ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে পাতলা পায়খানা, অজীর্ণ প্রভৃতি চলতে থাকে ও প্রাণ বিপন্ন হয়।

রোগ নির্ণয়

উপরের বর্ণিত সাধারণ সিরোসিসের মতো রোগ নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসা সত্তর করা উচিত।

চিকিৎসা

শিশুদের চিকিৎসা সব সময় সাবধানে করতে হয়। মাত্রাও বড়োবের থেকে কম হবে।

চেলিগ্লাডোনিয়াম মাদার এক ফোঁটা করে জলসহ দুবার উত্তম ঔষধ।

যকৃত ও প্লীহা বৃষ্ণ থাকলে কার্ডিয়াস মেরিনাস মাদার এক ফোঁটা করে জলসহ রোজ ১ বার।

শীত ও জ্বরসহ লিভার সিরোসিস—অ্যাকোনাইট ১x—৬।

পূরনো জ্বর ভোগা হেতু হলে, চায়না ৩ বা ৬।

স্পর্শ করলে বা নড়াচড়ায় পেটে বা লিভারে ব্যথা বোঝা গেলে, নেট্রাম্ সাল্ফ ৬x বা ১২ x।

সিরোসিস্ সহ ন্যাভা ভাব থাকলে দিতে হবে, চেলিডোনিয়াম ৩- ৩০।

যকৃতে জ্বালা, ব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি বা বমনেচ্ছা লক্ষণে, থেরিডিন ৬, ৩০।

মাইরিকা মাদার শিশুদের পক্ষে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ন্যাভা, পিত্তহীন, পাঁশুটে মল প্রভৃতি থাকলে।

সাইলোসিয়া ৬, ৩০—পেট শক্ত ও বায়ুপূর্ণ, শূল ব্যথা প্রভৃতি।

শিশুদের শূল ব্যথাসহ—ক্যামোমিলা ৬ শ্রেষ্ঠ একটি ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সব সময় রোগীর অবস্থা ভাল ভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।
2. যদি শীর্ণতা বা খাদ্যে অরুচি আসে, তা হলে Glucose জল পথ্য দিতে হবে। ডাবের জল উপকারী।

3. রোগী স্দুহ্ব হলে ও খাদ্যে রুচি হলে, ছানা চিনি দিয়ে, চিড়ে ভিজিয়ে-চিনি ও দই দিয়ে, ডিমের সাবা অংশ সামান্য হাফ বয়েল করে অথবা Hydroprotein বা Protinex দিতে হবে। বয়স্ক শিশুদের (8—10) অবশ্য মাগুর মাছের ঝোল ও ভাত দিতে হয়।

4. কাঁচলা, পেঁপে, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি সিদ্ধ বয়স্ক শিশুদের উপকারী পথ্য।

### লিভারের কোঁড়া ( Liver Abscess )

কারণ—1. লিভারের Hepatitis থেকে অনেক সময় এটি হতে পারে।

2. প্রাচীন আমাশয়ে ভোগ্য থেকে এটি হতে পারে।

3. কোলিসিস্টাইটিস্ থেকে পরে এটি হতে পারে।

4. দীর্ঘ দিন লিভারের কাজের গোলমাল থেকে এটি হতে পারে।

5. অমিতাচার; অতিরিক্ত মদ্যপান বা নেশাধি সেবন থেকে পরে এটি হতে পারে।

6. লিভারের নানা কারণে গোলমাল ঘটায় জন্য—বা অন্য রোগ থেকে হয়— এই কারণে হতে পারে—যেমন প্রাচীন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড, Black Water Fever প্রভৃতি থেকে।

7. বেহের কোন প্রাচীন Viral Infection-এর পরিণতি হিসাবে হতে পারে। যেমন, হাম, জল বসন্তের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়—বা পরে এই রোগে দাঁড়ায়।

8. বেহের বাহ্যিক বা স্বকের কোন ব্যাধি বা চর্ম রোগে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করে চেপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ রক্ত পরিষ্কার করার ঔষধ না দিলে তা থেকে লিভার, গ্রীহা, কিড্‌নী, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হতে পারে এবং এর ফলে Liver Abscess হতে পারে।

লক্ষণ—1. প্রাথমিক লক্ষণ ঠিক হেপাটাইটিসের মতো দেখা দেয়। লিভারের ব্যাধা, ডার্নাথিকে ব্যাধা প্রভৃতি। ডান পেটে বা বুককে ব্যাধা, ডান কাঁধে ব্যাধা।

2. ফোঁড়া হলে তখন ব্যাধা খুব বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় ঐ সঙ্গে ন্যাযা বা জ্বাভিস থাকতে পারে। রোগী লিভারের ব্যাধার কষ্ট পায় খুব। টন্টন্ করে দপ্‌দপ্ করে।

3. X-Ray করলে লিভারের ফোঁড়া বোঝা যায়।

4. অনেক সময় প্রাথমিক অবস্থায় বমি ও পিত্ত বমি হয়।

5. ফোঁড়া পরে পেকে ফেটে যায় এবং তা উপর দিয়ে ফেটে ডার্নাক্‌ম ও ফুসফুস আক্রমণ করতে পারে। কখনো বা নিচে পাশে ফেটে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিটিকে আক্রান্ত করতে পারে। কখনো পেটের বাইরের দিকে Abdominal Wall-এ ফোঁড়া হতে পারে।

চিকিৎসা

পেট শক্ত এবং বার্ন্দ্বস্ত, শূল বা কাঁটার মত ব্যথা, হাত হরিদ্রাভ, নখ নীলাভ, যকৃতের ফোঁড়ার, সাইলোসিস ৬, ৩০।

যকৃতে ফোঁড়া, মাথা ঘোরা, বমি, বমনেচ্ছা, যকৃতে প্রবল ব্যথা, জন্দালা এই সব লক্ষণে দিতে হবে, মেরিডিয়ন ৩০ বা ২০০।

নেট্রাম মিউর ৩০—যকৃতে ব্যথা ও ফোঁড়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বেট্রাম সালফ্ ৬x, ১২x—কালচে মত ভেদ, স্পর্শ করলে বা নড়াচড়া করলে ব্যথা, খালি পেটে থাকলে নাড়ির চারদিকে ব্যথা লক্ষণে।

পূরানো প্রদাহসহ যকৃতে ব্যথা ও ফোঁড়া লক্ষণ থাকলে, হিপার সালফার ৩x—৩০।

যকৃতে প্রবল ব্যথা, ডান কাঁধে ব্যথা, যকৃতে ফোঁড়া সম্বন্ধে চেলিডোনিয়াম ১x—৩০।

সুবাপারীর যকৃতে ফোঁড়া, প্রবল ব্যথা, বার্ন্দ্ব, পেটে কাপড় রাখতে কষ্ট, ল্যাকোসিস্ ৬।

প্রবল সূচফোঁটার মত ব্যথা, জন্দালা, ন্যাবা, পেটে ফোঁড়া সম্বন্ধে, ক্যালি কার্ব ৬, ৩০।

গূর্ন ভোজন, মদ্যপান জনিত পাকাশয়ের ব্যথা লক্ষণে নার্ন ভমিকা ১x—৩০।

ডার্নদিকে চাপস্পর্শ ভাব ও প্রবল ব্যথা প্রভৃতিতে লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০। এছাড়া যকৃৎ প্রবাহের ঔষধগুলি দেখা উচিত।

পিস্তপাথরী ( Gall Stone )

কারণ—পিস্তকোষ বা Gall Bladder থেকে সঞ্চিত পিস্ত, পিস্তবাহীনালা ( Bile Duct ) দ্বি়ে ক্রমে ক্দ্দ্রাঘস্তের প্রথম অংশ বা Ducdenam-এর মধ্যে পতিত হয়।

আহার বিহার প্রভৃতির দোষে বা পিস্তনালী বা পিস্ত কোষের প্রবাহের জন্য অনেক সময় এই পিস্ত জমাট বেঁধে যার এবং তার ফলে Gall Stone বা পিস্ত পাথরীর সৃষ্টি হয়। এই পিস্ত কণা ছোট বালূর মত অথবা মাঝারি বা বড় পায়রার ডিমের মত সবৃজ, বা কালো নানা রঙের হয়। কখনো একটি, কখনো বা একাধিক পাথরী জন্মায়।

শতকরা প্রায় 10 জন লোকের এই রোগ হয়। তবে পিস্ত পাথরী খুব ছোট হলে আপনা থেকেই বেরিয়ে যার বলে রোগী তা ঠিক বৃদ্ধিতে পারে না। তবে এই পাথর বড় হলে তার জন্য ব্যথার সৃষ্টি হবে, ব্যাথা হলে তখন রোগী বৃদ্ধিতে পারে রোগের কথা।

পিত্ত কোষের জায়গায় অল্প অল্প ব্যথা বা বেদনা থেকে রোগ বোঝা যায়। আবার অনেকে আজীবন পিত্তকোষে পাথরী থাকে সত্ত্বেও কোন রকম বেদনা অনুভব করে না।

পাথরীটা ( Stone ) যতদিন পিত্তকোষের মধ্যে থাকে, ততদিন বোগী তেমন অনুভব করে না। কখনো কখনো ঐ স্থানে ব্যথা হয় মাত্র, ঠিকিসু যখন ঐ পাথরীটি পিত্তকোষ থেকে পিত্তনালীতে ( Bile Duct ) এসে পড়ে, তখন সহসা ঐ স্থান বা অন্যান্য অঙ্গে এক প্রকার দুঃসহ বেদনা হয় ও রোগী অস্থির হয়ে পড়ে। একে বলা হয়, পিত্তশূল বা Biliary Colic রোগ।

এই শূল বেদনা খুব কষ্টকর এবং এর সঙ্গে যদি আরও নানা লক্ষণ দেখা দেয় তবে পিত্তের প্রবাহ ঠিক মতো না হবার ফলে সেই পিত্ত জমাট বেঁধে Stone তৈরী করে, তা জানা গেছে।

লক্ষণ—1 দক্ষিণ কৃষ্ণদেশ থেকে প্রচণ্ড ব্যথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ কাঁধ, পিঠ পর্যন্ত ব্যথা ছড়িয়ে যায়। রোগী ব্যথায় কাঁটারায়—অবসন্ন হয়ে পড়ে।

2. বেদনার সঙ্গে শীতল ঘর্ম, দুর্বল নাড়ি, ছটফট ভাব, হিমাক্র ( Collapse ) শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট প্রভৃতি দেখা দিলে থাকে।

3. অনেক সময় ন্যাযা বা জড়িস হয় এবং দেহ হালদ বর্ণের হয়ে যায়।

4. অনেক সময় এই সঙ্গে বমি বা পিত্তবমি হতে থাকে।

5. অনেক সময় পর পর 2-3 দিন প্রচণ্ড ব্যথার পর হঠাৎ ব্যথা কমে বা সেরে যায়। তখন বন্ধুতে হবে যে পাথরটি ছোট ছিল, তা পিত্তনালী থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। যদি তা এইভাবে বের না হয়, তাহলে অপারেশান পর্যন্ত করার প্রয়োজন হয়। পাথরী পিত্তকোষ বা পিত্তনালী থেকে বেরিয়ে যাবার পর তা আপনা থেকে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়—আর যন্ত্রণা হয় না।

6. পাথরী বের না হলে, তখন যন্ত্রণা পরবর্তীকালে আরও বেশিভাবে হয়ে থাকে। X-Ray করলে পাথরী বোঝা যায়—পাথর খুব বেশি বড় হলে বাধ্য হয়ে অপারেশান করতে হয়।

### চিকিৎসা

যাতে শূল বেদনা শীঘ্র দূর হয়, যাতে মলসহ পাথরী বের হয়ে যায়—যাতে আর পিত্তকোষটিতে পাথরী জন্মাতে না পারে—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

শূল (পিত্ত পাথরী) বেদনায় ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব ৩০—২০০। পিত্ত জনিত শূল বেদনা নিবারণের জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ, এটা প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর খেয়।



এই ঔষধ আধ ঘণ্টা খাওয়ার পর বেদনা না কমলে, বাবেরিস ৩ প্রতি বিশ মিনিট অন্তর খরে দেয় ।

ক্যাডব্রাস-মেরিনাস—৩ ৫—১০ ফোঁটা প্রতিদিন তিন ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য ।

আর্গিকা—৩x, ৬ তরুণ অবস্থার উপসর্গ কমে যাবার পর টাটানি থাকলে চায়না ৩ শুল বেদনার উপশান্তি ও নিবৃত্তি ।

চিওন্যানথাস ( Chionanthus ) ৩, হাইড্র্যান্টিস ৩ ( প্রতি মাত্রায় এক ফোঁটা থেকে দশ ফোঁটা পর্যন্ত ) ।

ডায়াক্সিকারিয়া ৩, চেলিডোনিয়াম ২x, জেলিসিমিয়াম ১x, বেলেডোনা ৩x ও আসেনিনিক ৩x, ৩০, ডিজিটালিস ৩০, লরোসিরেসাস ৩, প্রভৃতি বেদনার নিবারণকারী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় । ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x ( গরম জলে ) সেবন ও বাহ্যিক ব্যবহারে সন্ফল পাওয়া যায় । কোল সালফ ৬x, ১২x পিত্ত প্রধান থাকতে—কোমরে কাপড় এঁটে পড়তে পারে না ।

#### জানুশদিক ব্যবস্থা

1. ব্যথা বাড়লে পেটে সৈঁক দিলে বা তার্গিন তেল মালিশ করলে কিছুটা উপকার পাওয়া যায় ।

2. রোগ চলতে থাকার সময়ে সর্বদা হালকা পুষ্টিকর ও তরল খাদ্য খেতে দিতে হবে । হরলিক্স, ডাবের জল, ঘোল, ছানার জল প্রভৃতি খুব উপকারী পথ্য । আপেল সিদ্ধ খুব উপকারী ।

3. যদি আপনা থেকেই রোগ সেরে যায় ও তা ফিরে না হয়, তা হলে পাথর বেরিয়ে গেছে বুদ্ধিতে হবে । উখন কোল-ভাত পথ্য ।

4. ঘি, মাখন প্রভৃতি চর্বি জাতীয় খাদ্য খাওয়া উচিত নয় ।

#### রোগ নির্ণয়

এই রোগ হলে ব্যথা ও X-ray দ্বারা সব বোঝা যায় । পিত্তনালীতে পাথর জমলে যেমন এই রোগ হয় তেমনি মূত্রবাহী নালী ( Ureter ) এর মুখে বা কিডনীতে পাথর জমলে মূত্রপাথরী রোগ হয়, এতে বৃক্ক ( Kidney ) ব্যথা হয় । এই ব্যথাকে বলে Renal colic । এই দুই প্রকার ব্যথার কি পার্থক্য তা বলা হচ্ছে । মূত্রপাথরী সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে ।

শিথপাথরী	মূত্রপাথরী
1. নাভিদেশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে থাকে এই রোগে।	1. পিঠের নিচের দিকে অস্ত্র-বোম্ব পর্বন্ত খুব ব্যথা হয়।
2. বেঘনা ডান কাঁধ থেকে ডান কুঁকিদেশ, ডান পাক্সিরা প্রভৃতিতে বিস্তৃত হয়।	2. বেঘনা নিচের দিকে বেশি বিস্তৃত হয়ে থাকে।
3. বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এ-রোগে থাকে না।	3. বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়, মূত্রে রক্ত বের হতে পারে।
4. এতে অনেক সময় জাঁড়স দেখা যায়।	4. এতে জাঁড়স হয় না।
5. এতে পাথরী অনেক সময় মলের সঙ্গে বের হয়ে থাকে।	5. এতে পাথর মূত্রের সঙ্গে বের হয়ে যায়।
6. এতে মূখে তিক্ত আম্বাধ হতে পারে।	6. এতে এরূপ থাকে না।
7. এতে বমি বা বমনেচ্ছা প্রায়ই হতে থাকে।	7. এতে এরূপ হয় না।

### প্রীহা বৃদ্ধি ( Enlarged Spleen )

কারণ—এদেশে প্রীহা বৃদ্ধির কারণ হলো, প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্রাক-ওরাটার ফিভার, লিউকিমিয়া ( Leukaemia ) লিভারের সিরোসিস, Splenic Anaemia, Tropical Splenomegaly প্রভৃতি।

- লক্ষণ—1. প্রীহা বর্ধিত হয় 2—10 আঙ্গুল পর্বন্ত অনুভব করা যায়।
2. ক্ষুধা কম, অরুচি অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দেখা যায়।
  3. কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময় হতে দেখা যায়।
  4. প্রবল দুর্বলতা এবং দেহ দুর্বল হয়ে রোগীর কর্মক্ষমতা থাকে না।
  5. ক্রমে প্রীহা বেড়ে পেটের বাঁ দিকেও ব্যথা হতে পারে। এটি এত বড় হয় যে, মনে হয় পেটের মধ্যে ভার চাপানো আছে।
  6. রোগ বেশি হলে রক্ত আমাশয় হতে পারে।
  7. হাঁতের গোড়া ফোলে ও রক্তপাত হয়।
  8. অনেক সময় উদরী হবার সম্ভাবনা দেখা যায়।
  9. অনেক সময় পা ফোলে এবং শোথ হয়।
  10. অনেক সময় এর ফলে রোগীর মূত্রে পর্বন্ত হতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. প্রীহা বোঁশ বেড়ে পেটের বাঁদিকে পর্যন্ত গিয়ে পাকস্থলিতে চাপ দেয় ।
2. অক্ষুধা, বমি, অতি দুর্বলতা, আমাশয় প্রভৃতি হয় ।
3. অনেক সময় অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা হয় এবং তার জন্য রোগী কৰ্মহীন ও অসার হয়ে পড়ে ।
4. শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হতেও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে ।

রোগ নির্ণয়

1. প্রীহা বৃদ্ধি অনুভব করা যায় ।
2. দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতা ।
3. রোগের ইতিহাস থেকেও রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে থাকে ।

চিকিৎসা

ম্যালেরিয়া-জ্বরের সঙ্গে প্রীহার উন্নয়ন প্রবাহ হলে, প্রথমে জ্বরের চিকিৎসা করা কৰ্তব্য ।

সব প্রকার প্রীহা রোগেই ডাক্তার বারনেট সিলোনোথাস ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন । প্রীহা খুব বড় ও শক্ত হয় ।

রোগী বাঁ পাশে শুতে পারে না, সমস্ত বাঁ পাশ জুড়ে ব্যথা থাকে ।

তরুণ প্রীহা প্রবাহে—আ্যকোনাইট ৩x । প্রীহার উপর সূচ ফোটােনোর মত ব্যথা ও বেদনা, চাপ দিলে ঐ বেদনা বাড়ে এবং রক্তবমি লক্ষণে, আর্পিঁকা ৬ । বাঁ পেটে চাপ ধরা—সূচ ফোটােনোর মত ব্যথা, প্রীহা বড় ও কঠিন, বাঁ পাশে শোয়ার পক্ষে অক্ষম । গা গরম থাকে ও মূত্র মন্ডল মলিন এই লক্ষণে, আর্সেনিক ৩—৩০ । বোঁশ বিন কালাজ্বর বা বিষম জ্বরে ভুগে প্রীহা ক্রমে বড় হলে এবং সেই সঙ্গে রোগী বোঁশ দুর্বল হলে, চায়না ৬ বা ৩০ ।

সব সময় প্রীহাতে চিঁরিকম্মারার মত বেদনা হলে, কার্বোডেজ ৩x বা নেট্রাম মিউর ৩০ । যকৃত ও প্রীহার বৃদ্ধি বা বেদনার—কার্ভাস মেরিনাস ৪ পাঁচ ফোঁটা করে সকালে দেওয়া কৰ্তব্য ।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x । প্রাত্যহিক ও জ্বর অবস্থ ।

নেট্রাম সাল্ফ—৬x, ১২x, ৩০—দুর্ঘটন থেকে রোগের জন্য ।

নাস্ট্র-স্তম্বিকা ৩০, পালসেটিলা ৬, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬, ফেরাম ৬x, অ্যাগারিকাস ৩, কোঁল স্লোম ৩x, বিচুর্গণ লক্ষমান্দুসারে আবশ্যিক ।

জানুয়ারিক ব্যবস্থা —1. কাঁচা পেপের আঠা 10 ফোঁটা করে জলে মিথিয়ে রোজ সকালে খালি পেটে খেলে উপকার হয় ।

2. পুরানো চালের ভাত, ডুমুর, কাঁচা পেপের তরকারী প্রভৃতি সুখাদ্য । হালকা মাছের ঝোল উপকারী । অধিক মশলা, ভাজা, তেল, ঘি প্রভৃতি বর্জনীয় । অবশ্য এ সব পথ্যাবলী জ্বর না থাকলে প্রযোজ্য । জ্বর থাকলে তার পথ্য দুধ, হরকিলস্, সাগদ, বার্লি, হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনেন্স ।

### অ্যাপেন্ডিসাইটিস্ বা উপাঙ্গ প্রদাহ

#### ( Appendicitis )

কারণ —ক্ষুদ্র অন্ত যেখানে বৃহৎ অন্তের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে একটি চওড়া মত অংশ আছে । তাকে বলে Caecum-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি উপাঙ্গ বা Vermiform Appendix-টি । এটির মূখে থাকে একটি ভালব । এই ভালব থাকার জন্য খাদ্য উপাঙ্গে প্রবেশ করে না । উপাঙ্গটির উপরের মূখ খোলা ও Valve যুক্ত, নিচের মূখ বন্ধ ।

কোষ্ঠকাঠিন্য, অতিরিক্ত মাছ-মাংস আহার অথবা উপাঙ্গের মধ্যে খাদ্য, মল, মাছের কাঁটা, ছোট হাড়ের টুকরো ইত্যাদি কোন পদার্থ প্রবেশ করলে উপাঙ্গে প্রদাহ উপস্থিত হয় । এই রোগকেই বলা হয় Appendicitis রোগ । নানা ধরনের বীজাণু এই প্রদাহের কারণ । কোলাই বা কোলাই ব্যাসিলাস্ । স্ট্যাফিলো ও স্ট্রেপটো কক্কাস এবং প্রোটিনাস্ ব্যাসিলাস্ হলো এই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ । এই রোগ হলে প্রথম অবস্থায় এই সব ব্যাসিলাস ধ্বংস হলে অনেক সময় এই রোগ সারানো যায় ।

অনেক সময় Colitis থেকে পরবর্তীকালে এই রোগ হওয়া সম্ভব হয় ।

এই রোগ চলতে থাকলে এর মোট তিনটি স্তর দেখা যায়—

1. প্রথম অবস্থা বা প্রদাহ (Catarrhal Stage)—এই অবস্থায় সর্ব প্রথম খাদ্যের টুকরো বা অন্য কিছু উপাঙ্গে প্রবেশ করে বাথা ও প্রদাহ সৃষ্টি করে ।

2. ক্ষতযুক্ত অবস্থা (Ulcerative Stage)—এই অবস্থায় উপাঙ্গের ভেতরে ক্ষত হয় অথবা তাতে ছিদ্র সৃষ্টি হয়ে থাকে ।

3. পচনশীল অবস্থা (Gangrenous)—এটি সব চেয়ে খারাপ অবস্থা । এতে উপাঙ্গের অগ্রভাগ বা উপাঙ্গের সবটা খসে গলে, পচে যায় । এর সঙ্গে Caecum ক্ষুদ্র অন্ত আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে । Appendix ফেটে গেলেও রোগী, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন না হলে, মৃত্যু হতে পারে ।

লক্ষণ —সব অবস্থাতেই লক্ষণ বা যা দেখা যায় তা হলো—প্রধান সাতটি লক্ষণ । তা হলো—

1. পেটের ভেতরের ডার্মাদিকের তল পেটে ( Right Ileac Fossa ) হঠাৎ তীব্র ব্যথা হতে থাকে ।

2. বমি—ভরদূশ রোগে সব সময় বমি হয় ।
3. জ্বর ও ভরদের লক্ষণাদি ।
4. নাড়ির গতির দ্রুততা ।
5. অস্ত্রের বিহীন ও অস্ত্রনালীর গোলযোগ ।
6. উপাঙ্গের স্থানের লক্ষণাবলী ।
7. কোষ্ঠকাঠিন্য ।

এবার প্রতিটি লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বলা হচ্ছে—

1. পেটের তীব্র ব্যথা —পেটের মাঝখানে সারা পেটে প্রবল ব্যথা শুরুর হয়, তারপর তা ক্রমে দক্ষিণ পাশের Ileac Fossa-তে সীমাবদ্ধ হয় । উপাঙ্গের অবরুদ্ধ অবস্থায় ব্যথা থাকলেও জ্বর বা নাড়ির গতি বেশী থাকে না যতক্ষণ না অস্ত্রোপচার করা হয়, ততক্ষণ এই ব্যথা চলতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে Peritonitis দেখা যায় ।

2. বমি প্রদাহ বৃদ্ধি পেলে বমি হয় এবং দেহ তার জন্য অসুস্থ হয় । বমি বমি ভাব চলতে থাকে । প্রদাহ কম থাকলে বমি হয় না । জ্বর বেশি হলে, প্রায়ই বমি হয়ে থাকে ।

বমি হলো, অ্যাপেন্ডিসাইটিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান লক্ষণ ।

3. জ্বর অবস্থা —অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আসে জ্বর অবস্থা । জ্বর 100 থেকে 102 ডিগ্রী অবধি হয় । কখনো জ্বর কিছু কম হয়ে থাকে । কিন্তু সব সময় কিছু না কিছু জ্বর থাকে প্রদাহ অবস্থায় । উপাঙ্গ ফুটো হয়ে যেতে পারে ( Perforation ) । তখন জ্বর প্রায়ই কম আসে । সারা পেট গরম হয়ে যায় এবং তার ফলে ব্যথা হয় ।

4. নাড়ির গতি বৃদ্ধি —জ্বর অবস্থায় নাড়ির গতি বৃদ্ধি হয় বা Pulse Rate বেড়ে যায় । নাড়ীর গতি 110 থেকে 120 অবধি হয়ে যায় । প্রথম অবস্থায় ব্যথার শুরুরূপে এটা থাকে না । দ্বিতীয় অবস্থায় এটি হয় । নাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কিছু বৃদ্ধি পায় । শ্বাস ও নাড়ির রেশিও ( Ratio ) প্রায় ঠিক থাকে ।

5. অস্ত্রের বিহীন ও অস্ত্রনালীর গোলযোগ—জিহ্বা শুকনো হয়, কখনো বা লেপাবৃত হয় । এই রোগের আক্রমণের সময়েই কখনো বমি হয়, বেদনার আগে কখনো বমি হয় না ।

অনেক সময় Peritonitis হলে বমি চলতেই থাকে । গা বমি বমি থাকে, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, কখনো বা উদরাময় দেখা দেয় । রোগের বৃদ্ধি কমলেও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেই যায়—কমে না ।

অশ্রের ঝিল্লী আক্রান্ত হলে, নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে এবং ত্বর জনো রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে পারে। তাই সব সময় এদিকে নজর রাখা অবশ্য কর্তব্য।

6. উপাঘের স্থানীয় লক্ষণসমূহ — প্রথমে পেট ফাঁপা থাকে না। পরে পেট সামান্য ফোলে। ডান দিকে হাত দিলেই ব্যথা এবং স্পর্শকাতরতা দেখা যায়। ডান দিকে হাত দিতে দেয় না।

Anterior Superior Iliac Spine থেকে নাভি পর্যন্ত একটা রেখা টানলে ডান দিকে তার নিচে একটা পিঁড়িবৎ পদার্থ অনুভূত হয়। সিকাম, উপাঘ ফুলে ওঠে এবং প্রবাহের জন্যই পিঁড়িটির সৃষ্টি হয়।

তারপর যদি রোগ আরও বাড়ে এবং যদি পেরিটোনাইটিস প্রভৃতি অন্য লক্ষণ দেখা দেয় এবং Appendix ফেটে যায়, তা হলে প্রচণ্ড ব্যথা হয় ডান কোঁকে এবং রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কোষ্ঠকাঠিন্য — প্রবাহের জন্য Stool-এর গতিবিধি ব্যাহত হয়। তাছাড়া অনেক সময় মারু দুর্বল হয়ে Peristalsis কমে যায়। তার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। অনেক সময় Appendix থেকে সিকামের প্রবাহ হয় এবং তাতেও Obstruction বা অবরোধ হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য যেমন হয়, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে অনিচ্ছা, অক্ষুধা, বমি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

রক্ত পরীক্ষায় শ্বেত কণিকা বিশেষ করে Polymorphs বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। এই রোগ হলে সব সময় উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া কর্তব্য।

### জটিল উপসর্গ (Complication)

1. Appendix থেকে পরে Caecum এবং অন্য অঙ্গাধির Infection হতে পারে।

Caecum থেকে পরে Peritoneum আক্রান্ত হতে পারে এবং তার ফলে Peritonitis হতে পারে।

3. Caecum পচে ফেটে মৃতবৎ অবস্থা বা মৃত্যু ঘনিরে আসতে পারে।

4. ক্ষুদ্র অঙ্গ আক্রান্ত হলে বিপজ্জনক অবস্থা আসতে পারে। সব সময় এই রোগের জটিল উপসর্গের কথা মনে রেখে সঙ্গে সঙ্গে সূচীকরণ করা কর্তব্য।

রোগ নির্ণয়

1. ডানদিকের কোঁকে ( Right Ileac fossa ); অত্যধিক ব্যথা ও বেদনা ।
2. সব সময় তরুণ অবস্থায় বমি থাকে ।
3. কোষ্ঠকাঠিন্য ও জ্বর ।
4. X-Ray দ্বারা রোগ সঠিক নির্ণয় করা যায় ।

চিকিৎসা

অ্যাকোন ৩x ( জ্বররাধিকা ) ; বেল ৩x—৬ । শিরঃপীড়া, মূখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ, দপদপ করা প্রভৃতি লক্ষণে, রাইয়ো । হুল বেঁধার মত জ্বালা ও বেদনা, নড়লে ও চড়লে বেদনা বাড়ে ( কোষ্ঠকাঠিন্য ) রাস-টক্স-৬ ও নড়লে চড়লে বেদনার উপশম ।

মার্ক-সর ৩—৬, পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণ, পেট ফাঁপা, ক্ষত ।

ল্যাকেসিস — ৩০ । এটি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । বিশেষতঃ উদরের দক্ষিণ দিকে কাঁটার মত বেদনা ও কোমরে কাপড় রাখতে না পারা ও সামান্য জ্বরসহ বমি । কিন্তু হুল বেঁধার মত বেদনা বা জ্বালা হলে ( বিশেষতঃ টিকা দেওয়ার পর স্ট্র্যালোকের অ্যাপেন্ডিক্স প্রদাহে ল্যাকেসিসের চেয়ে এপিস ৩০ উপযোগী ) । কিন্তু ল্যাকেসিস বা এপিসে উপকার না হলে আইরিস ৩০ প্রয়োগ করা বিধেয় । মৃত্যুভয়, উৎকণ্ঠা, জিহ্বা রক্তবর্ণ, জলপানে ইচ্ছা, বিছানার ছটফট করা ও অবসন্নতা লক্ষণে, আর্সেনিক ৩x—৩০ ।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস ২x গরম জলে ১০—১৫ মিনিট অন্তর খাওয়ানো হ'ল টাটানি ও বেদনা কমে ।

ফেরাম ফস— ৩x, ৬x, ১২x পীড়ার প্রারম্ভে জ্বর লক্ষণে ।

ভিরেট্রাম ৩, কলোসিসথ ৩ সব সময় অবশ্যক হতে পারে ।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা — 1. পেটে ব্যথা বেশি হলে Hot water bag বা Bottle দিয়ে সেক দিয়ে পেটের উপর Glycerine ও তুলো জড়িয়ে রাখলে উপকার হয় ।

2. রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম চাই । নড়াচড়া, চলাফেরা করা কদাচ উচিত নয় ।

3. বালির জল, পাতলা ঘোল, হরলিকস্, Hydroprotein বা Protinex ছাড়া কিছু খাওয়া উচিত নয় ।

ব্যথা কমে গেলে বা সেয়ে গেলে সরু চালের ভাত এবং হালকা ঝোল পথ্য, না সারলে অপারেশন করতে হয় ।

### পুরাতন উপাঙ্গ প্রদাহ (Chronic Appendicitis)

কারণ—উপাঙ্গ প্রদাহ রোগে মৃদু আক্রমণ হলে ও চিকিৎসা করলে কমে গেলেও অনেক সময় পুরো সারে না। বাব বার রোগ বৃদ্ধি হয়। তখন এটি Chronic হয়ে দাঁড়ায়। এটি খারাপ এবং তখন ঔষধে কাজ পূর্ণ হয় না।

- লক্ষণ—1. মাঝে মাঝে ব্যথা দেখা দেয়। ঔষধে কমে যায়।  
 2. আমাশয় বা পুরোনো আমাশয়ের ইতিহাস প্রায়ই পাওয়া যায় এক্ষেত্রে।  
 3. অনেক সময়ই অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা, খাদ্যে অরুচি দেখা দেয়।  
 4. মাঝে মাঝে বমি হতে পারে।  
 5. মাঝে মাঝে ডান দিকে অল্প অল্প ব্যথা হয়।  
 6. মাঝে মাঝে জ্বর হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—1. উপরের লক্ষণ সমূহ দেখা যায়।

2. Barium meal X-Ray করলে দেখা যায় সিকাম ও উপাঙ্গ প্রভৃতি বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

জটিল উপসর্গ—1. অনেক সময় ধীরে ধীরে বোগ এগিয়ে যায়, তারপর সিকাম ক্ষুদ্র অল্প প্রভৃতি তাক্রান্ত হয়।

2. অনেক সময় হঠাৎ উপাঙ্গ ফেটে যেতে পারে।

3. অনেক সময় এ থেকে পরে Peritonitis প্রভৃতি হয়ে নানা জটিল অবস্থা আসতে পারে।

### চিকিৎসা

এই রোগের চিকিৎসা উপাঙ্গ প্রদাহের মত—তাই পূর্বে বর্ণিত সব ঔষধ লক্ষণ অনুসারে এবং প্রয়োজন অনুসারে দিতে হবে।

ল্যাকোসিস ৩০, ২০০ এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্যথা, সামান্য জ্বর বমি, পেটে কাপড় রাখতে পারে না।

বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এপিস ৩০ ভাল। তবে কাজ না হলে আইরিস ডার্স ৩০।

অনবরত জল পানের ইচ্ছা, জল খেলে নিবৃত্তি, জ্বালা, ব্যথা, আর্সেনিক ৩x—৩০।

ব্যথার জন্য মাগ ফস ৩x গরম অবস্থায়ই খেলে ভাল হয়।

এই বোগে প্রবল জ্বরে ফেরাম ফস ৩x, ৬x, ১২x উপকারী।

বেলেডোনা ৩x এবং মার্ক'সল ৩x এটি আধ ঘন্টা অন্তর দিলে ভাল ফল দেয়।



সালফার ২০০ অনেক সময় ভাল ফল দেয়।

ভিরেট্রাম ৩, কলোসিস্ট ৩ মাঝে মাঝে ভাল ফল দেয়।

যদি চিকিৎসার দ্বারা ঠিক মতো আরোগ্য করা না যায়, তাহলে অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে।

পথ্য—বার্লি, ঘোল, পাতলা ঝোল এবং নরম ভাত পথ্য।

### অর্শ ( Piles )

কারণ—মলদ্বারের বাইরের ও ভিতরের শিরা ফুল ওঠে। শিরাতে ছোট ছোট মটর দানার মতো বলি হয়। এইসব বলি বা অর্শ দিয়ে পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে। বলি এক বা একাধিক হতে পারে। এই রোগকে বলা হয় অর্শ রোগ। দানাবিধ কারণে এই রোগ হয়। যেমন—

1. নানা কারণ যকৃতের বেশি রক্ত সঞ্চয় বা যকৃতে ভারবোধ।
2. যকৃতের গোলমাল, Hepatitis প্রভৃতি।
3. লিভারের প্রাচীন রোগ বা সিরোসিস প্রভৃতি।
4. প্রাচীন কোষ্ঠবন্ধতা, পায়খানার সময় বার বার বেশি করে কৌশ দেওয়া।
5. বংশগত রোগ বা পূর্ব পুরুষের দ্বারা।
6. বহুদিন জ্বরে, আমাশয়ে ভোগাদি থেকে Colitis রোগ।
7. প্রোস্টেট গ্রন্থির বেশি বৃদ্ধি।
8. মূত্রাশয়ের নানা গোলমাল বা Renal Stone।
9. পূর্ণ গর্ভ অবস্থায় জরায়ুর উপরে বেশি চাপ পড়ে।
10. নানা কারণে শিরাতে চাপ ও তার ফলে সৃষ্ট Venous Engorgement অবস্থা।

প্রকারভেদ — অর্শ রোগকে তার বলি অনুযায়ী মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

1. অন্তর্বলি—মলদ্বারের এক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি ভেতরের দিকে বলি হয়। রক্তপাত ভেতর থেকে হয়।

2. বাহ্যিক বলি—মলদ্বারের বাইরের দিকে বলি হয়। এই বলি হাতে অনুভব করা যায়। কখনো এক, কখনো বা একাধিক হয়।

3. মিশ্রিত বলি — মলদ্বারের বাইরে ও ভিতরে দুই দিকেই বলি হয়। কখনো বা বলি আঙুরের খোবার মতো অনেকগুলি হয়—যদি শিরাতে চাপ বেশি পড়ে।

লক্ষণ—1. বলি যতক্ষণ ভেতরে থাকে ও তা থেকে কোনও রক্ত রক্তপাত হয় না, ততক্ষণ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কখনো মলদ্বারের ভেতরে ভার বোধ হয় ও পায়খানা করার ঠিক আগে ও পরে জ্বালাবোধ ও ব্যথা হতে থাকে।

2. রক্তপাত শুরুর হলে তখন রোগ নিশ্চিত ভাবে বন্ধ হতে পারা যায়।
  3. পায়খানার সঙ্গে আগে বা পরে রক্তপাত হয়ে থাকে, কিন্তু ব্যথা হয় না। মাঝে মাঝে পায়খানা নরম হলে কোনও রক্তপাত হয় না। আবার যখন একটু কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, রক্তপাত হতে থাকে।
  4. রক্তপাত চলতে থাকলে, ক্রমে অন্য লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে থাকে। সে সব লক্ষণ হলো প্রধানতঃ মলদ্বারে ফোঁড়া, নালি ঘা প্রভৃতি।
  5. মাথাধরা ও মাথাঘোরা দেখা দিতে পারে, রক্তপাত বেশি হতে থাকলে।
  6. স্বপ্নপিণ্ডের দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।
  7. রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।
  8. অর্শের সঙ্গে আমাশয় বা কোষ্ঠবৃদ্ধি, মলত্যাগে বিলম্ব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
  9. অনেক সময় ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে অর্শ হয়। যখন প্রেসার বৃদ্ধি পায় তখন রক্তপাত হয় ও রোগী সুস্থ মনে করে। এ ক্ষেত্রে এটি সহসা বন্ধ করা উচিত নয়।
  10. কখনো বা অর্শের বলি সাময়িক হয়—যেমন গর্ভ অবস্থায়। তা পরে সেয়ে যায় ও বলি শূন্য হয়ে যায়।
  11. কোষ্ঠকাঠিন্য মাঝে মাঝেই হয়।
- অটিল উপসর্গ** —1. অতিরিক্ত রক্তপাত, প্রচুর রক্তপাত এবং অত্যধিক দুর্বলতা মাথা ঘোরা।
2. মলদ্বারে ফোঁড়া বা Abscess, Septic প্রভৃতি হতে পারে।
  3. অর্শ, ভগ্নবর প্রভৃতি হতে পারে।
- রোগ নির্ণয়** —1. বাইরে বা ভেতরে বলি দেখা যায়।
2. পায়খানার সঙ্গে তাজা রক্ত।
  3. কোষ্ঠকাঠিন্য হলে রক্তপাত বৃদ্ধি। পায়খানা নরম হলে রক্তপাত হয় না।

### চিকিৎসা

**কোষ্ঠকাঠিন্য** হেতু অর্শ হলে ইস্কিউলাস্, নাক্সভর্ম, সালফার, কলিন্সোনিয়া, কার্বোভেন্ডেজ—লক্ষণ অনুযায়ী ৩, ৬, ৩০।

**গর্ভ অবস্থায়**—কলিন্সোনিয়া, নাক্সভর্ম বা অ্যালো।

**পুরোনো অর্শরোগে**—সালফার আর্সেনিক (শীর্ণকার রোগী) ফেরাম ফস্, নাইট্রিক অ্যাসিড, হিপার সালফার।

**নাক্স ভর্মিকা ১x—৩০**—মলত্যাগ করার সময় বলি বের হয়, উদরাময়, কোমরে ব্যথা, অমিতাচার, মধ্যপান, বেশি Rich খাদ্য খাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বার বার মলত্যাগ ইচ্ছা।

সালফার ৩০ পুরোনো রোগে শ্রেষ্ঠ । কোষ্ঠকাঠিন্য, ছোট ছোট গুলির মত মল, গৃহস্থে জ্বালা বা কুট কুট করা, অর্শ্ববিল, রুদ্ধ অর্শ্ব, বৃক খড়ফড় করা ।

সকালে সালফার ৩০ এবং সন্ধ্যায় নার ৩০ দিলেও ভাল ফল হয় ।

ল্যাক্টেস ৩, ৩০ বা সিপিলা ৩০—বিল দেখতে পেঁয়াজের মত, বলিগদালি বের হলে মলদ্বারে আটকে থাকে ।

ইস্কিউলাস ৩ সেবন এবং মাদার বাহ্য প্রয়োগ একটি সুন্দর ঔষধ ।

অ্যাকোনাইট ৩x সেবন এবং বাহ্য প্রয়োগ—জ্বর, অস্থিরতা, দারুণ বম্বা, গরম বোধ, শ্লেষ্মা এবং রক্ত নিঃসরণ লক্ষণে ।

আসেনিক ৩x, ৬—গরম বোধ এবং অর্শ্বের মধ্যে বেন পূজ ফুটেছে এমনি ভাব । পিঠে ব্যথা, বলি বের হওয়া ।

গ্র্যাকাইটিস ৬—বিল বড়, চেপে বসলে বম্বা, ছুঁলে ব্যথা ।

হ্যামারোলিস ১x—সেবন ও লাগানো, প্রচুর রক্তপাত যত্ন অর্শ্ব ।

অ্যালো ৬, -অর্শ্ব, বেদনা, জ্বালা, মলিন রক্তপাত, উৎসাহ '

ক্যালিনসোনিয়া ২x—পুরোনো রোগে । না সারলে অ্যালুমিনা ৬ ।

র্যাটানহিয়া ৩, ৬—অতিরিক্ত চুলকানি, ব্যথা, জ্বালা ।

বারোকেমিক ক্যালকোররা ফোর ৩x, ১২x, শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

ম্যাগ্‌ফস্ ৩x, ৬x, খুব ব্যথায় ।

ক্যালি মিউর ৩x, ৬x—ঘন কালো রক্তপাত ।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা।—1. মিছরি ও খোসা ছাড়ানো কৃষ্ণ তিল মাখন সহ রোজ সকালে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয় ।

2. ইসবগুলের ছুঁবি জলে ভিজিয়ে চিনি মিশিয়ে রোজ রাতে খেলে বা সকালে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয় । পায়খানা নরম হলে এই রোগে কষ্ট থাকে না ।

3. ঠান্ডা জল দিয়ে অর্শ্বের বলি ভাল করে ধুঁলে বম্বা থাকে না ।

4. অর্শ্ব থেকে ঘা হবার বা Septic হবার আশংকা দেখা দিলে Marcurochrome ছুলি দিয়ে লাগালে উপকার হয় ।

5. বেলের সরবৎ বা বেল পোড়া রোজ খেলে রোগ কম থাকে ।

6. রোদ, আগুন প্রভৃতি লাগানো, ঘোড়ায় চড়া, অতি মৈথুন, রাতজাগা, বেশি শ্রম করা প্রভৃতি অবশ্য পরিত্যাগ করা উচিত ।

7. পুরনো চালের ভাত, পটল, নালতে শাক, ওল বা মান, কচু, লেবু, আমলকী, বেগ, মাখন, ঘোল, আপেল সিদ্ধ, পেঁপে প্রভৃতি উপকারী ।

## ডগঙ্গর (Fistula in Ano)

কারণ —1. কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু বেশি কৌথ দিয়ে পায়খানা করলে মলদ্বার ফেটে যায়। তা থেকে হয় মলদ্বারে Fistula। এতে মলত্যাগ করলে জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যথা প্রভৃতি হয়। মলের সঙ্গে রক্ত দেখা যায়।

অনেক সময় অর্শ থেকে মলদ্বারে ফোঁড়া হয়—তার ফলেই এই রোগ হয়।

3. অনেক সময় ক্ষত বেড়ে গিয়ে তা থেকে নালী ঘাের সৃষ্টি হয়।

4. শাকসজ্জী, ফলমূল কম খাওয়া, লিভারের রোগ, প্রভৃতি থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় এবং তা থেকে পরে এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. পায়খানা করার সময় ব্যথা, জ্বালা, দপ্‌দপ্‌ করা প্রভৃতি প্রধান লক্ষণ।

2. পায়খানার সঙ্গে রক্ত বা পুঁজ পড়তে থাকে।

3. অনেক সময় বেশি পুঁজ বের হয় এবং ক্ষত শুঁকই গভীর হয়ে থাকে।

4. কখনো বা এ থেকে ভেতরে Septic হয় এবং তার ফলে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়।

জটিল উপসর্গ —1. মলদ্বারে গ্যাংগ্রিন হতে পারে এ থেকে।

2. মলদ্বার থেকে Rectum প্রভৃতি আক্রান্ত ও Septic হতে পারে এবং সংকটজনক অবস্থা হতে পারে।

3. অনেক সময় জ্বর, Septic প্রভৃতি অবস্থা আসে এবং তার নানা কুলক্ষণ দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয় —1. মলদ্বারে ক্ষত দেখা যায়।

2. রক্ত ও পুঁজ প্রভৃতি পড়া।

3. মলদ্বারে ব্যথা, যন্ত্রণা, জ্বালা, কষ্ট, সেপটিক প্রভৃতি।

## চিকিৎসা

স্ফোটক উপসর্গ হবার পর দপ্‌দপ্‌ করে এবং ব্যথা, গৃহস্থার লালবর্ণ, মাথা ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x অথবা মার্ক ভাইভাস্ ৩x।

স্ফোটক ফুলে যায়, পুঁজ হবার উপক্রম হয় লক্ষণে, হিপার স লফার ৩, ৬।

ক্ষত থেকে বেশি পরিমাণ পুঁজ পড়তে থাকলে বা শোথ হলে সিলিকা ৩০ অতি উপকারী।

যক্ষ্মারোগীর যদি এই রোগ হয় তা হলে সপ্তাহে একমাত্রা ব্যাসিলিনাম ৩০ অথবা ক্যালকোরিয়া ফ্লোর ১২x বিচূর্ণ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দুই আউন্স জলে এক ড্রাম ক্যালেন্ডুলা মাদার বা হাইড্র্যাস্টিস্ মাদার মিশিয়ে পটি লাগানো বা পিচ্কারী প্রয়োগে উপকার হয় এই রোগে।

অমিতাচার, মদ্যপান, Rich খাদ্য খাওয়া প্রভৃতির ইতিহাস থাকলে, নাম্ন ভীমকা ৩০ ভাল ঔষধ ।

গ্র্যাফাইটিস ও সেবন ও মাদার লাগালে ভাল ফল দেয়, যদি চাপলে ব্যথা থাকে ।

প্রথম অবস্থায় ইন্স্কউলাস ও সেবন এবং মাদার প্রয়োগ অতি ফলপ্রসূ ।

শূলকার রোগীদের পক্ষে ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০ ভাল ঔষধ ।

র্যাটার্নাইয়া ও—অত্যন্ত চুলকানি, মলত্যাগের পর মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা, ঠাণ্ডা জ্বলে ব্যথা ও জ্বালা কমে ।

নাইট্রিক অ্যাসিড্ ৬—পুরোনো রোগে একটি প্রেস্ট ঔষধ বলা যায় ।

ক্যালেন্ডুলা মাদার লাগালে উপকার হয় ।

আনুর্ষিক ব্যবস্থা।—1. রোগের প্রথম অবস্থায় গরম সেক উপকারী ।

2. মলদ্বারে নিরামিত Olive oil বা নারকেল তেল লাগালে উপকার হয় ।

3. পরিশ্রম, ব্যায়াম, পাহাড়ে ওঠা, ঘোড়ায় চড়া, প্রভৃতি কাজ নিষিদ্ধ ।

4. সরু চালের ভাত, মৃগের ডাল, পটল, সর্জিনা, কঁচমুলা, মাখন, উচ্ছে, করলা এবং নানা ধরনের তিক্ত দ্রব্য খাওয়া উপকারী । চিরতার জল রোজ খাওয়া ভাল ।

### অস্তবৃন্ধি ( Hernia )

কারণ —1. পেটের ভেতরের নাড়ির কিছটা অংশ Peritoneum সহ কুঁচকির ছিন্নপথে, নাড়িতে বা অন্ডকোষে নেমে এলে, তাকে বলে অস্তবৃন্ধি । ভারি জিনিস তোলা, আঘাত লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বোরে হাঁচি, কাশি, বাঁশ বাজানো, জ্বোরে চিৎকার বা বস্ত্তা দেওয়া প্রভৃতি করলে এ রোগ হয় ।

2. বেশি শ্রম করা, মলমূত্র ত্যাগ করার সময় জ্বোরে কৌণ দেওয়া প্রভৃতি কারণে এ রূপ হয় ।

3. Femoral বা Inguinal Canal-এ বেশি চর্বি হবার জন্য তার ফাঁক বেড়ে যায় । পরে যদি দেহের চর্বি দেহের নানা প্রয়োজনে ক্ষয় হয়ে যায়, তখন ঐ ফাঁক দিয়ে এভাবে অস্তের অংশ বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে ।

জ্বোরে টিপি দিলে অনেক সময়ই ধীরে ধীরে অস্তের অংশ ভিতরের গহ্বরে প্রবেশ করে, কিন্তু আবার তা পরে বেরিয়ে আসতে পারে ।

লক্ষণ —1. যদি উদর গহ্বরে অস্ত প্রবেশ না করে, তা হলে ভীষণ ব্যথা ও কষ্ট হতে থাকে ।

2. জ্বর হতেও মাঝে মাঝে দেখা যায় ।

3. মাঝে মাঝে হেঁচকি ও বমি হতে পারে ।

4. পেট ফোলা ও পেট ব্যথাও হতে পারে ।

5. কখনো বা ব্যথা খুব বেশি হয় ও প্রসব-বাথার ন্যায় ছটফট করতে থাকে ।

প্রকারভেদ —1. বে হার্নিয়া সহজে উবরে পুনরায় প্রবেশ করে, তাকে বলে Simple Hernia বা Reducible Hernia—এটি মারাত্মক নয়।

2. বে হার্নিয়া সহজে পেটে পুনঃ প্রবেশ করে না এবং ব্যথা বেদনা প্রভৃতি হতে পারে, তাকে বলা হয় Obstructed Hernia—এটি কঠিন রোগ এবং ভালভাবে চিকিৎসা প্রয়োজন।

3. অনেক সময় স্থায়ীভাবে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হার্নিয়ার স্থান ফুলে যায়, প্রচণ্ড বেদনা হয়। তখন আর এটি পেটে পুনঃ প্রবেশ করার উপায় থাকে না। এরূপ হার্নিয়া খুব কঠিন ও ভয়ানক হতে পারে। একে বলে Strangulated Hernia—এতে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করা প্রয়োজন।

জটিল উপসর্গ —1. সাধারণ Simple হার্নিয়াতে জটিল উপসর্গ বেশি দেখা দেয় না—কেবল বার বার তা নেমে আসতে পারে—এটিই বা অসুবিধা।

2. Obstructed হার্নিয়া থেকে অনেক সময় Strangulated হতে পারে। তখন প্রচণ্ড ব্যথা, যন্ত্রণা, দগদগ করা, চাঁটানি, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা যায়। তাছাড়া যন্ত্রণার চোটে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। হেঁচকি, বমি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। উঁচু ভাবে স্থানটি ফুলে থাকে ও ফোঁড়ার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা হয়।

3. দীর্ঘদিন চিকিৎসা না হলে, ঐ স্থান থেকে উঠে আরও কঠিন উপসর্গ দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয় —1. Inguinal Canal দ্বিধে অস্ত্রের অংশ অন্ডকোষ বা Scrotum-এ নেমে আসে। এটি হাত দ্বিধে অনুভব করা যায়।

2. Femoral Hernia নেমে আসে Femoral Canal দ্বিধে। কুঁচকির কিছুটা নিচে Femoral Canal দ্বিধে অস্ত্রের অংশ বের হতে দেখা যায় ও তা হাত দ্বিধে অনুভব করা যায়।

3. ঐ সঙ্গে বেদনা, কষ্ট, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণাদি দেখেও রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়।

### চিকিৎসা

বাঁ দিকে ব্যথা বেশি হলে এবং বাঁ দিকে কষ্ট বেশি হলে নাক্স ভিমিকা ১x বিশেষ উপকারী। ব্যথা বাঁ থেকে ডানদিকে বিস্তৃত হলে ইস্‌কিউলাস ২x এবং লাইকো শোডিয়াম ৬, ৩০ উপকার দেয়।

অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, গদাটাদি মল, সঙ্গে অল্পবৃদ্ধি লক্ষণে প্রাম্বাম ৬।

অল্পবৃদ্ধির সঙ্গে প্রচুর বমি বা বমিভাব লক্ষণে, সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ৩।

অল্প পড়ে যাবার উপক্রম বা ঐ ধরনের লক্ষণে, ল্যাকসিস ৩০।

নাড়ির চারদিকে ব্যথা বা স্টেথরার মতো ব্যথা, পেট ফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণ, বেলেডোনা ৩ উপকারী ।

ফুলকায় লোক বা শিশুদের অস্তবৃন্দ্য হলে ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬ উপকারী ।

ক্ষীণকায় লোক বা শিশুদের এই রোগ হলে সিলিকা ৬ বা ৩০ উপকারী ।

শিশুদের অস্ত বৃন্দ্য হলে, নাক ভাঙ্গা ৩, ৬ উপকার দেয় ।

সব সময় দেখতে হবে ঔষধ দ্বারা রোগ আরোগ্য সম্ভব কিনা ।

যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে অবশ্য অস্ত্রোপচার বা অপারেশন প্রয়োজন হয় ।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা —1. ব্যথায়ুক্ত স্থানে বরফ দিলে তাতে উপকার হলে থাকে সাময়িক ভাবে ।

2. মাঝে মাঝে চিনি বা মিছরীর জল খেতে দিলে ভাল হয় ।

### সরলান্দ্র নির্গম ( Prolapse Rectum )

কারণ—গুহা দ্বারের উপরে অস্ত্রের অংশের নাম হলো সরলান্দ্র, অনেক সময় নানা কারণে মলদ্বারের মধ্যে দিয়া এই সরল অস্ত্রের কিছুটা অংশ বেরিয়ে আসতে পারে ।

1. অর্শ রোগে অনেক সময় এরূপ হয় ।
2. ক্রিমির জন্য অনেক সময় এরূপ হতে পারে ।
3. মলদ্বারে চুলকানি প্রভৃতি হতে পারে ।
4. পেটে মল জমে থাকার জন্য হতে পারে ।
5. বেশি আমিষ সেবন করার জন্য ।
6. আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতির জন্য ।
7. কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য এরূপ হতে পারে ।
8. পায়খানার সময় বেশি কৌশ দেওয়ার জন্য ।

এইসব নানা কারণে সরলান্দ্র নির্গমন হতে পারে—যা অশুদ্ধ লক্ষণ ।

লক্ষণ—1. সাধারণতঃ মলত্যাগের সময় সরলান্দ্র বাইরে বের হয় অনেকটা, মলত্যাগের পর ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করে এটি ।

2. কোন প্রবাহ, যা প্রভৃতি না হলে এতে কোন রকম ভয় থাকে না, তবে প্রবাহ হলে, বেশি বের হলে বা ভেতরে ঢুকতে না চাইলে, তখন এটি কুফলপ্রদ বলে আশংকা করা যেতে পারে ।

3. অনেক সময় এর সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয়, কোলাইটিস্ প্রভৃতি থাকে ।

4. অর্শ রোগের সঙ্গে সঙ্গে এটি হলে রক্তপাত, ব্যথা, জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ একে একে আসে এবং তার জন্য নানা কুফলও দেখা দিতে পারে ।

## জটিল উপসর্গ

অর্শ রোগের সঙ্গে সঙ্গে এটি হলে এবং অর্শের বাইরে বড় বড় গুচ্ছ বলি থাকলে, অনেক সময় এটি ভিতরে ঢুকতে চায় না। প্রচুর রক্তস্রাব হয়।

2. অনেক সময় সেপাটক হয়ে পুঁজ সঞ্চার, ব্যাধা, ফোলা প্রভৃতি উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে।

3. অনেক সময় এর সঙ্গে ভগন্দর বা Fistula বৃদ্ধি হয় এবং তাতে জটিল নানা উপসর্গ ও কষ্ট হতে পারে।

রোগ নির্ণয় —সাধারণভাবে হাত দিলে মলত্যাগের পর এটি বোঝা যায়। স্বাভাবিকভাবে হয় ও ভেতরে প্রবেশ করে, তবে বিশ্বাস কিছু নেই। জটিল উপসর্গাদি দেখা দিলে তখন রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

## চিকিৎসা

সব সময় মনে রাখতে হবে, যাতে বোঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য না হয়।

আমতচার, মদ্যপান, মশলাধুক্ত খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্সভমিকা ৩, ৬।

রক্তসহ উদরাময়, সকালে শয্যাভ্যাগের পর ও খাবার পর মলের বেগ লক্ষণে, অ্যালো মার্শার ৩x।

বাহ্যের বেগ আসে কিন্তু প্রচুর চেষ্টা করেও মল নির্গমন হয় না। কোঁথপাড়া, অতি কমে মলত্যাগ, চুলকানি লক্ষণে, হর্মেসিরা ৩।

উদরাময়, সকালে মল ত্যাগ করার পরহ অম্ল নির্গমন, কোঁথপাড়া, দুর্গন্ধ ভেদ, শিশুদের দাঁত ওঠার সময় হারিস্ বের হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, পডোফাইলাম ৬ বিশেষ উৎকর্ষ।

জির্ডাথিড়ে ব্যাধা, আমসহ অল্প কঠিন মল লক্ষণে, গ্র্যাফাটিস্ ৬।

কোষ্ঠকাঠিন্য, মল ত্যাগের পর প্রবল ব্যাধা, জ্বালা, কঠিন মল লক্ষণ দেখা গেলে, নাইট্রিক এসিড্ ৬, ৩০।

মলত্যাগের পর প্রবল জ্বালা বোধ, কাঁটার মতো ব্যাধা, উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে র্যাটোনুইরী, ৩, ৬।

প্রয়োজনে লক্ষণ, ভেদে ইস্‌কিউলাস্ ৩, হ্যামামেলিস্ ৩ উপকারী।

## আনুভবিক ব্যবস্থা

1. মিছরী ও মাখনসহ খোসা ছাড়ানো কৃষ্ণতিল সকালে খেলে পারাখানা পরিষ্কার হয়।

2. ইসবগুলের ছুঁষি জলে গুলে চিনি মিছরে খেলে পারাখানা পরিষ্কার হয়।

3. কষ্ট বা জ্বালা হলে, ঠান্ডা জলে গুলে উপকার হয়।



4. সবেমাত্র Fistula শব্দ হলে তুলোর করে Mercurochrome 2% লাগালে উপকার হয়।

5. ঘোড়ার চড়া, রোগ, আগুন প্রভৃতির তাপ লাগানো, অতি মৈথুন, উপবাস, রাতজাগা, বেশি শ্রম ইত্যাদি বর্জনীয়।

6. পুরানো চালের ভাত, কলায়ের ডাল, পটল, সজিনা, নালতে শাক, ওল, মানকচু, লেবু, আমলকী, মাখন, ঘোল, আপেল সিম্ব, জ্যাক মাছের হালকা ঝোল উপকারী পথ্য।

### জিহ্বা প্রদাহ (Glossitis)

- সংলক্ষণ—1. ভিটামিনের অভাব, ঠান্ডা লাগা, ঘুসঘুসে জ্বরে ভোগা প্রভৃতি।  
 2. পানে চুষ বেশি খাবার জন্য জিহ্বা পুড়ে যাওয়া।  
 3. দাঁতের ব্যাধির পুঁজ জিহ্বায় লাগা।  
 4. সর্কিফিলস প্রভৃতি রোগের সেকাণ্ডারী Infection প্রভৃতি।

- লক্ষণ—1. জিহ্বা লাল হয়, ফুলে ওঠে এবং জিহ্বার প্রচণ্ড রকম বাধা হয়।  
 2. কখনো জিহ্বা ফুলে মুখের বাইরে বেরিয়ে আসে।  
 3. জিহ্বা থেকে লালার স্রাব হতে থাকে। অনেক সময় খুব বেশি জ্বালা করে।  
 4. খেতে, গিলতে ও কথা বলতে কষ্ট হয়।  
 5. অনেক সময় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়।  
 6. জিহ্বা ফুলে উঠে মসৃণ মত দেখায়।  
 7. কখনো জিহ্বার ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি মতো হয় এবং তার জন্যে জিহ্বা নাড়াতে কষ্ট হয়।  
 8. ঝাল, লবণ, মশলাযুক্ত খাদ্য প্রভৃতি খেলে, খুব বেশি কষ্ট অনুভব হয়।  
 9. অনেক সময় জিহ্বার ফোম্কা পড়ে এবং কোন কোনও অংশ খুব ফুলে ওঠে। কখনো জিহ্বা ফেটে ফেটে যায়।  
 10. অনেক সময় জিহ্বাতে খুব বড় বড় গর্ত হয় কিংবা অনেকটা ফেটে যায়।

ঐতিহ্য উপসর্গ—সাধারণ জিহ্বা প্রদাহ বা মায়োনা ফুস্ফুড়ি আলস্যের প্রভৃতি হলে তা অতটা কঠিন হয় না। তবে তা গভীর গর্ত, পুঁজ জমা প্রভৃতি হয়, তা হলে তার ভালভাবে চিকিৎসা করা কঠিন। তা না হলে নানা ঐতিহ্য অবস্থা দেখা দিতে পারে। এ থেকে পরে জিহ্বার ক্যান্সার হতে পারে দীর্ঘদিন রোগে ভুগতে থাকলে। তাই প্রথম অবস্থার ভালভাবে চিকিৎসা করা কঠিন।

## রোগ নির্ণয়

1. জিহ্বাতে ঘা, অনেক সময় এই সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ঘা বা Angular Stomatitis হতে পারে।
2. সাধারণতঃ ঘারে প্রথম অবস্থার বীজাণু-দূষণ হতে পারে এবং তাতে আরও নানা রকম খারাপ লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

## চিকিৎসা

- মার্ক ভাইভাস্ ০x, ৬x এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।
- জিহ্বা বেশি ফুললে, এপিস মেল ০x, ৩০ উপকারী ঔষধ।
- জিহ্বা ছিড়ে গেলে বা আঘাতে, আর্লিকা ০x।
- পারদের অপব্যবহার জনিত জিহ্বা প্রবাহে, নাইট্রিক এসিড্ ৩, ৬, অরাম ৬, হিপার সাল্ফার ৬, ৩০ ও কার্বোভেজ ৬ উপকারী।
- জিহ্বাতে ক্ষত হলে আর্ক বিন্ আয়োড্ ২x উৎকৃষ্ট ঔষধ।
- জিহ্বাতে জ্বালা, ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণে আসেনিক ৬, অথবা হাইড্রাস্টিস্ ৩x ভাল ফল দেয়।
- জিহ্বার ফুস্কাড়ি হলে নাইট্রিক এসিড্ ৩ অথবা হিপার সাল্ফার ৬—৩০ উপকারী।
- লবণ বা মশলাবস্ত্র খাদ্য খেতে কষ্ট ও তাতে ব্যথা, বস্ত্রখা বৃশ্চ হলে, বোরাক্স ৩০।
- বড় একটা কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল দিয়ে দু-তিন ফোঁটা নাইট্রিক এসিড্ মাথার অথবা হাইড্রাস্টিস্ মাথার পাঁচ ফোঁটা মিশ্রিত করে রোজ তিন-চারবার কুলকুচা করলে তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

## আনুভবিক ব্যবস্থা

1. সোহাগা আগুনে পুড়িয়ে তার সঙ্গে মধু মিশ্রিত করে জিহ্বার লাগালে সামান্য প্রবাহে বা প্রথম অবস্থার ভাল কাজ করে।
2. পানের রস ও বি গরম করে জিহ্বাতে ভালভাবে মালিশ করলে প্রথম অবস্থার উপকার হয়।
3. টোম্যাটো, বীট-গাজর সেস্ব (এক বলকা), ডিমের পোচ বা হাফ বয়েল, ভিজানো ছোলা প্রভৃতি খাদ্য খেলে ভাল হয়।

গলার ব্যাধা বা কণ্ঠ (Sore Throat)

কারণ—নানা কারণে গলার ব্যাধা, গলাভাঙা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি হতে পারে। এই সব কারণে একটি অন্যটি থেকে একেবারে ভিন্ন হতে পারে। তাই গলার ব্যাধা বা স্বরভঙ্গ রোগ নয়, এগুলাঁ হলো বিভিন্ন রোগের একটি লক্ষণ মাত্র।

যে যে কারণে গলার ব্যাধা হতে পারে, তা এবারে বিচার করা যাক। যেমন—

1. সর্দি কাশি, অসদৃশ্যতা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি।
2. গলার বীজাণু স্ট্যাফিলোকোকাস ডাইরাস প্রভৃতির হঠাৎ আক্রমণ।
3. টনসিল গ্রান্থির প্রদাহ বা টনসিলাইটিস।
4. ডিপারিথিরিয়া রোগ।
5. Agranulocytosis (শ্বেতকণিকা হ্রাস)।
6. জ্বরে চিৎকার, বীমা, বক্তৃতা, গান প্রভৃতি।
7. গলার আঘাত লাগা।

লক্ষণ—1. মূখগহ্বর প্রদাহ হয়। ফ্যারিংজে প্রদাহ হয়, আলার্জিভ্ (Uvula) একটু বড় হয়।

2. তালুতে প্রদাহ হয় ও তালু ফুলে যায়। এই জন্যই আলার্জিভ্ আক্রান্ত হয় ও বড় দেখায়।

3. গলার মধ্যে সদৃশ্য করতে থাকে।

4. রোগী বার বার গ্লেস্সা ভুলতে চেষ্টা করে। কখনো গ্লেস্সা হয় কখনো থাকে না।

5. কোন জিনিস গিলতে কষ্ট হয়।

6. অনেক সময় স্বরভঙ্গ হতেও দেখা যায়।

7. অনেক সময় মাথাধরা, মূখমণ্ডল লাল, গলা পরীক্ষা করলে লাল দেখায়।

8. অনেক সময় অল্প জ্বর হয়। জ্বর 99 থেকে 102 ডিগ্রী পর্যন্ত হতে পারে।

9. এই সঙ্গে ডিপারিথিরিয়া থাকলে গলার মধ্যে সাধা সাধা Patch বা সাধা পর্বা দেখা যায়। এটি কঠিন রোগ, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করতে হবে। শিশুদের এই রোগে দ্রুত মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে আগে বিস্তৃত বলা হয়েছে।

10. পিত্তপাত্তরী না থাকলে এই রোগ তত ভয়াবহ নয় এবং তা চিকিৎসা করলে সহজে সেরে যায়।

জটিল উপসর্গ

1. টনসিলাইটিস বা ফ্যারিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি হলে, বারবার হতে পারে। শুধু তা ক্রমিক হয়ে দাঁড়াবে।

2. কখনো বা গলার ঘা হলে, তা থেকে পরবর্তীকালে গলার ক্যান্সার হতে পারে।

## রোগ নির্ণয়

1. গলাভার বা স্বরভঙ্গ বা গলার ব্যথা বা গলা পরীক্ষা করলে বোঝা যায়।
2. গলার কিচ্চী ( Mucous Membrane ) বেশি লাল দেখায় ও ফুলে ওঠে।
3. Uvula বা আলাজিভ বিরাট বড় হয়।
4. টনসিল বড় হতে পারে।
5. গলার ব্যথা বা খুব বেশি ব্যথা নিশ্চিত লক্ষণ।

## চিকিৎসা।

প্রথম অবস্থায় গলার খুব ব্যথা, গিলতে বেদনা, গলা আরক্ত, চোখ উজ্জ্বল, মৃদুস্ফুটন লাল, মাথা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x, ৩০।

প্রবাহ, ক্ষত, শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হলে, মার্কা কর ৩, ৬।

গলার মধ্যে ব্যথা ও ফোলা, লালান্নাব, শ্বাস প্রথ্বাসে দুর্গন্ধ—মার্কা সল ৩, ৬।  
প্রবল জ্বর ও গলার ক্ষত—অ্যাকোনাইট ৩x।

ঘুম থেকে জেগে গলা শুকনো বোধ, ঢোক গেলার সময় গলায় পিণ্ডের মত কিছু আটকে আছে মনে হয়। গলার বাইরে ফোলা লক্ষণে, ল্যাকেসিস্ ৬।

আলাজিহ্না বড় হলে ক্যালকোরিয়া ফস্ ৬x চূর্ণ ও ক্যালি মিউর ৩—৩০।

ঢোক গিলতে গলার ব্যথা, তালুপ্রবাহ, ক্ষত থেকে পুঁজ পড়া লক্ষণে, ব্যারাইট কার্ব ৬।

উচ্চস্বরে বক্তৃতা করা, গান গাওয়া প্রভৃতি হেতু গগন্ধতে—আর্পিফা ৩, ৬।

পূরনো গলার ক্ষতে ক্যালকোরিয়া ফস্ ১২x চূর্ণ উপকারী।

গলার মধ্যে নীলাভ ও শুকনো লক্ষণে ফাইটোলাক্সা মাদার, ৩ উপকারী।

গলার ক্ষত পেকে ওঠার উপক্রম হলে—ডালকামরা ৬ বা কণ্টিকাম ৬ বা হিপার সালফার ৬ দিতে হবে লক্ষণ অনুযায়ী।

গলার মধ্যে পেরেক বেঁধায় মত ব্যথা, উপদংশ জনিত গলক্ষত লক্ষণে, নাইট্রিক এসিড ৬, ৩০।

এ ছাড়া লক্ষণ নির্মিলনে অন্য যে সব ঔষধ প্রয়োজন হয়, তা হলো রাসটর ৩০, সালফার ৩০, আর্স্ আয়োড ৬x, হাইড্র্যাসটিস ৩x, আর্জেন্ট নাইট্রিকাম ৬ প্রভৃতি।

## আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. গলার কখনো ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। সব সময় মাফলার বা কমফর্টার প্রভৃতি দিয়ে গলা ঢেকে রাখা কর্তব্য।

2. বেশি কথাবার্তা বলা বা জোরে কথাবার্তা বলা উচিত নয়।

3. জ্বর থাকলে তরল ও লবণ পথ্য। তা না হলে, সাধারণ পুষ্টিকারক ও বলকারক পথ্য দিতে হবে। টক খাদ্য, দই প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ।

4. খুমপান বা নেশাদি সেবন নিষিদ্ধ।

### অমবহা নালীর প্রদাহ : ( Sprue )

কারণ—এটি এমন একটি রোগ যার সঠিক কারণ আজও নির্ণয় করা যায়নি। অনেকের মতে Folic Acid এবং B কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিন বেহে কম হলে তার জন্য এই রোগ হয়। তবে অনেকে বলেন এটি একটি বীজাণু দ্বিত রোগ।

ভারতেও এ রোগ মাঝে মাঝে হয়—তবে খুব ব্যাপক আকারে দেখা যায় না ও রোগ।

চীন, দক্ষিণ ভারতীয় স্বীপদ্বীপ, সিংহল, ভিয়েনাম, কোরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে এহ রোগ Epidemic বা কখনো Endemic ভাবে দেখা দেয়। তাই রোগ শব্দে হলে, তখন তার দ্রুত চিকিৎসা ও রোগ যাতে না ছড়ায় তার ব্যবস্থা করা কতবা।

লক্ষণ—1. মূখগহ্বর থেকে মলবার পর্যন্ত সারা খাদ্যানালীতে প্রদাহ হয় এবং বিশেষ করে মূখ ও খাদ্যানালী ( Oesophagus ) বেশি আক্রান্ত হয়। তার ফলে রোগী বিশেষ কষ্ট পেতে পারে।

2. উদরাময় হয়—সহজে সারতে চায় না।

3. যকুৎ প্রথমে ছোট ও শীর্ণ হয়ে থাকে।

4. রোগ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। রোগী প্রথমে ক্রমবর্ধমান শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা অনুভব করে।

5. জিহবার বোঁশ ক্ষত হলে ও গলা ও খাদ্য নালীতে যন্ত্রণা হলে তা খারাপ হয়।

6. প্রচুর পরিমাণে তরল পায়খানা হতে থাকে।

7. ক্রমে পায়খানা নিত্য উদরাময়ে পর্যবসিত হয়। প্রত্যহ রোগীর 5—6 বার তরল দান্ত হয়। বর্ণহীন, ফেনাশ্রিত এবং দুর্গন্ধময় পায়খানা হতে থাকে। এর সঙ্গে আঁতরিষ্ঠ পেট ফাঁপাও থাকতে পারে। মলে প্রচুর চর্বি থাকে।

8. জিহ্বা থেকে সারা মুখে ও অমনালীতে ক্ষত ছাড়িয়ে পড়ে। রোগী খাদ্য গিলতে পারে না।

9. ক্রমে রোগী জীর্ণ হয়ে যায়। ভীষণ দুর্বলতা হয়।

10. চামড়া হয় শুকনো, পাতলা ও কৌঁকড়ানো ধরনের।

11. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। রোগ স্থায়ী হয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

## জটিল উপসর্গ

1. জ্বিহ্বা ও সারা মূত্রেও খাদ্যানালীতে ক্ষত ও খাদ্য গিলতে কষ্ট হয় এবং তার ফলে খুব খারাপের দিকে যেতে পারে। খাদ্য গ্রহণে অসুবিধা বা কষ্ট হয়—রোগীকে দুর্বল, শীর্ণ করে ও মৃত্যু হতে পারে।
2. রোগ বেশি দূর এগোলে, আরোগ্য হবার আশা খুব কম থাকে রোগীর। এটি শূন্য নয়।
3. এ থেকে পরে রক্ত আমাশয় বা উদরাময় বা কলেরার মতো লক্ষণাদি দেখা দিতে পারে। তাতে Dehydration হয়ে মৃত্যু হতে পারে।
6. অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা ও মৃত্যুভয় দেখা দিতে পারে।

## রোগ নির্ণয়

1. জ্বিহ্বা, মূত্র, অম্ববাহী নালীতে ক্ষত, প্রবাহ প্রভৃতি দেখা যায়।
2. রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা, ফ্যাকাশে ভাব প্রকাশ পায়।

## চিকিৎসা

খাদ্য গিলতে কষ্ট এবং জ্বালাভাব লক্ষণে, রোগী ছটফট করে, অস্থিরতা, যাতনা, গাঢ়বাহ কিন্তু গা ঢাকা দিলে জ্বালা কমে। বার বার অল্প জল খায়, শীতল দ্রব্য খেলে উদরাময় ভাব রাগি ১২-টা থেকে ৩-টে পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি, ঠান্ডা লাগলে বা নড়াচড়া করলে রোগের বৃদ্ধিভাব—এই সব ধরনের লক্ষণে আর্সেনিক ৩, ৬ বা ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এটি এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা যায়।

এই রোগের আর একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো বোরাক্স ৩, ৬ বা ৩০। সেই সঙ্গে বোরাক্স ১x জলে গুলে কুলকুচা করলে ভাল ফল হয়।

রোগী অপরিষ্কার থাকে, দাঁড়াতে পারে না, সামনে কজ্জা হয়ে দাঁড়ায়, হাত পা এবং মাথার তালু সব সমস্ত জ্বালা করে, স্নান করতে ভালবাসে না, চর্মরোগ অথবা পুরনো পীড়া কিছু থাকে, সর্বত্র বা পদতলে ভীষণ জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে সাগ্ফার ৬, ৩০।

লম্বা ধরনের ছিপ্‌ছিপে চেহারা, বৃদ্ধমান, দেহের যে কোনও জায়গাতে আঘাতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, অম্ববাহী নালী বা পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ, প্রচুর পার্শ্বানা, সাগ্ফার বানার মত পদার্থ থাকে। শীতল জল খেতে চায় কিন্তু পরে বমি বা বমিভাব, ফস্ফরাস ৬, ৩০।

মূত্রের কঠোর জন্য ফটকির চূর্ণ বা বোরিক এ্যাসিড জলে গুলে স্থানিক ব্যবহার করা যায়।

খাদ্য নির্বাচন। এই রোগের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। দুধ শ্রেষ্ঠ খাদ্য। অল্প মাত্রায় বার বার দিতে হবে। পাকা কলা, পেঁপে বা বেল আদর্শ খাদ্য। তবে ঔষধের মত কাজ করে।

চর্বিবিহীন টাটকা মাংস কিম্বা আকারে সুসিদ্ধ করে মশলা কম দিয়ে রান্না করে দিলে ভাল ফল দেয়। রোজ 2-3 বার অল্প অল্প করে দেওয়া যেতে পারে।

### আনুষঙ্গিক বান্ধা

1. এই রোগের ঔষধের চেয়েও পথ্যের প্রয়োজন বেশ। রোগের প্রথম অবস্থায় এক ছটাক করে দুধ 2-1 ঘণ্টা পর পর দিলে ভাল হয়। দুধ না দিলে, পাকা মিষ্টি ফল, পাকা পেঁপে, পাকা আতা, পাকা কলা, পাকা বেল প্রভৃতি খেতে দিতে হবে।
2. রোগ একটু কমলে নরম ভাত, সিদ্ধ মাছের হালকা ঝোল, আলু সেশ প্রভৃতি দিতে হবে।
3. মাঝে মাঝে Hydroprotein বা Protinules দিতে হবে। মাংসের কিম্বা হালকা রান্না খেলে খুব ভাল হয়। দুধ শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

### দন্তশূল (Toothache)

কারণ—একাধিক কারণে দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা, কষ্ট ও দন্তশূল হতে পারে।

1. দাঁতের পুরানো রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি।
2. দাঁতে পোকা বা দন্তক্ষর (Caries teeth)।
3. দাঁতের এনামেল নষ্ট হওয়া বা ক্ষয় হওয়া, দাঁত মাজা ঠিকমতো না হলে এটি হয়।
4. শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের Metabolism-এর নানা গোলমাল।
5. বাত রোগে ভোগা ও তার জন্য Secondary লক্ষণ।
6. ভিটামিনের অভাবে (বিশেষতঃ B. Complex এবং C)।
7. হরমোনের গোলমালের জন্য।
8. দীর্ঘদিন নানা রোগে ভোগার জন্যও হতে পারে।
9. ঋতু পরিবর্তন বা Change of Season-এর জন্য।
10. ঠান্ডা লাগা ও তার জন্য দাঁতে হঠাৎ ব্যথা।
11. অম্লীয়তা, Acidity প্রভৃতি কারণে।
12. গর্ভবস্থায় দন্ত রোগ প্রভৃতি, আরও অনেক কারণে এটি হতে পারে।
13. নানা বীজাণুর Infection-এর জন্য।

লক্ষণ—1. দাঁতের গোড়ায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়। কখনো বা ব্যথা দুঃসহ হয়ে ওঠে।

2. বেদনা কখনো খোঁচা বোধের মতো হয়, কখনো বা দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।

3. অনেক সময় দাঁতের গোড়া ফুলে ওঠে।

4. কখনো বা এই ফোলা খুব বেশি হয়।

5. কখনো বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ দেখা দেয়।

6. কখনো বা দাঁত নড়ে গলা পর্যন্ত ব্যথা হয়।

7. অনেক সময় দাঁতের গোড়ায় Septic Focus বা ব্যাকটেরিয়াল Focus থাকার জন্য এই ভাবে ব্যথা হয় ও কষ্ট হয়।

### জটিল উপসর্গ

1. ব্যথা বৃদ্ধির জন্য এবং Septic-এর জন্য চিকিৎসা না করলে দাঁত নড়ে ও উঠে যায়।

2. কখনো Gum boil বা মাড়িতে ফোঁড়া হয়।

3. বেশি ক্ষতিকারক হলে দাঁতের গোড়ায় পচনশীল ক্ষত বা Concrum Oris হয়ে থাকে।

### চিকিৎসা

সব রকম দস্তাশুলে এবং সর্ব অবস্থায় প্ল্যাস্ট্যাগো মাধার লাগানো ও ঐ সঙ্গে প্ল্যাস্ট্যাগো ৩০ বা ২০০ উপকারী।

খাবার পর ঠান্ডা বাতাস লাগা হেতু বেদনার বৃদ্ধি ও মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া প্রভৃতিতে, অ্যাকোনাইট ৩x—৩০।

দাঁত আলগা ও দীর্ঘ হওয়া। কান পর্যন্ত অসহ্য ব্যথা বিস্তৃত হলে, আর্সেনিক ৬।

অনেকগুলি দাঁত আক্রান্ত হবার জন্য গাল ফুললে ও মাঝে মাঝে চিড়িক মারলে, বেলোডোনা ৬।

দাঁত অল্প খুলে পড়লে এবং তার সঙ্গে যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহলে, ব্রায়েরিয়া ৩, ৬।

বরফ বা শীতল জল দিয়ে মুখ ধুলে আরাম বোধ হলে, কফিয়া ৩x।

সংযতসেতে জারগায় থাকার জন্য এবং বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগে দাঁতে ব্যথা, ভালকামারা ৬।



দাঁতে গর্ত হওয়া ও দাঁত নষ্ট হবার দশা, বেদনা হলে ক্রিয়োটোমি ৬, ৩০।

ঠান্ডা বাতাস বা জল লাগলে ব্যথা বৃদ্ধি, দাঁত খুব বড়লে পড়া, অতিশয় খুঁখু ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে, মার্কিউরাস্ ৩।

গরম জিনিস খেলে ব্যথা বৃদ্ধি, গা শীত শীত করা, রক্তোরোধ প্রভৃতিতে, পাল্‌সেটিলা ৬।

দাঁত কালো, বিকৃত, ক্ষীণ, মাড়ি ক্ষতবদ্ধ, ফোলা, প্রদাহযুক্ত হলে, স্ট্যাফিসাইটিস ৩।

গর্ভ অবস্থায় দস্তশূল হলে, সিপিলা ৩।

দাঁত আলগা হওয়া ও নড়তে থাকা লক্ষণে সাল্‌ফার ৩০, ২০০। এই সঙ্গে মেয়েদের খড়ুর গোলমাল থাকলে এটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

### আনুমানিক ব্যবস্থা

1. খাঁড়মাটি : ১ চক মিহিভাবে চূর্ণ করে ঐ সঙ্গে সুপারারি গুঁড়ো, ফর্টিকারি চূর্ণ ও কপূর্ন গুঁড়ো মিশিয়ে দাঁত মাজলে উপকার হয়।

2. রসুন বা ছোট কচি পেঁয়াজ খেঁতো দাঁতের গর্ত বা ব্যথার স্থানে টিপে রাখলে ভাল হয়।

3. দাঁত বেশী নড়লে তা তুলে ফেলতেই হবে।

### দাঁতে শোকা বা দস্তকর (Caries Teeth)

কারণ—দাঁতে ক্ষয় ধরে গেলে প্রায়ই এমন অবস্থা হয়। তখন দাঁত তুলে ফেলতে লোকে বাধ্য হয়। জনসাধারণ প্রায়ই ঠিক সময়ে দাঁতের চিকিৎসা করার না—তার ফলেই এই অবস্থা দেখা দেয়। দাঁতে ব্যথা বা মাড়ি থেকে সামান্য রক্তপাতকে গ্রাহ্য করে না। ফলে দাঁতে ভীষণভাবে ক্ষয় হয়ে যায়, তখন দাঁত না তুলে উপায় থাকে না। দস্তকর বীজাণু দ্বারা হয় এবং তা খুব বেশি হলে দাঁত তুলে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না।

দাঁতের মাড়ির রোগ থেকে কঠিন রোগ এমন কি লিউকিমিয়ার মতো কঠিন রোগও নির্গম করা সম্ভব হয়েছে। দাঁত থেকে মূখ ও মাথার রোগ নির্গম করা সম্ভব হয়। তাই দাঁতের সম্পর্কে অসতর্ক থাকা কদাচ উচিত নয়।

দস্ত অস্থির ক্ষয় বা কোরিজ রোগ বেশি শহরে দেখা যায়। তার কারণ শহরের লোক, মূখে দাঁতের পচনশীল বস্তু, টাফ, লেজেন্স প্রভৃতি মূখে বেশি রাখতে অভ্যস্ত এবং ধীরে ধীরে চোষার বস্তু মূখে রাখা দস্তকরের সহায়ক।

1. শর্করা জাতীয় নানা খাদ্যকণা দাঁতের কোণে জমে ও ভালভাবে নির্গমিত

কয়েকবার তা না ধুলে ও বাঁজাণুনাশক ঔষধ দ্বিগুণ পরিষ্কার না করলে বাঁজাণু দাঁতের ফাঁকে জমে দস্তক্ষয় করতে শুরুর করে।

2. যারা দুবেলা দাঁতের গোড়া ও গোটা মুখ ভালভাবে বাঁজাণুনাশক পেস্ট বা মাজন দ্বারা পরিষ্কার করেন, তাদের এ রোগ সহজে হয় না। মাসে প্রভৃতি আশঙ্কিত খাদ্য চিবিয়ে খেলে দাঁতের পেশী ও মাড়ির ব্যায়াম হয়। তাতে সহজে এ রোগ হয় না। তবে খুব কম লোক খায়। তার থেকে মুখ ও দাঁত পূর্ণ পরিষ্কার না করাই এ রোগের কারণ।

3. নিম্ন প্রভৃতির ডাল দিয়ে জোরে জোরে মাজলে দাঁতের গোড়া আলগা হয় এবং সহজে এ রোগ হয়।

4. উল্টোপাল্টা ব্রাশ ব্যবহার অন্যতম কারণ।

5. পান-সুপারি প্রভৃতি খেয়ে মুখে জমিয়ে রাখা অন্যতম কারণ বলা যায়।

লক্ষণ —1. দাঁতের গোড়ার পুঞ্জ জমা ও বাধা।

2. দাঁত নড়তে থাকে।

3. শেষে দাঁত পড়ে যায়।

### জটিল উপসর্গ

1. দাঁতের গোড়া বা মাড়িতে পচনশীল ক্ষত হতে শুরুর হয়।

2. দস্তক্ষয় হয় ও ত্র্য প্রবল হয়।

3. দাঁত একে একে পড়ে যেতে থাকে।

4. দাঁত থেকে মুখ, মাথা, Sinus প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে জটিল ব্যাধি হয়,

Inusitis হতে পারে।

### চিকিৎসা

দাঁত পোকা হয়ে গর্ত হলে ঐ গর্তে তুলো দিয়ে প্র্যান্টাগো মাধার লাগানো এবং সন্ধ্যা সন্ধ্যা প্র্যান্টাগো ৩০ বা ২০০ সেবনে ভাল ফল দেয়। সব সময় এই ঔষধটি প্রথমে প্রয়োগ করলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

দাঁত আলগা হয়ে নড়তে থাকলে সাল্‌ফার ৩০ বা ২০০ উপকারী।

দাঁত কালো, মাড়িতে ক্ষত, ফোলা, প্রবাহ হলে, স্ট্যাফিসাইগ্রিয়া ৩।

গরম খাদ্য বা গরম জলে বাধা বৃদ্ধি, গা শীত শীত করা প্রভৃতিতে, পালসেটিলা

৬।

ঠান্ডা জল বা বাতাসে বাধা বৃদ্ধি হলে, মার্কারিউরিয়াস ৩, ৬।

দাঁতে গর্ত ও দাঁত নষ্ট হওয়া প্রভৃতিতে, ক্রিয়াজ্যেট ৬ ।

বরফ বা ঠান্ডা জল লাগলে আরাম লাগে লক্ষণে, ক্যাফ্রা ০x ।

সংযাতসেতে জ্বরগর থাকা বা বৃষ্টিতে ভেজা প্রভৃতিতে ব্যথা বৃষ্টি—ডালকামার ৬, ৩০ ।

দাঁতে গর্ত, দাঁত অল্প বুলে পড়ে তার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য—ব্রায়োনিয়া ৩ ।

অনেকগুলি দাঁত আক্রান্ত, গাল ফোলা, মাঝে মাঝে চিড়িক মারা লক্ষণে, বেলোডোনা ৩ ।

রক্তপড়া ও ঠান্ডা বাতাসে বৃষ্টি, অ্যাকোনাহট ০x ।

কান পর্বন্ত অসহ্য ব্যথা, আসেনিক ৬ ।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সাধনা দশন, বা দশন সংস্কার চর্চ বা Forhans Tooth Paste প্রভৃতি উপকারী ।

2. খাদ্যে Calcium ও Vitamin থাকে এমন খাদ্য নিয়মিত খেলে উপকার হয় । এ বিষয়ে খাদ্য পর্যায়ে পর্চ আলোচনা করা হয়েছে ।

### মুখের মধ্যে ক্ষত

লক্ষণ—1. মুখের মধোকায় বিজ্ঞী ফোলে, রক্তবর্ণ, বেদনামুক্ত ও ক্ষতহৃত হয়ে থাকে ।

2. কখনো কখনো এই ক্ষতে পুঞ্জ হয় বা দুর্গন্ধও হতে দেখা যায় ।

3. দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা প্রভৃতি ফুলে ওঠে, ফাটে বা তাতে ঘা হয় ।

4. ভালু ও ভালুদুল প্রভৃতি ফুলতে পারে বা ঘা হতে পারে ।

5. অনেক সময় ঐ সঙ্গে দাঁতের মাড়িতে ঘা হতে পারে ও দাঁত নড়তে পারে ।

6. অনেক সময় ঐ সঙ্গে দাঁতের মাড়িতে ঘা হতে পারে ও দাঁত নড়তে পারে ।

7. কখনো কখনো শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় ।

8. কখনো মুখের কোণা ফাটে ও তাতে ঘা হয় । অনেক সময় জ্বর প্রভৃতি হয় ।

### জিউল উপসর্গ

1. অনেক সময় ঘা বেশি হয় । তার চিকিৎসা ঠিক মতো না হলে, তা থেকে মাড়িতে পচনশীল ঘা (Cancrum Oris) হতে পারে ।

2. জিহ্বার ঘা দীর্ঘ দিন ধরে না সারলে তা থেকে জিহ্বার ক্যানসার হতে পারে ।

### রোগ নির্ণয়

1. মুখে বেদনা, ঘা, ক্ষত প্রভৃতি ।

হোমিওপ্যাথি—16

2. ঠোঁটের কোলে ঘা ।

3. কখনো সামান্য জ্বর হতে পারে । অনেক সময় টি. বি. বা হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগের জন্য সামান্য জ্বর হলে ঐ কারণে Angular Stomatitis হতে দেখা যায় ।

### চিকিৎসা

ঠাণ্ডা লেগে রোগ বৃদ্ধি, মূখ ফোলা প্রভৃতিতে, অ্যাকোনাইট ৩ ।

সূচ ফোটার মত বাধা, আর্বাঙ্কমভাব, দপ্ দপ্ করা প্রভৃতিতে, বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০ ।

ওপরের ঠোঁট ও গাল খুব ফুলে উঠলে, মার্কিউরিয়াস ৬ । না হলে পালসেটিকা ৬, ৩০ ।

মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া এবং মূখ গহ্বরে ক্ষত হলে, মার্কিউরিয়াস ৬, ৩০ ।

গালের ভেতর দিকে ঘা প্রভৃতি হলে ও বাধায়, ফাইটোলাক্সা ৬ ।

ক্ষতে জ্বালা ও দুর্বলতা হলে, আর্সেনিক ৬, ৩০ ।

ক্ষতে পঞ্জ ভাবে, হিপার সাল্‌ফার ৩০ ।

উপবংশজনিত ঘা প্রভৃতি হলে দিতে হবে, নাইট্রিক এসিড্ ৬, ৩০ ।

মুখের যে কোন ঘারে ( মূখ গহ্বরে ) শ্রেষ্ঠ ঔষধ, বোরাক্স ৬x । বা মার্কিউরিয়াস ৬ ।

উপরের ঔষধে উপকার না হলে, মিউরেটিক্ অ্যাসিড্ ৬ ।

পারদ প্রভৃতি অপব্যবহার জনিত ঘা হলে, কার্বো ভেজ ৬, ৩০ ।

মুখের ভেতরে ঘা হলে ক্যালোডুলা মাদার-জলে মিশিয়ে কুলকুচা করা ভাল ।

অনেক সময় ছোট শিশুদের মুখের মধ্যে ঘা হয় । তাতে তুলি দিয়ে মধু লাগালে ভাল ফল দেয় ।

সব সময় ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খেলে ভাল ফল দেয় ।

### জান্দুর্ষিক বাবস্থা

1. টাটকা গাঁদাল পাতার রস জলে গুলে মুখে দিয়ে কুলকুচা করলে উপকার হয় ।
2. ভালভাবে রোজ দাঁত মাজা ও মূখ ধোয়া কর্তব্য ।
3. খোলা বাতাসে ভ্রমণ উপকারী ।
4. ডিম, দুধ, ভেজা ছোলা, টোম্যাটো, পালংশাক, বীট, গাজর প্রভৃতি ভিটামিন যুক্ত খাদ্য খেতে হবে । কমলালেবু, মোসাম্বি প্রভৃতি খেতে হবে ।
5. কোষ্ঠবন্দিতা হলে তার প্রতিকার করা আবশ্যিক ।

মুখে পচনশীল কণ্ড (Cancrum Oris)

- কারণ —1. ঋতু পরিবর্তন, অজীর্ণতা, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি ।
2. গর্ভাবস্থায় অনেক সময় এরূপ হয়ে থাকে ।
  3. দাঁতের প্যারোণিয়া বা কোবিজ বা দাঁতে পোকা থেকে পরে এই রোগ হতে পারে ।
  4. শরীরে ক্যালাসিয়াম, ভিটামিন প্রভৃতির অভাব লক্ষণ ।
  5. বাত বা স্যারটিকা প্রভৃতি রোগে দীর্ঘদিন ভোগা ।
  6. দীর্ঘদিন নানা রোগে ভোগা বা ভুগে ভুগে কণ্ড পাওয়া । T. B. হেপাটাইটিস, পান্ডু বা জিউস প্রভৃতি রোগে দীর্ঘদিন ভোগা ।
  7. দাঁতের পদ্রানো কণ্ডে বীজাণু বা Virus বা Fungus হলে তা থেকে এরূপ হতে পারে ।

লক্ষণ —1. দাঁতের মাড়ি বা গালের ভিতরের ঘা দুঃ পচতে শুরুর করে ও তা থেকে এরূপ হয় ।

2. বীজাণু দূষণ বা ছত্রাক প্রভৃতি থেকে ঘা হলে মাড়ি পচতে শুরুর করে ।
3. তারপর ঘা বেড়ে গিয়ে উপরের চোয়াল বা নিচের চোয়ালের হাড় আক্রমণ করে ।
4. অনেক সময় গাল ফুটো হয়ে যায় ।
5. প্রবল জ্বর, মোহ প্রভৃতি হতে পারে ।
6. অনেক সময় মাড়ি ক্ষীণ হয় ।
7. উদরাময়, অস্থিরতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে ।

জটিল উপসর্গ

1. বীজাণু দূষণ প্রভৃতি জন্য প্রবল জ্বর ও কণ্ড হতে থাকে । মুখে ঘা হলে যায়, গাল ফুটো হয়ে যেতে পারে ।
2. ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে পরে চোয়াল পচে যায় ।
3. রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ।

রোগ নির্ণয়

1. মাড়ি খসে পড়া ও প্রবল ঘা ।
2. মাড়ির হাড়ে প্রবল যক্ষণা ।
3. জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ ।

## চিকিৎসা

মার্ক কর ৩x বিচূর্ণ প্রতি ঘণ্টায় সেবন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড্ মিউর ২x—  
কয়েক ফোটা ( ৪-৫ ফোটা ) চার ড্রাম গ্লিসারিনে মিশিয়ে দুই ঘণ্টা অন্তর মৃদু  
প্রকাশন করতে হবে ।

মার্ক কর বিফল হলে আর্সেনিক ৩x ভাল ফল দেয় ।

পারদের অপব্যবহারে বা পচা ঘা হলে, অ্যাসিড্ নাইট্রিক ৩ বা কার্বোভেঞ্জ\_৩  
উপকারী ।

ক্যালি ফ্লোর সলিউশন ( গ্লিসারিনে ) দ্বারা মৃদু ঘোঁত করা—কয়েক ঘণ্টা অন্তর ।  
ঔষধের সঙ্গে কড় লিভার অয়েল ১ চামচ রোজ সেবন করলে ভাল ফল হয় । তবে  
লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ ঠিকমতো খেতে হবে ।

প্রথম অবস্থার বোরাক্স ৬ অথবা মার্কিউরিয়াস ৬ ভাল ফল দেয় ।

ছালাকর ক্ষত হলে সব সমস্ত খেতে দিতে হবে আর্সেনিক ৬, ৩০ বা ২০০ ।

ক্ষতে পুঁজ বা তার জন্যে যত্নশা হলে, সাল্ফার ৩০ অথবা হিপার সাল্ফার  
২০০ ভাল ফল দেয় ।

উপবংশ জনিত কারণে হলে, নাইট্রিক এসিড্ ৩ বা ৩০ ।

রোগী লবণ খেতে ভালবাসে লক্ষণে দিতে হবে, সোডাম মিউর ৬, ৩০ । অ্যান্টিস  
টার্ট ৬, অরাম ৬, প্রয়োজন মত লক্ষণ, বিচার করে দিতে হবে ।

বারোকেমিক মতে ক্যালি মিউর ৩x, ৬x, ১২x প্রেষ্ট ঔষধ ।

## জানুবারিক বাসস্থা

1. শীতল বা সামান্য গরম জল পথ্য ব্যবস্থা করণে হবে । Hydroprotein  
বা Protinex দিতে হবে ।

2. ভিটামিন বৃদ্ধ খাদ্য দিতে হবে ।

3. মশলা, ঝাল, টক প্রভৃতি বর্জনীয় ।

4. ঘা সেরে উঠলে, অ্যান্ড মাছের কোল ও ভাত খেতে দিতে হবে ।

## ক্রিমিরোগা ( Worms )

কারণ—আমেরই বলা হয়েছে যে ক্রিমি এক জাতের নয়—নানা জাতের ক্রিমি  
আক্রমণ করে থাকে । ক্রিমি বা পরাঙ্গ পদুর্ষ কীট থাকে সাধারণতঃ অন্ত্রেও  
মলদ্বারে ।

শিশুরা নানা জিনিস মাটি থেকে মূখে দেয়। ঐ সঙ্গে যদি তারা ক্রিমির বীজ মূখে দেয় তা হলে তা পেটে গিয়ে ক্রিমির জন্ম হয়। ক্রিমির বংশ বৃদ্ধি করে ও অল্প থেকে রক্ত শোষণ করে খায়।

কাঁচা ফলমূল, কাঁচা শাকসব্জী, পচা মাংস, রোগাক্রান্ত পশুর মাংস প্রভৃতি খেলে তা থেকে ক্রিমির ডিম বা লার্ভা ( Larva ) পেটে প্রবেশ করে। বেশি মাসিক খেলে এরা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে থাকে।

পেটে ক্রিমি সাধারণতঃ চার ধরনের হয়—

1. সূতার মত সরু সরু ক্রিমি ( Thread Worms )।
2. কেঁচোর মত লম্বা, গোল ক্রিমি ( Round Worms )।
3. অতি সূক্ষ্ম ক্রিমি ( Hook Worms )।
4. খুব লম্বা ফিতার মত গাটযুক্ত ক্রিমি ( Tape Worms )।

**লক্ষণ** —সূতার মত ক্রিমি—এই ক্রিমি দলবদ্ধভাবে Caecum-এ থাকে ও ডিম পাড়ার জন্য মলদ্বারে যায়, সেজন্য মলদ্বার চুলকাতে থাকে। নিদ্রার সময় দাঁত কিড়মিড় করে। এই ক্রিমি লম্বায়  $\frac{1}{2}$  ইঞ্চি থেকে 1 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এদের রঙ সাধা।

**কেঁচোর মত ক্রিমি** —এগুলি অনেক বেশি লম্বা হয়। সাধারণতঃ 4 ইঞ্চি থেকে 12 ইঞ্চি অবধি লম্বা ও কেঁচোর মত দেখতে হয়। এদেরও রঙ সাধা।

অনেক সময় এই ক্রিমি দু' একটা বমির সঙ্গে মূখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

পেট ফাঁপা, পেটে ব্যথা, দাঁত কিড়মিড় করা, ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ চমকে ওঠা, নাক ও গুহাদ্বার চুলকানো, শরীর শীর্ণ, আম মিশ্রিত মল, কখনো কখনো আবার কখনো অরুচি, মূখ দিয়ে জল ওঠা, বমি বা বমনোচ্ছা, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ।

অনেক সময়, এই ক্রিমি পিত্তনালী দিয়ে বহুতে প্রবেশ করলে, বহু প্রবাহ, Jaundice প্রভৃতি হয়। কখনো-বা পাকস্থলি থেকে বমির মাধ্যমে উঠে আসে। কখনো আপনা থেকেই পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

যদি ক্রিমি পেট থেকে গলা বেয়ে উঠে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তবে বিপজ্জনক অবস্থা হয়।

**ফিতার মত ক্রিমি** —এগুলি বিরাট লম্বা ও ফিতার মত চ্যাপটা হয়। এদের বেহে গাট থাকে। এরা 4-5 ফুট থেকে 20-25 ফুট লম্বা হয়।

এই ফিতা ক্রিমি কদলাস্তের মধ্যে পাকে পাকে জাঁড়িয়ে অবস্থান করে। অসংখ্য চ্যাপটা ও চার কোণা টুকরো একটির সঙ্গে একটি যুক্ত হয়ে ক্রিমির বেহ গঠিত হয়। এই ক্রিমি অনেকটা লম্বা হয়।

এই ক্রিমির লেজের দিক থেকে কিছু কিছু টুকরো খসে মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এরা সাধারণতঃ পেটে মাত্র একটি থাকে। কিন্তু প্রাতিটি টুকরো এক একটি জীবন্ত ক্রিমির সমান।

শুকরের মাংস ও গরুর মাংস ভোজন করলে তা থেকে এই ক্রিমি পেটে প্রবেশ করে ।

শুকর বা গরুর মাংস যারা খায় না, তাদের সাধারণতঃ এ ক্রিমি রোগ হয় না ।

ফিত্তা ক্রিমির দেহের টুকরো মলের সঙ্গে বের হলেই বৃদ্ধিতে হবে যে এই রোগ হয়েছে ।

এই ক্রিমি হলে শরীর একেবারে রক্তশূন্য হবে যার । তাই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা প্রয়োজন ।

### জটিল উপসর্গ

1. ছোট ছেলেদের পেটে ক্রিমি হলে, তার ফলে ভাবা অতি দুর্বল হয়ে পড়ে । তার ফলে তাদের রক্তশূন্যতাও দেখা দিতে পারে ।

2. অনেক সময় ক্রিমি পেট থেকে Oesophagus দিয়ে উপরে উঠে গলককে প্রবেশ করতে পারে এবং তা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে দম বন্ধ করে শিশুর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে । এটির প্রতিকার করা অবশ্য কর্তব্য ।

3. বড়দের পক্ষেও পেটে বেশী ক্রিমি থাকলে দুর্বলতা, মাথা ঘোবা, গা বমি বমি করা, কার্বে অনিচ্ছা, অপদৃষ্টি প্রভৃতি নানা লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে ।

4. বড়দের পক্ষেও পেটে ফিত্তা ক্রিমি হলে, তারা এত ব্যস্তপাও করে যে, তার ফলে তাদের অতি দুর্বলতা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ।

### রোগ নির্ণয়

1. ছোটদের রাতে দাঁত কিড়মিড় করা, রোগা, ফ্যাকাশে হওয়া প্রভৃতি । নাক চুলকানোও অন্যতম লক্ষণ ।

2.- বড়দের ক্ষেত্রে ঘন ঘন খুঁখু ফেলা, নাক চুলকানো প্রভৃতি লক্ষণে ও অতি দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতা ।

3. পায়খানা মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করলে তাতে ক্রিমি বা তার Cyst বা ফিত্তা ক্রিমির টুকরো পাওয়া যায় ।

4. অনেক সময় মলের সঙ্গে গোটা ক্রিমিও কিছু কিছু পড়ে—তাতে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত হয় ।

### চিকিৎসা

ক্রিমিরোগ শিশু ও বয়স্ক সবারই হতে পারে—ভবে শিশুদের ক্ষেত্রে এর কৃফল বেশি দেখা যায় ।



শিশুদের ক্রিমিযোষ থেকে নানা ধরণের কুফল দেখা দিতে পারে। যেমন শব্যায় প্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ।

সিনা ২x, ২০০—নাক চুলকানো, ঝিম ভাব, রাঙ্কুসে ক্ষুধা। সব ক্রিমিরই একটি প্রের্ত্ত ঔষধ এটি।

স্ট্যানাম ৬, ৩০—সব রকম ক্রিমির ভাল ঔষধ।

টিউর্কিগ্রাম ১x—সূতার মত ক্রিমিতে।

স্যাটোনাইন ১x—সব রকম ক্রিমি, পেটে বাধা।

স্পাইজেলিরা ০—ছোট ক্রিমি, মলদ্বার চুলকায়।

ফিতের মত ক্রিমিতে—ফিলিক্স মাস্ মাদার, মাক' কর ০x, কিউপ্রাম এসেটিকাম ০, স্ট্যানাম ০x।

কোঁচোর মত ক্রিমিতে সিনা ২x, ২০০, স্যাটোনাইন ১x।

সেনোপোডিয়াম তেল ১০ ফোঁটা জলসহ করেক ঘণ্টা অন্তর সেবনেও Round Worm-এ ভাল ফল দেয়।

অনেক ডাক্তারের মতে লাইকোপোডিয়াম ৩০ দুই দিন, ডিরেটাম ১২ চার দিন এবং ইপিকাক ৬ সাত দিন দিলে ভাল ফল হয় সব ক্রিমির ক্ষেত্রে।

সালফার ৩০—ক্রিমিজনিত শূলব্যাধা এবং অন্য ঔষধ খেলে ক্রিমি কমে এলে।

বারোকোমিক ঔষধ—নেট্রাম ফস্ ০x, ১২x খুব ভাল ঔষধ। কিন্তু নিরমিত দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হয়।

ক্যালি মিউর ৬x, ১২x—সূতা ক্রিমি, মলদ্বার চুলকানো প্রভৃতিতে।

ফেরাম ফস্ ০x, ৬x,—ক্রিমি রোগ এবং অন্য জ্বর, অজীর্ণ, উদরাময়, ঝিম প্রভৃতিতে।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. কখনো যেন শিশুরা মাটি থেকে কিছু খুঁটে না খায় তা দেখতে হবে।

2. পেঁপের আঠা অনেকটা নিরে ভা রোড়ির তেলের সঙ্গে (Castor Oil) লেবুর রসসহ 3-4 দিন খেলে এই রোগে উপকার হয়।

3. রোজ ভোরে কালমেথের পাতার রস খাওয়া ভাল।

5. আনারসের কাঁচ পাতার রস করেক ফোঁটা খাওয়ালে তা খুব ভাল ফল দেয়।

5. সোমরাজ, বাঁট লবণে ঘসে তা সকালে খালি পেটে রোজ খাওয়ানো ভাল।

6. পথ্য—পুরানো চালের ভাত, মাহের হালকা কোল, পটল, মোচা, নাগভে পাতা, নিম পাতা, উচ্ছে ভাল পথ্য। 'মিষ্টি কম বা না খাওয়া উচিত।

## মাড়িতে ফোঁড়া (Gum Abscess)

কারণ—1. দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার না করলে, দাঁতের ফাঁকে খাদ্যদ্রব্য জমে এই রোগ হতে পারে।

2. পায়োরিয়া রোগে দীর্ঘদিন ভোগা।
3. শরীরে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন C প্রভৃতির অভাব।
4. দাঁতে Tartar জাতীয় ময়লা পড়া।
5. উপরের কারণগুলির জন্য বীজাণু দূষণ হয় এবং তার ফলে মাড়িতে ফোঁড়া হয়।

লক্ষণ—1. দাঁতের গোড়াতে বা গর্তে বা গহ্বরে ক্ষুদ্র ফোঁড়া বা Septic Focus শব্দ হয়। এটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

2. মাড়ি ফুলে উঠে। ক্রমে ফোঁড়া বড় হতে থাকে।
3. কখনো মাড়ি ফেটে মুখে পুঙ্গু-রক্ত বেরিয়ে আসে।
4. কখনো ফোঁড়া গাল দিয়ে বাইরের দিকে বের হয়।
5. দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা হয় ও দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।
6. পুঙ্গু জমে ও ফুলে ওঠে।
7. কখনো সামান্য জ্বর হতে দেখা যায়। জ্বর 99 থেকে 101 ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে।
8. মাথা ধরা, মাথার ব্যস্ততা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।
9. কখনো বমি, অস্থিরতা প্রভৃতি দেখা যায়।
10. ফোঁড়া পেকে বাইরে বা ভেতরে ফেটে গেলে ব্যথা প্রায়ই কমে যায়।

## জটিল উপসর্গ

1. মুখ থেকে রক্ত দূষিত হয়ে মাথা আক্রমণ করলে বা Toxaemia দেখা দিলে প্রবল জ্বর, বমি, অস্থিরতা, চঞ্চলতা প্রভৃতি দেখা যায়।
2. ত্রেণ, মেনিন্‌জিস্‌ মাথার Sinus প্রভৃতি এ থেকে আক্রান্ত হতে পারে, অবিলম্বে চিকিৎসা না হলে রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে।
3. বার বার দাঁতে Infection থেকে Sinusitis হতে পারে ও মাথার প্রচণ্ড ব্যস্ততা দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়—দাঁতের গোড়ায় কোলা, ব্যথা, ফোঁড়া, পুঙ্গু জমা প্রভৃতি দেখা যায়।

## চিকিৎসা

এই রোগের একটি প্রোভ ঔষধ হলো মার্ক জাইভাস্‌ ৩x, ৬x। অবিদ্রাম ব্যথা, বেবনা, বোশ পুঙ্গু ওঠা, মাড়ি ফুলে ওঠা, ব্যস্ততা, মাড়ি দপ্‌দপ্‌ করা লক্ষণে।

দপ্পদপ করে মাড়ি এবং মাথা বাথা, মূখ ফোলা ফোলা মনে হয়, শব্দ এবং আলো অসহ্য মনে হয়, অনেক সময় সামান্য জ্বর হতে পারে—বেলেডোনা ০x, ৬x, ।

নিচের চোরালে দস্তাকর জনিত মাড়িক্ত হলে, ফস্ফরাস্ ৩, ৬ ।

পুরোনো মাড়িক্ত উপদংশ প্রভৃতির ইতিহাস থাকলে, সাল্ফার ৩০, ২০০ ।

ফোলা স্থান কোমল থাকে, দপ্পদপ করে পঞ্জ উৎপত্তি হলে, হিপার সাল্ফার ৬, ৩০ ।

ফোঁড়া ফেটে যাবার পর, সাইলিসিয়া ৬, ৩০ ।

মুখে দুর্গন্ধ দুর্গন্ধের কোন কারণ বোঝাই যায় না লক্ষণে, আর্পিকা ৩, ৬, ৩০ ।

দাঁতকর হয়, মাড়ি ফোলা ও বাথা, মুখে দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৬x—২০০ ।

রোজ দুই-তিনবার এই ঔষধ খাদ্যের পর দিতে হবে, হিপার সাল্ফার ৬ বা নাইট্রিক অ্যাসিড ৩, ৬, ।

দাঁতের মাড়িতে পঞ্জ জন্মলে এবং দুর্গন্ধ হলে, সাইলিসিয়া ৩,৬, ফস্ফরাস্ ৩,৬ ।

সব সময় সিম্ফাইটাম্ মাদাব একড্রাম—চার আউন্স জলে গুলে মাড়িতে বাহ্য প্রয়োগ প্রয়োজন ।

### মুখগহ্বরের প্রদাহ ( Stomatitis )

কারণ—1. পাকাশয় বা পাকস্থলির গোলমাল, পেটে অম্ল প্রভৃতি ।

2. হাম, জ্বর প্রভৃতি হলে ঠোঁটের কোণে Angular Stomatitis রোগ হয় ।

3. দাঁত পরিষ্কার না রাখা ও পায়োরিয়া প্রভৃতি ।

4. পুষ্টিকর খাদ্য বা ভিটামিন প্রভৃতির অভাব ।

5. পানে বেশি চুন প্রভৃতি খাওয়া ।

6. পুষ্টিকর খাদ্য বা ভিটামিন B. Complex প্রভৃতির অভাব ।

7. নানা বীজাণুর ও ছত্রাকের আক্রমণ ।

লক্ষণ—1. মুখের মধ্যকার ঝিল্লী ফুলে ফুলে উঠতে থাকে ।

2. মুখের মধ্যে কাটা কাটা হতে পারে বা ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি সৃষ্টি হয়ে সেগদীল গলে গিয়ে ঘা হতে পারে ।

3. একে থেকে পরে Gum boil বা ঘা সৃষ্টি হতে পারে ।

4. খেতে, বিশেষ করে ঝাল, লবণ প্রভৃতি খেতে লগ্ন হয় ।

5. ঐ সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় মুখের কোণ ফেটে ঘা মতোও হতে পারে ।

6. এ থেকে পরে সেকেন্ডারী ইনফেকশন হয়ে সেপটিক্ হয়ে উঠতে পারে ।

7. রোগ না কমলে তা ভয়াবহ হয়ে খড়িতে পারে এবং ঐ সঙ্গে জ্বর প্রভৃতিও হতে পারে ।

রোগ নির্ণয়—মুখের মধ্যে ঘা, ক্ষত এবং তা না কমে ক্রমশ বেড়ে যায়।

উপসর্গ—1. মুখে সেপটিক ঘা সৃষ্টি হতে পারে। ঐ সঙ্গে জ্বর প্রভৃতি হতে পারে।

2. এটি থেকে পরে অম্লবাহী নালীর প্রবাহ হতে পারে।

3. দ্রুত চিকিৎসা না হলে রোগ বেড়ে নানা ধরনের জটিল রোগ হতে পারে।

### চিকিৎসা

বোরাক্স ৩ বা ৬ বিচর্শ, ৩০—মুখে ঘা, গালের ভিতরে ঘা, সহজেই রক্ত পড়ে। মুখ শুকনো ও গরম, ভিজে ঘা, লাল ফোষ্কার মতো, জিভ নাড়লে বা নদন খেলে বাতনা। আম্বাদ তিতো।

মার্কউরিয়াস ৬—নাড়ী দিয়ে রক্ত পড়া, মুখের ভেতর ক্ষত, প্রচুর লালান্নাব।

কেলিক্লোর ১x বিচর্শ—দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস। মুখের মধ্যে ও জিহবার ক্ষত।

কার্বোভেজ ৬—লবণ বা পারদের অপব্যবহার, মাড়ীতে দুর্গন্ধ, মাড়ীতে রক্ত পড়া।

আসেনিক ৩—ক্ষত, জ্বালা, খুব দুর্বল লাগে ও জ্বর ভাব হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ বা হিপার সালফার ৬—পারদ জনিত মুখে ক্ষত।

সাইলিসিয়া ৬x, ১২x—মুখে দুর্গন্ধ। বোরাক্স ৬, সালফার ৩০, সোরিনাম ২০০ হেলিবোরোস ৬, ক্রিয়াজোট ৬, নেট্রাম মিউর ৬x, ৬, কেলিমিউর ৩x, ৬, আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ৬, এপিস মেল ৬, মার্ক'-সল ৬, প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রযোজ্য।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা—1. সাধারণ হাল্কা খাদ্য সব খাওয়া যায়। গাওয়া ঘিরে ভাজা লুচি উপকারী।

2. টাটকা ফলমূল, শাকসব্জী খাওয়া উপকারী।

3. সোহাগা পর্দা দিয়ে ঝই করে তা মধু দিয়ে মেখে লাগালে উপকার হয়।

### হৃকের আকৃতিবিশিষ্ট ক্রিমি ( Hook Worm )

কারণ—হৃক আকৃতির এক ধরনের ক্রিমি আছে—এগুলির আকৃতি খুব ছোট ধরনের হয়। এগুলি মাটি থেকে পায়ের চামড়া ভেদ করে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। রক্তের সঙ্গে মিশে এগুলি তবে পেটে আশ্রয় নেয়।

এরা দেহে প্রবেশ করে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে ও অশ্বের রক্ত চুষে খায়। তার ফলে যেহে রক্তশূন্যতা দেখা যায় ও নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ যারা খালি পায়ে হাটে, কিংবা খালি পায়ে সব সমর চলাফেরা করে তাদের মধ্যে এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়।

রোগক্রান্ত ব্যক্তি, মাঠে বা পথের পাশে পাল্লখানা করলে, তার মলে হুকওয়ার্মের ডিম থাকে, ডিম থেকে হয় লার্ভা ( Larva ), যা সূক্ষ্ম লোকের দেহে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় ক্রিমিগুলো অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। যখন এরা দেহে প্রবেশ করে, তখন দ্রুত বংশ বর্ধিত করে সারা দেহে ছাড়িয়ে পড়ে।

Hook Worm গুলি যখন পায়ের চামড়া ভেদ করে. তখন পা চুলকায় বা পা কুটকুট করতে থাকে। কিন্তু তখন ক্রিমির প্রবেশ বোঝা যায় না। পরে যখন রক্তশূন্যতা হয়, তখন রোগ বৃদ্ধিতে পারা যায়।

এই ক্রিমির সঙ্গে পূর্বের বর্ণিত তিন জাতীয় ক্রিমির পার্থক্য, আগেরগুলি মূত্রগহ্বর দিয়ে পেটে প্রবেশ করে, আর হুকওয়ার্ম পায়ের চামড়া দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে।

লক্ষণ — 1. প্রথমে পায়ে ছোট ছোট গর্ত হয় ও পা চুলকাতে থাকে। তবে সেটি সব সময় বোঝা যায় না, কি কারণে হচ্ছে। তারপর কিছুদিন গেলে দিনে দিনে বোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ও রক্তশূন্য হয়ে যায়।

2. পথ চলে গেলে বুক ঝড়ঝড় করতে থাকে। দেহ শীর্ণ হয়ে যায়। মূত্র ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

3. প্রচুর খেলেও শরীর রোগী হতে থাকে।

4. হুকওয়ার্ম প্রথমে পা থেকে লিম্ফ ( Lymph ) নালীতে উপস্থিত হয়। সেখানে থেকে ফুসফুস, পরে হৃৎপিণ্ড, নালীতে উপস্থিত হয়। সেখান হতেও বাহির হয়ে তারা অন্তনালী ও শেষে ক্ষুদ্রান্ত্রে উপনীত হয়। তারা রক্তপান করে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অংশ গ্রহণ করে। ফলে শীর্ণতা, দেহ ফ্যাকাশে, পাশ্চাত্য ও পরিপাক শক্তি কমে যায়।

5. ক্রান্তিবোধ, চক্ষু জ্যোতিহীন হয়।

6. পা ফোলে, পেট ফোলে।

7. শিশুদের পুষ্টির অভাবে দেহ অতি জীর্ণশীর্ণ হয়।

8. জিভ সাধা ও মোটা হয়। অনেক সময় জিভ মাঝে মাঝে লেপাবৃত হয়।

### জিভ উপসর্গ

1. অতি দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতার ফলে রোগী কর্মহীন, বিরক্তিবোধ, কাষ্ঠে আনিচ্ছা, সব সময় ঘুম ঘুম ভাব প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ দেখা দেয়।

2. কখনো কখনো হাত-পা ও পেট ফোলে, রোগী মরণাপন্ন অবস্থায় আসে শিশুদের মৃত্যুও হতে পারে।

রোগ নির্ণয় — 1. অতি দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, ফ্যাকাশে চেহারা, পেট ফোলা ও হৃৎস্রোত সোলমাল প্রভৃতি।

৯. অন্দ্রবীক্ষণ যন্ত্রে মল পরীক্ষা করলে তাতে এই ক্রিমির ডিম (Ova) পাওয়া যায়, কখনো-বা ক্রিমিও দেখা যায়। তা থেকে নিশ্চিত রোগ বোঝা যায়।

### চিকিৎসা

থাইমল (Thymol) ১x এই রোগে উপকারী। ঔষধ খাওয়ার দু-একদিন আগে যেন গুরুদ্রব্য খেতে দেওয়া না হয় এবং জায়গা বিশেষ উপকার করাও যেতে পারে। সকাল ৫টার একমাত্রা ও ৮টার সময় আরেক মাত্রা বিতে হবে (রোগীর বয়স অনুসারে)। থাইমল ১x, ১০—৩০ গ্রেন পর্যন্ত খাওয়া যায় বা অন্য কোন মৃদু বিরোধক দ্রব্য দ্বারা জ্বালাপ খাওয়া বিধেয়। পরবর্ত্তী সপ্তাহে একবার চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করা ভাল। দুর্বল রোগীর পক্ষে অল্প মাত্রায় থাইমল ১x দীর্ঘকাল যাবৎ খাওয়ার ব্যবস্থা করা সমীচীন। সেনোপোডিয়াম অ্যান্থেল মিণ্টিকাম তেল দশ ফোঁটা হবে দু ঘণ্টা অন্তর তিন মাত্রা একদিন মাত্র খেলে কখনও কখনও বিশেষ ফল পাওয়া হয়।

এইভাবে হুকওয়ার্ম বের হয়ে গেলে, বস্ত্রাল্পতা ও ক্রিমি রোগের ঔষধ যথা—চায়না, ফেরাম, আর্সড ফস, সিনা, স্ট্যানাম, স্পাইজ, টিউক্সিডাম প্রভৃতি লক্ষণানুসারে কিছু দিন প্রয়োগ করা উচিত।

শিশুদের পক্ষে এবং বয়স্কদের পক্ষে সিনা ৩০, ২০০ সব রকম ক্রিমির একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অনেক সময় প্রথম অবস্থায় সিনা মাদার থেকে প্রথমে শূন্য করে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ২০০ বা ১০০০ পর্যন্ত দেওয়া হয়।

### জানুয়ারিক ব্যবস্থা

১. পুষ্টির হালকা খাদ্য খেতে হবে নিয়মিত ভাবে।
২. দুধ, ডিম, ছানা, মাছের হালকা ঝোল ভাত, টমেটো, পালং শাক, বীট-গাজর, আপেল, কমলা, আঙ্গুর (মিষ্টি) প্রভৃতি সুপথ্য।
৩. অনিয়ম, অত্যাচার, রাতজাগা বা বেহের উপর অত্যাচার করা কদাচ কর্তব্য নয়।
৪. তিক্ত খাদ্য, চিরতাজল, উচ্ছে, নিমপাতা, পলতা পাতা প্রভৃতি যে কোন একটি রোগে খেলে তাতে কিছুটা উপকার হয়।

### জিয়ার্ডিয়াসিস (Giardiasis)

কারণ—এক রকমের বীজাণুর আক্রমণ থেকে এই রোগ হয়—তাকে বলে *Giardia Lambricoids* বীজাণু। এই বীজাণুর আক্রমণ থেকে হয় জিয়ার্ডিয়াসিস।

ইনফেকশন। এই বীজাণু ক্লড্রান্ড, বৃহদন্ত্র, সিকাম ও কোলনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে।

গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে (Tropical Regions) এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (Subtropical Regions) এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়ে থাকে। ছোট শিশুরা এই রোগ দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। বেশি বয়সের শিশুরাও অনেক সময় এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই জাতীয় বীজাণু কাঁচা ফল ও দূষিত শাকসবজীর মাধ্যমে পেটে প্রবেশ করে থাকে। এরা পাকস্থলি, অন্ত্র, লিভার, ও পিত্তকোষে বাস করে এবং বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। এরা পিত্তকোষের রসের মাধ্যমে জীবন যাপন করে থাকে।

এই রোগ অনেক সময় চাপা থাকে। কিন্তু যখন অনিয়ম, অতি আহার, অনাহার, বেশি ঝাল মশলা, গুরুপাক আহার হয়, তখন রোগ সৃষ্টি করে। তার ফলে উদরাময় দেখা দেয়। বার বার উদরাময় হতে থাকলে শরীর দুর্বল ও শীর্ণ হতে থাকে।

লক্ষণ —1. এই রোগ যখন উগ্রভাবে আক্রমণ করে তখনই উদরাময় হয় এবং অনেক সময় পৌনঃপুনিক উদরাময় হয়ে থাকে।

2. সারাদিন 6—8 বার পাতলা জলবৎ মল অথবা আমজড়িত হলুদবর্ণের মল নির্গত হয়। চিকিৎসা ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করলে তা ধীরে ধীরে কমে। তবে কখন বাধে আবার হঠাৎ এইভাবে উদরাময় হতে দেখা যায়। কতদিন বাধে পুনরাক্রমণ ঘটবে তা রোগী বিশেষের উপরে নির্ভর করে।

3. দুটি উদরাময়ের মধ্যবর্তী কালে মল অনেক সময় শক্ত হয় বা বা কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।

4. অনেক সময় মল কাঁচা আমষুক্ত ও ফেনা লিপ্কৃত হয়।

5. প্রায়ই মল অস্বগন্ধ যুক্ত হয়। এই মলে জিয়ার্ডিয়া রোগের Cyst থাকে।

6. পাকস্থলির গোলমাল চলতে থাকার জন্য রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে ও কর্মহীন হতে পারে। অনেক সময় রক্তহীন ও ফ্যাকাশে হয়।

7. ক্লাম্যান্ডা, পেট ভূটভাট প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

8. আক্রমণের সময় পেটে ব্যথা, গা বমি বমি ভাব, প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

9. মৃদু আক্রমণে সামান্য পেটের গোলমাল ছাড়া কিছু থাকে না ও রোগ বোকা কাঠিন হয়।

10. অনেক সময় ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়ার জন্য রোগ ক্রমিক (Chronic) হতে পারে।

### জটিল উপসর্গ

1. অতি দুর্বলতা, মাথাবোরা, কর্মে অনাসক্তি ও শেষে কর্মহীন হয়ে যেতে পারে ভুগতে থাকলে। বৃক খড়ফড় করে, নড়াচড়া করতে কষ্ট, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি হয়।

2. হাটের রোগ ও দুর্বলতা থেকে প্রেসার খুব কমে যেতে পারে ।
3. চিকিৎসা না হলে অনেক সময় শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হতে পারে ।
- 4 অনেক সময় সর্দিচিকিৎসার ফলে পরবর্তীকালে Chronic উদরাময় হতে পারে ।

### রোগ নির্ণয়

- 1 উদরাময় ও আমাশয় মাঝে মাঝেই হয় ও কমে, কিন্তু সাধারণ আমাশয়ের ঔষধগুণিলতে বা উদরাময়ের ঔষধে রোগ কিছুতেই পূর্ণ আরোগ্য হয় না ।
- 2 অন্দুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মল পরীক্ষা করলে Giardia Cyst পাওয়া যায় ।

### চিকিৎসা

এই বোগটি একটি জটিল রোগ—কারণ এই রোগ সেরে যাবার পর বার বার পুনরাব্রমণের ভয় থাকে । এই রোগের জন্য এ্যালোপ্যাথিক বিশেষ ঔষধ বের হয়েছে যা জিয়ার্ডিনা ক্রিমিনের মেবে ফেলার পক্ষে সাহায্য করে । তা হলো মেট্রোনিডাজোল ঔষধ ( Metrogyl, Aristogyl, Flagyl প্রভৃতি ) কিন্তু তাতেও বার বাব রোগ ফিরে ফিরে আসে এবং একদম সারতে চার না । তাতেই বোঝা যায় যে পোকা মারলেই রোগ পূর্ণ সারে না ।

লক্ষণ বিচার করে খাভুগত ঔষধ দিয়ে সূক্ষল পাওয়া যায় ।

Psoric, Sycotic বা Syphilitic বিচার করে তার ঔষধ প্রয়োগে ভাল ফল হয় ।

সোরিনাম ৩০, ২০০, ধূজা ৩০, ২০০, সালফার ৩০, ২০০, ফাইটাল্য ক্লা ৩০, ২০০ ইত্যাদি লক্ষণ বিচার করে দিলে ভাল ফল হয় ।

এ ছাড়া অন্য ঔষধের মধ্যে কুর্চি মাধার, চ্যাপারো অ্যামারগোমা মাধার এই দুটি ঔষধ দিনে ৩-৪ বার করে পনেরো-কুড়ি দিন প্রয়োগ করলে সূক্ষল করে ।

অনেক সময় প্রচুর এ্যালোপ্যাথিক বা হোমিও ঔষধ প্রয়োগে কম না হলে বন্ধুতে হবে রোগটি ক্রনিক হয়ে গেছে । সেখানে কারসিনোসিস্ নোরোড ব্যবহারে সূক্ষল পাওয়া গেছে ।

উদরাময়ের জন্য উদরাময় অধ্যায়ে যে সব ঔষধ বর্ণিত হয়েছে তার ঔষধ দিতে হবে—যা আগে বর্ণিত হয়েছে ।

### আনুমানিক ব্যবস্থা

1. সব সময় উদরাময় চলার সময় খিঁচি না পেলে খাদ্য নিতে নেই । পাতলা ভেদ চললে বার্গি, ঘোল, ডাবের জল প্রভৃতি পথ্য ।



2. উদরাময় কমলে ও ক্ষিখে পেলে হাল্কা কোল ও সরু চালের ভাত পখ্য।
3. গদরুপাক খাদ্য, মশলা, বাল প্রভৃতি বর্জন করতে হবে।

### মূত্রশস্ত্র ও জনন যন্ত্রাধির ব্যাধি

মূত্রযন্ত্রের রোগ নানা ধরনের হয়—আবার জননযন্ত্রের রোগের সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকতে পারে। তাই দুই প্রকার রোগ একই সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

### মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ( Nephritis )

কারণ—1 নানা ধরনের বীজাণু মূত্রগ্রন্থি আক্রমণ করতে পারে এবং তার ফলে এই রোগ হয়। এই সব বীজাণু এক ধরনের হয় না—নানা ধরনের হতে পারে যেমন—*Staphylococcus*, *Streptococcus*, *B. Coli* প্রভৃতি।

2. রক্তের মাধ্যমে বীজাণু গিয়ে মূত্রগ্রন্থি বা *Kidney* আক্রমণ করে এই রোগ ঘটতে পারে। শঙ্খা রোগের বীজাণু বা কক্স ব্যাসিলি, সর্ফিলিসের বীজাণু ইত্যাদিও রক্তের সঙ্গে গিয়ে *Secondary Infection* সৃষ্টি করতে পারে।

3. লিভার *Abcess* ফেটে বা অন্য কারণে *Peritonitis* থেকে পরে মূত্রগ্রন্থি, *Kidney* আক্রান্ত হতে পারে।

4. *Bladder* বা মূত্রনালী ( *Ureter* ) এর মধ্যে *B. Coli* বীজাণু বাসা বাঁধে তা বিশ্রুও মূত্রগ্রন্থি আক্রমণ করতে পারে।

লক্ষণ—1. মূত্রনালী আক্রান্ত হলে তাতে জ্বালা ও ব্যথা হতে শুরু করে বেশ প্রথমে।

2. কিডনী আক্রান্ত হলে জ্বালা ততটা বোঝা যায় না বটে, তবে প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। খুব কম পরিমাণে ও প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব ঘন, হলুদাভও হতে পারে।

3. মাথাধরা, দুর্বলতা ও তার সঙ্গে স্বল্প প্রস্রাব প্রাথমিক লক্ষণরূপে দেখা যায়। অনেক সময় ঠিক সরষের তেলের মত ঘন এবং এই রক্তের প্রস্রাব হতে পারে।

4. তারপর গা, হাত-পা ফোলা, দুর্বলতা, ফ্যাকাশে চেহারা প্রভৃতি দেখা দেয়।

5. রক্তশূন্যতাও প্রায়ই এই সঙ্গে দেখা দিতে পারে।

6. ঠিকমতো চিঁকিংসা না হলে, পরে এ থেকে মোহ ( *Coma* ), খিঁচনি ও মৃত্যু অবধি হতে পারে।

7. অনেক সময় মূত্রগ্রন্থির ভেতরে ঘা হয়। তার ফলে রক্তপ্রস্রাব, প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ পড়া প্রভৃতি লক্ষণও দেখা দিতে পারে।

### জটিল উপসর্গ ( Complications )

1. গা-হাত-পা ভীষণ ফুলে যায়। মূত্র ফুলে যায়। রোগী যেন হঠাৎ খুব মোটা হয়ে গেছে বলে মনে হয়—কিন্তু আসলে তা রোগের জন্য।

2. বৌশাধিন এভাবে চললে, প্রস্রাব কম হলে বা না হলে অবশেষে Toxaemia দেখা দেয়। কম্প, জ্বর, প্রলাপ, মোহ, মূর্ছা ও মৃত্যু অবধি হতে পারে। তাই সব সময় প্রাথমিক অবস্থা থেকে চিকিৎসা করা উচিত।

3. মূত্রগাণ্ডির ঘা এত বেড়ে যায় যে তা শূন্যে চলে না। ফলে রোগীর জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হতে পারে। তাই সব সময় প্রথমে থেকে সূচিকিৎসা অবশ্য প্রয়োজন।

4. যদি T. B. রোগের Secondary Infection থেকে হয়, তাহলে রোগ আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। টি. বি. এবং নেফ্রাইটিস্ দুটি রোগের লক্ষণ একসঙ্গে দেখা যায়।

### রোগ নির্ণয়

1. মূত্র অল্প বা মূত্রবন্ধ, ঘন গাঢ় প্রস্রাব প্রাথমিক প্রধান লক্ষণ।
2. স্নেহ স্ত্রে গা-হাত-পা ও মুখ প্রভৃতি ফোলা দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।
3. প্রস্রাব পরীক্ষা করলে তাতে নানা রোগের বীজাণু পাওয়া যায়, কখনো বা ঐ স্নেহ রক্ত পৃঙ্খও দেখা দিলে থাকে।

### চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায়—অ্যাকোন ( জ্বর লক্ষণে )

দ্বিতীয় অবস্থায়—টেরিবিন্ড, ক্যান্থারিস, সেলিডোনিসাম।

তৃতীয় অবস্থায়—আর্স, মার্কার, ফাইটো, সাল্ফ।

ঠান্ডা লেগে জ্বর ও প্রবাহ হলে, অ্যাকোনাইট ৩x।

ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ( কখনও বা রক্ত বা রক্তমিশ্রিত ) অশুদ্ধকোষ লালবর্ণ, তলপেটে জ্বালা, বেদনা, মূত্রকালে জ্বালা বা এই সব লক্ষণে, ক্যান্থারিস ৩x—৬। মলিন অবস্থা রক্তমেশানো মূত্র, মূত্ররোধ, শরীরের স্থানে স্থানে শোথ হলে—টেরিবিন্ড ৬।

বারবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, অশুদ্ধকোষে খোঁচামারার মত ব্যথা ও চোখ মুখ লাল, প্রায়ই প্রলাপ বকে এইসব লক্ষণে, বেলেডোনা ৬।

জলে ভিজে রোগ হলে—ডালকামারা ৩x বা রাসটল। গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হলে—মার্কার ৬।

রোগ পুরানো আকার ধারণ করলে—এপিস, ক্যান্থারিস, ডিজটেলিস, মার্কার, হেলোনিসাম, ফস্ফারাস, ক্যান্থার, টেরিবিন্ড, ( হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ হবার উপক্রমে স্পিরিট ক্যান্থার পাঁচ ফোঁটা করে পাঁচ মিনিট অন্তর বেওয়া কর্তব্য )।

নিচের ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে দরকার—নাক্তম বা ক্রিমোজোট কিংবা অ্যাসিড নাইট্রিক ( অজীর্ণতার ), ওপিয়াম বা ফেরাম ( মূত্রনাশ জীনিত মস্তিস্ক বিকারে )।

জানুয়ারিক বদশ্বা

1. খানকুনি পাতার ঝোল বা রস এই রোগে কিছুটা উপকার দেয় ।
2. হালকা মাছের ঝোল ও ভাত উপকারী । তবে লবণ খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে, স্বতদিন পা ফোলা থাকে । লবণ খেলে শোথ প্রায়ই বৃদ্ধি পায় ।
3. অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে ।
4. ডুমুর, মোচা, পটল, শাকসব্জী প্রভৃতিও উপকারী । শ্বেত পুনর্গবা পাতার রসও এই রোগে উপকারী ।

মূত্রপাথরী ( Renal Stone )

কারণ—1. মূত্রগ্রন্থির মধ্যে পাথরের টুকরা সৃষ্টি হলে তাকে বলে মূত্রপাথরী রোগ । এই পাথর কখনো মূত্রকোষে জমে, কখনো বা মূত্রবাহী নালী বা Ureter-এ আটকে যায় । কখনো বা এগুলা মূত্রথলিতে এসে জমা হয়, তারপর প্রস্রাবের সঙ্গে বের হতে পারে না ।

পাথর এক বা একাধিক হয় । কোনটি ছোট, কোনটি বড় হয়ে থাকে । তার ফলে মূত্র প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ও ব্যথা হয় । অনেক সময় ব্যথা এত বেশি হয় যে রোগী ছটফট করে । তাকে বলে Renal Colic রোগ ।

2. পাথর কি কারণে জমে তার অনেকগুলি কারণ আছে । অনেকে বলেন—পানে বেশি চুণ খাওয়াতে ক্যালসিয়াম দেহ থেকে বেশি নির্গত হবার সময়, তা জমে Stone তৈরী হয় । কিন্তু এ মত সর্বজন-গ্রাহ্য নয়—কারণ যারা পান খায় না তাদেরও এ রোগ হতে দেখা গেছে ।

লক্ষণ—1. মূত্রথলি বা মূত্রাশয়ে খুব ব্যথা হয় । কখনো কোমরে বা পেটের এক দিকে বা দু'দিকে তীব্র ব্যথা হয় । ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রথলি থেকে রক্ত বের হতে পারে বা Haematuria হতে পারে ।

2. কোমর থেকে অশুভকোষ পর্যন্ত তীব্র ব্যথা হতে পারে । এ ব্যথা কখনো বা পিঠ থেকে উপরে উঠে কাঁধ পর্যন্ত হয় অথবা তা বুকোও ছাড়িয়ে পড়তে পারে ।

3. ঐ সঙ্গে কম্প, বমি বমি ভাব, বমিও হতে পারে ।

4. কখনো বা অল্প বা প্রচুর ঘাম ( Sweating ) শব্দ ।

5. অনেক সময় পুরুষদের অশুভকোষ ফুলে উঠে । কন্ট্রক ফোটা ফোটা প্রস্রাব বের হয় ।

6. ব্যথার প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যথা হঠাৎ শূন্য হয় । আবার পাথরের টুকরো আপনা থেকেই বেরিয়ে গেলে, হঠাৎ ব্যথার উপশম হয় ।

হোমিওপ্যাথি—17

## জটিল উপসর্গ

1. পাথর জন্মে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে বা কম হলে তার জন্য গা-হাত-পা-ফেলা, মূত্র বন্ধ ও Toxaemia দেখা দিতে পারে।
2. প্রস্রাব খুব কম বা বন্ধ হবার জন্য রোগী পেটের ব্যথার প্রচণ্ড কষ্ট পায়, এমন কি অজ্ঞান হতে পারে।

## ।রোগ নির্ণয়

1. অ্যাপেন্ডিসাইটিস নামক উপসর্গ প্রবাহে জ্বর হয় : তা ছাড়া Appendicitis-এ জ্বান কুঁচকিতে ব্যথা বেশি হয়—এতে তা হয় না।
2. পিত্তশূন্যে Jaundice থাকে। কিন্তু এতে তা থাকে না।
3. পেটের X-ray করলে পাথরী বা Stone দেখা যায়। পেটের বা মূত্রথলের কোষায় পাথর জন্মেছে তা বন্ধে, সেই মত চিকিৎসা করা হয়।

## চিকিৎসা

মূত্রপাথরী হতে শুরুর হলে পাথর গলাবার জন্য সপ্তাহে একবার করে লাইকোপোর্ডিয়ারম ২০০—একমাস।

প্রস্তর কণা গলাবার জন্য বাবেরিস্ ভাল্গেরিস ১x রোজ চারবার। দেখে ইউরিক এসিড বেশি, বাত ভাব প্রভৃতির জন্য আর্পিকা ইউরেসিস মাঝার পাঁচ ফোঁটা করে এক ঘণ্টা অন্তর দিলে ভাল ফল হয়।

ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০ পনেরো মিনিট অন্তর মূত্রপাথরী ও ব্যথার সন্দেহ ফল দেয়।

রক্তবর্ণ প্রস্রাব, প্রস্রাব ধরে রাখলে ইটের গুঁড়োর মত তলানি লক্ষণে, ওসিনাম ফেনাম মাঝার থেকে ৩০।

ছোট ছোট পাথর বের হবার জন্য স্টিগ্‌মাটোমেইডিস্ মাঝার দশ ফোঁটা করে কয়েক ঘণ্টা পরপর।

ব্যথার জন্য ম্যাগ্‌ ফস ৩x বা 6x গরম জল সহ কয়েকবার সেবন।

খিল ধরার মত ব্যথা, শরীর মূচড়াতে থাকে, সংগ্রহা, ছটফট করা লক্ষণে, ডায়ালোরিয়া মাঝার।

একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্যারিরা ব্রাভা মাঝার, ৩০ ফোঁটা, দুই আউন্স জলে আধ ঘণ্টা অন্তর।

মূত্র কম, বালক কণা বা ইটের চূর্ণের মত তলানি—থ্রাম্পিস বাস। প্যাস্টোরিসা মাঝার ১০—১৫ ফোঁটা কয়েকবার।

কিডনীর নর—মূত্রাশয়ের পাথরীতে ( Bladder ) গ্লিথেরাম কার্ব ৩ রোজ চারবার ।

মূত্ররোগের একটি প্রধান ঔষধ এপিজিয়ারিশেন্স মাদার দশ ফোঁটা করে দিনে পাঁচ-ছয় বার ।

অ্যাপোসোইনাম অ্যাডো মাদার একটি বিশেষ ঔষধ ।

এছাড়া সার্সাপ্যারিলা, সিপিলা, ক্যালকোরিয়া কার্ব প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে ।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. পানের সঙ্গে চুণ খাওয়া কদাচ উচিত নয় ।
2. মাংস, মদ প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য বেশি খাওয়া উচিত নয় ।
3. রোজ টাটকা দুধ খাওয়া খুব ভাল ।
4. পুষ্টিগুণ হালকা খাদ্য বিধেয় ।
5. শ্বেত পদার্থ বা পাতার রস ও লেবুজল উপকারী ।

### মূত্রস্থলি প্রদাহ ( Cystitis )

কারণ —1. নানা কারণে মূত্রস্থলি বা Urinary Bladder-এর প্রদাহ হয় । সাধারণতঃ B. Coli, Staphylococcus, Streptococcus প্রভৃতি বীজাণুর জন্য এটি হতে পারে ।

2. মূত্রস্থলিতে আঘাত প্রাপ্তির জন্য হতে পারে ।

3. যৌনরোগ বা গণোরিয়া, গিসিফিলিস, সফট্ শ্যাঙ্কার প্রভৃতি থেকে হতে পারে ।

লক্ষণ —1. মূত্রস্থলিটি পেটের যে অংশে থাকে, সেখানে বা Pelvic অঞ্চলে ( তল পেটের সামনের দিক ) ব্যথা, টাটানি প্রভৃতি দেখা যায় ।

2. মূত্রস্থলি ভার বোধ হয় ।

3. প্রস্রাবের স্বল্পতা হতে পারে ।

5. সর্বদা ভার বোধ ও অস্বস্তি দেখা দিতে পারে ।

5. শীতবোধ, কম্প, জ্বর প্রভৃতি দেখা দিতে পারে ।

6. মাঝে মাঝে প্রস্রাবের বেগ আসে, কিন্তু প্রস্রাব ঠিক মতো হয় না ; দু-চার ফোঁটা প্রস্রাব হয় ।

7. গণোরিয়া থাকলে প্রস্রাবে জ্বালা বোধ হয় এবং তার সঙ্গে প্রস্রাবে পুঁজ পড়ে ।

## অস্ফীল উপসর্গ

1. প্রস্রাব কম, প্রস্রাব বন্ধ ও তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা ।
2. মূত্রস্থলিতে বা হলে, তার জন্য তলপেটে ভীষণ কষ্ট এবং যন্ত্রণা অনুভূত হতে থাকে ।
3. অনেক সময় রোগ বেশি বাড়লে, জ্বর, বমি বমি ভাব, বমি ও অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
4. অঙ্ককোষ ফুলে ওঠে ও তাতে খুব ব্যথা হতে পারে । অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে ব্যথা বেশি বাড়ে । যদি ফাইলোরিয়া থাকে, তাহলে এটি খুব বেড়ে যায় ।

## রোগ নির্ণয়

1. তলপেটে ব্লাডারের স্থানে ব্যথা ।
2. Urine Culture করলে সঠিক কোন কারণে এটি হচ্ছে, তা বোঝা যায় ।
3. অনেক সময় B. Coli থেকেও এই ধরনের হর—কখনো বা যৌন রোগ থেকেও হতে পারে ।

## চিকিৎসা

ভরুণ বা পুরাতন উভয় অবস্থাতে ক্যান্ডারিস ৩x একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ঠান্ডা বাতাস লেগে রোগ হলে—অ্যাকোন 1x, ৩x । আর্দ্রতার জন্য হলে—ডাল্‌কামারা ০ । স্নায়বিক উত্তেজনার জন্যে—বেল ৩x, ৬ । পাথরী বা মূত্রগ্রাস্থ আক্রান্ত হলে, প্রচুর প্লেস্মা নিঃসরণে—প্যারিরা ব্লাডা ০ ( প্রতি মাত্রায় ১৫—২০ ফোঁটা ) ।

রোগের পুরোনো অবস্থায় চিমাফিলা ০ ( প্রতি মাত্রায় পাঁচ ছয় ফোঁটা ) ।

ক্যান্ডারিস ০ এই অবস্থায় একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । মূত্রবেগ রোধে অসমর্থ ( রাগিত শয্যায় মূত্রত্যাগ ) লক্ষণে, পালস ৩x, ৩, ক্লিনোলজোট অ্যাসিড ৩x বা নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ ।

মূত্রসহ পূর্জস্রাবে—ক্যাকেরিয়া সাক্ফ ৬x, ১২x ।

বেলেডোনা ৩, ক্যানারিস-স্যাটাইভা 1x, কোল-আল্লোড ০, ৩০, এঁপিস্ ৩, ৩০, স্যাবাল সেরুলেটা ০, প্রাস্বাম ৩০ প্রভৃতিও আবশ্যিক হয় ।

সব সময় এই সব ঔষধ ছাড়াও, অন্যান্য লক্ষণ বিচার করে কিছু কিছু অন্য ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে । এই সব বিস্তৃত বিষয়ে মের্টারিয়া মেডিকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

আনুমানিক ব্যবস্থা—পূর্বের অন্যান্য মূত্রবন্ধ্যের রোগের মত ।

প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি ( Enlargement of the Prostate )

কারণ—1. পুরুষের মূত্রগ্রন্থির গোড়ার চারিদিকে যে একটি বড় সুপারার মতো গ্রন্থি আছে, তাকে বলে প্রোস্টেট গ্রন্থি বা Prostate Gland। প্রমেহ বা গণোরিয়া প্রভৃতি রোগ থেকে বা নানা বীজাণু দূষণের জন্য এই রোগ হয়ে থাকে।

2. ক্যাথিটার প্রয়োগের জ্বলের জন্য বা তাতে বীজাণু থাকার জন্য এই রোগ হতে পারে।

3. বোনতায় অতিরিক্ত Suppression-এর জন্য এই রোগ হতে পারে।

4. অনেক সময় বৃদ্ধি বরসে আপনা থেকেই এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. গ্রন্থিটি আকারে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক সময় তাতে ব্যথা হতে দেখা যায়।

2. প্রস্রাব ঠিকমতো হয় না। মাঝে মাঝে হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় Prostatic Part of the Urethra-তে বেশি চাপ পড়ার জন্য।

3. গ্রন্থিটি আকারে বৃদ্ধি পায় এবং মাঝে মাঝে ব্যথা বেশি হতে থাকে।

জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় প্রস্রাব বন্ধ হবার জন্য তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা, চাপ বোধ হতে থাকে এবং মূত্র বন্ধের বিভিন্ন লক্ষণাদি ফুটে উঠতে থাকে। কখনো বা দীর্ঘ সময় মূত্র বন্ধ থাকলে, পেট ফুলে ওঠে ও যন্ত্রণার রোগী ছুটফুট করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাতেও ব্যথা হতে থাকে।

2. অনেক সময় গ্রন্থিটি পেকে উঠতে পারে এবং তার ফলে নানা জটিল উপসর্গ ও Pelvic বস্তৃগদালি আক্রান্ত হবার ভয় থাকে।

3. অনেক সময় এ থেকে Toxaemia হয়ে নানা কষ্ট দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

অনেক চিকিৎসক বিশেষ করে এলোপ্যাথিক মতে অনেকে বলেন—এই রোগের কোনও ঔষধ নেই—কেবল অপারেশন প্রয়োজন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে এই রোগের অনেক ঔষধ আছে, যা প্রথম অবস্থার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং বহু রোগী আরোগ্য হয় বলে জানা গেছে। এখানে সব আলোচনা করা হচ্ছে।

তরুণ অবস্থার প্রথমে বৃদ্ধিতে ফেরাম পিঙ্কিকাম্ ২x বা 3x উপকারী।

প্রশ্বেট প্রদাহ রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ স্যাবাল সেরুলেটা মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিনবার সাত দিন ।

পদ্রাভন বৃষ্টিতে স্যাবাল সেরুলেটা ৬x, ৩০ । সলিডেগো ৩x বা আর্জেন্ট নাইট্রিকাম ৬x, ৩০ ।

প্রশ্বেট প্রদাহে তন্নন অবস্থার পালসেটিলা ৩ অথবা মার্ক সলিউবিলিস্ ৬ ফলপ্রদ । পদ্রানো প্রদাহে ক্যালি আয়োড, মাদার কিছদিন সেবনে ভাল ফল দেয় ।

বেশি পদ্রানো প্রশ্বেট প্রদাহে পালসেটিলা ৬, নাইট্রিক অ্যাসিড্ ৩০, থুজা ৬, ৩০ ।

কার্যটির ছাড়া যাবের প্রভাব হয় না—স্যাবাল সেরুলেটা মাদার পাঁচ ফোঁটা করে ।

চিমাফিলা অ্যাম্বেলেটা ৩x, ২০০ আর একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

প্রথম অবস্থার পুঁজ জন্মালে মার্কসল ৬ বা সালফার মাদার । পদ্রানো অবস্থার সালফার ৩০ বা নাইট্রিক এসিড্ ৩০ । আঘাত জনিত প্রদাহে আর্নি'কা ৩x—৩০ ।

হস্তমৈথুন জনিত প্রদাহে ট্যারেন্টুলা ৬ ।

সঙ্গমের পর প্রদাহে অ্যাসিড্ ফস্ ৩x ।

#### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

হালকা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে । দৈনিক সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে । কষ্টকর অবস্থার পূর্ণ বিশ্রাম চাই ।

— — —



ষষ্ঠ অধ্যায়

## বিভিন্ন যৌনরোগ ও তার চিকিৎসা

উপদংশ ( Syphilis )

এটি যৌন ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই এটি হতে পারে। এটি যৌন মিলনের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারী বা নারী থেকে পুরুষের দিকে সঞ্চারিত হয়। তবে যৌন মিলনের মাধ্যমে সঞ্চারিত হলেও এই বীজাণু রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। তাই শুধু যৌনাসঙ্গে নয়, সারা দেহের নানা স্থানে এর আক্রমণ এবং কুফল দেখা দেয়, তা ছাড়া ঐ বীজাণুরা বংশ পরম্পরাক্রমে রক্তের মাঝ দিয়ে সংক্রামিত হয়—যা গণোরিয়া বা মেহ রোগে হয় না। তাই পিতামাতা থেকে পুত্রকন্যাদের মধ্যে পর্বস্তু রোগ ছড়াতে পারে।

কারণ—স্পাইরোকিটা বা স্পিরিলাস্ জাতীয় এক ধরনের বীজাণুর আক্রমণ থেকে এই রোগ হয়, এই রোগ—বীজাণুদের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাঝ দিয়ে দেখলে অনেকটা কর্ক বা স্ক্রুর মত দেখায়। এদের প্রথম সংক্রমণ ঘটে যৌনমিলনের মাধ্যমে। তা ছাড়াও এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাপড়-চোপড়, দাড়ি কামানোর সময় স্কুরের মাধ্যমে ও নানা ভাবে এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

রোগাক্রান্ত নারী বা পুরুষের ঠোঁটে, এই রোগের ফলে শ্যাংকার সৃষ্টি হয়। ঐ রোগাক্রান্ত নারী বা পুরুষকে যদি অন্য কেউ চুম্বন করে এবং তার ঠোঁটে যদি ফাটা বা কাটা বা ঘা থাকে, তা হলে ঐ স্থান দিয়ে বীজাণু সংক্রামিত হয়। একে বলা হয় Kissing শ্যাংকার। এর ফলে বোঝা যায় যে এই রোগের সংক্রমণ-ক্ষমতা কত বেশি—কত ভয়াবহ এই রোগ। যদি একজন সির্ফিলসগ্রস্ত লোকের গাল শ্যাংকার থাকে, দাড়ি কামাতে গিয়ে তার গালের ঐ শ্যাংকার কেটে যায়। তার ফলে স্কুরে ঐ বীজাণু লেগে যায়। তারপর যদি ঐ স্কুর দিয়ে কোন সূস্থ লোক দাড়ি কামাতে যায় তার গাল দিয়ে ঐ বীজাণু তার দেহে প্রবেশ করে, তখন ঐ স্থানে ঘা দেখা দেয়। এই ভাবেও একজন থেকে অন্য জনের দেহে বীজাণু প্রবেশ ঘটতে পারে।

অন্য কোনও যৌন রোগের বীজাণু এভাবে প্রবেশ করে না—তাই এই রোগকে এত ভয়াবহ বলে মনে হয়।

লক্ষণ—যৌনমিলনের পর কিংবা যৌনমিলন না করলেও কেবলমাত্র অন্য পথে রক্তের মাধ্যমে বীজাণু দেহে প্রবেশ করলে প্রথমে লক্ষণগুলি খুব মারাত্মক হয় না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে নানা মারাত্মক লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। সারা জীবন ধরে এই বীজাণুর জন্য নানা কুলক্ষণ দেখা দিতে পারে। সন্তান-সন্তানীর মধ্য দিয়ে সংক্রামিত

হয়। এই রোগের লক্ষণকে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি তিনটি স্তরে বা Stage-এ ভাগ করেছেন। তা হলো—

1. প্রাথমিক স্তর—Primary stage.
2. মাধ্যমিক স্তর—Secondary stage.
3. তৃতীয় স্তর—Tertiary stage.

এবারে প্রত্যেকটি স্তরে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তা সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

### প্রাথমিক স্তর —Primary Stage

সাধারণতঃ রোগের বীজাণু-সেহে প্রবেশ করার 4-5 দিন থেকে 5-6 মাস পরে প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। কারণও বেলায় Incubation Period দীর্ঘ হয়, কারণ বা কম হয়। যার দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, তার লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেরী হয়। প্রাথমিক স্তরে যে সব লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় তা হলো—

1 সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যৌনামলনের মাধ্যমে বীজাণুর সংক্রমণ ঘটে। তার ফলে দেখা যায় পুরুষের যোনাঙ্গের মাথা এবং নারীর যোনি বা তার আশে পাশে ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি মতো দেখা যায়। এই সব ফুস্ফুড়িকে শ্যাংকার বলে।

2. অনেক সময় এই সব শ্যাংকারে সামান্য ব্যথা থাকে—কখনো বা ব্যথা থাকে না।

3. অনেক সময় শ্যাংকার বের হবার পর, ধীরে ধীরে আপনা-আপনি মিলিয়ে যায় ও সেরে যায়—কিন্তু বীজাণু রক্তে মিশে যায়। আবার কখনো ঐ শ্যাংকার মিলিয়ে না গিয়ে গেলে যায় এবং ঐ স্থলে ছোট ছোট ঘা হয়।

4. ঐ সময় ঘায়ে বীজাণুনাশক ঔষধ বা Dettol-জল, মার্কিউরোক্রেম লোশন প্রভৃতি লাগালে ঘা আপনা-আপনি সেরে যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রোগ সেরে গেল। ঘা শুকিয়ে গেলেও রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে রক্তের মাধ্যমে দিয়ে সারা দেহে। তার ফলে নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

5. কখনো বা মহনালী, Urethra-এর ভেতরে অথবা নারীদের জরায়ু বা Uterus-এ এই ধরনের ফুস্ফুড়ি হয় ও তা থেকে ঘা হতে পারে। এইভাবে জরায়ুর ভেতরেও ঘা হতে পারে।

6. যদি ঘা হয়, তাহলে প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ পড়া বা কষ পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যদি ঘা না হয় শ্যাংকার আপনা থেকেই সেরে যায়। তাহলে এই সব লক্ষণ দেখা দেয় না।

অনেক সময় প্রাথমিক স্তরের লক্ষণ এত সামান্য হয় যে, তা ঠিক রোগ আক্রমণ বলে বোঝাই যায় না। কিন্তু পরবর্তী স্তরের লক্ষণগুলি স্পষ্ট বোঝা যায়।

ষাঁদ প্রাথমিক স্তরে রোগ ধরা পড়ে ও তার ঠিক চিকিৎসা হয়, তাহলে তা ধীরে ধীরে ভালোর দিকে এগোয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের লক্ষণ সব প্রকাশ পাওয়া ভাল—কারণ তাতে ঠিকমতো চিকিৎসা হয়। ষাঁদ তা না হয়—তাহলে রক্তের মাঝ দিয়ে বীজাণু ছড়ায় এবং তারফলে দ্বিতীয় স্তরে লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ পেতে থাকে। তবে তা অশুভ লক্ষণ।

### দ্বিতীয় স্তর (Secondary Stage)

প্রথম স্তরে ঠিকমতো চিকিৎসা না হলেও অনেক সময় রোগ আপনা থেকেই প্রায় সেরে যায়। অনেক সময় প্রথম স্তর স্পষ্ট বোঝাই যায় না। তার দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ দ্বিতীয় স্তর শুরুর হলে যায়।

1. দ্বিতীয় স্তরে যে সব লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে শরীরের নানা অংশে ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি দেখা যায়। কখনো এগুলি দেখা দেয় ছাড়া ছাড়া, কখনো বা পাশাপাশি অনেকগুলো জমাট বাঁধা। বীজাণুগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। আর সারা দেহে তাবের ক্রিয়া ছড়াতে থাকে।

অনেক সময় এই বীজাণুগুলি দলবেঁধে চামড়ার মাঝ ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন রোগ স্পষ্ট ধরা পড়ে। আবার কখনো বা তারা দেহের অন্য নানা অংশ আক্রমণ করে।

2. কখনো বা দেহের কোনও কোনও স্থানে বড় বড় লাল দাগ বা চাপ চাপ দাগ দেখা দেয়, কখনো বা তা ঠিক ঐভাবে না হয়ে কালো কালো দাগ, কিছুটা উঁচু হতে দেখা যায়।

ফুস্ফুড়ি বা দাগ যে ভাবেই দেখা দিক না কেন, এগুলি ফেটে যায় ও ভেতর থেকে কষ বের হতে থাকে। সামান্য মলম, ডেটেল প্রভৃতি লাগালে তা শূন্য হয়ে যায়। তা আবার অন্যত্র দেখা যায়।

3. দেহের প্রধান প্রধান যন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। লিভার আক্রান্ত হতে পারে এবং তার ফলে পেটের গোলমাল, চোখের গোলমাল, জাঁডবু, সিরোসিস হতে পারে।

4. বীজাণুগুলি ফুসফুস আক্রমণ করতে পারে এবং তার ফলে প্লুরিসি বা বক্ষ্যার মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

5. বীজাণুগুলি স্থপিন্ড আক্রমণ করি হার্টের নানা বোগ সৃষ্টি করতে পারে।

6. বৌনাক্র আগাগোড়া আক্রমণ করে তাকে বিকল করে ফেলাতে পারে। মেয়েদের ঋতুস্রাব, ঋতুর গোলমাল প্রভৃতি দেখা দিতে ও আরও নানা লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

7. বীজাণুগুলি মস্তিষ্ক আক্রমণ করে এবং তার ফলে মস্তিষ্ক নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

৪. প্রাথমিক অবস্থায় আক্রমণের পরে যদি সন্তান হয়, তবে তার রক্তে সিরিফালিসের বীজাণু পাওয়া যাবে। পরবর্তী অবস্থায় সন্তান হলে তার নাকের মাঝের Septum ঠিক মতো গঠিত হবে না—তার Palate ঠিকমতো গঠিত হবে না। তার ফলে তার জীবন সংশয় দেখা দেয়। আর প্রকৃত চিকিৎসা না হলে, ঐ সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

এইভাবে এই রোগবীজাণুই দ্বিতীয় স্তর থেকেই নানা মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে।

এই অবস্থাতেই যদি সঠিক রোগ ধরা না পড়ে এবং রক্ত পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয় করা না হয় এবং চিকিৎসা ঠিকমতো না করা হয়—তাহলে ক্ষতিকারক হতে পারে।

তৃতীয় স্তর ( Tertiary Sfafe )— প্রথম আক্রমণের সূদীর্ঘ দিন পরে—অর্থাৎ 2-3 বছর থেকে 5-7 বছর কিংবা আরও পরে, বেহের মধ্যে বীজাণু থাকলে তারা তৃতীয় স্তরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম স্তর থেকে তৃতীয় স্তরের মধ্যে সৃষ্ট সব সন্তানদের দেখে নানা ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন—

1. বেহের স্নায়ুগুদালি আক্রান্ত হতে পারে। এবং তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। বেহের কোনও নির্দিষ্ট অংশ হাত পা বা একটা দিকে বা গোটা নিম্ন অংশ অসাড় হয়ে যেতে পারে বা সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন হয়।

2. অনেক সময় এই আক্রমণের ফলে বীজাণুগুদালি ব্রেনে গিয়ে সব বাসা বাঁধে। তার ফলে রোগীর মাথার বিকৃতি দেখা দেয় ও চিকিৎসা ঠিকমতো না হলে ধীরে ধীরে সে একে বাবে পাগল হয়ে যেতে পারে। তাকে বলে General Paralytic Insanity বা সংক্ষেপে G. P. I. রোগ। এদের স্নায়ুতন্ত্র ও ব্রেন ধীরে ধীরে কর্মহীন ও তা শূন্য হয়ে যেতে থাকে। তার ফলে তাদের পূর্ণ উন্মাদ রোগ হয়ে গেলে আর চিকিৎসায় সারানো যায় না।

3. বেহের যে কোনও অংশের হাড় আক্রান্ত হতে পারে এবং তার ফলে হাড়ের উদ্ভ্রমিত বীজাণু পায় ও তাদের বিকৃতি হয়।

4. কখনো বা চোখ আক্রান্ত হয়। Optic নার্ভ এবং Optic Chiasma প্রভৃতি আক্রান্ত হয় এবং রোগী দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে।

5. লিভার, ফুসফুস, কিডনী, হার্ট, পাকস্থলি, অস্ত্র, প্রীহা প্রভৃতি নানা অঙ্গে বীজাণুর আক্রমণের ফলে নানা গুটিল উপসর্গ দেখা যায়।

বেহের বিভিন্ন অঙ্গে বীজাণুর আক্রমণে ফলে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাদের পৃথক রোগ বলে মনে হতে পারে—কিন্তু তা আসলে এই রোগের পরবর্তী বিহিংস্রকাশ মাত্র।

রোগ নির্ণয়

1. পূর্ব ইতিহাস জানতে হবে, এই রোগ বলে সন্দেহ হবার বাহ্যিক প্রকাশ বা মাঝে মাঝে কি কি প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, তা জানতে হবে।
2. ষোনাঙ্গে ক্যানসার হঠাৎ কিনা জানতে হবে এবং তার বর্তমানে কি কি বাহ্যিক প্রকাশ বা মাঝে মাঝে কি কি প্রকাশ দেখা গিয়েছিল-তা জানতে হবে।
3. সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত W. R. পরীক্ষা করাতে হবে। রক্ত নিয়ে যদি W. R. পরীক্ষায় তা পজিটিভ হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এই রোগ বলে বোঝা যায়।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1. হাড় আক্রান্ত হয়ে Osteomyelitis জাতীয় রোগ হতে পারে।
2. ফুসফুস আক্রান্ত হয়ে প্লুরিসি বা ফঙ্কা জাতীয় রোগ হতে পারে।
3. হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে হার্টের নানা প্রকার রোগ হতে পারে।
4. লিভার আক্রান্ত হয়ে হেপাটাইটিস বা সিরোসিস রোগ হতে পারে।
5. কিডনী আক্রান্ত হয়ে নেফ্রাইটিস জাতীয় রোগ হতে পারে।
6. মায়োসাইটিস আক্রান্ত হয়ে প্যারালিসিস্ জাতীয় রোগ হতে পারে।
7. অন্ড্রাইটিস আক্রান্ত হয়ে অন্ড্রাইটিস্ জাতীয় রোগ হতে পারে।
8. ব্রেন আক্রান্ত হয়ে উল্কা জাতীয় রোগ হতে পারে।
9. অন্ড্রাইটিস ও বীর্ষস্থলি আক্রান্ত হয়ে ধনুভঙ্গ জাতীয় রোগ হতে পারে।
10. প্রোস্টেট আক্রান্ত হয়ে অন্ড্রাইটিস্ ও প্রদাহ জাতীয় রোগ হতে পারে।
11. জরায়ু আক্রান্ত হয়ে নানা ধরনের রোগ হতে পারে।

সিফিলিস রোগীর জটিল শিশু

সিফিলিস রোগাক্রান্ত নরনারীর সন্তানদের মধ্যে নানা প্রকারের এই রোগের লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায়। তার জন্য অবশ্য শিশুর রক্ত পরীক্ষা করে শিশুর সিফিলিসের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। প্রধানতঃ শিশুদের দেহে যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, তা হলো।

1. শিশুদের দেহে ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি দেখা দেয় দেহের নানা স্থানে। কখনো বা এগুনী ফেটে যায় ও রস বের হতে থাকে।
2. শিশুদের দেহে চাপ চাপ উঁচু লাল স্পট্ দেখা যায়—কখনো কালো কালো স্পট্ দেখা যায়।
3. শিশুদের জন্মের পর নাক ভোঁতা হয়—Nasal Septum ঠিক মতো গঠিত হয় না।
4. অনেক সময় তাদের তালু বা Soft Palate ঠিকমতো গঠিত হয় না।

5. তাছাড়া তাদের গঠনের মধ্যে, নানা রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে।
6. অনেক সময় মাভুগর্ভ থেকে 4-5 মাস পর শিশু গর্ভপাত হয়ে বের হয়ে যায়। জরায়ুর সম্বন্ধে ধারণার ক্ষমতা ঠিকমতো থাকে না।
7. শিশুদের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তাদের W. R. পজিটিভ হয়েছে।

### চিকিৎসা

পারদ অর্থাৎ মার্ক'উরিয়াস এই রোগের একমাত্র ঔষধ বলা এখনও অসঙ্গত নয়।

সাধারণ রকমের উপদংশ রোগের প্রথম ও তৃতীয় অবস্থায় একমাত্র মার্ক'সল ৬—নিয়মিত খেলে রোগ সেরে যায়। প্রাথমিক উপদংশ ক্ষতে এবং গৌণ অবস্থায় গলক্ষত ও পুঞ্জযুক্ত উম্ভেদে এটা বিশেষ উপযোগী।

উপদংশ কঠিন আকারের হলে মার্ক'সলের পরিবর্তে (প্রথম ও তৃতীয় অবস্থায়) মার্ক' প্রটো আয়োড ২x সেবা—এই রোগের তৃতীয় অবস্থায় কোলি আয়োড মূল বিচূর্ণ ৫—১০ x প্রধান ঔষধ।

নিচের এই ঔষধগুলির মধ্যে লক্ষণানুসারে আবশ্যিক হয়—গ্রাশ্ব বা বাগী বৃশ্চ পেতে থাকলে—ফাইটোল্যান্ডা ০। পুঞ্জযুক্ত উম্ভেদে—গ্র্যাফাইটিস ৬। তাম্ববর্ণ উম্ভেদে—সালফার ৬। অত্যন্ত পুঞ্জ সঞ্চে—সাইলিসিয়া ৬।

গ্রাশ্ব বা নাসারঞ্চে ক্ষত—অরাম মেট ৬, ৩০।

অশ্বি, দন্তমাড়ি প্রভৃতি আক্রান্ত হলে হিপারসাল্‌ফার ৬।

আঁচিল বা ফুলকাঁপের মত গ্যাজ হলে থুজা ৬, ৩০।

চক্ষুরোগ হলে সিনাবেরিস ৩x চূর্ণ।

বাত বা হাড় রোগে ক্যালি আয়োড ৩x—৩০।

বাগী, উষ্ণ বাথা জ্বরভাব হলে ফেরাম্‌ফস্ ৩x, ৬x।

খুব বেশী ক্ষত হলে ক্যালকোরিয়া ফ্লোর ৩x, ১২x।

উপদংশ বাগী, পুঞ্জ লক্ষণে ক্যালকোরিয়া সালক্ ৩x, ৬x, ১২x বা ৩০x।

উপদংশ পুরোনো, পাতলা স্রাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা গেলে নেট্রাম মিউর ৩x, ৩০x।

বিস্তৃতি-প্রবণ পচনশীল ক্ষত, নানা উৎকট উপসর্গে ক্যালি ফস্ ৩x, ৬x।

ক্ষতস্থানে ক্যালেন্ডুলা মাধার লাগাতে হবে, ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে।

আজকাল এলোপ্যাথিক অ্যান্টিবায়োটিক্‌স প্রথম দিকে খুব কার্যকরী ঔষধ।

### জানুয়ারি ক ব্যবস্থা

1. রোগীর এই রোগ আছে জানা গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তার যৌনিমলন বন্ধ করতে হবে। স্বামী ও স্ত্রীর দুজনের রক্ত পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরুর করতে হবে।
2. সব সময় ঔষধের সঙ্গে বেশি করে জল, ডাব প্রভৃতি খেতে হবে।

3. রোগী সুস্থ হলে, রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে রোগ পূর্ণ সেরে গেছে কিনা।

4. ঐ সময় রোগীকে হালকা ও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে। টক ও নেশা প্রভৃতি বর্জনীয়।

5. গর্ভবতী অবস্থায় নারীর এই রোগ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাব পূর্ণ চিকিৎসা করতে হবে। তারপর সন্তান জন্মের পর তার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

6. যদি গর্ভপাত হয়ে যায় তাহলে ভাল সার্জন দ্বারা Dilate ও কিউরেট করাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধাদি চলবে।

### গণোরিয়া

এটি পুরুষ এবং নারী উভয়েরই একটি যৌনব্যাদি। এটি কেবল মাত্র যৌন সম্পর্কের মাধ্যমেই এক নারী থেকে অন্য পুরুষে বা এক পুরুষ থেকে অন্য নারীতে সংক্রামিত হয়। তাছাড়া অন্যভাবে সংক্রমণের ইতিহাস বেশি পাওয়া যায় না—তার কারণ, এই রোগের সঙ্গে রক্তের কোনও সংস্পর্শ নেই। এটি বংশপরম্পরা সংক্রামিত হয় না বটে তবে গণোরিয়াগ্রস্ত মায়ের পেট থেকে সন্তান হবার সময় এর পুঞ্জ সন্তানের চোখে লাগলে, তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

কারণ—গণোকক্কাস নামে এক জাতীয় ডিম্বোকক্কাস থেকে এই রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বীজাণুগুলি কক্কাস জাতীয় বীজাণু। এগুলি অণুবীক্ষণে ডটের মতো দেখায়। এরা জোড়ায় জোড়ায় একত্রে অবস্থান করে বলে, তাদের 'ডিম্বোকক্কাস' বলে।

এই জাতীয় বীজাণু যদি পুরুষ বা নারীর দেহে থাকে তাহলে তাদের যৌন মিলনের সময় তা তাদের দেহ থেকে অন্যের দেহে সংক্রামিত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ পুরুষ বা নারীর যৌনঙ্গে এই বীজাণু ক্ষতের সৃষ্টি করে থাকে। এই ক্ষতে পুঞ্জ সৃষ্টি হয়। এই পুঞ্জ যদি অন্য নারী বা পুরুষের যৌনঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে এই বীজাণু তাদের যৌন অঙ্গে প্রবেশ করে। তারা সেখানেও বাসা বাঁধে এবং ক্ষতের সৃষ্টি করে। এইভাবে একজনের দেহ থেকে অন্যের দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়।

লক্ষণ—গণোরিয়া রোগের প্রথম অবস্থা অর্থাৎ বীজাণুর সংক্রমণ থেকে শুরুর করে রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাবার মধ্যে সময় কাটে কখনো 2—1 দিন, কখনো বা 5—7 দিন। একে বলা হয় রোগের Incubation পিরিয়ড। এই সময় কেটে যাবার পর যে সব লক্ষণ দেখা যায় :

1. প্রস্রাবে জ্বালা অনুভূত হয়। নারী বা পুরুষ প্রীত ক্ষেত্রেই প্রস্রাবে এই জ্বালা দেখা যায়।

2. তারপর বোঝা যায় মূত্রনালীর মধ্যে ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

পুরুষের ইন্ড্রের ভেতরের নালীতে এবং মূত্রের কাছে ও নারীর মূত্রনালীতে ও যোনির চারপাশে ঘা হতে দেখা যায়। এই সব ঘায়ে জ্বালা থাকে ও তাতে পুঁজ হয়।

3. চাঁকৎসা না হলে, ধীরে ধীরে প্রস্রাবে বাধা ও জ্বালা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রস্রাবের পর টিন্ডুরে চাপ দিলে ( পুরুষের ) সামান্য মতো পুঁজ বের হতে পারে।

4. ক্রমশঃ ঘা ছাড়িয়ে পড়ে। সারাটা Urethra জুড়ে এই ঘা বিস্তৃত হয়। পুরুষের লিঙ্গ মূড়ে ঘা হয়। নারীর মূত্রনালী, মূত্রনালীর মুখ, যোনি, ক্রাইটরিস প্রভৃতি অংশে ঘা হয়।

পুরুষের মূত্রনালী বা Urethra বোঁগ দীর্ঘ বলে তাদের কষ্ট হয় বোঁগ। অনেক সময় প্রস্রাব বন্ধ হবার উপক্রম হয় ও প্রস্রাব করতে খুব কষ্ট হয়।

5. অল্প অল্প জ্বর দেখা দেয়। জ্বর 90 ডিগ্রী থেকে 101 ডিগ্রী পর্যন্ত হয়।

6. জ্বরের সঙ্গে মাথাধরা, গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ করা, শরীরে অশান্তি ইত্যাদি লক্ষণ ক্রমশঃ দেখা দিতে পারে।

7. অনেক সময় কুঁচিকর লিম্ফ গ্রন্থি বা Inguinal গ্রন্থি প্রভৃতি ফুলে ওঠে ও তাতে বাধা হয় প্রচণ্ড।

8 পরে বীজাণু পুরুষের ভেতরের দিক নানা অঙ্গে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। প্রস্রাব বন্ধ, তলপেটে জ্বালা, বাধা প্রভৃতি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

9. নারী দীর্ঘদিন ভুগলে, ঋতুর গোলমাল, ঋতুর সময় জরায়ুতে জ্বালাবোধ ও বাধা প্রভৃতি হয়। ঋতুস্রাব, বোঁগ হতে থাকে। কখনো মাসে দুবার ঋতু হতে পারে। কখনো বা ঋতুর শেষে সমানে শ্বেতস্রাব চলতে থাকে।

10. অনেক সময় শ্বেতপ্রদর অন্য কারণেও হয়—তবে কখনো কখনো গণোরিয়া প্রভৃতি রোগ নারীর এই শ্বেতপ্রদর বা লিউকোমিয়া রোগের কারণ স্বরূপ দেখা দেয়।

11. নারীর ডিম্ববাহী নালী, ডিম্বকোষ প্রভৃতি আক্রান্ত হলে তার সন্তান ধারণ ক্ষমতা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, এবং ঐ নারী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হতে পারে শেষ পর্যন্ত। ডিম্ববাহী নালীর মুখ অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায় এবং জীবনে আর সন্তান সম্ভাবনা থাকে না।

12. কখনো কখনো গর্ভবতী হবার প্রথম অবস্থায় এই বোগ হলে, গর্ভস্থ ভ্রূণ গর্ভপাত হয়ে পড়ে যার, জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে। তাকে বলা হয় Septic Abortion.

13. কখনো-বা গর্ভের শেষ অবস্থায় এই রোগ হলে সন্তান জন্মের সময় তার চোখে এই বোগের পুঁজ লেগে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই এই অবস্থায় শিশু জন্ম নিলে, সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি চোখ ভালভাবে Anti-গণোরিয়া লোশন দিয়ে Wash করে দিতে হয়।



14. অনেক সময় রোগ বেশি এগিয়ে যাবার পর চিকিৎসা করলে ধীরে ধীরে দীর্ঘ চিকিৎসার সারে বটে, কিন্তু জীবনে ঐ নরনারী আর সন্তান লাভ করতে পারে না। তাই সব সময় প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

### জটিল উপসর্গ

1. গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে প্রচুর রক্তপাত হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে।
2. জরায়ুর এগিয়ে গেলে নারী চিরদিনের মত বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া জরায়ুর নানা জটিল রোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি জরায়ুতে টিউমার পর্বন্ত হতে পারে।
3. জরায়ু নিয়ে দীর্ঘদিন ভুগলে এবং ঘা প্রভৃতি চলতে থাকলে, পরে তা থেকে জরায়ুর ক্যানসার হতে পারে।
4. পুরুষের মূত্রনালী, প্রোস্টেট, ব্রাডার প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে খারাপ অবস্থা হয় ও জীবন বিপন্ন হয়।
5. অনেক সময় ইন্ড্রের অগ্রভাগে প্রচণ্ড ঘা হয়ে ইন্ড্রের আগা খসে পড়ার মত অবস্থা হয়।

### রোগ নির্ণয়

1. প্রস্রাবে জ্বালা, ব্যথা, মূত্রনালীতে ব্যথা ও সোলাটে প্রস্রাবের পর পুঁজ বা কষ পড়া প্রভৃতি।
2. রোগদুর্ঘটন নর বা নারীর সঙ্গে মিলনের ইতিহাস পাওয়া যায় সব সময়।
3. পুঁজ বা কষ নিয়ে তা মাইক্রোসকোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে গণোকক্কাস দেখা দেয়।

### চিকিৎসা

বিভিন্ন লক্ষণ অবস্থা ভেদে ঔষধগুলি বর্ণনা করা হয়েছে—

ক্ষতস্রাব বা জ্বালাকর বেদনায়—আসেনিনিক ৬।

গ্রন্থি আক্রান্ত হলে বা নাকের ভেতরে ঘা হলে কিংবা নাকে ক্ষত হতে থাকলে—অরাম মেট ৬।

রোগের পুরাতন অবস্থায় ক্ষয়কর ক্ষত বা অত্যধিক মাত্রায় পারদের অপব্যবহার জনিত উদ্ভেদ লক্ষণে—অ্যাসিড নাইট্রিক ৬।

আঁচিল বা ফুলকাপির মত গাঢ় উঠলে থুজা—৬।

অত্যধিক মাত্রায় মার্কিউরি ( পারদ ) খেলে ও উপদংশ বিষ এই দুটোরই সংযোগ জনিত রোগীর দেহের উপদংশ ( যথা—আঁশু, আঁশু বেদনায় ) মেজোরাম ৬।

চক্ষুরোগ—সিনাবেরিস ৩x ।

বিচূর্ণ বাভরোগে—কোলি আরোড ৬, ৩০ ।

নিচে বারোকোমিক ঔষধ গুলির লক্ষণ দেওয়া হলো—

কোলি-মিউর ৩x, ৬x—উপদংশ রোগের একটি প্রধান ঔষধ। বাকী পুরানো উপদংশে কার্যকারী। এটা বাহিক্য ও অভ্যন্তরিক উভয়ই কার্যকরী।

কোলি ফস ৩x, ৬x—বিস্তৃতি প্রবণ ও পচনশীল ক্ষত, উৎকট উপসর্গচয়।

নোট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—উপদংশের পুরানো অবস্থায়, পাতলা স্রাব।

ক্যালোরিয়া সালফ ৩x, ২০x—উপদংশে পুঞ্জের উপস্থিতির অবস্থা।

ক্যালকারিয়া স্ক্লেটোর ৩x, ১২x—কঠিন ক্ষত।

ফেরাম-কস ৩x, ৬x—বাগী উষ্ণ, স্পর্শ অসহ্য ও স্পন্দন শীল এবং জ্বরভাব থাকে।

অঙ্ককোষে গণোরিয়া প্রদাহে ফাইটোল্যান্ডা বা ক্রিমিটিস্।

স্ত্রী জনন বন্দ-প্রবাহে কার্বো ৬ বা পালস্ ৩।

রক্ত প্রস্রাবে—কান্থারিস ৩x, ৬।

লালার মত স্রাব এবং গণোরিয়ার খুঁজা ৩০, নাইট্রিক এসিড্ ৬, হাইড্র্যাণ্ডিস মাধার প্রয়োগে ভাল ফল দেয়।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —

1. এই রোগ চলাকালে যৌনমিলন সব সময় পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে হবে—যাতে রোগ না ছড়াতে পারে।

স্ত্রী-পদরূষ দৃষ্ণেরই রোগ চিকিৎসা করা উচিত। তা না হলে রোগ আবার ফিরে হতে পারে।

2. রাত জাগা, নেশা সেবন, অনিয়ম প্রভৃতি একেবারে বন্ধ রাখা কর্তব্য।

3. জ্বর থাকলে পাউরুটি সৈঁকে টোস্ট, দুধ, হরলিকস্, বিস্কুট, Protinex প্রভৃতি খাদ্য খেতে হবে। জ্বর ছেড়ে গেলে হালকা মাছ ও তরকারীর ঝোল এবং ভাত খেতে দিতে হবে।

4. টক, দই, মাংস, মশলা প্রভৃতি বর্জনীয়।

5. কাপড় চোপড় ও পোষাক নিয়মিত এন্টিসেপটিক ঔষধ দ্বারা শোয়া কর্তব্য।

### সফট স্যাংকার ( Soft Chancere Chancroid )

কারণ—Hemophylus Ducraji নাউক এক জাতের বীজাণুর আক্রমণ থেকে এই রোগ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই রোগ যৌন মিলনের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়।

যৌন মিলন ছাড়াও অন্যের জামা-কাপড় ব্যবহার (যার রোগ বর্তমান), দাঁড়ি কামানো প্রভৃতির মাধ্যমেও হতে পারে। এই বীজাণু রক্তের সঙ্গে মিশে লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে না।

লক্ষণ—1. এটি ছোট লাল Pimple আকারে ঘোনাঙ্গে দেখা দেয়।

2. পরে এই ফুস্কুড়ি ভেঙে যায় ও আলসার হয়।

3. অনেক সময় ঘোনাঙ্গে বা পদুঙ্গের অঙ্গকোষে ছোট ছোট নরম ফোঁড়ার মত আকারে বের হয়।

এই সব পিম্পল্ নরম বলেই, এর নাম Soft শ্যাংকার।

4. চিকিৎসা না করলে এগুন্টিল পেকে যায়, ছোট ফোঁড়ার মত হয় ও কষ বের হয়।

5. এ থেকে পুঁজ প্রায়ই বের হয় না, ঘন কষের মত বের হয়—Secondary ফুস্কুড়ি থেকে। তবে প্রথমে ঘোনাঙ্গে ঘা হয়, তাতে পুঁজ বের হয়।

6. অনেক সময় আক্রান্ত স্থানের লিমফ্ গ্রন্থিগুন্টিল আক্রান্ত হতে পারে এ থেকে। এটি হয় প্রথমে ঘা হবার 2-3 সপ্তাহ পরে।

7. এতে গনোরিয়ার মতো প্রস্রাবে জ্বালা হয় না। প্রস্রাবনালীর মধ্যে আগাগোড়া প্রদাহ হয় না। এই Pimple ঘোনাঙ্গে বা পরে ঘা বের হয়, সব নরম হয় বলে এর নাম Soft শ্যাংকার।

### জর্টিল উপসর্গ

বিশেষ দেখা যায় না। কেবল মাঝে মাঝে হাতের তালু বা দেহের নানা স্থানে ছোট ছোট নরম ফুস্কুড়ি বের হতে থাকে।

### রোগ নির্ণয়

প্রাথমিক বা পরবর্তী ফুস্কুড়ির কষ নিয়ে পরীক্ষা করলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বীজাণু পাওয়া যায়।

### চিকিৎসা

মার্ক-সল ২x বিচুর্শ, ৬—থেকে এই রোগের ক্ষত বা বাগী আরোগ্য হয়। মার্ক সল ব্যর্থ হলে—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩, ৬ প্রযোজ্য।

ক্ষত পচতে থাকলে—আর্সেনিক ৩।

সামান্য ধরনের গনোরিয়া লিষ আছে বা সিসিফলিস্ বীজ সন্দেহে মার্ক সল ৩, ৬ বা ৩০ দিতে হবে।

পেকে উঠতে থাকলে বা পুঁজ সঞ্চার হতে থাকলে হিপার সাল্ফার ৬, ৩০।

হোমিওপ্যাথি—18

নালী ঘা ধরনের হবার উপক্রম হলে বা শোথভাবে—সাইলিসিয়া ৩x, ৩০।

গলিত ক্ষত মত হবার উপক্রমে ক্যালি আয়োড্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিনবার।

পুঁজ পড়তে শুরু হলে কার্বো অ্যানিম্যালিস্ ৬ বা ব্যাডিয়াগা সেবন এবং সঙ্গে ক্যালেন্ডুলা মাদার লাগানো উচিত।

ক্ষত পেকে ওঠা বা পুঁজ পড়ার জন্য ঔষধ—হিপার সাল্ফার ৬, ৩০, ২০০।

ঘা গভীর হতে থাকলে সাইলিসিয়া ৩x, ৬x থেকে ৩০ অবশ্য দিতে হবে।

সব সময় মনে রাখতে হবে, ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ক্ষত পরিষ্কার করে ক্যালেন্ডুলা মাদার লাগাতে হবে।

অনিদ্রা হলে জেলার্সিমরাম মাদার বা কফিয়া ৬ বা ক্যালি ফস্ ৬x সেবন কর্তব্য।

#### ‘আনুর্ষিক’ বাবস্থা

1. সাধারণতঃ জ্বর না হলে হালকা ঝোল-ভাত পথ্য দিতে হবে।
2. একাধিক ফোঁড়ার মত হয়ে জ্বর হলে পিউরুটি টোস্ট, দুধ, হরলিক্স্, Protinex প্রভৃতি পথ্য।
3. ভিটামিন যুক্ত খাদ্য বা Multivitamin Tablet খেলে উপকার হয়।
4. টক, দই, প্রভৃতি খাদ্য সর্বদা বর্জন করা উচিত।
5. প্রয়োজন বা বেশি হলে Boric কমপ্রেস করা চলতে পারে।

#### । প্রোস্টেটের ক্যানসার। ( Prostatic Carcinoma )

কারণ—প্রোস্টেট গ্রন্থিতে Malignant Growth হলে তাকে বলে প্রোস্টেটের ক্যানসার বা কার্সিনোমা। কিন্তু কি কারণে এটি হয়, তা সঠিক জানা যায় না—কারণ কার্সিনোমার কারণ অজ্ঞাত। তবে দীর্ঘদিন প্রোস্টেটের প্রবাহ বা রোগে ভুগলে, তা থেকে এই রোগ হতে পারে বলে জানা যায়। আবার অনেক সময় হঠাৎ আপনা থেকেই শুরু হয়।

লক্ষণ—1. প্রোস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

2. প্রোস্টেটে চাপ পড়ার ফলে মূত্র ঠিকমতো প্রবাহিত হয় না। ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়তে থাকে।

3. অনেক সময় মূত্র বন্ধ হয়।

4. এটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে থাকে—তা কিছতেই বন্ধ করা সম্ভব হয় না।

5. অপারেশন করে অনেক সময় শেষ পর্যায়ে রোগীকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়, তবে তা সফল হয় না—কারণ এই রোগ কখনো সারে না।

জটিল উপসর্গ

1. পূর্ণ মূত্র বন্ধ ।
2. পেটের মধ্যে ঘা প্রভৃতি হতে পারে ।
3. শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়ে থাকে ।

রোগ নির্ণয়

1. দ্রুত টিউমারের বৃদ্ধি ।
2. X-Ray করলে ধরা পড়ে ।
3. অপাবেশন ও Biopsy করলে রোগ সঠিক নির্ণয় হয় ।

চিকিৎসা

সব সময় মনে রাখতে হবে যে ক্যান্সার এমন একটি রোগ যার পূর্ণ চিকিৎসা আজ অবধি বের হয়নি । লক্ষণ অনুযায়ী যে সব ঔষধে ভাল কাজ হয় তা বলা হচ্ছে—

কার্বো-আর্গিন ১২ বা ৩ বিচুর্গ একটি ভাল ঔষধ ।

জ্বালাকব ক্যান্সার রোগে, আর্সেনিক ৩x, ৬x ।

অ্যাকোন-র্যাডিক্স মাদার—দুঃসহ যন্ত্রণা সহ এই রোগে ।

ল্যাপিস্ অ্যাঙ্কাম—অত্যন্ত জ্বালাসহ ।

সপ্তাহে মাত্র একবার কার্সিনোসিন ৩০ বা ২০০ দিলে ভাল ফল দেখা যায় ।

এক্স রে ৩১, ২০০—সপ্তাহে একবার দিলে ভাল ফল হয় ।

সোলেনিয়াম ৩০, ২০০ সপ্তাহে একবার করে দিলেও ভাল ফল হয় ।

বায়োকোমিক ক্যালকোরিয়া ফ্লোর ১২x-এ ভাল ফল হয় ।

রুটা মাদার পাঁচ ফোঁটা কবে জলসহ রোজ দু-তিনবার খেলে ভাল ফল দেখা গেছে ।

সোলিয়াম অ্যাপারাইন মাদার দুঃসহ ৩০ ফোঁটা কবে রোজ দু-তিনবার ।

ল্যাকসিস ৬, ৩০ অনেক প্রচুর সফল দেয় ।

অনুঘাতক ব্যবস্থা।

1. শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়ম কানুন মেনে চলা কর্তব্য ।
2. অপারেশনের পর ঔষধাদি খেতে হবে যা দ্রুত শ্রুৎকোবার জন্য ।

ধূজভঙ্গ ( Impotency )

কারণ—ধূজভঙ্গ বা Impotency সব সময় একটি রোগ বলে মনে করা যায় না ।

পুরুষের যৌন উত্তেজনা ও যৌনতার স্থায়িত্ব বম বেশি হয়, তার বেহের বিভিন্ন হর্মোনের ক্রিয়ার কম বেশির ফলে । কিন্তু যৌন উত্তেজনা বা যৌন স্থায়িত্ব কম হওয়াই

সব সময় ধ্বজভঙ্গ বা Impotency-এর লক্ষণ নয়। অনেক সময় দেখা যায়, তার যৌন ক্ষমতা ঠিকই আছে, কিন্তু মানসিক কারণে বা হীনমন্যতার জন্য এটি হচ্ছে।

অনেক সময় অনেকেই যৌবনে অনেক বেশি বীর্যক্ষয় করে থাকেন, নানা কৃত্রিম মৈথুন দ্বারা, তাদের মনে একটা ভুল ভাব বাসা বাঁধে। তারা ভাবে যে আমার যৌন ক্ষমতা বোধ হয় কম।

আবার অনেক সময় যৌন ক্ষমতা কিছুর বা সামান্য কম হলে পুরুষ মনে কবে, আমার বোধ হয় একেবারে যৌন ক্ষমতা নাই। পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয় সামান্য ছোট বড় হতে পারে প্রকৃতির নিয়মে বা বংশগত ধারায়। কিন্তু এটি ক্ষুদ্র বলে অনেক পুরুষ ভাবেন আমি বোধ হয় যৌন অক্ষম। আবার অনেকে নিয়মিত কৃত্রিম মৈথুন করেন ও উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খান না বলে তাদের যৌন উত্তেজনা, ইন্দ্রিয় উত্থান ঠিকমত হয় না। তারা ভাবেন যে হয়ত আমার ধ্বজভঙ্গ হইবে।

বেশি পরিশ্রম, পুষ্টির অভাব, দেহে উপযুক্ত প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে এটি দেখা দেয়। বেশি পরিশ্রম, অনিয়ম, রাতজাগা ইত্যাদি নানা কারণেও এই অবস্থা আসতে পারে।

এই সব রোগীকে চিকিৎসা করলে, এদের রোগ সারানো যায়। কিন্তু যারা জন্ম থেকেই অতিরিক্ত হরমোনের অভাব, মায়নিক দুর্বলতার ভোগে, তাদের রোগ সারানো খুব কঠিন।

তাই এই রোগকে কারণ গত ভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. প্রকৃত ধ্বজভঙ্গ রোগ বা জন্মগত ভাবে ধ্বজভঙ্গ রোগ বা Congenital Impotency.

2. যাদের মানসিক বা দৈহিক কারণে এটি হয় তাদের বলা হয় Acquired Impotency.

দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগ যতো সহজে আরোগ্য লাভ করে থাকে—প্রথম শ্রেণীর রোগ তত সহজে আরোগ্য করা যায় না একথা ঠিক।

লক্ষণ—উপরের দুটি শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী ধ্বজভঙ্গ বা Impotency তাই দুই ধরনের হতে দেখা যায়।

#### জন্মগত ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ

1. এদের যৌবন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোচিত গুণাবলী ঠিকমতো ভাবে আত্মপ্রকাশ করে না। এদের দেহ দুর্বল হয়। মন সরল হয় না—সব সময় হীনমন্যতা ও দুর্বলতা দেখা যায়।

2. যৌবনে ঠিক যে সময় যৌবনের আবির্ভাব হওয়া উচিত, তা হয় না। সেকেন্ডারী sex চরিত্র ঠিক মতো ভাবে এদের মধ্যে আসে না। এ সবই হয় দেহের নানা হরমোনের অভাবে এবং মায়নিক অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে।

3. যৌবনের আগমন হলেও ঠিকমতো ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয় না। ইন্দ্রিয় ঠিকমতো দৃঢ় হয় না এবং বীর্যপাত কখনো হয় না—কখনো বা অতি সামান্য দৃ-এক ফোঁটা হয়।

4. অনেক সময় এদের মধ্যে নানা নারী সুলভ গুণাবলী ও নারী সুলভ চেহারা দেখা যায়।

5. কখনো বা এদের যৌন উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উত্থান, বীর্যপাত প্রভৃতি কিছুই হয় না।

মানসিক বা দৈহিক কারণে

( Acquired Impotency )

1. অনেক সময় এটি একেবারেই রোগ নয়, শুধুমাত্র মানসিক কারণই এর জন্য দায়ী। তারা প্রকৃত ভাবে যৌন সূক্ষ্ম কিন্তু নিজের মনের মধ্যে বেশি কৃত্রিম ভাবে বীর্যপাতের জন্য একটা পাপ বোধ থাকে বলেই, তারা নিজেদের রোগী বলে মনে করে।

2. অনেকের দেখে যৌন হরমোন বা অন্য গ্রন্থির হরমোন সামান্য কিছু কম নিঃসরণ হবার জন্য যৌন উত্তেজনা সামান্য কম থাকে। তারা মনে করে যে তারা রোগী কিন্তু সামান্য চিকিৎসাতেই সেরে যায়।

3. যৌবনের প্রথমেই অতিরিক্ত বীর্যপাত, নানা অনিয়ম, নেশাসেবন, রাতজাগা, অত্যাচার প্রভৃতি কারণে পূর্ণ উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উত্থান ঠিকমতো হয় না।

4. যতটা দৈহিক বীর্যক্ষয় হয়, ততটা খাদ্য ঠিকমতো গ্রহণ করা হয় না। তার ফলে তাদের মনে একটা এই ভাব আসবে, তারা রোগে ভুগছে। উপযুক্ত প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতি খাদ্য না খাওয়া, পেটের রোগ ও নানা রোগে ভোগা প্রভৃতি এর কারণ।

5. অনেক সময় অন্যের যৌন উত্তেজনা বেশি এবং নিজের তাহা কম মনে ভেবে একটা মানসিক হীনমনাতা মনে বাসা বাঁধে। তার ফলে এটি হয়।

6. হরমোনের ক্রিয়ার কম-বেশীর জন্য অথবা জন্মগত বা পৈতৃক সূত্রের কারণে অনেকের ইন্দ্রিয় একটু ছোট হয়। তার জন্য অন্যের তুলনায় আমার ইন্দ্রিয়ের আকৃতি ছোট এই মানসিক হীনমনাতার ফলে, এটা ধ্বংসের মানসিক কম্পনা এসে যায়।

রোগ নির্ণয়

1. দ্রুত বীর্যপাত—অর্থাৎ বীর্য ধারণের সমস্ত যতোটা হওয়া উচিত তার চেয়ে কম হয়।

2. ইন্দ্রিয়ের উত্থান অনেক কম হয়।

3. বীৰ্যপাত স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি তরল হয় ।
4. বীৰ্যপাতের পর দুর্বলতা বোধ প্রভৃতি দেখা যায় ।

### জটিল উপসর্গ

1. পূর্ণ যৌন আনন্দের অনুভূতি জীবনে কম হয় এবং দাম্পত্য সুখ ব্যাহত হয় ।
2. পূর্ণরূষোচিত গুণ ঠিকমতো প্রকাশিত হয় না । দাম্পত্য আনন্দের পূর্ণতা ব্যাহত হবার জন্য দাম্পত্য জীবন অসুখী হয় ।
3. অনেক সময় বীৰ্যে শব্দক্রকীট ঠিক মতো না থাকার জন্য সন্তান সৃষ্টি ব্যাহত হয় ।
4. মনে কাম ভাব থাকলেও তার প্রকাশ ও যোনিসুখ না হবার জন্য মানসিক অবসাদ, হতাশা প্রভৃতির সৃষ্টি হয় ।

### চিকিৎসা

স্যাভাল সেরুলেটা ৩—(প্রতি মাত্রায় পাঁচ থেকে দশ ফোটা পর্যন্ত) দুর্বল নিবন্ধন সঙ্গমে অসমর্থ হলে, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত সঙ্গম প্রভৃতি কারণে ধূজভঙ্গ এবং নির্দেশক ।

অ্যান্ডেনা স্যাটাইভা ৩—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অস্বাভাবিক মৈথুন, অনিয়মিত হাঁস্পন্ন পরিচালনা প্রভৃতি কারণে জনিত ধূজভঙ্গের এটা একটি ভাল ঔষধ । ৫ ফোটা করে দিনে দুবার খাওয়ানো উচিত ।

অ্যাগাস ক্যাষ্টস ২x, ৩—রোগ সামান্য অথবা রোগের প্রথমাবস্থায় ।

ফস্ফোরিক অ্যাসিড ১x, ৩—অতিরিক্ত স্ত্রী সঙ্গমের জন্য রোগে ।

লাইকোপোডিয়ারাম ৩০, ২০০—রোগ পুরানো হলে ।

অ্যানাকার্ডিয়া ৬, ২০০—যে সমস্ত যুবক হস্তমৈথুন বা বেশ্যা সহবাসের জন্য নিজেদের ধূজভঙ্গের জন্য বিবাহ করতে চায় না । এদের পক্ষে একটা উত্তম ঔষধ ।

স্ট্যাফিস্যাগিয়া ৩, ৩০—অবৈধ ও অনিয়মিত হিন্দ্র পবিত্রতাপ্ত, সর্বদাই ঐ সম্বন্ধে ঐকান্তিক চিন্তা, শীর্ণদেহ, লজ্জাবনত দৃষ্টি, নিরুদাম জড়সড় ভাব, পিঠে বাথা, প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধে ভাল ফল দেয় ।

নেট্রাম-মিউর ১২x, ২০০—অতিরিক্ত শব্দক্রকরণজনিত ধূজভঙ্গ ।

### আনুর্ষিক ব্যাধি

1. ভাল প্রোটিনযুক্ত খাদ্য, দুধ, ছানা, দুই, মিষ্ট, মাছ, ডিম, মাংস প্রভৃতি রোজ গেতে হবে ।
2. ভালভাবে নিয়মিত জীবন যাপন করা খুব ভাল উপায় । কঠিন মৈথুন বর্থা-সম্ভব ত্যাগ করতে হবে ।



3. মানসিক শাস্তির ভাব ও মনের বল ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে।
4. নিয়মিত ভাল পথ্য, ঔষধ প্রভৃতি সেবন করার পর উন্নতি হয়, তারপর কিছু দিন পরে ঔষধ বন্ধ করে শুধু পুষ্টিকর পথ্য চালাতে হবে।
5. অসৎ বন্ধু, অসৎ চিন্তা প্রভৃতি ত্যাগ করে মননশীলতা ও মানসিক শাস্তি চাই।

### ফাইমোসিস রোগ ( Phymosis )

কারণ — পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে হলো গ্ল্যান্স। পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয় সর্বদা চর্মযুক্ত থাকে বটে, কিন্তু এই গ্ল্যান্সের সামনের চর্ম থাকে শক্ত, এই চর্ম পেছনে টান দিলেই গ্ল্যান্সটি চর্মযুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

কিন্তু অনেক সময় সামনের চামড়ার অগ্রচ্ছদাটির ( Prepuce ) সামনে খুব স্ফুল্কু হিঁদ্র থাকে। তার ফলে যদি গ্ল্যান্সটি জ্বরে টানা যায়, তাহলে ঐ প্রোপিউস সরে গিয়ে গ্ল্যান্সটি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। একে বলা হয় Pinhole meatus এবং এই রোগকে বলা হয় ফাইমোসিস রোগ।

লক্ষণ — 1. অগ্রচ্ছদা ধরে পেছনের দিকে টানলেই তার মাঝ দিয়ে গ্ল্যান্সটি প্রকাশ পায় না।

2. গ্ল্যান্সটি বের করার চেষ্টা করলে, ইন্দ্রিয়ে বাথা লাগে, কিন্তু তা বের হয় না।

এই রূপ থাকলে সব সময় স্ফুল্কু যৌন অধিকারী হওয়া যায় না।

### চিকিৎসা

ফাইমোসিস রোগে অ্যালোপ্যাথিক মতে একমাত্র অপারেশন ছাড়া অন্য কোনও ঔষধ নেই।

অবশ্য ভাল সার্জনের দ্বারা অপারেশন করলে এই রোগ সেরে যেতে পারে।

তবে আবার অপারেশন ঠিকমতো না হলে তার ফলে অনেক অশুভ ঘটনা ঘটতে পারে।

হোমিওপ্যাথিক মতে এর চিকিৎসা করলে অনেক সময় স্ফুল্কু পাওয়া যায়।

লিঙ্গমূণ্ডের অগ্র ভাগের আবরক চর্মে ফাটল বা Fissure থাকলে মার্ক কর ৬ বা ৩০ ভাল ফল দেয়।

ত্বক চুলকালে বা প্রদাহিত হলে—রাসট্র ৬ বা ৩০ স্ফুল্কু দেয়।

ফোলা, লাল রঙ ও উত্তপ্ত হলে তার জন্য ক্যানাবিস্ ৩x।

প্যারাফাইমোসিস্ হলো আবরক চর্ম দ্বারা অগ্রভাগ ঢেকে রাখতে না পারা। এর প্রেক্ষে ঔষধ হলো কলোসিস্ ৩, ৬ বা ৩০।

লিঙ্গমূণ্ডের শৈথিল্যক বিলম্বী প্রবাহ এবং পূঞ্জ ভাবে নাইট্রিক এসিড ৬ ।  
 লিঙ্গমূণ্ডকে ফুস্কুড়ি, জ্বালা, মামাডি পড়া প্রভৃতি লক্ষণে, পালসেটিলা ৬ ।  
 জ্বরের নীচে হিরিদ্ভাভ রস, আঁচিল প্রভৃতিতে, পূঞ্জা ৩০ ।  
 নিয়মিত ঈষৎ উষ্ণ সাবান জল দিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করা কর্তব্য ।

### অণ্ড নেমে না আসা . ( Undescended Testis)

কারণ—সাধারণতঃ শিশুর প্রুণ অবস্থায় তার দুটি অণ্ড পেটের মধ্যে থাকে এবং সেখানে থেকে বর্ধিত হতে থাকে, কিন্তু অনেক সময় শিশুর দেহ বর্ধিত হবার পর এবং শিশু জন্মের সময় তার অণ্ড দুটি পেটে থেকে যায় ও হৃৎস্থলিতে নেমে আসে না ।

শিশু জন্মের অনেক আগেই তার অণ্ড দুটি নেমে আসা প্রকৃতির নিয়ম । কিন্তু তা না হয়ে অনেক সময়ে এটি পেটে আটকে থাকে । শিশুর অণ্ডকোষ কখনো বা মাত্র একটি অণ্ড দেখা যায়, কখনো বা একটি অণ্ডও নেমে আসে না এবং তার ফলে অণ্ডকোষে কোন অণ্ড দেখা যায় না । তাকে বলা হয় অণ্ড নেমে না আসা বা Undescended testis রোগ ।

লক্ষণ—অনেক সময় জন্মের পর এটি একদিকে থাকে । কখনো বা কোন দিকেই থাকে না । কখনো বা এটি জন্মের পর না থাকলেও শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণ্ড নেমে আসে ।

কখনো শিশুর বয়স 2-3 বছর হলে এটি নেমে আসে । কখনো বা আরও পরে নেমে আসে ।

### চিকিৎসা

অণ্ড নেমে না আসার জন্য বিশেষ চিন্তার কোনও কারণ নেই । অনেক সময়ই আপনা থেকেই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটি নেমে আসে ।

বয়স বৃদ্ধি হলেও অণ্ড না নামলে এবং যৌন দুর্বলতা থাকলে অ্যাসিড ফস ৩, ৬ বা জেলস্ ১x ৩ ।

দুর্বলতার জন্য সঙ্গমে অসমর্থ হলে দিতে হবে স্যাবাল সেরুলেটামাদার—পাঁচ দশ ফোঁটা জলসহ ।

অ্যাগাস্ ক্যাণ্টস মাদার—পাঁচ ফোঁটা করে দিনে দুবার ভাল ফল দেয় ।

থাইরয়ডিনাম ৩০, ২০০ বা প্রয়োজনে ১০০০ এই রোগে শিশুকালে একটি প্রধান ঔষধ । কখনো একটি কখনো বা দুটি অণ্ড নামে না । এই ঔষধে তার অপূর্ণ ফল দেখা যায় ।

প্রসবকালে শিশুর দেহে কোনও আঘাত লাগার জন্য অণ্ড না নেমে এলে, আঁর্পিকা ৩, ৩০ বা ২০০ দিতে হবে ।

প্রয়োজনে লক্ষণ অনুযায়ী সাল্‌ফার ৩০ বা ২০০ দিনে ভাল কাজ হয়।

দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব, অতিরিক্ত ফোলা দেহে, কপাল বা দেহে ধাম, দুর্বলতা, দেহ ঠিকমতো গঠিত না হওয়া লক্ষণে, ক্যালকোরিয়া কার্ব ৬।

প্রয়োজনে লক্ষণ মিলিয়ে বেলেডোনা ৬ বা ৩০ দিনেও ভাল কাজ হয়।

যদি ঔষধে কাজ না হয় তা হলে চার-পাঁচ বহুবৈব পদ গ্রন্থ চিকিৎসা করানো অত্যাৱশ্যক যাতে ক্যানসার প্রভূত না হয়।

### আনুষ্টিগিক ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য বিধি ঠিকমতে পালন করতে হবে। অনেকের মতে পাঠার গুণ্ডকোষ নিরামত রাখা করে খেলে সফল দের। ভিটামিন জাতীয় খাদ্যাদি খেলেও এতে অনেক উপকার পাওর হয়।

### যৌন ইন্ড্রিয়ের গঠনজনিত রোগ

যৌন ইন্ড্রিয়ের গঠনজনিত নানা রোগ মাঝে মাঝে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে নানা প্রকার ভেদ দেখা যায় যেমন—

1. ক্ষুদ্র ইন্ড্রিয় বা Smaller male external Sex Organ।
2. দীর্ঘ ইন্ড্রিয় বা Larger male external Sex Organ।
3. বক্র ইন্ড্রিয় বা Curved male external Sex Organ।

এই সব রোগ সব সময় সকলের হয় না। এর মধ্যে কিছু হলো প্রকৃত রোগ। কিছু আবার মানসিক কারণে হয়। তা হলো দ্রাশ্ব ধারণা মাত্র। এই রোগ কি ধরনের তা প্রকৃত ভাবে নির্ণয় করে তার চিকিৎসা করতে হবে।

সব সময় ঔষধে কাজ হয় না—তার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা সংযম, স্বাভাৱ ও আত্ম-বিশ্বাস ও প্রকৃত ধারণা যাতে মনে সৃষ্টি হয়, এ সব দিকেও নজর রাখা কতাব্য।

ক্ষুদ্র ইন্ড্রিয়—এটি সব সময়ে যে একটি রোগ তা ঠিক নয়। কখনো বা প্রকৃতই এটি রোগ, কখনো বা মানসিক কারণে এটি একটি রোগ বলে মনে হয়।

তাই প্রকৃতপক্ষে এটি রোগ কিনা এবং তার চিকিৎসা প্রয়োজন কিনা, তা আগে নির্ধারণ করা অবশ্য কতাব্য।

একে তাই বিজ্ঞানীরা মোট তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো—

(a) প্রকৃত ক্ষুদ্র ইন্ড্রিয়। (b) অপ্রকৃত ক্ষুদ্র ইন্ড্রিয়। (c) আর্পেক্ষিক ক্ষুদ্র ইন্ড্রিয়।

এ বারের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে—

(a) প্রকৃত ক্ষুদ্র ইন্ড্রিয় —এদের ইন্ড্রিয় প্রকৃত পক্ষেই ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। সাধারণতঃ সন্ধ্যু দেহীর ইন্ড্রিয়ের দৈর্ঘ্য হয় অনুশৌচিত অবস্থায় আড়াই থেকে সাত

তিন ইঞ্চি। এটি উত্তেজিত হলে তার দৈর্ঘ্য হয় পাঁচ থেকে ছয় বা কখনো সাড়ে ছয় ইঞ্চি। এর চেয়েও ছোট হতে পারে, তবে তখন তা ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের পর্ষায় পড়ে।

যদি ইন্দ্রিয় অনুত্তেজিত অবস্থায় দুই ইঞ্চি বা তারও ছোট হয় আন উত্তেজিত হলে চার বা তার ছোট হয় তবে তাকে প্রকৃত ক্ষুদ্র বলা হয়।

(b) - অপ্রকৃত ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় — আড়াই ইঞ্চি বা তার কাছাকাছি, কিন্তু তবু মানসিক কারণে নিজেই ইন্দ্রিয়কে ক্ষুদ্র ভাবেন এবং উত্তেজিত হলে পাঁচ বা তার বেশী হলেও তাকে ক্ষুদ্র ভাবেন। তাঁদের এটি প্রকৃত কোন রোগ নেই—তাই তাঁদের কোন রকম চিকিৎসার আদৌ প্রয়োজন নাই। মানসিক কারণে তাঁরা নিজেদের হীনমন্যতার জন্য নিজেদের ইন্দ্রিয়কে ক্ষুদ্র ভাবতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁরা যদি বিবাহ করেন এবং যৌন মিলনে রত হন তাহলে দেখতে পাবেন তাঁদের কোন রকম রোগই নেই।

অনেকে ভুল করে ভাবেন যে, যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের দৈর্ঘ্যের উপর। তাঁদের এ ধারণা সব থেকে ভুল। অনেক সময় দীর্ঘ ইন্দ্রিয়ের চেয়েও ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের লোককে বেশী যৌন ক্ষমতাসম্পন্ন দেখা যায়। তাই এটি মানসিক ভ্রান্তি মাত্র।

(c) আর্গেস্টিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় — অনেক সময়ে কেউ হয়তো দেখতে পেলেন যে তার কোন বন্ধুর বা কোন লোকের ইন্দ্রিয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কিন্তু নিজেরটি ক্ষুদ্র। তাঁরা তখন একটি দ্রাশ্চ ধারণার বশে চলতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর নিজের রোগ আছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। তাঁদের মধ্যে এর ফলে নানা মানসিক ক্রিয়া শুরু হয়। তার মধ্যে একটি মানসিক দুর্বলতা দেখা দেয়—তাকেই বলা হয় আর্গেস্টিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়। এটি কোনও রোগ নয়। মনোবল সহকারে যদি মনে করা যায়—আমার পূর্ণ যৌন ক্ষমতা আছে—তাহলে বিবাহিত জীবনে, তাঁরা সুখী হতে পারেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, নর-নারীর আকৃতি অনুসারে তাদের ইন্দ্রিয় ও যৌন অঙ্গ কিছুটা ছোট-বড় হয়, তাই আকৃতির হিসাব করে বিবাহ দেওয়া হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিবাহ হলে তাঁরা বৃদ্ধিতে পারেন যে, স্থায়ী তুলনায় তাঁর ইন্দ্রিয় ক্ষুদ্র নয়।

### রোগ নির্ণয়

1 উপরের লক্ষণগুলি থেকে ক্ষুদ্রতা কোনটা প্রকৃত তা বোঝা যায়। আর প্রকৃত ক্ষুদ্রতার সঙ্গে দ্রুত পতন, বৃক খড়খড় করা, দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি নানা লক্ষণ থাকে স্বাভাবিক।

2. যৌন ক্ষমতা কম, বীর্যে গুরুত্বট না থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে, তখন তা প্রকৃত রোগ বোঝায়।

### জটিল উপসর্গ

1. যৌন মিলনে ভীতি।
2. অল্প মিলনে দেহের দুর্বল ভাব।

3. দৈহিক দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, সর্বদা ক্লান্তিবোধ ও বিরক্তি ।
4. দাম্পত্য অশান্তির ভাব প্রভৃতিও হতে পারে ।

### চিকিৎসা

ক্ষুদ্র ইন্ডিয় এমন একটি রোগ নয় যে সব সময়ই তার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন ।

শতকবা 50 ভাগ ক্ষেত্রে এটিকে একটি মানসিক রোগ বলা হয়। তাই সেই সব ক্ষেত্রে ভাল খাদ্য—প্রোটিন ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য প্রভৃতি খেলে ভাল কাজ হয় ।

যদি পূর্ণ যৌন ক্ষমতা থাকে, তাহলে ক্ষুদ্র ইন্ডিয় কোনও সমস্যাই নয় ।

কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতা না থাকলে এবং যৌন দুর্বলতা থাকলে তার জন্য ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে থাকে ।

স্যাভাল সেরুলেটো মাদার (প্রতি পাঁচ থেকে দশ ফোঁটা) রোজ দুবার কয়েক সপ্তাহ সেবনে ভাল ফল দেয় ।

অ্যাভেনা স্যাটাইভা মাদার—পাঁচ ফোঁটা কবে দিনে দুবার কয়েক সপ্তাহ খেতে হবে । এটি যৌন দুর্বলতারও ঔষধ ।

অ্যাগাস্ ক্যাফ্‌স মাদার—এই রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই দেওয়া চলে । এটি দুই থেকে পাঁচ ফোঁটা রোজ দুবার করে সাত দিন খেতে হবে ।

পুবোনো রোগে অন্য ঔষধে কাজ ঠিক না হলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০ বা ২০০ ।

অ্যানাকার্ডিয়াম ৬—২০০ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বাইয়োকেমিক নেট্রোম মিউর ৬x থেকে ২০০x ভাল ফল দেয় ।

দীর্ঘ ইন্ডিয় —দীর্ঘ ইন্ডিয়ও ঠিক ক্ষুদ্র ইন্ডিয়ার মতো একটা রোগ নয় । প্রকৃত অর্থে দীর্ঘ ইন্ডিয় খুব কম হয়, যাদের ইন্ডিয় উৎপন্নকার মাধ্যমে দীর্ঘ বলে মনে হয় উপযুক্ত দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী নারীর সঙ্গে বিবাহ হলে তাদের ঐ দীর্ঘ স্বাভাবিক বলে মনে হবে ।

অনেক সময় অন্যের তুলনায় দীর্ঘ বলে মনে হবার জন্য একটা মানসিক কম্প্লেক্স আসে, এটি রোগ নয় । অনেক সময় ক্ষুদ্র যৌনিযুক্ত নারীর সঙ্গে বিবাহ হবার জন্য বিবাহের পর মিলনে কষ্ট হয় । তার ফলে মনে হয় যে, দীর্ঘ ইন্ডিয় বোধ হয় ব্যাধি । কিন্তু তা নয়, বিবাহের পর একটি সম্ভব প্রসব হবার পর দেখা যাবে যে এটি স্বাভাবিক হয়ে গেল এবং এটি প্রকৃত অর্থে দীর্ঘ নয় ।

### চিকিৎসা

দীর্ঘ ইন্ডিয়ে কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না । যদি প্রবল কামভাব মনে না জাগে । পুরুষের প্রবল কামভাব জাগলে পিক্রক্ অ্যাসিড্ ৬ ভাল ফল দেয় ।

নারীর প্রবল কামভাবে প্রাটিনা ৬, ২০০ ।

হস্ত মৌথন ও স্বপ্নদোষ প্রকৃতির জনে।

পদ্রুবেষ পক্ষে ক্যান্থারিস ২x থেকে ৬ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মেয়েদের পক্ষে প্রবল হস্ত-  
মৌথন বা কৃষ্ণ মৌথন ইচ্ছায় প্রাটনা ৬।

হস্তমৌথনের ইচ্ছা কম হয় (ছেলেদের জন্য)—ওরিগেনাম মেজোবেণা ৬, ৩০।

মৌথন পূর্ণ হয় না, আগেই পদ্রুবেষ শত্রুপাত হয় লক্ষণে ফস্ফরাস ৩, ৩০ ভাল  
ফল দেয়।

স্বপ্নদোষ, তাব জনা দুর্বলতা, বন্ধ খড়খড় কবা প্রকৃতি লক্ষণ, দুর্বলতা, মাথা  
ঘোবা প্রভৃতিতে লাইকোপোডিয়াম ৩০ বা ২০০।

হস্তমৌথন ইচ্ছা, অতিরিক্ত কামভাব—ক্যালকোবিয়া কার্ব ৬, ৩০।

ফোটা ফোটা প্রস্রাব, ক্রন্দালা, হস্তমৌথন ইচ্ছা, প্রস্রাব কম হয়—ক্যান্থারিস ৬, ৩০।

ক্যালকোবিয়া কার্ব ৬—৩০ উপকারী ঔষধ। বায়োকেমিক ক্যালকোবিয়া ফস্ফ  
.৩x, ৩০x।

বক্র ইন্দিয়—বক্র ইন্দিয়কে ঠিক দুই ভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কখনো  
বা ইন্দিয় প্রকৃতই বক্র, কখনো বা এটি রোগ নয়—এটি মানসিক ভ্রম।

নারীর যৌনি সরল রেখা নয়—তা সামান্য বক্র। ঠিক সেই অন্তর্দ্বারী পদ্রুবেষ  
ইন্দিয় পূর্ণ উত্তেজিত হলে, তা সামান্য বক্র বলে মনে হয়। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক  
—সেটি রোগ নয়।

অনেক সময় অনেকের ফাইমোসিস্ রোগ থাকে, তার ফলে তার ইন্দিয় উত্তেজিত  
হলে বক্র বলে মনে হয়। এটি কঠিন রোগ নয়।

এই রকম অবস্থা হলে তাদের অবিলম্বে অপারেশন করলে ইন্দিয়টি স্বাভাবিক  
হলে যাবে।

যাদের যৌনি দুর্বলতা থাকে—তাদের অনেক সময় স্বাভাবিক ইন্দিয় বক্র বলে ভ্রম  
হয়। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে তাব ফাইমোসিস্ প্রকৃতি আছে কিনা তা  
থাকলে, তার দেহ সূস্থ হবে না।

বিবাহের পরে যদি স্বাভাবিক ভাবে যৌনি মিলন হতে থাকে, তা হলে দেখা যাবে,  
তার ইন্দিয় ঠিক আছে।

স্বাভাবিক যৌনি মিলনই ইন্দিয়ের সূস্থতার পরিচয় তা সব সময় মনে রাখতে হবে।

### অতিরিক্ত কামভাব

#### ( Hyper Sex Appetite )

কারণ ও লক্ষণ —। আগেই বলা হয়েছে যে কামভাব পদ্রুবেষের কম-বেশী  
হয় তাব দেহে হরমোন নিঃসরণের কম-বেশির উপর। যদি কারণ উত্তেজনা বেশী হয়  
হরমোন বেশী নিঃসরণ হবার জন্যে, তাব মনে অতিরিক্ত কামভাব জাগতে পারে।

2. অনেকের মধ্যে সত্যিকারের কামভাব থাকে না। তারা দিনরাত কুসংসর্গে ও নানা ভাবে কার্মাচিন্তা করে বলে ঘন ঘন যৌন উত্তেজনা আসে। কিন্তু তার ফলে দেখা যায়, তাদের বীর্ষ প্রথম বারে গাঢ় হলেও, পরে তরল বীর্ষ বের হয়। ঠিকমতো পদার্থের অভাব হলে তাদের দেখে দুর্বল হয়ে থাকে।

3. অরাম কার্মাচিন্তার জন্য অনেকের ঘন ঘন স্বপ্ন মৈথুন হতেও দেখা যায়। উত্তেজনা জাগতে পারে, এটি সত্য নয়, নেশার প্রভাব মাত্র বলা হয়।

4. কারও বা কৈশোর থেকেই ঘন ঘন কৃষ্টি মৈথুন বরণের জন্য তার যৌন অঙ্গে ঘন ঘন কামের চাপ আসতে দেখা যায়।

5. অনেক সময় নতুন বিবাহের পব বা হঠাৎ নতুন নারীসঙ্গ লাভের জন্য ঘন ঘন কামভাব জাগে। কিন্তু তা অতিরিক্ত যৌন ক্ষমতা নয়।

6. অনেক সময়ে গনোরিয়া, সর্ফিলিস প্রভৃতি বোগে আক্রান্ত হবার জন্য এমন দেখা যায়। কিন্তু তা প্রকৃত উত্তেজনা নয়।

তাই প্রকৃত অতিরিক্ত কামভাব কিনা আগে তা দেখা কর্তব্য।

প্রকৃত কামভাব বেশি হলে, তার স্বাস্থ্য হানি হবে না। তার মন সব সময় অন্যত্র ব্যাপৃত রাখার চেষ্টা করলেও তার ঘন ঘন হৃদয় উত্থান হবে। এমন অবস্থা খুব কম দেখা যায়।

**জটিল উপসর্গ**

যৌন রোগাদি হলে তার নানা উপসর্গাদি দেখা দিতে পারে—তা না হলে জটিল উপসর্গ বিশেষ দেখা যায় না। তবে বেশি কামভাব, দুর্বলতা বা স্ত্রীর বিবর্তিত ঘটলে তার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন।

**রোগ নির্ণয়**

সব সময় ভালভাবে দেখে রোগ নির্ণয় করা অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতই অতিরিক্ত কামভাব না হলে তার জন্য ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না।

**চিকিৎসা**

অতিরিক্ত কামভাব পুরুষ এবং নারী উভয়েরই আসতে পারে।

কিন্তু এটি প্রকৃত অতিরিক্ত কিনা, তা সঠিক বিচার না করে ঔষধ খাওয়া উচিত নয়।

যদি প্রকৃত কাম প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং তার জন্য শারীরিক কুফল দেখা দেয়, তাহলেই ঔষধ সেবন করা কর্তব্য।

নারীদের অতিরিক্ত কামভাব খুবই কুফল দিতে পারে। তার জন্য প্যাটিনা ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা যায়। দুর্বলতার জন্য ক্যালকোরিয়া ফস ৩x, ১২x ভাল।

আয়ামস ক্যান্টন ৬, ৩০—পদ্বদ্বদেব যৌন দুর্বলতা কিঙ্ক কাম প্রবর্তিত প্রবল ।  
বেলিন্ পের্বিনিন্ মাধাব—(পাঁচ ফোঁটা ববে) প্রবল কামেচ্ছা এবং হস্ত মেথন  
ইচ্ছা ।

ব্যারাইটা কার্ব ৬—প্রবল স্বপ্নানোর প্রভৃতি ।

ক্যান্থাবিস ৬—প্রবল সঙ্গম ইচ্ছা ।

কালকোবিষা কার্ব ৬ ৩০—প্রবল মেথন বা সঙ্গম ইচ্ছা ।

প্রবল কামোচ্ছাদ ভাব—পিক্রিক অ্যাসিড্ ৬ বা ৩০ ।

নাক্সভম ৩০, ৩ বায় মেট ৩x—৩০ ।

স্টার্কস্যাট্রিয়া ৩০, জেল্‌স ৩০, বিউফো ২০০, কোর্নিয়াম ৩০, প্রভৃতি লক্ষণ বিচাৰ  
কবে প্রযোগ করা যায় ।

### কোষ বৃদ্ধি বা ( হাইড্রোসিস )

কারণ—পদ্বদ্বদেব অন্ডকোষে থাকে দুটি অন্ড বা দুটি Testis । এই দুটি  
Testis এর উপর থাকে দুটি আবরণ । এর মধ্যে Tunica Vaginalis নামক  
আবরণ আবায় দুটি থাকে ।

দুটি অন্ডের Tunica Vaginalis-এর মধ্যে কোন কারণে তবল পদার্থ জন্মে  
মনে হয় অন্ডটি বেড়ে উঠেছে আকারে । তাকে বলে হাইড্রোসিস রোগ ।

আঘাত লাগা, ঘন ঘন কৃষ্ণ মেথন, চাপ লাগা, ল্যাণ্ডট না পবা, কোন বকম  
Infection প্রভৃতি নানা কারণে এটি হয় ।

এই কোষ বৃদ্ধি নানান প্রকার ভেদ দেখা যায়—

1 যদি দুটি লেযাব টিউনিকা ভ্যাজাইন্যালিসের মধ্যে শুক্র ঢোকে তাকে বলে  
Spermatocoele ।

2. যদি দুটি শুবেব মধ্যে জল জমে বা জলীয় তবল পদার্থ জমে, তাকে বলে  
Haematocle ।

3 যদি দুটি শুবেব মধ্যে বস্ত বা ঐ জাতীয় তবল পদার্থ জমে, তাকে বলে  
Hydrocoele ।

যে ধরনের বস্তুই থাকুক না কেন, তাব লক্ষণ একই ধরনের হতে দেখা যায় ।  
কাবণ খাই হোক, সেই অনুযায়ী চিকিৎসাব পদ্ধতি বিশেষ কবাব প্রয়োজন হয় না ।  
লক্ষণ দেখে সেই মত উপযুক্ত ভাবে চিকিৎসা কবাব প্রয়োজন হয় ।

### হাইড্রোসিসের লক্ষণ

1. কখনো একটি অন্ড ( Testis ), কখনো বা একসঙ্গে দুটি অন্ড ফুলে ওঠে ও  
তা স্ফোটা হয়ে ওঠে । সেটি অনেকটা নবম বলে মনে হয় । তাব দুটি শুবেব মধ্যে  
তবল পদার্থ জমে—যা বৃদ্ধিতে পাবা যায়, হাতেব দ্বাৰা অন্ড কোষ সমেত একটি অন্ড  
চপে ধবে. তাতে মৃদুচাপ দিবে পরীক্ষা কবলে ।



2. অধিকাংশ সময়ই একটি অণুজৈবী এই রোগ হয়। তবে কোনও ক্ষেত্রে দু'টি অণু একসঙ্গে রোগাক্রান্ত হয়।

3. যদি আঘাত জনিত কারণে হয়, তা হলে ঐ স্থানে ব্যথা হয় ও টনটন করতে থাকে।

4. যদি Infection জনিত কারণে হয়, তা হলে অনেক সময় প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সামান্য জ্বর হতে পারে।

5. অধিকাংশ সময়ই ঐ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্পার্মেটিক কর্ড (Spermatic cord) কিছুটা মোটা হয়ে ফুলে ওঠে। তাতেও ব্যথা হয়।

6. Infection-জনিত কারণে হলে, অনেক সময় নির্দিষ্ট দিকের Inguinal গ্রন্থিগুলি ফুলে ওঠে, তাতে বেশি ব্যথা দেখা যায়।

7. অনেক সময় ফাইলোরিয়া জনিত রোগ হলে এটি হয়। এখন পা ফোলা, পায়ের শিরা মোটা হওয়া, খুব বেশি ফোলা ও বেশি জল সঞ্চার, বেশি ব্যথা, দ্রুত ফোলা বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় এর জন্যে চিকিৎসা প্রয়োজন। তবে তাতে কাজ না হলে, তার জন্যে অপারেশন প্রয়োজন হয়।

8. বখনো বা যৌন ব্যাধি বা Venereal Disease—গনোরিয়া ও সর্ফিলিস জনিত কারণে হয়। তাতে অন্য সব লক্ষণ দেখা যায়।

### জটিল উপসর্গ

ফাইলোরিয়া বা যৌন ব্যাধি প্রভৃতি কারণে হলে নানা জটিল উপসর্গ দেখা যায়। জ্বর হয়, ফাইলোরিয়াতে খুব বেশি কোষবৃদ্ধি হয়। যৌনব্যাধি থাকলে আগে যৌনব্যাধি পর্যায়ে বর্ণিত উপসর্গাদি দেখা যায়। তা না হলে ভয় নেই।

### রোগ নির্ণয়

1. সাধারণ ভাবে রূপ কোষবৃদ্ধি এবং জ্বর না থাকা এবং খুব বেশি বৃদ্ধি না হওয়া, সাধারণ রোগ।

2. জ্বর, হঠাৎ প্রচুর বৃদ্ধি, পায়ের শিরা দ বা গ্রন্থি ফোলা প্রভৃতি ফাইলোরিয়া নির্দেশ করে। এ দিকে বিশেষ সাবধান থাকা কর্তব্য।

### চিকিৎসা

স্পিজিয়া ৩x, ৬—কোষ ফোলা, লাল, বেদনা।

রডোডেন্ড্রিন ৩x, ৩—ভরণ রোগে সফল দেয়, বিশেষ করে ডান দিকে। বড় বৃষ্টির আগে রোগ বৃদ্ধি। এটি ব্যর্থ হলে রাস টক্স ৬, ৩০—বিশেষ করে ঠাণ্ডার রোগ বাড়লে।

পূর্ণিমা বা অমাবস্যা নিষ্মিত বোগ বৃদ্ধি পেলে, সাইলিসিয়া ৬, ৩০।  
 বাম দিকে বেশি আক্রমণ পালসেটিলা ৩, ৩০।  
 শোথভাব, বাঁ দিকে জ্বর সপ্তম, প্রাফাইটিস্ ৬, ৩০।  
 অশুকোষ শিবা গর্ভা বৃদ্ধি মত বৃদ্ধি হলে হা নামে লস ১২।  
 আঘাতজনিত বোগে আর্গিবা ৬, ৩০।  
 শিশুদের একশিবা হলে, ক্যালকেশিয়া শার্ব ৬।  
 জন্মগত বোগে ভাবে মিয়া ৩, ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।  
 হাইড্রোকোটাইল মাদার একশিবাব একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।  
 অনেক সময় সাল্ফার ৬, ৩০ লক্ষণ অনুযায়ী দিলে ভাল কাজ হয়।  
 আয়োডিনাম ৬, ৩০ অনেক সময় এই বোগে এটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।  
 পুঙ্জ সপ্তম হলে হিপার পালক ৩০ ভাল ফল দেয়।  
 Tesker ধাতু সপ্তম দিলে অনেক সুফল পওয়া যায়।  
 এতে কাজ না হলে, সপ্তম ভাল সপ্তম দ্বারা অপাবেশন প্রয়োজন হয়।

#### অন্য ষষ্টিক বান্ধা

- 1 রোগীর অস্ত্রসে কত বান্ধা লাগবে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা  
অবশ্য কর্তব্য।
- 2 যদি Infection থাকে, জ্বর হয় ও হলে সর্বদা উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থা  
করতে হবে। ফাইলোবিয়া তিনত হলে মধু ও ঝেদ দেখা দেবে। জ্বরে  
চিকিৎসা ফাইলোবিয়া সঙ্গে সঙ্গে করা কর্তব্য।
- 3 অপাবেশন ছাড়া ঔষধে বোগা সুস্থ হলে খুব সাবধানে থাকা কর্তব্য।  
উপযুক্ত ভাবে আঁড়ার গুদার বা লাঙ্গল পবা উচিত।

#### শুক্ৰ তারলা বা ধাতু দৌৰ লা

(Spermatorrhoea)

কাৰণ—1 শুক্ৰ তারলা একটি সাধারণ বোগ নয়। এটি নানাধরনের লক্ষণ  
রূপে দেখা যায়। যেমন ধূজভঙ্গ, সিফিলিস, গনোবিয়া প্রভৃতি বোগের লক্ষণ  
হিসাবে পবে দেখা যায়।

2. অপুষ্টি ও ভিটামিন প্রভৃতিব অভাব, বস্তৃশূন্যতা প্রভৃতি বোগ থেকে বা  
দীর্ঘদিন নানা বোগে ভুগলে তাব পববর্তী লক্ষণ হিসাবে এটি দেখা যায়।

3 অনেক সময় অতিবস্তৃ কৃষ্ণ মৈথুন বা নানা প্রকাৰে অনায়াসভাবে শুক্ৰপাত  
করতে থাকলে তার জন্য শুক্ৰ ওবল হয়।

4. স্বাভাবিক ভাবে হর্মনেব অভাবেও অনেক সময় এটি হতে দেখা যায়।

5. যারা সাধারণভাবে বেশি পরিমাণে ধৌনমিলন করেন বা অতিরিক্ত শর্করক্ষয় করেন, তাদের শর্করস্থিতিতে শর্কর বেশি সঞ্চিত থাকে না। তার ফলে শর্কর বের হলে দেখা যায় যে তার Viscosity অনেক কম এবং তা অনেকটা তরলের মতো। তাই তাকেও অনেকে এই রোগ বলে মনে করেন।

লক্ষণ—1. শর্কর অপেক্ষাকৃত পাতলা বা তরল বা জলীয় হয়ে থাকে। তার Viscosity কম হয়।

2. এই সঙ্গে সঙ্গে দেহগত অপদ্রুতি দেখা যায়। দেহ ঠিকমতো পুষ্ট হয় না। যেহে প্রোটিন ও ভিটামিন প্রভৃতি কম থাকে।

3. দেহে ধৌন হর্মোন বা পিটুইটারী অ্যাড্রেন্যাল প্রভৃতি অন্য গ্রন্থির হর্মোন নিষ্সরণ কম হয়। তার ফলে দেহে যৌনক্ষমতা কম থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শর্কর তারল্য দেখা যায়।

4. যদি গনোরিয়া, সিফিলিস্ প্রভৃতি Venereal রোগ হয়, তবে তার নানা লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

5. শর্করপাত বেশি হবার কারণে হলে বৃক খড়ফড় করা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা দেয় শর্কর তারলোর সঙ্গে সঙ্গে।

### জটিল উপসর্গ

1. অতিরিক্ত অপদ্রুতি, রোগ ভোগ, রক্ত শূন্যতা, দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে হলে তার জন্য উপসর্গাদি হতে পারে—তবে এই রোগ থেকে জটিল উপসর্গ বিশেষ দেখা যায় না। তবে যাদের হর্মোনের অভাবে হয় বা বীর্ঘে শর্করকাঁট না থাকে তাদের সম্ভাবন ধারণ ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। ঐ সঙ্গে দ্রুত পতন প্রভৃতি হলে এবং ধৌন, আনন্দ লাভ না হলে তাও অশুভ লক্ষণ।

### রোগ নির্ণয়

যদি ঘন ঘন শর্করপাতের জন্য তারল্য দেখা দেয় তবে তা রোগ নয়। যদি সপ্তাহে মাত্র 2—1 বার বীর্ঘপাত হলেও তা তরল হয়, তখন অবশ্য রোগ বুঝে তার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন।

### চিকিৎসা

বেলিস্ পেরিনিস্ মাধার এই রোগের একটি মহৌষধ মলা যায়।

এই ঔষধে কাজ না হলে ব্যারাইটা কার্ব ৬ খুব ভাল ফল দেয়।

বেশি শর্করক্ষয়নের জন্য দুর্বলতা হলে চায়না ৬, ৩০ বা অ্যাসিড্ ফস্ ১২ উপকারী।

হোনিওপ্যাথি—19

থুজা মাধার পাঁচ ফোটা করে খেলে শ্বেত্র তারল্যা নিবারণ এবং দৌর্বল্যা কমিয়ে দেয় ।

কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, সামান্য কামভাবে শ্বেত্রপাত লক্ষণে বা অমিতাচারের জন্য হলে নাল্ল ভামিকা ৬, ৩০ ভাল ফল দেয় ।

অতিশয় বিমর্ষ ভাব, নিরুৎসাহ লক্ষণে—অরাম মেট ৩x, ৩০ ভাল ঔষধ ।

স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও দুর্বলতার ফস্ফরাস ৬ ভাল ফল দেয় ।

প্রমেহ রোগ বা হস্ত মৈথুন বেশি করার জন্য হলে ক্যান্থারিস ৩, ৬ ।

স্পন্দন দোষে শ্বেত্রপাতে সোলিনিয়াম ৩০ ভাল ফল দেয় ।

দুর্বলতা, ঘন ঘন বায়ে শ্বেত্রপাত, অঙ্গ শিথিল, জলের মত তরল শ্বেত্র—সালফার ৩০ ।

অতিরিক্ত হস্তমৈথুন, মুখ চূপসে যাওয়া, অর্ধহীন ফ্যালফেলে দৃষ্টি, স্বপ্নদোষ, ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়, জননযন্ত্র অতি শিথিল, পিঠে ব্যথা প্রভৃতিতে স্ট্যাফিস্যাগিয়া ৫০, ২০০ ।

চোখের কোণে কালি, অতি দুর্বলতা, কাজ কর্মে অনিচ্ছা, বৃক ধড়ফড় করা, মনোবোগের অভাব প্রভৃতিতে চায়না ৩০, ২০০ ।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. মন সর্বদা সৎপথে রাখা কর্তব্য । রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত শ্বেত্রপাত ষড়টা সম্ভব কম করে করতে হবে ।

2. হালকা ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে । বেশি ঝাল, মশলা প্রভৃতি না খাওয়া ভাল ।

3- মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, পালাং শাক, টম্যাটো, ভিজ্জানো ছোলা, কর্প, বাঁট গাজর সৈন্দ, সন্ন্যাবিন, কাজল বাদাম প্রভৃতি খেলে খুব উপকার হয় ।

### স্বপ্নদোষ ( Night Discharge )

কারণ—স্বপ্নদোষকে ঠিক এমটা রোগ পর্যায়ের সব সময় ফেলা যায় না । সাধারণতঃ পুরুষদের যৌবন আগমনের পর প্রকৃতি থেকেই নিরামিত ভাবে প্রতি মাসে দু-একবার শরীরের বীর্ষ বের হয়ে যায় । এটি সাধারণতঃ স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হয় বলে একে স্বপ্ন দোষ বলে বর্ণনা করা হয় ।

যৌবনকালে যেহে নিরামিত শ্বেত্র গঠিত হয় । তার কারণ শ্বেত্র জমে এপিডিউ-মিস, শ্বেত্রবাহী নালী ও শ্বেত্রস্থলিতে । একটি নির্দিষ্ট সময় অস্তর শ্বেত্র সস্তর জনিত Tension বৃদ্ধি পেলে তা বের হবার পথ খুঁজে পায় এই স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ।

সাধারণতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষেরা স্বাভাবিক ভাবে যেহ মিলন না করলে তারা

কোনও সুন্দরী নারীকে স্বপ্নে দেখে ও তার ফলে বীৰ্বপাত ঘটে। এটি ঘটার ফলে তার দেহে সঞ্চিত শক্তির চাপ কমে যায় এবং সে অনেকটা সুস্থ বোধ করে। তাই স্বাভাবিক ভাবে মাসে দু-একবার স্বপ্নদোষ হলে, তা রোগ নয়। এটা প্রকৃতির নিয়ম।

কিন্তু যদি কোন কারণে তা ঘন ঘন হতে থাকে, অর্থাৎ সপ্তাহে 2-3 বার বা তারও বেশি হতে থাকে, তাহলে তার মধ্যে কোনও রকম গোলমালের আশংকা করা যায়।

নানা কারণে এটি হতে পারে—

1. যাদের হর্মনগত ব্যাপারে কাম উত্তেজনা বেশি হয় বা অতি কামুকতা থাকে।
2. যাদের মনে অবিরাম কাম চিন্তা থাকে অথবা দিন-রাত যৌন উত্তেজক বই পড়া, সিনেমা দেখা, কাম চিন্তা প্রভৃতি।
3. মদ্যপান, নেশা সেবন, অতিরিক্ত পরিমাণে নানা উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি।
4. ভোরের দিকে মূত্রস্থলিতে বেশি মূত্র সঞ্চয় হয় ও তার ফলে শক্তস্থলিতে বেশী চাপ পড়া।
5. আগে বেশি হস্তমৈথুন বা কৃত্রিম মৈথুন করতো—বর্তমানে তা বন্ধ করা এবং তা না করা। তখন ঘন ঘন বীৰ্ব অঙ্গগূদালিতে চাপ বৃদ্ধি হতে পারে।

### রোগ নির্ণয়

স্বাভাবিকভাবে বা পরিমাণ মত এটি হলে তা রোগ নয়—কিন্তু বেশি হলে তার অশুদ্ধ লক্ষণ দেখা যায়।

অশুদ্ধ লক্ষণ —ঘন ঘন এটি বেশি হতে থাকলে, তার ফলে দেহ দুর্বল হতে পারে। চোখের কোণে কালি পড়ে, চেহারা ফ্যাকাশে হয়। বুক ধড়মড় করা, মাথা ঘোরা, কর্মে অনাসক্তি, কাজে বিরক্তি, স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া, মানসিক পাপবোধ প্রভৃতি দেখা যায়। আবার মানসিক কারণে দেহের ক্ষতিও অনেকটা বেশি হতে পারে।

### চিকিৎসা

অ্যাগাস ক্যান্টন ৬, ৩০—শরীর ও মনের অবসন্নতা, অনামনস্ক ভাব, দুর্বলতা অথচ কাম প্রবৃত্তি প্রবল।

বেলিস পোরিনিস ০—প্রতি মাত্রার পাঁচ ফোঁটা করে প্রত্যহ দু'বার খাবে। এটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ হস্তমৈথুন-জনিত উপসর্গে।

ব্যারাইটা কার্ব—রাত্রির বেলা স্বপ্নদোষের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লুজা—০ ( পাঁচ ফোঁটা ) অতিরিক্ত শক্ত করার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

অ্যাসিড ফস্ফোরিক ০x, ০০—অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস ও হস্তমৈথুন জনিত স্বেপ্নতা ।

চায়না ৬, ০০—প্রায়ই জননেপিত্ত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনা, কান ভৌ ভৌ করা, মূত্র লাগ, মাথা ঘোরা । অতিরিক্ত দুর্বলতাতেও সফল দেয় ।

ফস্ফোরাস ৬, ০০—সঙ্গমকালে অতি দ্রুত বীৰ্যক্ষরণ ও দুর্বলতা, রাত শক্তির স্বেপ্নতা, বৃক ধড়ফড় করা ।

ক্যাঙ্কহারিস ৬—প্রমেহজনিত শূক্ৰক্ষরণ । ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, জ্বালা ভাব প্রভৃতিতে এটি খুব সফল দেয় ।

ক্যাল্‌কোরিয়া ফস্ ৬, ১২x, ও ফেরাম্ ফস্ ৬x মিশিরে খেলে দুর্বলতা কম হয় ।

#### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. রোজ শোবার সময় ঠান্ডা জল দিয়ে হাত-পা, মাথা, ঘাড় ধুয়ে শুলে উপকার হয় ।

2. খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রস্রাব করা কতবর্ষ ।

3. পদাঙ্ককারক ও হালকা খাদ্যাদি খেতে হবে ।

4. সংগ্রহ পাঠ, সংচিন্তা, কর্মে ব্যস্ত থাকা প্রভৃতি অনেকটা শূভ ফল দিয়ে থাকে ।



## বিভিন্ন স্ত্রী-জনন রোগ ও তাহার চিকিৎসা:

এই অধ্যায়ে আমরা নারী-জননযন্ত্রাদি সংক্রান্ত কয়েকটি প্রধান রোগ ও তার চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করবো।

### রজঃস্রাবে বিলম্ব ( Delayed Menstruation )

রজঃস্রাবে সাধারণতঃ বিলম্ব দুইভাবে দেখা যায়। তা হলো নারী যে সময়ে ঋতুমতী হবার কথা, সেই বয়সে হয় না। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে 14-15 বয়সে নারী ঋতুমতী হয়। তা না হলে তাকে প্রথম রজঃস্রাব শব্দরূতে বিলম্ব বলা হয়।

আবার অন্য ধরনের নানা ঋতুস্রাব চলাকালে, ঋতুর শব্দরূতে বিলম্ব হয়ে থাকে। প্রতি 28 দিন পর পর নারীর ঋতুস্রাব হবার কথা, তা না হয়ে তাদের 30-35 দিন পরে, কখনো বা এক মাস বন্ধ থেকে পরের মাসে ঋতু হয়।

তাই একে মোটামুটি ভাবে Clinically দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

- 1 প্রথম ঋতুস্রাব শব্দ হতে বিলম্ব।
2. ঋতুস্রাব চলাকালে ঋতুর বিলম্ব।

### প্রথম ঋতুস্রাব শব্দরূতে বিলম্ব

কারণ—সাধারণতঃ সব নারীর যৌবন আগমন ঘটে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে 13 থেকে 15 বছরের মধ্যে। অনেকের তা ঘটে না। নানা কারণে বিলম্ব হয়। যেমন—

1. দেহে নারী হরমোন বা স্ত্রী জাতীয় হরমোনের অভাব। Oestrone জাতীয় হরমোন নারীর দেহে যৌবন আগমন ঘটায়। নারীর ঋতুর শব্দরূতে এর ক্রিয়া থাকে, তাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানতঃ Posterior Pituitary গ্রন্থি এবং এন্ড্রেন্যাল গ্রন্থির নিঃসৃত হরমোন।

যদি নারীর ডিম্বাশয়ের হরমোন নিঃসরণ ঠিকমতো না হয়—কিন্স্বা অন্য দুটি গ্রন্থির নিঃসরণ কম হয়, তা হলে উপযুক্ত বয়সে নারীর ডিম্বকোষ ও ডিম্ব ঠিক মত গঠিত হতে পারে না। তার ফল হলো এই অবস্থা—অর্থাৎ প্রথম ঋতু সহজে শব্দ হয় না।

2. নারীর জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের জন্মগত অপরিণতি বা ঠিকমতো বর্ধিত না হওয়া।
3. নারীর দেহে পর্দাটির অভাব এবং তার জন্য দেহের গঠন ঠিক মতো না হওয়া।

4. রক্তশূন্যতা ও তার জন্য ঠিক মতো বয়সে ঋতু শূন্য না হওয়া ।

5. প্রথম ঋতু শূন্য হবার আগেই যখন ডিম্বাণী বা Primordial follicle টি বর্ধিত হয়ে Graffian follicle হয়ে ডিম্বনালীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে, যদি ঐ নারী পুরুষ সংসর্গ করে তা হলে সে গর্ভবতী হয়ে যাবে । তার ঋতুর শূন্য হবেই না আদৌ এবং তার প্রথম গর্ভ সঞ্চার হবে—ঋতুর শূন্যতে ঘেরী মনে হবে ।

লক্ষণ—1. সাধারণভাবে এটি হলে নারীর শরীর হবে কৃশ ও রক্তশূন্য । তার দেহে স্বাভাবিক গঠন হয় না । বক্ষ ঠিকমতো উন্নত হয় না ও দেহের পেলব অংশগুলিতে মেঘ জমে না ।

2. অনেক সময় দেহে স্পষ্ট রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ।

3. মাথা ভার, ব্যথা, বৃক্ক ধড়ফড় করা, দেহের নানা দুর্বলতাজনিত কষ্ট হয় ।

4. অনেক সময় চেহারাতে কৈশোর ভাব না এসে বাল্যের ভাবই বর্তমান থাকে ।

5. জরায়ু ও ডিম্বাশয় প্রভৃতির পূর্ণ ও স্বাভাবিক গঠন হয় না এদের ।

### চিকিৎসা

সব সময় এটি একটি রোগ নয় । তা আগেই বলা হয়েছে । রক্তশূন্যতা প্রভৃতির জন্য হতে পারে ।

পালসেটিল ৩x, ৫০ এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ । পেটে ও পিঠে ব্যথা, মাথাব্যথা, অরুচি, শীতবোধ, আলস্য, বমনোচ্ছা প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

শ্বেত প্রদর ভাব থাকলে সিপিলা ৬, ৩০ ।

প্রথম রক্তশূন্যতায় বিলম্ব, অথবা দু একবার ঋতু হয়ে ঋতুরোধ—সির্নিসিও মাথার ।

সাল্ফার ৫০—কোমরে ব্যথা, মাথা দুপদপু করা, মাথা ঘোরা, অজীর্ণতা, অর্শ । কোষ্ঠকাঠিন্য খিটখিটে মেজাজ বা জৌদিভাব ।

একবার রক্তশূন্যতায় পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বম্ব—অ্যাকোনাইট ৩x ।

যোনিশুষ্ক রক্ত বের না হলে নাক মুখ দিয়ে রক্তশূন্যতায়, শূন্যতা কাশি, বৃক্ক ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য—হায়োনিয়া ৩, ৩০ ।

মাসিক মাথাব্যথা, দুর্বলতা, মুছা, হিষ্টিরিয়া, বমি, তরল ভেদ, বিবর্ণ মুখ, হাত পা নাক শীতল প্রভৃতিতে জিরেট্রাম অ্যালব ৬, ৩০ ।

শীর্ণ রোগিনী, নিদ্রাহীনতা, শীতবোধ, পা ঠাণ্ডা, কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে, নেট্রাম মিউর ১২x ।

ডিম্বকোষের রক্তশূন্যতার দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, শিরশ্চীড়া, বাঁ অঙ্গে ব্যথা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণে, সির্নিসিফিউসা ৬, ৩০ ।

ধাতুদোষহেতু ঋতুরোধে সাইক্ল্যামেন ৬ ।

ক্যালকোরিয়া ফস্ ৬x, ফেরাম-ফস্ ৬x, সিপিলা ৩০, লাইকোপোডিয়া ৩০, ২০০ ।



যক্ষ্মা বীজাশু হেতু হলে ব্যাসিলাসিনাম ২০০। ক্যালকোরিরা ফস্ ১২৫, ক্যালি আরোড ৬।

দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতা হেতু চলে চারনা ৬, ফেরাম ৬x।

অজীর্ণতা হেতু হলে নাক্স ভম্ ৬, লাইকোপোডিয়াম ৩০ বা ২০০।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

পূর্নষ্টকর হালকা খাদ্য খেতে দিতে হবে। মাছের কোল, মাংসের সূপ, ভাত, মেটে, ডিম সেশ্ব, বাধাম, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য—ভেজা ছোলা, টম্যাটো, পালং, বাট-গাজর নিশ্ব, কপি প্রভৃতি। ‘ছানা ও দধ, কীর, দই প্রভৃতি দিতে হবে’।

2. সাধারণ শরীরের সব নিয়ম কানুন মেনে চলা কর্তব্য।

### ঋতু চলাকালে ঋতুতে বিলম্ব

কারণ—অনেক সময় ঋতু চলেছে, কিন্তু তা ঠিক মতো 28 দিন অন্তর অন্তর হয় না। তা কখনো 30-35 দিন পর—কখনো বা তাতে আরও দেরী হয়।

নানা কারণে নারীদের এমন হতে দেখা যায়—

1. দেহে হর্মোনের অভাব হলে।
2. জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের অপরিণতি।
3. রক্তহীনতার জন্যও এরূপ হতে পারে।
4. উপযুক্ত খাদ্য ও পূর্নষ্টকর অভাব প্রভৃতি কারণ।
5. ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী প্রভৃতি গঠনের জন্য ঠিক মতো বা সময় মতো ডিম্বের বৃদ্ধি বা জরায়ুর অসুস্থতার জন্য ঠিক সময়ে ঋতু না হওয়া।
6. জরায়ুর নানা রোগ।

লক্ষণ—1. অনেক সময় দেহে রক্ত কম দেখা যায় ও রক্তশূন্যতা প্রভৃতি থাকে।

2. মেহের গঠন কৃশকায় হয়—দেহ ঠিকমতো বর্ধিত ও পূর্নষ্ট হয় না তাইবের।

3. অনেক সময় হর্মোনের গোলমালে দেহ খুব স্থূলকায় হয়, কিন্তু ঋতুর গোলমাল দেখা যায়।

4. মাথাধরা, মাথা ব্যথা, মাথা ভার প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

5. তলপেটে ভারবোধ, শরীর অসুস্থ, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, খুব বেশি ক্লান্তিবোধ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

6. কখনো ঋতু খুব সামান্য হলেই হঠাৎ বন্ধ হয়। কখনো দেরীতে হলেও ঋতু বেশি হয়।

7. অনেক সময় পেট, বুক ও স্তনে ব্যথা হতে পারে।

8. অনেক সময় উন্নতে ভার বোধ ।
9. শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট দেখা দিতে পারে ।
10. মন অবসন্ন হয় ও কাজে ঠিকমতো মন বসে না ।

### চিকিৎসা।

ঋতু চলাকালে ঋতুতে বিলম্ব হলে বা ঋতুবন্ধ হলে আগে দেখতে হবে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা । কোন ভাল চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করানো অবশ্য কর্তব্য । যদি তা না হয়, তা হলে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে ।

পেটে ও পিঠে ব্যথা, মাথাধরা, আলসা, বমিভাব, বন্ধ খড়খড় করা প্রভৃতিতে পাল্‌সেটীলা ৩২, ৩০ দিতে হবে ।

শ্বেতপ্রদব থাকলে এবং তার সঙ্গে এই সব লক্ষণ থাকলে সিপিলা ৬, ৩০ ।

কোমরে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, মাথা দপ্‌দপ্‌ করা প্রভৃতি লক্ষণে সাল্‌ফার ৩০ বা ২০০ ।

বোনি পথে রক্তস্রাব না হয়ে অন্য পথে অর্থাৎ নাক মূত্র প্রভৃতি থেকে রক্তপাত হতে থাকলে ট্রায়োনিয়া ৩, ৬, ৩০ ।

শীর্ণ রোগিণী শীতবোধ, গা ঠাণ্ডা, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতিতে নেট্রাম মিউর ১২২ ।

ডিম্বকোষের নার্ভ প্রভৃতির দুর্বলতার জন্যে রক্তস্রাব বন্ধ, বা দিকে ব্যথা প্রভৃতিতে দিতে হবে সিমিসিমিউগা ৬ বা ৩০ ।

মাথা ধরা, দুর্বলতা, মূর্ছা, হিস্টারিয়া, বমি, হাত পা নাক ঠাণ্ডা প্রভৃতিতে দিতে হবে ভিরেট্রাম অ্যাল্‌ব, ৬, ৩০ ।

অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা—চারনা ৩, ৬, ৩০ ।

### আনুর্বাণিক ব্যবস্থা

1. পুষ্টিকর খাদ্যাদি ও হালকা খাদ্য খেতে দিতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে ।
2. গরম জলের টবে ( সহ্য মতো উষ্ণ ) কোমর পর্যন্ত ছুঁবিয়ে রাখলে অনেক সময় উপকার হয় ।
3. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, মাছ, ভিজ, দুধ ছানা, মাংস প্রভৃতি নিয়মিত খেলে উপকার হয় ।
4. ঠাণ্ডা লাগানো, জলে ভেজা, অনিয়ম, নেশা সেবন প্রভৃতি বর্জনীয় ।

রক্তঃরোধ ( Amenorrhoea )

কাৰণ—রক্তঃপ্রাব শূন্য হয়ে যাবার পৰ হঠাৎ এক সময় তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কালে বলে রক্তঃরোধ। নানা কারণে এটি হতে পারে বলে জানা যায়।

1. গর্ভধারণ ও গর্ভসম্ভার প্রথম ও প্রধান কারণ।
2. রক্তহীনতা ও অপদৃষ্টি অন্যতম কারণ।
3. যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে অনেক সময় এমন দেখা যায়।
4. বৌশ পথ হাঁটবার জন্য জরায়ু ও যৌনাস্থে চাপের জন্য এটি হতে পারে।
5. শোক, দুঃখ, ক্রোধ, চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় পাওয়া প্রভৃতি নানা কারণে হতে পারে।

6. অনেক সময় হর্মোনের অভাবে এটি হয়।

7 মাঝে মাঝে রক্তঃরোধ হয়, আবার ঠিক হয়। তাদের বলা হয় Habitual Amenorrhoea রোগ।

লক্ষণ—1. বোগী দুর্বল ও ক্লান্ত হয়। তার পদৃষ্টি স্বাভাবিক হতে দেখা যায় না।

2. রক্তশূন্যতা ও ফ্যাকাশে ভাব দেখা যায় রোগীর চেহারার মধ্যে।
3. তলপেটে ব্যথা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
4. শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।
5. কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটভার, পেট ব্যথা, গা বমি বমি ভাব প্রভৃতি দেখা যায় অনেক সময়।
- 6 রোগী বোগা, শীর্ণ বা বৌশ মোটা হতে পারে অনেক সময়।

জটিল উপসর্গ

1. অধিক কালো বা কালচে প্রাব প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
2. অনেক সময় জরায়ুর নানা জটিল বোগ হতে পারে, যা প্রথমে বোঝা যায় এই লক্ষণ দেখে।

রোগ নির্ণয়

1. ঠিক মতো খতু না হওয়া এবং মাঝে মাঝেই তা হলে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।
2. আভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগী দেখেই ধরতে পারেন।

## চিকিৎসা

ঠান্ডা লাগা অথবা ভয় পাওয়ার জন্য রক্তরোধ হলে অ্যাকোন ৩। এতে উপকার না হলে, পাল্‌স্‌ ৬, ৩০।

শিরঃপীড়া, চোখ-মুখ লাল, আলোক ও শব্দ অসহ্য বোধ লক্ষণে, বেল ৬।

রক্তরোধের জন্য নাক দিয়ে রক্তপড়া, কোষ্ঠ-কাষ্ঠিত্য প্রভৃতি লক্ষণে ব্রাইয়োনিরা ৩। মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে, ফস্ফোরাস ৩০।

রস রক্তাদিময় রোগের জন্য চায়না ৬। জলে ভিজার জন্য রোগে ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ ৬x, ১২x।

মানের জন্য রোগে—অ্যান্টিম ক্লড ৬। পেটে ভার বোধ, বমি বা বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

বেশি জল বাটার জন্য রক্তরোধ হলে ক্যাল্কে কার্ব ৩০। জ্বর না থাকলে এই রোগের পক্ষে ভাল কোমরে গরম সৈঁক দেওয়া।

তলপেটে ব্যথা থাকলে সিপিরা ৩০।

মানসিক ক্লেশজনিত রোগে—ইমেসিরা ৬।

রোগিনীর পেটে খুব ব্যথা হলে ক্যামোমিলা ৬ বা ম্যাগ্‌ফস্‌ ৩x, ৬x।

## জানুয়ারিক ব্যবস্থা

1. নিরামিত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ও ভাল স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
2. রোজ গরম দুধ পান করা ভাল।
3. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য—ছানা, ডিম, মাংস, মাছ, খেঁচ কোনও একটি খেতে হবে রোজ।
4. মানসিক শান্তি বজায় রাখা কৰ্তব্য।
5. রাত জাগা, বেশি পড়শুনো, নিরামিত মান না করা প্রভৃতি বর্জনীয়।

## অনিয়মিত ঋতু (Irregular Menstruation)

কারণ—সাধারণতঃ নারীর স্রাব 4—5 দিন বর্তমান থাকে। এই সময়ের বোনির মাধ্যমে এক থেকে দেড় পোরা রক্ত বেহ থেকে নির্গত হয়। ২৪ দিন ও ত্তর নারীর এই স্রাব হয়ে থাকে।

নানা কারণে এই স্রাব ঠিক মতো হয় না। কখনো দেরী হয়—কখনো বা দ্রুত হয়।

1. রক্তশূন্যতা এর একটি প্রধান কারণ।
2. ডিম্বকোষ থেকে নিঃসরণ ঠিকমতো হয় না।
3. হরমোনের অভাব বা গোলমাল।

4. জরায়ু বা ডিম্বকোষের রোগ হতে পারে ।
5. বেহের স্বাভাবিক পদ্বিষ্টর অভাব ।
6. বেহের ও যোনাঙ্গের পদ্বি গঠনের গোলমাল ।
7. গণোরিয়া, সর্ফালিস্ প্রভৃতি রোগ থেকে ।

লক্ষণ—1. রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় । 50—60 দিন হয়তো হয় না,—  
কখনো মাত্র 20—25 দিন বন্ধ থাকে ।

2. কখনো ঋতু শুরুর হবার পর 10 দিন বা 15 দিন ধরে কম-বেশি চলতে থাকে ।
3. কখনো বা 15—20 দিন বন্ধ থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঋতু হতে থাকে ।
4. কখনো ঠিক চলে—কখনো বা হঠাৎ নানা গোলমাল দেখা দিয়ে থাকে ।
5. কখনো তলপেটে ব্যথা হয়ে থাকে ।
6. কখনো বা কালচে মতো রক্তস্রাব হয়ে থাকে ।
7. কখনো বা রক্তে ছোট ছোট কালো টুকরো দেখা দেয় ।

### চিকিৎসা

নিয়মিত সময়ে রক্তস্রাব হয় না, নির্দিষ্ট সময়ের আগে যদি রক্তস্রাব হয় তা হলে কোনিয়াম—৬ বা ৩০ খাওয়া উচিত । এতে কাজ না হলে পাল্‌সেটিলা ৬ ও তার সঙ্গে সেবন করতে হবে । লাইকোপোডিয়াম ৬ বা ৩০ বা চায়না ৬ পর্বাক্রমে প্রয়োগ করতে হবে । অনিয়মিত সময়ে রক্তস্রাব হলে ক্যাম্ফোরিনা কার্ব ৩০ । ঋতুর আগে সিনিসিও ৩ দুই ফোঁটা করে প্রতিদিন তিন বার খাওয়ালে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঋতু হবার সম্ভাবনা থাকে ।

শীঘ্র শীঘ্র ঋতু ঘটলে ( ঋতু ১৫ দিন অন্তর হলে ) ইয়েসিয়া, বেলেডোনা, ক্যাল-  
কোরিনা কার্ব, নেট্রাম মিউর বা ইপিকাক—৬, ৩০ ।

বহুবিলম্বে ঋতুস্রাব হতে থাকলে ( ৫০/৪০ দিন অন্তর ) ক্যালিকার্ব, ল্যাকসিস্,  
পাল্‌সেটিলা, সালফার ৬ ৩০ ।

ঋতু দ্বি-স্থায়ী হলে অ্যাকোন, ইয়ে, নাক্তম্ বা সাল্‌ফার ।

### আনুমানিক ব্যবস্থা ।

1. ঠান্ডা লাগা, রাত জাগা, অনিয়ম, নেশা পান প্রভৃতি নিবন্ধ ।
2. স্ট্রাটিন জাতীয় খাদ্য খেতে হবে—মাছ, দুধ, ছানা, মাংস, ডিম, সয়াবিন,  
কাজুবাদাম প্রভৃতি ।
3. ভিটামিন যুক্ত শাকসবজি খেতে হবে । যেমন টম্যাটো, বাট, গাজর, পালং  
ভিজানো ছোলা প্রভৃতি ।
4. স্রাব কম বা ফোঁটা ফোঁটা হবার জন্য ব্যথা প্রভৃতি হলে গরম সেক  
( তলপেটে ) উপকারী । বেশি স্রাব হলে ঠান্ডা জল বা বরফ লাগালে উপকার হয় ।

### বাধক বেদনা ( Dysmenorrhoea )

কারণ —রক্তপ্রাণের জন্য গোলমাল, ডিম্বাশয়ের নানারোগ, জ্বরারূপ রোগ প্রভৃতি কাৰণে এই ব্যথা হতে দেখা যায়। যখন ঋতু হয়, তখন তলপেটে কোমরে খুব ব্যথা হয়।

1. বস্তিগহ্বরে অবস্থিত সব যন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্য হয় কিন্তু ঠিকমতো ঋতু পরিষ্কার না হলে এরূপ ব্যথা হয়।

2. জ্বরারূপ পেশীর স্বাভাবিক ও প্রবল সংকট চেন এবং প্রসারণের জন্য এরূপ হতে পারে।

3 ডিম্বাশয়ের বোগের জন্য হতে পারে।

4. জ্বরারূপ ব্যাধিঃ জন্য হতে পারে।

5 জ্বরারূপ অপরিণতির জন্য হতে পারে।

লক্ষণ —1 মাসিক পরিমাণে খুব কম হয়। অল্প অল্প ঋতু হয় ও তার সঙ্গে জ্বরারূপ ও তলপেটে ব্যথা হয়।

2. মাথা ধরা ও মাথা ঘোরা থাকে।

3. দুর্বলতা থাকে—কখনো বা জ্বর ও বেশি দুর্বলতা হতে দেখা যায়।

4. আলস্য, কমে অনাসক্তি দেখা দেয়।

5. অগ্নিমান্দ্য, বমহজম প্রভৃতি অনেক সময় দেখা যায়।

6. বমি বা বমনেচ্ছা থাকতে পারে।

### চিকিৎসা

কাল বজ্রনিঃসরণ বা শ্বেত প্রদর, শিরঃস্রাব, পেট ফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণে, কক্কউলাস ৩, ৬।

কলোফাইলাম ৩—তলপেটে সূচ বেঁধার মত বেদনা, প্রচুর স্রাব ও প্রদর হলে এটি দিতে হয়।

ক্যামোমিলা ৬—প্রসব বেদনার মত অসহ্য বেদনা, শীতবোধ হয়।

পাল্‌সেটিল ৬—দারুণ বেদনা, শীতবোধ, তন্দ্রাভাব, মূখে বেদনা।

স্কুল্লাক্‌সীদেব পক্ষে গ্র্যাফাইটিস ৬। কোষ্ঠকাঠিন্য, বমির ইচ্ছা, কাল কাল রক্ত-স্রাব, কোমরে বা পিঠে ব্যথা, বার বার মূত্রভাগ ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, নাস্ত-ভীমিকা ৬, ৩০।

শূলবেদনা, বমির ইচ্ছা, শিরঃরোগ, হাত পা ঠাণ্ডা বা মূর্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, ভিরেট্রাম অ্যান্ড ৬। পাকস্থলী ও জ্বরারূপে আক্রমণযুক্ত বেদনা এবং বিস্তারিত রক্ত-স্রাব লক্ষণে, ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x, ৬x বিচ্ছিন্ন (ঈষৎকাল জলের সঙ্গে দশ মিনিট পরপর) ব্যবস্থা।

আনুর্ষাগিক ব্যবস্থা

1. হালকা পুষ্টিকর খাদ্য ও ভাল আবহাওয়া অবশ্য প্রয়োজন ।
2. অনিয়ম, অভ্যাচার, নেশা সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ ।
3. বিশ্রামে খুব উপকার হয় ।
4. পেটে গরম সেক দিলে উপকার হয় ।

প্রদর ও শ্বেত প্রদর

(Leucorrhoea)

কারণ — 1. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব বা উপযুক্ত পরিবেশের অভাব একটি প্রধান কারণ ।

2. জনন যন্ত্রে বীজাণুর দূষণ থেকে এটি হতে পারে । মর্নিলায়াল বা ট্রিপানোস বীজাণু এর কারণ হতে পারে ।

3. গনোরিয়া বা সিসিফিলিস থেকেও পরে এটি হতে পারে ।

4. যোনি বা জরায়ুর প্রাচীন প্রদাহ থেকে হয় ।

5. বার বার গর্ভপাত থেকেও পরে হতে পারে ।

লক্ষণ — 1. জরায়ু থেকে অনিয়মিত ভাবে সাদা স্রাব বের হতে থাকে ।

2. কখনো বা ঋতু বন্ধ হবার পর সাদা স্রাব শুরুর হয় ও তা চলতেই থাকে ।

3. মাঝে-মাঝে তার সঙ্গে লালচে স্রাব দৃষ্টির ফোঁটা বের হতে পারে ।

4. Infection থাকলে, তার জন্যে যোনি চুলকাতে পারে ।

5. হঠমের গোণমাণ, অল্প প্রভৃতি থাকতে পারে ।

6. মাথা ধরা, মাথাধোরা, মাথা ব্যথা থাকে ।

7. কখনো উদরাময়, কখনো বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয় ।

8. শরীর খুব রোগা বা কুশ হয় । অনেক সময় আবার রোগী সুস্থলাঙ্গী হয় ।

জটিল উপসর্গ

বৈশাদিন ধরে এটি চলতে থাকলে, তাতে শরীর দুর্বল হবে । জরায়ুর প্রদাহ বৈশাদিন চললে, তা থেকে জরায়ুর টিউমার হবার সম্ভাবনা থাকে ।

রোগ নির্ণয়

জরায়ু থেকে নির্গত স্রাব অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে, কি কারণে রোগটি হচ্ছে তা সহজভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় ।

## চিকিৎসা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০ (দুধের প্রদর) জরায়ুতে জ্বালা চুলকানি ও বেদনা। বালিকাদের ও গজমালা খাত্ত-গ্রন্থ স্ত্রীলোকদের প্রদরে এটা বিশেষ উপযোগী। পাল্‌সেটোলা ৬—সব প্রকার প্রদরেই এটা উপকারী। সাধা বর্ণের ঘনস্রাব। ঋতুর পরে এই স্রাবের বৃদ্ধি (এতে কখনো বেদনা থাকে। আবার কখনও থাকে না)। স্রাব অনদ্বেজক বা স্নিগ্ধ।

সিপিপরা ৬, ২০০—প্রসব বেদনার মত বেদনা। কোষ্ঠকাঠিন্য, ঈষৎ হৃদয় সবুজ রঙের বা জল দুধের মত স্রাব নিঃসরণ। পুঞ্জের মতো স্রাব, ক্ষীণাঙ্গী, বায়ু প্রধান ও শ্যামাঙ্গী স্ত্রীলোকদের পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী।

অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬—বিবিধ পীড়ায় ভুগে বা উপদংশ পীড়ার পরে বা অতিমাত্রায় পারদ খাওয়ার পর রোগ হলে এই ঔষধ উপকারী। প্রথম ধৌরাটে অথচ গাঢ় স্রাব হয়ে পাঁচ-ছয় দিন পরে পাতলা জলের বা মাংসযোয়া জলের মতো দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে এটা প্রযোজ্য।

## আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. নিরামিত ভালভাবে মান করা ও যোনি প্রভৃতি ধৌত করা কর্তব্য।
2. পুষ্টি, সহজপ্রাচ্য খাদ্যাদি খেতে হবে।
3. অনিয়ম প্রভৃতি চলবে না। দেহ ঠিক রাখার সব বিধি পালন করতে হবে।

## অতিরিক্ত: (Metroorrhagia)

কারণ—এটি জরায়ু ও স্ত্রী-জননতন্ত্রের একটি প্রধান রোগ ও নানা কারণে এটি হতে দেখা যায়। প্রধান প্রধান কারণগুলি হলো—

1. জরায়ু বা যোনির গায়ে টিউমার হওয়া।
2. জরায়ু গ্রীবায ক্যানসার বা ঐ জাতীয় রোগ।
3. ডিম্ব কোষ ও ডিম্বনালীর প্রদাহ।
4. জরায়ুর স্থানচ্যুতি।
5. প্রথম রক্তস্রাবে বিলম্ব।
6. হরমোনের ক্লিয়ার গোলমাল বা হরমোন নিঃসরণ না হওয়া।

লক্ষণ—1. মাসিক বা ঋতুর সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ঋতুস্রাব হয়।

2. কখনো ঋতু বন্ধ থাকে বেশি দিন—তারপর ঋতু হয় ও বেশি হয়।
3. কখনো বা কালচে, কালচে পদার্থ স্রাবে বের হয়।
4. আলস্য, গা-ভাঙ্গা, হাই তোলা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা।



5. পেটে, পিঠে, কোমরে বাথা প্রভৃতি হতে পারে ।
6. কখনো ক্ষিদে কম হয় বা অন্নচি হয় ।
7. পেটের গোলমাল, অন্ন, অজীর্ণ উদারময় প্রভৃতি হতে পারে ।
8. বেশি শীত বোধ হয়—হাত-পা ঠাণ্ডা হয় ।
9. মুখ ফ্যাকাশে, চোখ কোটরগত হয়, ন্যাড়ি এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে থাকে ।
10. মারাত্মক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে—এটি এ রোগের একটি প্রধান কুলক্ষণ ।
11. কানে অনেক সময় কম শব্দনেতে পারে ।
12. কখনো বা মূর্ছা হয় বা ঐ ধরনের ভাবও হতে পারে ।
13. রোগিণী কখনো খুব দুর্বল ও কৃশ হয়—কখনো বা রোগিণী স্থূলকায় হয় ।

#### মারাত্মক উপসর্গ

কখনো বা বেশি রক্তপাত বার বার হবার জন্য রোগিণী দুর্বল হয় ও তা থেকে লো প্রেসার হতে পারে । রেনের এনিমিয়া, মূর্ছা প্রভৃতি হতে পারে ।

অনেক সময় এ থেকে শ্রবণশক্তি হ্রাস ইত্যাদি অন্য নানা কুলক্ষণ হতে পারে ।

#### চিকিৎসা

নির্দিষ্ট সময়ের আগে রক্তপাত হলে এবং হাত-পা ঠাণ্ডা লক্ষণে ( বিশেষতঃ বেশি জল ঘাটা অঙ্গের কাজ তাদের পক্ষে ), ক্যালকে কার্ব ৬ ।

কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তাক্ততা, প্রচুর রক্তপাত প্রভৃতি লক্ষণে, নেট্রাম মিউর ১২x চূর্ণ ।

বমি বা বমির ইচ্ছাসহ অধিক পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তপাত হলে—ইপিকাক ৬ ।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঋতুপাত । বেশি পরিমাণ ( চাপ চাপ ) রক্তপাত প্রভৃতি লক্ষণে ( বিশেষতঃ স্থূললাঙ্গীদের পক্ষে ), স্যাবাইনা ৩ । আলকাতরার মত প্রচুর রক্তপাতে ক্লোকাস স্যাটাইভা—৩ ।

প্রচুর পরিমাণে কাল কাল রক্তপাত এবং বয়সের কালে প্রচুর রক্তপাত—ক্যালকোরিয়া, ল্যাকোসিস, অস্টিলোগো ৩ ।

রাতির বেলা বারে বারে মূত্রত্যাগ পুনঃপুনঃ মূত্রণ, অত্যন্ত কাম উত্তেজনার সঙ্গে প্রচুর ও বড় চাপ চাপ রক্তপাত লক্ষণে, মিউরেজ ৩ ।

ঠিক সময়ের কয়েক দিন আগে ও ঐ দিনের মধ্যে ঋতু বন্ধ না হওয়া, অধিক রক্ত ভাঙতে থাকা, শরীর দুর্বল প্রভৃতি লক্ষণে, চারনা ৩ ।

বেশি দিন ধরে প্রচুর রক্তপাত হলে—সিকোলি কর ৬, ৩০ প্রযোজ্য ।

হ্যামামেলিস ও দশগুণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ঐ ন্যাকড়া বোনির মধ্যে রাখলে উপকার হয় ।

এছাড়া লক্ষণ ভেদে অন্যান্য কিছু কিছু ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে ।

#### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. ভাল ঔষধ ও টানিক অবশ্যই দিতে হবে, যাতে দৈহিক বল সৃষ্টি হয় ।
2. হালকা ও পুষ্টিপূর্ণ খাদ্যাদি দিতে হবে ।
3. অত্যাচার, নেশাসেবন প্রভৃতি চলবে না ।
4. প্রয়োজনে প্রোটিন জাতীয় ঔষধ খাওয়াতে হবে । যে কোনও একটি—
  - (a) Protinex—2 চামচ করে রোজ 2-3 বার ।
  - (b) Hydroprotein—2 চামচ করে রোজ 2-3 বার ।
  - (c) Protein Hydrolysate—2 চামচ করে রোজ 2-3 বার ।
  - (d) Protinules—2 চামচ করে রোজ 2-3 বার ।
5. সব সময় বিশ্রাম চাই, শোক, দুঃখ, চিন্তা প্রভৃতি ভাগ করতে হবে ।
6. পেটে বাতে আঘাত না লাগে তা দেখতে হবে । ভারী বস্তু তোলা উচিত নয় । বেশি শ্রম করা উচিত নয় ।

থেনে থেনে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত

( Oligomenorrhoea )

কারণ—আগে বাধক পর্যায়ে ঋতুস্রাবের ব্যাধি ও তার ফলে সৃষ্ট নানা লক্ষণের মধ্যে অল্প অল্প রক্তপাতের ব্যাধি বিচ্ছূটা আলোচনা করা হয়েছে ।

বাদের ঋতুর সময় ব্যাধি হয় বা ডিসমেনোরিয়া থাকে, তাদেরও অলিগোমেনোরিয়া থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই । কিন্তু সব সময় এই রোগ হলেই যে ব্যাধি থাকবে তার কোন কারণ নেই । নানা কারণে এই রোগ হতে পারে । তার মধ্যে প্রধান কারণ গুলি হলো—

1. জরায়ু বা ডিম্বকোষের অপরিণতি জন্মগত ভাবে হবার জন্য স্রাব হয় ; তার ফলে নির্দিষ্ট সময়ে স্রাব হয় না । জরায়ুর চারটি Phase ঠিক মতো হয় না ; তার ফলে ঋতুতে ব্যাধি হয় ।

সূক্ষ্ম স্বাভাবিক Phase না হবার জন্য পূর্ণ স্রাব 4-5 দিনে যা হবার কথা, তা না হয়ে, তাতে বিলম্ব হয় এবং তার ফলে অনেকদিন ধরে স্রাব ও ফোঁটা ফোঁটা করে স্রাব হতেই থাকে ।

2. দেহে হরমোনের অভাব হলে, স্রাব আপনা থেকেই কম হয় ও তার ফলে স্রাব যে সময় ধরে হয়, তখন ফোঁটা ফোঁটা হয় । কিন্তু এতে ঋতু কালের সময় অবশ্য 4-5 দিন বা 6-7 দিনের বেশি হয় না ।

3. ডিম্বকোষের প্রদাহ হলে অথবা ডিম্বকোষের জন্য কোনও রোগ হলে তার ফলে দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট সময় ধরে তা থেকে ইন্ড্রোন ও প্রোজেসট্রোন নিঃসরণ হয় না। তার ফলে, যে চক্র পূর্ণ ঋতুচক্রের নিয়ন্ত্রণ করে, তা ঠিক মতো থাকে না। তার ফলে জরায়ুর ক্রিয়ার চক্রও ঠিক মতো থাকে না। এই কারণে ঋতুর সময় দীর্ঘ হতে পারে বা ঠিক মতো হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা থেমে থেমে স্রাব বা অলিগোমেনোরিয়া হয়ে থাকে।

4. দেহে রক্তশূন্যতা, অপূর্ণ প্রভৃতি এর জন্য দায়ী হতে পারে। তাহলে অবশ্য স্রাবের সময়ও Cycle বা চক্র ঠিক থাকবে, কিন্তু ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা স্রাব হতে থাকবে।

5. গনোরিয়া, সিস্টিস্ প্রভৃতি রোগ বীজাণুর জন্য জরায়ু, তার বিল্লী বা মেমব্রেন, ডিম্বনালী, ওভারী প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। তাই এই সব রোগের রোগীদের অনেক সময় ঠিক চক্র অনুযায়ী ঋতু হয় না। তাদের ঋতু অনেকদিন ধরে চলতে পারে আবার তা ঠিক চক্র অনুযায়ীও হতে পারে। সেই সঙ্গে তাদের জরায়ু থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে অনেকদিন ধরে।

6. অনেক সময় (অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রে) নারী গর্ভবতী হবার পরও ঋতুচক্র তার ঋতু ঠিকমতো চলে না—তবে মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা স্রাব হতে পারে। এটি হরমোনের গোলমালের জন্য হতে পারে। বিম্বা গর্ভকালে প্ল্যাচেন্টা বা Placenta-তে আঘাতের জন্য হতে পারে।

তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এটি রোগ নয় বটে, তবে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় তা হওয়া সম্ভব।

লক্ষণ—1. জরায়ু থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত হতে থাকে ঋতুর সময়।

2. কখনো এটি ঠিক ঋতুচক্র অনুসারে চলে—আবার কখনো তা উল্টোপাল্টা হয়।

3. কখনো এটি স্বাভাবিক ভাবে হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়—আবার কখনো বা অল্পদিন স্থায়ী হয়।

4. রোগীর দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে—আবার তা না হতেও পারে।

5. কখনো কখনো রোগী ক্লান্ত ও দুর্বল হতে পারে। তখন দুর্বলতা জর্নিভ লক্ষণাদি দেখা দিতে পারে। আবার কখনো রোগী ততটা দুর্বল হয় না।

6. কখনো কখনো গনোরিয়া প্রভৃতি রোগ থাকলে, তার অন্যান্য লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

7. যদি গর্ভকালে এমন হয়, তার জন্য পৃথক লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে থাকে।

## জটিল উপসর্গ

কখনো কখনো এটি থেকে পরে জটিল রোগ হতে পারে। যেমন এ থেকে জরায়ুর প্রদাহ, ডিম্বাশয়—ডিম্বনালীর প্রদাহ, জরায়ুর ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। এই সব লক্ষণ যাতে না হয়, তার জন্য আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা ও চিকিৎসা করা কতর্বা।

## চিকিৎসা

মাঝে মাঝে থেমে থেমে উজ্জ্বল রক্তস্রাব হতে থাকলে স্যাবাইনা ৩x প্রচুর উপকারী।

কাল্চে ভাবের রক্ত স্রাব বা বেদনা থাকার লক্ষণে, হ্যামামেলিস ৩x।

যদি আগে কোনও আঘাতের ইতিহাস থাকে তাহলে আর্গিকা ৩x, ৩০।

গর্ভপাত বা প্রসবের কিছুদিন পরে যদি এই ধরনের রক্তপাত হয় তাহলে সিকেরল কর ৩, ৩০।

কাল্চে ডেলা ডেলা রক্ত। প্রচণ্ড ব্যথা বা বেদনাতে ক্যামোমিলা ১২, ৩০।

টকটকে লাল রক্ত, এলপেটে প্রসব ব্যথার মত বেদনা থাকলে ফিকাস্ রির্লিজ-ওসা ১x।

ঋতুগ্ধ ( বা মেনোপজ ) হয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে জরায়ু থেকে হঠাৎ রক্তপাত হতে থাকলে থ্রাস্‌পি বাস্‌ প্যাটোরিস— মাদার বা ৩x।

পুরোনো রোগ, অনেকদিন ধরে সারছে না, মাঝে মাঝে ফিরে আসছে, সাল্‌ফার ৩০ বা সিপিলা ৩০ বা প্রসোজনে ( মোটা রোগিণীদের ) ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০।

ঘাড় কাপড় রাখতে পারে না লক্ষণে দিতে হবে ল্যাক্‌সিস্ ৬, ৩০।

বেদনা বেশি থাকলে সিমিসিফিউগা ৩x অথবা ম্যাগ্‌ মিউর ৩x।

পচন বা গ্যাংগ্রন্‌ ভাব থাকলে আর্সেনিক ৬ বা কার্বোভেজ ৬, ৩০, বা সিকেরল কর ৩, ৩০।

## আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

- 1 স্নান করা হতে থাকলে সে সময় পেটে সৈঁক দিতে হবে।
- 2 স্নান বেশি হতে থাকলে বরফ দিতে হবে।
3. বোগিণী দুর্বল হলে তার চিকিৎসা কতর্বা।

## মেট্রোরজিয়া। ( Metrorrhagia )

কারণ —ঋতুক্রম দুই ঋতুর মাঝখানে হঠাৎ জরায়ু থেকে বেশি রক্তপাত হওয়াকে মেট্রোরজিয়া বলে।

এখন এটি ব্যাখ্যা করা যাক। প্রতি 28 দিন অন্তর জরায়ু থেকে ঋতু শোণিত নিগত হয়। চারটি Phase-এর পথ আসে Destructive Phase এবং এই সময় ঋতু শোণিত বের হয়। এরপর আবার প্রথম থেকে জরায়ু গঠন শুরুর হয়।

তখন এর মাঝে অর্থাৎ ঋতু 4-5 দিন ধরে চলার পর যখন ঋতু শুরুর হতে 23-24 দিন দেবী থাকে, তখন হঠাৎ ঋতু বন্ধের 10—12 দিন পরে আবার হঠাৎ জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তপাত হওয়াকে বলে মেট্রোর্রহিয়া রোগ।

এটি হবার কারণ এক নয়, একাধিক। তবে এটি যে একটি জটিল ব্যাধি এবং এর জন্য উপযুক্ত ভাল চিকিৎসা করা প্রয়োজন, তা অবশ্য সর্বজন স্বীকৃত কথা।

1. আমরা জানি, জরায়ুর চারটি স্তরের যে cycle চলে তা নিয়ন্ত্রণ করে ডিম্বাশয়ের হরমোনগুলি এবং তার প্রধান নিয়ন্ত্রক হরমোন এন্টারিয়াল পিটুইটারী ও এন্ড্রেন্যাল গ্রন্থির হরমোন। এখন যদি হরমোনগুলি ঠিক মতো নিঃসৃত না হয়, বা তাদের নিঃসরণের গোলমাল হয় অর্থাৎ Oestrone হরমোন নিঃসরণ হবার সময় Graffian follicle-এ Progesterone হরমোন ঠিকমতো তৈরী না হয়, বা তা কার্য না করে, তা হলে এটি হতে পারে।

আবার দেখে Oestrone হরমোন বেশি সৃষ্টি হলে তার জন্য এটি হতে পারে।

2. এন্টারিয়াল পিটুইটারী দুটি প্রধান হরমোনের মধ্যে Prolan A কাজ করে Primordial Follicle-এর ওপর Oestrone সৃষ্টির এবং ক্রিয়ার জন্যে এবং Prolan B কাজ করে Graffian Follicle এবং এন্টারিয়াল হরমোন সৃষ্টির ও ক্রিয়ার জন্য।

এখন যদি দেখে Prolan A বেশি নিঃসরণ হয় ও Prolan B কম নিঃসরণ হয় তাহলে এইভাবে Metrorrhagia হতে পারে।

3. ঠিক এইভাবে Adrenal cortex-এর মধ্যে যদি বেশি হরমোন সৃষ্টির গোলমাল হয়—তবে তার জন্য অবশ্য এইভাবে Metrorrhagia রোগ হতে পারে।

4. যদি জরায়ুতে কোনও পূর্বে প্রসবের জন্য, গর্ভফুলের টুকরো অথবা গর্ভপাতের পর গর্ভফুলের টুকরো আটকে থাকে, তা হলে সাময়িকভাবে হলেও পরে সর্কমক হতে পারে। তখন তার জন্যে এভাবে Metrorrhagia হতে পারে।

5. অনেক সময় জরায়ুতে চাপ নাগা, কোন ভাবে অপেক্ষে বন্ধ নাগা এছাড়াও নানা কারণেও এইভাবে Metrorrhagia হতে পারে।

6. যদি সব দিকে স্বাভাবিক দেখা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এইভাবে Metrorrhagia হয়, তাহলে বলা হতে হবে যে, রোগীণীর কোন রকম পূর্বতন রোগের জন্য জরায়ুর কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। তার ফলে জরায়ু দুর্বল বা কর্মহীন হবার জন্য ঠিকমতো Development বা তার কাজ হচ্ছে না। এই কারণে Metrorrhagia হতে পারে।

লক্ষণ—1. জ্বরানু থেকে ঋতু শোণিত বেশি পরিমাণে নিগত হয় ।

2. প্রতিমাসে একাধিকবার বেশি রক্তপাত হবার জন্য, রোগিণী দুর্বল, রক্তশূন্য হয়ে পড়ে ।

3. মাঝে মাঝে মাথাঘোরা, মাথাব্যথা হতে থাকে ।

4. রোগিণী কখনো কৃশ হয়—কখনো বা বেশি শুল হতে পারে ।

5. পেটের নানা গোলমাল দেখা দিতে পারে এর সঙ্গে সঙ্গে ।

6. রক্তচাপ কমে যেতে পারে ।

7. কখনো পা ফোলে এবং শরীর ফ্যাকাশে হয় ।

8. কখনো উদরাময় হয়, কখনো বা কোষ্ঠকাঠিন্য, অল্প প্রভূতি হতে দেখা যায় ।

9. কখনো গনোরিয়াদি থাকলে তার লক্ষণ দেখা যায় ।

### রোগ নির্ণয়

কি কারণে এটি হচ্ছে, তা সব সময় বের করা কঠিন । এর জন্য রোগিণীর ইতিহাস জানা অত্যাবশ্যক । জ্বরানুর কারণে, হরমোনের কারণে বা ফুলের টুনরো আটকে থাকা, আঘাত লাগা বা গনোরিয়াদি রোগের ইতিহাস পাওয়া যাবে । সেই অনুযায়ী চির্চিকার সন্ধান হয় ।

### জটিল উপসর্গ

1. প্রেসার খুব কমে গেলে তার জন্য মাথা ঘোরা, অজ্ঞানও হতে পারে রোগিণী ॥

2. কখনো বা Brain Fog হতে পারে এবং জীবনের আশংকা দেখা দিতে পারে ।

3. কখনো বৃক খড়ফড় করা, কাজে অনিচ্ছা, প্রবল বিরক্তি, এমন কি হার্টফেল পর্বত হতে পারে দীর্ঘদিন রোগে জুগলে ।

### চির্চিকাস

বেদনার সঙ্গে উদ্ভ্রল পরিমাণ রক্তস্রাব—স্যায়াইনা ৩x । বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবে—হ্যামামেলিস ৩x ।

আঘাত জনিত রোগে আর্গিকা—৩x । রক্তস্রাবে বা প্রসর্বাঙ্কিত স্রাবে—সিকেলি

০ । অতিরিক্ত টকটকে লাল রং, তলপেটে বেদনা—ফিকাস-রির্নির্জিওসা ১x ।

কৃষ্ণবর্ণ ডেলা ডেলা রক্ত ভাঙ্গা সহ প্রচণ্ড বেদনায়—ক্যামো ১২ ।

রক্তঃ নিবৃত্তি হওয়ার পরও দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচুর পরিমাণ রক্তস্রাব হতে থাকলে—

থ্যাট্রোপ বাসার্ণা প্যাটোরিস—৩, ৩২, ১। পুরাতন পীড়ায়—সালফার ৩০। ক্যালকে কার্ব ৩০ বা সিন্‌পিয়া ৩০।

অর্জেন্ট-নাইট্রিক ৬, হায়োসায়ামাস ৩, ল্যাক্টেসিস ৬, অতিরঞ্জ ও বাধক ইত্যাদি।

ব্যথা খুব বেশি থাকলে সিমিসিফিউগা ৩২ বা ম্যাগ মিউর ৬, ৩০।

জরায়ু খুলে আসছে ভাবে মিউরেস্ক পারাপিউরিয়া ৬ এবং পুরোনো রোগে অরাম্‌মেট্‌ ৬।

পচন ভাব থাকলে ক্রিয়োজোট ৬ বা আর্পেনিক ৬ বা সিকোল ৩, ৬।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. হালকা ও পূর্নষ্টকর খাদ্য রোগিণীকে খেতে দিতে হবে নিরামিত্ত ভাবে।
2. বেশি রক্তপাত হতে থাকলে পেটে বরফ ঠান্ডা জল দিলে তাতে উপকার হয়।
3. রোগীর উদরায়ন বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকলে তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা করা কর্তব্য।

4. সব সময় স্বাস্থ্যবিধি পালনের দিকে নজর রাখা কর্তব্য—অনিয়ম প্রভৃতি বর্জনীয়।

### এপিমেনোরিয়া ( Epimenorrhoea )

কারণ—একটি ঋতু শুরুর হবার পর, দীর্ঘ সময় বা অতিরিক্ত সময় ধরে চলার নাম এপিমেনোরিয়া। এই রোগ অনেক সময় অন্য রোগের সঙ্গে নির্ণয়ে ভুল হয়। এপিমেনোরিয়া ও মেনোরোজিয়া এক বলে মনে হতে পারে—কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। মেনোরোজিয়াতে রক্তপাত বেশি হয়—কিন্তু এপিমেনোরিয়াতে রক্তপাত স্বাভাবিক হয়—কিন্তু বেশি সময় ধরে ঋতু চলতে থাকে।

1. জরায়ুর Destructive Phase 4-5 দিন ধরে চলে বলে ঐ সময় রক্তপাত হয়। কিন্তু হরমোনের ক্রিমার গোলমাল ঐ সময় বৃষ্টি পেয়ে 7-8 দিন বা 8-10 দিন বা তারও বেশিদিন ধরে চলতে থাকে।

2. ওভারীর নিঃসৃত হরমোন দুটি ঠিক সময় মত চক্রবৎ কাজ করে না। যদি ইস্ট্রোন নিঃসরণ কম হয় বা কম সময় ধরে হয়, তাহলে তার ফলে কাজ খুব ধীরে ধীরে চলে। এই কারণে তখন Destructive Phase এর সময় বৃষ্টি পায়। তার ফলে 7-8 দিন কিম্বা 10-12 দিন ধরে ঋতু চলতে থাকে। অতি ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রাব হতে হতে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

3. অনেক সময় মেনোরোজিয়ার মতো এতেও Blood pressure বৃষ্টির ইতিহাস থাকে। তার ফলে ধীরে ধীরে জরায়ুর প্রেসার কমে এবং ঋতু বেশি দিন ধরে চলতে থাকে।

4. অনেক সময় জরারূতে Infection হবার জন্যেও বেশি সময় ধরে ঋতু। তে থাকে। প্রথমে তা ধীরে ধীরে শূন্য হয়—তারপর তা ধীরে ধীরে কমে এবং তার ফলে বেশি সময় ধরে চলে।

মনিলায়াল, ট্রাইকোমোনা, নিফ্টিস্, গনোরিয়া প্রভৃতি রোগের Infection থাকে সম্ভব।

5. ডিম্বাণুর Hypertrophy-এর কারণেও অনেক সময় এটি হয়।

6. জরারূর দুর্বলতার জন্য তার কাজ ঠিকমতো ভাবে হয় না এবং এই কারণে এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. ঋতু ঠিক সময় মতো প্রায়ই ক্ষেত্রেই শূন্য হয়ে থাকে। তবে তা সাধারণতঃ অল্প অল্প পরিমাণে বেশি দিন ধরে হতে থাকে। তার ফলে 8—10 দিন এমন কি 10—12 দিন পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়।

2. বেশিদিন ধরে ঋতু চলার জন্য ঋতুর মাঝে বিশ্রামের সময় খুব কম হয়ে যায়। ঋতু বন্ধ খুব কম সময় মাত্র থাকে এদের ক্ষেত্রে।

3. বেশি সময় ধরে রক্তপাত হবার জন্য রক্তপাতের মোট পরিমাণ বেশি হয়। তার জন্য রোগিণীর রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়।

4. চেহারা ফ্যাকাশে হয়, স্বপ্নবস্ত্র দুর্বল হয়, নাড়ী দুর্বল, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, অল্প কাজ করে হাঁপিয়ে ওঠে এবং ভারী কাজ করতে পারে না।

5. মেজাজ খিটখিটে হয় ও তার ফলে গুরুত্ব পূর্ণ কাজে মন দিতে পারে না।

6. অনেক সময় মানসিক অবসাদ আসে। অনেক সময় মানসিক ব্যর্থতা বা হতাশার ভাব তার মনে বাসা বাঁধে।

7. পেটে আঘাত বা চাপ সহ্য করতে পারে না, কাজ কর্মে বিরক্ত বোধ জন্মায়।

8. কখনো কখনো হজমের গোলমাল, উদরাময়, কখনো বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

9. কখনো কখনো বহুহজম থেকে অম্ল হয়।

### জটিল উপসর্গ

মেনোরজিয়ার মতো এই ধরনের জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। হো প্রেসার, দুর্বলতা, রক্তহীনতা, পা ফোলা, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান, রেশফ্যাগ প্রভৃতি হতে পারে।



চিকিৎসা

জরায়ুতে জন্মালা, চুলকানি ও বেদনার ভাব থাকলে দিতে হবে ক্যালকেরিয়া কার্ব (দুধের মত স্রাব)।

রক্তস্রাব দীর্ঘ দিন স্থায়ী এবং তার সঙ্গে যদি জরায়ু বদলে পড়া ভাব, হেলোনিনাস মাথার পাঁচ ফোঁটা করে দু-তিন বার।

রক্তের মত লাল স্রাব, ব্যাথা—ডান থেকে বাঁ দিকে বিস্তৃত হয়—লাইকোপোজিয়ার ৩০, ২০০।

সকালে ঘুম থেকে উঠে স্রাব বৃষ্টি—কার্বোডেজ ৬।

জরায়ু নেমে আসা ভাব—পিঠ, কোমরে প্রবল ব্যাথা, হাঁটতে কষ্ট—ইস্‌কিউলাস্ ৬, ৩০।

ক্রিমজনিত কারণে রক্তস্রাব দীর্ঘস্থায়ী হলে, সিনা ৩০, ২০০।

পচন ভাব থাকলে—ক্রিনোজোট ৬ বা আসের্নিক ৬ উপকার দেয়।

বারোকোমিক ক্যালকেরিয়া ফস ০x, ৩০x, বহু সন্তানবতীদের অনেক ভাল ফল দেয়।

পুঞ্জময় স্রাব থাকলে, ক্যালি ফস্ ০x—৩০x উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাল্‌কা হলুদ রঙের স্রাব হলে ফেরাম রিজ্যাকটম্ ১২x, ৩০x ভাল ফল দেয়। এর সঙ্গে হির্স্টারিয়া ভাব থাকবে বা মায়র দুর্বলতার ভেলেরিয়ানা—মাথার।

বেদনা, রক্ত উজ্জ্বল ভাব ও দীর্ঘদিন চলেতে থাকা—স্যাবাইনা ০x, ৩০।

বেদনাহীন কাল্‌চে স্রাব—হ্যামামেলিস্ ০x।

টাট্‌কা লাল রক্ত, প্রসব ব্যথার মতো ব্যাথা—ফিকাস রিলিজিওসা ১x।

এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো থ্র্যাস্পি বার্সা প্যাণ্টোরিস মাথার—৩x উপকারী। ৩ ফোঁটা করে জলসহ রোজ ৩ বার খেতে হবে—কয়েকদিন।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. বেশি রক্তপাত হতে থাকলে পা উঁচু দিকে করে শোয়ানো ও পেটে:টাঁড়া প্রয়োগ উপকারী।

2. স্বাস্থ্য বিধি পালন করতে হবে। অনিয়ম, নেশাসেবন বন্ধ রাখা কর্তব্য।

3. হাল্‌কা পদাঙ্কিত খাদ্য নিয়মিত ভাবে খেতে দিতে হবে।

হির্স্টারিয়া

কারণ—হির্স্টারিয়া বা মাঝে মাঝে হঠাৎ মূর্ছা অনেক নারীর হতে দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যৌন ক্ষুধার অর্তাপ্তি এর কারণ হলে থাকে। তাই তার জন্য চিকিৎসা একান্ত প্রয়োজন।

পদ্রুসের প্রতি স্নপ্ত আকর্ষণ এবং তা তৃপ্ত না হবার জন্য এটি হলে, একে যৌন ব্যাধি পর্যায়ের ফেলা যায়।

তাছাড়া দীর্ঘদিন রোগে ভোগা, অপদৃষ্টি, রক্তশূন্যতা, বেশ রক্তপাত প্রভৃতি কারণও থাকে অনেক সময়।

এর প্রধান কারণ হলো—

1. যৌন অতৃপ্তি বা যৌন তৃপ্তির অভাব।
2. একাধিক পদ্রুসে আসক্তি বা তাবের অপ্ৰাপ্তির জন্য মনে দুঃখ ইত্যাদি।
3. মানসিক আঘাত, শোক, দুঃখ, চিন্তা প্রভৃতি।
4. রক্তশূন্যতা, অপদৃষ্টি।
5. লো ব্লাড প্রেসার।
6. দীর্ঘদিন নানা রোগে ভোগা।
7. বেশ রক্তপাত, মেনোরজিয়া প্রভৃতি কারণ হতে পারে।

লক্ষণ—1. রোগিণী কাজ করতে করতে হঠাৎ কাজ কর্ম বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। তার মাথা ঘুরতে থাকে। তারপর হঠাৎ ফিট হয়ে যায়।

2. রোগিণীর জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায় না। অজ্ঞান হলেও সে কথাবার্তা শুনতে বা অনুভব করতে পারে।

3. দাঁত কপাটি লেগে যায় ও চোয়াল সংবন্ধ হয়ে যেতে পারে।

4. অনেক সময় রোগিণী হাত পা ছুঁড়তে থাকে।

5. নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হয়ে থাকে এবং তার জন্য কষ্ট অনুভব করে।

6. শ্বাস-প্রশ্বাস জ্বোরে পড়তে থাকে। অনেক সময় জ্বোরে শ্বাস নিতে নিতে রোগিণী হঠাৎ ঝিঁচিয়ে ওঠে ( Convulsion )।

7. কখনো বা রোগিণী পূর্ণ অজ্ঞান হতে পারে। কিন্তু সেটা হিষ্টিরিয়া না হয়ে অজ্ঞানতা বা Syncope এর পর্যায়ে পড়ে।

8. রোগিণীর ঋতুস্রাব প্রায় ক্ষেত্রেই বেশি হয় যৌনতার জন্য অর্থাৎ তার মেনোরজিয়া থাকে।

9. প্রেসার কম থাকলে, তার জন্য রোগিণীর আচ্ছন্ন ভাব হয় এবং সহজে তা কাটতে চায় না।

### চিকিৎসা

মুর্ছার সময়—ক্যাফার বা মস্‌কাস ৩, অথবা স্মেলিং সল্ট নাকের নিকট ধরলে বা মস্‌কাস ৩ খেলে রোগিণীর শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞানলাভ হয়।

সব সময় বিষয়, দাম্ভিক সকলকেই ছোট বা ছোট জ্ঞান, অস্থিরতা এবং নিরামিত সময়ের মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব, অথবা সম্পূর্ণ রক্ত রোধ হয়ে গর্ভাশয়ে রক্ত সঞ্চারজনিত হিষ্টিরিয়া—গ্যাট্‌লি ৬ বা ৩০ ব্যবস্থা।

যে সব স্ত্রীরা শোক দংশনাদি সকলের নিকট প্রকাশ করে, যাদের সম্ভোগ অত্যন্ত প্রবল (কামোদ্ভাদ) তাদের পক্ষে প্ল্যাটিনা বিশেষ উপযোগী। পেট থেকে গলা পর্যন্ত একটা গোলার মতো পদার্থ উঠছে, এইরকম অনদ্ভব, সেই সঙ্গে শ্বাসরোধ, ঢোক গিলতে অসমর্থ, আক্ষেপ বা খেঁচুনি, মাথার উপরে উত্তপ্ত, ছলছল চোখ, এইসব লক্ষণে ইন্সেসিলা ৬ বা ৩০ উপযোগী। গলার বা তলপেটে বেবনা, বেশি পরিমাণে রক্তপ্রাব, স্বরভঙ্গ, বিষন্নতা প্রভৃতি লক্ষণে—কণ্টিকাম ৬ প্রযোজ্য।

### আনুর্ধ্বিক ব্যবস্থা

1. সব সময় রোগিণীকে হাসিখুশি এবং আনন্দময় একটা পরিবেশের মধ্যে রাখতে হবে।
2. যাতে তার মনে শোক, দংশন, কষ্ট প্রভৃতি না জাগে, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।
3. শরীরের স্নান ও সবলতাব জন্য প্রোটিনযুক্ত খাদ্য খেতে দিতে হবে। যেমন ডিম, ছানা, মাছ, মাংস, সন্নিবিন প্রভৃতি, সঙ্গে সঙ্গে হজমের ঔষধ দিতে হবে।
4. দৃষ্টিশক্তি বা জটিল বিষয়ে মনোযোগ থেকে রোগিণীকে বিরত রাখতে হবে।
5. রোজ দু বেলা ফাঁকা বাতাসে বেড়ানো উপকারী।
6. মন প্রফুল্ল রাখার জন্য আনন্দপূর্ণ বই পড়া বা ভাল সঙ্গ উপকারী।
7. স্বাস্থ্য বিধি ঠিকমতো পালন করা কর্তব্য।

### গর্ভপাত (Abortion)

নারীর গর্ভসংগ্ৰাহের পব চ্রুণটি জরায়ুতে 280 দিন অর্থাৎ 9 মাস 10 দিন ধরে গঠিত হয় এবং তারপর শিশুর জন্ম হয়ে থাকে।

কিন্তু ঠিক পূর্ণভাবে চ্রুণ গঠিত না হয়ে, তাব আগেই যদি তা গর্ভ থেকে নির্গত হয়ে যায়, অর্থাৎ তা মারা যায়, তাকে বলে গর্ভপাত।

গর্ভপাত দুই ধরনের হয়—

1. আপনা থেকেই গর্ভপাত।
2. জোর করে গর্ভপাত ঘটানো।

জোর করে গর্ভপাত ঘটানো সাধারণতঃ হয় সন্তান ভীতির জন্য। প্রসূতির দেহ দুর্বল হলে বা অন্য কারণে। যেমন—

1. প্রসূতির দেহ দুর্বল হলে সন্তান ধারণ করলে তার জীবন বিপন্ন হবে।
2. প্রসূতির অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা ও তার জন্য তার জীবন বিপন্ন হবার আশংকা।
3. প্রসূতির হার্টের রোগ ও হার্টফেল হবার ভয়।
4. প্রসূতির Eclampsia রোগ থাকে।
5. প্রসূতির পাগলামি বা মানসিক রোগ থাকে।

6. প্রসূতির বিভিন্ন ভেনারেল রোগ থাকা ।

7. অতিরিক্ত সন্তান না চাওয়া ।

এটি হয়ে থাকে নানা কারণে । তারমধ্যে প্রধান কতকগুলি কারণ বলা হচ্ছে—

1. জননতন্ত্রাদির দ্রুতি এবং জননতন্ত্র সন্তানটিকে পূর্ণভাবে দেখে ধারণ করতে পারে না ।

2. হর্মোনজনিত দ্রুতি এবং হর্মোনের অভাবের জন্য পূর্ণ সময় অর্থাৎ 280 দিন প্রসূতি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে পারে না ।

3. জরায়ুর গঠন ঠিকমতো না হওয়া ।

4. দেহের রক্তশূন্যতা ও পূর্ণ সময় ধারণে অক্ষমতা ।

5. অপদ্রুতি জনিত কারণে সন্তান ধারণে অক্ষমতা ।

6. Eclampsia রোগ ও তার জন্য সন্তান ধারণ করার অক্ষমতা ।

7. গনোরিয়া প্রভৃতি রোগ থাকা ।

### চিকিৎসা

গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস গর্ভপ্লাব আশঙ্কায় ( বেদনা বোধ বা বেদনা প্রকাশ পাওয়া মাত্র ) স্যাবাইনা ৩x ।

গর্ভাবস্থায় চতুর্থ বা পরবর্তী মাসে গর্ভপাতের আশংকায় । অর্থাৎ বেদনাবোধ বা রক্ত দেখা দিলেই—সিকেলি ৩ ।

পড়ে যাওয়া, ভারী জিনিস তোলা কিংবা আঘাতাদি কারণে গর্ভপাত হলে তার জন্য—আর্গিকা মস্ট ৩ থেকে ৩০ ।

ক্রোধ, মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতিতে এবং প্রবল ব্যথার ভাব থাকলে—ক্যামোমিলা ৬, ৩০ ।

ধামচান বা শূলবেদনা লক্ষণে—ভাইবার্গম ওপি ৩x ।

গর্ভপাত হবার পর চিকিৎসা—

গর্ভপাতের পর যাতে গর্ভ থেকে রক্ত ও ফুল ও জল নিঃশেষে বের হয় । উপযুক্ত ধারী ঝাড়া ব্যবস্থা করা উচিত । এ বিষয়ে পরোক্ষনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে ।

তা নাহলে সেপটিক বা সূতিক্য হয়ে প্রসূতির প্রাণ পর্যন্ত বিনষ্ট হতে পারে । ফুল পড়তে বিলম্ব হতে পারে । প্রচুর রক্ত বের হলে ও অত্যধিক দুর্বল হলে চাঙ্গনা ৩ দিতে হবে ।

### জান্দুর্ষিক ব্যবস্থা

1. স্বাস্থ্যকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস উপকারী ।

2. সমদ্রুতীরে বা পার্বত্য অঞ্চলে 2-4 মাস ছেলে থাকলে উপকার হয় ।

3. মানসিক কষ্ট থাকলে তা দূর করা কর্তব্য।

4. দৈহিক ও মানসিক প্রফুল্লতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা কর্তব্য।

হঠাৎ গর্ভপাতের আশংকা দেখা দিলে —1. রোগীকে পা একটু উপরের দিকে ও মাথা একটু নিচের দিকে Slanting ভাবে শোয়ানো ভালো।

2. যদি দেখা যায় গর্ভপাত অবশ্যম্ভাবী—তা হলে ভাল চিকিৎসককে দিয়ে ভালভাবে গর্ভপাত করিয়ে নিতে হবে। Dilate ও কিউরেট করতে হবে প্রয়োজন হলে। যেন Incomplete না হয়, তা দেখতে হবে।

এ ছাড়া রোগিনীর স্বাস্থ্যবিধি পালন, পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ প্রভৃতি একান্তভাবে প্রয়োজন।

### গোপন ঋতু প্রাব (Cryptomenorrhoea)

অনেক সময় রোগীর ঋতুস্রাব হয়—কিন্তু তা এত গোপনে হয় যে তা ঠিক করা যায় না। তার নাম দেওয়া হয়েছে Crypt. menorrhoea রোগ।

কারণ —1. জন্মগত কারণ —অনেক সময় নানা রকম Membrane দ্বারা জরায়ু ও যোনি মূখ আবৃত থাকার জন্য ঋতু ঠিক দেখা যায় না। তখন তা এই রোগ বলে মনে করা হয়। নানা রকমে এটি হতে পারে—

(a) সতীচ্ছদ একেবারে ছিদ্রশূন্য হওয়া। তাঁর ফলে ঠিক মতো ঋতুস্রাব বের হতে পারে না।

(b) একটি মেমব্রেন থাকে যোনির ভেতরে সতীচ্ছদ বা Hymen-এর উপরে অনেক সময়।

(c) একটি মেমব্রেন জরায়ু মূখকে আটকে রাখে।

2. দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, অপূর্ণিত প্রভৃতির জন্য ঠিকমতো রক্তস্রাব হয় না। সামান্য হয়, যা বোঝা যায় না।

3. নানা রকম অপারেশন, বা আঘাতের জন্য জরায়ু মূখ আটকে যায়। তার ফলে ঋতু বাইরে বের হয় না।

লক্ষণ —রক্ত ভেতরে জমা হতে পারে এবং তার জন্য নানা রকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তার ফলে ঋতুস্রাব বাইরে বের হয় না।

কখনো দেখা যায় রোগিনী একটি তরুণী বালিকা (15—18 বছর বয়স) এবং তার সব রকম সেকেন্ডারী যৌন চরিত্র বর্ধিত হয়েছে কিন্তু তা—কিন্তু তার ঋতু হচ্ছে না।

রোগিনীর Complain হবে ঠিকমতো প্রসাবের চেয়ে বেশি প্রস্রাব হচ্ছে, মাঝে মাঝে ঋতুস্রাব ঠিকমতো হচ্ছে না বা একেবারেই হচ্ছে না—দু এক ফোটা মাত্র হচ্ছে।

কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পাল্লখানা ত্যাগে ব্যাধা হচ্ছে ।

কখনো সামান্য জ্বর আসতে পারে ।

ঘোনিষার পরীক্ষা করলে বা জরারু পরীক্ষা করলে রোগ নির্ণয় ঠিক করা যায় । একটি নীলাভ মেমব্রেন দেখা যাবে সতীচ্ছ্ব রূপে, পূর্ণ আকৃতির — ছিন্ন নাই । অর্থাৎ P. V. ( Per Vagina) পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তার ভেতরে অথবা জরারু মধ্যে মেমব্রেন বর্তমান ।

### চিকিৎসা

এটি একটি সাধারণ রোগ নয় । এটি জরারু জন্মগত গঠনের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কযুক্ত বলা যায় ।

যদি সতীচ্ছ্ব একেবারে ছিন্ন না থাকে তা হলে চিকিৎসক সার্জন দ্বারা অনেক সময় সামান্য অপারেশন করা প্রয়োজন হতে পারে ।

কিন্তু সতীচ্ছ্ব ছিন্ন সামান্য থাকে কিন্তু অন্য নানা কারণে ঋতুস্রাব অতি কম হয় বা এত কম হয় যে তা বোঝা যায় না । তার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করতেই হবে ।

পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০ এই রোগের একটি গ্রেস্ট ঔষধ । এতে ঋতুস্রাব অনেকটা পরিষ্কার হতে পারে ।

যদি আর্টারিও দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতার জন্য এই রোগ হয় তা হলে দিতে হবে চার্না ৩, ৬ । অন্য ঔষধ হলো ফেরাম ফস ৩x, ৬x এবং ক্যালকোরিনা ফস ৩x, ৬x একত্রে রোজ দুই—চার বার ।

জন্মগতভাবে ঋতু কম হয় এবং সেই সঙ্গে ব্যাধা থাকলে, তা হলে দিতে হবে বোরাক্স ৬, কোনিয়াম ৬, হ্যামামেলিস ৬, থুজা মাধার, ক্যালকোরিনা কার্ব ৩০, লক্ষণ ভেদে ।

প্রারম্ভিক দুর্বলতার জন্য ঋতুস্রাব কম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধার ভাব থাকলে কলোসিস্থ ৬, ক্যামোমিলা ৬, সিমিসিফিউগা ৬, ৩০, কফিয়া ৬, ৩০, সিকেল ৩, জেলসিমিয়াম ৬, ৩০, হ্যামামেলিস ৬, ৩০ অথবা জ্যান্সত্র ৩, ৬ । লক্ষণ দেখে এগুলি দিতে হবে ।

ব্যাধা বা জরারুতে বেদনা মাঝে মাঝে হয়, কখনো থাকে না লক্ষণে ভাইবার্ণাল ওর্প, আর্গিকা, আর্সেনিক, ক্যামোমিলা, ইমেসিয়া, নাক্স বা সালফার ।

### বন্ধ্যাত্ব ( Infertility )

বন্ধ্যাত্ব বলতে বোঝায়, বিয়ের পর সম্পূর্ণ এক বছর কেটে গেলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে সন্তানের জন্য উদগ্রীব হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন সন্তান না হওয়া ।

আবার অনেকে বলেন যে, যদি নারীর সন্তান ধারণ একেবারে অসম্ভব বলে প্রতীক্ষিত হয়, তা হলে তা বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ । কিন্তু যদি চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্যে নারী সন্তান লাভ করতে পারে তা হলে তা ঠিক প্রকৃত বন্ধ্যাত্ব নয় ।

যা থেকে বন্ধ্যাত্বকে দূরীকরণে ভাগে ভাগ করা যায়—

1. প্রাথমিক বন্ধ্যাত্ব — অর্থাৎ বিয়ের পর থেকে কোনও সন্তান লাভ একেবারে না করা ।

2. সাময়িক বন্ধ্যাত্ব— অর্থাৎ বিয়ের পর সন্তান একটি হঠাৎ হয়ে গেলে তারপর চিরদিনের মতো আর সন্তান হলো না । তাদের কিস্তি প্রথম অবস্থায় বন্ধ্যাত্ব না হলেও পরবর্তী কালে ঠিক বন্ধ্যাত্ব বলা যায় ।

বিজ্ঞানীরা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বিয়ের পর বা আগে নারী-পুরুষ মিলিত হলে শতকরা 90টি ক্ষেত্রে সন্তান হয়—10টি ক্ষেত্রে হয় না । এটির মধ্যে আবার চিকিৎসাদির পর 10টি অন্তর্ভুক্ত নারীর 6-7টি আরোগ্য করা যায় ।

কারণ—বিভিন্ন কারণে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে । তা না হলে সন্তান সৃষ্টি হয় না । যেমন—

1. টেস্টিস্ অবশ্য স্নেহ শূন্যকীট সৃষ্টি করবে ।
2. ওভারী অবশ্য স্নেহ Ovum সৃষ্টি করবে ।
3. শূন্যকীট ও ডিম্বাণুর ঠিক মতো মিলন হবে ।

উপরের তিনটি Factor-এর কোনও একটির অভাব হলে, ঠিক মতো সন্তান সৃষ্টি হবে না ।

এখন দেখতে হবে, ঠিক কি কি কারণের জন্য ঠিকমতো সন্তান সৃষ্টি হয় না ।

ফিজিওলজিক্যাল কারণ —কখনো কখনো স্বাভাবিক নিয়মেই নারীর সন্তান ধারণ সম্ভব হয় না । যেমন—

- (a) ডিম্বকোষে ডিম্ব উৎপাদনের বয়স না হলে ।
- (b) নারীর বেশি বয়সে মেনোপজ হয়ে গেলে ।
- (c) নারী গর্ভবতী থাকলে নতুন সন্তান হবে না ।
- (d) কখনো কখনো নারীর দুঃখ আসার মতো বয়স হলে তার জন্য সাময়িকভাবে নারী সন্তানবতী হয় না ।

প্যাথলজিক্যাল কারণ—(a) পুরুষের শূন্যকীটের ক্রোমোজোম ঠিকমতো xy বা xx ভাবে না থাকা—অর্থাৎ সন্তান ধারণের উপযুক্ত ক্রোমোজোম সৃষ্টি না হওয়া ।

- (b) নানা কারণে ডিম্বকোষে পূর্ণ সন্তান সৃষ্টির তো ডিম্ব সৃষ্টি না হওয়া ।
  - (c) নানা কারণে (যেমন গনোরিয়াদি জনিত Block) শূন্যকীট ও ডিম্বকীট মিলন ঠিকমতো না হওয়া ।
  - (d) বিভিন্ন রোগের জন্য ঠিকমতো ভাবে সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা লুপ্ত হওয়া ।
- পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক ভাবে বন্ধ্যাত্বের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে ।

## পুরুষের জন্য

1. ডায়াবেটিস্ রোগ হলে বা তার জন্য যৌন ক্ষমতা কমে গেলে। এটি বেশি বয়সে হয়।

2. এন্ডোক্রিন গ্রন্থির জন্য—থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ কম হলে, পিটুইটারীর কাজ কম হলে, এবং পুরুষ বেশি মোটা বা ফ্যাটি হয়ে গেলে এই অবস্থা হতে পারে। এটি ভালভাবে চিকিৎসককে লক্ষ্য করতে হবে।

3. মানসিক অবস্থা —পুরুষের সঙ্গে নারীর মনের মিল না হওয়া, নারীর যৌন জীবনে বীতরাগ সৃষ্টি হওয়া, অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ ছিল কিন্তু তাকে বিবাহ করতে পারেনি বলে মনে দুঃখ থাকা ইত্যাদি। এর Rate খুব কম। যৌন মিলন না করলে অবশ্য সন্তান না হতে পারে। তবে বিরক্তি সহকারেও মিলন করলে সন্তান হবার সম্ভাবনা পূর্ণ থাকে।

4. জেনিট্যাল কারণ—এটি নানা প্রকার হতে পারে—

(a) টেস্টিস ঠিক মত গঠিত না হওয়া।

(b) দীর্ঘদিন কালাজ্বর, ম্যালেরিয়াতে ভোগা, টাইফয়েড, বসন্ত রোগ প্রভৃতিতে ভোগা।

(c) দিনরাত গরমে কাজ করার জন্য হতে পারে।

(d) যোনোঙ্গের রোগ—গনোরিয়া, গির্ফালিস প্রভৃতি।

(e) জন্মগতভাবে বীর্ষে শূন্যকীট না থাকা।

(f) একশরা, হাইড্রোসিস, ফাইলোরিয়া প্রভৃতিতে ভোগা।

(g) যৌন মিলনের ভুল-প্রথা বা ঠিকমতো বীর্ষ যৌনিত্তে প্রবিষ্ট না হওয়া, এটি খুব কম হয়।

## নারীর অক্ষমতার জন্য বা ভুলের জন্য

1 নারীর অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা, বৈহিক অপদৃষ্টি, প্রভৃতির জন্য সন্তান ধারণে অক্ষমতা আসা স্বাভাবিক।

2. হর্মোন জনিত বাধা—পুরুষের মতো নারীরও হর্মোনের অভাব, অতিরিক্ত বেহ মোটা, ঋতু না হওয়া, বাধক প্রভৃতি।

3. মানসিক কারণ —দুঃখ, শোক, পুরুষের প্রতি বিরক্তি, সন্তান ভীতি প্রভৃতি।

4. জেনিট্যাল কারণ —পেলাভিসে বিভিন্ন অরগ্যান পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কেন এটি হচ্ছে। তা হলেই জেনিট্যাল কারণ কি হতে পারে, তা বোঝা যাবে। বিভিন্ন কারণে তা হতে পারে—

(a) যৌনের মধ্যে —যৌনগত অপরিণতি, যৌন ক্রিয়াশীল না থাকা প্রভৃতি।



(b) সারভিক্সের জন্য —সারভিক্স ঠিকমতো থাকে না বা রোগগ্রস্ত থাকে । কিম্বা এটি উচ্ছেদ থাকে ও তার জন্য যৌন-ক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটে ।

(c) 'জরায়ুগত' কারণ —জরায়ু কাঙ্কের গোলমাল, তার গঠন ঠিক মতো না হওয়া । তার সন্তান ধারণে অক্ষমতা থাকা । তার সঙ্গে যৌনিনালীর সম্পর্ক না থাকা ।

(d) ডিম্বনালীর জন্য —নালীতে Obstruction তার জন্য বাধা প্রভৃতি ।

(e) গনোরিয়া, সির্টিফিকাস প্রভৃতি রোগ ।

(f) Appendicitis, Ascites প্রভৃতি রোগে ।

(g) ওভারীর কান্ড ঠিক না হওয়া । Oophritis রোগ । ওভারীর টিউমার ।

### বন্ধ্যাত্বের চার্ট

পুরুষদের জন্য—শতকরা 25 ভাগ ।

নারীর জন্য—

1. Vagina এর জন্য শতকরা 5 ভাগ ।
2. Cervix-এর জন্য শতকরা 20 ভাগ ।
3. জরায়ু-এর জন্য শতকরা 15 ভাগ ।
4. ডিম্বনালীর জন্য শতকরা 10 ভাগ ।
5. ডিম্বকোষের জন্য শতকরা 5 ভাগ ।
6. হর্মোনের জন্য শতকরা 1 ভাগ ।
7. বিভিন্ন রোগের জন্য শতকরা 65 ভাগ ।
8. অজানা কারণে শতকরা 34 ভাগ ।

এই সব নানা কারণে বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে ।

### বন্ধ্যাত্বের পর্যবেক্ষণ বা রোগ নির্ণয়

বন্ধ্যাত্বের কারণ এখন পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তা একটি জটিল ও দুরূহ বিষয় । কখনো বা দেখা যায়, প্রাথমিক অবস্থার থেকেই বন্ধ্যাত্ব । এখন দেখতে হবে সেটি কি কারণে হচ্ছে ।

কখনো প্রাথমিক অবস্থা থেকেই এটি হয় । কখনো বা দূর একটি সন্তান জন্ম নেন—তারপর এটি হয় । এজন্য পরীক্ষা করতে হবে 'নাভাবে' ।

### ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা

স্বামীর পরীক্ষা —1. স্বামীকে পরীক্ষা করতে গেলে তার ইতিহাস ভালভাবে নিতে হবে । তার যৌনতন্ত্র ঠিক আছে কিনা তা দেখতে হবে ।

2. স্বামীর Cell নিউক্লিয়াসে xy ক্রোমোজোম ঠিকমতো আছে কিনা দেখতে হবে ।

3. তার বীর্বে শূক্ৰকীট আছে কিনা দেখতে হবে ।

4. যৌনাস্ত্রের সব অঙ্গ দেখতে হবে ।

স্ত্রীর ক্রিনিক্যাল পরীক্ষা—1 বয়স এবং পেশা । যদি বয়স 35-এর বেশি হয় এবং কর্মশীল না হয়, তাহলে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে ।

2. লিউকোরিয়া, জরারুদ্র বা যোনির গোলমাল জনিত নানা রোগ থেকে বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে ।

3. মাসিক বা ঋতু ঠিক মতো হচ্ছে কিনা এবং তার কখনো Amenorrhoea রোগ ছিল কিনা তা দেখা কর্তব্য ।

4. বিবাহের ইতিহাস—বিবাহের তারিখ, বিবাহের প্রতি ইচ্ছা ছিল কিনা ।

5. অতীত ইতিহাস

(a) গনোরিয়া, সর্ফিলিস্, ট্রাইকোমোনা প্রভৃতি ।

(b) ষক্ষ্যা বা টিউবারকিউলোসিস্ ।

(c) এ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগ ।

(d) ডায়াবেটিস রোগ ।

(e) যোনিতে অপারেশন হয়েছিল কিনা ।

(f) ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ডিপথিরিয়া, ম্যালেরিয়াতে দীর্ঘদিন ভোগা, বসন্ত প্রভৃতি হয়েছিল কিনা ।

(g) অপদৃষ্টি ও রক্তশূন্যতা ইত্যাদি ।

### চিকিৎসা

কোনিনাম—৩, ৬ । বন্ধ্যাত্বের উৎকৃষ্ট ঔষধ ( ডিম্বকোষের ক্ষীণতার জন্য বন্ধ্যাত্ব ঘটলে ) ।

বোরাক্স—৬ । তীব্র শ্বেতপ্রদর সংযুক্ত বন্ধ্যাত্ব ।

হেলোনিনাম্ ৩,৬—সঙ্গমে বীতস্পৃহা বা সঙ্গম শক্তির লোপ, জরারুদ্র স্থানচ্যুতি, প্রদর, জরারুদ্র গ্রীবার ক্ষত বা প্রচুর রক্তস্রাব, বন্ধ্যাত্ব ।

আয়োডিন ৩—( স্থনের দুর্বলতার লক্ষণে ) সিপিলা ৩০, ফসফরাস ৩, অরাম ৩০, নেট্রাম মিউর ৩০, প্রভৃতি ঔষধ কখনও কখনও দরকার হতে পারে ।

যদি পদ্রুবেশের দোষে সম্ভাবনা দি না হয়, তবে পদ্রুবেশের পক্ষে কোনিনাম ৩ বা আয়োডিন ৬ খেলে উপকার হয় । শূক্ৰের দোষেও সম্ভাবনা দি হয় না অনেক সময়ে ।

অমিতাচার, অতিরিক্ত নেশা সেবন প্রভৃতির জন্য হলে নান্ন ভর্মিকা ০, ৬, ০০ উপকারী।

ষোনিতে টিউমার বা অবদ্ব হলে কার্বোভেজ ০০ উপকারী। কার্বোভেজ ৬, ০০, আর্সেনিক ৬, ০০, লাইকো ০০, ২০০ প্রভৃতিও এই লক্ষণে ভাল কাজ দেয়।

### জরায়ু উল্টে যাওয়া ( Retroversion )

যদি নানা কারণে জরায়ু তার ঠিকমতো অবস্থানের জায়গায় না থেকে অনাভাবে অবস্থান করে, তাকে বলা হয় জরায়ুর Retroversion. এটি বেকৈ সামান্য পেছনে যান বা কখনো অনেক বেশি পেছনে যান। কখনো Rectum-কে ঠেলে দিয়ে পেছনে যান এবং তার উপর অবস্থান করে।

তার সঙ্গে সঙ্গে Cervix-এর অবস্থানও স্বাভাবিক না হয়ে অস্বাভাবিক হয়। সামনের ব্রাডারটি বেশি ফুলে ওঠে মূত্র সঞ্চিত অবস্থায়।

বেশি Retroversion হলে প্রচণ্ড চাপ পড়ে Rectum-এর উপর।

এই Retroversion অবশ্য সব সময়ই যে বেশি বয়সে হবে বা বয়েকটি সন্তান জন্মের পর হবে তার কোনও নিয়ম নেই।

কখনো কখনো কুমারী মেয়েদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়।

তবে তাদের বেলায় জরায়ুর অংশ সাধারণতঃ যোনির মধ্যে ঝুলে পড়ে না বা Prolapse হয় না।

তাদের ক্ষেত্রে হলেও এটি হয় কম পরিমাণে—অর্থাৎ সামান্য পেছনে সরে যান এটি—বেশি হলেই তখন নানা রকমের কুলক্ষণ দেখা দেয়।

আবার এমনও দেখা গেছে, জন্মের পর থেকেই এটি পেছনের দিকে ঠেলে আছে। তাদের এটির ফলে খুব খারাপ লক্ষণ দেখা না দিতেও পারে।

তবে যদি খুব খারাপ লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে অবশ্য তখন অপারেশন ছাড়া অন্য চিকিৎসার দ্বারা রোগ আরোগ্য করা সম্ভব হয় না।

এখন এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় জরায়ু থাকে সামনের দিকে বেকৈ। তা ঠিক পিউবিসের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে হেলে অবস্থান করে থাকে। এটি স্বাভাবিক অবস্থা।

জরায়ুর বিভিন্ন লিগামেন্ট, পেশী প্রভৃতি তাকে নির্দিষ্ট স্থানে আটকে রাখে।

কিন্তু তা যদি না হয় অর্থাৎ জরায়ু যদি তার নিজস্ব স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সোজা হয়ে থাকে বা পেছনে হেলে যান, তা হলে তার বিচ্যুতি ঘটে।

স্বাভাবিক কারণে এটি হয় না। একটি বা দুটি প্রসব হবার পর সন্তান ধারণের জন্য জরায়ু খুব বড় হয়। তারপর আবার তা ছোট হয়। এই যে কম বেশি আকৃতি তার হয়—এজন্য তা অনেক টিলা হয়ে যান।

জরারূর সঙ্গে তার পেশী, লিগামেন্ট প্রভৃতি প্রায়ই বিরাট বর্ধিত পায়—পরে ছোট হওয়া প্রভৃতি কারণে ঢিলা হয়ে যায়। এই অবস্থার যদি কোনও কারণে চাপ পড়ে বা ধাক্কা লাগে বা কোন কারণে ব্রাডার, খাদ্যানালী প্রভৃতি ভেতরের যন্ত্রগুলি থেকে চাপ পড়ে তাহলে তা কিছুটা পেছনে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, বাচ্চা না হওয়া সন্তেও শতকরা 9 থেকে 11 ভাগ মেয়েদের জরারূর একটু পেছনে বেকে থাকে। কিন্তু বাদের বাচ্চা হয়ে গেছে দেখা যায় তাদের মধ্যে শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ মেয়েদের জরারূর Retroversion হয়েছে। এটি একটি অতি সাধারণ ঘটনা।

যদি এর ফলে কোনও বস্তু ইত্যাদি না হয়, তাহলে এটা ধরাই পড়ে না, কিন্তু যদি কোনও কারণে এই বিষয় নিয়ে কষ্ট ভোগ করতে হয়, তখন এটা প্রকাশ পায়। তার ফলে চিকিৎসকে দেখানো বা এঞ্জ-রে করা হয়। তখন জানা যায় যে, ঐ মহিলার রেট্রোভারশন হয়েছে।

শতকরা 5 থেকে 20 ভাগ কেস তাই ধরা পড়ে, বাকিরা ঐ অবস্থা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়।

পরে যখন Menopause হয়ে যায়, জরারূর শীর্ণ হয়ে যায়—তখন এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন জাগে না তাদের মনে, বিভিন্ন পরিমাণে এটা হয়।

1. স্বাভাবিক জরারূর অবস্থা।
2. প্রথম ডিগ্রীর বা সামান্য রেট্রোভারশন।
3. দ্বিতীয় ডিগ্রীর বা বেশি রেট্রোভারশন।
4. তৃতীয় ডিগ্রী হলে একেবারে পাউচ অব ডগলাস বা রেকেটো-ইউটেরাইন পাউচের উপর ঝুলে অবস্থান করে থাকে। তার ফলে এটি থেকে নানা কষ্ট হতে থাকে। তখন এটি ধরা পড়ে।

কারণ—1 জন্মগত—কারণ কারণে দেখা যায় যে দ্রুত অবস্থায় জরারূর গঠনের সময় থেকেই এটি শূন্য হয়। তার ফলে জরারূর গঠিত হয় ঠিক রেট্রোভারশন অবস্থায়। এদের জরারূর অবশ্য প্রায়ই প্রথম ডিগ্রীর অবস্থায় পড়ে এবং তা ধরা পড়ে না।

মাঝে মাঝে জন্মগতভাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডিগ্রীর রেট্রোভারশন যে না হয়, তা নয়। তখন বিবাহের পর তাদের কষ্ট অনুভব হলে তা ধরা পড়ে।

2. পরবর্তীকালে (Acquired)—(a) প্রসবের সময় চাপের জন্য এটি হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে—এদের জরারূর প্রথম ও দ্বিতীয় এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(b) জরারূর Prolapse হলে বা যোনি পথে জরারূর নিচে নেমে গেলে তার জন্যও এটি হয়। সব সময় Prolapse হলে তার অবশ্যই রেট্রোভারশন হতে বাধ্য।

(c) জরারূর প্রদাহ হলে এটি হয়।

(d) জরারূর টিউমার হলে, তার ফলে এটি হয়।

তবে একটি কথা হলো দ্বিতীয় অবস্থাটির মধ্যে প্রসবের সময় চাপের জন্য Prolapse হয় শতকরা 60 ভাগ ক্ষেত্রে, কি আরও বেশি ক্ষেত্রে ।

### ক্লিনিক্যাল বিভাগ

ক্লিনিক্যাল ভাবে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয় । তা হলো—

1. Mobile বা জরায়ু নড়াচড়া করে ।
2. Fixed বা স্থির থাকে ।
3. Complicated বা জটিল এদের Prolapse হয় ও নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় । কখনও বা এর সঙ্গে টিউমার, ক্যানসার প্রভৃতি থাকে ।

লক্ষণ —1. পিঠে বাধা এর একটি প্রধান লক্ষণ ।

2. মাসিকের গোলমাল হতে থাকে ।
3. লিউকোরিয়া বা শ্বেত প্রদর থাকে বেশির ভাগ সময় ।
4. কখনো বা Prolapse দেখা দেয় ।
5. উর্বরতা নষ্ট হতে পারে এবং তার সম্ভাবন ধারণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।

মানসিক কারণ —নারীবা যখন শোনে যে তাদের জরায়ু উল্টে গেছে, তারা অত্যন্ত ভীত ও দুর্নিশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । তার ফলে মানসিক কারণে বেশি রক্তপাত, শ্বেতস্রাব প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায় ।

### পরীক্ষার যা দেখা যায়

বাইম্যানুয়াল ভাবে জরায়ু পরীক্ষা করলে যা যা দেখা যাবে, তা বলা হচ্ছে । তা হলো—

1. সারাভিন্ন সামনের দিকে ঝুঁকে, তা থেকে পিছনের দিকে ঝুঁকলে ঝুঁক থাকে ।
2. কতটা পেছনে সরে গেছে তা পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যায় ।
3. কখনো এটি স্থির বা Fixed হয়, কখনো বা একটু সামনে পেছনে নড়াচড়া করে তাও বোঝা যায় ।
4. কখনো বা Prolapse হয় তা ঠিক করে বুঝতে পারা যায় ।
5. জরায়ুতে টিউমার প্রভৃতি হলে তা আকাবে বুঝি পার ।

### রোগ নির্ণয় ( Diagnosis )

1. Rectum দিয়ে Bimanual পরীক্ষা করলে তার সামনের পক্ষ Mass অনুভূত হয়।

2. জরায়ুর পেছন দিকে Fibroid বোঝা যায় ।
3. ভগলাস পাউচে ডিম্বকোষ অনুভব করা যেতে পারে ।
4. Prolapse থাকলেই, এটি আছে বলে ধরে নিতে হয় ।

## চিকিৎসা

সবচেয়ে আগে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সত্যি জরায়ুর স্থানচ্যুতি কিছটা হয়েছে কিনা।

এই রোগের একটি প্রেস্ট-ঔষধ হলো সিপিলা ৬, ৩০ বা ২০০।

অন্য মিউর ন্যাট ৩x অন্য একটা প্রেস্ট ঔষধ। প্রতিদিন দুই মাত্রা করে সাতদিন দিলে খুব ভাল হয়।

বায়োকমিক মতে গ্যালকোরিলা ফস্ ১২x একটি খুব ভাল ঔষধ।

অন্যান্য উপকারী ঔষধ হলো বেলেডোনা ৩০, সিমিসিফিউগা ১x, ফেরাম আয়োড্ ৩x, সিকেলি কর ৬, কণ্টিকাম্ ৩০, স্ট্যানাম্ ৬, ফ্রাক্সিনাস্ মাদার।

যদি এই সঙ্গে শ্বেতস্রাব থাকে এবং জরায়ুতে জন্মালা থাকে তাহলে, ক্যালকোরিলা কার্ব ৩০ ২০০।

অল্প রক্তস্রাব এবং তার সঙ্গে শ্বেতস্রাব থাকলে পালুসেটিলা ৬, ৩০।

প্রসব ব্যথার মত ভীষণ ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, জলের মত দুর্গন্ধ স্রাব থাকলে, সিপিলা ৬, ৩০।

উপদংশ প্রভৃতি রোগের ইতিহাস থাকলে ও শ্বেতস্রাব থাকলে, অ্যাসিড্ নাইট্রিক ৬।

হৃদযন্ত্রের স্রাব ও তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ ভাব থাকলে, ক্রিয়োকোটে, ৬, ৩০।

গরম ভাবের শ্বেত প্রদর সহ হলে বোরাক্স ৬ ভাল ফল দেয়। বোভিফটা ১২ এই লক্ষণে শুব ফল দেয়।

## জরায়ু নেমে আসা (Prolapse)

এটি একটি রোগ, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটি বা একাধিক সন্তানের জন্মের জন্য হয়। জরায়ুতে টিউমার হলেও এই রোগ হতে পারে। তার নানা কারণ আছে।

এতে জরায়ুতে Cervix প্রায় সবটা নিচে যোনির মধ্যে ঝুলে পড়ে।

বাইম্যান্ড্র্যাল পরীক্ষাতে একটি অঙ্গুল প্রবিষ্ট করলে এটি বোঝা যায়।

কারণ — 1. জন্মগত কারণে হতে পারে। তাহলে অবশ্য প্রথম যৌবন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে।

2. অনেক সন্তান ধারণ এবং তার জন্য বিভিন্ন অংশ টলে হয়ে যায়। তার ফলে জরায়ুর লিগামেন্টগুলি টলে হয়ে যায় এবং তার অংশ যোনিতে নেমে আসে।

3. সন্তান ধারণ ছাড়া জরায়ুতে টিউমার, জরায়ুর ক্যানসার প্রভৃতি কারণেও হতে পারে।

4. জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা হেট্রোডারশন হলে তার জন্যও এটি নেমে আসতে পারে। কখনো বা আমাশন, উৎসাহময় প্রভৃতি নানা রোগের জন্য এটি হতে পারে।

5. কখনো বা ব্লাডার নিচের দিকে নেমে আসে বলে, তার সঙ্গে সঙ্গে জরারূর অংশ নিচে নেমে আসে। একে বলা হয় Cystocele.

6. কখনো বা Rectum-টি নিচের দিকে নেমে আসে বলে তার সঙ্গে সঙ্গে জরারূর অংশ নিচের দিকে নেমে আসতে পারে। তাকে বলা হয় Rectucele.

### বিভিন্ন ডিগ্রী

যেমন রেট্রোভারশনের নানা ডিগ্রী আছে, তেমনি, Prolapse-এরও নানা ডিগ্রী আছে।

1 প্রথম ডিগ্রী—সামান্য নেমে আসা বড় জোর ½ ইঞ্চি।

2. দ্বিতীয় ডিগ্রী—বেশি নেমে আসা প্রায় 1 ইঞ্চি।

3. তৃতীয় ডিগ্রী—অনেক নেমে আসা প্রায় 2 ইঞ্চি বা তারও বেশি।

অনেক সময় বোনির প্রায় সবটা জুড়ে এটি অবস্থান করে। এটি খুব খারাপ অবস্থা।

### বিভিন্ন খারাপ উপসর্গ (Complication)

1. এটি নিচে নেমে আসার জন্য বোন মিলনের বাধার সৃষ্টি হয়।

2. স্থানিক ব্যথা—কোমরে, পিঠে ব্যথা।

3. বেশি হলে ও প্রবাহ থাকলে জ্বর হতে পারে।

4. বেশি বের হয়ে এলে, প্রস্রাব-পাল্লখানা প্রভৃতি বন্ধ হতে পারে।

5. Pelvic Cavity-র মধ্যে সেপটিঙ্ক হতে পারে।

6. কখনো কখনো ক্যানসার হতে পারে বোনিতে।

### চিকিৎসা

জরারূর নেমে আসা ভাবে প্রথমে দিতে হবে সিপিরা ১২x বা ০, ৬, ০০।

অরাম মিউর ন্যাট্ ০x চর্ণ বা ক্যালকোরিরা ফস ১২x ভাল ফল দেয়।

জরারূর মধ্যে বার্দসহ ভয় বা জলপহ ভয় মনে হলে লাইকোপোডিয়াম ০০, কোনিরাম ০, ৬ ভাল ঔষধ।

জরারূর প্রবাহভাবে, বেলেডোনা ০x—০০।

প্রবল ব্যথা, অল্প স্রাব লক্ষণে, সিপিরা ৬—০০।

গাঢ়, হিরদ্রাভ রক্তস্রাব এবং জরারূর বা বোনিতে ক্ষত লক্ষণে, হাইড্র্যান্টিস ০x—০০।

ক্ষত অল্প, শূন্য দেহস্থক, কোন্টকিটিন্য লক্ষণে, গ্র্যাফাইটিস ০x—০০।

শ্বেতস্রাব, জ্বালা, চুলকানি, ব্যথা লক্ষণে, ক্যালকোরিরা কার্ব ০x, ২০০।

দুর্গন্ধবৃত্ত স্রাব, বাইরে ফোলা ভাব, জ্বালা, বন্দনা থাকলে, ক্রিয়োটোম ৬. ০০।

অনির্নামিত ঋতুস্রাব লক্ষণে, কোনিয়াম ১—৩০ বা ইয়েসিয়া ৬, ৩০ বা নেট্রাম উন ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

নানা রোগে ভোগা এবং উপদংশ প্রভৃতির ইতিহাস থাকলে, নাইট্রিক এঁ ড় ৬, ৩০।

বার্নোকৈমিক ক্যাল্‌কোরিয়া ফস, ১২x ভাল ঔষধ।

জরারদ্র দূর্বলতার ক্যাল্‌কোরিয়া ক্লোর ৬x, ১২x ভাল ঔষধ।

### পেরিনিয়াম ঢিলে হওয়া। ( Relaxed Perinium )

পেরিনিয়ামের পেশাগুলি এক্ষেত্রে ঢিলে হয় ও তার ফলে ভেতরের বস্তুাদি নিচে নেমে আসে। অনেক সময় Perineal Tear-এর জন্যও এটি হয়।

কারণ —1. এক বা একাধিক সন্তান জন্মের জন্য এই অবস্থা হতে পারে।

2. অনেক সময় মেনোপজ বা ঋতু বন্ধের পর জরারদ্র শূন্যকরে যাবার জন্য এটি হয়।

3. কোনও বড় অপারেশন করার পর হতে পারে।

4. পেটের রোগ, আমাশয়, অর্শ, প্রভৃতির জন্য বেশি চাপ পড়া বা কৌথ ঘেবার জন্য এটা হয়।

### চিকিৎসা

পেরিনিয়াম ঢিলে হবার জন্য প্রধান কারণ হলো মাংসপেশীর দূর্বলতা। এর জন্য ক্যাল্‌কোরিয়া ফস্ ৬x ভাল। ক্যাল্‌কোরিয়া ক্লোর, ১২x জরারদ্র দূর্বলতার জন্য। চারনা ৬, ৩০ বেহের দূর্বলতার জন্য। সিপিয়া, স্ট্যাফিস্যাগিয়া, প্লাফাইটিস্ উপকারী।

জরারদ্র মধ্যে বায়ুসঞ্চার বা জলসঞ্চার প্রভৃতি লক্ষণে, রোমাইন ৩, ৬, বেলোডোনা ৬x, অ্যাসিড্ ফস্ ৩, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

পেশীর দূর্বলতার জন্য বার্নোকৈমিক ফেরাম্ ফস্ ৬x, ক্যাল্‌কোরিয়া ফস্ ৬x, নেট্রাম ফস্ ৬x প্রতিটি একত্রে মিশিয়ে রোজ ২।৩ বার পনেরো দিন বা একমাস সেবন করলে ঋতু ভাল ফল দেয়।

জরারদ্র দূর্বলতা দেখা দিলে ক্যাল্‌কোরিয়া ক্লোর ৩x, ৬x, ১২x ঋতু ভাল ঔষধ।

মোটো রোগীদের পক্ষে ক্যাল্‌কোরিয়া কাব' ৩, ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

প্রয়োজনে লক্ষণ অনুযায়ী সাল্‌ফার ৩০, সিপিয়া ৩০, আর্জেন্ট নাইট্রিক-৬, ৩০, হারোস্যারামাস, ৬ ফল দেয়।

গারে বা গলার কাপড় রাখতে পারে না—ল্যাকোস্ ৬, ৩০।



জরায়ুর প্রদাহ ( Uterine Inflammation )

এটি একটি খারাপ রোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি উপযুক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করা না যায়, তা হলে এটি থেকে আরও জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে। তাই সব সময় দ্রুত রোগ নির্মূল করা ও ভালভাবে তার চিকিৎসা পন্থায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন কারণে এটি হয়—

এটি যে বিবাহের পরে হবে তারও কোন মানে নেই। নানা কারণে বিবাহের আগেও হতে পারে। তবে দেখা যায় যে শতকরা ৪৫টি ঘটনা ঘটে বিবাহের পরে বা সন্তান জন্মের পর।

কারণ—1. জরায়ুতে নানা রকমের বীজাণু দূষণ থেকে এটি হতে পারে। যেমন মর্নিংলিয়া ইনফেকশন, ট্রাইকোমোনা জাতীয় ইনফেকশন।

2. B. Coli রোগে অনেকদিন ভুগলে, অনেক সময় প্রস্রাবনালী নির্গত বীজাণু যোনিপথে প্রবেশ করে তার জন্য প্রদাহ হতে পারে।

3. গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ থাকে।

4. প্রসবের পর ঠিকতো যত্ন না নেবার জন্য, জরায়ু গায়ে ফুল পড়ে যাবার পর যে ঘা থাকে ঐ ঘায়ের মধ্যে বীজাণু প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

5 গর্ভপাতের পর Incomplete হলে অথবা Complete হলেও তা থেকে হতে পারে।

6, Curett অপারেশন ঠিক মতো করতে না পারার ফলে, নানা জাতীয় বীজাণু জরায়ুকে আক্রমণ করে, তার ফলে হতে পারে।

7. দেখা গেছে অন্যান্য নানা অপারেশনের পরও এটি হতে পারে।

8. ক্যাথিটার প্রয়োগের সময়, তাতে বীজাণু থাকলে তার মাধ্যমেও হতে পারে।

9. কখনও কখনও কারণ জানা যায় না, এমন ঘটনাও অনেক দেখা যায়।

10. জরায়ুতে টিউমার প্রভৃতি হলে তার জন্যও হতে পারে।

11. ঋতুর সময় নোংরা কাপড় ব্যবহারের জন্যও এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. জরায়ু ও যোনিতে ব্যথা দেখা যায়।

2. অনেক সময় জ্বালা ও বাধা হয়, অনেক সময় এই সঙ্গে বেশি রক্তপাত হতে থাকে।

3. জরায়ুর নিচের অংশে যোনিতে চুলকানির ভাব দেখা দিতে পারে।

4. জরায়ু থেকে ঋতুর পর, অনেক সময় শ্বেতস্রাব নির্গত হতে দেখা যায়।

5. দুইটি ঋতুর মাঝের ব্যবধান কমতে পারে।

6. ঋতু 7—8 দিন বা 10—12 দিন ধরেও চলতে পারে ও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে পারে।

7. কতুসূত্রে ঘৃণা দেখা দিতে পারে ।

8. কতুসূত্র স্বাভাবিক বর্ণের না হয়ে, তার সঙ্গে কালো কালো জমাট রক্তের টুকরো বের হতে পারে, এমনও দেখা গেছে ।

9. কখনো বা জ্বর, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, মাথা ধরা, কমে' অনাসক্তি হয় ।

10. কখনো বা দীর্ঘ দিন চক্রে থাকলে, এটি থেকে জ্বর হতে Septic হয়ে ফ্যালোপিয়ান নালী ও ডিম্বাশয় প্রভৃতি আক্রান্ত হতে পারে ।

11. কখনো বা ডিম্ববাহী নালীর প্রদাহ হয়—যাকে বলা হয় Salpingitis. এটি খারাপ রোগ ।

12. কখনো বা ডিম্বাশয়ের ক্রিয়াতে গোলমাল হয় ।

13. বৈশিষ্ট্য ভুলে বন্ধ্যাত্ব হওয়াও বিচিত্র নয় ।

14. টিউমার বা ক্যান্সার প্রভৃতি হলে প্রসব ব্যথার মতো বেদনা দেখা দেবে । এ বিষয়ে পরে বলা হবে ।

15. দীর্ঘদিন ভুলে Septic of Organs হতে পারে এবং জীবন সংশয় হতে পারে ।

সব সময় রোগ নির্ণয় করা এবং প্রথম থেকেই ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ।

### চিকিৎসা.

স্যাৰাইনা ০—পরিষ্কার চাপ চাপ বা প্রচুর জলীয় রক্তসূত্র ।

বেলেডোনা ০x—প্রকৃত জ্বর হলে ডাক্তারকে কেবল বেলেডোনার উপর নির্ভর করতে হয় । জ্বর হলে জ্বর জ্বালা, চাপবোধ, সকালবেলা উপসর্গাদি বাড়ে—এরকম লক্ষণে বেল বিশেষ উপযোগী ।

সিপিলা ১২—প্রথম বেদনার মত ব্যথা, অল্প পরিমাণে রক্তসূত্র, প্রসবদ্বারা চুলকানি ।

হাইড্রাস্টিস্ ০x, ০০—জ্বর হলে গ্রীবা বা জ্বর হলে মূত্র ও বোনিপথে ক্ষত, গাঢ় পীত রক্ত প্রদরসূত্র ।

অরাম মেট ০০, অরাম মিউর-ন্যাট ০, বিচুর্শ, পাল্‌স্ ৬, মিউরেস ৬, ল্যাক্টিক ৬, সিমিসিফিউগা, ৬, সালফার ০০, লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয় ।

কোন কোন অবস্থায় বা লক্ষণে কি কি ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে তা ধীরভাবে বিচার করে প্রয়োগ করতে হবে ।

এ বিষয়ে গ্রন্থের শেষে হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দেখে নিতে হবে ।

ডিম্বনালীর প্রদাহ (Salpingitis)

ডিম্বনালীতে কোনও রকম বীজাণুর Infection থেকে যদি প্রদাহ হয় তাকে বলা হয় ডিম্বনালীর প্রদাহ বা স্যালপিংনাইটিস (Salpingitis) রোগ।

কারণ—1. গণোকক্কাস জাতীয় বীজাণুর Infection যোনি ও জ্বরাদ্ পার হয়ে ডিম্ববাহী নালীকে আক্রমণ করতে পারে।

2. Pyogenic বীজাণু আক্রমণ করতে পারে। Streptococcus, Staphylococcus প্রভৃতি।

3. B. Coli বীজাণুর আক্রমণ হতে পারে।

4. টিউমার, Fibroid প্রভৃতি থেকে হতে পারে।

5. কোনও অপারেশনের পর হতে পারে।

6. Tubercular—এই রোগের থেকে তার Secondary Infection হতে পারে।

লক্ষণ—1. টিউবটি মোটা হয়, ফুলে যায়। তাতে ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি হতে পারে।

2. জ্বরাদ্ থেকে ঋতুর পর শ্বেতস্রাব বা শ্বেতপ্রদর দেখা দিতে পারে।

3. কখনো জ্বর হয়, কখনো হয় না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈশিদিন জ্বলে জ্বর দেখা দেয়।

4. ঋতু স্বাভাবিক অবস্থার থেকে বেশি হতে পারে।

5. কখনো বা ঋতু কম হয়, পেটে বেশি ব্যথা হতে দেখা যায়।

6. কোমরে, তলপেটে, পিঠে ব্যথা হতে পারে।

7. মাথা ধরা, মাথাঘোরা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

8. ঋতুস্রাবে দৃগন্ধ দেখা দিতে পারে।

9. ঋতু বৈশিদিন, 7—8 থেকে 9—10 দিন স্থায়ী হতে পারে।

10. দৃটি ঋতুর মর্বের সময়ে আবার হয়। আবার ঋতু দেখা দিতে পারে।

11. ঋতুর রক্তের সঙ্গে কালো কালো Clot থাকতে পারে।

12. কখনো কখনো ফোঁটা ফোঁটা ভাবে স্রাব অনৈকর্দিন ধরে চলতে থাকে।

13. কখনো বৈশিদিন চললে, Septic, প্রবল জ্বর, শিকার হতে পারে।

14. তলপেটে, অন্যান্য যন্ত্রাধিতে Septic হতে পারে।

15. ডিম্বনালী আক্রান্ত হতে পারে।

16. অন্যান্য Pelvic যন্ত্রাধি আক্রান্ত হয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

## চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় প্রবাহ লক্ষণ দেখা দিলে ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x, বা ১২x ভাল ঔষধ।

ঠাণ্ডা লেগে রোগ বৃদ্ধি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x থেকে ৩০।

হৃদল ফোটানোর মত ব্যাথা, স্বল্প মূত্র, তৃষ্ণা লক্ষণে, এপিপস্ ৬, ৩০।

ডান দিকের প্রবাহ হলেও এই ঔষধ খুব ভাল ফল দেয়।

বাঁ দিকে প্রবাহ বেশী হলে এবং বাঁ দিকে ব্যাথা, গায়ে কাপড় রাখতে পারে না প্রভৃতিতে ল্যাকোসিস্ ৬, ৩০।

সূচ ফোটানোর মত ব্যাথা থাকলে, বেলেডোনা ৩x থেকে ৩০ দিতে হবে।

ঋতুস্রাব খুব কম, ব্যাথা বেধনা প্রভৃতিতে পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০।

পূঙ্জ বা পচনশীল অবস্থা মনে হলে নাইট্রিক এসিড ৬, ৩০। আর্সেনিক ৬, ৩০। কার্বোভেজ ৬, ৩০। সিকেরিল ৩, ৩০ বা ক্লোরোজোটে ৬, ৩০।

প্রবল ব্যাথা লক্ষণে, সিমিসিফিউগা ৩x বা ম্যাগ্ন্‌মিউর ৬, ৩০।

পূরাতন রোগে অরাম মেট ৬, ৩০, হেলোনিয়াস ৬, ৩০, মার্কা'সল ৬, আরোড'৬, হাইড্রোকোটাইল ১x প্রভৃতি প্রয়োজন হয়।

## সারভাইটিস, ( Cervitis )

এটি হলো Cervix-এর প্রবাহ। নানা বীজাণুর থেকে এটি হয়। জরায়ুর প্রবাহও একই প্রকার। কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাও বীজাণুর প্রবাহ বেখে বোঝা যাবে।

অনেক সময় ঠিকমতো পূর্ণ চিকিৎসা না হলে এটি একটি Chronic রোগ হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্যও ভালভাবে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

## ডিম্বাশয়ের প্রবাহ

নানা ধরনের বীজাণু ডিম্ববাহী নালী দিয়ে সোজা গিয়ে ডিম্বাশয়কে আক্রমণ করতে পারে। তছাড়া Pelvic ক্যাবিটি'র বা পেটের অন্যান্য যন্ত্রাধির ইনফেকশন থেকেও এখানে রোগ সঞ্চারিত হতে পারে। নানা কারণে এটি হয়।

লক্ষণ—1. গনোরিয়া, সিস্টিটিস প্রভৃতি বীজাণু ডিম্বনালী পৌঁছিয়ে এসে ডিম্বাশয় বা Ovary-কে যদি আক্রমণ করে, তাহলে এটি হতে পারে।

2. অনেক সময় B. Coli জাতীয় বীজাণু থেকেও এটি আক্রান্ত হয়।

3. যক্ষ্মা রোগের Secondary আক্রমণ থেকেও এটি আক্রান্ত হতে পারে।

4. অনেক সময় ঋতুকালে নোংরা কাপড়-চোপড় প্রভৃতির ব্যবহার করার ফলে Staphylo, Strepto প্রভৃতি নানা বীজাণু জরায়ু, ডিম্বনালী ও ডিম্বকোষ পর্বত আক্রমণ করে। তখন এই রোগ হয়।

5. মদ্রস্থল ( ব্রাডার ) পেরিটোনিয়াম, অস্ত্র, লিভার প্রভৃতি নানা স্থানে বীজাণু দূষণ, ফোঁড়া প্রভৃতি থেকেও এটি আক্রান্ত হতে পারে। তবে তা খুব কম।

লক্ষণ—1. পেটে প্রচণ্ড ব্যথা-বেদনা, কোমরে ব্যথা, পিঠে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে।

2. অনেক সময় সারা দেহে প্রবল ব্যথা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দেখা যায়।

3. কখনো বা জ্বরের প্রবলতার জন্য বমি বমি, প্রস্রাব, মূচ্ছা প্রভৃতিও হতে পারে।

4. ডিম্বাশয় আকারে বেড়ে যায়। বাইম্যাননুয়াল পরীক্ষা করলে তা বোঝা যায়।

5. কখনো মাথা ধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি হয়।

6. কখনো ঋতুস্রাব বেড়ে যায়।

7. কখনো আবার ঋতুস্রাব কমে যায়। ঋতুস্রাব একেবারেই বন্ধও হতে পারে। কিন্তু এতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। বাধক ব্যথার মতো অবস্থা হয়।

8. কখনো সাদা স্রাব ঋতুর পর চলতে থাকে।

9. কখনো ফোঁটা ফোঁটা স্রাব অনেকদিন ধরে চলতে থাকে। এবং রোগী কষ্ট পায়।

10. কখনো স্রাব বন্ধ হওয়ার 8—10 দিন পরেই আবার স্রাব হয়।

11. কখনো ঋতুস্রাবে দুর্গন্ধ দেখা দিলে থাকে।

12. কখনো বা ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে কালো টুকরো রক্তের Clot দেখা যায়।

13. বেশি বৃদ্ধি হলে, রোগীর প্রবল জ্বর, ব্যথা-কষ্ট প্রভৃতি হয় ও অবস্থা জটিল হয়।

14. যক্ষ্মা থাকলে বা তার Secondary কারণে হলে তাব লক্ষণাদি দেখা যায়।

15. বেশিদিন ভুগলে বন্ধ্যাও আসতে পারে।

16. বেশিদিন ভুগলে Septic of Pelvic Organs হতে পারে।

### চিকিৎসা

পরিষ্কার, লাল, চাপ চাপ প্রচুর রক্তস্রাবে, স্যাৰাইনা ৩, ৬।

প্রদাহ, জ্বালা, ব্যথা প্রভৃতি, চাপবোধ, সকালে রোগবৃদ্ধি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩৫—৩০।

প্রবল ব্যথা, অল্প রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, সিপিলা ১২. ৩০।

গাঢ় পাত স্রাব, জ্বরাদি গ্রীবা ফোলা প্রভৃতিতে প্রেস্ট ওয়শ হাইড্রোস্টিস্ ৩৪ থেকে ৬, ৩০।

পূরানো রোগে লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করে সাল্‌ফার ৩০ ।

স্রাব কম হতে থাকলে, পাল্‌সেটিলা ৬, বা ৩০ দিতে হবে ।

বেখনা, কৃষ্ণবর্ণ বা কাল্‌চে রক্তস্রাব হতে থাকলে. হ্যামামেলিস্ ৩x ।

আঘাতজনিত হলে আর্গিকা ৩x—৩০ ।

ডেলা ডেলা কাল্‌চে বক্তস্রাব হতে থাকলে ও ব্যথা থাকলে, ক্যামোমিলা ১২, ৩০ ।

প্রয়োজন মতো লক্ষণ বিচার করে দিতে হবে অরাম মেট ৩০, অরাম মিউর ৩ চূর্ণ, মিউরেস ৬, ৩০, সিমিসিফিউগা ৬, ৩০ প্রভৃতি ঔষধ ।

### যোনির প্রদাহ ( Vaginitis )

এটি ও একটি Infection জনিত রোগ । হতে পারে নানা কারণে । তার জন্য অবশ্য চিকিৎসা করতেই হবে ।

কারণ —1. ঋতুর সময় নোংরা কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করার জন্য নানা বীজাণু-ব Infection হয় ।

2. গনোরিয়া, সিসিফিলিস প্রভৃতি রোগের জন্য এরকম হতে পারে ।

3. জরায়ু বা ডিম্বনালীর প্রদাহ থেকে এটি পরে হতে পারে ।

4. জরায়ু বা ডিম্বনালীর Tubercular Infection থেকে হয় ।

5. যোনিতে মর্নিলিয়ালা বা ট্রাইকোমোনা প্রভৃতির বীজাণুর জন্য হতে পারে ।

লক্ষণ —1. যোনি ফুলে উঠতে পারে ও যোনি গাঢ় খুব চুলকাতে পারে ।

2. কখনো বা যোনিতে ক্ষত বা ঘায়ের মত হতেও দেখা যায় ।

3. কখনো বা যোনিতে আলসার হতে দেখা যায় ।

4. কখনো বা সামান্য জ্বর হতে পারে ।

5. পেটে ব্যথা ও কোমরে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে ।

6. মাথা ধরা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা প্রভৃতি কখনো কখনো হতে পারে ।

7. ঋতুর গোলমাল হতে পারে নানা ভাবে । ঋতু পরিমাণে বেশি, দীর্ঘস্থায়ী,

ফোটা ফোটা প্রভৃতি হতে পারে ।

8. যোনিতে ব্যথা হতে পারে ।

9. যোনিতে কখনো পুঁজ জমতে পারে ।

10. কখনো বা ঋতুর সঙ্গে কাল্‌চে Clot-এর মত টুকুরো বের হতে পারে ।

11. অনেক সময় ঋতু বন্ধ হলে, হলুদ ধরণের স্রাব ও তরপর শ্বেত স্রাব বের হতে থাকে ।

12. কখনো বা রোগী খিঁচিখিঁচি হয় ও কাজকর্মে তার বিরক্তি আসে ।

13. রক্তশূন্যতা প্রভৃতিও আসতে পারে দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগতে ভুগতে ।

চিকিৎসা

ঠাণ্ডা লেগে প্রদাহ হলে অ্যাকোনাইট ০x ও তারপর মার্কিউরিয়াম ৩ উপকারী। প্রমেহ জনিত হলে সিপিলা ১২ ও মাঘাত জনিত হলে আর্গিকা। প্রস্রাবের ঘনগ্ণা প্রাবল্যে ক্যাম্পারিস ০x—৬। আক্রমণ অবস্থায় বিশ্রাম দরকার।

পুরুষতন যোনির প্রদাহ— যোনির মধ্যে শ্রেণ্মা নিঃসারক-বিঘ্নীতে নীলভ লাল বর্ণ লেকানি উল্গর্ম, যোনির শৈথল্য ও যোনি থেকে প্রচুর সাদা, হলদে লাল প্রভৃতি বর্ণের পদুজ বের হওয়া পুরুষতন রোগের প্রধান লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াম, ৩, সিপিলা ২x বিচুর্ণ—ডাক্তার মর্সোর মতে এই দুটি রোগের প্রধান ঔষধ।

বোরাক্স ২x বিচুর্ণ—প্রচুর পরিমাণ পদুজ বের হওয়ার জন্য।

নারীট্রিক এ্যাসিড ৬—পদুজ, জ্বালা ও ক্ষত বা ফুস্কু ড অথবা পারদ দোষ থাকলে।

নেট্রাম সাল্ফ—১২x, পুরুষতন রোগে, ঠাণ্ডায় বাড়ে।

ট্রাইকোমোনা ইনফেকশন ( Trichomona Infection )

ট্রাইকোমোনা হলো এক জাতের বীজাণু যারা জাতিতে হলো Parasite শ্রেণীর। এরা Vagina-কে আক্রমণ করে এবং সেখানে বাস করে। তার ফলে যোনিতে নানা ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এরা হলো পাতার মত আকৃতির Protozoa এবং তাদের দেহে Flagella বা শৃঙ্গ আছে। ফ্ল্যাঞ্জেলাগুলি দেহের নরম অংশ অটকে থাকে।

দেহের নিচের দিকে এবং সারা দেহ জুড়ে একটি লম্বা ধরণের বস্তু এদের দেহে থাকে। এদের নড়াচড়া করতে সাহায্য করে ঐ ফ্ল্যাঞ্জেলাগুলির সরু লেজটি। এরা নড়াচড়া করতে পারে বলেই যোনিতে চুলকানির সৃষ্টি হবে।

যোনিতে যতো রকম Infection হয়, তার মধ্যে শতকরা 20 ভাগই হলো এই। ট্রাইকোমোনা জাতীয় বীজাণু অর্থাৎ এই বীজাণুগুলি বাইরের দিক থেকে অনেক বেশি মাত্রায় যোনিকে আক্রমণ করে।

কিন্তু একমাত্র যোনি ছাড়া ভেতরের দিকে বেশি পুঁব গিয়ে এরা খুব কাজ করতে সক্ষম হয় না।

কারণ—1. নোংরা বাপড় প্রভৃতি ঝতুা সংস্পর্শে বসে।

2. পুরুষের Urogenital অংশে এই বীজাণু থাকতে পারে এবং পুরুষদের দেহে খুব বেশি কাজ না করলেও, তারা যখন যোনিতে সংঘটিত হয়, তখন খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে। যোনিতে এরা ভালভাবে কাজ করার সুযোগ পায় এবং এদের ক্রিয়াপদ্ধতি ভালভাবে প্রকাশিত হয়।

3. অনেকের মতে নারীর Rectum-এ এরা প্রথমে আক্রমণ করতে পারে এবং সেখান থেকে পরে Vagina-কে আক্রমণ করে, তবে সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এতে বেশি Infection কেন হয়, সে কারণ আজও অজানা রয়ে গেছে।

এদের আক্রমণের জন্য Vaginitis হয়। ইউরেথ্রাইটিস্, সিস্টাইটিস্, বার্ধলীন গ্রন্থির প্রদাহ এবং পায়ূর প্রদাহ প্রভৃতি হতে দেখা যায়। তারপর এরা জরায়ুকে আক্রমণ করে এবং তার Cervix-এ প্রবাহ হয় তার বেশি ভেতরে অবশ্য এরা যেতে পারে না।

লক্ষণ —1 গায়ে রস পড়তে থাকে Vagina থেকে।

2 Vulva-তে চুলকানি দেখা দেয়।

3 ঘন ঘন প্রস্রাব হতে দেখা যায়।

4. শ্বেত প্রদর জাতীয় স্রাবও হতে দেখা গেছে। আমি নিজে কতকগুলি বোগী দেখেছি, যারা বলে যে, তারা হলো শ্বেত প্রদর বা লিউকোমিয়ার রোগী। কিন্তু পবে চিকিৎসা করতে গিয়ে গিয়ে দেখেছি, তারা ট্রাইকোমোনো ইন্ফেকশনের রোগী।

5 যোনি ফুলে যায়, মোটা হয়ে লাল হয়ে যায়, ব্যথাও হতে পারে কম-বেশি।

6. ছোট ছোট লাল প্যারিপলা দেখা যায় এবং ভীষণ রকম চুলকানি হতে পারে। তা থেকে সামান্য রক্তপাত হতে পারে, মেইগ্‌নুলিতে চাপ লাগলে।

7. যোনি থেকে যে কষ নির্গত হতে থাকে, তা সবুজাভ-হলুদ রঙের হয়। তাতে দুর্গন্ধ হয় এবং ফেনা ধরণের হয়ে থাকে।

8- সারাভিন্ন লালচে হয়।

9, ইরেশন কখনো হয়—কখনো হয় না (সারাভিন্নের)

পরীক্ষা—সব সময় যদি ক্লিনিক্যাল লক্ষণ দেখে রোগ বন্ধুতে না পারা যায়, তা হলে তার জন্য অন্য পরীক্ষা প্রয়োজন হতে থাকে।

যোনি থেকে যে কষ বের হয়, তা নিয়ে পরীক্ষা করলে ট্রাইকোমোনো বীজাণু (Parasite) পাওয়া যায়। Antibiotic ঔষধ দিয়ে ঐ বীজাণুদের ক্রিয়া অল্পদিনের জন্য কমানো যায়—কিন্তু এই প্যারাসাইট ধ্বংস হয় না।

### চিকিৎসা

এলোপ্যাথিক মতে এই বোগের প্রের্ত ঔষধ হলো মেট্রোনিডাজোল জাতীয় ঔষধ। এতে রোগ কমলেও প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়।

ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০, ২০০—জ্বালা, চুলকানি, ব্যথা, শ্বেতস্রাব প্রভৃতিতে।

সাধা স্রাব, ঋতুস্রাব কম প্রভৃতি হলে পালসেটোলা ৬, ৩০।

প্রবল ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে—সিপিলা ৬, ৩০, ২০০।

উপবংশ, ব্যথা, জ্বালা, মাংস ধোয়ার মত স্রাব লক্ষণে, অ্যান্ডি নাইট্রিক ৬



দুর্গন্ধ স্রাব, জরার র বাইরে ক্ষত, ফোলা প্রভৃতিতে, ক্রিমোজোট ৬, ৩০।

স্রাব জ্বালাকর, সবুজ, হৃদয় ক্ষতকর, কাম উন্মাদ লক্ষণে, বোর্ডিটা ১২।

প্রচুর শ্বেতস্রাব, জ্বালাকর প্রস্রাব, পিঠে বাথা বা আড়ন্ত ভাবে, গ্র্যাফাইটিস্ ৩০

২০০।

পদ্রোনো রোগ, শ্বেতস্রাবে সাল্‌ফার, ২০০।

বায়োকোমিক মতে ক্যালি মিউর ৬x, ১২x খুব ভাল ঔষধ।

ভিস্‌বের শ্বেত অংশের মত শ্বেত প্রদর দেখা গেলে, ক্যালিকোইয়া ফস্ ৬x, ১২x  
শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মাথা গরম উপরোক্ত স্রাব লক্ষণে, ক্যালি ফস্ ৬x, ১২x।

রোগিণী ল'শ ভালবাসে—নেপ্টাম মিউর ১২x, ৩০x। ক্যালি সালফ্ ৬x, ১২x  
ভাল ফল দেয়।

### মনিলিয়াল ইনফেকশন ( Monial Infection )

কারণ—এই বোগের বীজাণু এক ধরনের ফাঙ্গাস্ জাতীয় বস্তু—যা Yeast  
গ্রুপের মধ্যে পড়ে। যদি যোনি বেশি Acidic হয়, তা হলে এরা জন্মাতে পারে—  
তা না হলে পারে না।

সাধারণতঃ যখন নারী গর্ভধারণ করে তখন এরা বেশি জন্মায়ে। শতবৎ প্রায়  
40 ভাগ নারীর এটি অবশ্য হতে দেখা গেছে।

এই জাতীয় বীজাণু Antibiotics-এ ধ্বংস হয় না। যারা ঐ সব ঔষধ বেশি  
ব্যবহার করে, তাদের বরং এই রোগ বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই ধরনের Infection বগলে, নখে খাঁজে, পায়ে বা নিতম্বের খাঁজে প্রচুর  
ছড়াতে দেখা যায়।

লক্ষণ—1. যোনি থেকে প্রচুর রস ক্ষরণ হতে থাকে। ঘন দাঁধর মতো সাদা  
সাদা রস ক্ষরণ হয়।

2. যোনিতে প্রচণ্ড চুলকানি হয়ে থাকে।

3. যোনি লাল হয়ে উঠে। যোনির কষ নিয়ে অনবৃক্ষণ যন্ত্রে দেখলে, তার  
ফলে রোগটি ধরা পড়ে।

### রোগ নির্ণয়

1. স্রাবের রস ও চুলকানি বেশি হলে, এই রোগ বলে সন্দেহ হয়।

2. অনবৃক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে, তাতে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়।

## জটিল উপসর্গ

এ রোগ মারাত্মক নয়—তাই জটিল উপসর্গ প্রথমে ততটা দেখা যায় না। তবে বীধ চিকিৎসা না হয়, তা হলে এ থেকে যোনি, জরায়ু প্রভৃতি অক্রান্ত হয়ে নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

## চিকিৎসা

ক্যাল্কেরিয়া কাণ্ড ৩০, ২০০—(দুখের মতো স্রাব) জরায়ুতে জ্বালা, চুলবানি ও ব্যথা। বালিকাদের ও গণ্ডমালা ঝাড়ুস্ত্র শ্রী লোবদের প্রদরে এটা বিশেষ উপযোগী।

পাল্‌সেটিল ৬—সব রকম প্রদরেই এতে উপকার হয়। সাধা রঙের ঘন স্রাব, ঝড়ুর পর এই স্রাবের বৃদ্ধি (এতে কখনও ব্যথা থাকে)। উপরোক্ত শ্রীলোকের পক্ষে একটা বিশেষ উপকারী ঔষধ।

সিপিলা ৬,—২০০ প্রসব ব্যথার মতো ব্যথা, পূঞ্জের মতো স্রাব বের হয়। এটা কালো মেসেদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অ্যাসিড নাইটিক ৬—বিবিধ অশুভ লক্ষণ মাথায় পাওয়া যায় এই বোগ হলে। এই ঔষধ উপকারী।

পাঁচ ছয় দিন পরে পাতলা বা মাংস খোয়া জলের মতো স্রাব হয়। দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

## জরায়ু গ্রীবায় . ইরোশন ( Cervical Erosion )

জরায়ু গ্রীবা বা Cervix-এর যে অংশ যোনির মধ্যে থাকে, সেখানে বাইবের একটির চারপাশের কিছুটা অংশ লাল হয়ে ওঠে এবং সামান্য ব্যথা হতে পারে বা নাও হতে পারে, তবে এটা ঠিক Ulcer হয় না—কেবল মাত্র Malignant হলে আলসার হতে পারে।

সার্বভক্তের Stratified Squamous, এপিথ্যালিয়াম, বলামনার এপিথ্যালিয়ামে পরিবর্তিত হবার জন্য হয়ে থাকে।

## শ্রেণী বিভাগ

1. জন্মগত—যাদের জন্মের পর থেকে মায়ের শরীরে Oestrogen বেশি থাকে, তাদের জরায়ু গ্রীবায় Cell-গুলি স্ট্র্যাটিফায়েড না হয়ে বলামনার হয়। তারপর ধীরে ধীরে এটি সেরে যায়। তারপর আবার অনেক সময় যৌবন আগমনে দেখে Oestone সম্ভারিত হয়। সে সময়ও ঠিক এবই ভাবে এই অবস্থা সাময়িক ভাবে দেখা দেয়।

2. পরবর্তীকালে (Acquired)—এটি পরে সন্তান জন্মের জন্যে বা অন্য

কারণে ক্রনিক Cervitis হলে, তার জন্য হতে পারে। এর আবার নানা প্রকার ভেদে দেখা যায়। যেমন—

(a) জরায়ু গ্রীবা স্বাভাবিক বা Plain থাকে। একে বলে Simple Flat Type.

(b) কখনো বা সেখানে ছোট ছোট প্যাপিলা দেখা দেয় এই ইরোশনের সঙ্গে সঙ্গে। তাকে বলা হয় Papillary Type of Erosion.

(c) কখনো কখনো দ্রুত বাইরেব দিকে Squamous এপিথেলিয়াম জন্মায় এবং তার জন্য হতে পারে। স্থানিক ভাবে কিছু কিছু Follicle দেখা দেয়। একে বলে Follicular Type এটি পরবর্তীকালে হয়ে থাকে—প্রাথমিক অবস্থায় হয় না।

(d) গনোবিয়া, সির্ফিলিস প্রভৃতি থেকে হতে পারে।

(e) যোনির প্রদাহ থেকে।

(f) B. Coli Infection থেকে।

(g) মর্নিলিয়ালা বা ট্রাইকোমোনা জাতীয় ইনফেকশন থেকে।

(h) অনেক সময় টিউবারিকুলোসিসের সেকেন্ডারী Infection জনিত কারণে হতে পারে।

লক্ষণ—1 জরায়ু গ্রীবার থেকে ক্রমাগত কষ বের হতে থাকে বা Discharge হতে থাকে।

2. মেট্রোবেজিয়া—অর্থাৎ দুটি ঋতুর মাঝের সময়ে হঠাৎ ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে থাকে।

3. পিঠে ব্যথা হতে পারে। সামান্য ইন্ড্রাশান হলে তা হয় না। বেশি হলে হয়।

4. প্রস্রাব ঘন ঘন হয়—কিন্তু কেন তা হচ্ছে বোঝা যায় না। অনেক সময় Diabetes বলে ভুল হতে পারে।

5. অবিরাম স্বাস্থ্যের দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে পারে। কাজে অনিচ্ছা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি হতে পারে।

6. অনেক সময় সঙ্গে Cervitis থাকলে জ্বরও অল্প অল্প হতে পারে।

7. অনেক সময় সন্তান ধারণে অক্ষমতা আসতে পারে।

8. কখনো বা শ্বেতস্রাব কিছু কিছু হতে পারে।

9. মার্নাস্ক দৃষ্টিস্তার জন্য অন্য বকম উপসর্গ এসে দেখা দিতে পারে।

10. কখনো রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করলে তা শতকরা 50—80 ভাগ দেখা যায় (স্বাভাবিক 90—95)।

11. বাইম্যান্দ্রিয়াল পরীক্ষা করলে Oss-এর দুটি ঠোঁটের পাশে সাধা কষ দেখা যায়। Speculum দ্বারা দেখলে কখনো লাল সারিভিন্ন দেখা যায়—কখনো বা প্যাপিলা বা ফলিকুল দেখা যায়।

12. এ থেকে জরায়ু, যোনি, ইউটেরিন প্রভৃতি নানা অংশে বীজাণু ছাড়িয়ে পড়তে পারে।

## চিকিৎসা

স্যাৰাইনা ৩—পরিষ্কার. লাল, চাপ-চাপ বা প্রচুর জলীয় রক্তস্রাব বের হয়।

বেলেডোনা ৩—প্রকৃত বায়ু প্রদাহে কেবল বেলেডোনার উপর নির্ভর করা যায়। জ্বর প্রদেশে জ্বালা ও চাপ বোধ, সকাল বেলা উপসর্গদির বৃদ্ধি—দেহ উত্তরের যন্ত্রাদি যোনিপথে বের হয়ে পড়বে।

এ রকম লক্ষণে বেল বিশেষ উপযোগী।

সিপিলা ১২—প্রবল বেদনাব মতো ব্যথা, অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব, প্রসবঘাবে চুলকানি।

হাইড্রাস্টিস ৩১, ৩০—জ্বরানু বা জ্বরানু মুখ ও যোনিপথে ক্ষত। পরে পীতবর্ণ প্রদর স্রাব।

অরাম মেট ৩০ অবাম-মিউর-ন্যাট, ৩, বিচুর্গ, পালস ৬, মিউরেক্স ৬, ল্যাকসিস্ ৬, সিমিসিফিউগা ৬, সালফার ৩০, লক্ষণানুসারে আবশ্যিক হয়।

পেলভিসের যন্ত্রাদিতে যক্ষ্মা বীজাণু আক্রমণ

( Pelvic Tuberculosis )

কাৰণ—যক্ষ্মা রোগের বীজাণু বা Microbacterium Tuberculosis বা ককস্ বাসিলাস্ থেকে Secondary Infection জ্বরানু, যোনি, ডিম্বনালী প্রভৃতি Pelvic Organs-কে আক্রমণ করতে পারে। এটি Secondary Infection, ঐ বীজাণু রক্ত বা লিম্ফ দ্বারা সঞ্চারিত হয়ে Pelvic যন্ত্রাদিতে আক্রমণ হবে। যৌন Infection যতো হয়, তাব মধ্যে শতকরা 1—2 ভাগ এই জাতীয় ইনফেকশন।

বিভিন্নতা—এই রোগে বীজাণু, যে কোনও অংশে আক্রমণ করে পৃথক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—

1. যোনিকে আক্রমণ করে স্যারাইনাইটিস সৃষ্টি করে।
2. ডিম্বনালীকে আক্রমণ করে স্যালপিঞ্জাইটিস্ সৃষ্টি করে।
3. সারভিকুলকে আক্রমণ করে সারভিসাইটিস সৃষ্টি করে।
4. জ্বরানুকে আক্রমণ করে জ্বরানু প্রদাহ সৃষ্টি করে।
5. ডিম্বাশয়কে আক্রমণ করে ওভারাইটিস সৃষ্টি করে।

লক্ষণ—1. যে অংশে আক্রমণ হবে, ঐ অংশে ব্যথা, জ্বালা, প্রদাহ প্রভৃতি হয়।

2. ঐ অংশ মোটা হয়, ফুলে ওঠে, লাল হয়।
3. ঐ অংশে ছোট ছোট ফুস্ফুড়িও হয়ে থাকে।
4. কোমরে ও পিঠে ব্যথা হতে পারে।
5. রোজ বিকালে সামান্য জ্বরও হতে দেখা যায়।
6. শরীর দিনের পর দিন দুর্বল হতে থাকে।

7 রক্ত শুন্যতা, শীর্ণতা প্রভৃতি দেখা যায়।

8. ঋতু সন্ধানের নানা গোলমাল হয়। কখনো বেশি ঋতু, কখনো বা অল্প ঋতু, কখনো বা অনিয়মিত ঋতু হয়। কখনো বা বেশি দিন ধরে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে।

9. প্রায়ই শ্বেতস্রাব হতে দেখা যায়।

10. অনেক সময় এই ফলে সম্ভাব্য কারণে অক্ষম হতেও দেখা যায়।

পরীক্ষা—1 বক্ত পরীক্ষা করতে হবে (E S R) তাহলে Sedimentation Rate বেশি দেখা যাবে।

2 বৃক্কের Skiagraphy বা X-Ray করতে হবে।

3 পিত্ত পরীক্ষা করতে হবে।

### চিকিৎসা

খাদ্যনির্দিষ্ট বা টিউবার্কিউলিনাম ৩০, ২০০—ফক্ষ্মাবোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই ঔষধ প্রয়োগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ—সব বস্তু কাশি প্রথমে শূন্য পুরে তবল।

প্রচুর পরিমাণে তবল প্রদান ক্রমাগত বের হয়। সহজেই সর্দি হয়। বোগ আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

বোগীর যন্ত্রাদি লক্ষণের নিমিত্ত পরিবর্তনশীল এবং বোগীর ফুসফুসের আগের ভাগ (বিশেষতঃ বাঁ ফুসফুসে) গুঁড়িতকা সম্ভাব্য করে।

ক্যালকিউলিয়া ফস ১২২ বিচর্গ, ৩০।—বক্তহীনতা, ব্যাধিতে প্রচুর ঘাম ও তার সঙ্গে হস্তপাদি ঠাণ্ডা, অল্প জ্বরসহ উদবায়ম, গলা শকিষে ওঠা, ম্বরভাঙ্গা। টিউবার্কিউলিনামের পব ক্যালকিউলিয়া-ফস ভাল কাজ করে।

ক্যালকিউলিয়া কার্ব ৩০। অল্প উষ্ণতা, তেল, ঘি, বা মিষ্টিদ্রব্য ভোজনের পর ব্যাধিতে কাশি বাড়ে। কাশিতে কাশিতে কঠিন হলুদ ও সবুজ পুঁজ শ্লেষ্মা বের হয়। বৃক্ক স্পর্শ কবলে ব্যথা থাকে।

### বার্থলিন গ্রন্থি প্রদাহ Abscess)

এটি হলো একটি বোগ, যাতে বার্থলিন গ্রন্থি একটি বা দুইটি ফুলে উঠে, তাতে প্রদাহ হয়। অনেক সময় তাতে পুঁজ বের এবং ব্যথা হতে পারে।

কারণ—1. নানা Pyogenic বীজাণুর আক্রমণে এটি হয়—যেমন Staphylo, Strepto প্রভৃতি কক্কাস।

2 B. Coli বীজাণুর থেকে আক্রমণ হতে পারে।

3. স্ট্রিপ্টোকক্কাস থেকে গনোকক্কাস জাতীয় বীজাণুর আক্রমণে এটি হতে পারে।

4. ঘোনির প্রদাহ থেকে পরে এটি হতে পারে।

লক্ষণ—1. গ্রন্থিতে ব্যথা হয় এবং সেটি ফুলে ওঠে, কখনো বা ব্যথা খুব বেশি হয়।

2. কখনো বা ঐ অংশে ফোঁড়ার মতো হয় ও পুঁজ সপ্তয় হতে পারে।
3. অল্প অল্প জ্বর—98 থেকে 101 ডিগ্রী তাপ হতে পারে।
4. কুঁচকি ফুলে উঠতে পারে।
5. হাঁটা, চলা প্রভৃতি করতে কষ্ট হয় অনেক সময়।
6. নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গাঁত ও হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়।
7. Labia Minora-র ভেতরের দিকেও ঐ একই সঙ্গে Infection হতে পারে।

8. কখনো কখনো এটি পেকে যায় এবং পুঁজ বের হয়ে যায়। ঐ স্থানে ৩খন গর্ত হয়ে যায়। রোগ ঠিকমতো চিকিৎসা না করলে, তা থেকে Septic হয়ে অনেক কঠিন ও নানা জটিল উপসর্গ প্রভৃতি দেখা দেয় অনেক সময়। তাই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বাঞ্ছনীয়।

### চিকিৎসা

জ্বরানু প্রদাহ অবস্থায় গ্রন্থি স্ফীত থাকলে বেলোডোনা ৩x। যে সব নারীর পোষণ ক্লিরা ভাল হয় না অথবা যারা মোটা এবং যাদের সহজেই ঘাম হয়, তাদের পক্ষে ক্যাল্‌কোরিয়া কার্ব ৬, ৩০ উপযোগী।

যারা নতুন এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের পক্ষে কয়েক মাস যাবৎ মধ্যে মধ্যে ক্যাল্‌কোরিয়া ব্যবস্থা করলে উপকার হয়। জ্বর ছেড়ে যাবাব পর গ্রন্থিগুলি স্ফীত থাকলে, ফাইটোলাক্সা ৩, ৩০ ব্যবহার হয়। পুঁজ উৎপত্তি হলে হিপার সালফার ৬ এবং পুঁজ বের হয়ে যাবাব পর সিলিকা ৬ দিতে হয়। ব্যালেন্ডুলনা (১ ভাগ + জল ৮ ভাগ) জল দিয়ে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

পুরানো রোগে ব্যাসিলিনাম ৩০, আর্সেনিক আয়োড ৩—৩০, কেল-আয়োড ৩x—৩০, ব্যারাইটা কার্ব ৬ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

### যৌন মিলনে ব্যথা ও যৌন সংকোচ (Vaginismus)

কারণ—সাধারণতঃ প্রথম মিলনের সময় ভয়, সংকোচ প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ হয়ে থাকে। তার ফলে বিভিন্ন পেশী ও Pelvic Floor আপনা থেকেই সংকুচিত হয়। যৌনের ছিদ্র ছোট থাকলে মিলনে ব্যথা প্রভৃতি কারণেও এটি হতে পারে।

1. মানসিক কারণে ভয়, লজ্জা, সংকোচ প্রভৃতি প্রাথমিক কারণ বলা যায়।

1. অনেক সময় Hymen-এর মাঝে ছিদ্র ছোট থাকে ফলে মিলনে কষ্ট হয়।

চিকিৎসা

সাধাৰণতঃ এই ৰোগ মানসিক । ত ই এব জন্য ঔষধ কম প্ৰয়োজন হয় ।

তবে প্ৰয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু ঔষধ প্ৰয়োজন হয় ।

যৌন মিলনে আঘাত, ব্যথা প্ৰভৃতিতে দিতে হবে ফেরাম্ ফস্ ৩x বা ৬x ।

যৌন মিলনে আঘাত এবং প্ৰবল ব্যথা লক্ষণে আৰ্ণিকা ৩x থেকে ৩০ ।

যৌন মিলনে ব্যথা ও রক্তপাত লক্ষণে দিতে হবে সিপিলা ৩—৩০ ।

যৌন মিলনের আগে এবং পরে স্বল্প বক্তপাত বা স্বল্প ঋতু—পাল্‌সেট্টা

৬, ৩০ ।

এতে কাজ না হলে সাল্‌ফাৰ ৬—৩০ ।

মানসিক যৌন মিলনে ভীতি লক্ষণে দিতে হবে ক্যালি ফস্ ৩x, ৬x ।

মোটা নারীদের পক্ষে দিতে হবে ক্যাল্‌কেবিয়া কাৰ্ব ৬, ৩০ ।

এ ছাড়া অন্য লক্ষণ অনুযায়ী সিপিলা ব্যবস্থা করতে হবে ।

বেপাৰ্টৰী দৃষ্টব্য ।

বহিৰ্জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি ( Pruritus Vulva )

এটি হলো এক ধৰণের বোগ যাতে বহিৰ্জননেন্দ্রিয় নানা কাৰণে চুলকাতে থাকে ।

সব সময় কি কাৰণে তা হয়, তা জেনে নিলে তাৰ চিকিৎসা কৰতে হবে ।

কাৰণ—1. ট্ৰাইকোমোনা ইনফেকশন জনিত ।

2. মিনালিয়াৰ বীজাণুৰ ইনফেকশন জনিত ।

3. গনোৰিবা বীজাণুৰ ইনফেকশন জনিত ।

4. সিফিলিস বীজাণুৰ ইনফেকশন জনিত ।

5. কনট্ৰাসেপ্টিভ ( বাথ বস্ত্ৰোলেব ) ব্যবস্থা জনিত ।

6. অপৰিষ্কাৰ থাকেৰ জন্য স্থানিক কাৰণে হতে পারে ।

7. চুলকানি, পাৰ্শ্বা, একজমা প্ৰভৃতি বোগ হতে পারে ।

8. পাৰ্শ্ব থেকে—সূতা ক্ৰিম ( Thread Worm ) বা এৰিম্বা থেকে ।

9. ভিটামিনেৰ অভাৱেৰ জন্য ( B Complex )

10. এলাৰ্জিৰ জন্য হতে পারে ।

11. ডাইবেটিস ৰোগ বা Glycosuria থাকলে ।

12. মানসিক কাৰণে ও দাম্পত্য কাৰণে ।

চিকিৎসা

সাল্‌ফাৰ ৩০—জ্বালাকৰ অবস্থা, অসহ্য চুলকানি, ফুৰ্কাড়ি, অৰ্শ ।

ডালকস ৬—ফোলা বা ফুৰ্কাড়ি নেই অথচ অসহ্য চুলকানি, ৰাতিৰ বেলা বাড়ে ।

ন্যাৰা, সাধা মল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অৰ্শ বাড়ে ।

আর্সেনিক ৩০—জলভরা ফুস্কুড়ি ও পচনাক্রান্ত লক্ষণে ।

ক্যালোডিয়াম ৬, মার্কেউরিয়াম, ৬, নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, লাইকো ১২, কার্বো ৬ জ ৩০, নেট্রাম মিউব ৩০, নাক্স-ভমিকা ৬, সিপিরা ১২, পেট্রোলিয়াম ৬, বোবাক ৬ প্রভৃতি/ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে ।

### যোনির বাইরে আলসার ( Vulval Ulcer )

যোনির বাইরে বা Vulva-তে Ulcer নানা কারণে দেখা যায় । প্রধান কারণ কি কি তা দেখতে হবে ।

কারণ—এটি কারণ হিসাবে, দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—

1. স্বেপটিক আলসার
  - (a) পেরিনিয়্যাল Tear প্রভৃতি থেকে ।
  - (b) চুলকানির জন্য Ulcer.
  - (c) নানা বীজাণুর জন্য ।
2. জেনারেল আলসার—গনোরিয়া প্রভৃতি ।

### চিকিৎসা

যোনির অবদ্বন্দ্ব—কার্বো অ্যানি ৩—৩০, কার্বোভেজ ৬—৩০, আর্সেনিক ৬, ক্রিস্রোজোট ৬ ।

যোনি থেকে বায়ু বের হওয়া—ট্রোমিয়াম ৩x—৩০, লাইকোপোডিয়াম ৩০—২০০ । অ্যাসিড ফস ৬—৩০, বেল, নাক্স ।

যোনিতে কোষাচ্ছাদিত ( Cystic ) অবদ্বন্দ্ব হলে—ব্যারাইটা কার্ব ৬, সাইলিসিয়া ৩০, সিপিরা ৬, সালফার ৩০, ক্যাল্কে কার্ব ৬ বা ক্যাল্কে ফ্লোর ১২x, অরাম, আয়োড, ক্যাল্কে আয়োড, ল্যাকে, হাইড্রোকোটাইল প্রভৃতি উপযোগী ।

যোনির অবদ্বন্দ্ব হতে রক্তস্রাব—ককাস ক্যান্টাস ৩x ( অসহ্য ব্যথা ) ।

আর্শিকা ৩—আঘাত, সঙ্গমেব জন্য স্রাব । পাল্‌স্ ৩—স্রাব অনেক সময় পরিবর্তনশীল হয় ।

ফস্ফা, ল্যাকোসিস, ৬, ক্রিস্রোজোট ৬ । যোনির পচন—আর্স ৬, বেল ৩, ল্যাকোসিস ৬ । যোনিতে কঠিনতা—বেল ৩, কোনিয়াম ৬ ।

যোনির নালী ধা—সালফার ৩০, ক্যাল্কে কার্ব ৬, লাইকো ৩০, সিলিকা-৬, হিগার ৬, অরাম ৬, থুজা ৩০, সিপিরা ৩০, ল্যাকোসিস ৬ ।



জননতন্ত্রে টিউমার রোগ

জননতন্ত্রে টিউমার রোগ দেখের অন্য সব অংশের টিউমার রোগের মত দুটি ভাগে বিভক্ত। তা হলো—

1. বিনাইন ( Benign ) টিউমার যা অনেক নিরাপদ।
2. ম্যালিগন্যান্ট ( Malignant ) টিউমার যা অনেক বিপজ্জনক।

এখন দেখতে হবে বিনাইন টিউমার কত রকমের হয়। এটি নানা রকমের হয়। এটি নানা রকমের হতে পারে। অতি ক্ষুদ্র একটি আলিাপনের মাথার মতো আকৃতির থেকে শব্দ করে এটি বৃহৎ পেয়ারার মতো বা আরও বড় হতে পারে। অবশ্য অবস্থান অনুযায়ী ও সময় ভেদে তা ছোট-বড় হয়।

এদের নানা প্রকার আছে। তা হলো তাদের অবস্থান অনুযায়ী। যেমন—

1. কারো কেবল Mucous কোঠের টিউমার।
2. কারো কেবল Submucous কোঠের টিউমার।
3. কারো কেবল Muscular কোঠের টিউমার।
4. কারো বাইরের দিকে Subserous কোঠের টিউমার।

তা ছাড়াও বিভিন্ন অংশের আক্রমণ অনুযায়ী ভেদ হয়। ম্যালিগন্যান্ট টিউমারও জননতন্ত্রের সর্বত্র হতে দেখা যায়। কখনো তারা কেবলমাত্র জরায়ু আক্রমণ করে। কখনো ডিম্বনালী, কখনো ডিম্বাশয় নালী অংশে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা ক্যানসার ( Carcinoma ) হতে দেখা যায়। আমরা আরও অনেক টিউমার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করবো।

জরায়ুর ফাইব্রোমা বা ফাইব্রয়েড ( Uterine Fibroid )

উপরেব দুটি নামই রোগটি আখ্যাত হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে আক্রমণের ও চরিত্রের দিক থেকে উপরের দুটি নামই বিজ্ঞানসম্মত নয়। বরং একে বলা উচিত Fibro Myoma— তাব কারণ হলো, তাণা ফ্লাইবাস টিসু ও সামব্দনীর মাসকুলার দুই জাতের টিসু মিলনে গঠিত হয়, তার মধ্যে পেশীর টিসুই প্রধান। তারপর তার ফাইব্রোসিসের জন্য তার মধ্যে ফ্লাইবাস টিসু জড়িত হয়ে পড়ে।

সাধারণতঃ 15—20 বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের এটি হতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ 30 থেকে 45 বছর বয়সের নারীদের এটি বেশী হতে দেখা যায়।

অর্থাৎ অনেক সময় মনোপজ হয়ে গেলে, দেখা যায় যে টিউমারটি ছোট হয়ে যায়। তার কারণ হলো জরায়ুর আকৃতি কমে আসে। তখন পেশী সংকুচিত হয়ে যায় দ্রুত। ছোট টিউমার থাকলে, আপনি শর্দিকরে ছোট হয়ে আসে। তখন তাদের আর চিকিৎসার প্রকার হয় না।

এই জাতীয় টিউমার নারীদের মধ্যে প্রচুর দেখা যায়। এটি বেশি বড় হলে তা

ধরা পড়ে ও চিহ্নিত হইবে। ছোট হলে তা ধরা যায় না। বয়সকালে আপনি কমে যায়। তবে দেখা গেছে শতকরা প্রায় 2'8 ভাগ থেকে 2'5 ভাগ নারীর এটি থাকে।

স্থান—এটি জরায়ুর নানা স্থানে হতে পারে। যেমন—

1. জরায়ুর বাইরের দিকে।
2. জরায়ুর ভেতরের দিকে।
3. জরায়ুর নাড়ীতে অথবা সারাভিত্তে। তবে সারাভিত্তে এটি কম হয়—নাড়ীতে হয় বেশী।

শ্রেণী বিভাগ —1. জরায়ুর দেওয়ালে এটি ছোট আকারে গঠিত হতে পারে। পেশীর স্তর ও ভেতরের স্তর-এর সঙ্গে জড়িত হতে পারে।

2. সাব সেরাস (Subserous)—জরায়ুর যতটা অংশ পেরিটোনিয়াম বা Serous কোট দ্বিজে আবৃত থাকে সেই অংশে এটি থাকে। এটি জরায়ুর বাইরের গায়ে তখন দেখা যায়।

3. সাবমিউকাস (Submucous)—এটি পেশীর উপর থেকে Submucous কোটে হয় ও জরায়ুর ঠিক ভেতর দিকে এটি প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ সব সময় জরায়ুতে একাধিক হতে দেখা যায়। হবার কারণ যে কি তা আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

চেহারা—( Appearance )—1. এরা এক সঙ্গে একাধিক হয়। কোনটা ছোট হয়—আবার কোনটা বড় হয়। কখনো কয়েকটা ছোট মত হয়। কখনও বা 2—3 টি খুব বেড়ে যেতে পারে।

2. আবার এরা একটি আলাপিনের মাথা থেকে একটি বিরাট আপেলের আকৃতির মত হতে পারে।

3. এটি সাধারণতঃ গোল আকৃতির হয়।

4. এরা বেশী শক্ত হয়। জরায়ু গায়ে নরম—কিন্তু এরা তার থেকেও অনেক শক্ত হয়। কখনো নরম Fibroid-এ দেখা যায় (খুব কম)।

5. কেটে পরীক্ষা করলে, ফ্যাকাশে সাদা দেখায়। ওয়ের চারপাশে গোলাপী হয়। কখনো নরম Fibroid-ও দেখা যায় কেন্দ্রস্থলে একেবারে সাদা হয়।

6. কেটে পরীক্ষা করলে ফ্যাকাশে সাদা দেখায় এদের। একটা Capsule টিউমারটিকে Lining দ্বিজে এর টিসু থেকে পৃথক করে রাখে, তবে তা জরায়ুর টিসু মতো হয় ও সঙ্গে আটকে থাকে।

7. টিউমার যদি ক্যাপসুল সমেত সম্পূর্ণ কেটে বাহ বেঞ্জা যায়, জরায়ু গায়ে তার শিকড় থাকে না।

8. P. V পরীক্ষা করলে এদের অস্তিত্ব বোঝা যায়—যদি এরা আকারে একটু বড় হয়।

জনন বস্তুর অবস্থা—1. জরায়ু দেহের গঠন বেশি হলে তার সঙ্গে জরায়ুর আর্কাত বড় হয়। অনেক সময় ঋতু বন্ধ হয় ও তার ফলে এই টিউমারকে অনেকে গর্ভ বলে ভুল করতে পারে।

2. ওভারী—ওভারীতে Cyst হতে পারে। জরায়ুতে চাপ পড়লে ঋতু প্রভূতি বন্ধ হতে পারে।

ওভারী আকারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেন ও জানা যায় না।

3. ডিম্বনালী—ডিম্বনালীতে Inflammation হতে পারে এর জন্য। তবে তা মাত্র 15 ভাগ ক্ষেত্রে হয়। ডিম্বনালীতে ছোট Fibroid দেখা দিতে পারে অনেক ক্ষেত্রে।

4. মূত্রনালী—এতে ব্যথা বাড়তে পারে। তার ফলে এটি থেকে মূত্র নিঃসরণ কম হতে পারে।

5. Rectum—এতে ব্যথা বাড়তে পারে এবং তার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য বা পায়খানা বন্ধ হতে পারে।

6. এর সঙ্গে সঙ্গে জননতন্ত্রের স্থানে ক্যানসার বা টিউমার হতে পারে। অবশ্য তা পৃথক রোগ বলে মনে হয়।

7. অন্যান্য লক্ষণ—জননতন্ত্রের বৃদ্ধি, জরায়ুর, মেমে আসা, প্রল্যাপ্স, জরায়ু দিলে হওয়া, ঋতু বন্ধ, ঋতু, কম, ঋতুতে বিলম্ব ইত্যাদি অন্য নানা প্রকার লক্ষণ এতে দেখা যায়। তবে এর কারণ হলো, এই টিউমারগুলি।

সেকেন্ডারী পরিবর্তন—1. এই টিউমার বড় হলে তার জন্য Hyaline Degeneration হতে পারে। ধীরে ধীরে তা নবম হতে পারে।

2. Cystic—অনেক সময় এ থেকে বড় বড় Cyst হয়ে ভেতরটা আটকে দিতে পারে।

3. Fatty—অনেক সময় এত বেশি ফ্যাট এমে যায় যে জরায়ু এবং অন্য Pelvic যন্ত্রাদির ক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে।

4. Calcification—অনেক সময় ক্যালসিয়াম কমে শক্ত হয়ে যায়। সাধারণতঃ ঋতু বন্ধের সময় তা হয়।

5. Red Degeneration—এটি বেশি হলে ক্রমে ক্রমে রক্ত বেশি পরিমাণে এই অংশে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে Tumour কমে এসে স্বাভাবিক হতে থাকে।

6. Necrosis হতে পারে এবং তার ফলে রক্ত প্রবাহ বন্ধ বা আটকে যেতে পারে অনেক সময়।

7. Infection অনেক সময় হয়। তার ফলে আরও নানা রকম রোগ দেখা দেয়।

8. Malignant পরিবর্তন কখনো বা এ থেকে পরিবর্তন হয়, তার ফলে নানা রকম কঠিন বোগ বা ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।

9. Atrophic—কখনো বা গদ্বিটি শৃঙ্খলে ছোট হয়। তাকে বলে Atrophic.

10. রক্ত প্রবাহের পরিবর্তন—কখনো কখনো Odema-র লিম্ফ প্রবাহে বাধা, রক্ত প্রবাহে বাধা হয়। অবশ্য অসুখ বড় হলে।

লক্ষণ—1. অনবরত সাদা স্রাব হতে থাকে।

2. ঋতু বার বার বেশী হতে থাকে।

3. ঋতু বন্ধ হয় বা সেখানে বেশি বাধা হয়।

4. সাদা স্রাব বের হয় যৌনি থেকে।

5. পেটে চাপ দিলে বা P. V. পরীক্ষাতে পেটে Mass দেখা যায়।

6. যৌন ক্ষমতা বা প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে।

7. রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

8. এ থেকে পুঙ্জ, ঘা, ফোঁড়া, ইনফেকশন, বড় টিউমার, ক্যানসার প্রভৃতি হতে পারে।

9 কখনো কখনো ঠিক মতো চিকিৎসা না হলে, নানা জটিল অবস্থাব জন্মা মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর কারণ—

(a) বেশি রক্তপাত হলে।

(b) বেশি এনিমিয়া হলে।

(c) বেশি ঋতু হলে।

(b) পেরিটোনাইটিস বা উদ্বী হলে।

(e) সারকোমা হলে।

### চিকিৎসা

ক্যালকোরিয়া আয়োড ৩x বিচূর্ণ (এক গ্রেন মাগ্নাষ দিনে চারবার) সব প্রকার অবদের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতে উপকার না হলে—ল্যাকোসিস ৩০, কার্সিনোসিন ২০০, মিলি, সাইলোসিন ৬x চূর্ণ, সিকেল ২x, হাইড্রোস্টিনাম ২x বিচূর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে।

জরায়ুর ক্যান্সার (Uterine cancer)—জরায়ু অবদ হইলে মনে করলেই থুজা—৩, ৬। কিন্তু রোগ হয়েছে বন্ধলে—হাইড্রোস্টিনাম ৩ ও ধাবন বাহা প্রয়োগ। অরাম মিউর ন্যাট ৩x সপ্তাহে বা পক্ষান্তে খেলে ভাল হয়।

কার্সিনোমা ৩০, ২০০ প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হলে ৩ হ্যামামেলিস উপকারী।

আসোনিংক আয়োড ড—জরায়ুতে দূষিত অবদ ( Cancer ) বোগের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য ।

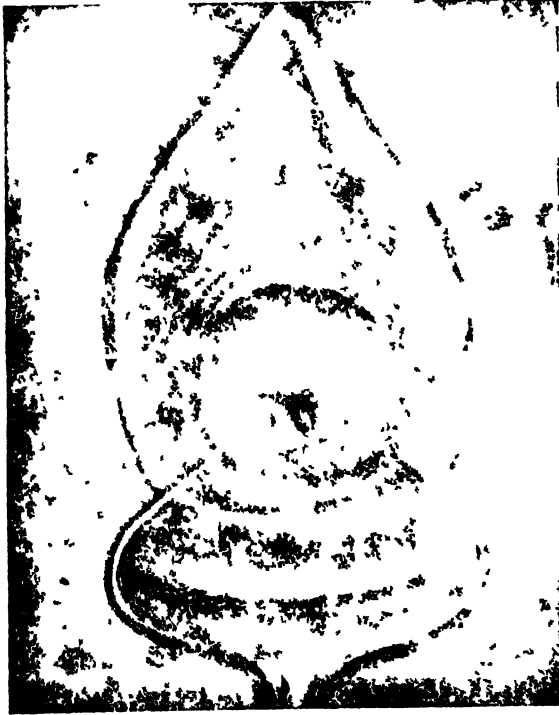
থুজা—দূষিত অবদদের আঙ্গুবেব মত আকৃতি এবং আস'-আয়োডে কাজ না হলে থুজা উপকারী ।

### জবায়ব পলিপ ( Uterine Polyp )

এ গুলি হলো বোটা বা Paduncle যুগু শ্চাট ছোট Cyst—এগুলি জরায়ুব ভেতবে—বাইবে, Cervix-এ হতে পারে ।

### শ্রেণী বিভাগ

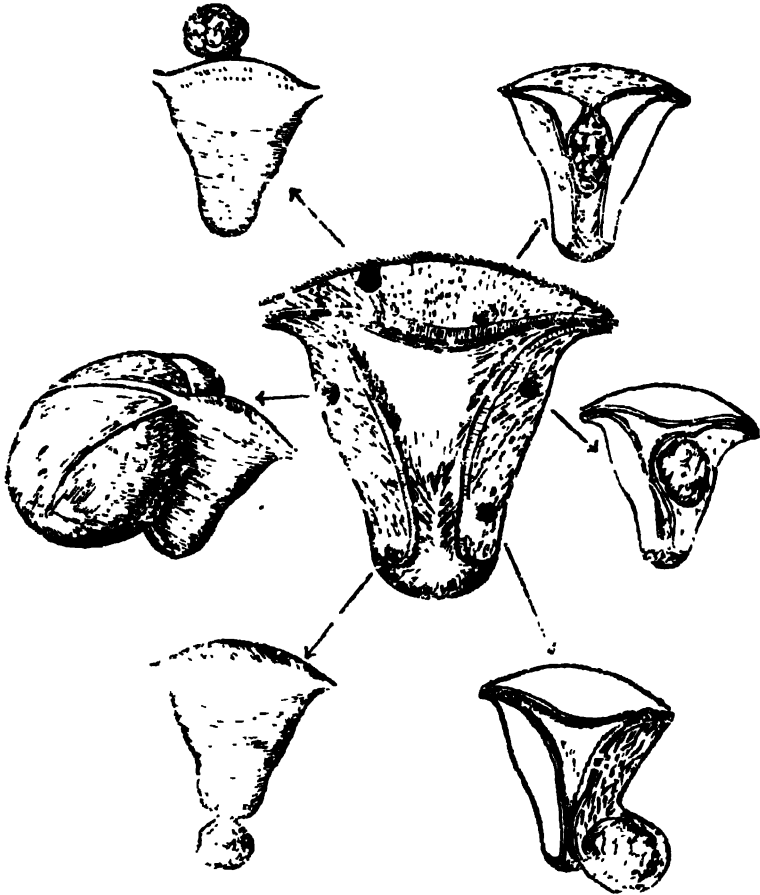
এদেব চার ধরণেব শ্রেণী-বিভাগ কবা যাষ—এদেব চাবর এবং আর্ফি প্রকৃতি অনুযায়ী ।



1. Mucous—যা কেবলমাত্র মিউকাস মেমব্রেন বা মিউকাস কোট থেকে ওঠে-ও তাকে আটকে রাখে জরায়ুব ভেতবে ।

2. **Fibroid**—এটি আগে বর্ণিত ফাইব্রয়েড ধরণের অর্থাৎ পেশী প্রভৃতি থেকে গঠিত। ফাইব্রয়েডের সঙ্গে বোটা থাকে এবং নিশ্চয় বন্ডে যাবে।

3. **Placental**—জরায়ুর ভেতরে যদি প্রসব অথবা গর্ভপাতের পর প্লাসেন্টার টুকরো আটকে থাকে, তবে এরা তা থেকে সৃষ্টি হয়। অবশ্য এদের বোটা থাকেনা।



4. **Malignant**—অনেক সময় এগুলি ছোট ছোট পলিপ রূপে দেখা দিলেও ম্যালিগন্যান্ট বলে বোঝা যায়। এরা Sarcoma এবং ক্যানসার (Carcinoma) দুই ভাবেরই হতে পারে। এদের প্রত্যেক বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

5. **Mucous Polyp**—এরা সাধারণতঃ Cervix-এর এন্ডোমেট্রিয়াম অর্থাৎ

মিউকাস কোট থেকে বেশি জন্মান। যদি দেখে হর্মন বেশি নিঃসৃত হয়, তাহলে এদের বৃদ্ধি দ্রুত হয়।

চরিত্র —1. এরা আকারে ছোট হয়—একটি মটর দানার মত আকৃতি হয়।

2. এদের বোটা থাকে প্রায়ই। বোটা সরু হয়।
3. সাধারণতঃ একাধিক বা অনেকগুলি হয়।
4. রং গাঢ় লাল বা রক্ত এদের মধ্যে থাকে।
5. নরম এবং পিচ্ছিল হয়।

### Fibroid Polyp

এরা সব মিউকাস ও পেশী স্তরের ফাইব্রয়েড থেকে ওঠে। টিউমারেব ক্যাপসুল মিউকাসে এসে ফেটে যায় তখন তা থেকে অর্থাৎ ক্যাপসুল থেকে বোটাযুক্ত এক অথবা একাধিক পলিপ বের হয়। অবশ্য এদের আকৃতি মিউকাস মেমব্রেনের মতই হয়। Fibroid-এর সঙ্গে এরা বোটা দ্বারা আটকানো থাকে।

চরিত্র - 1. আকারে এরা অনেকটা বড় হয়। অনেক সময় একাধিক হয়ে জন্মান বা Cervix থেকে উঠে যোনিমার্গে আটকে যায়।

2. সাধারণতঃ এরা একাধিক—কখনো একাধিক হয়।
3. এটি বেশি জন্মা বোটা দ্বারা Cervix থেকে যোনির মধ্যে অনেকটা ফুলে পড়তে পারে।
4. ফিকে সাদা বর্ণের হয় এবং তাতে দাগ দাগ বা Patch থাকে।
5. বেশ শক্ত হয় এগুলি।
6. এদের একটি Capsule থাকে, তাব বাইরে থাকে এদের বোটা; যার দ্বারা এরা জন্মানতে বা Fibroid-এ আটকে থাকে।
7. পলিপ বড় হলে, তাতে ক্যান্সার হতে পারে এবং তা থেকে Infection ছড়াত পারে।

### Placental Polyp

গর্ভফুলের টুকরো জন্মানতে আটকে থাকলে, তার আগায় তৈরী হয়ে থাকে।

চরিত্র —1. এরা আকৃতিতে একটি মটর দানার বা সুপারীর মত হয়।

2. সব সময় জন্মান গহ্বরে থাকে।
3. সংখ্যায় একটি হয়।
5. গাঢ় রক্তের মত লাল রঙের হয়।
5. শক্ত হলেও টিপলে বেঁকে যায়।
6. এদের কোন রকম ক্যাপসুল থাকে না।

## Malignant Polyp

অনেক সময় পলিপ Malignant হয়। এরা হয় Sarcoma ও Carcinoma দুই ধরনের।

Sarcoma হলে আঙ্গুলের মতো থোকা থোকা হয়। কারসিনোমা হলে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এই সব পলিপ।

চরিত্র—1. আকারে ছোট-বড় নানা রকম হয়। গটের নানাব মত, আবার আকারে বড় হতে পারে, আবার ফেটে বিরাটও হতে পারে।

2. সাধারণতঃ একটি হয়। এবশা থেকে সাবকোমা বা কারসিনোমা হয়ে নানা ভাবে বেড়ে যায়।

3. রক্ত—সাবকোমা হলে এ ফেটে সাদা হয় আর কারসিনোমা হলে ধূসর বা ছাই রঙের হয়।

4. সাবকোমা হলে একটি থেকে বিভিন্ন বোটা বের হয়। কারসিনোমা হলে একটিই আকারে দ্রুত বেড়ে ওঠে।

5. একটু চাপ পড়লেই এ থেকে রক্ত বের হয়।

6. গঠন—সাবকোমা টিসু বা কারসিনোমা টিসু এর মধ্যে থাকে।

লক্ষণ—1. সাধারণতঃ নারীদের গর্ভবতী হওয়ার সময় এগুলি বেশি হয়। কখনো বা ঋতু বন্ধ বা মেনোপজ হবার পর হয়। বয়স বেশি হলে হয়, তবে সারকোমা শিশুদের মধ্যেও হতে দেখা গেছে।

2. প্রায়ই Metrorrhagia হয় অর্থাৎ দুটি ঋতু মধ্য বস্তুপাত হতে দেখা যায়।

3. কখনো বা ঋতুতে রক্ত বেশি হয়।

4. কখনো কখনো বৃদ্ধি বেশি হবার জন্য, রক্তপাত (ঋতু) বন্ধ হয়ে যায়।

5. যদি মেনোপজের পবে হয় - তবে ঐ সময় দীর্ঘ দিন ধরে জরায়ু থেকে রক্তপাত হয়।

6. কখনো বা নিচে নেমে এসে কন্ট্রোল উপসর্গ সৃষ্টি করে।

7. প্রত্যয় পায়খানায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

8. রোগীর এনিগন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। রোগীকে Speculum দ্বারা পরীক্ষা করতে হয়। এটি একটি নালীর মত, দুই দিকে খোলা থাকে। এর এক দিক কিছু সরু—অন্য দিক মোটা। মোটা দিক ফ্যানেলের মতো থাকে, এ বিষয়ে আগে বলা হয়েছে।

সরু দিকটা ঘোনিতে বা সোনিনালীতে প্রবেশ করানো হয়। মোটা দিকে আলোক দিয়ে ভেতরের অবস্থা দেখা যায়।



কখনো চাপ দ্বিগুণে এটি প্রবেশ করাতে নেই। যোনিতে ভেসলিন আঙুলে করে ভাল ভাবে ভেতরে প্রয়োগ করতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে হাত বদলিয়ে সেটি আলাগা করে নিলে তারপর আশ্বে আশ্বে প্রয়োগ করানো হয়।

এর দ্বারা দেখলে যোনির উপরিভাগে অবস্থিত সার্ভাইক্যাল কার্সিনোমা বা সার্কোমা দেখা যায়। সব রকম পলিপ এতে দেখা যায়। যোনির মধ্যে সার্বিক থেকে নেমে বদলে পড়ে।

যদি জরায়ু গর্ভে হয়, তাহলে জরায়ু গহ্বরে সাউন্ড নামক সরু কাঠির মতো বস্তু প্রয়োগ করিলে তার দ্বারা বোঝা যায়, প্রয়োজন হলে রোগীকে অস্ত্রান করে পরীক্ষা করা দরকার।

### চিকিৎসা

রুটা ৪ দুধের সঙ্গে এক মাত্রা খাওয়া ভাল।

আসেনিক আয়োড ৬—জরায়ুতে দূষিত অবর্নদ (Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োজ্য।

থুজা—দূষিত অবর্নদের অঙ্কুরাবস্থার পর এবং আর্স-আয়োডে উপকার না হলে। উপদংশ রোগে থুজা উপকারী।

ক্যালকোরিয়া-আয়োড ৩x বিচূর্ণ—এক গ্রেন মাত্রায় প্ৰতিদিন চারবার সব প্রকার অবর্নদেই উৎকৃষ্ট। এতে উপকার না হলে—ল্যাকসিস ৩০, কার্সিনোসিন ২০০, সাইলিসিয়া ৬x চূর্ণ, সিকোল ২x, থ্যাপ্প ২x। এই রোগে প্রধান ঔষধ।

জরায়ুর দূষিত অবর্নদ বা ক্যান্সার—(Uterine Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় হাইড্রোক্সিস ৪ খেলে ও লাগালে অরাম মিউর বা ন্যাট ৩x (সপ্তাহে বা পক্ষান্তে) সেবন খুব ভাল হয়।

কার্সিনোসিন ৩০, ২০০ প্রয়োগ করাও যেতে পারে।

### এন্ডোমেট্রিওসিস (Endometriosis)

এটি একটি বিশেষ ধরণের রোগ এবং তাতে জননযন্ত্রের বিভিন্ন অংশে—জরায়ু, যোনি, ডিম্বনালী, ডিম্বাশয় প্রভৃতিতে Mucous টিসু বা Endometrium জাতীয় টিসু অল্প অল্প জমা হতে থাকে।

কারণ—সঠিক কারণ কি আজও তা জানা যায়। তবে কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা হয়। যেমন বেরীতে বিবাহ, বন্ধ্যাত্ব, কোনও অপারেশন, ইনফ্লামেশনের জন্য ট্রমা প্রভৃতি।

হরমোনের নিঃসরণে নানা গোলমালও অনেক সময় এর অন্যতম কারণ মনে হয়।

বিভিন্ন স্থানে—1. জরায়ুতে, জরায়ুর বাইরে বা ভেতরে দুই স্থানেই দেখা যায়।

বাইরে হলে সেখানে বাইরের গায়ে ছোট ছোট Mucous টিসু ভেতরে একটি প্যাচ মতো গঠন করে।

ভেতরের দিক হলে, তাকে দেখা যায় মিউকাস মেমব্রেনের উপর কোনও স্থানে এই ভাবে ছোট ছোট মিউকাস অংশ জমে প্যাচ তৈরী করছে। কখনো কখনো এর সঙ্গে এর Fibroid দেখা যায়—আবার কখনো তা থাকে না। কখনো হর্মোনের পার্থক্য দেখা যায়, এবং জরায়ুর ঐ সব ভেতরের অংশের প্যাচ থেকে বেশি ঋতু বের হয়।

2. ওভারী —ওভারীতে হলে, তারা বাইরের দিকে ছোট ছোট চকলেট রংয়ের Cyst গঠন করে। এই সব Cyst অনেকগুলি ছোট ছোট Mucous-এর পেশী দ্বারা গঠিত হয়।

এদের আকার বেড় থেকে দুই ইঞ্চি মতো দেখা যায় ওভারীতে।

3. ডিম্বনালী—ডিম্বনালীর বাইরের দিকে কখনো এসব Mucous এন্ডোমেট্রিওসিস দেখা যায় তবে এখানে বাইরের সংখ্যা কম হয়।

4. পেলভিক পেরিটোনিয়ামে কখনো কখনো এই ধরণের হতে দেখা যায়।

5. সারভিক্স, যোনি এবং যোনিনালী প্রভৃতি নানা অংশে এই রকম হতে দেখা যায়

6. প্রসবের দ্বার বা ইউরেথ্রাতেও কখনো এই ধরণের হতে দেখা যায়।

7. জরায়ুর বিভিন্ন লিগামেন্টেও কখনো এই ধরণের হতে দেখা গেছে। রাউন্ড লিগামেন্ট, ওভারিয়ান লিগামেন্ট প্রভৃতিতে হয়।

লক্ষণ—সাধারণতঃ 30-40 বছরের মেয়েরা বিবাহ না করলে বা তারা বিবাহ করে বন্ধ্যা হলে তাদের মধ্যে এটি হতে দেখা যায়।

1 ঋতু কম হয় এবং ঋতুর সময় ব্যথা হতে থাকে (ডিসমেনোরিয়া)

2. মেনোরজিয়া ও মেট্রোরজিয়া হতে পারে কোনও কোনও সময়। ঋতুতে বেশি রক্তপাত হয় বা ঋতুর মাঝে রক্তপাত হয়।

3. পিঠে ব্যথা হতে পারে।

4. রক্তপ্রস্রাব অনেক সময় হয়।

5. ঋতুর সময় পায়ুতে ব্যথা বা রক্তপাত প্রভৃতিও হতে পারে।

6. বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।

7. প্রচুর ঘাম হতে পারে। এজন্যও অন্য কোনও লক্ষণ দেখা যায় না।

জরায়ুর বাইরে Cervix-এ হলে Speculum দ্বারা দেখা যায়।

8. কখনো কখনো এর থেকে Malignant হলে তার ফল খারাপ হতে পারে।

চিকিৎসা

স্যাৰাইনা ৩—পরিষ্কার, লাল, চাপ চাপ রক্তস্রাব ।

।বলেডোনা ০x—প্রকৃত জরায়ু-রোগে । জরায়ু প্রদেশে জ্বালাভাব, ও চাপবোধ, সকাল বেলা রোগ বাড়ে, এরকম লক্ষণে—বেল বিশেষ উপকারী ।

হাইড্র্যাটিস ০x, ০০—জরায়ু গ্রীবা বা জরায়ু মূখ ও ঘোনিপথে ক্ষত, গাঢ় পীতবর্ণ প্রদর স্রাব ।

অরাম মেট ৩০, পালস্ ৬, মিউরেঞ্জ ৬, সালফার ৩০, ল্যাকোসিস ৬, লক্ষণানুসারে আবশ্যিক হয় ।

সিপিরা ১২—প্রস্রব ব্যথার মতো ব্যথা, অল্প অল্প রক্তস্রাব, বা চুলকানি হয় ।

এ ছাড়া প্রয়োজনবোধে লক্ষণ মিলিয়ে অন্যান্য ঔষধ দিতে হবে ।

অন্যান্য বিনাইন টিউমার

উপরের বিনাইন টিউমার ছাড়াও অন্য কিছু কিছু বিনাইন টিউমার দেখা যায় রোগীর জননযন্ত্রের মাঝে । তাদের বিষয় বিস্তারিত এখানে আলোচনা করা হচ্ছে—

ঘোনিতে Cyst

ঘোনিতে নানা ধরনের বিনাইন টিউমার হতে পারে । যেমন ফাইব্রোমা, ফাইব্রোম্যারোমা, Condyloma acuminata প্রভৃতি । তাছাড়া ছোট ছোট সিস্ট অথবা মিউকাস গ্রোথ দেখা যায় । স্থানিক অপারেশন প্রয়োজন হয়ে থাকে ।

বার্থলিন Cyst

বার্থলিন গ্রন্থিতে অথবা তার Duct-এ দেখা দিতে পারে অনেক সময়ে । এতে গ্রন্থি ফুলে ওঠে বা তার থেকে ছোট ছোট সিস্ট হতে দেখা যায় । ব্যথা হয়, হাটতে কষ্ট হয়, অনেক সময়ে ২ ইঞ্চির মত বড় Cyst হয় ।

অনেক সময়ে এতে পুঞ্জ জমে Abscess সৃষ্টি করে থাকে ।

চিকিৎসা

ঠান্ডা লেগে প্রবাহ হলে প্রথমে অ্যাকোনাইট ০x ও তারপর মার্কিউরিয়াস ৩ উপকারী ।

প্রমেহ জনিত হলে সিপিরা ১২ ও আঘাত জনিত হলে আণিকা ৩। প্রস্রাবের বন্ধনা প্রাবল্যে ক্যাম্ফারিস ০x—৬ । আক্রমণ অবস্থার বিপ্রাম ধরকার ।

হোমিওপ্যাথি—23

প্‌দ্রানো যোনি প্রদাহ—যোনির মাঝখানে গ্লেস্সা নিঃসারক-বিহীনীতে নীলাভ লালবর্ণ চুলকানি উৎপন্ন, যোনির শৈথিল্য ও যোনি থেকে প্রচুর সাবা, হলধে প্রস্ফীত নানা রকম প্‌দ্রব বের হওয়ারকে প্‌দ্রানো প্রদাহের লক্ষণ বলে ।

মার্কিউরিয়াস ৩, সিপিরা ২x বিচুর্ণ—এই দুটি প্‌দ্রানোর পক্ষে প্রধান ঔষধ ।  
বোরাক্স ২x বিচুর্ণ—প্রচুর পরিমাণে প্‌দ্রব বের হয় লক্ষণে । নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ প্‌দ্রব জ্বালা ক্ষত ও ফুস্‌কুড়ির দোষ হলে ।

### Labia-তে টিউমার

Labia Majora-তে Hydradenoma নামে বিনাইন টিউমার হতে পারে । অনেক সময় কার্‌সিনোমা বলে মনে হয়—তবে তা ঠিক নয় ।

অপারেশন দ্বারা একে সহজে আরোগ্য করা হয় ।

তাছাড়া যোনিব আশেপাশেও Lipoma, প্যাপিলোমা ( Papilloma ) প্রস্ফীত ধরনের টিউমার হতে পারে । এগুলি অপারেশনে ভাল হয় ।

—

অষ্টম অধ্যায়

## জননতন্ত্রের নানা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার ( Malignant Tumours of Genital Tract )

জননযন্ত্রের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার প্রধানতঃ হয় ইরোফোমা ও কার্সিনোমা—সাঁদ ও কার্সিনোমাই বেশি ক্ষেত্রে দেখা যায় ।

জরায়ু, ফেলোপিয়ান টিউব, ডিম্বাশয়, ব্রড লিগামেন্ট প্রভৃতি সব অংশেই এই ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হতে দেখা গেছে ।

### সারাভিল্লেব কার্সিনোমা ( Carcinoma of the Cervix )

জরায়ুতে যত রকম ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ দেখা যায়, তার মধ্যে শতকরা 65 ভাগ কিম্বা তার চেয়েও বেশী সারাভিল্লেব ক্যানসার বলে জানা যায় ।

ওবে বর্তমানে ভারতের রোগিণীদের মধ্যে দেখা গেছে যে, 50 ভাগ সারাভিল্লেব ক্যানসার, 35 ভাগ জরায়ুব দেহের ক্যানসার ও বাকি সারকোমা ।

সারকোমার চেয়ে ক্যানসার এত বেশি হয় বলেই যদি জরায়ুতে Malignant গ্রোথ হয়, তাহলে তা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

তার কারণ হলো, আজ পর্যন্ত কার্সিনোমা একেবারে সেরে যাবার মতো চিকিৎসা নেই । এ নিয়ে রিসার্চ চলছে । তবে অপারেশন ও রেডিয়াম চিকিৎসার দ্বারা সাময়িকভাবে কিছু দিন সুস্থ করা যায় এইটুকু যা সুবিধা ।

প্রকারভেদ—

1. সারাভিল্লেব ভেতরে হতে পারে ।

2. সারাভিল্লেব বাইরে হতে পারে ।

সারাভিল্লেব বাইরে হলে P. V. পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় । ভেতরে হলে, তা ভেতরের পরীক্ষা দ্বারা দেখতে হয় ।

এদের বিভিন্ন ধরনের দেখা যায়—

1. দ্রুত বর্ধমান ফুলকাঁপির মতো আকৃতির ।

2. দ্রুত বৃদ্ধি ও তাতে আলসার ।

3. রক্তে চ্যাপটা Mass, যা দ্রুত বেড়ে চলে ।

4. শক্ত Node এর মতো—বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে এটি বেশি হয় ।

অশুভবীক্ষণ যন্ত্রে একটি অংশ তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলে ( Biopsy ) Cancer টিসু দেখা যায় ।

বৃদ্ধি—এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় । একদিনক দিনে মাসিক বৃদ্ধি—অন্যান্যক দিনে

Lymph নানা দিকে বিভিন্ন স্থানে পৃথক Node সৃষ্টি করতে পারে, যদি দ্রুত চিকিৎসা না হয়।

রক্তের মাধ্যমে এটি ফুসফুস, লিভার, প্রীহা, কিডনী, ঘাড়, ব্রেস্ট পর্যন্ত ছড়াতে পারে।

### বিভিন্ন স্টেজে বৃদ্ধি

প্রথম স্টেজ—ক্যানসারটি কেবলমাত্র Cervix-এ সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয় স্টেজ—ক্যানসারটি Cervix পেরিয়ে বের হয়ে আসে এবং যোনির মধ্যে তা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়তে থাকে।

তৃতীয় স্টেজ—যোনি দিয়ে অনেকটা নেমে আসে।

চতুর্থ স্টেজ—সম্পূর্ণ যোনি, ব্রাডার ও রেকটাম প্রভৃতি অংশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

লক্ষণ—1. (প্রাথমিক) সাধারণতঃ 35 থেকে 40 বছরের নারীদের মধ্যে এটি বেশি হয়। 40—60 বছরেও দেখা যায়।

2. যোনি মিলনে প্রচুর রক্তপাত হতে পারে।

3. মাঝে মাঝে দুটি ঝড়ুর মধ্যে রক্তপাত হয়। মেনোপজ হয়ে যাবাব পর হলে এই অবস্থায় আবার হঠাৎ ঝড়ু বন্ধ দেখা যায়।

4. যোনি থেকে জলের মত স্রাব বের হয়।

5. কখনো বেদনা থাকে, কখনো বা থাকে না।

6. বাইম্যানিয়াল পরীক্ষা করলে তখন এটি দেখা যায় ও বোঝা যায়। Biopsy করে তার দ্বারা অথবা কোন Vaginal Smear পরীক্ষা করলে রোগ ধরা পড়ে।

### রোগ বেশি বৃদ্ধি হলে লক্ষণ

1. এই অবস্থায় রোগীর এনিমিয়া হয়।

2. প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে যোনি দিয়ে।

3. যোনির স্রাব বের হয় ও তাতে বিশ্রী গন্ধ হয়।

4. কোমর, পিঠ প্রভৃতি অংশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়।

5. প্রস্রাব বন্ধ বা কম হয়। ফিসচুলা, রক্তস্রাব প্রভৃতি হতে পারে। অনেক সময় যোনির ভিতরে রক্ত জমে। তাকে বলে Haematocoele

6. পাতলা পায়খানা, টিটেনাস, রেকটামে ফিসচুলা প্রভৃতি দেখা দেয়।

7. বিভিন্ন গ্রন্থিবৃদ্ধি, ( Inguinal ) প্রভৃতি।

8. ক্রমশঃ বৃদ্ধি, পেটে ব্যথা বৃদ্ধি, পায়খানা বন্ধ লক্ষণও দেখা দেয়।

### চিকিৎসা

জরুরত্বে দ্রুত অবদান ও ক্যানসার ( Uterine Cancer )—জরুরত্বে অবদান হলেই ধন্য ০—৬ দেখা দরকার।

আর্সেনিক আরোড ৬—জরায়ুতে দূষিত অবর্দ (Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় দেওয়া কর্তব্য।

ধূজা—দূষিত হলে অবর্দদের অঙ্কুরাবস্থার পর এবং তা আর্সেনিক-আরোডে উপকার না বৃদ্ধলে ও উপদংশ জন্মিত অবর্দে ধূজা উপকারী।

রুটা ৩—দুধের শর্করার সঙ্গে এক মাত্রা পক্ষান্তে খেলে ভাল হয়। এপিথিস্টেরি নাম ৩০ (বর্শ রক্তপ্লাব) এবং ক্যালকে ফ্লুরোর ১২x প্রভূত ঔষধ এ সময় দরকার লাগে।

ক্যালকোরিয়া আরোড ৩x বিচূর্ণ (একগ্রন মাত্রার দিনে চারবার) সবপ্রকার অবর্দেই উৎকৃষ্ট। এতে উপকার না হলে ল্যাকোসিস ৩০, কার্সিনোসিন ২০০, সাইল-সিরা ৬x চূর্ণ, সিকোলি ২x, থ্র্যাঙ্গিপি ২x লক্ষণ অনুযায়ী প্রযোজ্য।

#### জরায়ুর সারকোমা।

সারকোমা যাকও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়, তাহলেও এটি বর্শ হয় না সংখ্যায়। কানেকটিভ টিস্যু পেশীর অথবা Vasular Tissue থেকে ওঠে। জরায়ুতে এটি হয় বর্শের ভাগ, তা সঙ্গেও সারকোমা থেকে এটি কম হয়ে থাকে।

কারণ—Fibromyoma তে, জরায়ুতে Sarcomatous পরিবর্তন হয়।

সারাভিলে এটি বর্শ সংখ্যায় হয়ে থাকে।

তাছাড়া সারাভিলে পলিপ হয়—বা অনেকটা সারকোমা থাকবে। এরা খোকা খোকা হয় এবং সংখ্যায় অনেক বর্শ হয়।

চোখে দেখতে গেলে এদের দেখা যায় নানা ধরনের। তাদের নানা Type হিসাবে হয়। তবে পেশীর সঙ্গে যুক্ত Myoma বর্শ থাকে।

অণুবীক্ষণ একটি সারকোমা কেটে দেখলে, ওদের মধ্যে Spindle এর মতো বস্তু দেখা যায়।

সাধারণতঃ এরা নরম হয়। টিপলে নরম বৃদ্ধতে পারা যায়। এদের প্রায়ই দেখা যায় আঙ্গুরের খোকা মতো হয়। একটির সঙ্গে একটি যুক্ত বলে এই রকম দেখা যায়।

এরা বর্শ করে Pelvis-এর মধ্যে ছড়ায়। এর বেশী দূরে যাবার ঘটনা কম হয়।

এরা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও কার্সিনোমার মত বৃদ্ধি হয় না বা অপারেশন করে কেটে বাহ দিলে আবার ফিরে হবার আশঙ্কা থাকে না।

বয়স—যে কোনও বয়সে এটি হতে দেখা যায়। তবে বেশী বয়সে নারীর এটি হতে দেখা যায়। কুমারী বা বিবাহিতা সকলেরই এটি হতে দেখা যায়। তবে সঞ্চবাদের মধ্যে বর্শ হয়ে থাকে, একথা ঠিক।

লক্ষণ—I. প্রথম দিকে লক্ষণ সামান্য থাকে বা থাকে না।

2. পরবর্তীকালে বৃশ্চিক সঙ্গ সঙ্গ পেটের আকার বৃশ্চিক হতে দেখা যায়।
3. পরবর্তীকালে ঋতু বন্ধ হতে পারে।
4. কখনো প্রথম অবস্থায় কিছু বেশী রক্তপাত ঘটতে পারে—তবে পরবর্তীকালে তা থাকে না।
5. পরবর্তীকালে দুর্বলতা, জ্বর প্রভৃতি দেখা যায়।
6. পরবর্তীকালে কোমরে ব্যথা, পেটে ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায়।
7. স্পেকুলাম দ্বারা পরীক্ষা করলে সারকোমা দেখা যায়। তা না হলে জরায়ুর ভেতরটা পরীক্ষা করতে হবে।
8. কখনো বা জরায়ু বেঁকে পেটের দিকে ঠেলে যেতে পারে এর জন্য।
9. বেশি বৃশ্চিক পেলে ঋতু বন্ধ হতে পারে পরবর্তীকালে।

### চিকিৎসা

জরায়ুর সারকোমা যদিও ক্যানসারের মত ভয়াবহ নয়, তবু দ্রুত চিকিৎসা না করলে অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে।

জরায়ুতে সারকোমা হয়েছে সন্দেহ হলে, সঙ্গ সঙ্গ দিতে হবে ঋতু ৩ বা ৬।

নিশ্চয় এই রোগ হয়েছে সন্দেহ হলে দিতে হবে হাইড্রাস্টিস মাদার সেবন। এর সঙ্গে বাহ্য প্রয়োগ ভাল ফল দেয়।

অরাম মিউর ন্যাট ৩x,—সপ্তাহে বা পক্ষান্তে সেবন করলে ঋতু ভাল ফল দেয়।

ল্যাকসিস্ ৬, ৩০—যে সর মহিলা গায়ে বা গলায় কাপড় রাখতে চায় না।

ক্যালকোরিনা আরোড ৩x চূর্ণ এক গ্রেস করে দিনে চারবার ঋতু ভাল ঔষধ।

কার্সিনোসিন ২০০ প্রয়োজন মত ভাল ফল দেয়।

সাইলিসিরা ৬x, সিকেলি ২x, থ্র্যাস্পি বাসাঁ মাদার থেকে ৩x, হাইড্রাস্টিস ২x, ৩x প্রভৃতিতে ভাল ফল দেয়।

আসেনিক আরোড ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

রুটা মাদার ভাল ঔষধ।

বেশি রক্তপাত হলে এপিথেলিওরিনাম ৩০, ক্যালকোরিনা স্লোর (বায়োকৌমিক) ১২x, ৩x, প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

ন্যাডা ৩০ অনেক সময় ভাল দেয়।

### ডিম্বনালীর কার্সিনোমা

#### (Carcinoma of the Fallopian Tube)

ডিম্বনালীর ক্যানসার দুই ধরণের হতে পারে। 1. প্রাইমারী, 2. সেকেন্ডারী। প্রাইমারী হলো, যেখানে শব্দ মাত্র ডিম্বনালীতে এটি হয়। সেকেন্ডারী হলো



বেখানে ডিম্বনালীতে হয় না, হয় জরায়ু বা অন্যত্র। পরবর্তীকালে ডিম্বনালীতে এটি হয়। তবে যে ধরনেরই হোক না কেন, তা থেকে কষ্ট একই রকম হয় এবং লক্ষণও একই রকম হয়।

সাধারণতঃ টিউবের মাঝে এক-তৃতীয়াংশ বা বাইরের পাশে এক-তৃতীয়াংশ আক্রান্ত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একাধিকের যোনিনালী আক্রান্ত হয়।

খালি চোখে দেখা চেষ্টা — যদি খালি চোখে টিউবার্টি দেখা যায়, তাহলে বৈশিষ্ট্য বেশী দেখা যাবে এবং তার ফোলা ভাবও বেশী দেখা যাবে। কখনো কখনো এটি গটিভাব যুক্ত হয়।

ছড়ানো — এটি ছড়ান সাধারণতঃ লিম্ফ-প্রবাহ অথবা রক্তের মাধ্যমে দিলে। লিম্ফ প্রবাহ দিলে আক্রমণের জন্য অন্য লিম্ফ গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে সারাদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ — সাধারণতঃ বয়স্কা নারীরা আক্রান্ত হয়। 50—60 বছর বয়সের নারীরা আক্রান্ত হয় বেশী।

প্রথম অবস্থায় তেমন কোনও কঠিন লক্ষণাদি দেখা যায় না তাদের। কখনো কখনো খুব বেশী বেদনা বা ব্যথা হয়।

মাঝে মাঝে পচুর রক্ত বা কষ বের হতে থাকে।

প্রথম অবস্থায় লক্ষণ দেখে বোঝা কঠিন। তারপর যখন খুব ব্যথা হয় এবং Mass গঠিত হয় তখন পেট পরীক্ষা করলে এটি বোঝা যায়।

প্রাথমিক ভাবে, যোনি আক্রান্ত হবার পর মাঝে মাঝে ঋতুতে দুর্গন্ধ প্রভৃতি দেখা যায়। ব্যথা মাঝে মাঝে হয় এবং তা প্রবল হতে থাকে।

এই অবস্থায় পেট পরীক্ষা করলে Mass পাওয়া যায়, তা আগেই বলা হয়েছে।

### চিকিৎসা

ন্যাজা ৬—এই রোগের সব থেকে দরকারী ঔষধ।

ডিম্বকোষের শুলেই এটা বিশেষ উপযোগী। বন্ধবেশ ভারী ও বৃদ্ধ খড়ফড় করা, একমাত্র এই লক্ষণ দুটির উপর নির্ভর করে ন্যাজা প্রমাণে অনেকে নীরোগ হয়েছেন।

শুলবেদনার আক্রমণ অবস্থায় জিঙ্কাম ভ্যালোরিয়ানা ৩x চূর্ণ ব্যবস্থা করে জাতারদের এটা অনেক সময় কাজে লেগেছে।

কলোফাইলাম, সিমিসিফিউগা, কৈনিরাম, ল্যাকোসিস, ম্যাগ ফস, অক্টলেগা প্রভৃতিও লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয়।

বেদনা দ্বারা ক্রমিক কিংবা প্রমেহজনিত তা সঠিক নির্ণয় করতে না পারলে, হ্যামাসোলিস ২x, কলোসিস ৬ বা ম্যাগ ফস ৩x, ১২x বিচূর্ণ (গরম জলে খেতে হবে)।

ল্যাকোসিস ৬—৩০ বিশেষ-ঔষধ ঔষধ।

### ঘোনির কার্সিনোমা ( Carcinoma of Vagina )

এটি খুব বিরল রোগ এবং শতকরা 2—1 ভাগ নারীর এটি হয় ।

এটি ঘোনিকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে তার নিচের অংশের কার্সিনোমা হয় । এটি প্রাথমিক খুব কম হয় — এটি হতে পারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেকেন্ডারী রূপে । এটি জরায়ুর কার্সিনোমা থেকে পরে ঘোনিতে হয় ।

ঘোনির ভেতরে ও বাইরে এটি হয় । অনেক সময় হয় অন্যান্য কোন কারণে ।

খালি চোখে—খালি চোখে এদের দূরকম দেখা যাবে । তা হলো—

1. আলসারেটিভ ধরনের । এতে কার্সিনোমার টিস্যুর উপরে বড় আলসার থাকে ।
2. ঠিক ফুলকাঁপির ধরনের—এটি খুব বেশী ধরনের বৃদ্ধি হয়—Caluliflower ধরনের হয় ।

স্থান—ঘোনিদালীর উপরে এক-তৃতীয়াংশ বা নিচের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে হয় । ঘোনির পিছনের Wall-এ এটি প্রায়ই হতে দেখা যায় ।

শ্রেণী বিভাগ —ক্রিনিক্যাল ভাবে একে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—

1. কেবলমাত্র ঘোনির প্রাচীরে হয় ।
2. সাব-ভ্যাজাইন্যাল টিস্যু এতে আক্রান্ত হয় ।
3. কার্সিনোমা Pelvic wall-কেও আক্রান্ত করে ।
4. অতিরিক্ত বিস্তৃতিশীল—এটি Rectum এবং Bladder-কে পর্যন্ত আক্রমণ করে থাকে ।

কারণ—অনেকে বলেন রিং ধরনের পেশারী বেশী ব্যবহার করলে এটি হয় । অবশ্য এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই ।

বিস্তৃতি—স্থানিকভাবে তা বিস্তৃতি লাভ করে রেকটাম, ব্রাডার, ইউটেরা এবং লিম্ফ নালী দ্বিজে Internal, External এবং Inguinal গ্রন্থিগুণ্ডিতে ।

রক্তের মাধ্যমে তারা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ।

লক্ষণ—1. বয়স 40 থেকে 60 বছরের মধ্যে বেশী হয় ।

2. গর্ভ হলেও এমন মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী হয় ।

3. ঘোন-মিলনে রক্ত বেগু হতে থাকে নালী থেকে—এইটে প্রধান লক্ষণ ।

4. অনেক সময় সাদা স্রাব হয় ।

5. ঘোনি থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে ।

6. টিউমার দেখা দেয় এবং তা দ্রুত বাড়তে থাকে ।

7. ঘোনি পরীক্ষা করলে অনেক সময় এর সঙ্গে সঙ্গে সার্ভাইক্যাল ক্যানসারও দেখা দেয় ।

চিকিৎসা

যোনির অবদ্বন্দ্ব—কার্বো-অ্যানি ৩—৩০, কার্বোভেজ ৬—৩০, আর্সেনিক ৬, ক্রিয়োটিক ৬।

যোনি থেকে বারু নিঃসরণ—ট্রোমিয়াম ৫—৩০, লাইকোপোডিয়ারাম ৩০—২০০, অ্যাসিড ফস ৬—৩০, বেল, নাক্স।

যোনির কোষাচ্ছাদিত ( Cystic ) অবদ্বন্দ্ব হলে—ব্যারাইটা কার্ব ৬, সাইলিসিয়া ৩০, সিপিরা ৬, সালফার ৩০, ক্যালকে কার্ব ৬x বা ১২x, অরাম আলোড, ক্যালকে আলোড, ল্যাংকে, প্রভৃতি উপযোগী।

যোনির অবদ্বন্দ্ব থেকে রক্তস্রাব—ককাস ক্যান্টাস ৩x—অসহ্য বাধা হলে।

আর্গিকা ৩—আঘাতের বা সঙ্গমের জন্য হলে।

পালস্ ৩—স্রাব নিয়ত পরিবর্তনশীল হলে। ল্যাকোসিস ৬, ফস্ফা ৬, ক্রিয়োটিক ৬।

যোনির পচন—সার্স ৬, বেল ৩, ল্যাকোসিস ৬।

যোনির নালী ঘা—সালফার ৩০, ক্যালকে কার্ব ৬, লাইকো ৩০, সিলিকা ৬, হিপর ৬, অরাম ৬, থুজা ৩০, সিপিরা ৩০, ল্যাকোসিস ৬।

যোনির বাইরের অংশ ডালডা-তে কার্সিনোমা  
( Carcinoma of the Vulva )

কারণ—1. অন্য অঙ্গের আক্রমণ থেকে।

2. হঠাৎ যোনি বা Labia প্রভৃতিতে আক্রমণ হয়। তার কারণ জানা যায়নি।

3. সিফিলিস প্রভৃতি থেকে হয়।

সংক্রমণের স্থান —1. Labia Majora-তে সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রে আক্রমণ হয়।

2. Labia Minora কখনো কখনো আক্রান্ত হয়।

3. কখনো বাথ্যালিন গ্রন্থিও আক্রান্ত হয়।

4. Clitoris-ও কখনো কখনো আক্রান্ত হয়।

শ্রেণী বিভাগ —1. প্রাইমারী Squamous Cell-এ ক্যানসার কখনো দেখা যায় না।

2. বাথ্যালিন গ্রন্থির Adenocarcinoma কখনো হয়।

3. মেল্যানোমা খুব কম হয়।

4. সেকেন্ডারী—জরায়ু বা যোনির ভেতর থেকে এটি হতে পারে। মনে রাখতে হবে, ক্যানসার টিসু দ্রুত বৃদ্ধি হয়।

বিস্তৃতি —1. বাইরে থেকে বিস্তার লাভ করে যোনি, ইউরেথ্রা, জরায়ু প্রভৃতি অংশে।

2. লিম্ফ নালীতে ইংগুইন্যাল নানা গ্রন্থিতে ।
3. যোনি, ক্লিটারিস, নালী, জরায়ু প্রভৃতি ।
4. রক্তের মাধ্যমে সারা দেহের প্রতিটি প্রধান প্রধান টিসুতেই এটি বেশি বিস্তৃত  
লাভ করে ।

●স্তর বিভাগ—1. প্রথম স্তরে—টিউমার কেবল ভালভাবে থাকে ।

2. দ্বিতীয় স্তরে—এটি বড় হয় এবং আশে পাশে বিস্তৃতির চেষ্টা করে ।
3. তৃতীয় স্তরে—যোনি, ইউরেথ্রা প্রভৃতি আক্রান্ত হয় ।
4. চতুর্থ স্তরে—ব্লাডার, রেকটাম, জরায়ু উত্তেজিত হয়ে আক্রমণের অবস্থা  
দেখা যায় ।

লক্ষণ—1. 60—70 বছর বয়সে বেশী হয়ে থাকে । 40—50 বছরে কিছু  
কম হয় ।

2. ব্যথা ও ক্ষত প্রভৃতি ও ক্যানসার দেখা দেয় নির্দিষ্ট কোন স্থানে ।
3. কখনো দুর্গন্ধ স্রাব বা রক্তপাত হয় ।
4. পরে এটি শক্ত ক্যানসার হয়ে দাঁড়ায় ।
5. দেহের আরও নানা যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয় ।
6. ইংগুইন্যাল যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয় ।
7. Biopsy করে পরীক্ষা করলে স্পষ্টভাবে রোগ ধরা পড়ে ।
8. কখনো বা শক্ত Nodule আকারে দেখা যায় । কখনো ফুলকাপির মতো  
আক্রান্ত হয় ।

### চিকিৎসা

এই রোগের সব থেকে উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো ল্যাকসিস ৩০, কার্সিনোমা ২০০,  
সাইলিসিয়া ৬x চূর্ণ, সিকেলি ২x, হাইড্রোস্টিনাম ২x বিচূর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ  
অনুযায়ী প্রযোজ্য ।

আর্সেনিক-আয়োড-৬—জরায়ুতে অবদ (Cancer) রোগের প্রথম অবস্থার  
প্রযোজ্য ।

থুজা—দূষিত অবদের অক্ষুর অবস্থার পর এবং আর্স-আয়োডে উপকার না  
হলে ও উপদংশ জনিত অবদে থুজা উপকারী ।

জরায়ুর দূষিত অবদ বা ক্যানসার ( Uterine Cancer )—জরায়ুতে অবদ  
হয়েছে সন্দেহ হলেই—থুজা ৩—৬, কিন্তু রোগ নিশ্চয়ই হয়েছে বুঝলে—হাইড্রোস্টিনাম  
খেতে এবং তা লাগাতে হবে । কার্সিনোসিন ৩০—২০০ প্রমাণ করাও যেতে পারে ।  
প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হলে—হ্যামামেলিস ৩ লাগালে উপকার হয় ।

রুটা দুর্গন্ধকারার সঙ্গে এক মাত্রা খাওয়ানো ভাল । এর্প্যাথোরিনাম ৩০ বেশী  
রক্তস্রাবে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ওভারীয়ান সিস্ট ও টিউমার

( Ovarian Cyst and Tumour )

নারীর ওভারীতে জন্মগ্রহণ মতো দুই ধরনের টিউমার হতে দেখা যায়। তা হলো—

1. বিনাইন টিউমার ( Benign Ovarian Tumour )।
2. ম্যালিগন্যান্ট ( Malignant Ovarian Tumour )

প্রধান বিভাগ—যোনিতে Swelling গর্ভালকে মোট নিচের পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হলে থাকে। তা হলো—

1. বিনাইন সোয়োলিং

(a) সিস্টিক ( Cystic )

(i) Neoplasm ছাড়া সিস্টিক ওভারী, ফলিকুলার সিস্ট, বাইল্যাটারেল লিউটিন সিস্ট, কর্পাস লিউটিনাম সিস্ট, Seterocystic ওভারী প্রভৃতি।

(ii) বিনাইন নিওপ্লাজম।

(a) সিউডোনিউক্লিয়ার সিস্ট এডিনোমা।

(b) সেরাস সিস্ট এডিনোমা।

(c) ডারময়েড সিস্ট।

(d) এন্ডোমেট্রিয়াল সিস্ট। এরাই মিলিতভাবে ওভারীতে নিওপ্লাজমের 95 ভাগ হয়।

(e) Solid—ফাইব্রোমা, এক ধরনের নিওপ্লাজমের টিউমার।

2. ম্যালিগন্যান্ট সোয়োলিং—

(a) সিস্টিক—সিউডোমিউসিনাস বা এপিথেলিওফেরাস সিস্ট—এডিনোকার্সিনোমা, ম্যালিগন্যান্ট ডারময়েড সিস্ট।

(b) Solid—(i) প্রাইমারী কার্সিনোমা।

(ii) সেকেন্ডারী কার্সিনোমা।

(iii) টেরাটোমা।

(iv) সারকোমা।

3. দুর্লভ জাতীয় বিশেষ টিউমার

(a) গ্রানুলোজা সেল টিউমার থেকে। Theca সেল টিউমার এবং নিউট্রিয়াল সেল টিউমার প্রভৃতি জাতের টিউমার হলো Feminizing টিউমার।

(b) Masculizing টিউমার হলো Lipoid Cell-এর টিউমার এবং Arrhenoblastoma প্রভৃতি।

(c) প্রাণীহীন—Dysgerminoma ব্রেনারের টিউমার ( Brenner's Tumour ) প্রভৃতি।

(d) টিউমার যাতে ফাইব্রোব্লাস্ট ক্রিয়া বর্তমান—যেমন ওভারীয় স্ট্রোমা ( Stromma )।

## অন্য ধরনের শ্রেণী বিভাগ

Histological ভাবে টিউমারকে আবার সম্পূর্ণ পৃথক এক ধরনের শ্রেণীবিশাগ করা হয়েছে। তাদের ভাগ হলো, কোন স্থান থেকে উঠেছে এবং তাতে কি ধরনের টিসু আছে ঠিক সেই অনুযায়ী।

## I. সেরাস সিস্টোমা

(a) সেরাস বিনাইন সিস্ট এডিনোমা।

(b) সেরাস সিস্ট এডিনোমা—যেখানে এপিথেলিয়াল সেলগুলি প্রচুর বৃষ্টি পায়, কিন্তু কোনরকম ধ্বংসাত্মক বৃষ্টি থাকে না।

(c) সেরাস সিস্ট এডিনোকার্সিনোমা।

## 2. মিউসিনাস সিস্টোমা

(a) মিউসিনাস সিস্ট এডিনোমা।

(b) মিউসিনাস সিস্ট এডিনোমা এবং তার সঙ্গে সামান্য ধরনের ম্যালিগন্যান্সি।

(c) মিউসিনাস সিস্ট এডিনোকার্সিনোমা।

## 3. এন্ডোমেট্রয়েড টিউমার

(a) এন্ডোমেট্রয়েড বিনাইন সিস্ট।

(b) এন্ডোমেট্রয়েড টিউমার সামান্য ম্যালিগন্যান্সি সহ।

(c) এন্ডোমেট্রয়েড এডিনোকার্সিনোমা।

## 4. মেজোনোফিক টিউমার

(a) মেজোনোফিক বিনাইন টিউমার

(b) মেজোনোফিক টিউমার সামান্য ম্যালিগন্যান্সি সহ।

(c) মেজোনোফিক সিস্ট এডিনোকার্সিনোমা।

5. শ্রেণীবিহীন কার্সিনোমা—যাদের কোনও নিশ্চিত একটি শ্রেণীতে ফেলা যায় না।

## স্তর অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ

প্রথম স্তর—1. বৃষ্টি কেবল ওভারীতে সীমাবদ্ধ থাকে।

(a) বৃষ্টি কেবল ওভারীতে সীমাবদ্ধ থাকে, উবরী বা Ascites থাকে না। এদের মধ্যে কারও Capsule ফেটে যায়, কারও ফাটে না।

(b) দুটি ওভারীতে বৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়। উবরী থাকে না। এদের Capsule ফেটে যেতে পারে, কখনো ফাটে না।

দ্বিতীয় স্তর—বৃষ্টি বা Growth কেবল একটি বা দুটিতেই সীমাবদ্ধ থাকে বটে, তবে তা থেকে পেলাভিসের দিকে Extension হতে দেখা যায়।

(a) জরায়ু, টিউব বা অন্য ওভারীতে ছড়ায়।

(b) পেলাভিসের অন্যান্য টিসুতে ছড়ায়।

তৃতীয় স্তর—একটি বা দুটি ওভারী থেকে অনেক বেশী দূর পর্যন্ত Infection প্রভূত ছড়ায়—এতে নানা ভীতিজনক অবস্থা দেখা দিতে পারে।

চতুর্থ স্তর—একটি বা দুটি ওভারীতে গ্রোথ বৃদ্ধি পায় এবং তার জন্য স্পন্ড মেটাস্টেসিস দেখা দিতে পারে। এটি অনেক সময় রীতিমত শংকাজনক অবস্থায় পৌঁছায়।

### সেরাস সিস্ট এডিনোমা ( Serous Cyst Adenoma )

এরা হলো Cystic বিনাইন টিউমার এবং এদের থেকে Adenomatous এবং প্যাপিলার দৃষ্টিভাৱে বৃদ্ধি হলে থাকে। অবশ্য এটাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হতে দেখা যায়।

উৎপত্তি—ওভারীর Surface Epithelium থেকে নিচের দিকে Growth হবার জন্য এটি হয়ে থাকে। এরা প্রায়ই একাধিক হয়। Unilateral—তবে শতকরা 30 ভাগ ক্ষেত্রে দু'দিকে হতে পারে অর্থাৎ Bilateral হতেও দেখা যায়।

আকৃতি—এরা কম-বেশি ছোট বড় আকৃতির হয়। এরা হয় গোল আকৃতির। এরা Smooth বা মসৃণ হয়। কখনো বা Cyst থেকে ছোট ছোট আঁচিল বের হয়। গঠন—নীলাভ রং এবং তার সঙ্গে সাদা ফেনাও কখনো কখনো থাকতে দেখা যায়। রং—নীলচে বা সাদা রঙের হয়।

বোঁটা—( Peduncle )—এদের ছোট বোঁটা থাকতে দেখা যায়—কখনো বা থাকে না।

ভেতরের খণ্ড—যদি এটি কেটে ফেলা হয় ও চিরে দেখা যায়, তাহলে এর মধ্যে দেখা যায় সাধারণ হলদে বা চকলেট রঙের Fluid.

অনুবীক্ষণের চেহারা—যদি এটি অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়, তাহলে এদের মধ্যে একটি স্তরে লম্বা লম্বা Mucous Cell দেখা যায়। তাছাড়া এদের মধ্যে পরস্পরের পৃথক হবার মতো Connective টিস্যুর Septum থাকে।

- উপসর্গ—1. বোঁটা পেকে যেতে পারে ( Torsion )।  
2. ফেটে যেতে পারে ( Rupture )।  
3. সেকেন্ডারী Infection হতে পারে, বিভিন্ন যন্ত্রে।  
4. সিউডোমিউসিন বা তরল পদার্থ বের হয়ে পাশের অন্য যন্ত্রে ছড়াতে পারে।  
5. ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে—Adenocarcinoma হতে পারে শতকরা 100 ভাগ ক্ষেত্রে।

সাধারণ কতকগুলি প্রধান জাতের ওভারীর টিউমার সম্পর্কে এখন আলোচনা করা হচ্ছে।

সিউজোমিউসিনাস সিস্ট এডিনোমা।

এরা সিস্টিক বিনাইন Neoplastic টিউমার এবং এতে Adenomatous বৃদ্ধি হয়। এটি বিনাইন জাতীয় মথো বেশি পরিমাণে হতে পারে।

উৎপত্তি —1. সাধারণভাবে ওভারী থেকে বের হয়ে থাকে।

2. কখনো বা টিউমার-এর গা থেকে বের হয়। Brenner's টিউমার থেকেও এটি বের হয়।

সাধারণতঃ একাধিকে উৎপত্তি হয়—কখনো দুই দিকেও এটি হয়।

আকৃতি — একাধিকে হোক বা দু'দিকেই হোক, এদের আকৃতি পৃথক পৃথক হয়। কখনো ছোট স্ফুপারীর মতো হয়, কখনো বা বিরাট বড় হয়ে পেটের যন্ত্রগর্দালিতে চাপ সৃষ্টি করে। কিছুটা Cystic কিছুটা Solid হয়।

গঠন —Cystic বা Solid এবং প্যাপিলা যুক্ত হয়। এদের বোটা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

ভেদ্যব পদার্থ—একটি কেটে পরীক্ষা করলে তাব ভেতরে জালের মতো পদার্থ বের হয়—তাতে Serum, Albumin এবং Globulin জাতীয় পদার্থ থাকে।

অনুবীক্ষণের চেহারা —1. Cystic Cavity থাকে এবং তাতে মাত্র কয়েকটি স্তরে কেবল মাত্র কলামনার এপিথেলিয়্যাল সেল থাকে।

2. প্যাপিলা ও কানেকটিভ টিসু কোষ থাকে ও তাতে এপিথেলিয়ামের আবরণ থাকে।

3. Connective টিসুর স্ফোমা থাকে।

4. যদি প্রকৃত Malignant হয়, তাহলে এপিথেলিয়ামে বহু Layer থাকে।

উপসর্গ —1. উদরী বা Ascites Peritonitis হতে পারে Papillary বৃদ্ধির জন্য, বিনাইন জাতীয় টিউমার হলেও এক্ষেত্রে তা হবে।

2. ফেটে গিয়ে চারদিকে বিস্তৃত হতে পারে, Papilla-গর্দাল সহজে ফেটে যায়।

3 শতকরা প্রায় 25 ভাগ ক্ষেত্রে Malignant হতে পারে।

ডারময়েড সিস্ট (Dermoid Cyst) ওভারীর Cystic বিনাইন জাতীয় Teratoma-কে Dermoid Cyst বলে। যে কোন বয়সে এটি হয়। তা ছাড়া সন্তান জন্ম চলাকালে বেশির ভাগ নারীর ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়।

উৎপত্তি —নানা জাতের Cell এদের বৃদ্ধি পায়। Apiblastic, Mesoblastic এবং Hypoblastic নানা ধরনের Cell বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দ্রুত এরা বৃদ্ধি পেতে পারে।

আকৃতি —শতকরা 20 ভাগ ক্ষেত্রে মাত্র দু'দিকে হয়—বাকি ক্ষেত্রে একাধিকে হয়। মাঝারী আকৃতির এটি হয়। এরা গোল হতে পারে কোন কোন সময়।



এরা সাদাটে হয় এবং ভেতরে সাদা পদার্থ আছে মনে হয়। এরা একেবারে Cystic গঠন যুক্ত ও শক্ত হয়।

বৌটা—এদের লম্বা বৌটা থাকে।

ভেতরের পদার্থ—ভেতরে থাকে অস্পষ্ট তরল পদার্থ এবং চুলের মতো পদার্থ, দাঁত দাঁত পদার্থ প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

অনুবীক্ষণে চেহারা—অনুবীক্ষণের মাঝ দিয়ে দেখলে তিনটি প্রাথমিক Embryonic স্তর দেখা যায়। Cyst-এর বাকি অংশে Granulated টিসু থাকে।

উপসর্গ—1. এগুনীল অনেক সময় পেটের সঙ্গে নাড়ির Adhesion হলে তাঁ থেকে রোগ বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ হয়—অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রে তা হয়।

2. প্রায়ই বৌটাটি পাক খেয়ে বা Torsion হয়ে থাকে।

3. প্রসবে বাবাব সৃষ্টি কবতে পারে।

4. বৃদ্ধি বা নালীর ম্যালিগন্যান্সি মাত্র শতকরা 8 ভাগ ক্ষেত্রে Epithelioma বা Sarcoma হতে দেখা যায়।

টেরাটোমা (Teratoma)—Embryo তিনটি স্তরের Cell-গুনীল জরারদ্রুতে আটকে গিয়ে দুই ধরনের টিউমার সৃষ্টি করে। প্রথম প্রকার হলো Dermoid Cyst—যাদের কথা আগে বলা হয়েছে। তারা বিনাইন টিউমার, দ্বিতীয় প্রকার হলো Malignant—তাদের নামই বলা হয়েছে থাকে টেরাটোমা বা Solid Teratoma.

এরা দ্রুত বৃদ্ধি পায়—ওভারী বড় হয়ে ওঠে—এদের বর্ণ সাদা হয়।

দেখতে কখনো গোল হয়—কখনো ডিম্বাকৃতি। ভেতরের দিকে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ওভারীতে Sarcoma প্রায় হয় না—বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় কার্সিনোমা (Malignant) হলে।

ওভারীর সিস্ট ও টিউমারগুনীল উপসর্গ—ওভারীর সিস্ট টিউমার থেকে নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়—

1. বৌটা পাক খেতে পারে যদি বৌটা থাকে।

2. চার পাশের টিসুতে Adhesion হতে পারে ও তার জন্য ছড়াতে পারে এটি।

3. কখনো ফেটে যায় বা Rupture হয় এবং তার ফলে চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

4. Infections হতে পারে এবং তার ফলে পুঞ্জ জমা হতে দেখা যায়।

5. Ascites বা উদরী হতেও পারে কখনো কখনো।

6. Malignant হতে পারে ও তলপেটে চাপ সৃষ্টি হতে পারে ও নানা ধরনের অবস্থা হয়—Malignant জাতের টিউমার থেকে এটি হয়।

বিনাইন টিউমারের লক্ষণ—1. 20 থেকে 40 বছরের মধ্যে হয় বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে।

2. পেট ধীরে ধীরে ফুলে ও বেড়ে উঠতে থাকে ।
3. কখনো কখনো পেটে বা তলপেটে ব্যথা দেখা দেয় ।
4. ঢাপ পড়ার জন্য নানা লক্ষণ দেখা যায়, প্রস্রাব বন্ধ, পা ফুলে ওঠা, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি ।
5. মাসিকের ঋতুর গোলমাল দেখা দেয় । রক্তপাত বৃদ্ধি, রক্তপাত কম ও ব্যথা, ঋতুহীনতা, মেনোপজের হঠাৎ রক্তপাত শূন্য প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় ।
6. শরীরে চর্মরোগ হতে পারে ও পেট বিরাট বৃদ্ধি পেতে পারে ।
7. Torsion বা ফেটে যাওয়া । Infection প্রভৃতি কারণে নানাভাবে পেটে কষ্ট ও প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে ।
8. পেট টিপে টিপে পরীক্ষা করলে টিউমার বোঝা যায় ।
9. বাইম্যানুয়াল পরীক্ষা দ্বারাও এটি ভালভাবে বুঝতে পারা যায় ।
10. X-Ray দ্বারাও এটি ধরা যায় ।

অ্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমারের লক্ষণ: —1. সাধারণতঃ 40 থেকে 60 বছরের মধ্যে এটি বেশি হতে দেখা যায় ।

2. প্রথম অবস্থায় লক্ষণ বিশেষ থাকে না ।
3. তারপর ক্রমে পেটের আকার বৃদ্ধি, ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, শরীরের দুর্বলতা হয় । কখনো বা পেটের একাধিকে ফোলে না—অন্যদিকে ফুলে ওঠে ।
4. পার্শ্বানা বন্ধ হবার ঘটনা প্রায়ই হয় ।
5. রক্তশূন্যতা বেশি হয়ে হাত পা ফুলে ওঠে ।
6. গ্রন্থির ( লিম্ফ ) বৃদ্ধি, ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায় ।
7. বেড়ে গেলে Abdomen পরীক্ষা করলে বোঝা যায় ।
8. Bimanual পরীক্ষায় পেটে একটি Mass অনুভব করা যায় ।
9. ঋতু প্রায়ই বন্ধ বা কমে যায় ।
10. এর সঙ্গে বৃকের ক্যানসার বা অন্য অঙ্গের ক্যানসার অনেক সময়ে দেখা দেয় ।

বিনাইন টিউমারের চিহ্নসমূহ —জরায়ুতে ব্যথা—সির্পিগা ৩x এবং ম্যাসেসিলা মিউর ৬ ।

জরায়ুর স্ফীতি—বহু সম্ভাব্যতী ( বিশেষতঃ বৃদ্ধা ) স্ত্রীলোকদের জরায়ু স্ফীত হলে, অরাম মিউর ৬x বিচূর্ণ বা সিপিগা ৬ ।

জরায়ুতে রক্ত সঞ্চার—বেল ৩, স্যাবাইনা ৩x, ভিরেটাম ভির ২x, জিলিয়াম টিগা ৬—৩০ ।

জরায়ু নিগমন—সিপিগা—৬ অল্প জর হলে ।

মিউরেল পার্গিউরা ৬—বেশী জর হলে ।

ক্যালকে কার্ব ৩০—পূরানো রোগে বেশী স্রাব হলে ।

অরাম মেট—পুরানো রোগে জরায়ু কঠিন ( Indurated ) ।

হেলোলিনসাস ৬—দুর্বলতাসহ বন্ধ্যাস্ত্র ও প্রদর । মার্কসল ৬, হাইড্রোকোটাইল ১৫ ।

জরায়ুর পচন ( Gangrene )—আর্সেনিক ৬, কার্বো-ভেজ ৬—৩০, সিকেরল কর ৩০, বা ক্রিয়োজোট ৬ ।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের চিকিৎসা —ক্যালকে কার্ব বা আয়োড ৩x বিচূর্ণ ( এক গ্রেন দিনে চারবার খেতে হবে ) । এতে উপকার না হলে—কার্ণিনোসিন ২০০, সাইলিসিয়া ৬x বিচূর্ণ, সিকেরল ২x প্রভৃতি প্রযোজ্য ।

জরায়ুর দুর্বিত অবদ বা ক্যান্সার ( Uterine Cancer )—জরায়ুতে অবদ হরছে সন্দেহ হলে থুজা ৩, ৬ । কিন্তু রোগ নিশ্চয় হয়েছে বদলে—হাইড্রোকটিস ৮ খাওয়া এবং লাগানো উচিত ।

অরাম-নিউর ন্যাট-৩x ( সপ্তাহে ব্য পক্ষান্তে ) খাওয়া উচিত ।

আর্সেনিক আয়োড ৬—জরায়ুতে দুর্বিত অবদ ( Cancer ) রোগের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য :

থুজা—দুর্বিত অবদের অঙ্কুর অবস্থার পর এবং আর্স আয়োডে উপকার না হলে ও উপদংশ জনিত অবদে থুজা উপকারী ।

রুটা দুধ শর্কাসহ এক মাত্রা পক্ষান্তে খাওয়া উচিত ।

ব্রেনার টিউমার ( Brenner's Tumour )—এটি এক ধরনের Fibroma-র মত বিনাইন ধরনের ওভারীর টিউমার, এপিথেলিয়াল সেলগুলিতে ব্যথা হয় ও তার সঙ্গে Fibrous স্ট্রোমা হয় ।

এ থেকে প্রায়ই Malignant হয় না । অপারেশনের দ্বারা টিউমারটি কেটে বাদ দিলেই ভাল হয়, কখনো ওভারী বাদ দিতে হয় ।

ব্রড লিগামেন্টের টিউমার —ব্রড লিগামেন্টের টিউমার ও সিস্ট যা বিনাইন ধরণের হয় ।

কখনো বা Fibroma, Lipoma প্রভৃতি হয় । এখানে Malignant কম হয় অবশ্য অন্যত্র তা হলে, তা থেকে Secondary Infection হতে পারে ।

### চিকিৎসা

এই রোগগুলির চিকিৎসা জরায়ুতে টিউমারের বিভিন্ন লক্ষণের মত একই ।

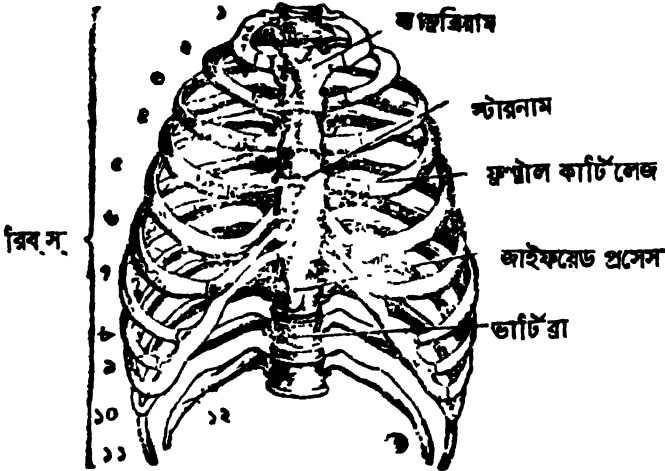
জরায়ুর টিউমার চিকিৎসা দ্রষ্টব্য ।

## বুকের বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা

বুকের বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বুকের বিভিন্ন ষ্টিয়াবি ও শ্বাসযন্ত্র, রক্তসংবহন তন্ত্র প্রভৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করতে হলে এই লেখকের রচিত এ্যানাটমি শিক্ষা ও ফিজিওলজি শিক্ষা বইদুটি দ্রষ্টব্য।

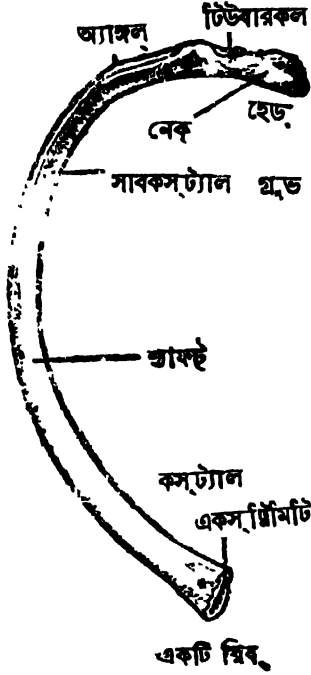
### বুকের হাড়গড়ালি

পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের বারো খানা Thoracic ভার্টিব্রার সঙ্গে লম্বা পাতলা ষ্টিয়াবিকে 12 খানা করে মোট 24 খানা পাক্রার হাড় বা Rib যুক্ত থাকে। এর মধ্যে



7 জোড়া Rib চ্যাপ্টা Sternum-এর সঙ্গে সামনের দিকে যুক্ত থাকে। বাকি 3 জোড়া একত্রে কার্টিলেজ দিয়ে Sternum-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। বাকি 2 জোড়া সামনে যুক্ত থাকে না—কেবল পেছন দিকেই Vertebra-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

এবং বলা হয়—ভাসমান Rib বা ফ্লোটিং Rib. এই পাঞ্জরার Rib-গুলো Sternum



এবং ভার্টিব্রা মিলে একটি গহ্বর সৃষ্টি করে—তাকে বলা হয় বৃক্কের গহ্বর।

#### বৃক্ক গহ্বরের যন্ত্রাদি

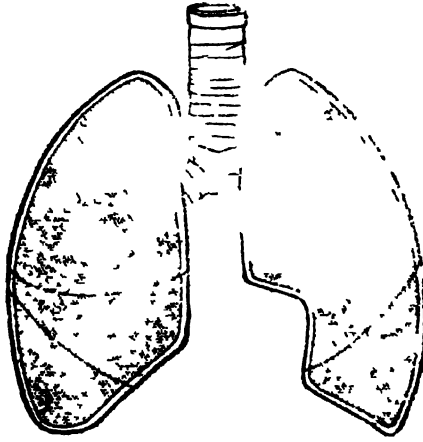
বৃক্ক গহ্বরের নিচে বা Floor-এ থাকে ডায়্যাফ্রাম পেশী যা একে উদর থেকে পৃথক করে। বৃক্কগহ্বরে কতকগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্র অবস্থিত।

1. দুইটি ফুসফুস বা Lungs.
2. একটি শ্বাসনালী বা Trachea.
3. শ্বাসনালী দুইটি দুভাগ হয়ে দুটি ফুসফুসে প্রবেশ করে—যাদের বলা হয় ব্রঙ্কাই।
4. খাদ্যানালীর উপরের অংশ ( Oesophagus )।
5. হৃৎপিণ্ড বা ( Heart )।

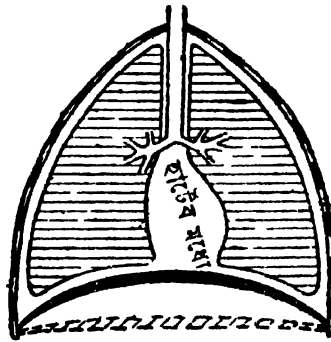
#### ফুসফুস ( Lungs )

বৃক্ক পঞ্জরের মধ্যে দুইদিকে দুইটি ফুসফুস থাকে। ডানদিকের ফুসফুসের তিনটি অংশ বা তিনটি Lobe থাকে। বাঁদিকে থাকে দুইটি Lobe ডানদিকে থাকে—

- (1) উপরের লোক ।
  - (2) মধ্য লোক ।
  - (3) নিম্ন লোক ।
- বামাধিকে (1) উপরের লোক ।  
 (2) নিচের লোক । ডানাধিকেব মধ্য লোকের ফিসার পেছন দিকে থাকে ।



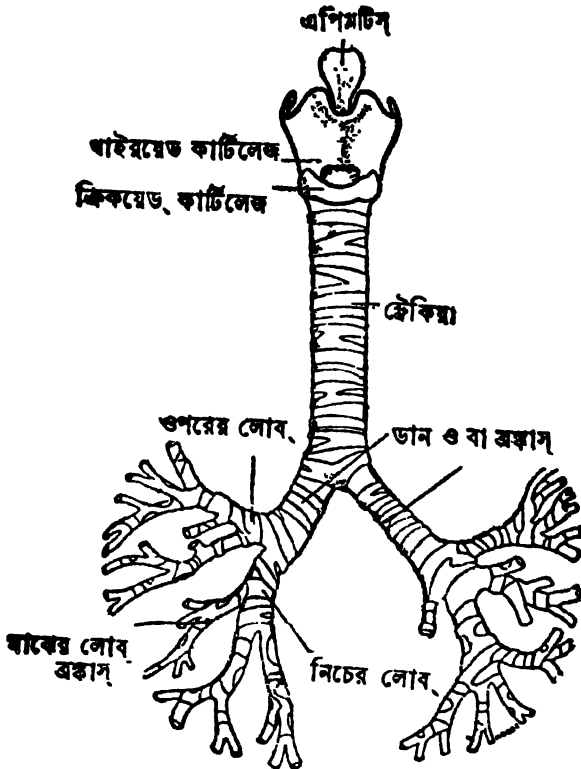
বাঁ-দিকে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে। তাই বাঁ-দিকে ফুসফুসে হৃৎপিণ্ডের থাকার উপযোগী খাঁজ থাকে। বাঁ-দিকে ফুসফুসের খাঁজে হৃৎপিণ্ডের বেশিরভাগ অংশ অবস্থান করে।



ফুসফুসের কাজ হলো বস্তুকে পরিষ্কৃত করা। তাই হৃৎপিণ্ড থেকে অশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসের ধমনী বা Pulmonary Artery দ্বারা ফুসফুসের ভেতরে প্রবেশ করে।

সেখান থেকে নানা ভাগে ভাগ হয়ে তা ফুসফুসের ছোট ছোট Lobule-এ প্রবেশ করে ।

অক্সিজেনবাহী বিশুদ্ধ বাতাস Trachea ও Bronchi থেকে ছোট ছোট Alveoli-তে বিভক্ত হয়ে এই অশুদ্ধ রক্তের সঙ্গে Diffusion ( : পন ) প্রক্রিয়া দ্বারা গ্যাস বিনিময় করে অর্থাৎ অক্সিজেন রক্তে যোগ করে ও কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত



ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কাই

বর্জন করে । এই প্রক্রিয়ায় দ্বারা অক্সিজেন মিলিত হয় ও রক্ত শুদ্ধ হয় । রক্তের অসার অংশ বা কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্রাবের সঙ্গে বোঁরিয়ে যায় । এইভাবে শরীরের সব Artery শুদ্ধ রক্ত বহন করে ; Vein অশুদ্ধ রক্ত বহন করে নিয়ে যায় । কিন্তু ফুসফুসের বিভিন্ন Lobules-এর মধ্যে থেকে Pulmonary Vein শুদ্ধ রক্ত ফেরত নিয়ে যায় । কিভাবে বাতাস আসে ও রক্ত কত সূক্ষ্মভাবে তার মধ্যে বিশুদ্ধ হয় তা আশ্চর্যজনক একটি পদার্থ । এই পদার্থকে বৈজ্ঞানিক মতে Diffusion

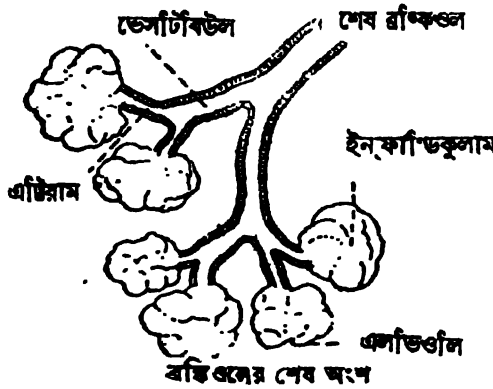
(ভিকটেশন) বলে। ফুসফুসের উপর একটি পাতলা আবরণ থাকে। তাকে Pleura (প্লুরা)। এই আবরণে Inflammation বা প্রবাহ হলে এই রোগকে Pleurisy (প্লুরিসিস)।

শ্বাসনালী ও তার অংশ বিভাগ (Trachea and Bronchi)

শ্বাসনালী হলো একটি ফাঁপা নালী। তার ভেতরের অংশ বিল্লী বা Mucous-membrane দ্বারা আবৃত থাকে।

কণ্ঠনালী বা স্বরবন্দ (Larynx) পরে নিলে একটি শ্বাসনালীর আকার ধারণ করে। এই শ্বাসনালীর পেছনে থাকে খাদ্যানালী বা Oesophagus.

শ্বাসনালী দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'টি ফুসফুসে প্রবেশ করে। তাদের নাম হলো Bronchi। ফুসফুসে প্রবেশ করে Bronchi আবার Bronchioles-এ বিভক্ত হয়। তারপর তা বিভক্ত হয়ে ফুসফুসে ছোট ছোট বালু গহ্বর Alveoli-তে, প্রবেশ করে আবার ফিরে আসে।



এইসব Alveoli-র সঙ্গে আবার Pulmonary Artery ও Veins-এর অতি সূক্ষ্ম ক্যাপিলারীগুলির সম্পর্ক থাকে।

অন্ননালী কিন্তু বন্ধেই শেষ হয় না, এটি তারপর Diaphragm ভেদ করে পাকস্থলিতে গিয়ে শেষ হয়।

বৃক্কের ভেতর সব প্রধান যন্ত্রগুলির বিষয়ে বলা হলো। এবার বলা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড ও তার রক্তবাহী নালীগুলির কথা।

### হৃৎপিণ্ড বা (Heart)

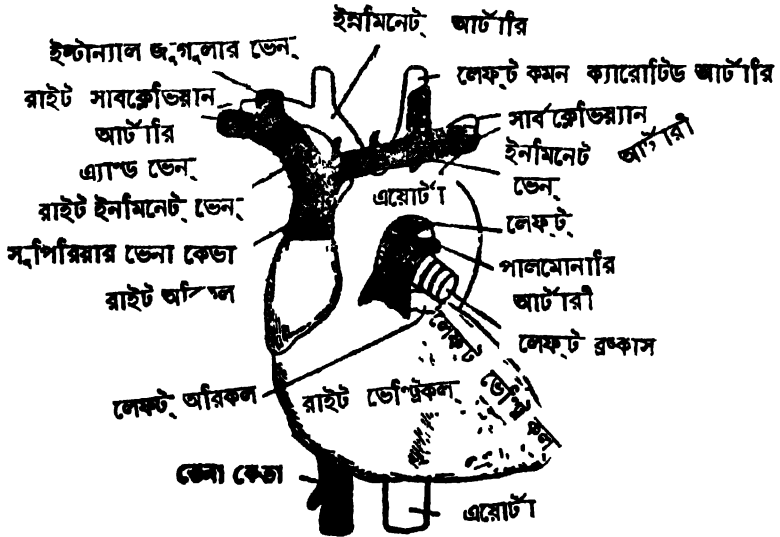
হৃৎপিণ্ড বা হৃৎকর হলো শরীরের সমস্ত রক্তের মূল ধারক যন্ত্র। এটি বাঁ-দিকে বেশি বড় থাকে। বাঁ ফুসফুসের গর্তে এর বেশীর ভাগ অংশ থাকে। ডানদিকে



সামান্য মাত্র। একটি মানুষের হাত ঘৃষ্টিবন্ধ করলে তা যত বড় হয়—এর আকার প্রায় তার সমান হয়।

তার বাইরে থাকে একটি আবরণ, তাকে বলে Pericardium। সাধারণতঃ আমাদের দেশে পুরুষদের 5-6 লিটার রক্ত থাকে, আব নারীদের থাকে 5-5½ লিটার রক্ত। এই রক্ত ধারণ করার ক্ষমতা হৃৎপিণ্ডের থাকে।

হৃৎপিণ্ড সারা শরীরে পাম্প করে রক্ত প্রেরণ করে। আবার সারা শরীরের রক্ত আসে হৃৎপিণ্ডে।



সে সব বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে—তাকেই বলা হয় রক্তের পরিবহণ বা Circulation of blood। হৃৎপিণ্ড মোট চারটি অংশে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠগুলি থেকে রক্ত নিচে নামতে পারে। কিন্তু ওখানে Valve থাকে বলে রক্ত উপরে উঠতে পারে না। চারটি অংশ হলো—

1. দক্ষিণ অলিম্ব ( Right Atrium )।
2. দক্ষিণ নিলয় ( Right Ventricle )।
3. বাম অলিম্ব ( Left Atrium )।
4. বাম নিলয় ( Left Ventricle )।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে প্রধান রক্তবাহী নালীগগুলির যোগ-আছে। তাহলো—

1. প্রধান ধমনী ( Aorta )।
2. প্রধান দুটি শিরা ( Superior and Inferior Vena Cava )।
3. ফুসফুসের প্রধান ধমনী ( Pulmonary Artery )।

## 4, ফুসফুসের প্রধান শিরা ( Pulmonary Veins )।

এসব বিরাট ধমনী ও শিরা হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে। তারপর তা সারা শরীরে বিস্তৃত হয়ে যায়।

## রক্তের পরিবহন ( Circulation of blood )

হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে বেহের রক্ত বহা নালাদেয় কি সম্পর্ক ও কিভাবে রক্ত সঞ্চালনের কাজ করে থাকে একটি সম্পূর্ণভাবে জানা যায় রক্তের পরিবহন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে।

## বাম নিলয় ( Left Ventricle )

এর থেকে শুদ্ধ রক্ত অর্ধ গোলাকার Aorta বা প্রধান ধমনী দিয়ে সারা শরীরে ছাড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে প্রধান দুটি শিরার মাধ্যমে ও Superior Vena Cava-এর মাধ্যমে অশুদ্ধ রক্ত শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ অলিন্দে ( Right Atrium )—দক্ষিণ অলিন্দ থেকে দক্ষিণ নিলয়ে ( Right Ventricle ) আসে। সেখান থেকে তা পাম্প হয়ে পরিষ্কার হবার জন্য যায়—Pulmonary Artery—এর মাধ্যমে ফুসফুসে। সেখান থেকে তা পরিষ্কার হয়ে Pulmonary Vein দিয়ে নেমে আসে বাম অলিন্দে ( Left Atrium )। তা থেকে Valve মাধ্যমে তা Left Ventricle-এ নেমে আসে—আবার তা Aorta দিয়ে সারা শরীরে পরিবাহিত হয়।

এইভাবে চক্রাকারে বেরিয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে সারা দেহে ছাড়িয়ে পড়ে ও আবার ফিরে আসে।

এই চক্র হলো বাম নিলয়—ধমনী শিরা—ডান অলিন্দ—ডান নিলয়—ফুসফুস ও ধমনী—ফুসফুস—ফুসফুস শিরা—বাম অলিন্দ—বাম নিলয়।

দুটি অলিন্দে যখন সংকুচিত হয় তখন রক্ত নিলয়ে নেমে আসে। সেই সময়ে এক ধরনের শব্দ হয়। আবার যখন রক্ত সঞ্চারিত হয়, তখন অন্য ধরনের শব্দ শোনা যায়। এই দুটি শব্দ আমরা হৃৎপিণ্ডে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে শুনতে পাই।

তাহলো লাব্‌ডাব্‌—লাব্‌ডাব্‌।

## নাড়ীর গতি ( Pulse rate )

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুযায়ী আমরা যে কোন বড় ধমনীতে চাপ দিয়ে নাড়ীর মাধ্যমে হার্টের অবস্থা জানতে পারি। সুস্থ শরীরে হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে 72-80 বার। চাপ দিয়ে রক্ত সারা দেহে পাঠায়। তাই আমরা দেখি Pulse Rate 72-80 বার শৈশবে গতি বেশি থাকে—বৃদ্ধ বয়সে কম হয়।

জন্ম সময়ে নাড়ীর গতি—130—140 বার।

বৈশ্যে নাড়ীর গতি—100—120 বার

মৌবনে নাড়ীর গতি—72—80 বার ।

বার্ষিক্য নাড়ীর গতি—60—72 বার ।

### শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন রোগ

গলকক্ষ বা ফ্যারিংক্স, স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংক্স, ট্র্যাকিয়া, ব্রংকাই, ফুসফুস, প্রভৃতি, ইত্যাদির বিভিন্ন রোগ ব্যাধি এই পর্যায়ের অসুখের মধ্যে পড়ে। এছাড়া হার্টের অনেক রোগও এর মধ্যে পড়ে।

### সর্দি ও ফ্যারিঞ্জাইটিস (Coryza and Pharyngitis)

কারণ—নানা ধরনের জীবাণুর আক্রমণ থেকে সর্দি প্রভূতি হয় ও তা থেকে গলা আক্রান্ত হয়। একে বলে ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগ।

শ্বাসনালী, গলকক্ষ, ও মাথার বিভিন্ন Sinus-এ রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে সর্দি হয়। তার সঙ্গে থাকে ঠাণ্ডা লাগা, অনিয়ম, জলে ভেজা, পেট গরম হওয়া প্রভৃতি গোপ কারণ। সাধারণতঃ কয়েক ধরনের Virus আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কয়েক জাতির বীজাণু—স্ট্রেপটো, স্ট্র্যাকাইলো কক্কাস প্রভৃতিও আক্রমণ করতে পারে গলকক্ষকে ও শ্বাসতন্ত্রকে।

লক্ষণ—1 গা-হাত পা ব্যথা, শরীরে ক্লান্তি, হাই ওঠা, মাথা ধরা, ও মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস, ভালু সড়ু সড়ু করা, বার বার হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

2. অল্প অল্প শীত বোধ, নাড়ি দ্রুত ও চঞ্চল হয়।

3. শূন্য কাশি বা কাশির সঙ্গে সামান্য বফ বেব হতে পারে।

4. নাক দিয়ে জল পড়া, মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে জল পড়া প্রভৃতি হতে পারে।

5. মাথায় Sinus, বৃক্ক, বায়ুনালী প্রভৃতিতে সর্দি জমতে পারে। গলা ব্যথা কখনও খুব বেশি পায়।

এ রোগ তত মারাত্মক নয়। তবে কখনও কখনও এ থেকে নানা জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হতে পারে।

6. এব প্রথম দিকে বা মাঝের দিকে জ্বর হতে পারে। জ্বর বেশি হয় না। 99—101 ডিগ্রী জ্বর হয়। তবে জটিল উপসর্গ দেখা গেলে, তা থেকে বেশি জ্বর হতে পারে।

### জটিল উপসর্গ (Complication)

1. এটি পরে ক্রমিক ফ্যারিঞ্জাইটিসে পরিণত হতে পারে।

2. এ থেকে ল্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস হতে পারে পরবর্তীকালে।

3 এ থেকে ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোমোনিয়া প্রভৃতি হবার আশংকাও থাকে।

## জানুয়ারি ক ব্যাধি

রাতিতে শোবার আগে গরম জলে পা দুটি ধুয়ে ফেলা ও চেটোতে গরম সরষের তেল মালিশ করা বেশ উপকারী। মিছরীর সরষে আদা ও গোলমরিচ পিপুল দিয়ে একসঙ্গে ফুটিয়ে খেলে ভাল ফল দেয়। এটি গরম চায়ের মত পান করতে হয়। জুলসী পাতার রস মধু মিশিয়ে রোজ 2-3 বার খেলে ফল দেয়।

আজকাল অনেকে Vick Inhaler নাম দিয়ে শুঁকে ও Vicks Vaporub নাম মাথা ও বুক মালিশ করে ভাল ফল পেয়েছেন।

## পুরানো সর্দি (Chronic Catarrh)

কারণ—শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাবে, বাববার সর্দির আক্রমণ, নানাভাবে খুলো বা নানা রকম উগ্র পদার্থের প্রবেশ—এসব নানা কারণে সর্দি পুরানো আকার ধারণ করে। বারবার সর্দি হয়—কখনও, পাতলা কখনও গাঢ়।

লক্ষণ—নাকের শৈথিল্য ঝিল্লী (Mucous Membrane)—এর প্রবাহ এ রোগের কারণ।

এতে একটি বা দুটি নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। গলার মধ্যে সর্বদা সর্দি ও তা উঠিয়ে ফেলার জন্য রোগী ঘন ঘন খাঁকারি দেয়। মাঝে মাঝে মাথা ধবা দেখা দেয়। অনেক সময় কানে কম শোনে ও শ্রবণশক্তি হ্রাস পড়ে।

অনেক সময় নাক থেকে দুর্গন্ধময় স্রাব বের হতে থাকে। মাঝে মাঝে নাক শুকনো থাকে ও মার্মাড়া পড়ে। ঘ্রাণশক্তি অনেকটা কমে যায়।

এই রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করানো উচিত।

## জটিল উপসর্গ

দীর্ঘ দিন এ রোগে ভুগতে থাকলে এ থেকে ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কোইটিস এমন কি আরও নানা কঠিন রোগ হতে পারে। তাই এ বোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে এমন কি আরও নানা কঠিন বোগ হতে পারে। তাই এ রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা করা অবশ্য কর্তব্য। এ থেকে শহরে ক্ষয় বা যক্ষ্মার আক্রমণও হতে পারে।

## রোগ নির্ণয়

1. মাঝে মাঝে সর্দি কাশি। সর্দি কাশি কিছুতেই যেন সারতে চায় না।
2. কাশি বা শ্বাস অনবস্থানে পরীক্ষা করলে, কি রোগ বীজাণুর আক্রমণে এ রোগ হয়েছে তা বোঝা যায়।

## সর্বপ্রকার সর্দির চিকিৎসা

পীড়ার প্রথমাবস্থায় শীতবোধ হলে ও নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝবেলে, স্পিরিট-

ক্যাম্ফার ৫-৬ ফোঁটা অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে আধঘণ্টা অন্তর পাঁচ-ছয় বার খেতে হবে। ঠান্ডা লাগার জন্য সর্দির সঙ্গে জ্বরের প্রথম অবস্থায়, গা খসখসে, তৃষ্ণা, বারবার হাঁচি প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন ৩x মহৌষধ। এতে উপকার না হলে (বিশেষতঃ সর্দি বসে যাবার উপক্রম হলে ও শুকনো কাশি থাকলে) ব্রাইনোনিয়া— ৩, ৩০।

নাক দিয়ে জল পড়া ও জ্বালা কবে এই সব লক্ষণে, আর্সেনিক ৬।

বর্ষাকালে সর্দির পক্ষে ডালকামারা ৩ বিশেষ উপকারী। উপদংশ জ্বিনত সর্দিতে অরাম ৩। শিরঃস্রীড়া, তন্দ্রাভাব, শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ গরমকালে) সর্দিতে—জেলসিমিয়াম ৩। গাঢ় পীতভ গয়ের উঠলে এবং কোনও দ্রব্যের ঘ্রাণ বা আশ্বাদন না পেলে, পালস্ ৬, ৩০। সর্দি খুব বসে গেলে গলায় হুড হুড শব্দ ও বেদনা বোধ হলে, ল্যাকোসিস ৬, ইপিপাক, ৬, ফস্ফোরাস ৬। নাক সম্পর্গ বুদ্ধে গেলে (বিশেষতঃ রাত্রির বেলা ও নবজাত শিশুদের), রাত্রির বেলা সর্দি শুকনো, দিনের বেলা সর্দি ঝরে, গাঢ় সর্দি ও মাথা ভার লক্ষণে, নাক্স ভর্মিকা ৩। হলুদ রঙের পুঙ্কের মত গাঢ় স্ফুল্, গলা বা গলায় বীচি ওঠা লক্ষণে, মার্সল ৬। বার বার প্রবল হাঁচি, অধিক পরিমাণে নাক দিয়ে জল পড়া লক্ষণে, কোলি বাইক্রোম ৬।

#### জানুয়ারিক ব্যবস্থা।

মুস্ত বাতাসে ভ্রমণ কবলে, প্রাতঃস্নান রোগীর পক্ষে উপকারী। রোগীর পক্ষে ফলের রস উপকারী। টক খাওয়া উচিত নয়।

#### টনসিলের প্রদাহ বা টনসিলাইটিস

কারণ—হাঁ করলে দেখা যাবে তালুর মূলে দুইদিকে দুইটি বাতামের মত আকৃতির গ্রন্থি আছে তাদের বলা হয় টনসিল (Tonsil)। তার প্রদাহ হলে, এই রোগ হয়।

লক্ষণ—দুইটি টনসিল লালবর্ণ বা উত্তপ্ত ও স্ফীত হলে তাকে বলে তালু-মূল প্রদাহ বা Tonsillitis। এর প্রদাহ চলতে থাকলে, তাব সঙ্গে জ্বর, মাথা ধরা, শ্বাস কষ্ট, গিলতে কষ্ট, মুখ দিয়ে খুঁখু ওঠা, শবীরে ব্যথা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়। ভাল চিকিৎসকে দিয়ে না দেখালে এ রোগ মারাত্মক হয়ে ওঠে। অনেক সময় এটি এত ব্যথি পায়, যে গিলবার ক্ষমতাও থাকে না।

এ রোগের সঙ্গে ডিপারিথেরিয়ার বিরাত পার্থক্য আছে। অনেকে রোগ সঠিক চিনতে পারে না। ডিপারিথেরিয়ার রোগীর গলায় সাধা পর্দা পড়ে। রোগীকে হাঁ করিয়ে টর্ ধারা দেখলে বোঝা যায়। টনসিলাইটিসেও পর্দা পড়তে পারে।

ডিপারিথেরিয়ার পর্দা সহজে তোলা যায় না—টনসিলাইটিসের পর্দা তোলা সম্ভব এবং জ্বর বোধ হয়।

রোগ নির্ণয়—1. সাধা পর্দা থাকে না।

2. ডালভাবে গলা পরীক্ষা করলে টনসিলের ব্যথি দেখা যায়।

জটিল উপসর্গ—নানা জটিল উপসর্গ এ থেকে দেখা দিতে পারে—ব্রুকাইটিস, ট্রেকাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, ক্রনিক ব্রুকাইটিস প্রভৃতি ।

চর্চিকংনা—( তরুণ অবস্থায় )—ডান দিকের জিহ্বার উপর লাল ও স্ফীত হলে, বেলেডোনা ৩x, এটা ব্যর্থ হলে মার্কাউরিয়াস ৩, গলা, মাড়ি ও জিহ্বা ফোলা, থুতু ফেলা, গিলতে কষ্ট, দুর্গন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস, মূত্থের মধ্যে ফুস্ফুড়ি, এইসব লক্ষণে, মার্কাউরিয়াস-আয়োড ৩x । পূর্জ হবার উপক্রমে হিপার সালফার ।

বা দিকে আরম্ভ হলে ডানদিকে বিস্তৃত হলে, লাইকোপোডিয়া ১২—৩০ ।

তালমুল বাড়লে, ক্যালকে আয়োড ৩x বিচূর্ণ ।

পূরানো অবস্থায় ব্যারাইটা কার্ব ৬ একাট উৎকৃষ্ট ঔষধ । বিশেষতঃ ফুলে থাকলে ।

ব্যারাইট মিউর ৬ বা মার্কাউরিয়াস ৬ গিলতে কষ্ট, এবং গিলবার সময় বেন কি আটকে যাচ্ছে অনুভব হয় ।

ক্যালকেরিয়া-ফস ৩x বিচূর্ণ—অধিক ফোলা, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ তালমুল দীর্ঘ হওয়া ।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬—রাতিবেলা হাত-পা ঠান্ডা বা চটচটে ঘাম হওয়া । এপিস ৩, ফাইটো ৩x, সিলিকা ৬, ইয়েসিয়া ৬, কোল আয়োড ৩x, থুতু, ৩০ ব্যাসিলিনাম ৩০, ( বংশে যক্ষ্মা রোগ থাকলে ) মার্কাউরিয়াস—৩ ( পূর্জ নিঃসরণের জন্য সালফার ৩০ রোগ পুনঃ পুনঃ হলে, ব্যারাইটা আয়োড ৬ ( গ্রীষ্ম শত ), স্যাকেরিস ২০০ ও সোরিনাম ৩০ লক্ষণানুসারে প্রযোজ্য ।

সালফার ৩০, ক্যালকেকার্ব, ৩০, থুতু ৩০, ক্যালকেফস ৩x, আয়োড ৬x টিউবার্কুলিনাম ২০০ ।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

গরম জল দিয়ে কুলকুচি করা ভাল । গরম জলে লবণ দিয়ে বা মিণিয়ে গরম জল দিয়ে Gurgle করা ভাল । ঠান্ডা লাগানো উচিত নয় । গলায় সেক উপকারী । তরল লঘু ও পুষ্টিঃর পথ্য খাওয়া উচিত ।

### স্বর যন্ত্র প্রদাহ ( Laringitis )

কারণ—কয়েক ধরনের বীজাণু স্বরযন্ত্রে বা Larynx-এ আক্রমণ করলে এ রোগ হয় । স্বরযন্ত্রের শৈলীম্বিক ঝিল্লী স্ফীত হয়, চটচটে শেলখা বের হতে থাকে ।

গলা কুটকুট করা, গলায় জ্বালা বোধ প্রভৃতির কারণও এই বীজাণুর আক্রমণ । শিশু ও বৃদ্ধদের বেশি হয় ।

ঠান্ডা লাগা, বাঁটতে ভেজা, বেশি চিৎকার, বক্তৃতা বা গান করা, ঠান্ডা জায়গায় বাস, গলায় ধূলিকণা বা ধোঁয়া বেশি প্রবেশ করা, হঠাৎ থুতু পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয় । Staphylo ও Pneumococcus—এর প্রধান কারণ ।

লক্ষণ—সীর্দ, জ্বর, কাশি, গলায় ব্যথা, গলা খুসখুস করা বা কুটকুট করা, সাই সাই শব্দ, অনেক সময় কঠিন কাশি প্রভৃতি হলো এ রোগের প্রধান কারণ। অনেক সময় জ্বরের মধ্যে ক্ষুধামান্দ্য, গা বাঁম বরাভাব, ঘন ঘন কাশি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

#### জটিল উপসর্গ

1. গলায় খুব বেশী ব্যথা করে। স্বরযন্ত্র একেবারে ভয়। প্রবল জ্বর প্রভৃতি হতে পারে ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে। জ্বর 102—103 ডিগ্রী অবধি উঠতে পারে।
2. বেশিদিন ভূগলে ট্রেকিরা, ব্রঙ্কাই, ফুসফুস আক্রান্ত হয় ও ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি হয়।
3. অনেক সময় ঠিকমত চিকিৎসা না করলে, এ রোগে প্ল্যুরিসি বা যক্ষ্মা প্রভৃতি হতে পারে।
4. অনেক সময় মাঝে মাঝে অল্প চিকিৎসা হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে, এ থেকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কোইকটাইস প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

#### রোগ নির্ণয়

1. শিশু ও বৃদ্ধদের বেশি হয়। স্বরযন্ত্রের বা তার শাখা-প্রশাখার ক্ষুদ্র বিপ্লী প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। স্বরভঙ্গ, মাথা ধরা, জ্বর, গলায় সাই সাই শব্দ হয়।
2. ঘন ঘন কাশি বা পায়ে ব্যথা।
3. গলায় টাটানি বা ব্যথা দেখা যায়।

#### চিকিৎসা

এই রোগের প্রথম অবস্থায়—অ্যাকোন, স্পঞ্জিয়া, অ্যান্টিম টার্ট।

পূর্ণ বিকাশ অবস্থায় ব্রোমিস্যাম, আয়োড, স্পঞ্জিয়া, কোলি বাই, হিপার-সালফার।

অ্যাকোনাইট ৩x—খকথকে কষ্টকর কাশি (ঠাণ্ডা শুকনো বাতাস লাগা) জ্বর, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, গলায় বেদনা, দম আটকে যাওয়ার মত লক্ষণ।

প্রবল জ্বর, রোগীর গায়ে হাত দিলে যেন হাত পড়ে যায়, কুবুণ ডাকার মত কাশি, মূখ-মণ্ডল পৃথমে বা লালবর্ণ, চোখের-তারা বড়, কুণ্ঠিত বা আবৃত আছে, ঘাম, গলায় টাটানি প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩।

ষায়নালীর উর্ধ্বাংশ আক্রান্ত হওয়ার শিশু নিঃস্বর গলা আঁকড়ে ধরে এই সব লক্ষণে, ব্রোমিস্যাম ৩x।

শুকনো কুকুর ডাকার মত কাশি, স্বরভাঙ্গা, গলায় মাঝে যেন কিছু আটকে রয়েছে এই রকম বোধ, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, রাত্রি বেশি হওয়ার আগে রোগের বৃদ্ধি এইসব লক্ষণে, স্পঞ্জিয়া ৩x বা আরোডিয়াম ৩।

গাঢ় চট-চটে স্নেহের মতো হলুদ রঙের গ্লেস্মা-নিঃসরণ এই সব লক্ষণে, কোলি বাই  
৩x—৬।

স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ, ফস্ফোরাস ৩।

স্বরভঙ্গ ও তার সঙ্গে বৃককে ব্যাধা, কার্টিকাম ৬।

খুব দুর্বলতা, সান্নিপাতিক জ্বর, প্রবল পিপাসা ও সর্বত্র জ্বালা এইসব লক্ষণে,  
আর্সেনিক ৩x—৬।

#### জানুঘনিক বাবস্থা

1. গরম জলের তাপ উপকারী। গরম জলে কাপড় সেক উপকারী।
2. গরম জল, গরম দুধ খাওয়া ভাল।
3. জ্বর অবস্থার পূর্নিকর খাদ্য ভাল। খুব হালকা খাদ্য বা বোল ভাত উপকারী।

4. ধূমপান বা টক খাওয়া ক্রতিকর।

#### ব্রঙ্কাইটিস ( Bronchitis )

কারণ—শিশু ও বৃদ্ধরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। শ্বাসনালী ও শাখা-প্রশাখার স্ফূট বিক্রী ( Mucous Membrane ) আক্রান্ত হওয়াই এই রোগের প্রধান কারণ।

Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus প্রভৃতি বীজাণুর আক্রমণের ফলে সাধারণতঃ এই রোগ হয়। বেশিক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকা, জলে ভেজা, বৃষ্টিতে ভেজা, ঠান্ডার শোয়া, ঠান্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে বেশি হয়।

লক্ষণ—প্রথমে মাথা ধরা, শরীরে আলসা বোধ, জ্বর ভাব, বৃক্কের মধ্যে অস্বস্তি বা ব্যাধা অনুভব করা, শ্বাস কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। তারপর দুটি অবস্থায় রোগ আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

1. প্রথম অবস্থা—শুকনো কাশি, শ্বাসনালীতে ব্যাধা, নিশ্বাস নিতে কষ্ট। প্রথমে পাতলা গ্লেস্মাভাব, পরে হলুদ রঙের গ্লেস্মা।

জিহ্বা লেপাবৃত, সামান্য জ্বর, প্রভৃতি দেখা দেয়।

2. দ্বিতীয় অবস্থা—অতিশয় শ্বাসকষ্ট, গলা ঘড় ঘড় করা, জ্বর ( 101—103 ডিগ্রী ) আঠাল চটচটে শীতল ঘাম, দুটি গাল পাশু বা নীলবর্ণ, শুকনো খসখসে জিহ্বা, হাত পা ঠান্ডা, মূত্র কম পরিমাণে হয়। ব্রঙ্কাইটিস থেকে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধদের এই রোগ প্রায়ই ক্রমশঃ মারাত্মক হয়। অনেক সময়ে এই রোগে মারাও যায়।

অনেক সময় এটি পুরানো হয়ে দাঁড়ায়। নিরন্ত কাশি, ব্রঙ্কোসের প্রবাহ, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, বৃক্কের সহি সহি শব্দ। অনেক সময় এটি হাঁপানিতে দাঁড়ায়।

#### ক্রীটল উপসর্গ

1. ব্রঙ্কিয়াল এ্যাক্সমা বা হাঁপানি প্রভৃতি অতি কঠিন রোগ হতে পারে।



2. ব্র্যাক্সেলকটাসিস্ হতে পারে ।
3. ক্রনিক ব্র্যাকাইটিস হতে পারে ।
4. ব্র্যেকানিউমোনিয়া হতে পারে ।

### রোগ নির্ণয়

- 1 বৃক্কে সাই সাই শব্দ ।
2. স্টেথোসকোপ দ্বিবে রোগ নির্ণয় করা যায় ।
- 3 স্বরের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কের লক্ষণাদি দেখতে হবে ।
4. অনেক সময় নিউমোনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই এরকম লক্ষণ দেখা যায় ।

### চিকিৎসা

তরুণ প্রবাহে—অ্যাকোনাইট, অ্যাপ্টিম-টার্ট, ইপিপাক, ব্রাইরোনিয়া, ফস্ফোরাস ।  
 পুরানো প্রবাহে—অ্যাপ্টিম টার্ট ( সরল গ্লেস্মা ) কোল বাই, ( গাঢ় রক্তদ্র মত কফ ) মার্ক ( পৃঙ্কের মত কফ ) ও অ্যামন কার্ব ( প্রতিদিন কাশি এবং স্বরযন্ত্রের মধ্যে যেন চুল আটকে আছে এইরকম বোধ ) কার্বো ভেজ বা আর্সেনিক ও অম্বাভাবিক দুর্বল অবস্থায় সাইলিসিয়া, ফস্ফা, সাল্ফ, ক্যাঙ্কাস অনেক সময় ব্যবহার হয় ।

বেশি কফ উঠলে ক্লোরোজোটে θ ( খানিকটা গরম জলে তিন চার ফোঁটা দেলে ঘ্রাণ নিল কফ ওঠা বন্ধ হয় এবং তার দুর্গন্ধ কমে যায় ) ।

শিশুর রোগে ( বেশি গ্লেস্মা হলে ) অ্যাপ্টিম-টার্ট । আকোপিক কাশিতে ইপিপাক । সরল কাশিতে পালসেটিলা, অ্যাকোনাইট, ফস্ফোরাস, ব্রাইরোনিয়া ।

বৃক ও গলা খসখস করে ও কপালে ও রগে বেদনা করে এই লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x এর ব্যবহার খুব ভাল ।

শুকনো ঘূসঘূসে কাশি, জ্বর, শিরঃপীড়া, চোখ মৃদু লাল রং, রোগী আলো বা শব্দ সহ্য কবতে পারে না এই লক্ষণে, বেলেডোনা ৬ ।

কাশতে কাশতে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, কাঁটা কাঁটা শ্লেস্মা বের হয়, সাই সাই শব্দ, কোমরে, পিঠে ব্যথা, এই সব কারণে, অ্যাপ্টিম-টার্ট ।

স্বরনালী ও বক্ষস্থল প্রবাহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব:নালী আক্রমণ হয়ে আক্রান্ত হয় । শুকনো কাশি, কাশলে বৃক্কে লাগে, এবং কাশতে কাশতে আঠার মত চটচটে সাধা অপরিষ্কার গ্লেস্মা-স্রাব, জিভে হলদে-রঙের ময়লা প্রলেপ, ক্ষুধামান্দ্য এই সব লক্ষণে, কোল-ব্রাইক্রম ৬—১২ ।

### কাশি ( Cough )

কারণ —কাশি বা Cough একটি রোগ নয় । এটি একটি লক্ষণ মাত্র । মৃদুগহ্বর

থেকে ফুসফুস পর্বন্ত শ্বাসনালী ও ফুসফুসের যে কোনও রকম রোগ হলে তা থেকে কাশি হয় ।

কাশি প্রধানতঃ জ্বরকালের হয় ।

1. উরল কাশি থেকে গয়ের উঠতে থাকে ।

2. শুকনো কাশি থেকে গয়ের উঠতে চায় না । নানারোগে কাশির নানা রকম লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে । যেমন—

(a) সর্দি জ্বরে বা সর্দিতে সামান্য কাশি হতে পারে ।

(b) শিশুদের হৃদপিং কাশি হলে, আপনা থেকেই দীর্ঘ সময় ধরে কাশি হয় ও তা পরে ক্রমিক হতে পারে ।

(c) ফ্যারিংজাইটিস রোগে মাঝে মাঝে খুক খুক করে কাশি হয় ও পরে ক্রমিক হতে পারে । এতে ঘড় ঘড় শব্দ হয় ।

(d) ব্রঙ্কাইটিস হলে জ্বর ও সঙ্গে কাশি থাকতে পারে । এতে নিঃশ্বাসে সাই সাই শব্দ হতে পারে । এটিও ক্রমিক হতে পারে ।

(e) যক্ষ্মারোগে জ্বর ও সর্দির পরে বেদনা ও কাশি হয় । কফের সঙ্গে বেশি রক্ত পড়তে পারে যদি সেই অবস্থা শূন্য হয় । অনেক সময় উজ্জ্বল লাল রক্ত পড়ে । রক্ত পড়া কমে এলে কাশি ও তার সঙ্গে গয়ের বের হতে পারে ।

(f) হাঁপানিতে যে কাশি হয়, তা রাতে বেশী হতে পারে । সেই সঙ্গে শ্বাসকণ্ঠ প্রফুল্লিত দেখা যায় ।

(g) নিউমোনিয়াতে ইন্টক চূর্ণ রঙবর্ণিগ্ণ্ট সামান্য মিষ্টিযুক্ত কফ বর্তমান থাকে ।

(h) হামজ্বরের সঙ্গে শুকনো ঘুসঘুসে এক ধরনের কাশি দেখা যায় ।

(i) স্বরশব্দ প্রবাহ (-ল্যারিংজাইটিস) রোগে মাঝে মাঝে কাশি হতে থাকে তাতে গয়ের থাকে প্রায়ই ।

(j) গলায় আলার্জিভের বৃশ্ম বা টনসিলের বৃশ্ম ।

### চিকিৎসা

অ্যাকোনাইট ৩x, ৬ শুকনো ও কঠিন তরুণ কাশি এবং তার সঙ্গে অস্থিরতা, শ্বাশ্বাস, তৃষ্ণা, গলা শুকনো ও জ্বালা হয় । অল্প প্রস্রাব, কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয় । চিহ্ন হয়ে শূলে কাশি বাড়ে, কাং হয়ে শূলে এবং জল পানে বা ধূমপানে কাশি বাড়ে । বিশেষতঃ মধ্য রাত্রে কাশি বাড়ে ।

ইপিকাক ৩x—অবিরত হাঁচি, বৃকে সর্দি জমে যায়, কিন্তু কাশলেও ওঠে না । সাই সাই শব্দ, প্রবল কাশি, অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেমা জমে ঘড় ঘড় শব্দ হয় । কাশবার সময় নান্দিতে ব্যথা হয় ।

সিনা ৩x—শুকনো কাশি, কখনো কখনো শ্লেমা বের হয়, নাকে জ্বালা, কাশির জন্য শূরে থাকতে পারে না, উঠে বসতে হয় ।

সিপিরা ৩০—দিনরাতই অবিপ্রান্ত ঘাম, জেমা তুলতে না পারার জন্য গিলে ফেলা, বৃক্ক জেমা জমে থাকার জন্য কাশি।

ক্যালকোরিয়া কার্ব ৬—রাতে শুকনো কাশি, রাতে বা দিনের বেলা জেম্বাসহ কাশি, পূর্ণজের মত গরের এবং তা জলে ডুবে যায়।

ল্যাকসিস ৬—হৃদয় ভাঙ্গলে কাশির বৃদ্ধি হয়। অনেকক্ষণ কাশবার পর গরের গুঠে।

টনসিল বৃদ্ধি বা টনসিলাইটিসেও কাশি থাকে। বন্ধাবরক বিল্লীপ্রদাহ বা প্লুরিসিতেও এক ধরনের কাশি দেখা দিতে পারে। হৃদপিণ্ডের অক্ষমতাজনিত ফুসফুসে বোশি রক্ত সঞ্চারের জন্যও কাশি হতে পারে। এমনি নানা কারণে কাশি হয়। এইসব পীড়ার একটি উপসর্গ হলো কাশি। কাশি চিকিৎসা করে সেয়ে না গেলে, কি কারণে হচ্ছে এবং প্রকৃত রোগ কি তা দেখা অবশ্য প্রয়োজন।

### জটিল উপসর্গ

কাশি থেকে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই সব সময় যাতে সূচিকিৎসা হয় সেইরূপে নজর রাখা কর্তব্য।

ভাছড়া কাশি কেন হচ্ছে তা বুঝতে না পারলে, পরবর্তী রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে তা অনেক সময় জটিল উপসর্গ বলে মনে হয়।

শিশুদের কাশি না সারলে তা থেকে ব্রুকাইটিস, ট্রেকাইটিস, নিউমোনিয়া বা ব্রুস্ক্যানিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে।

বড়দের কাশি না কমলে তা থেকেও উপরের রোগগুলি দেখা দিতে পারে—বড়দের ক্ষেত্রে এ থেকে প্লুরিসি, হাঁপানি, বন্ধুয়া প্রভৃতি মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে রোগ অতি ভয়াবহ করে তুলতে পারে।

তাই সবসময় কাশির উপশুদ্ধ চিকিৎসা করা কর্তব্য ও দ্রুত যাতে রোগ আরোগ্য হয় এ বিষয়ে যত্ন নেওয়া কর্তব্য।

### পূরানো কাশি (Chronic Cough)

লক্ষণ—1. কাশি শুকনো বা কঠিন হলে তার সঙ্গে অস্থিরতা, মাথাঘোরা, মাথাব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়।

2. মৃৎখন্ডল রক্তাভ হয়ে থাকে।

3. গলা শুকনো হয় ও তুকা পেতে থাকে।

4. অনেক সময় গলা জ্বালা করতে দেখা যায়।

5. প্রস্রাব কমে যায় ও গাঢ় রং হতে পারে।

6. অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। শিশুদের অনেক সময় উদরাময় হতে পারে।

7. চিৎ হয়ে শূন্যে কাশি বাড়ে। জলপান বা মধু পান করতে সময় লাগে।
8. অনেক সময় কাশতে কাশতে বৃকে বাধা হয়।
9. অনেক সময় কাশতে কাশতে মূখ দিয়ে রক্ত পড়ে, ভাতে ভয় পাবার কিছু নেই। বন্ধুর কাশির লক্ষণ পৃথক হয়।
10. অনেক সময় সর্দি, মাথা ধরা, কাশি প্রভৃতি একত্রে দেখা যায়।
11. অনেক সময় পুরানো সর্দির সঙ্গে কাশি চলতে থাকে।
12. অনেক সময় কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে। শিশুদের এটি হয়।
13. বিভিন্ন রোগের জন্য কাশিতে বিভিন্ন মাত্রার জ্বর থাকতে পারে। আবার কখনও জ্বর থাকে না।
14. শ্বাসনালীতে নানারোগের জন্য সাই সাই, ঘড় ঘড় বা নানা শব্দ হতে পারে।
15. স্টেথোস্কোপ দ্বারা Auscultation-এ বৃকের রক্তস্রোতে নানা রোগের জন্য নানা রকম শব্দ পাওয়া যায়। তা থেকে রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়। সাধারণ সর্দি-কাশিতে শব্দ নাও হয়ে থাকতে পারে।

### চিকিৎসা

ঠাণ্ডা লাগানোর জন্য শূন্যে কাশি, গলা স্ফুস্ফু করি, শ্বাস কষ্ট, কাশবার সময়ে বৃকে বাধা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন ৬। শূন্যে কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য, কাশবার সময় বৃকে অসহ্য বাধা, সকালে ও সন্ধ্যাবেলা ঠাণ্ডা বাতাস অথবা হঠাৎ গরম বা ঠাণ্ডা লেগে রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রাইয়ো ৩, ৩০। শূন্যে কাশি, কাশবার আগে শ্বাসনালীতে স্ফুস্ফু বা সাই সাই শব্দ অথবা ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া, কমনেচ্ছা বা গ্লেশ্বার সঙ্গে বমি প্রভৃতি হলে, ইপিপাক ৩x, ৬। ক্রিমিজর্জিনিত শূন্যে কাশিতে, সিনা ৩x, পুরানো কাশির পক্ষে, সালফার ৩০ বিশেষ উপযোগী। রাতে নিদ্রাকালে শূন্যে কাশিতে ক্যালকে কার্ব ৩০। রাতে শোয়ার পর বা পানাহারের পর রোগের বৃদ্ধিতে হায়োসায়ামাস ৬। নাক বা গলা দিয়ে স্ফুস্ফু করে অনবরত শূন্যে কাশি হলে সাইনাইটিস-নাসাইটিস ৩।

ধূম ভাস্কর পরে যদি কাশি বাড়ে তাহলে ল্যাকোসিস ৬। সরল কাশি, চটচটে সূতোর মতো গ্লেশ্বা পড়ার প্রভৃতি লক্ষণে, কেল-বাই ৬।

অনবরত শূন্যে কাশি ও হৃদিপং কাশির মত আক্ষেপ লক্ষণে, স্টিস্টা ৬।

হৃদিপং কাশির মতো, কাশির পর বমি বা বমির ইচ্ছা লক্ষণে, ড্রুসেরা ৩x।

বর্ষাকালে কাশির পক্ষে মার্কিউরিয়াস ৬, রাসটল ৬ বা ডালকামারা ৬।

দাঁত উঠবার সময় শিশুদের কাশির পক্ষে, ক্যামোমিলা ৬। সরল কাশি, গ্লেশ্বা

বমি, দিনরাতি তৃষ্ণা, গলা ঘড় ঘড় করা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম টার্ট ৩, ৩০। যক্ষ্ম-দৃষ্ট কাশি, বৃকের ডানদিকেব ও ডান কাঁধের বাথা প্রভৃতি হলে, চোলডোনিয়াম ৩০।

বাত্তে শ্বকনো কাশি, এবং দিনে সবল কাশি। সকালবেলা মূখে তিতো আশ্বাদ বা লবণবোধ কবলে, সন্ধ্যাকালে ও বাত্রে (শোবাব সময) রোগ বৃদ্ধি এবং উঠে বসলে বোগেব উপশম প্রভৃতি লক্ষণে—পালসেটীলা ৬।

#### আনুর্ষাদিক ব্যবস্থা

1 অববৃদ্ধি ভিজ্জে বাতাস, জনাকর্ষণ স্থানের বাতাস প্রভৃতি ত্যাগ করতে হবে। মূক্ত বাতাসে ভ্রমণ উপকারী।

2. সকালের বায়ু সেবন এবং শীতল বাতাসে ভ্রমণে খুব উপকার হয়ে থাকে।

3. লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য উপকারী।

4. টক, বাল মশলা বর্জনীয়।

5 ভাত, বৃটি, পাউবৃটি, হাঙ্গিঙ্গ, কলা মংস, বেতের শাক, কচি মূলা প্রভৃতি উপকারী।

6 হুসসী পাতা, স, হেউ এনাট, হরিণ্ডকী, বই, মব্দ, বাসক পাতার রস প্রভৃতি উপকারী।

7. সর্বদা বোদে ঘোবা, ঠাণ্ডা লাগানো, অনিয়ম, অনিদ্রা, টক খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি বর্জনীয়।

#### গলাজগ্ৰ বা শব্দ প্রদাহ (Hoarseness of Voice)

কারণ—1. গলাব শ্ববযন্তে (Larynx) বীজাণু প্রভৃতি দ্বারা ইনফেকশন হলে ও তাব জন্য শ্ববযন্তে প্রদাহ হলে তার জন্যে এতদুপ অবস্থা হতে পারে।

2. ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি, অনিষম, হলে ভেজা প্রভৃতি কারণে এরকম হতে পারে।

3. হিষ্টিরিয়া বোগেব জন্য হতে পারে।

4 বেশি গান গাওয়া বেশি বক্তৃতা করা, বেশি চীৎকার করা, বেশি কাঁদা প্রভৃতিতে হতে পারে।

5 নাসারোগ প্রভৃতি কারণে হতে পারে।

6. ফ্যারিংগাইটিস, টনাসলাইটিস, ডিপারথারিয়া ও ক্রনিক শ্বাসযন্তের রোগ থেকে হতে পারে।

7. গলায় ক্যানসার থেকেও এরকম হতে পারে।

8. অনেক সময় জন্মগতভাবে এরকম হতে পারে।

লক্ষণ—1. গলায় ভরস্কর টাটানি হতে পারে।

2. শব্দ ঠিক মতো বের হয় না।

3. কাশি, বৃকে জ্বালা, দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা প্রভৃতি মাঝে মাঝে হয় ।
4. অনেক সময় ভোরে বা সন্ধ্যায় এই রোগটি বৃষ্টি পেয়ে থাকে ।
5. ব্রুসাইটিস ও শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে ।
6. অনেক সময় হৃৎ স্পন্দন হয় ।
7. মাথা ধরা, মাথা ব্যথা থাকতে পারে ।
8. অনেক সময় বৃকে ব্যথা থাকে না ।
9. কোষ্ঠকাঠিন্য কোনও কোনও সময়ে দেখা যায় ।
10. কখনো বা মৃৎমন্ডল নীলবর্ণ এবং সাথে জ্বরও থাকে ।

### জটিল উপসর্গ

অনেক সময় এটি অন্যান্য রোগের প্রাথমিক লক্ষণ রূপে দেখা দেয় । তবে কোনও রোগের থেকে এই সঙ্গে গলায় ব্যথা, গলা জ্বালা, গলাতে কোনও টিউমার দেখা দিলে তা থেকে গলায় ক্যানসার হতে পারে—ভাই সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ।

অনেক সময়ে শরীরের দুর্বলতার জন্য বা স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য জন্মগত স্মরণভঙ্গি থাকতে পারে ।

### চিকিৎসা

(1) শূন্য স্বরভাঙ্গা রোগে—ফাইটোল্যান্ডা ( সম্পূর্ণভাবে গলা বসে গেলে বা পুরাতন স্বরভঙ্গি ) । হিপার সালফার—গলা সই সই বা হাঁস ফাঁস করা লক্ষণে । ফস্ফোরাস—স্বরবস্তুর পক্ষাঘাত । কার্বোভেজ—পুরাতন পীড়ায় ।

(2) স্বরভাঙ্গার সঙ্গে মধ্যম বা বৃকে সর্দি—অ্যাকোনাইট, ব্রাইয়োনিয়া, মার্কেউরিয়াস, কণ্টিকাম, স্পঞ্জিয়া, ফস্ফোরাস, ডালকামারা ।

(3) বস্তা ও গায়কদের অত্যধিক স্বরযন্ত্র চালনা করা, স্বরভঙ্গি—আর্গাঁকা, কণ্টিকাম, ফাইটো, বেল, কোলিবাই, ব্যারাইটো কার্ব ।

সর্দিজনিত গলা ভাঙ্গায়—কণ্টিকাম ৬, উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

স্বরবস্তুর মাংসপেশীর পক্ষাঘাতজনিত স্বরভঙ্গি—অকজ্যালিক এ্যাসিড ৩, ফস্ফোরাস ৩ বা সাইলিসিয়া ৬ ।

গলাভাঙ্গা বা সামান্য রকমের স্বরভঙ্গি কণ্টিকাম ৬ ( গলা শূন্য, গলায় টাটানি, কষ্টে শ্লেষ্মা নিঃসরণ, গায়ক বা বস্তাদের গলাভাঙ্গা ) । ম্যাসেনাম ৬ ( পুরাতন স্বরভঙ্গি, শ্লেষ্মা সরল হয় না ) । কার্বোভেজ ৬ ( কাশি বৃকের ভেতর জ্বালা, দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠা, কথা বললে বা সন্ধ্যাবেলায় অথবা খাওয়ার পর স্বরভাঙ্গা বাড়ে ) । কোলিবাই ৬x বিচর্ল, ৩০ ( ঘণ্টা ৬ কাশি, হৃদয় চটচটে, দৃঢ় বা হেজ্জবৎ প্রচুর বফ ওঠে ) । সন্ধ্যাবেলা গায়কের কাপড় খুঁতলে স্বরভঙ্গি বাড়ে ;—হিপার সালফার ৬—২০০ ।

অনুর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা

1. উষ্ণ প্রদাহের জন্য কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখা কর্তব্য।
2. চা ও লবণ মিশিয়ে Gargle করলে ভাল।
3. চা, পিপ্পল, লবঙ্গ মূখ দিয়ে চুষলে সাময়িক উপকার হয়।
4. মস্ত বাতাসে ভ্রমণ, ব্যায়াম, শীতল জলে স্নান করা উপকারী।
5. পুষ্টিকর খাদ্য, মাংসের হালকা খোল উপকারী।

নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের প্রদাহ

( Pneumonia )

কারণ —নানা ধরণের বীজাণু যার মধ্যে প্রথমতঃ নিউমোকোকাস ( Pneumococcus ) নামে Diplococcus, ফুসফুস ও তার বায়ুকোষের গর্তগুলিকে আক্রমণ করার জন্য এ রোগ হয়। ফুসফুস বা Lungs অর্থাৎ ( Pneumones ) আক্রান্ত হইলে এর নাম নিউমোনিয়া রোগ।

2 জ্বর, সর্দিজ্বর, ব্রঙ্কাইটিস, কাশি, ফ্যারিংজাইটিস প্রভৃতিতে ভোগা এর অন্যতম কারণ। দীর্ঘদিন ভুগতে ভুগতে শেষে নিউমোনিয়াতে দাঁড়ায়। কখনো বা ব্রঙ্কাস থেকে হঠাৎ শিশুদের ফুসফুস আক্রমণ করে।

3. ফুসফুসের দুর্বলতা, ফুসফুসের উপরে জোর, হঠাৎ আঘাত থেকে হতে পারে এ রোগ।

4. ঋতু পরিবর্তন ও শারীরিক দুর্বলতা থেকে হতে পারে।

5. হঠাৎ ঠান্ডা লাগা, অতিরিক্ত মদ্যপান, অনিয়ম, রাতজাগা, প্রভৃতি কারণেও অনেক সময় হতে পারে।

6 বাড়ীতে বা পাশাপাশি কোথাও নিউমোনিয়া থাকলে তার থেকে Infection হতে পারে।

প্রকারভেদ —নিউমোনিয়া দুই ধরনের হতে পারে। তা হলো—

1. ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ( Broncho-Pneumonia )—এতে শ্বাসনালী ( Bronchus ) এবং ফুসফুসের প্রধান নালীগুদাল আক্রান্ত হয়ে থাকে।

2. লোবার নিউমোনিয়া ( Lobar Pneumonia )—এতে ফুসফুসের বায়ু কোষের অংশগুলি আক্রান্ত হয়। অনেক সময় এ থেকে ফুসফুসের আবরণ বা Pleura-ও আক্রান্ত হয়। এটিকেই অনেকে আপল নিউমোনিয়া রোগ বলে। ফুসফুসের লোবার সব Air sac বা Alveoli গুদাল আক্রান্ত হয় বলে একে লোবার নিউমোনিয়া রোগ বলে। পুরো একটি Lobe বা খণ্ড বা একটি বা দুটি ফুসফুস পুরো আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ —ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে সাধারণতঃ শিশুরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। অবশ্য বড়রাও আক্রান্ত হতে পারে। এতে ব্রঙ্কাইটিস প্রথমে হয়, তারপর তা থেকে ফুসফুসের Bronchioles আক্রান্ত হয়ে নিউমোনিয়া হয়।

এতে প্রথমে শ্বাসনালীতে প্রদাহ হতে দেখা যায়। পরে তা ধীরে ধীরে সরূ Bronchiole গুলি এবং ফুসফুসের বায়ুকোষগুলি আক্রমণ করে।

1. এতে আচমকা ক্ৰম্প দিয়ে জ্বর আসে। জ্বর ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। জ্বর 102—104 ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। জ্বর কমেও ধীর গতিতে।
2. নাড়ীর গতি দ্রুত হয়।
3. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ও শ্বাসকষ্ট হতে দেখা যায়।
4. শরুনো কাশি হয়। মাঝে মাঝে ফেনাময় সাদা পর্দজের মত গয়ের বের হয়।
5. নাড়ী ও শ্বাসের গতির Ratio প্রায়ই খুব বেশি পরিবর্তিত হয় না। হলেও তা সামান্য।
6. এই রোগের রোগী 12—18 দিন ভোগে তারপর ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে। রোগ বেশি হলে ভোগার সময় অনির্দিষ্টও হতে পারে এবং রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।
7. সাধারণতঃ চিকিৎসা হলে জটিল উপসর্গ প্রভূর্তি দেখা দেয় না এতে।

#### লোবার নিউমোনিয়া

1. এতে হঠাৎ ক্ৰম্প দিয়ে জ্বর এসে থাকে। জ্বর প্রবল হয়ে থাকে অনেক সময়।
2. 24 ঘণ্টার সাধারণ 104—105 ডিগ্রী পর্যন্ত উঠতে পারে।
3. বৃকেও কখনো অনেক সময় হতে পারে—যা প্রায়ই ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার থাকে না।
4. জ্বর বৃক্ষির সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ, মোহাবস্থা প্রভূর্তি নানা কুলক্ষণ দেখা যায়।
5. নাড়ি পূর্ণ হয় ও নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে 120—180 বার হতে পারে।
6. শ্বাসকষ্ট হয় এই রোগে।
7. শ্বাসের গতিও বৃদ্ধি পায়। তবে নাড়ী ও শ্বাসের গতির Ratio প্রায়ই ঠিক থাকে না। শ্বাস মিনিটে প্রায় 30-35 বার হতে থাকে।
8. আক্রান্ত হলে বৃকে প্রবল ব্যথা হয়, শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শরুনো কাশি প্রভূর্তি দেখা যায়। গায়ে চটচটে আঠার মত ঘাম দেখা যায়। কখনো বা ইন্টার চূর্ণের মতো গুঁড়ো থাকে। 3-4 দিন রোগে ভোগার পরে গায়ে এক রকমের লালচে আভা বৃক্ত হয়।
9. 8—9 দিন জ্বরে ভোগার পর হঠাৎ জ্বর কমে আসে ও তখন Crisis দেখা দেয়। তখন জ্বর 95—9০ ডিগ্রী অবধি দেখা যায়।
10. জ্বর বৃক্ষির সময় অনেক সময়ই মাথা ধরা, অস্থিরতা, বিকার, মোহ প্রভূর্তি হতে পারে।
11. অনেক সময় Cyanosis দেখা দিতে থাকে।



12. প্রস্রাবের পরিমাণ কম হয়। প্রস্রাব ঘন হয় বা গাঢ় হলুদ হয়। কখনো বা তা লালচে হয়।

13. জিহ্বা সাধারণতঃ লেপাবৃত হয়।

লোবার নিউমোনিয়ার তিনটি অবস্থা

লোবার নিউমোনিয়া সাধারণতঃ তিনটি অবস্থার মাঝ দিয়ে আশ্রয়প্রকাশ করে। এখানে প্রতিটি অংশের বিভাগ অনুযায়ী বর্ণনা করা হচ্ছে।

#### 1. Stage of Hyperaemia—

এই অবস্থায় ফুসফুসের রক্তাধিকা এবং ফুসফুস স্ফীত হয়ে ওঠে। এই অবস্থা প্রায় 3—4 দিন স্থায়ী হয়। এই অবস্থায় প্রাথমিক জ্বর লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন জ্বর, শ্বাসকষ্ট, ব্যথা, নাড়ীর গতিবৃদ্ধি প্রভৃতি।

2 Stage of Hepatization—এই অবস্থায় ফুসফুসের বায়ুকোষগুলি চটচটে আঠার মতো ঘন রসে পূর্ণ হয়। ফুসফুসে বায়ু থাকে না। ফুসফুস কঠিন আকার ধারণ করে। এটি অনেকটা লিভারের মতো হয়ে যায় ও এই অবস্থা 5—7 দিন স্থায়ী হয়। এই অবস্থা খুব খারাপ অবস্থা—যদি আগে থেকে চিকিৎসা না হয় তাহলে বিপদ আসতে পারে।

3. Stage of Grey Hepatization—এই অবস্থায় ফুসফুসের কঠিন ভাব কোমল হয়। ফুসফুসে সঞ্চিত চটচটে রস তরল হয়ে কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ফুসফুস ক্রমশঃ আবেগ্য লাভ করে। এই অবস্থা 7 দিন থেকে 10 দিন স্থায়ী হয়।

#### ফুসফুস পরীক্ষা

1 দর্শন ( Inspection )—এই রোগে ফুসফুসের নিম্নাংশ আক্রান্ত হয় বলে অনাক্রান্ত উপরের অংশ উঁচু ও নিচের অংশ নিচু দেখা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে উপরের অংশ ওঠানামা করে—নিচের অংশ তা করে না।

2. স্পর্শন ( Palpation )—রোগীর বৃকে হাত দিয়ে তাকে 999 গুণতে (নাইন নাইনটি নাইন) বললে আক্রান্ত অংশে অনাক্রান্ত অংশের চেয়ে বেশি স্পন্দন হাতে অনুভব হবে। এতক বলে Vocal Fremitus.

3. পারক্যশন ( Percussion )—বৃকে পাজিরার দৃষ্টি হাড়ের মাঝে, বাঁ হাতের আঙ্গুল রেখে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে আঘাত কবে বৃকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রোগের বিভিন্ন অবস্থায় ফাঁপা শব্দ পাওয়া যাবে না। শব্দ কাঠ ঠুকলে যেমন হয়, তেমনি শব্দ পাওয়া যাবে।

4. স্টেথোস্কোপ দ্বারা শ্রবণ ( Auscultation )—রোগের প্রথম অবস্থায় চুলে চুল ক্বার মতো সামান্য শব্দ পাওয়া যায়। বিভিন্ন অবস্থায় সাঁ সাঁ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তৃতীয় অবস্থায় শব্দ কমে আসতে পারে। Bronchial Breath Sound পাওয়া যায়।

## জটিল উপসর্গ

1. ব্রস্ক্যানিউমোনিয়ার জটিল উপসর্গ খুব বেশি থাকে না। তবে শিশুদের এ থেকে পরে ক্রনিক ব্রস্কাইটিস হতে পারে। তবে চিকিৎসা ঠিকমতো না হলে মৃত্যুও হতে পারে। তাই সব সময় সর্দিচিকিৎসার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।

2. লোবার নিউমোনিয়াতে বৃকে বাধা, প্রচণ্ড জ্বর, প্রলাপ, মোহ, আচ্ছন্ন-জব, অজ্ঞানতা প্রভৃতি দেখা যায়। অবশ্য চিকিৎসা হলে কমে যায়। কিন্তু তা না হলে, এটি অবশ্য জটিল রোগে পরিণত হয়।

3. এটি থেকে পরে বক্ষা, প্রদীর্ঘ প্রভৃতি রোগ জন্মতে পারে—যদি চিকিৎসা না হয়। আগেকার দিনে বখন বর্তমানের মত চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল না তখন এরকম হবার আশংকা থাকত। বর্তমানে রোগ সহজে আরোগ্য হয়।

## চিকিৎসা।

রোগ আরম্ভ হলে প্রথমে—অ্যাকোন ও পরে ফসফরাস প্রয়োগ করলে রোগের ত্বরূপ অবস্থায় প্রায়ই অন্য ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

এই রোগে ফুসফুস ও ব্রেস্ট আক্রান্ত হলে ব্লাইরো. ফস।

এই রোগ সহ বারুনলীভূজ আক্রান্ত হলে—অ্যাটিম টার্ট, ফসফরাস।

এই রোগ ছাড়া অন্যান্য উপসর্গ—চেলিডো. (বকুং দোবে)। আর্স বা নাইট্রিক অ্যাসিড (বৃখ বা ক্ষীণকার ব্যক্তিদের পক্ষে)।

ফেরাম ফস (অপ্রবল জ্বরে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে)। আরোড (গণ্ডমালা রোগীদের পক্ষে)।

সালফার (দীর্ঘদিন ভুঁগলে)। রাস বা আর্স কিংবা ব্যাপটি (সামি্পাতিক লক্ষণে)।

আর্গিকা (আঘাত বা অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত রোগে)।

অ্যাকোনাইট ৩x, ৬—পীড়ার প্রথম অবস্থায় জ্বর ভাব, অত্যন্ত গ্রানি, অস্থিরতা, মাঝখানে বেদনা অথবা বৃকের ভেতর বেদনা, অগ্নি কাশি। অপরাজে ছালা।

ফসফরাস ৬, ৩০—অবিরত কশ্ট, বক্ষস্থলে খুব বক্ষণা, হলুদ বা সবুজ রঙের রক্তাধিশ্রিত স্লেষ্মাস্রাব। দ্রুত নাড়ী, চূলে চূলে ঘর্ষণের মতো ফুসফুসের শব্দ। শিশুদের ব্রস্ক্যানিউমোনিয়া হতে পারে।

## আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে জ্বর অবস্থায় হালকা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিতে হবে। হরলিক্স, দুধ-সাগর, মিষ্ট ফলের রস, আপেল, বিস্কুট, পাউরুটি টোস্ট, হাইড্রোপ্রোটিন সর্প বা Protinex প্রভৃতি খেতে দিতে হবে।

2. ঠান্ডা লাগানো উচিত নয়। বৃকে স্নানেল জড়িয়ে রাখা ভাল।

3. বৃক্কের কপূর ও সরষের তেল মিশিয়ে মালিশ করলে ভাল হয় ।
4. জ্বর বেশি হলে, মাথা খোঁরানো, মাথার বরফের ব্যাগ প্রয়োগ করতে হবে ।
5. রোগীকে ভাল আলো-বাতাস যুক্ত ঘরে পূর্ণ বিশ্রামে রাখা কর্তব্য ।
6. জ্বর ছেড়ে গেলে মাছের হালকা ঝোল ও সরু চালের ভাত পথ্য ।

### প্লুরিসিস (Pleurisy)

কারণ—ফুসফুস বা শ্বাসযন্ত্র বৃক্কের দ্বাধারে দৃটি থাকে ।

এই দৃটি ফুসফুসের উপরে দৃটি আবরণ থাকে—তাদের বলে Pleura ( প্লুরা ) । এর দৃটি স্তর—বাইরের স্তর বা ( Parietal ) প্লুরা এবং ভেতরের স্তর বা Visceral প্লুরা । এই দৃটি স্তরের মধ্যে নানা কাৰণে Infection থেকে জল জমে থাকে । কখনো বা জল জমে না—শূন্য Infection থেকে প্রদাহ হয় । এই রোগকে প্লুরিসিস রোগ বলা হয় ।

প্লুরা দৃটি আবরণের মধ্যে অতি সামান্য তরল পদার্থ নির্গমন ঘটে, তার ফলে প্লুরার আবরণকে সংস্পর্শ থাকে । যদি এই আবরণের মধ্যে Infection-এর জন্য বৌঁধ জল নির্গত হয়, জল জমে, তা হলে তা প্লুরিসিস । আবার তা না হয়ে Infection এর জন্যে নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে । তার ফলে প্লুরিসিস শূন্যকনো, খসখসে হয়ে যায় । এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসে তীব্র ও তীব্র ব্যথা হয় ।

তাই প্লুরিসিস রোগকে দৃটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. প্লুরার দৃটি আবরণের মধ্যে শূন্য অবস্থার প্রদাহ বা ড্রাই প্লুরিসিস ।
2. প্লুরার দৃটি আবরণের মধ্যে জল জমে, তাকে বলে Wet প্লুরিসিস বা প্লুরিসিস উইথ এফুশন ।

প্রধান কারণ হলো—

1. বীজাণু—স্ক্যা বীজাণু বা Tubercle bacillus বা কক্স ব্যাক্টেরিয়াস ।
2. নিউমোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস্ স্ট্যাফাইলোকক্কাস প্রভৃতি বীজাণু । স্ক্যা জনিত প্লুরিসিসতে সব সময় জল জমে ।

3. ক্যানসার প্রভৃতি কারণেও হতে পারে ।

লক্ষণ—প্লুরিসিস কোন্ ধরনের তার উপরে তার লক্ষণ নির্ভর করে ।

1. উত্তাপ, তৃষ্ণা, জ্বর, বৃক্কের সামান্য ব্যথা ।
2. বৃক্কের Percussion করে জল পাওয়া গেলে, তাহলে Wet প্লুরিসিস লক্ষণ ।
3. বৃক্কের স্পর্শে ফোটার মত ব্যথা, জ্বালা, বেদনা, & প্লুরিসিসের লক্ষণ ।
4. নড়লে চড়লে বেদনা বৃদ্ধি পায়, শূন্যকনো খসখসে কাশি, জ্বহা হৃদয় বর্ণ ।
5. মূখে তিত্ত আম্বাদ, খাদ্যে অনিচ্ছা, বমি বমি ভাব ।

6. কোষ্ঠকাঠিন্য। ড্রাই প্লুরিসির লক্ষণ।

7. জ্বর প্রায় সব সময়ই থাকে। কখনো যক্ষ্মার Focus থাকলে বিকালে বা সন্ধ্যায় জ্বর আসে, ভোরে জ্বর ছেড়ে যায়। অন্য কারণে হলে মাঝে মাঝেই হঠাৎ বেশি জ্বর হয়।

### জটিল উপসর্গ

যদি যক্ষ্মা বীজাণুর Focus থেকে হয়, তা হলে পরে তা বৃকের যক্ষ্মা রোগ হতে পারে। কখনো বা এটি ক্যানসার রোগ হতে পারে।

### স্টেথিসকোপ দিয়ে বৃক পরীক্ষা (Auscultation)

ড্রাই প্লুরিসি রোগে স্টেথিসকোপ দিয়ে বৃক পরীক্ষা করলে একপ্রকার খস্-খস্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ওয়েট প্লুরিসি হলে স্টেথিসকোপে নিশ্বাসের শব্দ কম পাওয়া যায়। প্লুরার মধ্যে যতটা অংশে জল জমে, সেইসব অংশে কোন শব্দ পাওয়া যায় না। তাকে বলা হয় Dull Area—এটি হল ওয়েট প্লুরিসির নির্দিষ্ট লক্ষণ। দ্রুত ধরনের প্লুরিসির বৃক পরীক্ষা যাই হোক না কেন, প্লুরিসির লক্ষণ দেখলে চিকিৎসা এক ধরনের হবে। তবে কিছুটা পার্থক্য আছে তা পরে বলা হচ্ছে সেটি হলো কারণগত বিষয়।

### বৃকে টোকা দিয়ে পরীক্ষা (Percussion)

দুইটি পাজিরার দুই হাড়ের মাঝে বাঁ হাতের আঙ্গুল রেখে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করে পারকাশন বা ঠোকা দিয়ে বৃক পরীক্ষা করা হয়। Wet প্লুরিসি হলে এতে বেশ ভালভাবে লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়—টোকা দিলে ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়। প্লুরার যতটা অংশ Wet প্লুরিসির দ্বারা আক্রান্ত থাকে, ততটা অংশে পারকাশন করতে হয়।

বৃকের X-Ray করা অবশ্য কত'ব্য। এতে রোগ ধরা পড়ে—Auscultation এ Wet প্লুরিসিতে কোন শব্দ পাওয়া যায় না—Dry হলে খস্-খস্ শব্দ পাওয়া যায়।

তবে X-Ray দ্বারা নির্দিষ্ট ভাবে রোগ বোঝা যায়।

### চিকিৎসা

অ্যাকোনাইট-৩। উত্তাপ, তৃষ্ণা, কশ্ম ও বাত জনিত বৃকে ব্যাধা। প্রথম অবস্থায় তিন-চার বার খোল উপকার পাওয়া যায়।

অ্যাকোনাইটের পরই ব্রাইয়োনিয়া আবশ্যিক হয়।

ব্রাইয়োনিয়া-৩-০x। বৃকে জ্বালা বা হৃলের মতো ব্যাধা কিংবা চিড়িকমারার মতো ব্যাধা। একটু নড়লে বা শ্বাস গ্রহণ করলে ব্যাধা বাড়ে, শূন্যে কাশি, হৃলেদে জ্বহ্ন। তিতো আশ্বাদ ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে।

এপিস ৬, ৩০—স্বাসকষ্ট, রোগী মনে মনে ভাবে সে যেন আর শ্বাস গ্রহণ করতে পারবে না। ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, বাঁ পাশে শুলে বাড়ে। বৃক্কের বাঁ দিকে সর্দিচের মতো ঝগুগা করে এইসব লক্ষণে।

ক্যাম্‌হারিস ৬, ৩০—শ্বাসযন্ত্র দুর্বল ও শূন্য মনে হয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে বা কথা বলতে ভয় পায়। ফুসফুস ব্রেস্টের মধ্যে রসকরণ, শূন্য ক্রাশি প্রভৃতি হলে।

কার্বোভেজ ৬, ৩০—ফুসফুসে ব্রেস্টের মধ্যে ক্ষয়িত রস পর্দা পরিণত হবার আশংকা, রোগী দুর্বল ও অবসন্ন, পুরানো ব্রুকাইনিসের পরিণতি, পুরাতন প্লুরিসিস সঙ্গে হাঁপান। বৃক্কের আগুনের মতো জ্বালা।

কোলিরাই ৬, ৩০—চটচটে গয়ের, তা ফেলতে গেলে লম্বা হয়ে মুখ থেকে ঝুলতে থাকে, মনে হয় টানলে যেন সূতোর মতো লম্বা হবে। বৃক্কের সঁটে ধরে।

কোলিমিউর ৬, ২০০—চটচটে গয়ের সহজে ফেলা যায় না, মুখে লেগে থাকে। পাজরায় ব্যথা, শ্বাসকষ্ট।

#### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সর্বদা আলো বাতাস যুক্ত ঘরে রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া কর্তব্য।
2. রাত্রি জাগরণ, অধিক পরিশ্রম, অনিয়ম প্রভৃতি বর্জনীয়।
3. ঠান্ডা লাগানো ঠান্ডা জায়গায় বসানিবেশ।
4. প্লুরিসিসের হালকা খাদ্য, দুধ, ডিমের পোচ ছানা, মছ বা মাংসের জুস,

Protinex খেতে হবে।

5 টক খাওয়া বারণ।

6 সব সময় বৃক্ক ঢেকে রাখা কর্তব্য।

#### হাঁপান (Asthma)

কারণ—1. ফুসফুসের বায়ুবাহী নালীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশীর দ্বারা ঢাকা থাকে। ঐ পেশীগুলির আক্ৰমণ হলে সমস্ত বায়ুনালী সংকুচিত হয়ে থাকে, তার ফলে শ্বাস চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে ও শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

2. অনেক সময় রক্তে Eosinophil বৃদ্ধির জন্য হাঁপানি রোগ এসে দেখা দেয়— যদিও Eosinophil বৃদ্ধি একটি লক্ষণ মাত্র, তবুও ইয়োসিনোফিলিয়া হলে তার জন্যেও অনেকের হাঁপানি রোগ হতে পারে।

3 অনেকের মতে বংশগত কারণে এই রোগ হতে দেখা যায় অনেক সময়। এরকম হলেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বাবা, মা বা পিতৃ-মাতৃদের হাঁপানি থাকলে বংশের মধ্যে কার এটি হবে তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। অনেক সময় শিশুদের এটি জন্মগত হয়।

4. হৃদপিণ্ডের দুর্বলতার জন্য ফুসফুসে বেশি রক্ত সঞ্চয়ের জন্য Cardiac Asthma রোগ হতে দেখা যায় অনেক সময়।

5. অনেক সময় অতি দুর্বলতা ও নিঃশ্বাসের বারম্বার উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের অভাবের জন্য এই রোগ হয়।

6. পুরানো ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভোগার ফলে হাঁপানি হতে পারে। তাকে বলে ব্রঙ্কিয়াল এ্যাজমা রোগ।

7. অনেক সময় Allergy রোগে ভোগার জন্য হাঁপানি হয়—তাকে বলে এলাজর্জি এ্যাজমা রোগ।

8. ফুসফুসের দুর্বলতা ও কর্মক্ষমতা কমে যাবার জন্য এটি হতে পারে অনেক সময়। ফুসফুসের বস্ত Air sac আছে তারা সকলে পূর্ণভাবে কাজ করে না। তার ফলে হাঁপানি হয়ে থাকে।

বর্ষিক হাঁপানির সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি, তবুও নানা কারণে এটি হতে পারে, তা সঠিকভাবে বোঝা ও জানা যাব। সেই অনুযায়ী লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করতে হবে।

শ্বাসকষ্ট মানেই হাঁপানি রোগ নয়। অনেক সময় সাময়িকভাবে শ্বাসকষ্ট হলে, তা সেরে যাবে। কিন্তু প্রকৃত হাঁপানি হলে তা সারে না। তাতে হৃদপিণ্ড বাধা, বস্তুর Eosinophil বৃদ্ধি প্রভৃতি হয়।

এসব লক্ষণ দেখে প্রকৃত হাঁপানি রোগ চেনা যায়।

লক্ষণ —1. বর্ষিক ব্রঙ্কিয়াল এ্যাজমা হয় অথবা পালমোনারি ইয়োসিনোফিলিয়া হয়, দুটি স্ক্লেগ্রেই মোটামুটি রোগ লক্ষণ প্রায় একই ধরনের প্রকাশ পায়। কার্ডিয়াক এ্যাজমা হলে, তার লক্ষণাদির সঙ্গে বৃকের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

এ রোগে সাধারণতঃ হঠাৎ শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায়। গলায় কষ্ট হয় ও গলা সাঁই সাঁই করতে থাকে।

2. অনেক সময় বৃকে সাঁই সাঁই বা ষড় ষড় শব্দ হতে থাকে। তবে তা পুরানো রোগে বেশি হয়।

3. বৃকে চাপবোধ অনেক সময় হতে থাকে। মনে হয় বেন দমকথ হয়ে আসছে।

4. অনেক সময় শূলে ভাল লাগে না। শূলে কষ্ট, উঠে বসলে আরামবোধ।

5. প্রায়ই রোগী আরাম পাবার জন্য কাঁধ দুটো উঁচু করে বালিশে ঠেস দিয়ে হেঁট হয়ে বসে থাকতে চায়। ঝুঁকে থাকলে অনেকটা আরামবোধ হয়।

6. অনেক সময় কিছুটা কাজ করা বা শ্রম করার পর এটি বৃদ্ধি পায়। কখনো রা রাতের শেষে রোগ বৃদ্ধি পায়।

7. কখনো বা পেটে বারু জমলে বৃকে চাপ বেশি পড়ে ও কষ্ট বেশি হয়।

কাশতে কাশতে বহু কষ্টে স্বেদ উঠে গেলে হাঁপানীর টান অনেকটা কমে যায়।

8. কখনো দিনের মধ্যে কোনও সময় একবার বা দু'বার টান বৃদ্ধি হয়। কখনো অনেক সময় ধরে স্থায়ী হয়। যতো রোগ পুরানো হয়, তখন স্থায়িত্বও বার বার বেড়ে যায়।

9. টানের সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রায়ই বারু সঞ্চার একটি অশুদ্ধ সংকেত। এভাবে সঞ্চার হতে থাকলে কষ্ট পাবার আশংকা বেশি হয়। তাই পেট যাতে না ফাঁপে এজন্য ঔষধাদি খাওয়া ও পেট পারস্কারের দিকে লক্ষ্য রাখা কতব্য।

10. অনেক সময় টান বৃদ্ধির সময় মাথা ধরা, বমির ভাব ও অন্যান্য নানা কষ্ট দেখা যায়।

11. প্রায়ই এই রোগের সঙ্গে অজীর্ণ রোগও থাকতে দেখা যায়।

12. অনেক সময় এর সঙ্গে বাতরোগও থাকে।

13. কখনো কখনো কাশি ত্বরল হয়ে যায়, কষ্টও বেশিষ্কণ থাকে না। তা না হলে গয়ের বেশি আসালো বা শব্দ হলে কষ্ট বেশি হয়ে থাকে।

#### রোগ নির্ণয়

1. X-Ray দ্বারা পরীক্ষা করলে, ফুসফুসের Alveol-গুলি জলীয় পদার্থে পূর্ণ দেখা যায়। পার্শ্বদেশ থেকে Pigoen Chest-এর মতো Deformity দেখা যায়।

2. প্রথম দিকে ব্লস্কাইটিস (ক্রনিক) এবং হাঁপানি চেনা কষ্টকর হয়। তবে Eosinophil গণনা করে এটি বোঝা যায়।

3. বৃক্কের কতটা ক্ষমতা তা দেখার জন্য Pulmonary Function Test করা এবং বাতাসের প্রবেশ ও পরিত্যাগের পরিমাণের পার্থক্য দেখে রোগ ধর. পড়ে। সাধারণ ফুসফুসের যে Capacity তার চেয়ে এতে Capacity কমে যায়।

4. সাধারণ ঔষধে প্রথম অবস্থায় রোগ কমে না—কিন্তু Broncho Dilator ঔষধে কমে—এটি এই রোগের একটি সঙ্গপণ্ট প্রমাণ বলা যায়।

#### উপসর্গ

যদিও এই রোগ একেবারে সারানো কঠিন—তবে ঠিকমতো চিকিৎসা করলে, প্রথম অবস্থায় সারানো সম্ভব হয়। কখনো বা পরবর্তী অবস্থাতেও চিকিৎসা করলে মোটামুটি সঙ্গ থাকে।

কিন্তু অমুদ্রায়ী রোগ কম বেশি হয়। শীতকালে কষ্ট বৃদ্ধি পায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তবে এ রোগে মৃত্যু ভয় থাকে না। কখনো বা পরবর্তী অবস্থাতে চিকিৎসা করলে সঙ্গ হয়ে যায়।

## চিকিৎসা

রোগ আক্রমণকালে—আ্যকোন ন্যাপ বা আ্যকোন র্যাডিক্স ৬, ইঁপকাক, কুপ্রাম, লোবেলিয়া, অ্যাসিড হাইড্রো, সেনেগা ৩ (প্রতি মাত্রার পাঁচ ফোঁটা) নেট্রাম সাল্ফ, অ্যামিল নাইট্রেট ৪ (ম্লগ নেওয়া) ।

চামড়ার রোগ বসে গিয়ে হাঁপানি হলে—জিঙ্কাম, সালফ, গ্র্যাফাইটিস ।

পুরানো হাঁপানি রোগে—আর্স, কোল-হাইড্রো, নাক্স-ভম, সালফ, আর্জ-নাই, ককিউলাস ।

শিশুদের রোগে - ইঁপকাক, স্যাম্বুকাস, জেলস ।

কার্বোভেজ ৬—২০০—হাঁপানিতে গ্লেম্মা তরল ও সরল থাকলে কার্বোভেজ সমাধিক উপযোগী। প্রথমে প্রচুর গ্লেম্মা প্রাব, ক্রমে গ্লেম্মা গাঢ় চটচটে ও পঁজের মত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রায়ই হিস হিস বা সাঁই সাঁই শব্দ থাকে না। তবে নতুন সর্দি হলেই সাঁই সাঁই শব্দ বাড়ে।

রোগী উঠে বসে ও হাঁপাতে থাকে, দমবন্ধ ভাব, খুব ব্যতাস চাব এই সব লক্ষণে।

অ্যাসিড হাইড্রো—৩৫। এটা তবুও হাঁপানীতে কার্যকরী। সর্দি সাঁই শব্দ শ্বাস-প্রশ্বাসে শ্বাসক্রিয়া যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

হাঁপানির সময় মনে হয় গলনালী সংকুচিত হয়েছে।

## আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. যখন চাপ বেশি হয়। তখন পুরানো ধুতুরার পাতা পুড়িয়ে তার গন্ধ শৌকালে উপকার হয়।

2. ফর্টাকারি চূর্ণ সামান্য জিহ্বার আগায় রাখলে, তাতে সফল দেয়।

3. তার্পিন তেল, গন্ধক ও লবণ ছলে ফেলে তার গন্ধ নিলে উপকার হয়।

4. রোগীর ঘরে যেন ব্যতাস চলাচল করে।

5. ঠান্ডা লাগানো উচিত নয়।

6. অবগাহন স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পুষ্টি কর খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি রোগীকে করা যাবে।

## ষক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ ( Tuberculosis )

কারণ —1 এক ধরনের বীজাণু হলো এই রোগের মূল কারণ—যাকে বলে Kock's Bacillus (কক্স ব্যাসিলস্) বা Tubercle Bacillus. সাধারণতঃ শ্বাসপথ দিয়ে এই বীজাণু দেহে প্রবেশ করে।

এই বীজাণু দেহে প্রবেশ করেই রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। যদি দেহের প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়, তা হলেই রোগ হয়।



সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এই বীজাণু প্রবেশ করে এক ধরনের গুটিকা বা Tubercle তৈরী করে। তাই ইহাকে Tuberculosis রোগ বলা হয়। এই গুটিকা পরে ক্ষতে পরিণত হয়—তাকে বলে Caseation and Cavitation বা ক্ষত ও গর্ত।

শরীরের যে কোনও স্থানে একটি গুটিকা সৃষ্টি হতে পারে, তবে ক্ষয় রোগগ্রস্ত রোগীদের ফুসফুস আক্রান্ত হয়।

হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে রোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হলে তাকে বলে Acute Miliary Tuberculosis। অস্থ বা Intestine-এ গুটিকা রোগীর সংখ্যাও কম নয়—তাদের বলা হয় Intestinal Tuberculosis বোগ।

এই প্রাথমিক কারণ বা বীজাণু ছাড়াও কতকগুলি গৌণ Factor আছে যার জন্যে সহজে লোকেব দেহে বীজাণু প্রবেশ করে বোগ ঘটতে পারে। তা হলো—

2. অপূষ্টি ও উপযুক্ত ভিটামিনযুক্ত খাদ্য ঠিকমতো ও প্রচুর না খাওয়া।

3. ক্ষীণ, জীবনীশক্তি ও মানসিক ভাবে ভোগ।

4. সর্বদা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস। অস্বচ্ছ আবহাওয়া, সর্বাংশে ঘরে ঘাস করা।

5. ঘন লোকবসতিপূর্ণ বড় শহরে বাস।

6. অতিরিক্ত খোঁষা বা ধুলোব মধ্যে সারাদিন কাজ করা—তা হলো—পেশাগত কারণ। মিলে বা ফ্যাক্টরীতে কাজ, স্যাকবাব কাজ, কৃষকদের ধুলোতে অবিরাম কাজ প্রভৃতি।

ইতিহাস — আগেকার দিনে আমাদের দেশে যেমন মহামারী বোগ ছিল ম্যালেরিয়া, তেমনি আজকাল তা অনেকটা নিমূল হলেও টি বি বত'মানে ব্যাপক আকারে ছাড়িয়ে পড়েছে। 1955-56 খ্রীস্টাব্দের পবীক্ষায় জানা গেছে যে, দেশের মোট জনসাধারণের প্রতি হাজারে 18 থেকে 20 জন লোক এই রোগে ভুগছে। তার মধ্যে আবার এক চতুর্থাংশ এমন অবস্থায় আছে যে, তারা রোগ ছড়াতে পারে। ভারতে 50 লক্ষ লোক রোগ ছড়াতে পারে, এমন অবস্থায় এ বোগে ভুগছে। তাব মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সাত লক্ষ রোগীর মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ বোগী এমন রোগ ছড়াবার মত ভুগছে।

উক্ত রোগের কারণ — এ রোগের কারণ হলো বীজাণু। এ বীজাণু জনসংঘে তার থেকে সংখ্যা কম নয়। লোকের সংখ্যা বেশি ছিল শুধু নয়।

আগেকার দিনে ধারণা ছিল যে, বৃক্ষদের এ বোগ হয়। কিন্তু বত'মানে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সবার মধ্যেই এ রোগ হতে দেখা যায়।\*

অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ রোগের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। আমাদের প্রাচীন-কালে এর নাম ছিল ক্ষয়রোগ। এতে শরীর খারাপ হয়ে ক্ষয় হতে থাকে বলে এই নাম

দেওয়া হইয়াছিল। 1882 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডাঃ রবার্ট কক্ আবিষ্কার করেন যে এক ধরনের ব্যাসিলি থেকে এই রোগ হয়।

এর প্রধান লক্ষণ হলো কাশি। শুকনো বা গসের ওঠা কাশি, মাঝে মাঝে জ্বর, অবসাদ, ওজন কমে যাওয়া, রোজ বিকালের দিকে জ্বর অগ্নি জ্বর, পরে রোগ বাড়লে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। কোনও রোগীর কাশি 15-20 দিন বা বারবার ঔষধ খেয়ে না সারলে তার বৃক্ক এক্সরে করে দেখা কর্তব্য।

সামান্য টি. বি কিংবা মিনি টি. বি. হলো এক ধরনের পুরিস। এতে ফুসফুস আক্রান্ত হয় না বটে, তবে পুরা আক্রান্ত হয় ব্যাসিলাসের দ্বারা। পুরাতে জল ও পুষ্টি জমতেও পারে—তাকে বলে Empyema রোগ।

শিশুদের পক্ষে আরও একটি মারাত্মক রোগ হলো টি বি. মেনিনজাইটিস রোগ। এতে শিশুদের মস্তিস্কের বিলম্বী এই বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, ঘাড়ের ব্যথা এমন কি জ্ঞান লোপ পর্বন্ত হয়। আগে প্রচুর শিশু মারা যেত—এখন বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক ঔষধ বের হওয়ার পরে এখন তা হয় না।

ভাছাড়া হাড়ের মধ্যে বাসা বাঁধে বোন টি. বি —

আম্লিক টি. বি, নারীদের জননযন্ত্রের টি বি. প্রভৃতি নানা প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে এসব হয় প্রায়ই Secondary আক্রমণ থেকে।

জল, দুধ, খাদ্য প্রভৃতির মাঝ দিয়ে বীজাণু দেখে প্রবেশ করে। কাটা চর্ম দিয়েও বীজাণু প্রবেশ করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, যে কোনও সময়ে এই রোগ বা এর দ্বারা সৃষ্ট Secondary রোগের আক্রমণ হতে পারে।

এর একমাত্র প্রতিষেধক হলো B. C. G. টিকা। শিশুদের এটি দেওয়া হয়। একটু বয়স বাড়লে Skin Test দ্বারা চর্ম পরীক্ষা করে এটি দিতে হয়।

#### রোগ প্রতিরোধের উপায়

1. স্বাস্থ্যের সাধারণত উন্নতি ( বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে )
2. B. C. G. টিকা অবশ্যই গ্রহণ করা কর্তব্য। অথবা টিউবারকুলিনাম ২০০ সেবা।
3. দুধের মধ্যে দিয়ে বীজাণু রোগ ছড়ায় তাই দুধের বিশুদ্ধ করণ প্রয়োজন।
4. যক্ষ্মা রোগীকে সাবধানে পৃথক ঘরে Antiseptic ভাবে রাখা কর্তব্য। যক্ষ্মা রোগীর সংস্রব থেকে দূরে থাকা সব সময় কর্তব্য।
5. যক্ষ্মা রোগীর দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।
6. অবিলম্বে X-Ray পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

#### যক্ষ্মার প্রেণীবিভাগ

কয়রোগে স্থানিক প্রদাহ হয়। স্থানীয় Lymphatic Vessels ও Lymph nodes-এ প্রদাহ হয়। পরে সেখান থেকে বীজাণু রক্তে গিয়ে মেলে। রক্ত

থেকে বীজাণুৱা বিভিন্ন যন্ত্রে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। আবার কখনো কখনো এর উল্টো হয়। Primary Infection চাপা থাকে। Secondary, Tertiary Stage-এ অন্য বন্দ্যাদিতে আক্রমণ হয়, পরে Generalised Infection হয়ে রোগ দেখা যায়।

Generalised Tuberculosis দু' প্রকারের হয়—

1. যখন এক বা একাধিক যন্ত্র একই সময়ে গুঁটিকা দোষে যুক্ত হয়, সেই অবস্থা নাম Acute Miliary Type—শিশুদের মধ্যে বেশি হতে দেখা যায়।

2. যখন প্রত্যেকটি স্থানে অনেকগুঁলি Tubercle-এর সমষ্টি দেখা যায়, এগুঁলির বিভিন্ন যন্ত্রে অবস্থিত হতে পারে, অথবা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। তখন সৃষ্টি হয় Generalised Massive Tuberculosis রোগ।

Acute Miliary ধরনের রোগ নানা প্রকারের হতে পারে—

1. Typhoidal Type—সূচনায় এতে কোনরকম লক্ষণ থাকে না। কেবল দুর্বলতা, দৈহিক ওজন হ্রাস ও জ্বর। Toxaemia বেশি হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়ে থাকে। সময়ে সময়ে শ্রীহা বড় হয়ে থাকে। রোগ বৃশ্ধর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা থাকে না, ও ব্যথাবিহীন হয় (Asthenic) এবং ঐ অবস্থায় Typhoid Stage-এর অবস্থা হয়ে রোগী মারা যায়। এক্ষেত্রে যা কিছু হয় সব কিছু, অস্ত্রে—ফুসফুস আক্রমণের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

2. Pulmonary Type—এতে জ্বরের সঙ্গে ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ সব দেখা যায়। যেমন শ্বাসকষ্ট, বৃক্কে ব্যথা, কাশি—এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগের বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

3. Meningeal Type—এতে মেনিনজাইটিসের বিভিন্ন লক্ষণ শিশুদের মধ্যে প্রকাশিত হয় দ্রুত চিকিৎসা না হলে, এতে মৃত্যু অবধি হয়। এর পরিণতি ১ সপ্তাহের মধ্যে হয়ে থাকে।

ষক্কীয়া রোগের বীজাণুর Secondary, Tertiary আক্রমণ দেহের নানা স্থানে ঘটতে পারে এবং এই সব লক্ষণ দেখা দেয়—

1. ফুসফুস ও প্লুরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়।
2. অস্ত্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এবং পেরিটোনিয়াম আক্রান্ত হতে পারে।
3. স্তন্যগ্রন্থ, স্তন্যনালী, ট্রৌকিয়া, ব্রঙ্কাস প্রভৃতিতে আক্রমণ হতে পারে।
4. লিম্ফ গ্রন্থিগুঁলি আক্রান্ত হতে পারে—শিশু ও কিশোরদের বেশি হয়।
5. অস্থি, অস্থিসন্ধি প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। হাড়ে ব্যথা, অস্থিতে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।
6. মস্তিষ্ক ও মেনিনজিস আক্রান্ত হয়—শিশুদের বেশি হয়।
7. চর্ম আক্রমণ করে Tubercular Sore সৃষ্টি করতে পারে।
8. চক্কু আক্রমণ করতে পারে।

হোমিওপ্যাথি—26

9. কিডনী আক্রমণ করে Tubercular নেফ্রাইটিস রোগ সৃষ্টি হতে পারে।
10. নারীর জননেদ্রিয় ও জননতন্ত্র আক্রমণ করে।
11. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি আক্রমণ করতে পারে।

ফুসফুসের যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগ

( Pulmonary Tuberculosis )

কারণ—এই রোগের কারণ সম্পর্কে আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

লক্ষণ—এ রোগ ধীরে ধীরে শুরুর হয়। Infection—এর সময় 2-1 মাস থেকে 2-1 বছর পর্যন্ত হতে পারে।

1. প্রথমে ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা দেখা দেয়। খাদ্য ঠিকমতো খেলেও শরীরের দুর্বলতা হয় ও রোগ হতে থাকে।

2. সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগে। সর্দি, কাশি, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

3. কখনো তার সঙ্গে প্রদরিসি হয় এবং তার জন্যে বৃককে ব্যথা হতে পারে বা জল জ্বমতে পারে।

4. পুষ্টিকর খাদ্যাদি ঠিক মতো খেলে কিছু কিছু কমেতে দেখা যায়।

5. রোগীর ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করার শক্তি থাকে না বা একেবারে কমে যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসা করেও বোগ না সারলে অবশ্য বৃককের X-Ray করা কর্তব্য।

6. প্রতিদিন বিকালের দিকে একটু একটু জ্বর হয়—যাকে বলে Evening rise of Temperature—সকালে জ্বর থাকে না।

7. রোগীকে আশ্রয়দৃষ্টিতে সন্দেহ মনে হলেও, রোগী ক্রমশঃ দুর্বল ও ক্ষীণ হতে থাকে।

8. স্টেথোস্কোপ দিয়ে বৃক পরীক্ষা করলে অনেক সময় খস্ খস্ শব্দ পাওয়া যায়। কখনো বা তা পওয়া যায় না।

9. X-Ray দ্বারা বৃক পরীক্ষা করলে ( Skiagraphy ) যক্ষ্মার অস্তিত্ব জানা যায়। যতদিন শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে ততদিন প্রবল হয় না। ধীরে ধীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে লক্ষণাদি প্রবল ভাবে দেখা যায়।

জ্বরের প্রকৃতি—জ্বর সাধারণতঃ বিকালে বা সন্ধ্যায় 99-100 ডিগ্রী হতে থাকে। ভোরের দিকে বা রাতে প্রবল ঘাম হয়—যাকে বলে Night Sweating. তার ফলে জ্বর ছেড়ে যায়। সকালে জ্বর থাকে না।

10. কাশি—কাশি চলতেই থাকে। কাশির ঔষধ খেয়ে চিকিৎসা করলেও তা সাহতে চায় না। মাঝে মাঝে গয়ের ওঠে, কখনো বা শুকনো কাশি হয়।

অনেক সময় কাশি রোগ বৃদ্ধি পেলে, ফুসফুসে Cavity দেখা দিলে, কাশিতে রক্ত উঠতে থাকে তখন তাকে বলে Haemoptysis.। তবে একটা কথা—কাশিতে

বৃক্ক না উঠলেই রোগ হয়নি—এটা ঠিক কথা নয়। আবার কাশিতে বক্ত দেখলেই যে এই রোগ তা বলা যায় না। এ রোগ ছাড়াও অন্য নানা কারণে কাশিতে বক্ত উঠতে পারে।

X-Ray দ্বারা পরীক্ষা করে বৃক্কে Cavity দেখা গেলে তখন নিশ্চিতভাবে রোগ প্রমাণ হয়। খুঁখু বা Sputum অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে তাতে বীজাণু পেলে Cavity Open বলে বোঝা যায়—অর্থাৎ ঐ বোগী বোগ ছড়াতে পারে। তা না হলে এটি Closed Type—অর্থাৎ বোগ থাকলেও বোগী বোগ ছড়াতে পারে না, বৃক্কতে হবে।

11 অনেক সময় বোগে অনেক দিন ভোগাব পব চিকিৎসা শুরুর করলে তার মধ্যে দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতা প্রবল হয়। ফলে পাতালে এবং রোগী কাজকর্ম বা নড়াচড়া করতে পারে না।

#### বোগ নির্ণয়

- 1 অজানা কারণে কাশি 3-4 সপ্তাহ বা তার বেশি চললেও ঔষধে সারছে না।
- 2 কাশির সঙ্গে বক্ত বেব হয়।
- 3 বৃক্কে ব্যথা ও জ্বর বোঝা বিকালে বাড়ে এবং বাতে কমে।
- 4 বিনা কারণে দুর্বলতা, অবসাদ, ক্লান্তি, খেলেও ওজন কমে যাওয়া, অশুষ্টি, রক্তশূন্যতা।

এইসব লক্ষণ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে X-Ray দ্বারা রোগী পরীক্ষা করা কর্তব্য ও খুঁখু, কফ প্রভৃতি অনুবীক্ষণ দেখানো কর্তব্য। তাহলে সঠিক রোগ নির্ণয় করা যায়।

#### জটিল উপসর্গ

- 1 এই সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃষি হয়। কখনো প্রবৃষিতে বেশি জল জমে—কখনো বা প্লাই প্রবৃষি হয়।
- 2 আপনাকে বীজাণুর আক্রমণে প্রবৃষি সামান্য ফুটে হয় তাতে বাতাস প্রবেশ করে নিউমোথোরাক্স হয় ও ফুসফুস কঁকড়ে ছোট হয়ে যায়।
- 3 প্রবৃষিতে পুঁজ হয় বা Empyema হয়।
- 4 টিউবারিকউলার ল্যারিজাইটিস।
- 5 আঙ্গিক যক্ষ্মা রোগ।
- 6 প্রবৃষিতে ফিচুলা বা ভগ্ননয় হয় (টিউবারিকউলার)।
- 7 দেহের বিভিন্ন স্থানে সেকেন্ডারী ধরনের আক্রমণ হয় ও তার ফলে নানারকম নানা স্থানে Tubercle দেখা দিতে পারে।

## চিকিৎসা।

এ রোগের সব অবস্থাতেই, ব্যাসিলা নাম, টিউবারকিউলিনাম ২০০ প্রধান ঔষধ। এ রোগের অবস্থানদ্বারা সপ্তাহে বা পক্ষান্তে এর এক মাত্রা খাওয়া উচিত। সহজেই সর্দি কাশির আক্রমণ, শরীরের দ্রুত শীর্ণতা, রোগ লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বলতা, দ্রুত নাড়ী, জ্বর, ঘাম, শীর্ণতা, উদরাময় প্রবণতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্স-আরোড ৩০, ২০০।

কোম্ব-কার্বিনা, রাগতে কাশির জন্য ব্যথায় উঠে বসা, প্রভৃতি লক্ষণে রাইমোনিয়া—৬।

হৃদয় ও সবুজ বর্ণের গয়ের নিঃসরণ, গয়ের জলে নিক্ষেপ করলে ডুবে যাওয়া—ঘাম, আঁগমাল্য প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যালকে কার্ব ৩।

কাশি, বমি বা বমিভাব, কৃষ্ণবর্ণ বা কৃষ্ণাভ বা চাপ চাপ রক্তপ্রাব লক্ষণে, হ্যামামেলিস ৩। শ্বাসকষ্ট, উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্ত নিঃসরণ প্রভৃতি হলে ইপিপকাক ৩২।

ক্যালকোরিয়া ফস খেলে রোগীর অসুখ পুরো না সারলেও রোগ কমে যায়। এটা পুষ্টিসাধন ও শক্তি সঞ্চারে সাহায্য করে।

ধূধের সঙ্গে রক্ত ওঠা, রক্তাচপতা, অল্প পরিশ্রমে মূখ লাল হয়ে ওঠা প্রভৃতি হলে, আরোডিয়াম ০, ৬।

রোগ পুরানো হলে সালফার খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগের যে কোন অবস্থাতেই ( বিশেষতঃ শেষ অবস্থার উদরাময়ে ) আর্সেনিক ৬, ৩০ উপযোগী।

## আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে Antiseptic ব্যবস্থাদি নিতে হবে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই।
2. লঘু পুষ্টিস্বর খাদ্য, দুধ, ছানা, ডিমের পোচ বা হাফ বয়েল, হালকা কোল, মাংস, জ্যান্ত মাছের কোল প্রভৃতি খেতে দিতে হবে।
3. Hydroprotein বা Prorinex দিতে হবে।
4. নির্মল বাতাস সেবন উপকাৰী। খট্‌খটে আলো-হাওয়াযুক্ত ঘরে রাখা কর্তব্য।

পালমোনারী আব্রসেস  
( Pulmonary Abscess )

কারণ—1. অনেক সময় নিউমোনিয়া রোগ ঠিক সময়মতো চিকিৎসা না হলে তা থেকে Suppurative নিউমোনিয়া হয়ে থাকে। তা থেকে পরে পুঞ্জ ও

কার্যভিতির মধ্যে Infection প্রভূতি হয়ে এ রোগ সৃষ্টি করে। Staphylo pyogens এবং Strepto pyogens প্রভূতি Infection থেকে এরকম হতে পারে।

2. নিউমোনিয়ার সময় নাক, মূখ দিয়ে সেপটিক বীজাণু ফুসফুসে প্রবেশ করার জন্য হতে পারে।

3. মূখ ও নাকের ভেতরের Sepsis বা ঘা ক্ষত প্রভূতি থেকে পরে ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ—1. বৃকে ব্যথা, কষ্ট, নিশ্বাসে কষ্ট বৃদ্ধি প্রভূতি দেখা দিতে পারে।

2. কাশি, প্রচুর শ্বাস ও কাশ—কখনো গন্ধযুক্ত বা সামান্য রক্তযুক্ত গরের বের হতে পারে।

3. ব্যায়ামের জ্বর হতে পারে।

4. Neutrophil, লিউকোসাইট প্রচুর বৃদ্ধি পায় রক্তে।

5. বৃকের Wall—এ ব্যথা দেখা দিতে পারে।

6. জ্বরের সঙ্গে মাথাধরা, বমি বমি ভাব, বমি, গা জ্বালা, অরুচি প্রভূতি থাকতে পারে।

7. শরীর দুর্বল থাকতে পারে—ওজন কমে যেতে থাকে।

8. চিকিৎসা না হলে Abscess ফেটে যেতে পারে। তখন কাশির সঙ্গে পুঁজ রক্ত উঠতে পারে।

9. অনেক সময় রক্ত পুঁজ বের হতে থাকে তারপর খীর খীরে জ্বর কমে যেতে থাকে।

10. স্টেথোসকোপে ফুসফুসের Crepitation শোনা যেতে পারে।

### উপসর্গ

অনেক সময় ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে Pleurisy হয়ে থাকে। এবং ভরকের জ্বর, আচ্ছন্ন বা Coma প্রভূতি হয়ে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

2. এ থেকে Lung Abscess হতে পারে।

3. এ থেকে Cerebral Abscess হতে পারে।

### রোগ নির্ণয়

1. রোগ লক্ষণ থেকে বোঝা যায়।

2. কাশি বা গরের পরীক্ষায় Pus cell ও বিভিন্ন কক্রাস প্রভূতি পাওয়া যেতে পারে। Tubercle বা কক্স ব্যাসিলাস পাওয়া যায় না।

3. X-Ray পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়।

## শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক

যক্ষ্মারোগের বিভিন্ন ধরণ, লক্ষণ এবং বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সবকিছুর জন্য চিকিৎসা বিস্মৃতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন অবস্থা এবং বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী পৃথক পৃথক চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব চিন্তা করে অনুসরণ করতে হবে।

যক্ষ্মারোগের প্রাতঃষেধক শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো ব্যাসিলিনাম, টিউবারকিউলিনাম ৩০ বা ২০০। এই রোগের সর্ব অবস্থাতে এটি একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ভাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রতিরোধ ছাড়াও এটি রোগের প্রথম অবস্থায় একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

## আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পূর্ণ বিশ্রাম।
2. জ্বর অবস্থায় তরল পুষ্টিকর পথ্য। জ্বর ছাড়লে স্বাভাবিক মাসের ও উরকারীর বোল ও ভাত খেতে দিতে হবে।

## এলার্জিক রাইনাইটিস — ( Allergic Rhinitis )

কারণ — এতে ইনফেকশনজনিত এলার্জিক থেকে নাকের মধ্যে Congestion হয় এবং তার ফলে জলায় পদার্থ নাক দিয়ে বের হয়ে থাকে। কখনো এটি মাঝে মাঝে হতেই থাকে। কখনো বা ঋতু অনুযায়ী বা Seasonal হয়।

নাকের Mucosa-র উপরে 1 নং ধরনের Antigen Antibody-র রিঅ্যাকশনের ফলে এটি হয়। এই Antigen-গুলি ঘাস, ফুল, গাছপালা প্রভৃতি থেকে ক্রমে মানুষের দেহে আশ্রয় নেয়। এক ধরণের ঘাসের Antigen থেকে Hay Fever নামে ঋতুগত এলার্জিক রাইনাইটিস হয় এবং জ্বর হয়।

তাছাড়া বাড়ীর ধুলো, মৃত পশুর দেহে সৃষ্ট ফাফাস প্রভৃতির ইনফেকশন থেকেও এলার্জিক রাইনাইটিস হতে পারে।

লক্ষণ — 1. হঠাৎ হাঁচি শরৎ হয় ও মাথায় ভারবোধ হয়। নাকের মধ্যে সুড়সুড় করে।

2. নাক দিয়ে জল পড়ে এবং নাকে ব্যথা হয়। নিশ্বাস নাক দিয়ে নিতে কষ্ট হয় ফলে মূখ দিয়ে নিতে হয়।

3. কখনো কখনো চোখ দিয়ে জল পড়ে ও কনজাংটিভাইটিসও হতে পারে।

4. অনেক সময় এই সঙ্গে জ্বরও হতে পারে। মাথাধরা, মাথায় ভারবোধ প্রভৃতি থাকে।



রোগ নির্ণয়

1. ঠাণ্ডা লাগা, শীতবোধ, বেশি জ্বর, প্রভৃতি এতে হয় না।
2. কক্সাস ইনফেকশন থেকে হলে অনেক দ্রুত রোগ বেড়ে ওঠে।
- 3 Seasonal ধরনের রোগ—বর্ষা বা গ্রীষ্মকালে বেশি হয়। কখনো হেমন্ত-কালে খান কাটার সময় হয়।
4. হালকা ঠাণ্ডা পড়তে পড়তেই রোগ সেরে যায়। সর্দি পেকে ওঠা বা দীর্ঘস্থায়ী হবার লক্ষণ এতে থাকে না।

প্রতিষেধক —1. ফসল কাটার সময় গ্রামের দিকে গেলে বা গ্রামে থাকলে, সাবখানে দরজা জানলা বন্ধ করে থাকলে ও রৌদ্রে না ঘুরলে ও ঠাণ্ডা না লাগালে রোগ হবার আশংকা কম থাকে।

২ ঐ সময় অল্প Nuxvom 6 ঔষধ রোজ ব্যবহার করলে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

চিকিৎসা

শীতবোধ হলে ও শাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরলে, স্পিরিট কমফার ৫-৬ ফোঁটা অল্প পরিমাণে ছয় বার খেতে হবে। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয় এই রোগের প্রথম অবস্থায়, পা খসখসে, তৃষ্ণা, বার বার হাঁচির সঙ্গে সর্দি প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন ৩x খুব ভাল ঔষধ। এতে উপকার না হলে বিশেষভাবে সর্দি বসে যাবার উপক্রম হলে, শুকনো কাশি থাকলে, ব্রাইনোনিয়া ৩, ৩০।

নাক দিয়ে জল পড়া বা জ্বালা করে সর্দি বাড়লে, আর্সেনিক ৬।

বর্ষাকালে সর্দির পক্ষে ডাককামারা ৩ বিশেষ উপকারী। উপদংশ জনিত সর্দিতে অরাম ৩।

শিরঃপীড়া, তন্দ্রাভাব, শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণ হলে বিশেষতঃ গরমকাপের সর্দিতে, জেলসিমিয়াম ৩।

গাড় হৃদয় গয়ের উঠলে এবং প্রবোর ঘ্রাণ বা আশ্বাদ না পেলে, পালস্ ৬, ৩০।

সর্দি খুব বসে গেলে এবং গলায় ঘড়ঘড় শব্দ থাকলে, অ্যান্টিম টার্ট ৬।

সর্দি, শ্বাসকষ্ট, বৃকে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, ইপিফাক ৬, ল্যাকোসিস ৬, ফস্ফোরাস ৬।

নাক বন্ধ হয়ে বাওয়া বিশেষতঃ রাত্রির বেলা ও নবজাত শিশুদের :—

রাত্রির বেলা সর্দি শুকনো দিনের বেলা ঝরে, গাড় সর্দি ও মাথাভার লক্ষণে, নাক-ভর্মিকা ৩।

বায়বায় প্রবল হাঁচি, বেশি পরিমাণে নাক দিয়ে জল পড়া লক্ষণে, অ্যালিসিয়াম-সেপা ৬।

জলে ভিজ্জে ঠাণ্ডা লাগার জন্য সর্দিতে নেট্রাম সালফ ১২x, ৩০।

## এলার্জিক এলভিওলাইটিস্ ( Allergic Alveolitis )

কারণ—স্নানা ধরনের ধূলাবালি নাকের মধ্যে দিয়ে ব্রঙ্কাস ও ফুসফুসের Alveoli-তে গেলে তার ফলে এই রোগ হয়। তার ফলে ঐ সমস্ত অংশের wall গুলিতে জল জমে বা তরল পদার্থ জমে। তাছাড়া Polymorph, Lymphocyte ইত্যাদিও জমতে পারে। ভালভাবে স্টেথিসস্কোপ দিয়ে শুনলে তাতে সামান্য Crepitation শোনা যায়। X-Ray পরীক্ষাতে ফুসফুসে Diffused ছায়া দেখা যায়। Antigen প্রবেশ করে এটি হয় এবং যদি তা চলতে থাকে ও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে প্রবল Respiratory Damage সৃষ্টি করতে পারে।

ফুসফুসে প্রচুর Organic Dust প্রবেশ করার ফলেই এরকম অবস্থা হয়ে থাকে।

অনেক সময় এটি থেকে পরে আবার অন্য বীজাণুদের Infection হবে রোগ বৃদ্ধি হয় ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

লক্ষণ—1. প্রায়ই জ্বর হয়। কখনো অরুপ অরুপ হয়—কখনো হঠাৎ বেশি হয়। Allergic, Alveolitis, Acute বা ক্রনিক দু' ধরনের হতে পারে।

2. বৃকে খসখস বা ঘড়ঘড় শব্দ হতে পারে।

3. Cyanosis দেখা দিতে পারে।

4. হাঁপানির ভাব দেখা দিতে পারে।

5. বৃকে বাধা ও জ্বর বেশি হতে পারে যদি ঐ সঙ্গে অন্য বীজাণুদ্বারা Infection হয়।

## চিকিৎসা

তরুণ এলার্জিতে এপিস, আর্টিকা ইউরেসিস, ক্লোরায়াম ২x বিচ্চর্ণ।

পুরানো রোগে—চিনিলাম-সালফ ( পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ লক্ষণে ), আস' , এপিস, সালফ, ক্লোরায়াম ২x বিচ্চর্ণ।

পাকা গয়ের পেটের গোলবোগের দরুণ—অ্যা'স্টমক্লড, নাক্স-ডম, পালস'।

ঠান্ডা লেগে হলে—অ্যাকোন ( শীতকালের বারু, লাগার জন্য )।

অন্যান্য উপসর্গের জন্য অ্যাকোন ( জ্বর লক্ষণে ), ক্লোরায়াম ২x বিচ্চর্ণ ( বিছানার গরমে এলার্জি প্রকাশ পেলে ), ব্রাইয়ো হঠাৎ এলার্জি হলে )।

ইয়েসিনিয়া ৬ বা অ্যানাকার্ডিয়াম ৩০ মানসিক অবসন্নতা জনিভ রোগে।

কফিয়া ৩০ অনিদ্রাসহ রোগে। ব্রাইয়োনিয়া ৬ বা রাস টন্স ৩০ কিংবা সি'মিসিফিউগা ৩০। ( বাত রোগীদের পক্ষে ) ই'পকাক বা আর্সেনিক হাঁপানি রোগীদের পক্ষে।

পালসেটিলা ৩০, হাইড্রাস্টিস ৩x জ্বর, গোলবোগ জনিভ পীড়ায়।

বাত রোগীদের পক্ষে কলচিকাম ৩০।

অ্যাকোনাইট ৩x জ্বর, পিপাসা ও লালবর্ণের চুলকানির প্রকাশ পেলে।

আর্টিক্যুলাইটস ০২—পীড়াগর্ভাঙ্গের প্রান্ত ভাগ লালবর্ণ ও মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ, জ্বলাকর বা হৃদফোটানোর মত বেদনা অথবা অভ্যন্তর কুটকুট করা বা স্ফুটস্ফুট মন্ত করা, ফুলে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে।

### আনুর্ষিক ব্যাধি

1. পূর্ণ বিশ্রাম।
2. জ্বব অবস্থায় তরল পথ্যাদি।
3. জ্বব ছাড়লে মাছের ও তরকারীর পাতলা বোল ও ভাত দিতে হবে।

### ল্যারিংক্সের পক্ষাঘাত (Laryngeal Paralysis)

কারণ—ল্যারিংক্সের প্যারালিসিস্ দীর্ঘ সময়ের হতে পারে—

1. Organic বা যন্ত্রটির প্যারালিসিস্।
2. Functional বা যন্ত্রটির কাজের গোলমাল।

অর্গ্যানিক প্যারালিসিস্ নিম্নোক্ত কারণ গুলির জন্য হতে পারে—

1. ব্রেনস্টেমের কোনও অংশের কার্যের গোলমাল বা Lesion হবার জন্য।
2. ভেগাস্ নাভের্ টার্নিক ইনফেকশন জনিত Lesion হবার জন্য।
3. ল্যারিংগ্যাল নাভের্ ক্রিমার গোলমাল—টিউমার, এনিউরিজম্ প্রভৃতির জন্য। ফাংসান্যাল প্যারালিসিস্, হিষ্টিরিয়া রোগ প্রভৃতির জন্য হয়ে থাকে।

লক্ষণ—কণ্ঠস্বর কৰ্শ বা বিকৃত হয়ে থাকে। যদি একটি Vocal Cord আক্রান্ত হয় তাহলে কৰ্শতা কম হয়—দীর্ঘকাল হলে তা বেশি হয়।

2. অর্গ্যানিক প্যারালিসিস্ হলে কাশি হয়ে থাকে। গ্রটিসকে কৰ্ভর্গর্ভালি কণ্ঠ করতে পারে না বলে এইরকম কাশি হয়। কাশির সঙ্গে কিছু গয়ের বা ধ্বংস ওঠে না; হিষ্টিরিয়ার জন্য পক্ষাঘাত হলে কাশি হয় না।

3. ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস এবং শ্বাসকণ্ঠ মাঝে মাঝে হতে দেখা যায়।

4. এই ধরনের ল্যারিংক্সের প্যারালিসিস্ সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা জানার জন্য Laryngoscopy করার প্রয়োজন হয়।

এই লক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য ছোটখাট উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন দমবন্দ্য ভাব, কণ্ঠবাতী, বলতে অনিচ্ছা, গলায় মাঝে মাঝে বাখার ভাব ইত্যাদি।

### চিকিৎসা

দেহের বিভিন্ন অংশের সহিত পক্ষাঘাত জড়িত থাকলে তার জন্য প্রাথমিক ৬, ৩০ বা ফসফরাস ৬, ৩০ দিতে হবে।

বয়স্কদের জন্য ব্যারাইটা কার্ব, মার্কা কর, স্কিকউলাস্, কোর্নিয়াম প্রতিটি ৬, ৫০ বা ২০০ লক্ষণ ভেদে।

ল্যারিংক্সের পক্ষাঘাত লক্ষণে বিশেষ করে কিল্লী প্রদাহে জেলসিমিয়াম ৬, ৩০ বা কোনিয়াম ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

ট্যাংগুলা ৬, ৩০—সব ধরনের পক্ষাঘাতের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

স্ট্রিক্‌নিয়া ফস্‌ফোরিকাম্—২x, ৩x, ৬x সব ধরনের পক্ষাঘাতে অপূর্ব ফলাদেয়।

মস্তিস্কে রক্তমা এবং পক্ষাঘাতে বেলেডোনা ৩, ৬।

অচেতন ভাব, নিদ্রা, মূখ কাল্‌চে ভাব থাকলে ওপিয়াম ৫, ৬।

শ্বাসনালা, পক্ষাঘাত এবং দুর্বলতার, কর্ণিকাম্ ৩, ৬, ৩০।

স্পর্শ করলে বোধ হয় না লক্ষণ থাকলে—ককিউলাস ৩, ৬।

শুক্করস, ধ্বংস ও পক্ষাঘাতে ফস্‌ফরাস ৩, ৬, ৩০ বা ২০০।

হাম, বসন্ত প্রভৃতি বসে গিয়ে তার পর পক্ষাঘাতে—সাল্‌ফা ৬, ৩০, ২০০।

বৃকে আঘাত লাগার ইতিহাস থাকলে আণিকা মণ্ট ৬, ৩০ বা ২০০।

স্নায়ুশুল্কলের পীড়া থেকে পক্ষাঘাত হলে মার্কা সল্ ৬, ৩০ বা ২০০।

বায়োকৈমিক ঔষধ ক্যালি ফস্ ৩x, ৬x, ১২x বা ৩০x।

কাল্‌কেরিয়া ফস্ ৬x— ৩০x ভাল ফল দেয়।

### ল্যারিংক্সে বাধা

#### (Laryngeal Obstruction)

কারণ—ল্যারিংক্সে পথে বাধা বা Obstruction নানা কারণে হতে পারে—

- 1 ইনফ্লামেশনের জন্য বা এলার্জির জন্য Oedema।
2. ল্যারিংক্সের পেশীতে spasm প্রভৃতি।
- 4 অন্যান্য পদার্থ বা রোগীর বমির পদার্থ ল্যারিংক্সে প্রবেশ করে।
- 5 দুর্দিকের ভোক্যাল কর্ডের প্যারালিসিস্।
- 6 দুর্দিকের Fixation দেখা দেয় রিউম্যাটিজম, আরথ্রাইটিস প্রভৃতি রোগ হলে।

7 শিশুদের ডিপার্টিরিয়া রোগ হলে ল্যারিংক্সে বাধা বড়দের থেকেও শিশুদের বেশি হয়—তার কারণ হলো, ওদের Glottis-এর ছিদ্র ক্ষুদ্র হয়ে থাকে।

লক্ষণ—এটি নির্ভর করে Glottis পূর্ণভাবে বাধার দ্বারা বন্ধ হওয়া বা আংশিক বন্ধ হবার বা আংশিক বন্ধ না হবার ওপরে।

হঠাৎ কোনও বস্তু বা Foreign body ভেতরে প্রবেশ করে যদি বাধার সৃষ্টি করে তাহলে প্রচণ্ড দম বন্ধ ভাব বা এসফিক্সিয়া দেখা দেয়।

রোগী শ্বাস নেবার জন্য প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করে কিন্তু তাতে ব্যর্থ হতে পারে। তার ফলে Cyanosis হতে পারে অনেক সময়। যদি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করা

না যায় তাহলে রোগী জ্ঞান হারাতে পারে এবং মৃত্যু অবধি হতে পারে। 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হবার অশংকা।

যদি পূর্ণ বাধা না চলে আংশিক হয়, তাহলেও দমবন্ধ ভাব, কাশি, Cyanosis প্রভৃতি হয়। এক্ষেত্রেও যে কোনও সময় হঠাৎ পূর্ণ Paralysis হয়ে রোগী বা মৃত্যুর আশংকা থাকে।

ডিপার্টিবিয়া রোগে গলার মধ্যে পদা পড়ে যায় এবং তাব জন্য প্রথমে আংশিক ও পরে পূর্ণভাবে বাধার সৃষ্টি হয়ে রোগীর মৃত্যুব অশংকা দেখা যায়। শিশুদের হৃৎপিং কাশির জন্যও হতে পারে।

### চিকিৎসা

ডিপার্টিবিয়া রোগের জন্য ল্যারিংস্ক বন্ধ হলে—

ডিপার্টিবিয়ানা ৩০—২০০ প্রতি দ্রুত ঘণ্টা অন্তর এবং পরে মার্ক সায়েনেটাস ৬, ৩০ প্রতি ঘণ্টায়। ফাইটোল্যান্ডা মাদার পাঁচ ফোটা এক পাউন্ড জলে গুলে তা দিয়ে বার বার মূত্র খোয়ান ভাল। পচনশীল ভাবে মার্ক বিন্ আয়োড ১x উপকারী।

একিনেসিয়া মাদার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ—

ক্যালি মিউর ৬—চৌকি গিলতে কষ্ট ও বাধা।

জ্বালাভাব ও লালান্নাব—আর্সেনিক ৬, ৩০।

ক্যালি মিউর ৩x, ৬x, ১২x শ্রেষ্ঠ বায়োকেমিক ঔষধ।

স্বরবন্ধ প্রদাহে, কষ্টকর কাশি, দম আটকে আসা প্রভৃতি লক্ষণে, আয়কানাইট ৩x।

বেলেডোনা ৩, ৬ প্রবল জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, ল্যারিংস্কে বাধা, ফ্যা টাটানি প্রভৃতি।

স্পঞ্জিয়া ৩x বা আয়োডিন ৬—শুকনো কঠিন কাশি, শব্দ, সাই সাই শব্দসহ কাশি, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, গলায় কিহু আটকে থাকার মত ভাব।

গ্যাট চট্‌চটে হৃদয়ে গয়েব সহ কাশি, ক্যালি বাই ৩x, ৩, ৬।

গলা ভাঙা, ঘড় ঘড়ে কাশি ঠান্ডা বাতাসে রোগ বাড়ে, গরমে কমে—হিপার সালফার ৬, ৩০।

স্বরভঙ্গ, বৃক্কে ব্যথা, ল্যারিংস্কে বাধা ভাব প্রভৃতিতে কষ্টিকাম ৬, ১০।

দুর্বলতা, জ্বর, প্রবল পিপাসা, সর্বাঙ্গে জ্বালাভাব থাকলে আর্সেনিক ৩x, ৬, ৩০।

প্লুরোনে স্বরবন্ধ প্রদাহ থাকলে আর্জেন্টাম মেট ৬x, ৬, ৩০।

অতিরিক্ত চীৎকার, গান প্রভৃতির ইতিহাসে দ্রুত ফলপ্রদ আর্গিকা ৩, ৬, ৩০।

ব্লস্ক বা বৃক্কের অ্যালিউমেন ৬, ৩০।

ব্রঙ্কাপের মধ্যে বাধা

( Bronchial Obstruction )

কারণ—নানা কারণে এটি হতে পারে বলে আজ অবধি দেখা গেছে। যেমন—

1. টিউমার বা ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা বা Adenoma প্রভৃতি।
2. ট্রৌকিও ব্রঙ্কিয়াল লিম্ফ গ্রান্থির ব্যাধি যা অনেক সময় Tuberculosis থেকে হতে পারে।
3. বাইরের বস্তুর প্রবেশ।
4. ব্রঙ্কাপের মধ্যে রক্তের Clot ও Mucous জমে তাতে বাধা হতে পারে।
5. ঠিকমতো Expectoratation না হবার জন্য ব্রঙ্কাপের মধ্যে কফ জমে।
6. খুব কম ক্ষেত্রে অন্য কারণেও হতে পারে। যেমন এণ্ডার্টার Aneurism, যা দিকের এণ্ড্রিগামের অতি ব্যাধি, পেরিকার্ডিয়ামের Effusion প্রভৃতির জন্য।

ফলাফল—যখন বাধার জন্য ব্রঙ্কাপের ছিদ্র সরু হয়ে যায়, তা অল্প হলে খুব জর্য থাকে না। কিন্তু তা বেশি হলে তা থেকে Pulmonary Collapse আংশিকভাবে হতে পারে। একজন্য অনেক সময় নিউমোনিয়া হলে ও ঠিকমত চিকিৎসা না হলে তা থেকে পরে ব্রঙ্কাপের কার্সিনোমা হতে পারে। কখনো Infection অল্প মাত্রায় হয়—কখনো বেশী হয়, তা Pulmonary Suppuration বা Empyema পর্যন্ত হতে পারে।

ব্রঙ্কাপের বাধা তাই সব সময় ফুসফুসের ফাঁকে কিছ্ না কিছ্ বাধার সৃষ্টি করে।

লক্ষণ—1. টিউমার—যদি ব্রঙ্কাপের বাধা ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হতে হয়, তা হলে তার ফলে Pulmonary-Collapse দ্রুতভাবে হয়। এর সঙ্গে Empyema ও অনেক সময় কফ থাকতে পারে। Adenoma-র ব্যাধি কার্সিনোমার থেকে অনেক কম, তাই এতে সঙ্গত ততটা ক্লেশ দেখা যায় না।

2. লিম্ফ গ্রান্থির ব্যাধি থেকে—Tracheobronchial লিম্ফ গ্রান্থির ব্যাধি থেকে বাধা সৃষ্টি হতে পারে—শিশুদের ক্ষেত্রে এটি কখনো দেখা যায়। এটি থেকেও যদি গ্রান্থি খুব বেশি ব্যাধি পায় ও ঠিকমতো চিকিৎসা না হয়, তাহলে Pulmonary Collapse হতে পারে।

3. বাইরের বস্তু বা ফরেন বডি প্রবেশ—অনেক সময় বিষম লেগে Foreign body শেষ পর্যন্ত Trachea-তে চলে যায়, যা পরে ব্রঙ্কাপে প্রবেশ করে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়। তবে বড়দের ক্ষেত্রে কদাচিৎ হয়। তারপর সেখানে Infective বীজাণু জমে এবং তা থেকে Suppurative নিউমোনিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। তখন তাপব্যাধি, বৃককে ব্যাধি, কাশি প্রভৃতি দেখা যায়। X-Ray পরীক্ষা করলে এটি বোঝা যায়। যে কোনও ব্রঙ্কাপে বাধার জন্য এরূপ হয়।

4. ব্র-কাসে রক্ত জমাট বাঁধা। —বিভিন্ন রোগে এরূপ হতে পারে। হাঁপানি, বক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে ব্র-কাসে রক্ত, Mucous জমে Clot সৃষ্টি করতে পারে। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না করলে পরে Secondary Bacterial Infection হতে পারে :

5. কাশি বের না হবার জন্য —যেসব রোগী খুব দুর্বল অথচ বৃক্ক কাশি জমে, তারা দুর্বলতার জন্য কাশতে পারে না এবং Expectoration ঠিকমতো হয় না। ঐ কাশির বা Mucous ব্র-কাসে জমে বাধার সৃষ্টি করে। তা থেকে পরে Secondary Bacterial Infection হতে পারে।

### রোগ নির্ণয়

1. Bronchoscopic পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়
2. X-Ray-র দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়।

### চিকিৎসা

অ্যান্টিম টার্ট ৬, ৩০—এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ যে কোনও রকম ব্রিক্কিয়াল বাধা, বৃক্কের সাই সাই বা ঘড় ঘড় শব্দের এটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইপিকাক ৬, ৩০, ২০০ - ব্র-কাসে বাধা, বৃক্কের শব্দ, কাশি, বমিভাব লক্ষণে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হাঁপানী ভাব থাকলে গাটা ওরিয়েন্টালিস মাদার ৫ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে রোজ ৩-৪ বার।

এতে কাজ না হলে হাইড্রোসিসিয়ানিক এসিড্ ৩x, ৩x খুব ভাল ঔষধ।

বৃক্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে দমবন্ধ ও হাঁপানি ভাব থাকলে অ্যামব্রাডিসিয়া ৬, ৩০।

দমবন্ধ ভাব ও হাঁপানি ভাব থাকলে সেনেগা মাদার এবং স্যাম্বুকাস্ মাদার চার-পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ Alternate খেলে ভাল কাজ হয়।

অনেক সময় ব্যাসিলিনাম ২০০ সপ্তাহে একবার খাওয়ালে ভাল কাজ হয়।

দমবন্ধ ভাব, শয়নে অনিচ্ছা, রাতে যোগবৃদ্ধি, জ্বালাভাব থাকলে, আর্সেনিক ৬ ৩০ ভাল ফল দেয়।

কাশি, দমবন্ধ ভাব—বৃক্কের চাপবোধ লক্ষণে—স্ট্রোমোনিয়াম ৬, ৩০।

পেটে উর্ধ্ববায়ু, পেটের গ্যাস এবং তার জন্য কাশি, দমবন্ধ ভাব লক্ষণে, কার্বোডেক্স ৩০, ২০০।

প্রথম দ্রাবিতে ঘুমোবার পর দমবন্ধ ভাব বৃদ্ধি হলে অ্যারালিয়া রেসিহোসা মাদার রোজ ৩-৪ বার জলসহ খেতে হবে।

### বৃক্কের মধ্যে টিউমার ( Intrathoracic Tumour )

বৃক্কের টিউমার নানা স্থানে হতে পারে। যেমন ব্রঙ্কাস, ফুসফুস, দু'টি ফুসফুসের মাঝের Mediastinum-এর টিউমার প্রভৃতি।

ফুসফুসের বা শ্বাসতন্ত্রের কার্সিনোমা প্রবল ভাবে হয়—আবার শুন, কিডনী, জ্বায়ন্ড, ওভারী, টেস্টিস, থাইরয়েড প্রভৃতির ক্যানসার থেকে ফুসফুস প্রভৃতিতে Metastatic Deposit দেখা দিতে পারে।

### ব্রঙ্কাসের কার্সিনোমা বা ক্যান্সার

#### ( Bronchial Carcinoma )

ক্যানসার হোগের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা গেছে যে ব্রঙ্কাসের কার্সিনোমা, শতকরা 80 ভাগ পুরুষের এটি হয়। নারীদের ক্ষেত্রে এটি কম হয় অনেক। পুরুষের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ব্রঙ্কাসের কার্সিনোমা হতে পারে নারীদের ক্ষেত্রে। এটি আবার 45 থেকে 75 বছরের মধ্যে বেশি হতে দেখা যায়।

ব্রঙ্কাসের ক্যানসার একটি প্রধান কারণ হলো সিগারেট খাওয়া এবং যে যতো বেশি খায়, তার তত বেশি এই রোগ দেখা দেয়।

যারা সিগারেট খায় না, তাদের থেকে শতকরা 30 ভাগ বেশি এই রোগ হয় সিগারেট পানীদের ক্ষেত্রে।

গ্রামের লোকের চেয়ে শহরের লোকেরা এ বোগে বেশি মারা যায়—তার কারণ শহরের থেকে গ্রামের বাতাস অনেক বিশুদ্ধ।

ব্রঙ্কাসের এই টিউমার স্কোয়ারামাস, বা গুট্ সেল কার্সিনোমা এবং তা কখনো Adenocarcinoma হতে পারে এবং এটি ব্রঙ্কাসের এপিথেলিয়াম বা Mucous Cell থেকে উদ্ভূত হয়। এটি তারপর ব্রঙ্কাসের Deep স্তরগুলি এবং চারদিকের ফুসফুসের টিস্যুকে আক্রমণ করে থাকে।

কোনও প্রধান ব্রঙ্কাসকে আক্রমণ করলে এটি Infection এবং তাব সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌মোনারী কোল্যাপ্সের সৃষ্টি করে। এমন কি দু'বের সরু ব্রঙ্কাসের পর্ষন্ত টিউমার সৃষ্টি হয়ে বা ক্রমশঃ বেশি ব্যাপ্তি পেয়ে প্রচুর কোল্যাপ্স সৃষ্টি করতে পারে।

এটি টিউমারের Necrosis থেকে কার্সিনোমেটাস্ Lung Abscess পর্ষন্ত হতে পারে।

লিম্‌ফ্যাটিক দিয়ে গিয়ে এই টিউমার Pleural effusion সৃষ্টি করতে পারে। এটি বৃক্কের Wall কে আক্রমণ করে অভ্যন্তর যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে পারে।

এমন কি Intercostal Nerve এবং Bronchial Plexus—এও উদ্ভেজনার সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি Lymph Node আক্রান্ত হবার ফলে Mediastinumকে পর্ষন্ত আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। Phrenic, Recurrent Laryngeal Nerves, Sympathetic Trunk, উর্ধ্ব মহাশিরা, সর্পিরাঙ্গার ভেনাক্যাভা, পেরিকার্ডিয়াম,



ট্রৌকিয়া, খাদ্যানালী, Oesophagus পৰ্বন্ত এ থেকে আক্রান্ত হতে পারে এবং ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে।

রক্তের মাধ্যমে আবার যকৃত, হাড়, মস্তিষ্ক, আন্ড্রেন্যাল গ্রন্থি, কিডনী প্রভৃতিতে নানা Metastases ঘটতে পারে।

**জটিল উৎসর্গ**—ফুসফুস থেকে দেহের নানা স্থানে এভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঠিকমতো সার্জিক্যাল চিকিৎসা প্রভৃতি দ্রুত না হলে এক বছরের বা তার কম সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকে।

**লক্ষণ**—1. প্রথম আক্রমণকালে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়। কাশি হলো একটি সাধারণ লক্ষণ। এছাড়া অন্য লক্ষণ বিশেষ বোঝা যায় না।

2. Secondary Infection-এর পরিমাণের উপর গয়েরের চরিত্র নির্ভর করে।

3. তারপর সামান্য রক্ত উঠতে দেখা যায় গয়েরের সঙ্গে।

4. ফুসফুসের কোনও Lobe-Callapse হলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানির ভাব। আবার অনেক সময় রোগী ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে আগে থেকে ভুগলে এটি দেরীতে দেখা যায়।

5. অনেক সময় নিটমোনিয়ার লক্ষণ ও প্রুরাতে ব্যথা অনুভব করা যেতে পারে।

6. প্রুরাতে টিউমারের আক্রমণ হলে প্রুরার Effusion দেখা দিলে থাকে এবং তার সঙ্গে প্রচুর রক্ত থাকে।

7. অনেক সময় পরবর্তীকালে হাতেও ব্যথা দেখা যায়—তাব কারণ Intercostal স্নায়ু এবং Bracheal Plexus আক্রান্ত হয় বলে এটি হয়। অনেক সময় কোনও কোনও Rib নষ্ট হতে পারে এ থেকে।

8. পরবর্তীকালে রোগ বাড়লে, রোগের গতি পরিবর্তন, প্রস্রাবে রক্ত, চর্মে Nodule দেখা দিতে পারে। এছাড়া স্নায়ু আক্রান্ত হয়ে দেহের নানা স্থানের স্নায়বিক অক্ষমতা ও তার জন্য বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

**বৃক্কের চিহ্ন ও লক্ষণাদি**—1. প্রথম অবস্থায় বৃক্ক কোনও লক্ষণ দেখা বা বোঝা যায় না। এটি ব্রঙ্কাইটিস (ক্রনিক) বলে মনে হতে পারে প্রায় ক্ষেত্রেই।

1. ব্রঙ্কাসে বাধার সৃষ্টি হলে তখন Pulmonary Collapse ধরণের লক্ষণাদি দেখা যায়।

3. টিউমার বড় হলে তখন প্রুরার এফুশন দেখা দেয়।

4. প্রুরাতে ছড়িয়ে পড়লে ড্রাই বা এফুশনযুক্ত প্রুরিস দেখা যায়।

### রোগ নির্ণয়

1. এক্স-রে দ্বারা পরীক্ষা করলে বিভিন্ন অবস্থায় ভেদ অনুযায়ী নানা লক্ষণাদি দেখা যায়।

(a) কোন অংশের ঘন, গাঢ় Opacity দেখা দিতে পারে।

(b) ফুসফুসের Opacity-র সঙ্গে সঙ্গ Cavitation দেখা দিতে পারে।

(c) ফুসফুসের বিরাট অংশ বা একটি গোটা ফুসফুস Collapse হলে বিরাট অংশ জুড়ে এটি দেখা যায়।

(d) অনেক সময় প্রুরার Effusion দেখা যায়।

2. রৎস্কাশ্কাপি-র দ্বারা শতকরা প্রায় 60 ভাগ ক্ষেত্রে ফুসফুসের টিসু কিছুটা কেঁচু করে এনে Histological পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। এর দ্বারা সার্জিক্যাল চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে সূচীবাধা।

3. শ্বাস বয়সী ও বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রেই এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

4. দ্বারা বেশি সিগারেট খায় তাদের—হঠাৎ প্রুরার প্রবল বাধা হলে বা সামান্য রক্ত উঠতে থাকলে এ রোগ বলে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে। যদি অল্প দিনে আরোগ্য না হয় তাহলে ভালভাবে পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

### চিকিৎসা।

ক্যান্সার রোগের কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা আজ পর্যন্ত কোনও চিকিৎসাশাস্ত্রেই বের হয়নি। তবে প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে স্থানিক রেডি়াম রশ্মি প্রয়োগ কোন বড় হাসপাতাল থেকে করলে ভাল ফল দেয়।

রৎস্কাসে বা শ্বাসনালীতে ক্যান্সার হলে কার্সিনোমিন ৩০ বা ২০০ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পনেরোদিন বা একমাস পরপর সেব্য। এতে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

ন্যাজা বা কোব্রা ৬. ৩০ একটি ভাল ঔষধ—যদি প্রকৃত ক্যান্সার শব্দ হয়।

ল্যাক্সিস ৬, ৩০, ২০০ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—যদি গায়ে বা পাড়ে কাপড় রাখতে না পারে, শুকালোকর বাধা থাকলে আর্সেনিক ৬, ৩০ বা ২০০ শব্দ হয়।

রোগের প্রথম অবস্থায় হাইড্র্যাশ্টিস ১x থেকে ৩x বা ৬x ভাল ফল দেয়।

মাথা দপ্পদপ করা ভাব থাকলে বেলেজোনা ৬, ৩০ বা ২০০ ভাল ফল দেয়।

পা ঠাণ্ডা, মাথা গরম, রাতে শোবার পর রোগ বৃদ্ধি লক্ষণে, সালফার ৩০, ২০০ ভাল ঔষধ।

বৃক্ষে দমবন্ধ ভাব, রৎস্কাসে বাধাভাব থাকলে, অ্যান্টিম টার্ট ৬, ৩০।

বমি এবং বমিভাব লক্ষণে দিতে হবে, ইপিপাক ৬, ৩০।

এছাড়া অন্যান্য ঔষধের জন্য ক্যান্সার রোগের ঔষধাবলী দ্রষ্টব্য।

রৎস্কাসে রক্ত সঞ্চারে বাধা, পঙ্কজ সঞ্চার ভাব প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে। এ বিষয়ে মের্টারিয়া মোডিকা দেখতে হবে।

### আনুশঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

2. দ্রুত রোগ নিগূর্ণ ও চিকিৎসা ঠিকমতো করতে হবে অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা।

ব্রঙ্কাসে এডিনোমা  
( Bronchial Adenoma )

কারণ — এটি খুব কম হয় এবং কার্সিনোমাব চেয়ে কম বয়সে হয় । এটি পদ্রুঘ বা নারীর সমান ভাগে হয় । খাঁদও এটাকে বিনাইন টিউমার বলা হয় । ম্যালিগন্যান্সিটের কিছু কিছু লক্ষণ বহন করে । এই কারণে এ থেকেও metastases হতে পারে । Carcinoid ধরনের ব্রঙ্কিয়্যাল এডিনোমাও দেখা যায় । কি কারণে হয় তা অজানা ।

লক্ষণ — 1. এটি অনেক বছর ধরে চলে ।

2. মাঝে মাঝে collapse দেখা দেয় । তার ফলে ঐ ধরনের সব লক্ষণ দেখা যায় ।

রোগ নির্ণয়

ব্রঙ্কোস্কোপি কবে Histological পরীক্ষা করলে রোগ ধরা পড়ে ।

সেকেন্ডারী ফুসফুসের টিউমার  
( Secondary Lung's Tumour )

দেহের যে কোনও অংশের ম্যালিগন্যান্সিট টিউমার থেকে ফুসফুসের সেকেন্ডারী টিউমার হতে পারে । তার ফলে হিমপোর্টোসিস হতে পারে এবং টিউমারের লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।

বুকের শ্বনের ক্যানসার, পাকস্থলির ক্যানসার বা ব্রঙ্কাসের ক্যানসার থেকে এরকম হতে পারে । লিম্ফনালী গ্রাংহ প্রভৃতিব মাঝ দিঘে এভাবে নানা ধরনের ক্যানসার থেকে ফুসফুসের সেকেন্ডারী ক্যানসার হতে পারে ।

লক্ষণ ও চিকিৎসাদি সব আগের মতোই । তাই পৃথকভাবে তা আলোচনা করা হলো না । তবে এক্ষেত্রে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী দুই স্থানের চিকিৎসাই করা প্রয়োজন, না হলে রোগীর প্রাণ বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে ।

মিডিয়াস্টিনামের টিউমার ( Tumour of the Mediastinum )

কারণ ও প্রাণবীভাগ — কি কারণে টিউমার হয়, তা নির্ণয় করা যায় না । তবে বিনাইন ও ম্যালিগন্যান্সিট দু ধরনের টিউমার হতে পারে মিডিয়াস্টিনামে ।

1 লিম্ফ গ্রাংহর টিউমার —

- সেকেন্ডারী কার্সিনোমা— ব্রঙ্কাস বা শ্বন থেকে ।
- রেটিকিউলোসিস ( Reticulosis ) ।
- লিম্ফোসারকোমা ।
- লিউকিমিয়া ।

2. থাইমাসের টিউমার —

ম্যালিগন্যান্সিট থাইমোসা প্রভৃতি

## 3. কানেক্টিভ টিস্যুর টিউমার

- (a) ফাইব্রোমা ( বিনাইন ) ।
- (b) লাইপোমা ( ,, )
- (c) সারকোমা ( ম্যালিগন্যান্ট )

## 4. স্নায়ুর টিউমার — যেমন নিউরোফাইব্রোমা ।

## 5. বৃদ্ধিক্রমিত টিউমার ( Developmental ) এবং সিস্ট—

- (a) টের্যাটোমা ।
- (b) ডারময়েড সিস্ট ।
- (c) ব্রুকোজেনিত এবং প্রুরো পেরিকার্ডিয়্যাল সিস্ট ।

6. ৭ অন্যান্য কারণ থেকে মিডিয়াস্টিন্যাল টিউমার । এয়োটার এনিউরজম বাম অলিভের ( Atrium ) Aneurysmal Dilatation বৃক্কের মধ্যে গলটার লিম্ফ গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন ।

লক্ষণ — বিনাইন টিউমার — এগুলির আকারের প্রভেদ অনুযায়ী লক্ষণের প্রভেদ দেখা যায় । এদের থেকে কঠিন লক্ষণ কম দেখা যায় । অনেক সময় ধরা পড়ে না । বৃক্ক X-Ray করতে গিয়ে ছোট বিনাইন টিউমার ধরা পড়ে ।

খুব বেশি বড় হলে এটি শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস, ফুসফুসের টিস্যুতে চাপ সৃষ্টি, ট্রেক্সার ছিদ্রে চাপ দিলে তা ছোট করে দেওয়া প্রভৃতি দেখা দেয় ।

বৃক্কের উপর অংশে হলে, তা থেকে সর্পিয়ারির ভেনাকাভাতে চাপ সৃষ্টি হতে পারে ।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমার — এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় আকারে এবং দ্রুত চারপাশের বিভিন্ন অংশকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে নানা লক্ষণ দেখা যায় । বিভিন্ন অংশ আক্রান্ত হলে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায় ।

1. ট্রেক্সা আক্রান্ত হলে শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস, কাশি, খসখসে কাশি প্রভৃতি দেখা দেয় ।

2. ব্রুকাস আক্রান্ত হলে ফুসফুসের কোল্যাস, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা দেয় ।

3. এসোফেগাস আক্রান্ত হলে গিলতে কষ্ট দেখা যায় ।

4. ফ্রেনিক নার্ভ আক্রান্ত হলে ডায়ফ্রামের প্যারালিসিস দেখা দিতে পারে ।

5. ল্যারিংজিয়্যাল ( রেকার্ডে ) স্নায়ুর বাঁশিকেরটি আক্রান্ত হলে ভোকাল কর্ডের পক্ষাঘাত, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।

6. পেরিকার্ডিয়াম আক্রান্ত হলে পেরিকার্ডিয়ামে এফুশন বা তরল পদার্থ জমে হার্টের ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায় ।

7. সর্পিয়ারির ভেনাকাভা আক্রান্ত হলে ফোলা ( Oedema ) মাথা ও গলাতে Cyanosis, হাতের সায়ানোসিস ও আরও নানা লক্ষণ দেখা যায় ।

তাই দ্রুত মিডিয়াস্টিনামের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার ধরতে পারা যায় ।

রোগ নির্ণয় 1. X-Ray পরীক্ষার দ্বারা রোগ ধরা পড়ে ।

2. ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হলে তার দ্রুত রোগ বৃদ্ধির জন্য নানা লক্ষণ থেকে রোগ ধরা পড়ে।

3. Mediastinal লিম্ফ গ্রন্থির একটি কেটে Histological পরীক্ষা করলে রোগ ধরা পড়ে।

### ব্রঙ্কয়েক্টাটাসিস (Broncheactasis)

কারণ—ব্রঙ্কাসের অতিরিক্ত প্রসারণ বা Dilatation হলে তাকে বলা হয় ব্রঙ্কয়েক্টাটাসিস। ইহা তিনভাবে হতে পারে—

1. যখন ফুসফুসের কোল্যাপ্স থেকে ছোট ছোট ব্রঙ্কাসগুলিতে বাধা সৃষ্টি হয় এবং সেখানে তরল পদার্থ প্রভৃতি জমে থাকে, তখন সেই স্থানে চাপের ফলে বড় বড় ব্রঙ্কাইগুলির উপর চাপ সৃষ্টি হয়। তার ফলে ঐ গুলির দেওয়ালে চাপ পড়ে Dilatation হয়ে থাকে। প্রসারিত ব্রঙ্কাইগুলিতে Infection ছড়াবার আগে ছোট ছোট ব্রঙ্কাইগুলিকে পরিষ্কার করলে অনেক আবাম পাওয়া যায়। খুব বেশি পালমোনারী ইনফেকশনের জন্য হলে ব্রঙ্কয়েক্টাটাসিস স্থায়ী হতে পারে।

অনেক সময় প্রসারিত ব্রঙ্কাসের গভীর Layer-গুলি অক্রান্ত হলেও তা স্থায়ী হতে পারে। ফুসফুসের Abscess প্রভৃতিতে এরকম হতে পারে। কখনো বক্ষ্যা, লোবার নিউমোনিয়া প্রভৃতি থেকে এরকম হতে পারে।

2. ব্রঙ্কাসগুলির নির্দিষ্ট স্থান পার হয়ে গভীরতর অংশে পর্নজ জমলে তার জন্য ব্রঙ্কয়েক্টাটাসিস হতে পারে। একটি প্রধান ব্রঙ্কাস এভাবে আবদ্ধ হয়েও—অন্যগুলিতে প্রসারণ ঘটাতে পারে। বাইরের কস্তুর প্রবেশ, বক্ষ্যা, ব্রঙ্কাসের ক্যানসার প্রভৃতি থেকে এরকম হয়।

3. খুব কম ক্ষেত্রে জন্মগত Maldevelopment-এর জন্যও এরকম হতে পারে।

লক্ষণ—1. সরু ব্রঙ্কাসের মধ্যে পর্নজ জমলে, তার জন্যে ক্রমিক কাশি হতে পারে। ডোরে এটি বেশি হয়।

2. গন্দযুক্ত বা পর্নজযুক্ত গন্ধের উঠতে থাকে এর থেকে।

3. ফুসফুসের টিসু বা প্রবাহে ইনফ্রামেশন হলে জ্বর হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে এরকম হয়। এবনাদ, কাঁপুনি, ধূম, ঘাম হওয়া, বমি হওয়া, কাশি, খুব বেশি বের হওয়া প্রভৃতি হয় ঐসব ক্ষেত্রে এ নিউট্রোফিল বা শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি পায়।

4. ট্রাই প্রুইরিস হলেও জ্বর হয়।

5. অনেক সময় উপসর্গ হিসাবে Empyema দেখা দেয়।

6. বক্ষ্যা বা অন্য কারণে সরু সরু ব্রঙ্কাইটিতে তরল পদার্থ জমলে শরীরের

দুর্বলতা, বমি ভাব, ওজন কমে যাওয়া, রাতে ঘাম প্রভৃতি দেখা যায়। হাত অথবা পা ফুলে উঠতে পারে। কখনো ঘন ঘন কাশি বা গয়ের ওঠা দেখা যায়।

7. সরু রক্তাইগুলির মধ্যে Haemoptysis-এর জন্য রক্ত জমলে থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা যায়। যক্ষ্মা বা ক্যানসার প্রভৃতি থেকে এরকম হয়।

### রোগ নির্ণয়

1. প্রচুর গয়ের, রক্ত বা তরল পদার্থ সরু রক্তাসে জমলে স্টেটোস্কোপে সামান্য ক্রিপিটেশন পাওয়া যায়।

2. এক্স-রে পরীক্ষা—এক্স-রেতে রক্তাসের প্রসারণ বোঝা যায় না। তবে ঐ সঙ্গে ফুসফুসের কোল্যাপ্স বা ইনফ্লেশন থাকলে Radiological পরিবর্তন দেখা যাবেই।

3. রক্তোগ্রাফিক পরীক্ষায় সঠিক রোগ নির্ণয় হয়।

4. অনেক সময় ক্রান্তিক রক্তাইটিস থেকে এটি হয় এবং কখনো এর সঙ্গে যক্ষ্মা থাকতে পারে—তা রোগ নির্ণয়ের সময়ে মনে রাখতে হবে। টিউমার হলেও লক্ষণাদির দ্বারা ধরা পড়বে। থুথু পরীক্ষার দ্বারাও রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়।

### জটিল উপসর্গ

1. ঠিকমতো রোগ নির্ণয় করতে না পারলে ও চিকিৎসার দেরী হলে জটিল উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন—এমপাইমা, সেরিব্রাল অ্যাবসেস, Ameloidosis-প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

### চিকিৎসা

ভরণ্য প্রদানে—অ্যাকোইট, অ্যান্টিম টার্ট, ইপিপাক, গ্রাইয়োনিয়া, স্ফেয়ারাস, ক্যালি বাইক্রোম।

প্দুরোনো রোগে—অ্যান্টিম টার্ট—(সরল শ্লেষ্মা, কেলিবাই—কালো রঙের কফ। অথবা পুঞ্জের মত কফ। আমান কাব—(নিয়ত কাশি এবং স্বরবস্তুর মধ্যে যেন চুল আটকে আছে এই রকম বেগ)।

কাবো। ভেজ বা আর্সেনিক অস্বাভাবিক দুর্বল।

সাইলিসিয়া, ফস্ফো, সালফ, ক্যাঙ্কর, সমস্ত সময় আবশ্যিক হয়।

বোশি কফ উঠলে ক্রিয়োটোবিয়া খানিকটা রক্ত জলে তিন-চার ফোঁটা জেলে ঘ্রাণ নিলে কফ ওঠা বন্ধ হয় এবং তার দুর্গন্ধ বের কম হয়।)

ক্যানসার সন্দেহ হলে—কার্সিনোসিন ৩০, ২০০ পনেরো দিন বা এক মাস পর পর।

জ্বালাকর ব্যথা থাকলে, আসের্নিক ৬, ৩০, ২০০।

রোগের প্রথম অবস্থায় হাইড্রোস্টিস মাদার বা ১x ভাল ফল দেয়।

মাথাব দপ্ দপ্ করা ভাব থাকলে, বেলেডোনা ৬, ৩০।

বায়োকেমিক ক্যালি ফস ১x, ৩০x ভাল ফল দেয়।

ক্যানসার ধবছে সন্দেহ হলে ন্যাফা ৩০ বা স্যাক্টিনস ৩০। বর্ষে লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ ভাল ফল দেয়।

এ ছাড়া অন্যান্য উপসর্গ প্রভৃতির জন্য গ্রন্থ শেষে বেপার্টরী মিলির ঔষধ প্রয়োগ কবলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

### এমফাইসিমা পালমোনারী ( Emphysema Pulmonary )

কারণ—দেহে যে কোনও অংশে অতিরিক্ত বাতাস জমে তা ফুললে তাকেই এমফাইসিমা বলা যায়। মিডিয়স্টিনামের কোনও অংশে যথেষ্ট একম বাতাস জমতে পারে। বিশেষ করে কঠিন ব্রঙ্কিয়াল এ্যাজমা থেকে ফুসফুসের টিসু অক্ষয় হলে বৃক্কের দেওয়ালে কোনও Penetrating ক্ষত হলেও চামড়ার নিচে এমফাইসিমা হতে পারে এ থেকে।

1. ফুসফুসে এমফাইসিমা হতে পারে ব্রঙ্কিয়াল এ্যাজমা বোগ থেকে।
2. ক্লিনিক ব্রঙ্কাইটিস থেকেও এটি হতে পারে।
3. নানা বীজাণুর ইনফেকশন থেকেও এটি হতে পারে এবং তার ফলে

Alveolar overdistension হয়ে থাকে।

লক্ষণ—1. শ্বাসকষ্ট হতে থাকে ও তাব জন্য শাস্তভাবে আসে ( Extentional Dyspnoea )।

2. বয়স্ক লোকদের এটি বেশী হয়।
3. ট্রেকিয়াল দৈর্ঘ্য কমে যায়।
4. নিশ্বাস নেবার সময় স্ট্রাবনোম্যাস্টয়েড পেণীর সংকোচন হয়।
5. ক্লিনিক ব্রঙ্কাইটিসেব সঙ্গে মিলিত হলে তার লক্ষণ দেখা যায়—তা না হলে

সেগুদল দেখা যায় না।

রোগ নির্ণয়—1. X-Ray করলে ডায়ফ্রাম নিচু ও Flat দেখা যায়। ফুসফুসে Bullae দেখা যায়। ফুসফুসের ফিল্ড অর্ধস্বচ্ছ দেখায়। ফুসফুসের ধমনীর ছায়া অতিরিক্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

2. বাঁ দিকের Cardiac Failure দেখা দিতে পারে।
3. শ্বাসকষ্ট বা হয়, তা ক্লিনিক ব্রঙ্কাইটিস থেকেও হাঁপানির ক্ষেত্রে বেশি হয়।
4. অনেক সময় আপনা থেকেই Spontaneous Pneumothorax হয়ে যায়।

5. বক্ষা, ক্যানসার প্রভৃতি থেকে পার্থক্য করা যায় X-Ray ও Bacteriological পরীক্ষার মাধ্যমে।

## জটিল উপসর্গ

1. ফুসফুসের বাতাসের প্রবাহের Failure দেখা যায়।
2. ফুসফুসের Tension বৃদ্ধি পায় এবং ডানদিকের ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর দেখা দিতে পারে পরবর্তীকালে।
3. ফুসফুসে ছোট ছোট বা বড় Bullae সৃষ্টি হতে পারে।

## কাশিজনিত ফুসফুসের রোগ ( Occupation lung Diseases )

কারণ — যারা নিম্নমিতভাবে বাসস্থান প্রভৃতিতে কাজ করে তাদের ফুসফুসে Minerals-এর গন্ডো প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

যারা অন্য কাজ করে তাদের Organic Dust ফুসফুসে প্রবেশ করেও নানা রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

- লক্ষণ — 1. শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির ভাব দেখা দিতে পারে।
2. কাশি চলতে থাকলে সহজে সারে না।
  3. ক্রমিক ব্রঙ্কাইটিস হয়ে তার লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে পারে।
  4. রোগ বৃদ্ধি হলে আঙ্গুলে মোটা ভাব ( Clubbing ) দেখা দিতে পারে।
  5. কহলাখিনির শ্রমিকদের কফ কালচে হতে পারে।
  6. পরবর্তী জটিল উপসর্গ হিসাবে Right Ventricle-এর ফেলিওর দেখা দেয়।

7. প্রথম অবস্থায় বুক পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া যায় না।
- রোগ বৃদ্ধি হলে ক্রমিক ব্রঙ্কাইটিস বা ব্রঙ্কোইটিসের লক্ষণ দেখা যায়।
- এস-রে পরীক্ষা — প্রথম অবস্থায় তেমন লক্ষণাদি দেখা যায় না—তবে পরবর্তীকালে টি. বি. ধরনের চিহ্ন দেখা যায়। কখনো বা স্থানের Massive Fibrosis হয় ও তা ধরা পড়ে এস-রে পরীক্ষার দ্বারা।

## রোগ নির্ণয়

1. রোগীর পেশী থেকে আন্দাজ করা যায়। লক্ষণাদি অবশ্য ক্রমিক ব্রঙ্কাইটিস ধরনের বা হাঁপানির ধরনের মনে হতে পারে।

## উপসর্গ

1. অনেক সময় এ থেকে যক্ষ্মা হতে পারে।
2. অনেক সময় এ থেকে ব্রঙ্কাইটিসের ক্যানসার দেখা দিতে পারে।

## প্রতিরোধ

1. মৃৎখোস পরে কাজ করা।
2. উপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা।
3. রোগের প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সর্বদা কত'ব্য।



চিকিৎসা

মাঝে মাঝে দমবন্ধ হওয়া; ভাব এবং হাঁপানি ভাবে রাত্রি ওরিয়েন্ট্যালিস মাদার খুব ভাল ফল দেয়।

বৃক্ক এবং শিশুদের রোগে হাইড্রোসিয়ামিক এসিড ৩২ উপকারী।

শ্বাসকষ্ট, মৃত্যুভয় প্রভৃতি লক্ষণে, আ কোন ইট ৩x বেশ ভাল ফল দেয়।

বমনেচ্ছা, শ্বাসকষ্ট, বৃক্ক চাপবোধ, ঘড় ঘড় পদ প্রভৃতিতে হাঁপকাক .x—৬ অথবা অ্যান্টিম টার্ট ৩, ৬।

রাতে রোগ বৃক্ক, শয়নে অনিচ্ছা, রক্তস্বপ্নপতা—ডায়ের্নিক ৬, ৩০।

কাশবার সময় দম বন্ধ হবার উপক্রম, মূত্র নীলবর্ণ ভাব, বৃক্ক চাপবোধ স্ট্র্যামোনিয়াম ৬, ৩০।

বমি, বমনেচ্ছা, পেটে যেন কোন কঠিন বস্তু আটকে আছে, বৃক্ক চাপবোধ লোবেলিয়া মাদার বা ৩।

নড়াচড়ায় বৃক্ক কাম্বিকাঠিনা, বমনেচ্ছা, মূচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, সায়োনিয়া ৬।

নিদ্রাকালে কষ্ট, চর্মরোগ প্রভৃতি বিষয়ের ইতিহাস থাকলে, সাল্ফার ৩), ২০০।

স্বরভঙ্গ, জোরে জোরে শ্বাস, হাঁপানি প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে, ফস্ফরাস ৬।

ব্যাসিলিনাম ৩০ বা ২০০ অনেক সময় খুব ভাল ফল দিয়ে থাকে।

সেনেগা মাদার ও স্যাম্বুকাস্ মাদার Alternate করে চাব-পাঁচ ফোঁটা করে রোজ কয়েকবার খেলে সফল দেয়।

বয়স্ক রোগী, উর্দুবায়ু লক্ষণে, কার্বো ভেজ ৩০, ২০০।

প্রথম রাত্রির নিদ্রার পর কষ্ট লক্ষণে অ্যানোলিন্থা রেসিমোসা মাদার উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. খোলা বাতাসযুক্ত ঘরে থাকা।
2. উপযুক্ত স্বাস্থ্যপ্রদ সূপথ্য দিতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি দিতে হবে।
3. রোগ থাকা অবস্থায় বিশ্রাম। রোগ কমলে পেশা পরিবর্তন করা উচিত।

ফুসফুসের টিসুদের জন্য রোগ ( Intestinal Lung Diseases )

কারণ—নানা কারণে ফুসফুসের টিসুদের রোগ হতে পারে। যেমন—

1. ক্লিনিক ফুসফুস ট্রীডমা ( ফেলা )।
2. এলার্জিক এল্‌ভিওলাইটিস।
3. এল্‌ভিওলাইটিস থেকে ফ্রাইব্রোসিস।
4. ধূলাবালি জমা বা সঙ্কয় ছোট ছোট বাইরের বস্তু গিয়ে তার ফলে ফ্রাইব্রোসিস।

5. চিকিৎসার জন্য গভীর এক্স-রে বোর্শাদিন প্রয়োগের ফলে ফুসফুসের টিস্যুর ক্ষতি।

6. সারকয়েডোসিস ( Sarcoidosis ) প্রভৃতি।

লক্ষণ—1. ফাইব্রোসিস বোর্শা মাঠায় হলে তাব জন্য হাঁপানির লক্ষণ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

2. স্ট্রীডমা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নানা বোগ থেকে এটি হতে পারে। যেমন—ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ক্যানসার, ব্রঙ্কোয়েকটাসিস, পেণাগত কারণ প্রভৃতি।

3. সারকয়েডোসিস হলো একটি রোগ যা অনেকটা যক্ষ্মাব Folicile-এর মত সৃষ্টি হয় কিন্তু যক্ষ্মা বীজগন্ধ থাকে না দেখে। এর কাবণ অজ্ঞাত। কোনও বীজগন্ধ থেকে এটি হয় বলেই প্রকাশ পাওয়া যায় না। অনেক সময় আবার এ থেকে ফাইব্রোসিস টিস্যু সৃষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে নানা লক্ষণ প্রকাশ দেখা দিতে পারে।

(a) লিম্ফ গ্রন্থিব বৃদ্ধি হতে পারে।

(b) অনেক সময় শূন্যতে জ্বর দেখা দিতে পারে।

(c) অনেক সময় দু'পাশের প্যারিটিড গ্রন্থি প্রভৃতির বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে।

(d) অনেক সময় এটি ক্রনিক হয়ে দাঁড়ায় এবং এ ফলে যে সব অংশে এটি হয় তার স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। এ ফলে ফুসফুসের ভল্যুম ( Volume ) কমে যায়। অনেক সময় দীর্ঘ দিন এতে ভূগতে থাকলে তাব ফলে কার্ডিয়াক ফেলিওর দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয় করা যায়। X-Ray-তে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। লিম্ফ গ্রন্থিব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শূন্যতে বীজগন্ধ থাকে না এ থেকে।

### চিকিৎসা

এই রোগের তরুণ অবস্থায় অ্যাসিড হাইড্রো ৩x ভাল কাজ দেয়।

হাঁপানি বা দমবন্ধ ভাব থাকলে ব্র'টা ও'সিয়েন'্যালিস' মাদার বা ৩ উপকারী।

প্রবল কাশি, কণ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, সামনে ঝড়কলে কমে—ক্যালি কার্ব' ৩০ বা ২০।

বায়োকেমিক ক্যালি মিউর ৩x-৩০x বা ক্যালি ফস্ ৬x অনেক সময় খুব ভাল ফল দেয়।

রোগের প্রথম অবস্থায়—অ্যাকোন ন্যাপ্ বা অ্যাকোন' র্যাডিও মাদার, ইপিপাক, কুপ্রাম, লোবেলিয়া, সেনেগা মাদার, নেত্রাম সাল্ফ, অ্যান্ড্রি নাইট্র'ট মাদার প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

পুরোনো রোগে—অর্সেনিক, ক্যালি হাইড্রো, নাক্স, সল্ফার, অর্জ' নাই, প্লাম্বাম্, কার্ভউলাস্ প্রভৃতি লক্ষণ মিলিয়ে।

চর্মপীড়া বসে গিয়ে রোগে—জিঙ্কাম, সালফার বা গ্র্যাফাইটিস্।

শিশুদের রোগে—ইপিপাক, স্যাম্বুকাস্, জেল্'সিমিয়াম।

## হার্টের বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা

ভারতের বৃক্কে বর্তমানে হার্টের রোগ বিপুল হারে বেড়ে চলেছে। আগেকার দিনে চিকিৎসকরা একটি কথা বলতেন—তা হলে! এই যে হার্টের রোগ হলো ধনীদের রোগ। গরীবদের এ রোগ বেশি হয় না। মধ্যবিত্তদের সামান্য কিছু হয়।

কিন্তু বর্তমানে একথা মোটেই খাটে না। ধনী দরিদ্র সবাই একটি অতি সাধারণ অথচ ভয়াবহ রোগ হলো হার্টের রোগ। এটি সংখ্যায় বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছে—অথচ এটি একটি মারাত্মক রোগ।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের শহর ও শহরতলী অঞ্চলের একটি অতি সাধারণ রোগ হলো নানা ধরণের হার্টের রোগ। সাধারণতঃ পঞ্চাশ বছর পার হলেই প্রতি দশ জনের মধ্যে প্রায় 7-8 জন লোক বলেন যে, তাঁরা হার্টের রোগে ভুগছেন এবং হার্ট পরীক্ষার জন্য তাঁদের যেতে হয় কাঁড়লজিস্টদের কাছে।

আরও একটি পধান কথা হলো এই যে, প্রতি পাঁচ জন লোকের মধ্যে আক্রান্ত হন একজন নারী। মাত্র পনেরো-কুড়ি বছর আগেও এই রোগ ছিল পনেরোজন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে একজন নারী, কিন্তু ধীরে ধীরে নারীদের হার্টের রোগ বেড়ে এই অবস্থায় এসে ঠেকেছে।

নারীরা হার্টের রোগে কম আক্রান্ত হন একথা ঠিক। তার কারণ হলো তাদের দেহে যে এসট্রোন ও প্রজেসট্রোন হরমোন সৃষ্টি হয়, তা তাদের হার্টকে রক্ষা করে—বিশেষ করে তা করোনারী ধমনীকে রক্ষা করে।

তাই যৌবনে নারীরা হার্টের রোগে বেশি কষ্ট পায় না।

কিন্তু চল্লিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর পার হবার পর দেহে এই হরমোন সৃষ্টি ও তার ক্রিয়া কমে আসে। তখন এ রোগ অতি সহজেই হতে পারে।

কিন্তু আজকাল তরুণ-তরুণীদের এ-রোগ হচ্ছে। এ বিষয়ে তাই গবেষণা চলছে।

বিশেষজ্ঞরা একথা বলেন যে, নারীরা বার্থ কন্ট্রোল ঔষধ ও ট্যাবলেট খাবার ফলেই তাদের হার্টের রোগের প্রবণতা বাড়ছে। ইহা নারীদের দেহের হরমোনের ক্রিয়াকে বন্ধ করে গর্ভ ধারণ বন্ধ করে। তাদের পিলগুলির কাজ হলো হরমোনের কাজকে নিউট্রলাইজ করা। তখন দেখা যায় হার্টের রোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তাছাড়া এর ফলে রক্তের Cholesterol (কোলেস্টেরল) বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণে হার্টের ট্রাবল দেখা দেয়—এটি হার্ট ট্রাবলের একটি প্রধান কারণ।

আমরা জানি হার্ট হলো দেহের সমস্ত রক্তকে পাম্প করে সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়া এবং অশুদ্ধ রক্তকে গ্রহণ করে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেবার যন্ত্র। এটি চারটি কক্ষক বিভক্ত। এই হার্টকে আবার রক্ত সরবরাহ করে ধমনী ও শিরা।

এখন হাটের নানা রকমের রোগ হয়, তার মধ্যে প্রধান হলো, তিন ধরনের রোগ।

1. জন্মগত বা Congenital হাটের রোগ।
2. রিউম্যাটিক জ্বর প্রভৃতি কারণে হাটের রোগ।
3. করোনারী ধমনীর জন্য হাটের রোগ।

জন্মগত হাটের গোলমাল যাদের হয়—তাদের দেহে হাটের গঠন শূন্য হওয়া থেকেই তাদের গোলমাল হয়ে থাকে। মাতৃগর্ভে জন্ম যখন তিন মাসের থাকে, তখন তাদের হাটের গঠনের মধ্যে গোলমাল থাকে। এসব শিশু জন্ম নেবার পরও তাদের হাটের গোলমাল থেকেই যায় এবং হাটের রোগ চলতে থাকে। প্রথম অবস্থায় এদের রোগ ধরা পড়লে কেবল তখনই চিকিৎসা চলে।

বয়স বেশি বৃদ্ধি পেলে এদের হাটের রোগ সারার সম্ভাবনা থাকে খুব কম। তাদের হাটের গঠনের গোলমাল নানা প্রকার হতে পারে। যেমন—

1. হাটের দুটো সেপটামের মধ্যে ফুটো।
2. পালমোনারী ভাল্‌ব বা ফুসফুসে রক্ত যাবার ধমনীর মুখের ভাল্‌বে রক্ত প্রবাহে বাধা বা Obstruction।
3. এয়োর্টা বাম ভেন্ট্রিকল থেকে না উঠে দুটি থেকেই আংশিকভাবে ওঠা।
4. এয়োর্টার ভাল্‌বের গঠন ঠিক না হবার জন্য। রক্তে কিছু অংশ ফিরে আসা বা এয়োর্টিক রিগারাজেশন।

এসব গোলমালের জন্য ঔষধাদি দিয়ে যদি চিকিৎসা করা যায়—তাহলে রোগ হবার সুযোগ থাকে না। কারণ এসব কেস মেডিক্যাল কেস নয়। এগুলি পুরোপুরি সার্জিক্যাল কেস।

জন্মগত রোগের আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগ হলো ব্লু বেবি বা নীল শিশু। এদের দেহে বিশুদ্ধ বা অক্সিজেনেচেন্দ্র রক্ত তেমন থাকে না। তাতে কাবন-ডাই অক্সাইড (Co<sub>2</sub>) কিছু থাকে, তার ফলে রক্ত নীলাভ দেখায়।

তাই এদের বলা হয় ব্লু বেবি। এদের হাটের জন্মগত গোলমাল থাকে। যেমন—ভেন্ট্রিকল-এর সেপটামে গর্ত অথবা পালমোনারী ভাল্‌ব বা এয়োর্টিক ভাল্‌বের রক্ত প্রবাহে Obstruction প্রভৃতি।

রিউম্যাটিক হাট হয় রিউম্যাটিক ফিভার থেকে। এই জ্বরে গাটে বাধা হয়। কিন্তু হাটের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। তাছাড়াও এলাঁজ, সেপটিক টেনসিল প্রভৃতি কারণেও এটি হতে পারে একথা স্বীকার। কখনো কখনো মাইট্র্যাল ভাল্‌বের গোলমাল হয়—যার ফলে মাইট্র্যাল স্টেনোসিস হয়। এক্ষেত্রে অপারেশন প্রয়োজন হয় এবং তাতে এ রোগ সারে। রিউম্যাটিক ফিভারও চিকিৎসা করলে সারে এবং তার ফলে হাটের রোগও কমে আসে।

যদি মাইট্র্যাল ভাল্‌বের গোলমাল একাধিক কারণ মিলে হয়, তাহলে তাকে বলে মাইট্র্যাল ইম্পার্ডিস রোগ। এক্ষেত্রেও সার্জারীর দ্বারা মাইট্র্যাল ভাল্‌ব পাণ্ডে

ফেলতে হয়। কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকের বিধানগুলি ঠিকমতো মেনে না চললে অপারেশন ব্যর্থ হতে পারে।

আজকাল ভারতে বিদেশ থেকে কৃত্রিম ভাল্ব আনা হয় এবং এদেশের সার্জনরা অপারেশন করে কৃত্রিম ভাল্ব যুক্ত করতে পারেন। ভাষ্যে এই ধরনের যন্ত্র বের করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। একে বলে Demand Pace Maker।

করেনার। ধমনী জন্য হাটের রোগ পঞ্চাশ বছর পার হবার পর এটি সাধারণ রোগ। কিন্তু আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার অনেক আগেও এই রোগ আক্রমণ করতে পারে। এমন কি কুড়-বাইশ বছর বয়সেও আক্রমণ করার ইতিহাস পাওয়া যায়। এই রোগে রক্তে একটি জমাট বাঁধায় প্রবণতা দেখা যায়। তার ফলে হাটের পেশীতে রক্ত সরবরাহ করে যে করোনারী ধমনী ও শিরা তাতে রক্ত জমাট বেঁধে যায় ও তাব ফলে বাধার সৃষ্টি হয়।

তখন রক্ত সরবরাহ ও পৃষ্টির অভাবে হাটের পেশীগুলি হয় দুর্বল বা মৃত। তাদের ক্ষমতা কমে যায় - কিছু কিছু পেশীর টিসু দুর্বল বা মৃত হয়। তাদের ক্ষমতাও কমে যায়। হাটের পেশীগুলি All or None Law মেনে চলে। তাই কতকগুলি বেশি টিসু মৃত হলে সব টিসুই ক্রিয়াহীন বন্ধ হয়ে হাটকে বন্ধ করে দেয় বা হাট ফেঁসেওর হয়ে থাকে।

হাটের বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, নানা কারণে এই রোগ শুরুর হতে পারে। যেমন—

1. দ্রুত জীবনযাত্রার প্রবাহ।
2. সর্বদা নানা প্রকার দুর্ভাবনা ও উত্তেজনার মাঝে দিন কাটানো।
3. খদ্যের গোলমাল ও তাতে বেশি চর্বি থাকা—যা ঠিক মতো ব্যায়িত হয় না।
4. শরীর মোটা হওয়া।
5. ব্যায়ামের অভাব।
6. অতিরিক্ত শারীরিক চাপ বা মানসিক অবদমন।
7. ডায়াবেটিস রোগে ভোগা।
8. রক্তের উচ্চচাপ ও ভ্যাসো কন্সট্রিকশন ( Vaso Constriction )।

এতে হঠাৎ বৃকের মাঝামাঝি স্থানে প্রচণ্ড ব্যথা ও দমবন্ধ হবার ভাব দেখা যায়। ব্যথা হয় বেশির ভাগ বাঁ দিকে, কখনো কখনো মাঝে বা ডান দিকে। এই থেকে ব্যথা বাঁ কাঁধ, বাঁ হাত বা বাহুতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় চোয়ালে বা পিঠে ব্যথা দেখা যায়।

বেশি কাজ করলে ব্যথা বৃদ্ধি পায়। বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমে আসতে থাকে। কিন্তু যদি আধ ঘণ্টার বেশি ব্যথা থেকেই যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘাম হয় এবং শরীর ঠান্ডা হয় বা Collapse-এর ভাব আসে তাহলে বৃকতে হবে যে, নিশ্চয়ই লোকটির কঠিন হাটের আক্রমণ হয়েছে। দমবন্ধ হওয়া, মাথা ঘোঁরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অতিরিক্ত অস্থিরতা, স্তানপোষ প্রভৃতি ভাবও বৃকের এই ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

বর্তমানের চিকিৎসার পদ্ধতি অনুযায়ী রোগীকে ভাল স্পেশালিস্ট চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করলে রোগ অনায়াসে আরোগ্য হবার আশা থাকে। চিকিৎসকেরা সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করেন এবং তাতে বোগ ধরা পড়লে ভাল চিকিৎসা শুরুর করেন।

চিকিৎসকের বিধান পূর্ণ না মেনে চললে কিম্বা বিপদ হয়। কারণ সাধারণ চিকিৎসক প্রথম অবস্থায় এই ব্যাধিকে পেটের বা পাকস্থলির ব্যথা বলে ভুল কবতে পারেন। তাই এইবকম ব্যাথা হলেই সঙ্গে সঙ্গে হার্ট স্পেশালিস্ট বা কার্ডিওলজিস্টের দ্বারা চিকিৎসা করানো উচিত। সময় মত চিকিৎসা না হলে তাব ফলে বিপদ বেশী হতে পারে।

আর এক ধরনের রোগ হলো উচ্চ রক্ত চাপ বা হাই ব্লাড প্রেসার। এটি অনেক সময় বংশগত রোগ—তবে তা ছাড়াও এ রোগ হতে পারে। অতিবিস্তৃত চর্বি জাতীয় খাদ্য খাওয়া, ব্যায়াম না করা, অতিবিস্তৃত মানসিক উত্তেজনা, স্ট্রোক, হাইটস, প্রভৃতি, ও হৃদযন্ত্রের রোগ থেকে এ বোগ হবার প্রবণতা দেখা যায়। ডায়াবেটিস বোগীদের এটি হতে পারে।

এটি প্রায়ই বন্ধ করা যায় লবণ খাওয়া বন্ধ করে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কবে মানসিক বিশ্রাম, সামান্য সিডেটিভ বা প্রেসার কমাবার ঔষধ দিলে এবং পায়খানা পরিষ্কার রাখলে।

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে এসব রোগীকে নিয়মিত হালকা জোলাপ দিতে হবে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিকমতো মেনে চলতে হবে। চিকিৎসকেরা বলেন এসব না মানলে এ থেকে হার্টের অন্য রোগ, মাথার সেরিব্রাল স্ট্রোক প্রভৃতি রোগ হতে পারে। অনেক সময় এ থেকে দেহের আংশিক পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস বা শেষ পর্যন্ত তা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

করোনারী ধমনীর জন্য হার্ট আক্রান্ত হলে তার প্রধান লক্ষণ হলো দমবন্ধ ভাব। আর প্রেসার বেশী হবার জন্য সেরিব্রাল স্ট্রোক হলে তার প্রধান লক্ষণ হলো মাথাধরা, মাথাঘেঁষা প্রভৃতি লক্ষণগুলি।

অনেক সময় আবার কিছুর না ঘটে, হঠাৎ রোগী মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যায় অথবা তাপের দেহের আংশিক পক্ষাঘাত হয়। অনেক সময় আবার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, তা শব্দ চিহ্ন—কারণ তাতে রক্তের কাজ কমে এবং রোগী কিছুর রক্তপাত হবার পর সূক্ষ্মবোধ করে।

এইসব রোগীকে অস্ত্রচেন দিতে হবে, তাদের গলা ও শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে। অনেক সময় এইসব রোগীর রক্তের চাপ কমাতে চেষ্টা করার জন্য লাম্বার পাংচার করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হচ্ছে।

চিকিৎসকের মতে হার্টের রোগীদের ধূমপান নিষেধ। তার কারণ হলো ধূমপানের ফলে নিকোটিন দেহে কাজ করে। এই নিকোটিন রক্তনালীকে সংকুচিত (Constrict) করে—যা হার্টের করোনারী বা উচ্চ ব্লাড প্রেসার সব রোগীর পক্ষেই ক্ষতিকর।

তাছাড়া ধূমপানে রক্তের কোলেস্টেরল বেড়ে যায় এবং তার ফলে কখনো করোনারী ধমনীর প্যাজম বা তাঁর সংকোচন ঘটে থাকে।

যাদের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর বৃদ্ধি ব্যথা হয় এবং বিশ্রাম নিলে তা সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়, তাদের বন্যা হয় Angina pectoris রোগ। তাদের কখনও খুব বেশি শ্রম করা উচিত নয়। ব্যথা বেশি হলে জিহ্বার তলে একটি Trinitrite ট্যাবলেট রাখলে কমে যায়।

আর এক ধরনের কঠিন রোগ হল স্ট্রোক—অ্যাডাম সিণ্ড্রোম। তাতে হঠাৎ হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে যায় ও হার্ট ফেল করে। এর মূলে কিন্তু থাকে করোনারী ধমনীর রোগ। এর ফলে হার্টের পেশীর সরবরাহকারী স্নায়ু অবজো হয়ে যায় এবং তার ফলে হার্ট বন্ধ হয়ে যায় বা হার্টের Failure ঘটে।

এই রোগে বা হঠাৎ হার্ট যে কোন কারণে ফেল করলে, সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম হার্ট বা ডিমান্ড পেস মেকার (Demand Pace Maker) বসিয়ে আজকাল বিশেষজ্ঞরা চিকিৎসা করেন। সার্জিক্যাল অপারেশন করে এটি বসানো হয়। যতক্ষণ হার্ট নিজের ক্ষমতায় পূর্ণ যতক্ষণ এটি কাজ করে না—আবার যখন তা হয় না তখন এটি কাজ করে হার্টের পার্বর্তে এবং রোগী ঠিক মতো জীবিত থাকে। এর ফলে অনেক মূল্যবান জীবন রক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু এই যন্ত্রটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করে—তারপর অর্থাৎ কয়েক বছর পর পালেট ফেলতে হয়। তবে আজীবন কর্মক্ষম Pace Maker তৈরীর চেষ্টা বিদেশে বিশেষজ্ঞরা করে চলেছেন। এই কৃত্রিম হার্টের ফলে অনেক মূল্যবান জীবন রক্ষা পাচ্ছে।

বর্তমান সমীক্ষা অনুযায়ী হার্টের রোগীদের মধ্যে শতকরা 50টি হলো করোনারী রোগ, 12টি হৃৎপ্রসার, 15টি রিউম্যাটিক হার্টের রোগ, 10টি ফুসফুসজনিত হার্টের রোগ, 3টি জন্মগত রোগী এবং 10 অন্যান্য হার্টের রোগী।

হার্ট আক্রান্ত যত না হয়, এজন্য বিশেষজ্ঞরা যে সব সতর্কবাণী করেছেন, তা অবশ্য মেনে চলা কর্তব্য—

1. ধূমপান থামানোর ব্যবস্থা নিন।
2. আর্টারিয়াল টেন্ডেন্সি বা সার্বাসিক উত্তেজনা এড়িয়ে যান।
3. আর্টারিয়াল দৈনিক শ্রম বর্জন করুন।
4. যে সব খাদ্যে প্রচুর অক্সিজেন চর্বি থাকে সেগুলি বর্জন করুন। যেমন—পশুর চর্বি বা মৎসের চর্বি, ভেঁজেটেল তেল বা ডালডা, কাঁচা মখন যাতে প্রায়ই ভেজাল থাকে, প্রভৃতি। এসব অক্সিজেন চর্বি দেহে সঞ্চিত হয়ে থাকে ও তা হার্টে সঞ্চিত হয়ে তাকে অক্সিজেন করে তুলতে পারে। হার্টের কার্যকরী ক্ষমতা এবং কোলেস্টেরলের পরিমাণ রক্তে বাড়িয়ে দেয়।
5. নিয়মিত হালকা ব্যায়ামের অভ্যাস রাখা খুব ভাল, যেমন—হাঁটা, চলা

সামান্য ঊঠানামা করা প্রভৃতি । তবে বেশি বয়সে কষ্টসাধা ব্যায়াম করা উচিত নয়—  
তাত্তে ক্ষতি হতে পারে ।

হার্টের বিভিন্ন প্রধান কোষগুলি সম্পর্কে এবং রক্তবাহী নালীগুলির রোগ সম্পর্কে  
এবারে আলোচনা করা হচ্ছে ।

### হৃদ-গুল ( Angina Pectoris )

কারণ —এটি একটি যন্ত্রণাদায়ক রোগ । সব সময় বোগের লক্ষণ থাকে না । যখন  
এরা কাজকর্ম বেশী করে এবং দেহ খুব শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন রোগ বৃদ্ধি হয় ।  
হৃদপিণ্ডে ভীষণ ব্যথা হয় এবং বাঁ কাঁধে, বাঁ বাহুতে এমন কি বাঁ দিকের নাকের ডগা  
পর্যন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়ে । এই আক্রমণ ও ব্যথা আধ মিনিট স্থায়ী হয় এবং তারপর  
ধীরে ধীরে কমে যায় ।

কাজকর্ম করলে হার্টের রোগ যখন বেড়ে যায় তখনই এই ব্যথা হতে পারে । অনেক  
সময় প্রচীন বোগীদের ক্লোথ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি কারণে বা মানসিক যে কোনও  
উদ্বেগের জন্য প্রেসার বৃদ্ধি পেলে এই রোগ হতে পারে । অ-নিয়ম, শ্রম, বেশি  
মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি গৌণ কারণ ।

লক্ষণ —1 বৃকের বাঁ দিকে হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা হয় । কখন ঘে ব্যথা হয় তা  
জানা যায় না । তবে সুস্থ শরীরে বিশ্রাম নেবার সময় বা শূন্য থাকার সময় ব্যথা  
প্রায়ই হয় না । এটি হয় কাজের সময় বা বেশি শ্রমে ।

2. বৃকের বাঁ দিক থেকে বাঁ কাঁধ, বাঁ পিঠ, বাঁ বাহুতে প্রায়ই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে ।  
অনেকে এটিকে পাকস্থলির ব্যথা বলে ভুল করে—কিন্তু পরে প্রকৃত কারণ  
বোঝা যায় ।

3 ব্যথা শূন্য হলে বোগী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় ।

4. অনেক সময় বাঁ দিকের মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, ভীষণ অসহ্য ভাব বা  
অস্থিরতা প্রভৃতি দেখা দেয় ব্যথা হবার সময় ।

5 অনেক সময় করোনারী আর্টারীর সাময়িক কর্মহীনতার জন্য এটি হয় । তবে  
সেটা উপযুক্ত চিকিৎসক নির্ধারণ করেন ।

6 অনেক সময় রোগী প্রচণ্ড ব্যথায় ভীষণভাবে ছটফট করতে থাকে ।

### জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় এ থেকে ব্যথা বৃদ্ধি পায় এবং তা থেকে করোনারী আর্টারীর  
জন্য শ্রোত্র প্রভৃতি হতে পারে । অনেক সময় রোগ বৃদ্ধির ফলে এইভাবে হার্ট শ্রোত্র  
বা থ্রম্বোসিসে রোগী মারা যায় ।



2. অনেক সময় হাটের গতি উল্টোপাট্টা হয়ে যেতে পারে এবং তার জন্য নানা জটিল অবস্থা হতে দেখা যায়।

3. রোগ পুরানো হলে রোগী খুব কষ্ট পায় ব্যথার জন্য ও তখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরে তা থেকে আরও নানা লক্ষণ দেখা যায় ও জীবন সংশয় হয়।

### চিকিৎসা.

পীড়িত অবস্থায়—আর্স, ডিজিট্যালিস, অরাম।

ক্ষীণ ও ভীষণ গতি বিশিষ্ট নাড়ী, দুর্বলতা, তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও মৃত্যুভয়—মুখমণ্ডল মলিন, চোখ বড় বড় হলে—আর্সেনিক ৬, ৩০।

রক্ত প্রধান লোকদের তরুণ হৃদয়শূন্যে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম অবস্থা হলে—অ্যাকোনাইট ৩, ৩০।

বৃক ধড়ফড়ানি, (গলার মধ্যে বেশি অনড়ুত) নাড়ী পূর্ণ, রাগিতে অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি হলে—বেলেডোনা ৩।

হৃদপিণ্ডের দুর্বলতার সঙ্গে শাকাশয়িক গেলখালে—আর্স-আয়োড ৫x সকাল বিকাল খাওয়ার পূর্বে দুই গ্রেণ করে (বিনা জল) খেতে হবে।

অধিক পূর্বমাগে বাববাল হৃদ-স্পন্দন, মুচ্ছাবেশ, অতিশয় ব্যাকুলতা ও নাড়ী ক্ষীণ লক্ষণে—আসিড হাইড্রো ৫।

হৃদপিণ্ডের আক্ষিপ মনে হয় যেন কেউ সাঁড়াশি দ্বারা হৃদপিণ্ড চেপে ধরে আছে লক্ষণে—ক্যাষ্টাস ১x।

পাকস্থলীর ক্রিয়া বৈয়মার জন্য হৃদয়শূন্য—নাক্সভার্মিকা ৫x, ৩০। অত্যধিক দুর্বলতা, দ্রুত নাড়ী, হৃদস্পন্দন ও শ্বাসকষ্ট লক্ষণে—জ্যাটিগাস ৪ (৫ থেকে ১০ ফোঁটা মাত্রায়) ব্যবস্থা। নাড়ী অনিয়মিত, মৃদু, কম্পনশীল, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসে এইরকম লক্ষণে ডিজিটেলিস ৩০।

পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় মাগ ফস ৫x গরম জলের সঙ্গে খেলে আশানুযায়ী ফল পাবেন।

ডিজিটেলিস, গ্লোনইন, ল্যাকোসিস, স্পাইইঞ্জ, ট্যাবেকাম প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে আবশ্যিক হতে পারে।

এছাড়াও বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে। লক্ষণ বিচার করে এইসব ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

গ্রন্থের শেষে হোমিওপ্যাথিক রেপার্টেবী দেখে প্রয়োজন মত ঐ সব ঔষধ দিতে হবে।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. মাঝে মাঝে জলসহ ব্যাণ্ড খেলে তাতে উপকার হয়।

2. হৃদপিণ্ড গরম পুলাটিস দিলে সাময়িক উপকার হয়।

3. বৃকে Belladonna Liniment বা Belladonna Plaster প্রয়োগে সাময়িক উপকার হয়।

4. হাতে পায়ে গরম সেক উপকারী।

5. লঘু পদাৰ্থকর খাদ্য—দুধ, ছানা, মাছ, ফল এবং শাকশস্জী, পটল, সজনের ভাটা, বেগুন, উচ্ছে উপকারী। বিাত্স মিশ্রি ফল খাওয়া ভাল।

6. গদরুপাক খাদ্যদ্রব্য ও মশলাদি খাওয়া নিষেধ।

7. কঠিন পরিগ্রহ প্রভৃতি বর্জনীয়।

### করোনারী ও সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস

#### ( Coronary and Cerebral Thrombosis )

কারণ—থ্রম্বোসিস কথাটার অর্থ হলো রক্ত জমাট বাঁধা। হৃদপিণ্ডের ধমনীর রক্ত জমাট হওয়া হলো করোনারী থ্রম্বোসিস। মস্তিষ্কের সরু সরু শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার নাম হলো সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। দুটি রোগই হলো মারাত্মক। রক্তের যে গুণের জন্যে তা শিরা বা জালিকার মধ্যে জমাট বাঁধে না, তার অভাব হলেই এই রোগ হয়। তাছাড়া রক্তের গাতিবেগ কম হলেও এরূপ হয়ে থাকে।

হার্টের করোনারী শিরা বা ধমনীর মধ্যে চর্বি জমে অথবা এইসব শিরা বা ধমনীর মায়ের কাজের অভাবে দুর্বলতা বা কর্মহীনতা।

তাছাড়া রক্তের মধ্যকর কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলেও অনেক সময় এই ধরনের অবস্থা আসতে পারে। রক্তের পরিমাণ বেড়ে গেলেও অনেক সময় এই ধরনের অবস্থা হয়। আবার শিরা ও ধমনীর Vaso Constriction বা সংকোচন বেড়ে গেলেও তাব ফলে রক্তচল চল বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন—প্রেসার বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস রোগ প্রভৃতি।

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস রোগ প্রায়ই হয় হাই প্রেসার বা উচ্চ রক্তচাপের ফলে। এর কারণ হলো প্রধানতঃ দুটি—

1. রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হাই প্রেসার।

2. রক্তবাহী নালীর সংকোচন বা Vaso-Constriction। এই দুটি কারণে প্রধানতঃ সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হয়ে থাকে। আবার রক্তচাপ কম হলে রক্তের মধ্যে ঠিক মতো ব্লড গোল্ডেন না। তাব ফলে হয় Cerebral Anaemia রোগ।

লক্ষণ - মারাত্মক লক্ষণ হিসাবে দুটি রোগই প্রায় সমান ভয়াবহ বলা চলে। সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বেগে অরক্ত রোগীর জ্ঞান থাকে না। কাজেই কষ্ট তাদের সহ্য করতে হয় না। করোনারী থ্রম্বোসিসের রোগীর প্রথম দিকে জ্ঞান থাকে। পরে জ্ঞান হতে পাবে। তাই প্রথম অবস্থায় বৃকের ব্যাধায় কিছু কষ্ট সহ্য করতে হবে।

প্রথম দু একবার আক্রমণ অনেক সময় মৃদু হয়। তখন রোগীর প্রায়ই বেঁচে যাবার সম্ভাবনা থাকে

অনেক সময় তা নাও হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী আক্রমণ আবার হলে রোগীর বাঁচা কষ্টকর হয়।

থ্রম্বোসিসের কয়েকটি লক্ষণ হলো—

1. সাধারণতঃ প্রোট ও বৃদ্ধ বয়সে এটি হতে দেখা যায়। তবে মধ্য বয়সেও তা হয়।
2. হাই-ব্লাডপ্রেশার দু'টি রোগেরই মূলে থাকে। তবে তা সেরিব্রাল কেসে থাকবেই।
3. করোনারীতে অত্যধিকতঃ তীব্রভাবে বৃদ্ধের যন্ত্রণা শুরু হলে যায়।
4. বৃদ্ধ ভার হয়, মুখ নীলাভ হয়, রোগীর জীবন সংকটপূর্ণ হয়। অনেক সময় বৃদ্ধকে পাম্বাণ ভার অনুভূত হয়ে থাকে।
5. ঘাম, প্রবল শ্বাসকষ্ট, হাত-পা ঠান্ডা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
6. প্রবল তৃষ্ণা, মাথাঘোরা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।
7. করোনারীতে অজ্ঞান হয় বিলম্বে, সেরিব্রালে তা হয় আকস্মিকভাবে। সেরিব্রালে মাথাঘোরা ও মাথাঘুরে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া প্রধান লক্ষণ। অনেক সময় আগে থেকে মাথার যন্ত্রণা, কাঁধে বা ঘাড়ের যন্ত্রণা থাকা এ রোগে স্বাভাবিক।
8. করোনারীতে প্রচুর বমি হয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেরিব্রালে তা হয় না।
9. সেরিব্রালে পক্ষঘাত দেখা দেয়—করোনারীতে তা দেখা দেয় না।
10. সেরিব্রালে রোগীর জ্ঞান ফিরলে বাঁচার সুযোগ থাকে—করোনারীতে তা সব সময় বলা যায় না।

### চিকিৎসা

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে—ল্যাকেসিস, বলথ্রপস-ল্যান্সিওলেটাস ( *Balthrops lanceolatus* ) প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

করোনারী থ্রম্বোসিসে—ক্যাক্টাস-গ্র্যান্ডিফ্লোরাস ( *Cactus Grandi Florus* ), ল্যাট্রোডেক্টাস ম্যাক্টান্স ( *Latrodectus Mactans* ) ল্যাকেসিস, ওপিগ্লান এইসব ঔষধ প্রযোজ্য।

ক্যালকে অস' ৬x কিংও এই রোগের একটি প্রধান ঔষধ। এপিগ ৩, ক্যালি-মিউর ৩, প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আকস্মিক হয়।

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে বাইরোকেমিক ক্যালি ফস্ ৩x, ৬x, ১২x, ৩০x একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হৃদয়ের রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো ক্র্যাটিগাস্ ( *Cratogeus* ) মাকার। সব হোমিওপ্যাথি—28

ধরনের হার্টের রোগ, হৃদ শূল, কার্ডিয়াক থ্রম্বোসিসের প্রথম অবস্থা থেকে যে কোন অবস্থায় এটি একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার আস' আয়োড ৩x একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ।  
ক্যাল'কোরিয়া ফস ২২ বা ৩১ বা কোর্ল আয়োড মাদার মাঝে মাঝে ভাঃ ফল দেয়।

### আধুনিক ব্যবস্থা

1. লঘু পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম প্রয়োজন।
2. রোগীকে অবস্থা বিরক্ত করা উচিত নয়।
3. সব সময় শূন্য বা অতি আবশ্যিক।
4. প্রস্রাব ঠিকমতো না হলে, প্রয়োজনে ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রস্রাব করানো আবশ্যিক।

### আকস্মিক লেক্ট হেমট্রিকুলার ফেলিওর ( Acute Left Ventricular Failure )

কারণ—এই রোগ কঠিন রোগ। এতে হঠাৎ হার্টের বাম নিলস বা Left Ventricle কর্মহীনতা প্রকাশ করে। হার্টের বাম নিলসই রক্তকে পাম্প করে সারা দেহে পাঠিয়ে দেয়। সাধারণতঃ একটু বেশি বয়সে এই বোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। এটি খুব কঠিন রোগ।

রক্তে Cholesterol বা শির্দ জন্য এটি হতে পারে। হার্টের মায়ের দুর্বলতার জন্যও এটি হতে পারে।

হার্টের টিসুর দুর্বলতা প্রভূতির জন্য এটি হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথম অবস্থায় বন্ধন হার্টের দুর্বলতা প্রকাশ পায়—তখন কার্ডিওগ্রাফি করলেই রোগ ধরা পড়ে।

অনেক সময় দীর্ঘ সময় ধরে অ্যানাস্থেসিয়া চললে, তার জন্য রোগীর বাঁ দিকের নিলসের Failure দেখা দেওয়া সম্ভব। আবার অনেক সময় Angina রোগ পুরানো হলেও পরে এটি হবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় Cardiac Asthma থেকে হঠাৎ এভাবে হার্ট ফেল করে।

কার্ডিয়াক গ্র্যাজমা সম্পর্ক হাঁপানি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। হার্টের দুর্বলতার জন্যেও দুসকুসে বেশি রস জমে ও তার ফলে হাঁপানি দেখা দেয়। পরে তা থেকে হার্টের পেশী দুর্বল হয়ে Acute Left Ventricular Failure দেখা দিবে থাকে।

### চিকিৎসা

ক্র্যাটিগাস ০ —এই বোগে এই ঔষধ সব থেকে উপকারী ও উৎকৃষ্ট।

এটা প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করে দুই-তিন বার খেলে উপকার হয়। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বা নিঃশব্দভাবে। শ্বাসকষ্ট, নাড়ীৰ অনিয়মিত গতি, আঙ্গুলের শিথিলতা, বস্তুহীনতা, মানসিক বিষন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। এটাব দ্বারা কাজ না হলে আটবেরিস ০ প্রতি মাত্রায় ২/৩ বার ২/১ ফোঁটা প্রতিদিন তিন বার খেলে উপকার হবে। বিশেষতঃ সামান্য পরিমাণে প্রত্যহ তিনবার খাওয়ানো টীচিত। হাসলে কাঁদলে যদি প্রবল শ্বাসকষ্ট হয় কিংবা যথেষ্ট শ্বাস থাকে, মৃৎখম্‌ডল উত্তপ্ত লাল বৎ যন্ত্র, হস্তপদব অবশ্রমতা ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস সামান্য উত্তপ্তনাতেই হৃদকম্প—মনে হয় যেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া লোপ পাওয়ার মত প্রভৃতি লক্ষণে অ্যাকোনাইট ৬। হৃৎপিণ্ড বেদনাব জন্য বক্ষস্থলে বাধা, মৃৎখম্‌ডল আরম্ভ ও শিরঃ পীড়া লক্ষণে—বেলেডোনা ৩, ১০।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া কখনো দ্রুত কখনো বা ধীর, নড়ল বা শূন্য মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ, বনোপ ঘটবে— এইসব লক্ষণে, ডিজিটেলিস ৩, ১০।

### অলিম্বের ফিবিরেশন ও ফ্লাটার

( Atrial Fibrillation and Flutter )

কারণ—এটা কঠিন বোগ। এতে হার্টের অলিম্ব বা Atrium-টি দপ্‌ দপ্‌ করতে পারে বা বন্দমান হতে থাকে। স্টেথোস্কোপ দিগে Auscultation-এ রোগ ধরা পড়ে। হার্টের বোগ বেড়ে যায়, তবে তার অলিম্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। স্টেথোস্কোপ দিগে শুনলে পট্‌ পট্‌ দপ্‌ দপ্‌ শব্দ আসে জোবে জোবে ও অলিম্বের দেওয়ালের পেশীগর্দীল যেন কাঁপতে থাকে। নানা অজানা কারণে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাব জন্য এটি হয়।

লক্ষণ— 1. হার্টের দুর্বলতা ও বোগীৰ হার্ট বেশি দপ্‌ দপ্‌ করতে থাকে।

2. হার্টের পেশী দুর্বল হয়।

3. হার্টের গতি বেড়ে যায়, তবে তার শক্তি কমে যায়।

4. অনেক সময় কার্ডিয়াক গ্র্যাজমা থেকেও এই বোগ হতে পারে।

5. কখনো বা পূর্বানো হার্টের বোগে ভুগে ভুগে এই বোগ জন্ম নেয়। তার জন্য আলোচনা করা হচ্ছে।

### চিকিৎসা

অরাম—হৃদশ্রম, হৃৎপিণ্ড ও বক্ষগহরবেও দ্রুত শোণিত সঞ্জালন, উৎকৃষ্টা, ক্ষীণ বা দুর্বলতা।

অ্যাণিকা—অত্যধিক পরিপ্রস্র ( যথা দৌড়কাপ, দাড়ীটানা প্রভৃতি ) লক্ষণে ।

অ্যাকোনাইট—মৃদু প্রকৃতির হৃদরোগ ( বিশেষতঃ বাহুর অসাড়তা সহ মূর্ছা ) ;  
হৃৎের আঙ্গুলের ব্যথা ( বন বন করে ) ।

অ্যাসিড অক্স্যালিক—হৃৎপিণ্ডের ব্যথা ( সুচের মতো বেদনা ), অসাড়তা ।

অ্যাসাফিটিডা—হৃৎপিণ্ডে চাপ বোধ, উষ্ণার উঠলে বেদনার ছাস ।

অ্যাসিড ফস—হৃৎমৈথুন জ্বলিত হৃদকম্পন ।

কেলি কার্ব—ক্ষীণ অনিয়মিত বা বিরামশীল হৃদকম্পন, বৃক থেকে কাঁধ পর্যন্ত  
সুঁচের মতো ব্যথা ।

ক্যানাডিস ইন্ডিউকা—হৃৎপিণ্ড থেকে ফোটা ফোটা কি যেন পড়ছে, এই বকম  
অনুভব হবে ।

ক্যাটাস—হৃৎপিণ্ডের সংরোধ ( একটি লোহার বেড়া হৃৎপিণ্ডকে যেন দৃঢ়ভাবে  
নির্দৃষ্ট করছে বা ওর স্বাভাবিক গতি রোধ করছে ) এইরকম অনুভূতি ।

প্ৰুস্টির অভাবে হার্ট বন্ধ হওয়া

( Congestive Heart Failure )

কারণ—এটিও একটি কঠিন রোগ । হার্টের প্ৰুস্টির অভাব, এনিমিয়া রোগ  
প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ হতে পারে । অনেক সময় যাদের হার্ট দুর্বল তারা  
উত্তেজিত হলে বা ভিড়ের মধ্যে গেলে তাদের এই অবস্থা হতে দেখা যায় ।

লক্ষণ—১. বৃক ব্যথা ও কষ্ট মাঝে মাঝে হয় ।

২. কখনো হঠাৎ ছোটখাট অসুখ হয়, তাতেই রোগী খুব অসুস্থ ও দুর্বল মনে  
করে ।

৩. হার্টের গতি হয় দ্রুত ( Rate বেশি ) তবে হার্ট-এর স্পন্দন করার ক্ষমতা  
কমে যায় ।

৪. হার্টের পেশীর Tonicity কমে যায়—ফলে হার্টের Tone কমে যায় ।

৫. কখনো ব্যথা হয় হার্ট ফেল করার মত, কখনো তা না হলেও হার্ট ফেল করে ।

চিকিৎসা

ক্যাটিগাস ০—এই রোগের একটি ভাল ঔষধ । প্রতি মাস্তায় পাঁচ ফোটা করে খাওয়া  
ভাল । বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি বা হৃদস্পন্দন ভাব ।

স্বাস-বন্ট, নাড়ীর অনিয়মিত গতি, অঙ্গুলের, শিথিলতা, রক্তহীনতা, মানসিক  
বিবর্ততা প্রভৃতি লক্ষণে—এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী ।

মনে হয় হৃৎপিণ্ড যেন নড়ছে বা চাপ দিচ্ছে বা চেপে ধরে আছে । হৃৎপিণ্ড যেন  
প্রকল বেগে লাফাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড সব স-র থক থক করে নড়তে থাকে । বাঁদিকে শুলে,

বিচরণে, রাতিব বেলা ঋতুর সময় অথবা সাগন্য পবিশ্রমে বাড়ে, পেট ডাকার পর হৃদস্পন্দন আরম্ভ হলে—অনেক পূর্বানো রোগে বোগীব মৃত্যু ভয়ে বিষণ্ণভাব, সহজেই ভয় পাওয়া লক্ষণে—ক্যাটাস ৩x । হৃদকম্প, বোগীর ষড়্য় ভেঙ্গে যায়, তীব্র যন্ত্রণা ও ধীর গতি সম্পন্ন নাড়ী লক্ষণে—ক্যানাবিস ইন্ডিকা ৩ । সময় সময় শ্বাসবোধ হয়ে মূর্ছাবেশ, ক্ষীণ ও দুর্বল নাড়ী, বাঁ পাশে সূচ ফোঁসানোব মতো বাথা, বার বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পরিবর্তনশীল ( কখনও দ্রুত কখনও বা মৃদু) প্রভৃতি লক্ষণে—ল্যাকসিস ৩০ ।

বেশি আনন্দের পর হৃদকম্পনে—কফিয়া ৩৩ । ভয় জনিত হৃদকম্পনে—ওপিয়াম । অজ্ঞানতা জনিত হৃদকম্পনে—নাল্ল-ভম ৩ । পূর্ববুধেব পক্ষে ) (স্বীয় পক্ষে) পালসেটোলা—৬ ।

### প্যারকসিজন্যাল টেঁককারডিয়া ( Paroxysmal Tachycardia )

কারণ—নাম জ্ঞানা বা অজ্ঞানা কাবণে এটি হয় । কখনো বা হাটের দুর্বলতা, কখনো শ্বাস দুর্বলতা, কখনো পেশীব দুর্বলতা, কখনো ভাল্বেব দুর্বলতা দেখা দিতে পারে ।

লক্ষণ—1 হাটের গতি Irregular হয় । কখনো বেশি জোরে কখনো বা কম জোরে চলে ।

তবে সব মিলিয়ে হাটের Rate স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়—অর্থাৎ 72-এর বেশি (প্রতি মিনিটে) হয় ।

### চিকিৎসা

হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি ভাব থাকলে এবং তার সঙ্গে নাড়ি অনিয়মিত হলে ক্ল্যাটাস মান্দাব পাঁচ ফোঁটা কবে জলসহ বোজ তিন-চার বাব দিতে হবে ।

এটি বার্থ হলে এবং হাত পা অবসন্ন হলে দিতে হবে স্ট্রোফ্যান্থাস ৬, ৩০ ।

নড়লে বা শূলে মনে হয় হাট বন্ধ হতে পারে, মানসিক উত্তেজনা প্রসূত হলে ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬, ৩০ । বৃক পড়ফড় করা থাকলে ক্যাটাস ৩x । পূর্ববুধের নাল্ল ৬, ৩০ ও মেয়েদের পালসেটোলা ৬, ৩০ ভাল ঔষধ ।

### বোঁডকারডিয়া ( Bradycardia )

কারণ—নানা ধরনের কারণে এটি হতে পারে । এটি সাধারণতঃ হাটের দুর্বলতা, হাটের স্নায়ু, পেশী প্রভৃতির দুর্বলতা বা হাটের পেশীতে রক্ত চলাচলের অভাব

( করোনারী প্রভূতি ) ইত্যাদি নানা কারণে এটি হতে পারে । অনেক সময় Digit lis জাতীয় ঔষধ বোশ খেলে হয় ।

লক্ষণ—হাটের Rate Irregular হয়, কখনো কম, কখনো বোশ হয়—১২ স্ত্রু সঙ্গে সঙ্গে তার মোট Rate কমে যায় । হাটের Rate 66-65 হয়ে যায় এবং Irregular ভাবে চলতে থাকে ।

তার সঙ্গে দুর্বলতা, মাথাধোরা, চোখ-মুখ ফ্যাকাশে, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় ।

### চিকিৎসা

সব অবস্থার এই রোগে হাটকে কম্প্রিম করার জন্য প্রেস্ট ঔষধ হলো ক্যাটিগাস্‌ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ রোজ তিন বার করে ।

হৃদকম্প, ধীর নাড়ি লক্ষণে খুব ভাল কাজ দেয় ওপিয়াম বা ক্যানাবিস্‌ ইন্ডিকা ৩, ৬ বা ৩০ ।

ধীর অনিয়মিত নাড়ি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩, ৬ বা ৩০ ।

মারাত্মক দুর্বলতা ও বার বার মূত্রত্যাগ লক্ষণে, ল্যাকোসিস ৬, ৩০ ।

বঙ্গলক্ষদের দুর্বলতা হেতু হৃদস্পন্দন বা হৃদকম্পন থাকলে অরাম মেট ৩x—৩০ ।

হৃদয়ে ব্যথা থাকলে, স্পাইজেরিলা ৩, ৬ ।

বাত ও ধূমপান হেতু অসুস্থতার কাল্পামরা ল্যাটি ৩ । বারোকৈমিক কাল্কেরিয়া ফস্‌ ১২x ভাল ঔষধ ।

### সন্ন্যাস রোগ ( Apoplexy )

কারণ মস্তিস্কের কোনও বিশেষ স্থানের রক্তবাহী নালীর রোগের ফলে ঐ স্থানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিমার বৈষম্য হয় ও সেটাই হলো সন্ন্যাস রোগের উৎপত্তির কারণ । তবে একই কারণে মস্তিস্কের ক্রিমার বৈষম্য হয় না । এর কারণ হলো প্রধানতঃ তিনটি—

1. মস্তিস্কের কোনও একটি স্থানের একটি রক্তবাহী নালীর সূক্ষ্ম ধমনী বা শিরা ( Capillary ) ছিন্ন হয়ে রক্তক্ষরণ হয় ( Cerebral Haemorrhage ) । যাদের রক্ত প্রেসার বোশ তাদের এরকম হয় ।

2. কোনও একটি সূক্ষ্ম শিরা বা ধমনীর ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে রক্ত সঞ্চালন রোধ হয় । ( Cerebral Thrombosis ) ।

3. রক্তের মধ্যে প্রবহমান কোন জমাট রক্তের টুকরো বা শরীরের কোনও রোগগ্রস্থ তন্তু, রক্ত প্রবাহের দ্বারা বেনে যায়, সেখানে সূক্ষ্ম শিরা বা ধমনীতে গিয়ে রক্ত নালীকে আবদ্ধ করে ( Cerebral Embolism ) । হৃৎপিণ্ডের রোগ থেকে এরকম হতে দেখা যায় ।



লক্ষণ—কখনো ধীরে ধীরে, কখনো হঠাৎ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী হঠাৎ পড়ে যায় ও তার ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও সঞ্জালন শক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক লোপ পায়। কিন্তু বোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বা রক্ত চলাচল বন্ধ হয় না। নাড়ীর গতি দ্রুত, ক্ষীণ বা মৃদু হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে অনেক সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়। চোখের তারা বিস্তৃত হয়। সবঙ্গে বা অর্ধঙ্গে খিঁচুনি দেখা যায়।

কখনও কখনও রোগী অজ্ঞান হবার আগে একবার বমি বা বমনোচ্ছা, মাথা কঁচা, মূর্ছা ভাব, মাথাব ব্যথায় যন্ত্রণা ও কোমটবদ্ধতা দেখা দেয়। মূত্র কম হয়। চিন্তাচঞ্চল দেখা দেয় ও শবীর আশ্রয় হয়।

এক প্রকার সম্ম্যাসে অর্ধাংশে পক্ষাবত (Paralysis) হয়ে থাকে, মাথায় ভার বোধ, মূর্ছাভাব ও নাক দিয়ে রক্তস্রাব হতে পারে। তন্দ্রাবেশে কণ্ঠের ভেতরে এক ধরনের শব্দ অন্তর্ভব হয়। নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ হয়। দেহে অবশ ভাব হয়।

### জটিল উপসর্গ

যে কোনও কারণে এই রোগ হোক বা না হোক, ভ্রেনের সরু সরু শিরা ছিঁড়ে গেলে তার ফলে রোগী অজ্ঞান হতে পারে। জ্ঞান ফিরলে ধীরে ধীরে কখনো আরোহের দিকে যায়—কখনো বোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। কখনো বা দেহেব আংশিক প্যারালিসিস হয়ে রোগী অসাড় হয়ে পড়ে।

### চিকিৎসা

অস্কুর অবস্থায়—নাস্ত ভম ৩x, অ্যাকোন ৩, বেলেডোনা ৩০।

মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে—অ্যাকোন ৩, বেলেডোনা ৩০, ওপিয়াম ৩ ও ৩০।

পরিণাম অবস্থায় পক্ষাঘাতাদির উপসর্গে—অ্যাকোন ১x, বেল ৬, ফস্ফো ৩, কার্বউল্যাস ৬, রাসটল ৩০ প্রভৃতি।

লবোসিরেসাস ১x—সম্ম্যাস রোগের একটি প্রধান ঔষধ। বিশেষতঃ যদি হঠাৎ আক্রমণ হয়।

আকোনাইট ১x—পূর্ণ, দ্রুত ও সচল নাড়ী, পাখের চামড়া শুকনো ও গরম, জিহ্বার পক্ষাঘাতের জন্য কথায় জড়তা।

মৃত্যু আসন্ন রোগীকে ২০০ প্রয়োগ করাতে আরোগ্য হয়েছিলেন।

আঁগকা ৬—বৃদ্ধ জাতকের মাথায় রক্তসঞ্চার, আঘাত বা পচনক্রম রোগ।

বেলেডোনা ৬—চৈতন্য লোপ, বাকরোধ, মূত্র আরক্ত ও ক্ষীণ, মূত্ররোগ বা অসাড়ে মূত্রত্যাগ, নাড়ী পূর্ণ ও উল্লম্বনশীল।

ব্যারাইটা কার্ব ৬—বাচ্চাদের রোগ, জিহ্বায় আক্রমণ জনিত দক্ষিণ অঙ্গের পক্ষাঘাত।

হারোসাম্মাস ৩x, ৬—অসাড়ে মূত্র ত্যাগের লক্ষণে।

## আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগী অজ্ঞান হয়ে দীর্ঘ সময় শূন্যে থাকলে তার দেহে বাতে শয্যাকৃত না হর সৌন্দিকে দৃষ্টি রাখা কৰ্তব্য ।
2. ঈষৎ গরম জলে লবণ মিশিয়ে স্নান করানো উচিত ।
3. ইলেকট্রিসিটি রোগীকে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা উচিত ।
4. মুচ্ছা বাবার সঙ্গে সঙ্গে উঁচু বালিশে মাথাটা রেখে রোগীকে শূন্যে দিতে হবে ।
5. মাথায় ববফ প্রয়োগ ও পায়ে গরম সৈঁক উপকারী ।
6. মৃত্ত আলো বাতাস বৃদ্ধ ঘরে রোগীকে রাখা ভাল ।
7. রোগী খেতে না পারলে খাবার Tube নাক দিয়ে ঢুকিয়ে তার মাক দিয়ে খাদ্য খাওয়ানো হবে । একে বলে নেক্সাল ফিডিং ।
8. প্রস্রাব না হলে ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করানো উচিত ।
9. জ্ঞান ফিরে এলে হালকা পুষ্টিদায়ক খাদ্য দিতে হবে ।
10. রোগী সুস্থ হলেও হালকা খাদ্য খেতে দিতে হবে—যতদিন প্রেসার না কম আসে ডিম, মাংস প্রভৃতি খাদ্য ও মশলাদি বর্জনীয় ।

## ছাদশ অধ্যায়

### রক্ত সঞ্চালনের উৎকট অক্ষমতা

( Inefficient circulation )

এনজাইনা পেকটোরিস জনিত হঠাৎ শ্বাসরোধকারী বাধা, হৃদয়ের পেশীর স্থানিক মৃত্যু ; উদ্দীপনা সঞ্চালনে বাধা বা প্রদাহ অথবা ডিপথিবিয়া জাতীয় রোগের পরিণতি হিসাবে অথবা হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু, হঠাৎ সাময়িক হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বৃদ্ধি ; অলিঃস্রব মাংসপেশীর স্বচ্ছ বা অনির্নয়িত স্পন্দন, ফুসফুস-খমনীর বিরাট চাপল্য অবস্থা অথবা হৃৎ-কলার মধ্যে দ্রুত বস্ত্রে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হবার জন্য ।

### প্রান্তিক রক্ত সঞ্চালনের অক্ষমতা

( Inefficient Peripheral Circulation )

প্রবহমান রক্ত স্রোতের বেশী পরিমাণ ঘাটতি হওয়ার দরুণ প্রান্তিক রক্ত সঞ্চালনের অক্ষমতা বা শক হয় । শিরাবাহিত রক্ত হৃদযন্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণে না পৌঁছানোর ফলে হৃদযন্ত্রের রক্ত ক্ষেপণেরও ব্যাঘাত হয় । ফলে সর্ব শরীরে কলার আক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং পরিপূরক ব্যবস্থাগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে । এই অক্ষমতাকে ব্যাধি বা শলা প্রয়োগ জনিত স্নায়ু ঘাটতি কারণে বিঃস্ত করা হয়—কিন্তু ফল সব ক্ষেত্রেই অনূরূপ । স্রবণ রাখা কল্পে যা যে কেন্দ্রীয় রক্ত সংবহন সংস্থার নানা বিভ্রম্বনা ও একই রকমের শক হওয়া সম্ভব ।

অস্ত্র প্রয়োগের অনূরূপ শক নিম্নলিখিত কারণে ঘটে—

রক্তপাত যে কোনও দেহযন্ত্রে বিশেষতঃ পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষত, দৃষ্টিনা, অস্থানিক গর্ভ ধারণ প্রভৃতি কারণ-জনিত আঘাত বা পড়ার জন্য অথবা প্রচুর জলীয় পদার্থ নিকাশনের ফলে প্রবাহমান রক্তের পরিমাণ কমে যায় । দীর্ঘস্থায়ী তন্ত্রোপচার এবং শরীরের অস্ত্রে যন্ত্রের অত্যধিক ঘাঁটাঘাঁটির ফলে অনূরূপ প্রতিক্রিয়া দে । দিতে পারে ।

ব্যাধিজনিত শক—শরীরের জলীয়পদার্থ ও বিদ্যুৎবাহী লবণের অভাব, সঞ্চারণ-শীল রক্তের পরিমাণে ঘাটতি পড়া সাধাবণতঃ উদরাময়, বমি, অতিরিক্ত ঘাম, গধুমেহ বা এডিসনের রোগেব সঙ্গে দেখা যায় ।

স্নায়ুজনিত শক—স্পষ্টতঃ কোন কারণে দেখা যায় না । তবে উদরভ্যন্তরস্থ বা প্রান্তিক ক্ষুদ্র প্রণালীর ক্ষীণতার ফলে সেখানে অধিক বহু ভ্রমে এবং সঞ্চারণশীল রক্তের পরিমাণ কমে যায় । সঠিক কাষ'প্রণালী বোঝা যায় না—তবে পেটের সোলার স্নায়ু-জালিকার আঘাত, অস্ত্রক্ষতের ফলে কম্প্লিকেশন, মাথার

আঘাত সন্মোহনের উৎকর্ষ প্রদাহ বা অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে স্নায়ুজনিত শকের সৃষ্টি হতে পারে।

হিষ্টামিন বা এ্যালাইজিনিত বা ঔষধ ক্রিয়া ও ইন'জেকশন জনিত শকও এই পর্দায়ে পড়ে। রক্তের ব্যাপন ক্ষমতা কমে যায় ও রক্তবহণ তন্মের শিথিলতা বাড়ে।

বোগীর অসহায় ও অশান্ত অবস্থা ঘটে ও চরম দৌর্বল্য দেখা যায়। শরীর বিবর্ণ, ঠাণ্ডা ও ঘর্মাক্ত হ'র পড়ে নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয়ে আসে রক্তপ্রেষ ও প্রস্রাব বমে যায়।

### চিকিৎসা

হঠাৎ হাটের ব্লক বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ বা দম বন্ধ ভাব লক্ষণে ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাচ কৌটা করে রোজ তিন-চার বার জলসহ।

অবসন্নতা, স্নায়বিক কম্পন, স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতিতে ক্যালি ফস্ ৩x থেকে ২০০x দিতে হবে।

সন্মোহন ধরনের রোগ, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ও শক লক্ষণে লবোসিরেসাস ১x ভাল ঔষধ।

আঘাতজনিত শক হলে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে আণিকা মশ্ট ৩, ৬ বা ৩০ চাব বার।

ঠেতনালোপ, বাকরোধ প্রভৃতি লক্ষণে এবং মাথা দপ্ দপ্ করা লক্ষণে, বেলডোনা ৬, ৩০।

অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ লক্ষণে বা বৃশ্চ-বৃশ্চাদের রোগ লক্ষণে, হায়োসায়ামাস ৩x, ৬।

বৃশ্চদেব জনা ব্যারাইটা ক্লাব ১, ৩০।

কিমিয়ে আসা ভাব, হাত পা ঠাণ্ডা প্রভৃতি লক্ষণে বা মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ সন্দেহে ওর্পিয়াম ৩, ৩০, অ্যাকোন ৩, ৬ বা বেলডোনা ৩০ লক্ষণ বিচার করে দিতে হবে।

এছাড়া অন্যান্য লক্ষণ বিচার করে ঔষধের জন্য রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

### হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ (Cardiac Block)

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বিশেষ প্রচেষ্টায় তা পুনর্বৃত্তীকৃত করা যায় কিন্তু পাঁচ মিনিটের অধিককাল পাবে হয়ে গেলে মস্তিস্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে স্থায়ী বৈকল্য ঘটে যায়।

প্রাথমিক বিধান হিসাবে হৃদযন্ত্রের উপরিভাগে এবং বর্কাপঞ্জরের বিশিষ্ট স্তরে স্তরে মালিশ ও মূখে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্চয়মণে সাহায্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রধান কারণগুলির মধ্যে - অজ্ঞানকারী ঔষধ প্রয়োগ, শল্য চিকিৎসা, বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রকরণ, হৃদরোগেব মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার উদ্দীপনা সত্তরে বাধা, ঔষধের বিশেষ প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

হৃদযন্ত্র ঘটিত কারণে নিলয়ের সিসটোল জনিত সংকোচনের অভাব বা নিলয় পেশীর অনৈক্য স্বতন্ত্র সংকোচনের ফলে হয়। নাড়ীর বা হৃদযন্ত্রের স্পন্দন থেমে যায় এবং স্টোর্টিসকোপ সহযোগে হৃদঘাত শব্দ শোনা যায় না।

অস্ত্রোপচার টোবলে হলে খোলাখুলি হৃদযন্ত্রে মালিশ করা যায় কিন্তু বাইরে ব' রোগীর বাড়ীতে হলে বক্ষাপঞ্জরে আঘাত ও প্রেষণ প্রক্রিয়ার সুফল লাভ হতে পারে।

### হঠাৎ মৃত্যু

মস্তিস্কে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হলে 10 সেকেন্ডের মধ্যে রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে।

হৃদযন্ত্রের যেসব রোগে হঠাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে সেগুলি হলো—নিলয়ের ক্রিয়া বন্ধ ও অনৈক্যাবিশিষ্ট স্বতন্ত্র সংকোচক অবস্থার জন্য, হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর রক্তশূন্যতাজনিত স্থানিক মৃত্যু—অথবা সাংঘাতিক মহাধমনীর সংকোচন।

মহাধমনীর বিচ্ছেদকারীর স্ফীতির বিস্ফোরণ অথবা হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যুর পারগামে বিস্ফোরণ জনিত হৃদযন্ত্রের কলার মধ্যে রক্ত জমার ফলে হৃদযন্ত্র পিষ্ট হয়ে যায়।

ফুসফুস ধমনীর বিরাট স্ফীতি ও তন্মুজ্বলিত বড় রক্তের ভাসমান টুকরোর অবরোধ ও মাণ্ড্রেকের রক্তক্ষরণ।

যে কোনও কারণ ঘটিত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।

### সংজ্ঞাহীনতা

মস্তিস্কের রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হবার ফলে ক্রমিক সংজ্ঞাহীনতাই ( সানকোপী ) সাধারণতঃ হৃদরোগের পরিণতি। প্রান্তিক রক্তবাহী তন্ত্রেব স্ফীতি বা রক্ত প্রবাহ গতির শক্তির ক্ষয়ই সচরাচর এর কারণ।

### চিকিৎসা

ক্যাফেইন ১x—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হবার আশঙ্কা লক্ষণে।

কফিয়া—শীত জনিত হৃদকম্পনে ( সাৎনের দিকে নত হলে বৃষ্টি ) শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের থেকে বৃক পর্বন্ত ব্যথা বাড়ে।

গ্লোবালিন—হৃৎপিণ্ড দপ দপ করা বা খড় ফড় করা, কষ্টসাধ্য শ্বাসক্রিয়া।

চক্সনা বা অ্যাসিড ফস—ভেদ বা রস রক্তক্ষরণ জনিত হৃদস্পন্দন।

ট্যাবেকাম—ধূমপান জনিত হৃদকম্পন, শ্বাস গ্রহণে স্পন্দন বাড়ে, বৃক যেন সের্টে ধরে আছে এরকম মনে হয়।

বেলেডোনা—রোগী হৃৎপিণ্ডে জলের মতো বৃক বৃক শব্দ অনুভব করবে।

মায়োসিনা-ফস—আকস্মিক মায়োসিনিক হৃদকম্পন।

মস্কাস—স্নায়বীয় হৃদস্পন্দন ও ক্ষীণ নাড়ী ।

লরোসিরোসাস—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত ও মৃদু নাড়ী । শিথল নীলরোগ, মৃদুশ্বাস নীলবর্ণ, খাবি খাওয়ার ভাব ।

নেট্রাম-মিউর—হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন অবিরাম বা অনিয়মিত ( বিশেষতঃ বাঁপাশে শুলে ) ।

আাকোনাইট—অত্যধিক পরিশ্রম ( যথা—দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি প্রভৃতি ) । বাঁ আঙ্গুলগুলোর অসাড়াতা । আঙ্গুলগুলোর বেদনা ।

অ্যাসিড ফস—হৃৎপিণ্ডের জনিত হৃদস্পন্দন প্রভৃতি ।

অর্গনকা—অত্যধিক পরিশ্রম ( দৌড় বা লাফালাফি প্রভৃতি ) জনিত হৃদস্পন্দন ।

কোল কার্ব—ক্ষীণ, অনিয়মিত বা বিবাকশীল, হৃদস্পন্দন, বৃক থেকে কাঁধ পর্যন্ত স্ফুটনের মতো বাধা ।

ক্যানাবিস ইন্ডিকা—হৃৎপিণ্ড থেকে ফোঁটা ফোঁটা কিছুর পড়ছে এইরকম অনুভব করা ।

ক্যাফেইন ১৫—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত রাখবার আশঙ্কা লক্ষণে ।

গ্লোনায়ন—হৃৎপিণ্ড দপদপ বা খড়খড় করা কন্টসাদা স্বাসক্রিয়া ।

লিলিয়াম টিগ—হৃৎপিণ্ডে যেন দুটি প্রস্তবক্সড সঁড়াশি দ্বারা নির্মিত হইছে এবং বিকীর্ণ হইলে যাবে এইরকম অনুভব করছে । হৃৎপিণ্ড যেন দুটভাবে অকৃষ্ণিত এবং পরেই শিথিলভাবে এইরকম মনে হইছে ।

স্পাইজালিয়া—সকালে বিছানা থেকে উঠে বসলে হৃদস্পন্দন হয় । স্পন্দন শব্দ রোগীর শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে ।

অরাম মেট—হৃদস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের ও বৃকের ভেতরে শাণিত অস্ত্র সঞ্চার করে ।

**রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত জনিত সংজ্ঞাহীনতা ( মূর্ছা )**

( Naso Vagal Shock )

প্রবল উত্তেজনা, ভয়, বিরক্তি বা ভীষণ দুর্ঘটনার দৃশ্যে মনোবিকার জনিত মূর্ছাই সচরাচর দেখা যায় । সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করলে গুরু মস্তিষ্ক দুর্বল হয় এবং নিস্তেজনার জন্য দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা ক্রমশঃ পীড়ন প্রভৃতি থেকে অব্যাহতি দেয় ও ক্রমিক মূর্ছা জন্মায় । বন্ধ গুমোট পরিবেশ বা হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তনজনিত রক্তচাপ হ্রাস এর কারণ হতে পারে । দীর্ঘস্থায়ী পীড়াজনিত দৌর্বল্য, Ganglion অবরোধকারী ঔষধ, রক্তপ্রেব নিরাময়ার্থে সিম্প্যাথেটিক নাভুচ্ছেদন প্রভৃতি এবং অনুভূতিশীল লোকের ক্যারোটড সাইনাস চাপ, মূর্ছা সৃষ্টি করতে পারে ।

দুর্বলতা, মাথাভার, বমিভাব, উপর পেট খালিভাব ও অপ্রসন্নতার অনুভূতি অথবা কেবলমাত্র চোখে ধোঁয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সচরাচর স্পষ্ট কারণে এবং কখনও অজ্ঞাত কারণে কয়েক মিনিট মূর্ছাও থাকে ।

কিন্তু বৌশ সময় পৰ্বন্ত এই সংজ্ঞাহীনতা স্থায়ী হতে পারে—রোগী বিবর্ণ ঠাণ্ডা ও শিথিল হয়ে যায়। রক্তপ্রেব কমে যায় ও নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুততর হয়। কখনও নাড়ী ঈথ গতি হয়ে পড়ে। ফলে হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংজ্ঞা ফিরে আসে। এই রোগে প্রায় সংজ্ঞাহীনতার এবং সচেতনার উপসর্গ প্রকাশ পায়। মৃগী রোগে রোগী নীলাভ বা শক্ত হয়ে যায়।

মূচ্ছারোগী প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মূচ্ছাগ্রস্ত হয় কিন্তু মৃগী স্বপ্নে অবস্থায় হতে পারে।

মথা নিচু করে শুইয়ে, মূক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া, ঠাণ্ডা পানীয়, উত্তেজক গন্ধ শোকানোর ফলে উপশম হয়।

উত্তেজক পদার্থ সর্বদা বর্জনীয়।

### হৃদযন্ত্রের হৃদভঙ্গ (Arythmia)

উত্তর মহাশিরা ও অলিম্দের সংযোগ স্থলে অবস্থিত গুটিকায় প্রথম উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়ে সাইনাস ছন্দ সমগ্র হৃদযন্ত্রে উদ্দীপনা নিয়মিত ভালে ছাড়িয়ে দেয় এবং সেই অনুযায়ী একাট স্থায়ী ছন্দ সৃষ্টি হয়। গুটিকটি সাধারণতঃ কয়েকবারী ধমনীর দক্ষিণ শাখা থেকে রক্ত সরবরাহ পায়। ছন্দ দ্রুতকারী সিমপ্যাথোটিক ও মন্থরকারী ভেগাস নার্ভের ভূমিকাও অসামান্য।

সাইনাস খণ্ডে মিনিটে 70টি উদ্দীপনা ঘটে—উদ্দীপনা অলিম্দের পরিবর্তন হয়ে অলিম্দের নিলয়ের সন্ধিস্থলে, নোডের উদ্দীপনা সঞ্চার করে। এটি উক্ত সন্ধিস্থলে অলিম্দের প্রাচীরের ডানদিকে অবস্থিত এবং (অটোমোটিক) স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দ্বারাও প্রভাবান্বিত এবং তার প্রভাবে মিনিটে 60 বার স্পন্দন হওয়া উচিত। কিন্তু সাইনোস এট্রিয়াল নোডের প্রভাবে এর নিম্নস্ব স্পন্দন বাধাপ্রাপ্ত হয় ও আরও কম সংখ্যায় উদ্দীপনা হীন—এর গুচ্ছ কোষের মাধ্যমে অগ্রসর হয় এবং দক্ষিণ বাম নিলয়ে পৌঁছায়। প্রতিটি শাখা হৃদযন্ত্রের অন্তর্বর্তী কলাবরণের নিচে প্রাচীর গায়ে থাকে এবং নিলয়ের অন্তর্বর্তী আবরণ কলার নিচে পূরকিঞ্চি তন্তুর জ্যালিকায় বিভক্ত হয়ে যায়। নিলয় মাংস পেশীগুটির অন্তর্বর্তী কলাবরণ থেকে হৃদযন্ত্র কলার দিকে উদ্দীপনাজনিত সংকোচন প্রবর্তিত করে।

হৃদঘাত ছন্দের ব্যতিক্রম নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার ঘটা সম্ভব—

1. সাইনাস ছন্দ—বিলাম্বিত বা দ্রুতস্পন্দন, সাইনাস বন্ধ হওয়া এবং পর্বির ক্রমিক ছন্দ ভঙ্গ।
2. অস্থানিক উদ্দীপনা ও ছন্দ সঞ্চার অলিম্দের নোড বা নিলয়ের।
3. স্পন্দন বৃদ্ধি—অলিম্দের পর্যায়ক্রমিক স্পন্দন বৃদ্ধি অলিম্দের বিকল্পিত বা একক সংকোচন, নিলয়ের একক বা বিকল্পিত পেশী সংকোচন।
4. উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা।

সাইনাস ছন্দ —সাইনাস উদ্ভূত স্পন্দন সংখ্যার মধ্যরতা। সাইনো অল্গন্দ নোডে মিনিটে 60টি উদ্দীপনা জন্মায়। ভেগাস নাভে'ব অক্ষমতার জন্য স্নুস্ শরীরেও স্পন্দন সংখ্যা কম যায়। উপসর্গ প্রায় থাকে না এবং হৃদযন্ত্রের বৈদ্যুতিক তবন্ধেব নক্সা অপরিবর্তিত থাকে। ব্যায়াম সর্চাকাবীদের হৃদযে বেশী দেখা যায়। অস্নুস্ হতা —সংক্রমক যন্ত্র ব্যাধির উপশম কালে ক'বাটির মধ্যস্থ চাপ বৃদ্ধির ফলে ন্যাবা, স্মি সিসিডমা অথবা ভেসোসোভেগাস অক্রমণ দেখা যায়।

হৃদযন্ত্রেব বাধা জ্বনিত হৃদযন্ত্রের গতিতে শিথিল বা ধমনীর ও হৃদযন্ত্রেব শব্দেব সামঞ্জস্য থাকে না এবং সাইনাস ঘটিত হলে অবেগ, পবিশ্রম বা নাইট্রাইট ও এট্রোপিন প্রয়োগের ক্রিয়া বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। হৃদযন্ত্রের বিদ্যুৎ তরঙ্গ দ্বিগুণা রোগে নির্ণয় নিশ্চিত হয়।

### সাইনাসজ্বনিত হৃদযন্ত্রের গতির বৃদ্ধি

সাধারণ হৃদঘাত মিনিটে 50 থেকে 70 বার হয়।

ভেগাস নাভে'ব ক্রিয়া কম হবার বা সিম্প্যাথেটিক নাভে'ব ক্রিয়া বৃদ্ধি ফলে সাইনো অল্গন্দ নোডের ছন্দ দ্রুত হয় এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বেড়ে যায়। অবশ্য মানসিক উদ্বেগ, বন্ধ হজম বা পরিশ্রমজনিত স্তরান্বিত গতিব গম্বো প্রভেদে কম থাকে।

হৃদযন্ত্রেব নানা ব্যাধি ও মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যুজনিত হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীকে বিশ্রাম বশিত করে অবস্থার আরও অবনতি ঘটায়। থাইর'গ্লান্ড বিসক্রিয়া, ধমনীর শিথিল সংবৃত্ত ক্ষীণিত, বেরিবেরি বা ফুসফুসের ব্যাধিজনিত হৃদবোগে সংক্রামক ঘটিত রোগে বিশেষতঃ হৃদযন্ত্রের ওপব প্রভাব ঘটলে অথবা বেশি চা, কফ, তামাক ব্যবহার করলে অথবা এট্রোপিন না আয়র্ডারিন্যাল জাতীয় ঔষধের প্রভাবে ও অবস্থায় অবনতি ঘটে। মানসিক বিপর্যয় বা দাঁষ'স্থায়ী ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির পর এই উপসর্গ দেখা যায়।

এর পরূর্ণ বেশি কিছু উপসর্গ দেখা যায় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃক্ক ধড়কড়ানি দেখা যায়।

### চিকিৎসা

হঠাৎ মানসিক বিকার ও ভরজনিত মূর্ছায় অ্যাকোনাইট ৩x ওপিয়ারম ৩০।

রোগী নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে থাকলে, নাক্স ভম ৩০ বা অ্যামন. কার্ব ৬, ৩০।

দুর্বলতা, অস্থিরতা ও জ্বদালার, অর্শেনিক ৩x, ৬x।

মন্দ মূর্ছায়, স্ফাকাস্ ৩, ৬।

হি স্ট্রিক্সা জ্বনিত ভাবে, ইগ্নেসিয়া ৩, ৬x।

সারা শরীর শীতল, হাতে পায়ে ঘাম—ভিরেট্রাম ডির ৩x, ৬x।

হৃদযন্ত্রের রোগ থাকলে ক্যাটিট্রাস্ মাদার ও টি স্ট্রিট্যাগিস্ ৬, ৩০।



পেটে গোলমাল ও বায়ুসঞ্চারে নাস্ত ৩০, পাল্‌স্ ৩০, চায়না ৬ ।  
লিভারের কষ্ট থাকলে চেলিডোনিয়াম মাদার ।

### অস্থানিক হৃদযাত

সাইনাস ও অলিম্পের সংযোগস্থলের নোড্‌ ছাড়ও অন্তর উদ্দীপক সক্রিয় হতে পারে—যথা অলিম্প নিলয়েন সংযোগস্থলের নোড্‌ নিলয় মাংসপেশী বা অলিম্পে স্দরু হতে পারে, যার ফলে স্বাভাবিক হৃদযাতের অন্তর্বর্তীকালে আরও একটি অতিরিক্ত হৃদযাত জন্মায় । অতিরিক্ত হৃদযাত হবার পর ডায়াসটোলের ক'জ শ্দরু হয় এবং সেই নিষ্ক্রিয় পর্যায়ে উদ্দীপনা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায় ডায়াসটোলের সমস্ত বিলম্বিত হয় । কিন্তু অতিরিক্ত হৃদযাত সিসটোলের পর ম্দহুতে হলে সিসটোলের বৈত বিধান ঘটে । এটাকে মধ্যান্তী হৃদযাত ( INTERPLATED BEAT ) বলা হয় । এর মধ্যে নিলয়ের মধ্যে উদ্ভূত উদ্দীপনা সচরাচর দেখা যায় । কিন্তু হৃদযাতের বিকল্প ভঙ্গির জন্য অতিরিক্ত উদ্দীপনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী । এই অস্থানিক উদ্দীপনা যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও ছন্দে বা বিন্দু প্রভাবে ঘটতে পারে ।

অতিরিক্ত সিস্টোল —হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াচক্রের আরম্ভ হবার আগেই অসম্পূর্ণ হৃদযাত হৃদযন্ত্রে যে কোনও স্থান থেকে উদ্ভূত হতে পারে যদিও সত্যিকারের ঘটনা হলো অন্তর্বর্তী একটি অতিরিক্ত যাত দেখা যায় । শ্রী লোকের চেয়ে বৃদ্ধ ও পুরনুদের মধ্যে বেশী দেখা যায় ।

### রোগ নির্ণয়

রোগ লক্ষণ সাধারণতঃ কিছুই থাকে না । সংবেদনশীল লোকের একটি হৃৎকম্প বা একটি সজ্ঞানে হৃদযাত বোঝা গেলে বৃকে ধড়ফড় করে ওঠে । একটি সামান্য ঘাত বা বহুক্ষণ পরে একটি সজ্ঞানে ঘাত কবাজির নাড়ীতে পাওয়া, কিন্তু নিলয়ের পূর্ণ হবার আগে নাড়ীতে অনুভূত হয় না, তবে স্টেথিসকোপে শোনা যেতে পারে । নাড়ীর দ্বিতীয় ত্রিতীয় ত্রিতীয় অনুভব করা যায় না—কিন্তু স্টেথিসকোপে শোনা শব্দের অর্ধেক সংখ্যক নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায় ।

### চিকিৎসা

ধমনীর বোগজনিত গোলমালের জন্য এটি হতে পারে । হৃদযন্ত্রের গোলমাল হলে তার ঔষধ হৃদরোগ অধ্যায়ে আগেই বলা হয়েছে ।

পীড়া হয়েছে সন্দেহ হলেই ফেফারাস ৩ দেওয়া কৰ্তব্য । ফেফারাস বিকল হলে—ভ্যানাডিয়াম ৬—১২ ব্যবস্থা ।

বাসকট থাকলে—অরাম ৬x উপকারী ঔষধ । পচনের অবস্থা হলে—সিকেলি ৩ উৎকর্ষিত ঔষধ । ফেরাম ফস ২x বা ল্যাকসিস ৬ ।

প্রাথমিক ও পরীক্ষণীয় ঔষধ ।

আপনা থেকে রোগ হলে লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে ফস্ফারাস ৩, ব্যারাইটা কার্ব ৬, কিউপ্রাম মেট ৬, অ্যান্ড্রিন্যালিন ৩, লাইকোপোডিয়াম ১২. ৩০ বা ২০০ ।

আঘাতজনিত কারণে রোগ হলে দিতে হবে আর্গিকা ৩, ৬ বা ৩০ অথবা অ্যাকোনাইট ৩x, ৬x, ৩০ । ব্যারাইটা কার্ব ৩x ভাল কাজ দেয় ।

ধাঁপ হাটের দুর্বলতা থাকে তাহলে দিতে হবে ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ দু-তিন বার । আর্স আয়োড্ ৩x একটি ভাল ঔষধ ।

কোলি: আয়োড মাদার বা ক্যালকেরিয়া ফস্ ৩x ভাল কাজ দেয় ।

এই রোগ একাট জটিল এবং ভয়াবহ রোগ—তাই সবসময় সর্বাচারিকসকের দ্বারা ভালভাবে চিকিৎসা করানো অবশ্য প্রয়োজন ।

হাটের বোগ গ্রহশেষে রেপাটরী অংশে বিস্তৃত দেওয়া হয়েছে—সেটি দ্রুতব্য ।

### সাইনো অরিকুলার 'এস'-এ অবরোধ

কারণ ও লক্ষণ—প্রথম পর্দায় সাইনো অবরোধ হতে পারে । পবে দ্বিতীয় পর্দায় আংশিক অবরোধ । তৃতীয় পর্দায় সম্পূর্ণ অবরোধ । অলিন্দ থেকে উদ্দীপনা লিভার পৌঁছাতে পারে না ।

করোনারী ধমনীর কাঠির জন্যও এটি হতে পারে । ডিজিট্যালিন বেশি যাওয়া বাত জ্বর, ডিপার্থিরিয়া, সার্ফালিস বীজাণু প্রভৃতি থেকে হতে পারে । অনেক সময় Bundle of His-এর জন্য বিকৃত থাকে ।

### চিকিৎসা

বিস্তৃত লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে । তার জন্য রেপাটরী দ্রুতব্য ।

হাটের গোলমাল হলে ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা কবে জলসহ রোজ তিন-চার বার সেবন করতে হবে ।

মহাধমনী পীড়ায় ফস্ফারাস ৩, ৬ । বিধল হলে ভ্যানাডিয়াম ৬, ১২ ।

পেটেট ডাক্তার আর্টারিওসাল পি. ডি. এ ধমনী ছিদ্রের অনবলুপ্তি — ফুসফুস সঞ্চার হয়ে ওঠার অর্থে শূন্য অবস্থায় ফুসফুস ধমনীর বেশিরভাগ রক্ত ডাকটাস আর্টারিওসাল দিয়ে বাম সাবক্লোভিয়াস ধমনীর সংযোগের কাছে মহাধমনীতে প্রবেশ করে । স্বাভাবিক স্নায়ু শিশুর জন্মের পর ঐ ডাকটাস বন্ধ হয়ে যায় এবং ফুসফুস ধমনী দিয়ে রক্ত ফুসফুসে প্রবাহিত হয় । কোনও অজ্ঞাত কারণে ডাকটাস বন্ধ না হলে ফুসফুস ধমনীর চেয়ে মহাধমনীর রক্তপ্রসার আধিক্য হেতু পারিস্রুত ও অপারিস্রুত রক্ত অনবরত মিশে যায় । ঐ রক্তের সংমিশ্রণের অনুপাত ডাকটাস-এর আয়তনের উপর নির্ভরশীল । প্রায় পঞ্চাশ ভাগ অপারিস্রুত রক্ত মিশে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের ক্রিয়া

বেড়ে যায়। স্ত্রী এবং শিশুদের এই রোগ বেড়ে যায় ও দেখা যায় এবং এর সঙ্গে অন্যান্য সহজাত বিকলাঙ্গ দেখা যেতে পারে।

রোগ লক্ষণ—অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত কোনও রোগ লক্ষণ না থাকতেও পারে। কিন্তু ঐ অঙ্গহানি সবশেষে পরিষ্কৃত হয়ে থাকে, রোগীর শরীরের স্বাভাবিক শক্তি ব্যাহত হতে পারে।

রোগেব প্রথম অবস্থায় খুব কম হয় না—কিন্তু তার বেশি হলে সামান্য পরিমাণে অস্বাভাবিক শ্বাসকষ্ট এবং পরে হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। আবিষ্কার মর্মর ধর্মির সিসটোলের মাত্রা বৃদ্ধি শোনা যায় এবং স্ট্যান্ডেমের কাছে বামদিকের দ্বিতীয় পজারাস্থির মধ্যস্থ জায়গায় আরও স্পষ্ট শোনা যায়—সচরাচর এর সঙ্গে অনুভবযোগ্য কম্পন স্থির থাকে।

এক স রিম্মর ছবিতে ফুসফুস ধমনীর আকার বৃদ্ধি দেখা যায় কিন্তু হৃদযন্ত্রের আয়তনের বৃদ্ধি দেখা যায় না। কিন্তু অস্বাভাবিক স্পন্দন প্রধান ধমনী ফুসফুসে দেখা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ স্বাভাবিক থাকে। কোনও অস্বাভাবিক নক্ষা দেখা গেলে অন্য কোনও সংযোগী হৃদবোগের কথা চিন্তা করতে হবে।

### চিকিৎসা

পূর্বে হৃদরোগের বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী বিস্তৃত চিকিৎসা বর্ণনা ক। হয়েছে। সেটি দেখতে হবে।

এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী অন্যান্য চিকিৎসার জন্য গম্ভীর শেষ অংশ হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

### কোঅফটেশন (মহাধমনীর সংকীর্ণতা)

বামদিকে সাবক্লোভিয়ান ধমনীর সংযোগস্থলে (যেখানে ডাকটাস সংযুক্ত থাকে মহাধমনীর সহজাত সংকীর্ণতা)।

সচরাচর পূর্বদিকের মধ্যে দেখা যায়।

রোগ লক্ষণ—সংকীর্ণতার আয়তনের উপর নিভ রণাল। কম হলে কোনও উপসর্গই দেখা যায় না নচেৎ রক্তপ্রেশ বৃদ্ধির ফলে উপরের অংশেব মাথাধরা, মাথাঘোরা দেখা যায় এবং পায়ের রক্ত সঞ্চালনের অপ্রাচুর্য ঘটিত দুর্বলতা বা যন্ত্রণা হতে পারে। উর্ধ্বাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের ও রক্তপ্রেশ লক্ষণীয়। প্রভেদ, গলায় ধমনীব দৃশ্যমান স্পন্দন দেখা যায় এবং পায়ের ধমনীব ক্ষীণ স্পন্দন নাড়ীঘাতের উপরে ধটে। হৃদযন্ত্রেব ভিস্তির গোড়ায় সিসটোল জনিত মর্মর ধর্মির শোনা যায়। প্যারপার্মির্ষক পরিপূরক রক্ত সরবরাহের ব্যাঃস্থা থাকতে পারে। বিশেষতঃ রোগীকে সামনে ঝাঁকিয়ে নিয়ে দাঁড় করলে বগলে বা অংশ ফলকের (স্ক্যাপাস) অস্থির উপরে বক্রতা যুক্ত ধমনী দেখা

যায় ও তার উপরে মর্মর ধ্বনি শোনা যায়। অতিক্রম পঞ্জরাস্থি মধ্যস্থ ধমনীর বিকৃত মহাধমনীর সংঘাতে পঞ্জরাস্থি মধ্যস্থ বিদ্যুৎ তরঙ্গের নিগম ক্রিয়া বৃদ্ধি লক্ষণ রজনরশ্মি চিত্রে ধরা পড়ে।

### চিকিৎসা

বামপাশে বেদনা, নাড়ি দ্রুত হলে, অ্যাকোনাইট ৩।

হার্ট রেট দ্রুত হলে, ডিজিটালিস্ ৩, ৬।

হার্ট রেট ধীর হলে, একোনাইট—৬, ৩০।

হৃদবৃদ্ধি, শোথ, হার্টে ব্যথা—ক্যাঙ্কাস ১x।

প্রসারণ বোধ হলে, ক্যালকেরিয়া ফ্লোব ৩x—১২x।

যারা বোধ প্রথমে কাজ করে তাদের জন্য—আর্গিকা ৩, ৬, ৩০।

যে কোনও অবস্থায় অজর্জন মাদার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা হয়।

বুক খড়ফড় করা লক্ষণে, ক্র্যাটিগাস মাদার।

আসেনিনক ও পাইজেলিয়া লক্ষণ অনুসারে প্রয়োজন হয়।

### অলিন্দ মধ্যস্থ প্রাচীরের বৈকল্য

দুই অলিন্দের মধ্যস্থ কোরায়েন ও ভাবেবর ছিদ্র পূরণের অভাবে খোলা থেকে যায়—অন্যমন ছোট হলে কোনও উপসর্গ ঘটে না। স্বাভাবিক অবস্থায়—ভাবেবর মত একটি পাতলা পর্দা দুই অলিন্দের রক্ত মিশতে দেয় না কিন্তু বড় হলে বাম অলিন্দের রক্তপ্রেরণ দক্ষিণ অলিন্দ থেকে বোধ হওয়ার বাম অলিন্দ থেকে দক্ষিণ অলিন্দ ঢুকে পড়ে। ফলে দক্ষিণ দিকের হৃদযন্ত্র বড় হয় এবং ফুসফুসের ধমনী ও তার প্রধান শাখাগুলি ফুলে ওঠে কিন্তু রক্ত প্রাথমিক সৈখানে অতিরিক্ত মাত্রার পাথ তখন আবার উল্টো প্রবাহ শুরু হয়।

রোগ লক্ষণ—উল্টো প্রবাহ শুরুর হবার পূর্বে কোনও রোগ উপসর্গ দেখা যায় না। স্বাসকর্ট, নীলাভ এবং পবে হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা ঘটে। রোগীকে পরীক্ষা করবার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় না। স্টার্নামের বামদিকে সিস্টোল বা ডায়াস্টোল সময়ের মর্মর ধ্বনি ও ফুসফুস ধমনীর দ্বিতীয় শব্দর দ্বিধাবিভাজন শোনা যেতে পারে।

এক্স রশ্মিতে ফুসফুসের ধমনীতে ও তার প্রধান শাখা সমূহের বৃদ্ধি ও তার স্পন্দনকে কেন্দ্রীয় নৃত্য (Hilar dance) হিসাবে দেখা যায়। দক্ষিণ নিলয়ের বৃদ্ধি এক্স রশ্মি ও বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশায় দেখা যাবে। দক্ষিণ গুরুত্ব বোধে অবরোধ খুব অস্বাভাবিক এবং মাইট্রাল সংকোচনও থাকতে পারে (লুটেম বেকারের ছবি)।

### চিকিৎসা

হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ভাব, বাঁ দিকে ব্যথা এবং ভারবোধ লক্ষণে, সিসিাসিফিউগা ৩x রাসটম্ব ৬, ক্র্যাটিগাস মাদার প্রধান ঔষধ।

হৃদস্পন্দন এবং দ্রুত রক্ত প্রবাহে অরাম ৩—৩০।

বেশি শ্রম করার জন্য হার্টের কন্ট হলে আঁগকা ৩, ৬, বা ৩০।

দ্রুত হার্ট রেট হলে, ডিজিট্যালিস ৬, ৩০।

খীরে হার্ট রেট হলে, অ্যাকোনাইট ৬, ৩০।

হৃৎপিণ্ডে চাপ, টেকুব উঠলে কমে—অ্যাসারফিটিডা ৬, ৩০।

দূর্বলতা এবং হৃদস্পন্দনে—ফেলি কার্ব ৬, ৩০।

হৃৎপিণ্ডে প্রবল চাপ বাধে—ক্যাষ্টাস ৩, ৬, ৩০।

শ্বাসকন্ট থাকলে—ক্যালমিয়া ৬, ৩০।

গ্লোনায়িন, চায়না, গ্রিন্ডেলিয়া, নেট্রাম মিউর, মস্কাস, লিলিয়াম টিগ, স্পাইজেলিয়া প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

### নিলয় মধ্যস্থ প্রাচীরের বৈকল্য

বাম নিলয়েব মধ্যস্থ বস্ত্রপ্রেষ বেশি থাকার দরুণ রক্ত প্রবাহ দক্ষিণ নিলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।

সাধারণতঃ কোনও বার্ণিঙট লক্ষণ থাকে না। স্ট্রানামের বামদিকে চতুর্থ পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থানে সিসটোল জর্নিত কর্কশ মর্মর ধ্বনি ও কম্পন পাওয়া যায়। পরে ফুসফুস ধমনীর বস্ত্র প্রেসাধিকা ঘটে দক্ষিণ নিলয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রবাহের গতি বিপরীত হয় ও রক্ত জমা জর্নিত হৃদযন্ত্রের বিকলতা শূন্য হয়।

হৃদযন্ত্রের বিশেষ বেশি বেগ জর্নিত কারণে বৃদ্ধি না ঘটলে সাধারণতঃ একস্ রিম ও বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশা অপরিবর্তিত থাকে।

### চিকিৎসা

নিলয়ের দূর্বলতার জন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যাটিগাস্-মাধার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ ৩—৭ বার।

বাধা ও আক্ষেপ থাকলে, ম্যাগ্ ফস্ ৩x বা ৬x।

ক্ষীণ নাড়ি হলে, মস্কাস্ ৩, ৬।

হৃদস্পন্দন দ্রুত হলে, ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬।

হৃদস্পন্দন ক্ষীণ হলে, অ্যাকোনাইট, ৩, ৬।

ধূমপানজর্নিত প্লুবোনো রোগে, ট্যাবেকাম ৩, ৬, ৩০।

এছাড়া গ্রিন্ডেলিয়া, গ্লোনায়িন, ক্যালমিয়া, ক্যাষ্টাস, ক্যানাবিস্ ইন্ডিকা প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে প্ররোগ হয়ে থাকে।

### মহাধমনীর সংকোচন

মহাধমনীর কপাটিকা স্থিতি বিভক্ত হয়েও কার্যকরী থাকতে পারে, জীবনে কোনও ট্রান্সর্গ সৃষ্টি করতে না পারে। রক্ত লেপনের সময় সামান্য ক্লিক শব্দ হওয়া সম্ভব

এবং এর জন্য কপাটিকার ক্যালাসিয়াম যুক্ত সংকোচন হওয়া সম্ভব। মহাধমনীর সংকীর্ণতা বা অন্যান্য বিকলাঙ্গ সূচক ব্যাধি হতে পারে।

মহাধমনীর সংকোচন, প্রধানতঃ কপাটিকা জনিত দ্বিপার্শ্বিক কপাটিকার প্রাস্তাঙ্গ জুড়ে থাকার ফলে এই বিপর্যয় ঘটে। রক্তের সামান্য Regurgitation সম্ভব। মধ্য বয়সের পর কপাটিকায় ক্যালাসিয়াম সংকোচ ঘটে। সহজাত বা আহত যথা বাত ব্যাধি জনিত মহামারীর ব্যাধি প্রকৃত সমান। সংকোচন জনিত বাম নিলয়ের ব্যর্থতার সক্ষম প্রকাশ পেলে অস্ত্রোপচার করে কপাটিকায় সংযুক্ত মোচন বা কৃত্রিম কপাটিকা সংযোজন করা কর্তব্য। স্মরণ রাখা কর্তব্য বিশেষ বাধা সত্ত্বেও অনেক শিশুর বাম নিলয়ের অকর্মণ্যতার প্রকাশ পেলে অস্ত্রোপচার করে কপাটিকার সংযুক্তি মোচন বা কৃত্রিম কপাটিকা সংযোজন করা কর্তব্য। স্মরণ রাখা কর্তব্য বিশেষ বাধা সত্ত্বেও অনেক সময় নিলয়ের অকর্মণ্যতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কপাটিকার নীচে কপাটিক ৬ স্তর জনিত সংকোচন দেখা দিতে পারে। সংকোচনের জায়গায় পরে সম্প্রসারণ ও রক্তক্ষিপণের ক্রিক শব্দ সাধারণতঃ থাকে না—এ্যান্ড্রিও কাউণ্ডোগ্রাফ রজন রাশম অভেদ্য রক্ত ইন্ডেকশনের সাহায্যে রোগ নির্ণয় সম্ভব।

#### ফুসফুস ধমনীর সংকোচন

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সংকোচন কপাটিকা সম্ভূত। স্ত্রী পুরুষে সমান ভাগে হয়। বাধা সামান্য হলে দক্ষিণ নিলয়ের রক্তপ্রেশ সামান্যই বাড়ে কিন্তু বেশী হলে দক্ষিণ নিলয়ের চাপ 150 মিমিটার পারদ বা তার চেয়েও বেশী বাড়ে। হৃদযন্ত্রের রক্তক্ষিপণের মাত্রা কমে যায় এবং ফুসফুসে ধমনীর রক্ত কমে যায়। রক্তপ্রেশ বৃদ্ধিজনিত দক্ষিণ নিলয়ের বৃদ্ধি জন্মায় এবং তার ফলে দক্ষিণ অলিন্দ বেড়ে যায়। দক্ষিণ নিলয়ের সংকোচন কার্যের ব্যাধিত্ব রক্ত সঞ্চালনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং দক্ষিণ অলিন্দ যথোপযুক্ত সংকোচন করতে পারে না।

রোগ লক্ষণ—সংকোচনের মাত্রা অনুযায়ী রোগ লক্ষণের তীব্রতার তারতম্য হয়। দক্ষিণ অলিন্দের রক্তপ্রেশ 70 মিমিটার পারদ পর্যন্ত বিশেষ কোনও উপসর্গ দেখা যায় না—না হলে সামান্য পরিপ্রমের ফলে শ্বাসকষ্ট, বৃকে এ্যানজাইনার মত তীব্র যন্ত্রণা বা সংজ্ঞাহীনতা দেখা দিতে পারে। ফুসফুস ধমনীর উপর সিস্টোল জনিত রক্তের উচ্ছ্বাসের মর্মর ধ্বনি, কখনও প্রায়শঃ একটি ক্রিক শব্দের ফুসফুস ধমনীর দ্বিতীয় শব্দ বিলম্বিত ও মৃদুভাবে শোনা যায়। রোগ শুব সাংঘাতিক হলে জগল্লার শিরাস স্পন্দন সহ দক্ষিণ অলিন্দে ঘোড়ার পায়ের শব্দের মত শব্দ শোনা যায়। হৃদ রোগের রক্ত সঞ্চালন কম হলে প্রািস্তক নীলাভ দেখা যায়। কোরামেন ওভালে ছিদ্র থেকে গেলে দক্ষিণ থেকে বাম নিলয়ের রক্ত সংমিশ্রণ জনিত কেন্দ্রীয় নীলাভ দেখা যায়।

একস্ রিশ্মর সাহায্যে সংকোচনের পরের অংশে ফুসফুসে রক্তবাহী তন্ত্রের দাগ দেখা যায়।

হৃদযন্ত্রের বিন্দুৎ তরঙ্গের নকশায় নিলম্বব বীক্ষ্য বা স্বাভাবিকতা দেখা যায়।

### রোগ নির্ণয়

দক্ষিণ নিলয়ের রক্ত-প্রব বীক্ষ্যর সঙ্গে ফোবামেন ওভোল ছিদ্র ৬০০, ১০০ ফলে তার মধ্যদিয়ে বিপবীত মৃদু বীক্ষ্য সংমিশ্রণেব ফলে অলিম্বেদর মধ্যস্থ প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা ও ফুসফুস ধমনীর সংকোচনের মত উপসর্গও ( ফ্যালটেরটেটোলজ ) দেখা যায়।

[ ফ্যালটের চারটি চিহ্ন—সহজাত হৃদ বোগীর যৌবনে যে চারটি চিহ্ন দেখা যায়— ফুসফুস ধমনীর সংকোচন, অলিম্বেদ মধ্যস্থ প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা, দক্ষিণ নিলয়ের আঁত বীক্ষ্য এবং মহাধমনীর দক্ষিণ দিকে অবস্থান।

### চিকিৎসা

মহাধমনীর যে কোন রোগে ফুসফুস ৩, ৬। এটি বিফল হলে স্যানাডিয়াম ৬, ১২।

শ্বাসকষ্ট থাকলে অরাম ৬x থেকে ৩০।

প্লাস্বাম ৬, ১০ ভাল ফল দেয়।

পচন অবস্থা ভাব দেখা দিলে সিকেলি ৩, ল্যাকোসিস্ ৬, ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x ভাল ফল দেয়।

আঘাতজনিত হলে তার জন্য আর্গিকা ৩, ৬ বা অ্যাকোনাইট ৩x ব্যবহার।

ক্র্যাটিগাস মাকার সব অবস্থায় খুব ভাল ফল দিতে পারে।

ব্যারাইটা কার্ব ৩x ভাল ফল দিতে পারে।

কৌলি অরোড্ মাকার ও ক্যাল্কেরিয়া ফস ৩x ভাল ঔষধ—লক্ষণ অনুযায়ী।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন এবং ভাবী কোনও কাজকর্ম করা উচিত নয়।
2. হাফকা, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া সব সময় ক্রয়োজন হয়।
3. মানসিক উত্তেজনা সবসময় বর্জন করা কর্তব্য।
4. অঙ্গুর্ন ছাল চূর্ণ খেলে সব সময় হার্টের বেগে ভাল ফল দেয়।

### স্বাভাবিক হৃদযন্ত্রের বিরল ব্যতিক্রম

ফুসফুস ধমনীর কপাটিকায় অক্ষমতার ফলে বিয়, এবস্টাইলের ব্যাধি—টিপ্লী কপাটিকায় বিন্যত জনিত বিপত্তি ইত্যাদি।

হৃদযন্ত্রের দক্ষিণ ও বাম অলিম্বেদ রক্তের সরাসরি বোগাযোগ থাকে না কিন্তু সহজাত কারণে কয়েকটি বৈকল্য ঘটে।

## অলিম্ব মধ্যস্থ প্রাচীরের অনবলুপ্ততা

ছোটখাটো ধরনের ফোরামেন ওভালের অবলুপ্ত জনিত ছিদ্র বিশেষ মারাত্মক নয়। এর নয়, যেহেতু একটি পাতলা পর্দা কপাটিকায় কাজ করে দেয়। কিন্তু যদি এই ছিদ্রটি এক ধরনের সেটা সচরাচর স্ট্রী লোকের মধ্যে দেখা যায়। সেটা বিশেষ কণ্টদায়ক অবস্থা হতে পারে। বাম অলিম্বের মধ্যে রক্তপ্রেষ বেশি হলে রক্ত বামাদিক থেকে ধাবিত হয়—ফলে, হৃদযন্ত্রের দক্ষিণ দিকে ফুসফুস ধমনী ও তার প্রধান শাখা সমূহের আভিবৃষ্টি ঘটে, কিন্তু পরে দক্ষিণ দিকে রক্ত জমার জন্য রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি হয়ে স্রোত বিপরীত দিকে ধাবিত হয় এবং সেই সময়ে রোগ লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে, শ্বাসকষ্ট, নীলাভ ও হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা জন্মায়। স্টোনামের বামাদিকে মর্মর ধ্বান শোনা যেতে পারে।

কোট্টেট ডাক্তাস আর্টিরিওসাস পি. ডি. এ

( ডাক্তাস আর্টিরিওসাস অনবলুপ্ত )

রক্ত সংমিশ্রণের খুব বেশি গোলযোগ না হলে উপসর্গ দেখা যায় না। কিন্তু বেশি হলে শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস, বৃক ধড়ফড়ান প্রভৃতি দেখা যায়। মহাধমনীর কপাটিকার ব্যর্থতার জন্য নাড়ী চূপসে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণের মাত্রাতিরিক্ত ঘা, বাম দিকের প্রথম বা দ্বিতীয় পজারাস্থ মধ্যে নিয়ত মর্মর ধ্বান অথবা কার্ণিকারোগে দুই মাইট্র্যাল অঞ্চলে ডায়াসটোল জনিত মর্মর ধ্বনি বিদ্যুৎ তরঙ্গের নিয়তের আধিক্যের প্রভাব ও ফুস ফুস ধমনীর রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি এবং সময়ে সময়ে শূন্যতে দক্ষিণ নিলয়ের বৃষ্টি দেখা যায়। এ্যাক্সিওকার্ডায়োগ্রাফি, হৃদযন্ত্রের কাঁথচার নলের অনুভূতি প্রভৃতির দ্বারা রোগ নির্ণয় প্রমাণিত হয়। হৃদযন্ত্রের অন্তরাবরণে সংক্ৰমণ সম্ভাবনা ও খুব শিশু বয়সে হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা জনিত কারণে মৃত্যু হতে পারে।

ফুসফুস ধমনীর ছিদ্রের অভাব

( ATRESIA )

ফুসফুস, ধমনীর সংযোজন বা পি. ডি. এর মতো উপসর্গ দেখা যায়। সহযোগী রক্তবাহী জন্ডের পরিপূরক কার্য চলে।

ত্রিপত্র কপাটিকার উন্মোচনের অভাব

দক্ষিণ নিলয় ক্ষুদ্র ও নামমাত্র থাকে। শিরায় অপরিপূর্ণ রক্ত অলিম্ব প্রাচীরের মাঝ দিয়ে হৃদযন্ত্রের বামাদিকে পৌঁছায়।

জন্মাবধি এইসব শিশুরা নীলাভ থাকে। বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশায় রোগ নির্ণয় সম্ভব হতে পারে।



ফুসফুসের ধমনীর রক্ত প্রেরণাধিকা ও নীলাভ  
( আইসেন মেনজার উপসর্গাবলী )

নিলয়ের মধ্যে উল্লম্ব ছিদ্র দিয়ে রক্তের গতি পরিবর্তনের ফলে নীলাভ দেখা যায় কিন্তু যদি ডাফটাস আর্টারিওয়াসের অনবনুপির ফলে হয় তবে নীলাভ নিশ্চয় থাকে। শ্বাসকষ্ট, ব্যাথা, সংজ্ঞাহীনতা, মূখে রক্ত ওঠা, ফুসফুসে রক্ত জমা ও সংক্রামণ প্রভৃতি দেখা যায়।

হৃদযন্ত্রের স্থানিক রক্তহীনতাজনিত ব্যাধি

হৃদযন্ত্রের আপন কার্যক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করোনারী ধমনী থেকে আসে। কিন্তু এই সরবরাহ ব্যাহত হলে—হৃদযন্ত্রের ব্যাথা ( এ্যানজাইনা পেকটোরিস ) অথবা মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু। হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা ও নানা ধরনের হৃদঘাত যন্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

এজন্য রক্তহীনতাজনিত উপসর্গহীন তন্তু প্রকরণ বহুক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব। হৃদরোগ ঘটিত ব্যাধি— হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীতে স্থায়ী ক্ষতি না থাকা সত্ত্বেও ক্ষণস্থায়ী শ্বাসরোধকারী ও ঐ যন্ত্রণাকারী এ্যানজাইনা অনুভূত হয়। করোনারী ধমনীর তগুণ জনিত ব্যাথা আরও দীর্ঘস্থায়ী হয় ও হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যুর চিহ্ন বহন করে।

করোনারী ধমনীর রক্ত তগুণ সর্বক্ষেত্রে থাকে না এবং ঐ ধমনীর কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া বা তগুণ জনিত পুনরুপর্দার মধ্যে রক্তপাত হওয়াও কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। করোনারী ধমনীর রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হলেই হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু সব সময়ই করোনারী সরবরাহে ব্যাধি জনিত হয়। যন্ত্রণা অনুভূত কালে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন দেখা যেতে পারে এবং উৎকট যন্ত্রণায় স্থানিক মৃত্যুর চিহ্নও দেখা যেতে পারে।

হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু, আক্রান্ত করোনারী ধমনীর সহযোগী রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

প্রধান করোনারী ধমনীর কার্য ব্যাহত হলে পারিপর্যায়িক রক্তবাহী তন্ত্রের আকৃতি গত বৃষ্টি রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখার সহায়ক হয়। এ্যানজাইনা পেকটোরিস দীর্ঘস্থায়ী হলে হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু ঘটতে পারে—এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে।

সম্ভবতঃ বিকার ক্রিমার পরিণতি জনিত অর্বাঙ্কিত পদার্থের স্থানীয় সঞ্চয়ের জন্যই হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু ঘটে।

করোনারী ব্যাধি ছাড়া অন্যান্য ব্যাধিগর্ভীর মধ্যে—

মহাধমনীর কপাটিকার ব্যাধিতে রক্তস্রোতের পুনরুদগীরণের ফলে বাম নিলয়ের ক্রিয়াবৃষ্টি ও করোনারী ধমনীর সংকোচনের ফলে রক্ত সঞ্চালন কমে যায় এবং ঐ

সংকোচনের ফলে মহাধমনীর ডায়াস্টোল জনিত চাপ হ্রাস এবং করোনারী ধমনীর রক্ত সঞ্চালন কমে যায়।

সিফিলিস জনিত মহাধমনীর প্রদাহ হতে করোনারী ধমনীর রক্তস্রোত প্রবাহ ছিন্নগূলি বাধা প্রাপ্ত হতে পারে।

ভীষণ রক্তাশ্রিত অরিস্কেল বহনকারী ক্ষমতা কমে যায় এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাধিতে ডায়াস্টোলের সংক্বেপ্তর জন্য করোনারী সঞ্চালন ব্যাহত হয়।

রোগ লক্ষণ—স্টার্নামের নীচে বা সমস্ত বুকের উপর ঘন্টা অনূভব হয়। ব্যথা, চাপ, তীব্রতা বা পিষে ফেলার মতো মনে হয়। কিন্তু কোন সময়ে তীব্র কষ্টের বদলে অস্বস্তিকর চাপ ধরার পরিবর্তিতও দেখা যায়। ছুরি মারা বা কেটে ফেলার মত হয় না—কিন্তু বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গী আছে। কখনও দক্ষিণে বা উপরের বাহুতে পরিবাহিত হতে পারে। হার্ডটি মাংসপেশীর সংকোচন জনিত মোড়া অবস্থার বা বস্ত সংকোচন জনিত অবস্থার বিবর্ণ দেখায়। গলা, ঘাড়, কাঁধ বা পিঠে ব্যথাও পরিব্যাপ্ত হতে পারে।

এ্যানজাইন পেকটোরিস —পরিশ্রমের পরিমাণগত সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যথার রোগী ছিন্ন থাকতে পারে এবং ঘন্টা শূন্যর কয়েক মিনিট পর আপনি উপশম হয়। খাবার পর ঠান্ডা লাগানোর ফলে মানসিক উদ্বিগ্নে ব্যথা হতে পারে। ট্রাইনাইট্রিন—গ্লিসারিন ট্রাইনাইট্রেট জাতীয় ঔষধে করোনারী ধমনী সম্প্রসারণ করার সফল নিয়ামক হয়।

পরিশ্রমাস্তে বা পর পর অনেকগুলির হৃদযন্ত্রের বিদ্যুৎ তরঙ্গে নকশা গ্রহণের ফলে কিছু পরিবর্তন দেখা সম্ভব হলেও সাধারণ এক্স রশ্মি বা বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশার পরিবর্তন দেখা যায় না এবং সতর্কভাবে রোগ ইতিহাস শূন্য বা নাইট্রাইটের দ্রুত প্রভাবের কার্য লক্ষ্য করে রোগ নির্ণয় করতে হয়।

#### চিকিৎসা

ক্ষীণ ও বিষম গতিবিশিষ্ট নাড়ি, দুর্বলতা, মৃত্যুভয় - আর্সেনিক ৬, ৩০।

তরুণ অবস্থার হার্টের ব্যথায়, অ্যাকোনাইট ৩, ৬, ৩০।

বৃদ্ধ খড়ফড়ানি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩, ৬।

হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতায়, আর্স আয়োড ৩x।

হৃদস্পন্দন, মুচ্ছাবেশ, ক্ষীণ নাড়ি লক্ষণে—আর্সিড্ হাইড্রো—৩, ৬।

হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ, হার্টে চাপ লক্ষণে দিতে হবে—ক্যাটাস ১x।

পাকস্থলির ক্রিমাবৈষম্য লক্ষণে, নাক্স ভর্মিকা ৩x থেকে ৩০।

হার্টের দুর্বলতা লক্ষণে, ট্র্যাটিগাস মাদার দ্রুত ফল দেয়।

নাড়ি অনিয়মিত, মৃদু এবং কম্পনশীল লক্ষণে, সীমিসিফিউগা ৩০ বা ২০০।

বৃদ্ধ ব্যথা লক্ষণ ও আক্ষেপ লক্ষণে, ম্যাগ্‌ফস্ ৩x জলসহ সেব্য।

ডিজিট্যালিস্ প্রুত হার্ট স্পন্দনে ।  
গ্লোনায়িন্ ৩, ৩০, ল্যাকেসিস্, স্পাইইজ্রালিয়া, ট্যাবেকাম প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ  
অনুসাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন ।

হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু  
( Myocardial Infection )

করোনারীয রোগে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত করে রোগ সৃষ্টি করে । পরিপ্রম, মানসিক  
উবেগ এর সঙ্গে এর সম্পর্ক কম—ঘর্মের মধ্যেও হতে পারে । পদ্রুবে মধ্য এটা  
বেশী হয় । মোটা বেঁটে লোকের মধ্যে দেখা গেলেও আকৃতিগত বৈচিত্র্য কোনও  
বড় কথা নয় ।

করোনারী ধমনীর তপ্তন বা অন্য কোনও ব্যাধি জড়িত থাকে বটে কিন্তু এদের  
অস্বাস্থী সন্দেহ ছাড়াও এই ব্যাধি দেখা যায় ।

রক্তে কোলেস্টেরল ও রক্তপ্রেষ বৃদ্ধির সঙ্গে এর সম্পর্ক বৃদ্ধিপূর্ণ অভিমত  
বাক্য হয়েছে । খুব ঘনিষ্ঠ সন্দেহ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও পিত্তস্থলির ব্যাধির সঙ্গে  
এর সম্পর্ক আছে বলে অনেকে মনে করেন ।

রোগ লক্ষণ—কম্পনগাই প্রধান উপসর্গ । কোনও কোনও রোগীর পূর্বে অভিজ্ঞতা  
এবং কম্পনগার আগমন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু এই বেদনা হঠাৎ হতে  
পারে ।

মৃদু আঘাত সামলে ওঠা ও বাধা নিবারণ করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু বাধার  
সঙ্গে শক ও হৃদযন্ত্রের উৎকট সাংঘাতিক ক্রিয়া বন্ধ ক্রান্তিত মৃত্যুও সম্ভব । বেদনাহীন  
ব্যাধি প্রায় অসম্ভব এবং যেসব ক্ষেত্রে রোগী হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু ঘটায়  
পূর্বে সংজ্ঞাহীন বা শকগ্রস্থ হয় তাবা হয়ত তাঁর যন্ত্রণা বৃদ্ধিতে পারে না ।

শক—ক্ষতি সামান্য হলে সামান্য উপসর্গ দেখা যায় নতুবা প্রচুর ঘাম, হাত পা  
ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং রোগীর চেহারায় অসহায় ভাব ফুটে ওঠে, বমি হতে পারে ।  
ভীষণ দুর্বলতার সঙ্গে সংজ্ঞাহীনতা ভাব ফুটে উঠলেও কিন্তু সংজ্ঞা হারায় না । রোগীর  
রক্তবাহী প্রান্তিক কৌশিক জালিকাব সংকোচনের জন্য হাত পা সালা হয় । নাড়ীর গতি  
বৃদ্ধি ও ক্ষীণতা অনুভবেব বাইরে চলে যায় । রক্তপ্রেষ কমে যায় ও সিস্টোলিক এবং  
ডায়াস্টোলিক রক্তপ্রেষ খুব কমে যায় ।

নীলাভ দেখা যায় । এই অবস্থা বিশেষ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । শক  
কাটিয়ে উঠলে রোগী আশ্বে আশ্বে সুস্থ হয়ে ওঠে । নাড়ী ও রক্তচাপের উন্নতি দেখা  
যায় এবং বাম নিলয়ের বিকলতারও উন্নতি ঘটে ।

হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা

বিশ্রমভাগ ক্ষেত্রে বাম নিলয়ের উৎকট ব্যর্থতা দেখা যায় । হৃদকম্পনঘটিত

হাঁপানির শ্বাসকষ্ট এবং ফুসফুসে জলক্ষীণিত ও ব্যথা থাকে। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে রক্ত জমা জনিত কারণে হৃদযন্ত্রে ব্যর্থতা দেখা যায়।

### চিকিৎসা

হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার জন্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ঔষধ দিতে হবে লক্ষণ অনুযায়ী।

হৃদস্পন্দন, হৃৎপিণ্ড ও বক্ষগহ্বরে দ্রুত রক্তপ্রবাহ। ক্ষীণ নাড়ি লক্ষণে—অরাম ৬, ৩০।

হৃৎপিণ্ডের ব্যর্থতার সব সময় ক্র্যাটিগ্যাস্ মাদার পরীক্ষা করতেই হবে। পাঁচ ফোটা জ্বাসহ দিনে তিন চার বার।

অতিরিক্ত পারিশ্রমের জন্য হলে—আণিকা ৩, ৬, ৩০।

হার্ট রেট্ বৃদ্ধির লক্ষণে—ডিভিট্যালিস্ ৬, ৩০।

হার্ট রেট কম হলে—আকোনাই ৬, ৩০।

শায়বায় হৃদয় দুর্বলতা ও ক্ষীণ নাড়ি—স্কাস্ মাদার ৩।

হৃৎপিণ্ডে চাপবোধ ও উষ্ণার লক্ষণে—অ্যাসোসিফিটিডা ৩, ৬।

হৃৎপিণ্ডে বেদনা থাকলে—অ্যাসিড্ অক্জ্যালিক্ ৬, ৩০।

বৃক ও কাঁধে ব্যথা, ঠিক যেন সূঁচ ফোটার মত, ক্ষীণ অনিয়মিত হৃদস্পন্দন লক্ষণে—কোল কাব ৬, ৩০—রোগীর চেহারা একটু মোটা হয়।

হৃৎপিণ্ড থেকে যখন ফোটা ফোটা কিছু পড়ছে এই ধরণেব অনুভব হলে—ক্যানাবাস্ ইণ্ডিকা ৩, ৬, ৩০।

একটি লোহার বোড় যেন হার্টকে চেপে ধরে তবে কাধ করছে এমন অনুভবে—কাক্টাস্ মাদার বা ৩।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই বন্ধ লক্ষণে, ক্যাফেইন ১x।

হৃদস্পন্দন খুব বেশি—সাহনে ঝঁকলে আরও বেশি, বৃক ব্যথা, শ্বাস কষ্ট লক্ষণে—ব্যাপ্টিসিরা ৩, ৬, ৩০।

হার্ট দপ্ দপ্ করা, ধড়ফড় করা, শ্বাস কষ্ট, দম বন্ধ ভাব—গ্লোনিন ৩, ৬, ৩০।

বেশি শ্বাসপানের জন্য বা জর্দা সেবনের জন্য হার্টের রোগে—ট্যাবেকাম ৩, ৬, ৩০।

হৃৎপিণ্ড ও দম বন্ধ ভাবে (রাতে বৃদ্ধি)—গ্লিভেলিয়া মাদার বা ৩, ৬।

বেশি রক্ত বা রস নিঃসরণের পর হলে—চাফনা, অ্যাসিড্ ফস্। এছাড়া নেট্রাম মিউর, ম্যাগ্ফস্, লিলিয়াম টিগ্ প্রভৃতি প্রয়োজন হতে পারে।

ব্যার্থিটি মারাত্মক—আকস্মিক বা বিলম্বে মৃত্যু হয়। বয়স বেশী হলে অথবা চিকিৎসায় উন্নতি দেখা না গেলে অবস্থা খারাপ বৃদ্ধিতে হবে। সামান্য আক্রমণে সেরে যাবার পর আংশিক পঙ্গুতা সহ বেঁচে থাকা সম্ভব।

করোনারী ধমনীর উৎকট অপ্ৰাচূৰ্ঘ্য

করোনারী ধমনীর অবরোধ ব্যতীত অন্য কারণে হৃদযন্ত্রে করোনারী বাহিত রক্ত সরবরাহ অপ্ৰাচূৰ্ঘ্য অথবা প্রয়োজনানুগ সংবন্ধে অক্ষমতা।

নানা ধরনের করোনারী ধমনীর কাঠিন্য থাকে তবে সাধারণতঃ করোনারীর পূর্ণ অবরোধ ঘটে না। হৃদযন্ত্রের অন্তরস্থ কলায় বা তার সঙ্গে মাংসপেশীর খণ্ডে খণ্ডে ক্ষয় দেখা যায় কিন্তু উপরের দিকে বা হৃৎকরা কলায় দেখা যায় না।

রক্তক্ষয় জ্ঞানত বা অন্য কারণে শক বা রক্তে প্রেসারের অবগতি, উৎকট হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি বিষক্রিয়ার ফলে শ্বাসকণ্ঠেও ফুসফুসের উৎকট সাংঘাতিক ব্যাধি হয়।

নানা কারণে হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন অভাব জ্ঞানত সকল উপসর্গ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা হয়। শক, হৃদযন্ত্রের বিকলতা জন্মায় বা রক্তে শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি দেখা যায়; কিন্তু কারণ ঘাটত ব্যাধির চিহ্ন পাওয়া যায়।

হৃদযন্ত্রে বিদগ্ধ তরঙ্গের নিলয়ের নির্দেশক এস-টি সংস্থায় নিম্নগামী অবস্থটি তরঙ্গের সমতল জাতীয় বা উলটানো অন্তরল নকশা আক্রমণে কিছুদিন পরপর পর্যন্ত দেখা যায়—কিন্তু কিছু তরঙ্গ স্বাভাবিক থাকে।

চিকিৎসা

ক্যাক্টাস্ গ্র্যান্ডিফ্লোরাস্ ( *Cactus grandiflorus* ) শ্রেষ্ঠ ঔষধ।  
 ল্যাক্টোডেক্টাস্ ম্যাক্ট্যানস্ ( *Lactrodictus mactans* ) একটি বিশেষ ঔষধ।  
 মাদার দু থেকে চার ফোঁটা জলসহ সেব্য।

গায়ে কাপড় রাখতে ভাল লাগে না লক্ষণে—ল্যাকোসিস্ ৩, ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

রোগীর ঐকমুনিভাব, ঘুম ঘুম ভাব থাকলে ডোপাম ৩, ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

ক্যালকেরিয়া আস্—এই রোগে মাঝে মাঝে খুব ভাল ফল দেয়।

এপিপস্ মেল ৫—প্রয়োজনে লক্ষণ অনুযায়ী ভাল ফল দেয়।

কেলি মইটর ৩—প্রয়োজনে শূভ ফল দেয়।

ক্ল্যাটিগাস্ মাদার—পাঁচ ফোঁটা করে ১দনে তিন-চারবার প্রয়োজনে দিতেই হবে

ফুসফুসের রোগজ্ঞানিত রুদ্ররোগ  
 ( Pulmonary cardiac diseases )

বেশি ধূমপান করা, ধোঁয়া, ধূমো প্রভৃতিতে থাকা প্রভৃতি কারণে সহরের বাসিন্দাদের এ রোগ হয়। এদের কারণ পুরোনো ক্রনিক ব্রংকাইটিস থাকে। ফুসফুসেও মধ্যে বায়ুক্ষীর্ণিত ( *Emphysema* ), বায়ু প্রবেশে বিঘ্ন প্রভৃতির জন্য ফুসফুসের সূক্ষ্ম কৈশিক তন্ত্রের বিকলতা হয়। কাঠিন্য জন্মায়। ফুসফুসে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। রক্তে অক্সিজেন অভাব হয় তার ফলে প্রান্তিক বস্তুর কঠোর ব্যাঘাত হয়। অক্সিজেনের অভাবে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

এর পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে রক্ত বৃদ্ধি পায়।

ফুসফুসের পুরোনো প্রদাহ জনিত রোগ দেখা যায়। রোগী পাত্তুর ও নীলাভ হয়। নখগুলি বেকৈ যায়। ব্রিঙ্করেটিস ও গ্রিঙ্করেটাসিস প্রভৃতি হয়। X-Ray করলে ডান অগ্নিদ বোঁশ ফোলা দেখা যায়।

### চিকিৎসা

হার্টের রোগে—ক্যাটিগাস্ মাদার।

ফুসফুসে ঘড় ঘড় শব্দ, নিশ্বাসে বাধা প্রভৃতি ও বর্মিভাব লক্ষণে—ইপিকাক  
৩, ৬, ৩০।

ফুসফুসের রোগে—অ্যান্টিম্ টার্ট ৩, ৬, ৩০ ডাল ঔষধ।

কাশি, বৃকে ব্যথা, দ্রুত নাড়ি লক্ষণে, ফস্ফারাস্ ৬, ৩০।

পুরোনো বৃকের রোগ থাকলে—হিপার সালফার ৬, ৩০।

রক্ত ওঠা, কাশি—অ্যাকালিফা ইন্ডিকা ৩, ৬।

কাল্চে চাপ চাপ রক্ত ওঠা—হ্যামামেলিস ১x।

বৃকে পর্জ সপ্ত লক্ষণে—লাইকোপোডিয়ারম ৩০।

বায়োকোমিক ফেরাম্ ফস্ ৬x, ১২x এবং কোলি মিউর ১২x, ৩০x শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

### সিফিলিস জনিত হৃদরোগ

#### (Syphilitic Heart Disease)

সংজ্ঞাত সিফিলিস রোগ সাধারণতঃ হৃদযন্ত্রের বা রক্তবাহী তন্তুকে আক্রমণ করে না। অন্ততঃ এ রোগে পুরুষেরা বেশী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অনুপাত 30%। কিন্তু মহাধমনীর আক্রমণে 10%। রোগে সংক্রমণের 3 থেকে 10 বৎসর পরে হৃদযন্ত্র বা রক্তবাহী তন্তু রোগ অনুপ্রবেশ করে—মেহনতী লোকের মধ্যে এ প্রাদুর্ভাব বেশী। বর্তমানে উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থায় সিফিলিস প্রাথমিক স্তরে নিরাময় সম্ভব হবার দাবুন এ বোগের প্রাদুর্ভাব কমে গেছে। স্নায়ুতন্ত্রের সিফিলিস আক্রমণের ক্ষেত্রে শতকরা 80 ভাগ বোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে।

মহাধমনীর আক্রমণে লক্ষ্যস্থল, হৃদযন্ত্রের মাংসপেশী বা মাঝারী ধমনীর আক্রান্ত হতে পারে।

আরোহী মহাধমনীর প্রদাহের সূত্রপাতের ফলে সীমিত সীমার যুক্ত ধমনীতে বা ধমনীর উপধমনীর চতুর্দিকে রক্তস্রাব দেখা যায় ও কোষ বিনষ্ট হয় এবং স্থিতিস্থাপক কলায় বদলে তন্তুকলায় উদ্ভব হয়। অন্তাবরণ কলায় প্রদাহ হয়ে ক্ষয় বা ঘা অথবা দীর্ঘচ্ছদী ক্ষতচিহ্ন জন্মানো ; এই রোগের বিশেষত্ব। অন্যত্র হায়ালিন কোল বৃদ্ধির ফলে ধমনী পুরু হয়, তন্তু ঘটে বা ক্যালসিয়াম জন্মান। এইভাবে মহাধমনীর গায়ে পুরু ও পাতলা অংশ হয়। রক্তের চাপে পাতলা অংশের স্থানিক স্ফীতি (Aneurysm)

দেখা দেয়। খালি মস্ত স্ফীতি দেখা যায়। এবং তার মধ্যে আংশিক জমাট বাধা স্তর সৃষ্টি হয়। স্ফীতির আঘাতে পারিপার্শ্বিক শরীর যন্ত্রে চাপ পড়ে ও ক্ষয় হয়ে হাড়ের ক্ষয় এক্স রশ্মিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে— স্ফীতি একাধিক হওয়া সম্ভব। আরোহী মহাধমনীর কপাটিকা পর্বন্ত এই দ্রুত বিস্তৃত হলে কপাটিকা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কপাটিকায় যুদ্ধ অগ্রভাগ এই যোগ্যতাহীনতা আরও বাড়িয়ে তোলে। ভালব সাইনাস ও তৎসামিহিত স্থানে আক্রমণ প্রসারিত হলে করোনারী ধমনীর মূখে প্রদাহ প্রসারিত হয়ে আংশিকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়— হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীতে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং তন্তু জাতীয় কলার সৃষ্টি হয়— অবশ্য এটা সার্ফিলিস জ্বিনত হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর প্রদাহ নয়। হৃদযন্ত্রের গামা জাতীয় রোগ সাধারণতঃ দেখা যায় না।

রোগ লক্ষণ—বয়স সীমা 40 থেকে 55। মহাধমনীর ব্যর্থতা—বাতজনিত রোগের অনুরূপ।

বৃকে বাধা—এ্যানজাইনার ব্যথার মত। হঠাৎ মৃত্যুও সম্ভব।

মহাধমনীর প্রদাহ —মহাধমনীর সিস্টোলিক মর্মর ধ্বনি ও দ্বিতীয় শব্দের আধিক্য এবং আবেহী অংশের প্রসারতা (এক্স রশ্মিতে যাহা স্পষ্ট প্রতীভাত হয়) রোগ নির্ণয়ের সহায়ক।

মহাধমনীর স্থানিক স্ফীতি (এ্যান্জিঙ্ক্‌ম)—সার্ফিলিস রোগ আদিতে হয়। স্থানিক বৈশিষ্ট্যজনিত নানারকম উপসর্গ দেখা যায়। আশেপাশে শরীর যন্ত্রে চাপজ্ঞানত বেদনা ও বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ অনেকটা সাইনাসের অবস্থার কথা সম্বন করিয়ে দেয়।

### চিকিৎসা

বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসার বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে।

মহাধমনীর রোগ হয়েছে সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে ফস্ফোরাস্ ৩, ৬।

এটি বিফল হলে দিতে হবে ভ্যানাডিয়াম ৬, ১২। শ্বাসকণ্ঠ থাকলে অরাম ৬x, ৩।

পচন অবস্থা মনে হলে, সিকোল কর ৩, ৬।

ফেরাম ফস্ ৩x ভাল ঔষধ।

গায়ে কাপড় রাখতে আঁনছা লক্ষণে দিতে হবে, ল্যাক্সিস ৬, ৩০।

প্রয়োজনে এই অবস্থায় প্রাস্বাম্ ৬।

আঘাত জনিত কারণে এই রোগ হলে, আঁগকা ৩, ৬, ৩০। দীর্ঘদিন পূর্বে হলে আঁগকা ২০০।

আকোনাইট্ ৩x থেকে ৩০ একটি ভাল ঔষধ আঘাতজনিত রোগে।

হাটের অব্দ লক্ষণে, ব্যারাইটাকার্ব ৩x।

হার্টের দুর্বলতা লক্ষণে সব সময় দিতে হবে ক্যাটিগাস্ মান্দার পাঁচ ফোটা করে  
রোজ তিন থেকে চার বার ।

আর্স্ আয়োড্ ৩x খাবার পর খেতে হবে । এতে ভাল কাজ হয় ।

কোর্লি আয়োড্ মান্দার এবং ক্যাল্‌কোরিয় ফস্ ৩x প্রয়োজনে ভাল কাজ দেয় ।

### কপাটিকার দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি

কারণ—নির্বিশেষে প্রকৃতিগত বৈষম্য না থাকার দরুন এগুলিকে একসঙ্গে  
কপাটিকার ব্যাধিব অন্তর্গত করা হয় । কপাটিকায ব্যাধিতা জনিত উপসর্গেব  
চিকিৎসারও প্রকারভেদ খুবই কম ।

বাতজনিত হৃদযন্ত্রেব আশ্রবণেব প্রদাহ প্রধানত দায়ী । পর্যায়ক্রমে মাইট্র্যাল  
কপাটিকা এবং কখনো ত্রিপত্র কপাটিকা আক্রান্ত হয় । ফুসফুস ধমনীয কপাটিকা  
বিশেষতঃ সহজাত ব্যাধিব ফল । উপসংক্রমণ প্রভাবে বোগগ্রস্থ কপাটিকার অবস্থা  
আবও শোচনীয় হয় ।

আঘাতজনিত কপাটিকায বিশ্লেষণও ঘটে । আ-তিগত পরিবর্তন না থাকা  
সত্ত্বেও কপাটিকায আবরণগত অভাব দেখা যায়—যেমন মাইট্র্যাল কপাটিকায  
অসম্পূর্ণতা বা ফুসফুস ধমনীয বন্ধপ্রেষ বৃদ্ধি জনিত বৃত্তেব সম্প্রসারণ ।

মাইট্র্যাল কপাটিকায ব্যাধি —সাধারণতঃ বাত জন্মেব পরিমাণ বশতঃ এই  
বোগেব সূচনা । খুব মৃদু আক্রমণে বিশেষ কোনও উপসর্গ দেখা যায় না । কিন্তু  
আক্রমণেব তীব্রতা অনুসারে মাঝামাঝি উপসর্গ, শ্বাসকষ্টেব ও হৃদযন্ত্রেব অসামান্য  
হেতু মৃত্যুও ঘটতে পারে । প্রাথমিক স্তরে কপাটিকায় অসামান্য দেখা যায় কিন্তু  
পরে মাইট্র্যাল ছিদ্রেরও বিশেষ সংকোচন ঘটে । একান্ত মাইট্র্যাল কপাটিকায অসামান্য  
খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায় ।

ব্যাধি তত্ত্ব—বাত জন্মেব জনিত হৃদযন্ত্রেব আশ্রবাবরণেব প্রদাহ—পরে সেখানে তন্তু  
জাতীয় কলাব আবির্ভাবেব ফলে ভালবেব কপাটিকায বিকৃতি ঘটে এবং তায  
বন্ধনী বন্ধুর কোষ ( Cardiac Tendinae ) ও তৎজনিত মাইট্র্যাল ছিদ্রের  
সংকোচন ঘটে । কপাটিকাগুলিব সংযোজন, কঠিনীকরণে ও ক্যালসিয়াম জমাণেব  
ফলে মাইট্র্যাল ছিদ্র ছোট হতে হতে একেবারে একফালি বোতাম ঘর্ষেব মত সংকীর্ণ  
হয় । বন্ধনী বন্ধুর সংকোচনেব ফলে ফানেলের ( Funnel ) মত আকৃতি হয়ে ছিদ্র  
আরও সংকুচিত হয় ।

মাইট্র্যাল অসামান্য —নির্লয়েব পিসটোল সংকোচনেব ফলে বাম অলিঙ্কে  
রক্ত জমায ফলে আকৃতি বৃদ্ধি হয় এবং ডায়াসটোলেব সময় বাম নিলয়ে বক্ত সঞ্চার  
কিন্তু অসামান্য জমাণেব আগে পর্যন্ত মহাধমনীতে বক্তক্ষেপণেব কোনও তাবতম্য  
হয় না ।



রোগ লক্ষণ— বাম নিলয়ে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষেপণের যতদিন সামর্থ্য থাকে ততদিন কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। একান্তভাবে এই ব্যাধির আক্রমণ সাধারণতঃ দেখা যায় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংকোচনজনিত উপসর্গের মতই এর উপসর্গাবলী দেখা যায়।

মাইট্র্যাল অসাক্ষ্যের জন্য বিশেষ কোনও উপসর্গ দেখা যায় না কিন্তু এই রোগ নিলে দীর্ঘ জীবন ( 60—70 ) লাভ করা সম্ভব। মধ্যে মধ্যে সিসটোল ঘাটের জন্য বৃদ্ধ ধড়ফড় করে কিন্তু দুর্বলতা বা ক্লাস্তিবোধ থাকলেও শ্বাসকষ্ট বড় একটা দেখা যায় না। অন্যান্য অন্তর্নিহিত বোগের কারণে মৃত্যু ঘটা সম্ভব। কপাটিকায় রক্ত, কখনো ছিঁড়ে যাবার ফলে উৎকট অসাক্ষ্য দ্রুত হৃদযন্ত্রের অসাক্ষ্য আনে।

ন'ডীর গতি স্বাভাবিক থেকে দ্রুতি হতে পারে এমনি জলাঘাত ( Water hammer ) জাতীয় হতে পারে। খুব বেশি রক্ত প্রত্যুৎপন্ন হলে হৃদযন্ত্র শীর্ণ কোণে প্রবল আঘাত হানে এবং তা অনুভব করা যায়।

স্টের্টিসকোপে বিশেষতঃ হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণে প্রথম হৃদঘাতের অবাবাহিত পরেই সিসটোলের মর্মর ধ্বনি স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়। বেশি জোরে হলে হাতের তালদুতে এর কম্পনের অনুভূতি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হৃদঘাত শব্দ মর্মর ধ্বনির মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যায়। নিলয়ের মাত্রাধিক্য রক্ত পুরণের দরুন তৃতীয় হৃদঘাত পুরণের শব্দ পাওয়া যায় না। অতিরিক্ত সিসটোলের পরিণামে অলিঙ্গন তন্তু জাতীয় সংকোচন সম্ভব।

এক্স-রে রশ্মি পরীক্ষা —সরাসরি দর্শনে অলিঙ্গনের অতিবৃদ্ধি এবং নিলয়ের সিসটোল সময় পূর্ণ হবার ফলে অতিকায় হওয়া দ্রুতব্য। বেরিয়াম খাওয়ালে এই সময় গ্রাসনালীর পিছনে সরে যাওয়া প্রায়ই দেখা যায়। এছাড়া বাম নিলয়ের কিছ'টা বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রক্ত ইন্জেকশন করার পর এক্স রশ্মির মাধ্যমে বেশ ভালভাবে এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা সম্ভব।

বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশার ছন্দ ভঙ্গ ও সামান্য বাম নিলয়ের অতিবৃদ্ধি ধবা পড়ে।

চর্চিতলাতা—জীবানু সংক্রমণ জনিত অন্তরঙ্গ হৃদযন্ত্রাবরণ কলার প্রদাহ ঘটানো সম্ভব তবে মাইট্র্যাল সংকোচনের মত জঘাট রক্ত উৎক্ষেপণ বিরল।

রোগ লক্ষণ—কেবলমাত্র সিসটোলের শব্দবৃদ্ধি নয়, সারা সিসটোল পরিব্যাপ্ত ডায়াসটোল ঘাত অবলোপকারী মর্মর ধ্বনি, অতি প্রবল হৃদযন্ত্র শীর্ণ কোণের ঘাত এক্স রশ্মিতে উল্লেখিত বিশেষতঃ সংক্রমণ জনিত হৃদযন্ত্রের অন্তাবরণ কলা প্রদাহে হঠাৎ কপাটিকা রক্ত, ছিঁড়ে যাবার ফলে সর্বব্যাপী মর্মর ধ্বনি রোগ নির্ণয়ক। নিলয় মধ্যস্থ 'প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা সংক্রমণ জনিত হৃদরোগ, মহাধমনীর সংকোচন প্রভৃতি এবং নির্দোষ সিসটোলের মর্মর ধ্বনি প্রান্তিক সঞ্চিত করতে পারে।

## চিকিৎসা

হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত থাকলে এবং হার্টে প্রবল চাপবোধে লিট্‌লিয়াম টিঙ্ক মাদার বা ৩, ৬।

সকালে রোগ বৃদ্ধি এবং হৃদকম্প লক্ষণে স্পাইজেলিয়া ৩ খুব ভাল ফল দেয়।

অনিয়মিত হার্ট, মৃদু নাড়ি—লরোসিরেসাস, ৩, ৬, ভাল ফল দেয়। শিশুদের মৃদু নীল লক্ষণেও এটি ভাল ফল দেয়।

স্নায়বিক দুর্বলতা এবং হৃদকম্পতে ও ক্ষীণ নাড়িতে ভাল ফল দেয়—ককাস মাদার, ৩, ৬, ৩০।

সব ধরনের ক্ষেত্রে অপূর্ব ফল দেয় ক্যাটিগস মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিন-চার বার।

হার্ট রেট দ্রুত হলে, ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬, ৩০।

হার্ট রেট আত ধীর হলে, আকোনাইট ৩, ৬।

হার্টের দুর্বলতায়, গ্রিন্ডেলিয়া মাদার ৩, ৬।

ক্যান্টাস্ মাদার একটি ভাল ঔষধ।

এছাড়া অন্যান্য ঔষধের জন্য লক্ষণ অনুযায়ী গ্রন্থের শেষ অংশ রিপোর্টারী দ্রষ্টব্য।

## মাইট্র্যাল সংকোচন

মাইট্র্যাল ছিঁড়ের ব্যাস স্বাভাবিক ১'৫ সে: মি:। ২'৫ সে: মি: তে নেমে আসলে তবেই উপসর্গ দেখা যায়। অবশ্য এর আগে উপসর্গ দেখা দিতে পারে কিন্তু ২'৫ সে: মি: হলে রোগী শয্যাগত হলে পড়ে। দক্ষিণ অর্ধলুপ থেকে নিলয়ে রক্ত প্রবেশ করতে না পারার দরুন অলিন্দে রক্ত জমা হয়—ফুসফুস ধমনীতে রক্তপ্রেস বেড়ে—ফুসফুস ধমনীর শাখা-প্রশাখাও কৈশিক জ্বালিকার মধ্যে সেই রক্তের প্রেসের প্রভাব পড়ে এবং ফুসফুসের কোষগুলির ক্ষতি সাধন করে। জলক্ষীতি ঘটে। দক্ষিণ নিলয়ের কার্ভার বেড়ে যায়, আর্টারিয়াল কাল সামলাতে দক্ষিণ অর্ধলুপ ও নিলয়ের আর্টারিয়াল ঘটে। বাম অর্ধলুপ চলে। বাম অর্ধলুপ অসামান্য হলে বামদিকের নিলয়ের ব্যর্থতা আসে। ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালনের বাধার জন্য রক্তপ্রেস বৃদ্ধি ও রক্তজমা জনিত দক্ষিণ নিলয়ে ব্যর্থতা জন্মায়।

রোগ লক্ষণ—কিন্তু রোগীর কোনও রোগ লক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে আবার অনেকে রক্ত জমা হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার মারা পড়ে।

স্বাসকণ্ঠ—প্রথম সামান্য পারিশ্রমে, এবং পরে বিশ্রামের সময় অথবা নিদ্রার মধ্যে বা হঠাৎ ইহার আবির্ভাব ঘটে। ফুসফুসের জমাট টুকরো উৎক্ষেপণ বা জলক্ষীতির দরুন কফ ও রক্ত ওঠা। ফেনাবৃত্ত কফ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। দক্ষিণ নিলয়ের ব্যর্থতার জন্য শোথ, বকুৎ বৃদ্ধি, উদরী প্রভৃতি দেখা যায়। ফুসফুসে

বড় রক্তের টুকরো উৎক্ষেপণের ফলে মূখে বোঁশ রক্ত উঠতে পারে। ফুসফুসে রক্ত জ্বিনিত অল্প রক্ত গুঠা সম্ভব। বৃদ্ধকে বাথা সাধারণতঃ থাকে না অথবা ভয় অনুভূত হয়। হৃদযন্ত্রের আকার বড় হয়ে গেলে অস্বস্তি হয়। হঠাৎ বৃদ্ধকে ব্যথা টুকরো উৎক্ষেপণের লক্ষণ। করোনারী ধমনীর বিফলতা জ্বিনিত হতে পারে। প্রাণান্তকর ক্রমাগত শূকনো কাণি ও শ্ববরভঙ্গ দেখা দিতে পারে। ক্রমবর্ধমান বাম অলিন্দের চাপে রেকারেন্ট ল্যারিজিয়্যাল নাভের উপর চাপ পড়ে অংশিক পক্ষাঘাত হবার ফলে এবং খাদ্য গ্রহণে কষ্ট হয়। কড়াচিং বাম অলিন্দের চাপে কণেরদুকা ক্ষয়প্রাপ্তির জন্য দুই অংশ ফলাকের মধ্যে ঘন্ত্রণা অনুভূত হতে পারে :

বাথার মধ্যে দিয়ে রক্ত অনুপ্রয়ণের ফলে হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণে ডায়াস্টোলের মর্মর ধ্বনি শোনা বিশেষ অর্থবহ। বাম দিকে বক্ষ পিজ্জবেব উপব এবং পঞ্জরাস্ত্রর মধ্যে দক্ষিণ নিলয়ের হৃদঘাতজ্বিনিত স্পন্দন দেখা যায় এবং আবও বামদিকের হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণে আঘাত জ্বিনিত স্পন্দন দেখা যায়। সেটি সিস্টোলের সময় তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট হয় এবং কম্পন অনুভূত হতে পারে। দক্ষিণ নিলয়ের অতিবৃদ্ধির ফলে স্টানিমের পাশে তীক্ষ্ণ স্পন্দন ফুসফুসের ধমনীর রক্ত প্রেবাধিক্য সূচিত করে এবং তার উপর দ্বিতীয় হৃদঘাত অনুভব কবা যায়।

স্টেথিসকোপে বৃদ্ধের সর্বত্র শব্দ তীক্ষ্ণ ও জোরালো এবং হৃদযন্ত্রের শীর্ণকোণে সব থেকে তীব্র ধ্বনি শোনা যায়। দ্বিতীয় হৃদঘাত শ্বাস ধমনীর তীব্র হয় এবং তার পরবর্তী কপাটিকা বন্ধের শব্দ হয়—ধমনীর রক্ত প্রেবাধিক্য থাকলে আরও জোরালো হয় এবং ঠিক পরেই কপাটিকা উন্মোচনের শব্দ শোনা যেতে পারে, ক্যালসিয়াম জমা গেলে এই শব্দ অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়। কপাটিকা উন্মোচনের পর নিচু নিম্ন গ্রামের ডায়াস্টোলের মধ্যে মর্মর শব্দ শোনা যেতে পারে। এর স্থায়ী কাল কম কিন্তু পরো ডায়াস্টোলের ফলে প্রচুর বিলম্বিত হতে পারে। হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণে রোগীকে সামান্য বাম কাতে শূইয়ে এই মর্মর ধ্বনি ভালভাবে শোনা যেতে পারে। ডায়াস্টোল জ্বিনিত মর্মর ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামের মর্মর ধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়।

উচ্চগ্রামের মর্মর ধ্বনি সিস্টোলের পূর্বে বা অলিন্দে সিস্টোলের এবং পরিশ্রমের ফলে আরও স্পষ্ট হয়ে আসে। শ্বাস ধমনীর রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি হয় না এবং কপাটিকা উন্মোচনের চিত্তই একমাত্র থাক। রক্তপ্রেষ এবং নাড়ীর বেগ প্রায়ই কম হয়—দক্ষিণ নিলয়ে অসামান্যতা ঘটলে শিরায় রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি ঘটে।

অলিন্দের তন্তুজ্বিনিত পরিবর্তন ও অতিরিক্ত স্পন্দন, হৃদঘাতের ছন্দের পরিবর্তন। অস্বাভাবিক ছন্দ, বৃদ্ধ ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি, দুর্বলতা বা রক্ত জমা জ্বিনিত হৃদযন্ত্রের তন্ত্র ফল্য নাড়ীর গতিবেগ বৃদ্ধি জ্বিনিত অবস্থায় অবনতি সূচিত করে—কিন্তু হৃদযন্ত্রের উদ্দীপক সঞ্চারক ব্যবস্থায় বাধা থাকলে নাড়ীর গতি মন্দ্র হয়ে যায়।

প্রাস্তিক নীলাভ, চপেটোঘাতের মত হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণের হৃদঘাত শূন্যাময় নীচে বা বায়ুদিকে বা পেটের উপর পাওয়া যায়। ডায়াসটোলের কম্পন অনুভব করা ও ডায়াসটোলের মর্মর ধ্বনি, প্রথম হৃদঘাতের জোরালো শব্দ একস্মিক রীতিতে বাম অলিম্বের বৃদ্ধি, হৃদযন্ত্রের বিদ্যুৎ তবঙ্গের দক্ষিণ নিঃসৃত বৃদ্ধি এইগুলি সমষ্টিগতভাবে বা অধিকংশে রোগ নির্ণয়ের সহায়ক।

### চিকিৎসা

নির্দিষ্ট কোনও ঔষধ নেই। লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন। সিমিসিফিউগা ৩০—দ্রববদ্ধভাবে ২-৩ বার ভাল ঔষধ।

বিষম ন সী, ক্ষীণ দুর্বলতা প্রভৃতিতে এবং জ্বালা—আর্সেনিক ৬, ৩০।

বৃকে বাথা শব্দ হলে এবং হার্ট রেট কম হলে, আকোন ন্যাপ ৩, ৬, ৩০।

হার্টের দুর্বলতায় ক্যাটিংগাস মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিন বার।

বৃকে প্রবল চাপবোধ, ক্যাঙ্কাস্ ৩x।

সিমিসিফিউগা ৩০ এক্ষেত্রে ঔষধ।

হার্ট রেট বেশি থাকলে, ডিজিট্যালিস্ ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বে'লডোনা ৬, '০, আস' আয়োড ৬, ৩০।

এসিড্ হাইড্রো ৩, ৬, ক্যাঙ্কাস্ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ ভেদে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে গ্রন্থশেষে বোপার্ট'রী অংশে।

### মহাধমনীর সংকোচন

মহাধমনীর ছিদ্রের অস্বতন সিকিভাগ বা তারও কম হয়ে গেলেও মহাধমনীর সংকোচনে প্রভাবে উপসর্গ দেখা দেয়। রক্তের প্রক্ষেপণ পরিমাণ ও কবোনাবীর রক্ত প্রবাহ কম যায়। বাম নিলয় বৃদ্ধি পেষে অসফল দেখা যায়।

কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বর্তমানের অথবা অন্যান্য অসুখের সমাধিব্যবহার দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে মহাধমনীর সংকোচন ও ক্যালিসিয়াম জন্মানোর লক্ষণ দেখা দেয়। এর সঙ্গে সাধারণতঃ একটি দ্বিপার্শ্বিক কপার্টিকা সংযুক্ত ব্যাধির লক্ষণ থাকে।

রোগ লক্ষণ—বাম নিলয় যতদিন প্রতিপূরণে সমর্থ থাকে ততদিন অল্প স্বল্প সংকোচনের কোনও উপসর্গ দেখা যায় না কিন্তু বাম নিলয়ের ক্রমশঃ অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং অস্বাভাবিক জমা বস্তু পবিচালনে অসমর্থ হলে রক্ত উদগীরণের ও বাম নিলয়ের অসফলতার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এছাড়া সংজ্ঞাহীনতা, মাথা-ঘোরা, হঠাৎ অস্বস্তি হলে যাওয়া ও বৃকে এ্যানজাইনার বাথা, হৃদযন্ত্রের উদ্দীপক

প্রেরণে বাধা ও হঠাৎ মৃত্যু দেখা যায়। মস্তিষ্কে অথবা হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর বস্তু হীনতাই এর কাবণ বলে মনে হয়।

রোগ চিহ্ন—নিঃশ্বাসে অতিবৃদ্ধি জনিত হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণের প্রবল হৃদঘাত এবং সেই জায়গার উপর কম্পনের অনুভূতি সাধারণতঃ গলাব দিকে প্রবাহিত হয়। রোগীকে সামনের দিকে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবস্থায় ঝাঁকিয়ে ডায়াস্টোলেব মর্মব ধ্বনিব শব্দ শোনা যায়।

সিস্টোলেব কর্কশ মর্মর ধ্বনি স্টোর্নামেব ডানদিকের উপব থেকে গলার ক্যাবোর্টিড ধমনীৰ নিচে সম্প্রসারিত হয় এবং মহাপমনীৰ হৃদঘাত শব্দ অস্পষ্ট বা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মগধমনীৰ অথবা ডায়াস্টোলেব ধ্বনি প্রায় থেকে বাটে তাব জ্ঞান মহাপমনীৰ অসাফলা বোঝায় না ও নাতীৰ গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

সিস্টোলেব বস্তুপ্রেস নেমে য'য এবং ডায়াস্টোলেব সংজ্ঞ—এব পার্থক্য কমে আসে। বাম নিঃশ্বাসে অতিবৃদ্ধি ও বিস্তার এবং মহাপমনীতে কালসিয়ার জমা বা বিদ্যুৎ ত্বস্তেব নক্ষণায় এবং একস বৃদ্ধিতে ধবা যায়।

### চিকিৎসা

চিকিৎসা পদ্ধতি হার্টের অন্যান্য রোগের মত আগে বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ চিকিৎসার জ্ঞান গ্রহণশেষ—বেপার্শ্বী দুঃখে।

মহাপমনীর অসাফলা —এ বোগের বিশেষ কাবণের মধ্যে অধিচাপ বাতজরুর এবং মহাপমনীর পদাংক ফল হয়। কৃচিং আঘাত বা সংক্রামণ জনিত হৃদযন্ত্রেব অন্ত্রাবরণ কশায় পদাংক পর্বণতি হিসাবে দেখা যায়। বস্তুপ্রেস বৃদ্ধি বা মহাপমনীর বস্তু তত্ত্বের উপপাদ্য হিসাবে কাৰ্যকরী অসাফলা দেখা যায়।

বোগ লক্ষণ —বাম নিঃশ্বাসে ক্ষমতা ব'ল ডায়াস্টোলেব বস্তু উদ্গীরণেঃ ক্ষতি পূর্ণ ব্যবস্থা প্রায়ই সম্ভব হতে পারে এবং বহু বৎসর যাবত বোগী সুস্থ থাকতে পারে কিন্তু এই ক্ষমতা চিবকাল থেকে না এবং বাম নিঃশ্বাসে অসাফলা জনিত ক্রমবর্ধমান শ্বাসকষ্ট—অপ পর্বশ্রমেব পড়েই দেখা দেয় ও ক্রমে বিপ্রামেব ম'শ্য ও পর্যায়ক্রমে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়—এটা রেডে গেলে বোগীৰ পক্ষে শূন্যে থাকা সম্ভব হয় না এবং বোগী সামনে বদ্বৈকে বসে থাকতে (Orthopnoea) বাধ্য হয়। বস্তুজমা জনিত হৃদযন্ত্রেব বাৰ্থতার শেষ পৰিণাম।

রোগ চিহ্ন—১ বোগীকে বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবস্থায় দম ক'ব করে পুৰীক্ষা করা সহজ—ফুঁ দেবার উচ্চ গামেব মর্মব ধ্বনি—ঐতীয় হৃদঘাত শব্দেব অবাবাহিত পাবে সুব্দু হয় এবং ডায়াস্টোলেব প্রথম পর্যায় শোনা যায়—এব সঙ্গে ফুঁ দেবার মত সিস্টোলেব মর্মব ধ্বনি প্রায়ই সংযুক্ত থাকে। মর্মব ধ্বনি স্টোর্নামেব বামদিকে ভাল শোনা যায়।

2. বাম নিম্ন অতিবৃক্ষের দরদুগ, হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণ নীচে বামদিকে সরে যায় এবং ঘাত খুব প্রচণ্ড বোধ হয়।

3. ডায়াস্টোলের রক্তপ্রেশ কমে যায় এবং সিস্টোলের সঙ্গে পার্থক্য কমে আসে। মহাধমনীর একান্ত প্রান্তিক অসামফল্যের দরদুগ লক্ষণগুলি।

4. জলাঘাত জাতীয় (Water Hammar) বা চূপসে যাওয়া নড়ীঘাত পাওয়া যায় যাতে পরীক্ষারত আঙ্গুল হঠাৎ থাক্কা দিলে নাড়ী আবার চূপসে যায়। ব্যারোটিক প্রভৃতি ধমনীর স্পন্দন বোণী হয়ে ওঠে।

5. প্রান্তিক কোণিক রক্ত জালিকার স্ফীতির উপস্থের রক্তমাভা ও গরমভাব থাকে এবং নখের নীচে কৌশক জালিকার স্পন্দন দেখা যায়।

6. এক্স রশ্মির দ্বারা বাম অলিঙ্গের আন্তবৃক্ষ এবং বিদ্যুৎ ভরঙ্গের দ্বারা এক সরেতে সেই চিহ্ন দেখা যায়।

### চিকিৎসা

হার্টের গব স্বকম রোগেব ক্ষেত্রে দিতে হবে ক্র্যাটিগাস্ মাদব পাঁচ ফোঁটা কবে জলসহ রোজ তিন থেকে চার বার।

ধমনীর স্পন্দনে ফ্লেফবাস ৩, ৩ সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। এতে কাজ না হলে, ভ্যানাডিয়াম্ ৬, ১২ দিতে হবে। শ্বাসকষ্ট ভাব থাকলে, অবম মেট ৬x, ৩ বা ১২ দিতে হবে।

ফেবাম ফস ৩x, ৬x বা ১২x একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বৃগ্ন নাড়িব শ্রেষ্ঠ ঔষধ—লক্ষণ অনুযায়ী অশম মেট—০—৩০, অর্সেনিক ৬—৩০, আর্সিম টর্ট ৬, ৩০, ভর্পিয়াম ৬, ৩০, বল'চকাম ৬, ৩০ ক্রাটেলাস্ মাদাব, ৩ গ্লোনায়িন ৬, ৩০, ফ্লেফারাস্ ৩, ৩০ সিকেলি কব ৬, ৩০ প্রভৃতি।

### ত্রিপদ কপাটিকাব ব্যাধি

এই ব্যাধি বিবল সহজাত। বিচ্ছ অংশ বাতজরবেব বা সাংঘাতিক মাইগ্রাল সংকোচন বা মহাধমনীর কপাটিকাব ব্যাধিব সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। সংযোগী ব্যাধির প্রবলে ত্রিপদ কপাটিকাব ব্যাধি বস লক্ষণগুলি সংযুক্ত হতে পারে। এব কার্যকারিতার ফলে দক্ষিণ নিলবে এ রোগ ও হৃদযন্ত্রে বিক্ষেপণ সম্ভব।

### বোণ নির্ণয় দঃসাম্য

নিঃশ্বস গ্রহণেব সঙ্গে স্পষ্টতর বা স্পষ্টতর দুর্মব দুনি স্টার্নামেব নিচেব দিকে প্রকট হয়।

জুগুলাব শিবর স্পন্দন বৃদ্ধি। হৃৎকেন্দ্রের আয়তন বৃদ্ধি জনক স্পন্দন। দক্ষিণ নিলবেব ফুস, সে রক্ত নিগর্মনেব বা মাইগ্রাল সংকোচন বন্ধা কবচ হিসাবে শ্বাসকষ্ট কম করে এবং সচনে বৃদ্ধি শ্বাস গ্রহণের বস্টবর প্রমাণ থাকে না।

সংকোচন বেশি হলে অস্ত্রোপচাৰ করার প্রয়োজন হতে পারে ।

### হৃৎকলা কলার ব্যাধি

হৃৎকলা কলার প্রদাহ উৎকট অথবা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে । প্রাথমিক ভাবে অন্য কোনও রোগের সহকারী হিসাবে দেখা যায় । উৎকট বোগে এই প্রদাহ শূন্য বা তন্তু বিশিষ্ট বা তরল হতে পারে । দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ (1) সংকোচনযুক্ত (2) পারিপার্শ্বিক দেহ বস্ত্রে আটকানো অবস্থায় অথবা কখনও বা (3) পুরাতন তরল পদার্থ সম্মিশ্রিত হতে পারে ।

### হৃৎকলা কলার উৎকট প্রদাহ

বাতজ্বর, যক্ষ্মা, হৃৎকলার মাংস পেশীর স্থানিক মৃত্যু, পূর্জ জনিত সংক্রামণ, ইউরিমিয়া, ক্যানসার, জাতীয় ব্যাধি আঘাত, বিনা কারণে জল জমা সহ, কোলাজেন, ঘটিত সংযোগ কলার ব্যাধি, অস্ত্রোপচাৰ প্রভৃতি কারণে উৎকট প্রদাহ ঘটে ।

ব্যাধিভেদ—প্রদাহ বীতি অনুসারে জলীয় রক্ত বা পূর্জকে পদার্থ হৃৎকলা কলার দুই স্তরের মধ্যে জমা হয় । জলীয় রক্ত বা পূর্জজনক রোগের প্রায় একই পরিণতি তন্তু জাতীয় কলা জন্মানো । এই তন্তু সংকোচনের ফলে দুটি পর্দা সংবন্ধ হয়ে এই অতিরিক্ত ঘনত্ব ফলে হৃৎকলার পিষে ফেলে । জলীয় পদার্থের উৎক্ষেপণে 100 মি. লিটার থেকে 2 লিটার পর্যন্ত তরল পদার্থ জন্মতে পারে । এই তরল পদার্থ ঘন খোলা জলের মত রক্ত কিস্তি প্রোটিন জাতীয় জিনিষের আধিক্য থাকলে একটু ঘোলা দেখায় । রক্তজমা ক্যানসার জাতীয় রোগের ইঙ্গিত বহন করে পূর্জযুক্ত উৎক্ষেপণের সাধারণতঃ পূর্জ জনক জীবাণুর সংক্রামণের ফল এবং পরিমাণ খুব কম ।

রোগ লক্ষণ—আনুর্বাঙ্গিক রোগ লক্ষণই প্রকট হয় এবং উৎক্ষেপণে থাকা না থাকাও তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে ।

সাধারণতঃ ফুসফুসের আবরণ পর্যন্ত রোগ বিস্তৃত না হলে ব্যথা থাকে না—কিস্তি সংক্রামণ জনিত, হৃৎকলার মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যুতে ক্যানসার জাতীয় ব্যাধি বা ইউরিমিয়া জাতীয় রোগে ব্যথা, স্বাভাবিক উৎক্ষেপণ খুব বেশী হলে বৃক চাপ ধরার মত ব্যথা করে ।

ঘর্ষণ শব্দ—হৃৎকলা কলার মধ্যে ঘর্ষণ শব্দ সমস্ত হৃৎকলার উপর অথবা সাধারণত স্থানিকভাবে স্টার্নামের বাম দিকে শোনা যায় । শ্বাসকর্ম করে শুনলে হৃৎকলার সঙ্গে এই শব্দ সামঞ্জস্য থাকে এবং বাহ্যিক আঁচড়ের মত শব্দ শোনা যায় । এর স্থিতিকালের স্থিরতা থাকে না । নিঃশ্বাস টানার ফলে উপরিস্থিত ফুসফুসাবরণের উপর চাপ পড়ে, ঘর্ষণ শব্দ বেড়ে যেতে পারে ।

উৎক্ষেপণ—জলীয় পদার্থের পরিমাণ 400 মিঃ লিটার কম হলে, পরীক্ষার ধরা পড়ে । সমস্ত হৃৎকলার উপরের বাহির ঠোকা শব্দ বেড়ে যায় এবং বাঁদ হৃৎকলার শব্দ

কোণের অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব হয়, তবে এই বখির শব্দ তবে বাইরেও প্রকট হয়। হৃদযাতের অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। উৎক্ষেপণের পরিমাণ বেশি হওয়ার ফলে এবং অংশ ফলকের নিচে ফুসফুস চিপসে যাওয়ার ফলে বাতাস ঘাটত (শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতা বা প্রশ্বাসের স্থিতিকালের বৃদ্ধি) শব্দ শোনা যায়।

### হৃদযন্ত্রের পেষণ (Lampade)

জলীয় পদার্থ উৎক্ষেপণের পরিমাণ অতিবৃদ্ধি হলে বা জলীয় পদার্থ শূন্য করে যাবার পর অথবা তৃত্বজন্য প্রদাহের পারমাণ হৃদযন্ত্রে ১পষ্ট হয়ে ডায়াসটোলের সময় হৃদযন্ত্রের রক্তপ্ৰবাহ বন্ধ ঘটে স্নাতরাং প্রাণীটি হৃদযাতের উৎক্ষেপণ রক্তের পরিমাণ কমে যায়। হৃদযাত দুঃততর হয়। রক্তপ্রেশ কমে যায়। শিরায় রক্তপ্রেশ কমে যায় এবং যার জন্য শব্দ জ্ঞানত উপসর্গের আদর্শ ঘটে।

### পালসাস প্যারাডক্সাস্

শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে ফুসফুসে রক্ত তথ্যে রক্ত সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং হৃদযন্ত্রের বাম দিকে শব্দ কম রক্ত প্রবেশ করে স্নাতরাং নিশ্বাস গ্রহণের সময় নাড়ীর রক্ত সঞ্চয় কমে যায় ও নাড়ীঘাত কোমল হয়।

এক্স রশ্মির পরীক্ষায় বিরাট জলীয় পদার্থ জন্মে থাকবে ফলে হৃদযন্ত্রের আকার ন্যাসপাত্তির আকারে শব্দ বেড়ে যায় এবং এর প্রান্তিক সীমারেখার রক্ত প্রবাহ জর্জিত স্পন্দন কমে যায়—ধাংধাং হ্রাস হতে এই হ্রাসের আকারের তাবতন্য ঘটে।

হৃদযন্ত্রের ধারাবাহিক বিন্দু তরঙ্গের অস্টিও-টিও-টিও তরঙ্গের বিস্তারিত দেখা যায়।

### চিকিৎসা

এ রোগের কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

হৃৎপেশের ক্রিয়া দুঃত ও বর্ধিত হলে, ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬।

হৃৎপেশের রক্ত্রা বার হলে, অ্যাকোইট ৩, ৬।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও হৃৎপেশে বাথা লক্ষণে, ক্যাঙ্কাস্ ১১, ৩x।

হৃৎপেশের প্রসারণ ও শ্বাসসমূহে শাখল লক্ষণে, ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর ৩x, ১২x।

বেশি ব্যায়ামের জন্য হৃৎপেশের দুঃততা লক্ষণে, অর্গনিকা ৬, ৩০।

ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাচ ফোঁটা করে জলসহ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অজর্দন মাদার পাচ ফোঁটা করে জলসহ রোজ তিন-চার বার একটি ভাল ঔষধ।

অ্যাসেনিক ৬ এবং স্পাইজোলিয়া ৬ প্রয়োজন অনুযায়ী ভাল ঔষধ।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

হার্টে বাথা ও দমবন্ধ অবস্থায় বন্ধে চাপ প্রয়োগ এবং কৃষ্ণম'শ্বাস ব্যবস্থা প্রয়োজন।

হাল্কা খাদ্য বা পানীয় দিতে হবে।



## হাড় বা অস্থির বিভিন্ন ব্যাধি

### হাড়ের আকৃতি

হাড় বা Bone যে কোন ধরনেরই হোক না কেন, তা হলো দেহের সবচেয়ে শক্ত Connective Tissue। যেমন একটা প্রতিমা তৈরী করতে গেলে আগে চাই বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে কাঠামো তৈরী করে দেহের কাঠামো হলো এই হাড়। এই হাড় দেহকে ধবে রাখে। আর এর সন্ধি বা Joint-গুণি পরিচালনা করে থাকে।

হাড় চার রকমের হয় যেমন—



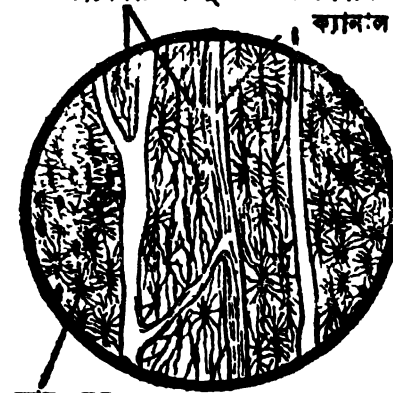
কাইব্রো কার্টিলেজ



হায়ালিন উপাধি

(1) Long bone বা লম্বা হাড়। যেমন হলো Radius, Ulna, Tibia, Femur Humerus প্রভৃতি।

কানেকটিভ টিসু হাড়ের সিয়ান  
ক্যানাল



বোন সেল

বোন স্যারো

(2) Flat bone বা চ্যাপটা হাড়। যেমন—মাথা, বুক, প্রভৃতি অস্থি।

(3) Short bone—যেমন হাতের, পায়ের ছোট ছোট সব হাড়গুণি।

(4) Irregular bone—যেমন শিরদাঁড়ার হাড়। লম্বা হাড়গুলি লম্বা হলেও তার দুটি প্রান্ত বা End হয় চ্যাপ্টা।

এদের প্রান্তে থাকে কিছু উপাধি বা গঠনের কাজে বা Ossification-এ সাহায্য করে।

হাড়ের আকৃতি—হাড় বা bone যে ধরনের হোক না কেন তাদের আকৃতির মধ্যে এমন ধরনের জিনিস দেখা যায়। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে প্রতিটি হাড়ের মধ্যে যা দেখা যায় তা হলো—

(1) একটি কেন্দ্রীয় Canal যার নাম হলো Haversion Canal।

(2) তাকে ঘিরে রাখার জন্য ও চারদিকে বিস্তৃত Lamellae বা হাড়ে পর্দা দান করে থাকে।

(3) Lacunae—হাতে অস্থির উপাদান থাকে ও হাড় শক্ত করে থাকে।

(4) Canaliculi—এগুলি বড় Haversion Canal-এর চার পাশে থাকে। এরাও দুটি উপাদান বহনের কাজ করে। এদের মাধ্যমে একটি Canal-এর চার পাশে যুক্ত থাকে। Haversion Canal এবং এই সব Canaliculi ঠিক লম্বালম্বি ভাবে হাড়ের মাঝ দিয়ে চলে যায়। এদের মধ্যে দিয়ে সরু ধমনী, শিরা ও স্নায়ুর তন্তুগুলি এগিয়ে যায়।

Periosteum হলো হাড়ের উপরের কঠিন শক্ত আবরণ। এতে Calcuim বেশি থাকে। যদি কোন Operation-এর সময় হাড়ের সব অংশ বাদ যায় ও Periosteum ঠিক থাকে, তা হলে তা থেকে নতুন হাড় সৃষ্টি হয়।

### হাড়ের উপাদান

হাড়ের উপাদান হলো প্রধানতঃ চারটি—

(1) Periosteum।

(2) শক্ত বা Compact টিসু।

(3) স্পঞ্জ আকৃতির Spongy টিসু।

(4) মজ্জা বা Bone Marrow।

এর মধ্যে শতকরা 50 ভাগ হলো জল। বাকী 50 ভাগ হলো—

(1) ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

(2) ক্যালসিয়াম ফসফেট।

(3) জৈব পদার্থ যেমন জিলোটিন প্রভৃতি।

### হাড়ের রোগ

হাড়ের বিভিন্ন প্রকার রোগ সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করছি। তারপর অস্থি মজ্জার রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ফোঁপরা হাড় ; ( Osteoporosia )

স্থানিক বা সাধারণ ব্যাপকভাবে হাড় ফোঁপড়া হয়ে যায় ।

স্থানিক ফোঁপরা

প্রদাহ বা অবদ্বন্দ্ব জনিত । পরিশ্রম ও ব্যায়ামের ফলে অস্থি প্রজননকারী অস্থি ও ব্লাস্ট কোষগুলি উদ্দীপিত হয় কিন্তু নিশ্চল অবস্থায় বা সঠিক পটভূমিতে অনড় করে রাখা ফলে অস্থি প্রজনন ব্যাহত হয় । ক্যালসিয়াম কমে যায় ও অস্থি ফোঁপড়া হয়ে যায় । প্রদাহ বাথা বা দীর্ঘ সময় শয্যাগায়ী থাকলে ঐ অবস্থা জন্মায় । পথ্যে পরিপূর্ণ ক্যালসিয়াম বা সূদধ খাদ্য এ অবস্থায় নিবারণ করতে পারে না ।

ব্যাপক ফোঁপরা

বার্ধ্যকে নানা বকম ব্যাধির সংস্পর্শে এই ব্যাধি দেখা যায় । যৌন সুলভ কারণ হীন ফোঁপড়া হওয়ার কথা সর্বজনগ্রাহ্য নয় ।

কারণগুলির মধ্যে—

অন্তঃপ্রাণী গ্রন্থির বৈকল্য ।

1. জননতন্ত্রের স্বল্পতা ( হাইপোগোন্যাডিক ) ।

2. উপবৃত্ত ম্যাস্থ রস সঞ্চালনের আধিক্য ( হাইপার এ্যাড্রিনো কর্টিক্যালিনাম )

(a) শ্বাভাবিক—কুসিংয়ের উপসর্গাবলী ।

(b) ঔষধ প্রয়োগ জনিত—কার্টেসো প্রয়োগের ফলে ।

(c) এক্সোমেগ্যালি—পিটুইটারী গ্রন্থির অগ্রভাগের বিপর্যয় জনিত ব্যাধি ।

(d) থাইরয়েড বিস্ক্রিয়া ।

(3) বিপাক বৈকল্য ।

(a) স্কাভি ।

(b) ক্যালসিয়ামের অভাব ।

(c) প্রোটিনের অভাব ।

(d) অতিরিক্ত মদ্যপান ।

4. কারণ বিহীন ।

(a) যৌবন সুলভ ।

(b) গর্ভাবস্থা ।

(c) ক্ষতবিক্ষেপের পর ।

(d) বার্ধক্য জনিত ।

5. সহজাত ।

অসঙ্গুর্ণ গ্রন্থি অস্থি প্রজনন ( অস্ট্রি ও জেনোসিস ইমপারফেক্ট ) ।

6. অনড় অবস্থায় থাকা ।

## 7. অভিকর্ষ শূন্যতা ।

বার্ধক্য জনিত হাড় ঘোঁপড়া হওয়ার হ্রমোনের প্রয়োগের ফলে উপসর্গগুলির নিরসন ঘটে । বৃদ্ধদের প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম দিলে তা অনেকাংশে শরীরে থেকে যায় কিন্তু সাধারণ সূক্ষ্ম লোককে প্রদত্ত ক্যালসিয়াম প্রায় সবটাই নিক্ষেপ হয়ে যায় । এ থেকে বোঝা যায় যে তাদের ক্যালসিয়াম পারমাণ কমে ছিল বা অল্প থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম অগ্রহণের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল বা প্রচ্যাবের সঙ্গে বেশি পরিমাণ নিগত হয়ে যাচ্ছিল ।

রোগ লক্ষণ—কিছু না থাকতেও পারে । উপসর্গবিহীন হাড় ভাঙ্গা দেখা যায় । আবার তীব্র যন্ত্রণায় রোগী কাতর হয়ে উঠতে পারে । পিঠের থেকে কোমরের যন্ত্রণা বা পাশের যন্ত্রণা নেমে যায় । নড়াচড়া, কাঁশি বা মলের বেগ দিলে যন্ত্রণা বড়ে, মেরুদণ্ড নুহলে খন্ডকের মত হয়ে যায়, সৈজন্য রোগীকে খর্বকৃত দেখায় । তাছাড়া কেশরূকার চাপ পড়ার ফলে চ্যাপ্টা দিকোণাকার হয়ে যায় এ বিষয়ে নান্যভাবে এক্স রাস্মর পরীক্ষা করে সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেছে । নানা রকম বিশ্লেষণ করে এবং পরীক্ষা করেও রক্তের রাসায়নিক সংযোগের কোনও পার্থক্য দেখা যায় না ।

## চিকিৎসা

এলোপ্যাথিক মতে এ রোগের কোনও চিকিৎসা অল্প অবধি সঠিক বের হয়নি ।

তবে সাময়িক চিকিৎসা করা হয় ।

হোমিওপ্যাথিক মতে প্রাথমিক অবস্থায় এর ভাল ঔষধ হনো, ক্যালকোরিনা কার্ব ৩, ৬, ৩০ ।

বায়োকোমক মতে ক্যালকোরিনা ফস্ ৩x, ৬x এবং ৩০x ভাল ফল দেয় ।

এব সঙ্গে ফেরাম্ ফস্ ৬, ১২x, ৩০x প্রয়োগ করলে ভাল ফল দেয় ।

যদি হাড়ের গাঁটে ব্যথা ও বাত প্রভৃতি দেখা যায় তা হলে, সিম্ফাইটাম্ ৩, ৬, ৩০ ভাল ফল দেয় ।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যালকে বয়া ফস্ ৩x, ৬x মাঝে মাঝে দিতে হবে ।

এছাড়া প্রয়োজনমত অন্য ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে ।

তাব জন্য হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দেখে ব্যবস্থা করতে হবে ।

## অস্টিওম্যালোসিস

( হাড় ক্রমাগত নরম হয়ে যায়, বোঁকে বা ভেঙ্গে যায় )

এইসব রোগকে প্রাপ্ত বয়স্কদের রিকেট বলা যায় । পুষ্টি বা পরিবেশের নানা ধরনের বিপর্যয় এর কারণ । রোগটি খুব বিরল । স্ত্রী লোকের বাব বাব গর্ভধারণ অস্বাভাবিক জায়গায় বসবাস করা, সূর্যম খাদ্যের অভাব এবং গৃহবন্দী হিসাবে থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ প্রকট হয়ে ওঠে । তবে প্রথম অবস্থায় সঠিক চিকিৎসা হলে এ বোগ নিবারণ হওয়া অসম্ভব নয় ।

ব্যায়িক্তন

রক্তে ক্যালসিয়ামের মত পরিবর্তন দেখা যায়। হাড়ের ক্যালসিয়াম বোরসে যায় এবং তার পরিবর্তে নরম অস্থি গজায়। সারা শরীরের কংকালে এই অবস্থা ঘটে কিন্তু মেরুদণ্ড শ্রেণী ও নিম্ন উপাঙ্গের প্রভাব দেখা যায়।

রোগ ও লক্ষণ

প্রথম সন্তান ধারণের সময় এ রোগ দেখা যায় এবং প্রসবান্তে উপশম হয়ে যায়—কিন্তু পরে প্রতিবার গর্ভধারণের সময় এ রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে। ত্রিকোণাস্থি কোমরের কশেরুকার নিম্নাংশ, শ্রেণী বা নিম্ন উপাঙ্গে কন্কনানি থাকে তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হতে পারে।

পঞ্জরাস্থিতে দারুণ ব্যথা হতে পারে এবং হাড়ে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। হাঁড়ের হঠাৎ সম্প্রদারণ। মালাইচাকীর ওখানে ঠুকে দিলে (Knee Jerk) খুব বেশী দেখা যায়। কখনও আপনা থেকেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়

উপসর্গের পূর্ণ বিকাশের পর রোগ নির্ণয় করা—এই লক্ষণগুলি বাতব্যাধি বা হাড় ফোঁপড়ার অনুরূপ। এক্সরশ্মিতে হাড় সমগ্র ভাবে পাতলা দেখায় এবং দু'দিকে প্রতি সম অংশে ভাঙ্গা দেখা যায়। ভাঙ্গাগুলি ধমনীর অতিক্রম স্থানে (মুজারের গাঁট—Milkman's Syndrome) দেখা যায়।

অংশ ফলকের প্রান্ত সীমারে, শ্রেণী চক্রের সম্মুখভাবে এবং কখনও বা উর্ধ্বস্থিত হাড় সাধারণতঃ ভাঙ্গা দেখা যায়।

চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো মোটা গোকদের পক্ষে, ক্যালকোরিয়া কার্ব—৩, ৬, ৩০। রোগা ও শীর্ণ দেহের রোগীর পক্ষে, ক্যালকোরিয়া ফস—৩x, ৬x শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হাড়ে ব্যথা থাকলে, সিস্মিসিকিউগা ৩x অথবা আর্নেটিক ৩x শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তবে তার সঙ্গে অবশ্য ক্যালকোরিয়া দিতেই হবে।

সাঁদ, নাক বা ঠোঁটের ধারে খুস্কুড় বা বাতভাব থাকলে, রাস টঞ্জ ৩, ৬।

মুণ্ড জ্বর থাকলে, জের্সাসামিয়াম ১x।

হাড়ে ব্যথা খুব বেশি থাকলে, হিউপেটোরিয়াম পার্ফ ১x, ৩x, ৬x।

রক্তপ্রাব লক্ষণ থাকলে এবং গায়ে কাপড় রাখতে অনিচ্ছা থাকলে, ল্যাকোস ৬, ৩০। প্ল্যাটেলাস ৩, ৬ এই অবস্থায় ভাল ফল দেয়।

আঘাতের ইতিহাস থাকলে, আঁগকা ৩০—হাড় ভাঙা ধরনের ইতিহাসে সিম্ফাইটাম ৩০।

### দ্বিতীয় পর্যায় রিকেট ও ক্যালসিয়াম ।

দুই কারণে শরীরের ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটতে পারে ।

#### 1. ক্যালসিয়াম আন্তরীকরণের অভাব

অস্ত্রের মধ্যে স্নেহ পদার্থ প্রবণীর খাদ্যপ্রাণ ডি আন্তরীকরণের অভাবে ক্যালসিয়ামের স্বাভাবিক অনুপ্রবেশ ব্যাহত হয় এবং অস্ত্রের মধ্যে পড়ে থাকা স্নেহ পদার্থ জনিত এসিড ক্যালসিয়াম সহযোগে অপ্রবণীর সাবানের সৃষ্টি করে এবং ক্যালসিয়াম আহরণ আরও ব্যাহত করে । শৈশবে ( গিলিয়াক ব্যাধি ) এর দরুন রিকেট এবং প্রাপ্ত বয়স্ক দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্টিওম্যালাসিয়া হয় । ক্যালসিয়াম ও খাদ্যপ্রাণ ডি খাওয়ালে দ্রুতপ্রাচ্য স্নেহ পদার্থ ঘটিত এসিড ক্যালসিয়াম অনুপ্রবেশের বাধা হবে না । অবশ্য অন্যান্য ব্যবস্থা প্রয়োজন ।

#### 2. বৃক্কের ক্ষতি—

বৃক্কের ক্ষতি জনিত ইউরিমিয়া এবং বৃক্ক ও মূত্রবাহী নলের নানা বৈকল্যের জন্য শিশুদের বৃক্ক জনিত রিকেট এবং প্রাপ্ত বয়স্কের অস্টিওম্যালাসিয়া দেখা যায় । খাদ্যপ্রাণ ডির ক্যালসিয়াম আহরণ ও অস্থিসংগঠনের বাধা সৃষ্টি করে এবং প্রস্রাবে প্রচুর ক্যালসিয়াম নির্গত করে এ রোগ সৃষ্টি করে । এক্ষেত্রে খাদ্যপ্রাণ ডির ( 50 000 একক ) সহযোগে ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট ( 5 গ্রাম রোজ 5 বার ) প্রয়োগ করতে হয় । ফলে দ্রুত হতে নির্গত ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করা যায় ও তা বের হওয়া বন্ধ হয় ।

#### বিকলাঙ্গ হাড়োৎপত্তি ( প্যাগেটের ব্যাধি )

পরিণত বয়সে 50 উর্ধ্ব বারী পুরুষের এরোগ দেখা যায় । হর্মান জনিত কারণে করার বিশেষ যুক্তি নেই । অস্থি সংযোগ Osteollastic ও বিয়োজন Osteollastic ক্রিয়া একই সঙ্গে অনিয়মিতভাবে দেখা যায় সুতরাং এক্স রশ্মির পরীক্ষায় হাড়ের অতিবৃষ্টি বা ফোঁপড়া ভাব একই সঙ্গে স্থানে স্থানে দেখা যায় । শ্রেণী করোটি বহু মূল্যাস্থি, কশেরুকা উর্বাস্থি, জুখাস্থি ( টিবিয়া ) ও অন্যান্য দেখা যায় । আক্রান্ত স্থানের মধ্যবর্তী জায়গায় স্বাভাবিক অস্থি দেখা যায় ।

#### রোগ নিদান—অজ্ঞতা ।

রোগ লক্ষণ—কোনও লক্ষণ প্রকাশ পেতেও পারে এবং একান্ত আকস্মিকভাবে এক্স রশ্মি পরীক্ষায় ধরা পড়ে । অথবা তীব্র ক্ষুধা ও আক্রান্ত স্থানে বাধা ও যন্ত্রবাহী কৈশিক তন্তুর আধিক্যবশতঃ তাপমাত্রাধিক্য দেখা যায় । করোটিতে হলে মাথার যন্ত্রণা ও শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া দেখা যায় কিন্তু দৃষ্টি শক্তির ব্যাঘাত ঘটে না । আক্রমণ মাত্রাতিরিক্ত না হলে অন্যান্য অস্থিতে রোগসঞ্চার জনিত বিকলাঙ্গ সঞ্চার দেখা যায় না । সামান্য আঘাত বা বিনা আঘাতে পা ভঙতে পারে এবং ভয়ানক সামান্য সংযোজন হয় । বিরলক্ষেত্রে অস্থিজনিত সারকোমা বিলম্বে দেখা যায় ।

কখনও কখনও ব্যাধি ও রক্ত সঞ্চারণ এত ব্যাপক ও বেশী মাত্রায় হয় যে ধমনী ও শিরার সংযোগ ঘটে যায়। হৃদযন্ত্রের রক্ত উৎক্ষেপণ বেড়ে যায় এবং শেষে হৃদযন্ত্রের অসাম্যতা দেখা যায়।

### রক্তের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া

রক্তরসের ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাস সংশ্লেষণ স্বাভাবিক থাকে কিন্তু নড়াচড়া বন্ধ করে দিলে আবার বেড়ে যায়।

রক্তরসের দ্বারা জাতীয় ফসফেট নিরূপণ করে নতুন হাড় সংগঠন ক্রিয়া বোঝা যায় এবং আর্শট্রিং এককে প্রতি 100 মিঃ লিটারের স্বাভাবিক 3—12 এককের স্থান 100 একক পর্যন্ত বাড়তে পারে।

### চিকিৎসা

ক্যালকোরিয়া ফ্লোর— $0x$ ,  $6x$ ,  $30x$  এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এতে হাড় বৃদ্ধি কমে যায় এবং উৎকট হাড়বৃদ্ধি প্রশান্ত হয়।

ক্যালি হাইড্রো  $1x$  চূর্ণ থেকে  $3$ ,  $6$ ,  $30$  উপদংশে জ্বািত হাড়ের রোগে ভাল ফল দেয়।

হাড়ের মধ্যে বাথা লক্ষণে, রডোডেন ড্রিন  $30$ ,  $200$  ভাল ফল দেয়।

পেশী ও বন্ধনীতে বাথা এবং নড়াচড়াতে কমলে, রাস টক্স  $6$ ,  $30$ ,  $200$ ।

নড়াচড়াতে বাথা বৃদ্ধি হলে, ব্রায়োনিয়া  $6$ ,  $30$ ।

আঘাত লাগার ইতিহাস থাকলে—আর্গিকা  $6$ ,  $30$ ।

আঘাত লেগে হাড় ভাঙা—এমন ইতিহাস থাকলে, সিম্ফাইটাম্  $30$ ,  $200$ ।

প্রদাহযুক্ত বাত ধরনের ক্ষেত্রে—গল্‌থেরিয়া মাদার।

ছোট ছোট সর্শির বাত ও হাড়বৃদ্ধিতে—লেডাম্  $6$ ,  $30$ ।

প্রমেহ বা উপদংশ জ্বািত ইতিহাস থাকলে, ফাইটোল্য কা  $3$ ,  $1$ ,  $30$ ।

খোঁতলে যাবার মত হাড়ে ব্যথা ও জ্বর, মার্কসল  $6$ ,  $30$ ।

নেট্রাম সালফ্  $12x$ ,  $30x$ , নেট্রাম মিউর  $12x$ ,  $30x$ , ক্যালি মিটর  $12x$ ,  $30x$  লক্ষণ ভেদে ভাল ঔষধ।

### বহু অস্থির তন্তুময় ব্যাধি

(Polyostotic Fibrous Dysplasia)

এটি হাড় বা হাড়ের অংশ বিশেষে বেশী হয়। কিন্তু একাধিক অস্থিতে এই ব্যাধি কম দেখা যায়। বেশগত নিউর প্রমাণ না থাকলেও অসুখ সম্ভবতঃ সহজাত। সাধারণতঃ একদিকে একটি উপদংশ এটি হয়। রোগ তীব্র হলে গায়ের চামড়ায় কালো দাগ, বালিকাদের যৌন অকাল পক্বতা (এ্যালগ্রাইটস উপসর্গবিনী) দেখা যায়।

রোগ নিবান—কারণ অজ্ঞাত। বালিকারা বালকদের দ্বিগুণ আক্রান্ত হয়। মে

কোনও অস্থিতে হতে পারে এবং বিশেষ ব্যাপক বোগেও কিছ্ৰু অস্থি শ্বাভাবিক প্লাকতে পারে । অস্থির কোনও বিশেষ নির্বাচিত স্থানে হয় না ।

ব্যায়তন্ত্র—অস্থির মধ্যে কিছ্ৰু কিছ্ৰু হাড়ের কোটরের মধ্যে আলগা তন্তুকলা ভর্তি হয়ে থাকে । মধ্যে মধ্যে বস্ত্রপাত বা ক্ষয় জনিত বড় বড় সীফট ও তব্দুগাস্থির স্বীপ থাকে এক্স রশ্মিতে সীফট পূর্ণ ছাড়া দেখা যায় । হাড়ের বাহিরের অংশ ক্ষয় হয় ও ফেঁপে ওঠে বা ভেঙ্গে যায় ।

রোগ লক্ষণ—কিছ্ৰু উপসর্গ থাকে না । এক্স রশ্মিতে আকস্মিক সাক্ষাৎ মেলে । শিশু বা বৃদ্ধের উপাঙ্গ বেঁকে ধনুকের মত হওয়া বা হাড়-ভাঙ্গা, উপাঙ্গ, মুখে বা পুঞ্জাস্থিতে স্থানীয় স্ফীতি বা হাড়ের জন্য রোগ আসে । যন্ত্রণা প্রায় থাকে না । হাড়ের অশ্বাভাবিক বৃদ্ধি বিশেষতঃ শৈশবে দেখা যায় কিন্তু হাড় বেঁকে যাওয়ার ফলে আকৃতি খর্বকায় দেখায় আবার প্রাপ্ত বয়স্কদের হাডেব প্রান্তভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার রোগীর দৈর্ঘ্য বাড়ে না । মূত্থের হাডে ব্যাধি হলে মূত্থের প্রতিসাম্য ক্ষুন্ন হয় । নাসাবন্ধে বাধা জন্মাতে পারে বা চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে ।

গায়ের চামড়া িকে হলুদ বা গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের ছাপ দেখা যায় । ছোপগুলি প্রতিসাম্য বিহীন ও আক্রান্ত স্থান ছাড়া অন্যত্র থাকতে পারে । কিছ্ৰু সংখ্যক রোগীর বিশেষ করে বালিকাদের মধ্যে যৌন অকালপক্কতা দেখা যায় । সহযোগী পিটুইটারী ব্যাধির প্রকোপ বা বা প্যাথাথাইরয়েডের অতিসক্রিয়তার ফলে এক্রোমেগালী, পুরুষের স্তনিসূলভ স্তন বা মধুমেহ দেখা যায় ।

রোগ নির্ণয়—রক্তে ক্যাবয়ুক্ত ফসফেটের সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে । সাধারণতঃ এক্স রশ্মির ছায়া দেখে টুন্সো পরীক্ষা করে অব্দ বা প্যাথাথাইরয়েডের ক্রিয়াধিক্য প্রভৃতি থেকে পার্থক্য নির্ণয় করতে হয় ।

### চিকিৎসা

সাধারণ বাত ভাব এবং অস্থিবৃদ্ধি লক্ষণে শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ৬x, ১২x, ৩০x ।

মেদ ও প্রমেহ প্রভৃতি লক্ষণ বা বংশগত ধারা থাকলে, ফাইটোল্যাকা ৩, ৬, ৩০ ।

প্রদাহযুক্ত থাকলে, গলুথিব্যা মাদার ।

পিটুইটারী গ্রন্থির অতি কাজের ফলে, হেকলা লাভা ৩, ৬ ।

এতে কাজ পূর্ণ না হলে ফস্ফোরাস্ ৩, ৬, ৩০ বা ২০০ ।

থাইরয়েড গ্রন্থির অতি ক্রিয়া হলে গলায় গ্রন্থি বৃদ্ধি দেখা যাবে । এতে আয়োডিয়াম ৩x, ৬x বা আর্স আয়োড্ ৩০, ২০০ বা ক্যালকেরিয়া আয়োড্ ৩০, বা ব্যারাইটা আয়োড্ ৩০ ভাল কাজ দেয় । আয়োডিয়াম মাদার বাহ্যিক প্রয়োগে ভাল ফল দেয় ।

প্রয়োজনে অল্প চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয় অনেক সময় ।



শৈশবে অস্থি পরিধির অতি বৃদ্ধি

( ক্যাঙ্কির ব্যাধি )

এক মাসেব কম বয়স্কদের বিশেষতঃ পুত্র মেধা বা শিশুর কংকালস্থি ও তার সংলগ্ন কলার শস্ত বেদনাযুক্ত স্বফীতি হঠাৎ মূখমণ্ডল, বক্ষিপঞ্জব বা উপাস্ত্রে অজ্ঞাত কারণে বিবল ক্ষেত্রে দেখা যায়।

স্থানীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বা লসিকাগ্রন্থির স্বফীতি থাকে না। অংশফলকে প্রতিসন্ন স্থানে ছাড়া অন্যত্র এক্স বর্ষম সহযোগে বোগ নির্ণয় সম্ভাবনা থাকে না। বিবর্ণ ও ঘাঁপেনে হয় শিশুবা। জ্বর ও ফুসফুসের রোগেব প্রদাহ চিহ্ন দেখা যায়। আক্রান্ত অংশের চালনা যন্ত্রণাদায়ক হয় বলে অচল ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ মনে হয়। পঞ্জব, মুলে পড়। রক্তের শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি ঘটে না কিন্তু লাল কণার পতনক্রম ও ক্ষার জাতীয় ফসফেটেজ বেড়ে যায়। রক্তের প্লেটলেট গণনা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেড়ে যেতে পারে।

রোগ লক্ষণ — অঙ্গদুলি ও মেবদশ্বেব হাড় ছাড়া কংকালের ( প্রাণী ও করোটি-সম্মত ) প্রায় সকল অস্থিতে ব্যাধি লক্ষণ প্রকাশ পায়। নীচের চোয়ালে সব ক্ষেত্রে সব কঠাস্থি বস্তি ও অন্তপ্রকঠাস্থি ( বৌডিয়াম বা আসনা ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে কঠাস্থি অস্থির আবরণ কলাব ( পেরিঅস্টিয়াম ) ও তার নিম্নে ( Subperiosteum ) একদিকে বা সংগ্রভাবে। অস্থির মধ্যভাগে ( ডায়ারফিসিস ) উপব রশ্মিব স্বফীতি ছাড়া দেখা যায়। ছায়া মস্গ বা উঁচু দেখায কিন্তু কাটাে মস্ত দেখায না।

ছায়া কমণঃ ঘন হতে থাকে পবে বহিবাংশের ঘন ঘন ছায়া মিশিয়ে যায়। দৃ এক মিসঃ হাড়গুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অকৃতি ধাবণ কবে।

ক্ষাতি, বিকেট, অস্টিওম ইম্ফাইটিস অস্থিতে অবৃদ্ধ বা খাদপাণ 'এ' অধিকা জ্ঞনিত ব্যাধি থেকে পৃথকীকরণ আবশ্যক।

মাতৃগর্ভেও এই বোগ উৎপন্ন হতে পারে তবে তাব জ্ঞন্য প্রসবে বাধা হয় না।

চিকিৎসা

পিটুইটারী গ্রন্থির অধিক বৃদ্ধিব ফলে এই বোগ হতে পারে। তাব জ্ঞন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ হেকলা মাভা ০.৬, অথবা ফসফাস ৬, ৩০, ২০০।

ক্যালসিয়ামেব অভাবে এই বোগ হয়। তাব জ্ঞন্য ক্যাল্কেবিনা কার্ব ৩, ৬, অথবা ক্যালকেবিনা ফ্লোর ০x, ৫x প্রযোজন হয়।

থাইমিডেড গ্রন্থিব বৃদ্ধি বোধি ও গলগণ্ড ভাব থাকলে আয়োডিয়াম, ৬, ১০।

পাকাশযু ও হার্টেব বোগ ও হাড়ে বাধা থাকলে তাব জ্ঞন্য, কলচিকাম ৩, ৬।

প্রসাবে লালবর্ণ তলানি এবং অজ্ঞীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে, লাইকো-পেপ্টিডিয়াম ৩৩।

গাঁটে বাধা ও দুর্গন্ধ প্রসাবে লক্ষণ থাকলে, বেন্জোয়িক অ্যাসিড ৩, ৬।

শৈশবে প্রথম অবস্থার ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x অথবা পরপর নোটাম সাল্ফ্ ৬x, ১২x ভাল ফল দেয় ।

### সন্ধিবাত ব্যাধি ( রিউসার্টরেড আর্থাইটিস ) ।

প্রান্তিক প্রতিসম একাধিক সন্ধি আবরণের প্রদাহ জনিত সন্ধি ধ্বংসকারী ব্যাধি । ভারবাহী জ্ঞানগায় ও কখনও কন্ডরায় ( Tendon ) প্রায়ই অনুভব করা যায় । ( কন্ডরা বা পেশীরক্ষ—Tendon ) অন্যান্য ব্যাধি সংযুক্ত থাকার দরুণ একে বাত ব্যাধি বলা হয় ।

বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের মধ্যে অজ্ঞাত কারণে এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় । অবশ্য বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ কমে যায় সব বয়সে পাওয়া গেলেও 15—20 বয়সে এর প্রকোপ বেশী এবং 75 বৎসর বয়সোৎসর্গ ও দেখা যায় । ঋতু ভেদে এর প্রভাব স্বীকৃত হয়নি এবং পারিবেশের বা বংশগতির প্রভাবও অস্পষ্ট । জাতিগত, ভাবে কোনও জাতিই এই ব্যাধিমুক্ত নয় । যদিও বংশ গতির প্রভাব পবিবেশের চেয়েও বেশি বলে স্বীকৃত হয়েছে । মাইকোপ্লাজমা বা ডিপথেরযেড জীবাণু পৃথকীকরণ—সম্ভব হলেও সংক্রমণজনিত কারণে মতবাদ প্রমাণিত হয় নি । শরীরের প্রতিরোধ প্রথার গোলযোগে ভীতি আছে বলে মনে করা যেতে পারে ।

### ব্যাধিস্তন্দ

আঁস্থ সন্ধির আবরণের প্রদাহ, সন্ধি মধ্যে কভার আবরণে বা বায়সার উপর হতে লিমফোসাইট এবং প্লাজমা কোষ, প্রদাহ জনিত স্থানে জট পাকিয়ে থাকে এবং এব নিচে কোমলাস্থির মধ্যে ধ্বংসলীলা ক্ষেত্রে প্রসারিত করে । অবস্থা আরও খাপাপের দিকে গেলেও এর নিম্নস্থ তরল পদার্থের অভিস্রবণ সামঞ্জস্য ব্যর্থ হয়ে সন্ধির মধ্যে জল জমে ।

সন্ধি মধ্যস্থ আবরণ সাইনোভিয়াল মেমব্রেন পুরু হয়ে কোমলাস্থির উপর আসন সৃষ্টি করে । রোগ অরও বেড়ে গেলেও সন্ধির হাড়গুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । ভারবাহী সন্ধিতে ফোঁপড়া আঁস্থ প্রান্ত চূপসে যেতে পারে এবং সন্ধির পারিপার্শ্বিক নরম কলা হওয়ার ফলে সন্ধি ঢিলা, দুর্বল ও বিকৃত হয় । সমস্ত রোগীর সিকি ভাগের অংশে গাঢ় চর্মের নাচে গুঁটি অনুভব করা যায় । এগুঁলি সাধারণ তঃ ভারবাহী অংশে, জংঘাঙ্খ বা অংশ ফলকের বক্রাকৃতি বিশিষ্ট অংশে বা হাড়ের পেছন দিক দিয়ে পাওয়া যায় । কন্ডরার আবরণে গুঁটি দেখা যায় । হাতের চেটোর বা গোড়ালির উপর এর প্রাদুর্ভাব বেশি । গুঁটিগুঁটির কেন্দ্রে তন্তুজনক ক্ষয় তার চারিদিক ঘিরে এপিআর্থ্রয়েড কোষ থাকে এবং বাইরের স্তরে লিমফোসাইট ও প্লাজমা কোষ থাকে ।

বাতজনিত সন্ধির প্রদাহের একটা বিশেষতঃ ধমনীর প্রদাহ । ক্ষুদ্র ধমনীর অন্তবর্তী

আবরণ কলার অভিব্যুষ্টির ফলে ধমনী ছিদ্র বন্ধ হয়ে স্থানিক রক্তশূন্যতা দেখা যায়। বড় ধমনীর শাখা গায়ের ক্ষয় পাল আর্টেরাইটিস নোডোসার মত দেখায়।

**রোগ লক্ষণ**—সব কটি লক্ষণ সর্বদা পরিষ্কৃত হয় না এবং সময়ে সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপশম ঘটে। শুরুর্তে বহুপ্রাস্তিক প্রতিসম সন্ধিতে খুব মৃদু ব্যথা ও প্রদাহ জন্মায়। যথাক্রমে হাতের আঙ্গুলের শলাকার, অগ্রভাগের সন্ধিতে, হাতের আঙ্গুল মূল শলাকা (মেটোটারসাল) ও গায়ের আঙ্গুলের সন্ধিতে হয়। পরে অনিয়মিত ভাবে নতুন নতুন বড় বড় সন্ধিতে বাত ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। গোড়ালি, হাঁটু, কনুই, কাঁধ, এবং বস্তির জোড়গুলি আক্রান্ত হয়। করোটি বা চোয়ালের জোড় সামান্যভাবে আক্রান্ত হতে পারে। বৃক্কের কশেরুকার জোড়গুলি মৃদু থাকে, তবে করোটি ও করোটিধারী কশেরুকার জোড়া, মূখের অস্থি ও গলার কশেরুকার সন্ধি বাদ যায় না।

টিকয়েড ও এয়ারিটিনয়েড জোড় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় মধ্যস্থ জোড়ের আক্রমণ শোনা গেছে। কণ্ডুবার আবরণ, মাংসপেশী রঞ্জক প্রদাহ বিশেষভাবে হাতকে জোড়ের সঙ্গে দেখা যায়। সন্ধি প্রদাহের সঙ্গে সন্ধি আবরণের স্ফীতি ও সন্ধির মধ্যে জল জমা, মাংসপেশী রঞ্জক ও তার আবরণ কলার স্ফীতি ও ব্যু্ধ দেখা যায়।

সকালে যন্ত্রণা ব্যু্ধ, সন্ধি নড়াচড়ার যন্ত্রণাজনিত বস্ট, রাত্রে যন্ত্রণা, নিদ্রায় ব্যাঘাত। মাংসপেশী শক্ত টান হয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে স্ফীতিজনিত আঙ্গুল শূলাকার হয়ে যাওয়া। অসুখ দীর্ঘস্থায়ী হলে মাংসপেশীগুলি শূন্য হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। উৎকট অবস্থায় এবং শুরুর্তে অঙ্গ জ্বর, নাড়ীঘাত ব্যু্ধ, রক্তে এ্যালবুমিন কমা এবং গ্লোবিউলিন ও ফ্রাইব্রিনোজেন বেড়ে যাওয়া দেখা যায়। আরও বেশি দেরী হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঁকড়ে যায় এবং শুরুর্তে কোঁকড়ানো নিবারণ বা সংশোধন করা সম্ভব হলেও পরে সংকোচন চিরস্থায়ী হয়ে অস্থি সম্পর্ক বিভক্ত হয়ে য়। এক্স রশ্মি পরীক্ষা হাতের দূর প্রান্তে ধাতব ক্যালসিয়াম ঘাটতি দেখায়। পরে কোমর, অঙ্গুল হ্রাস হয়, সন্ধি স্থানের সংকোচনে অস্থি প্রান্তের ক্ষয় দেখা যায়। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে রোগী চিরতরে পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। শেষের দিকে যে সব অস্থি সন্ধিতে নড়ার ক্ষমতা থাকে সেখানে অস্থির ও সন্ধিব প্রদাহ (Osteoarthritis) দেখা যায়। যন্ত্রণা ও মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাবার ফলে, তন্তুকলা জন্মাবার ফলে বা অস্থি সংযুক্ত হয়ে সন্ধি অনড় হয়ে যায়।

### রোগ নির্ণয়

সাধারণভাবে উপসর্গ ভিত্তিক রোগ নির্ণয় দুঃস্বপ্ন : নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবে রোগ উৎপত্তি ঘটলে সংশয় জাগা স্বাভাবিক।

1. বাতজনিত জ্বর (Rheumatic Fever)।
2. গনোরিয়া জনিত বহু অস্থি ও সন্ধির ব্যাধি।

3. রাইটারের উপসর্গাবলী (Reiter's Syndrome)—মূত্রনালীতে উৎকট প্রদাহ, চোখ ওঠা, (Conjunctivitis) এবং অস্থি সন্ধির প্রদাহ এক সঙ্গে দেখা যায়। এটি আরোগ্য সম্ভাবনা ব্যাধি। দুরারোগ্য হলে দীর্ঘ দিন পরে বাত ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

4. পদ্ভ্রম উৎকট অস্থি প্রদাহ—প্রায়ই একটি সন্ধিতে হয়, উৎকট প্রদাহে সাংঘাতিক যন্ত্রণা থাকে এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাপক জ্বীবাণু সংক্রমণ ও তৎক্ষণাত জ্বর থাকে।

5. গাউট—প্রথম আক্রমণ পায়ের অঙ্গুলী ও অঙ্গুলীমূল শলাকা অস্থিতে। আক্রমণ আকস্মিক ও যন্ত্রণা তীব্র হয়। কিন্তু উপশম যোগ্য। রক্তে ইউরিক এ্যাসিড বেড়ে যায়। কলটিসিন প্রয়োগে আসু উপশম দেখা যায়।

6. বক্ষ্মাঘটিত সন্ধি প্রদাহ—উপশম মৃদু। খুব সাধারণতঃ একটি সন্ধি কখনও বা একাধিক সন্ধি আক্রান্ত হয়। কিন্তু সংখায় বেশি হলে বক্ষ্মা হতে পারে। শিশুদের বেশি হয়, কণেরুংকায় আক্রমণ খুব বেগী হয়। কখনও বা বক্ষ্মা জ্বীবাণু উপস্থার করা সম্ভব হতে পারে।

7. অস্থি সন্ধির প্রদাহ (Osteoarthritis)—বড় বড় সন্ধিতে হয়। হাঁটু, জংঘা, মেরুদণ্ড প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। ঋতু বস্থের পর শরী লোকদের আঙ্গুলে বাতজনিত ব্যাধি হতে পারে। হেবারডেনব গুটি আঙ্গুলের শেষ সন্ধিতে দেখা যায়। প্রথমে এগুলি বেবনাদায়ক, পরে বাধা হয়। কিন্তু শ্ফীত থাকে ও অঙ্গুলকে বীভূত করে। কোনরকম সাধারণ উপসর্গ (জ্বর ইত্যাদি) থাকে না এবং লাল রক্ত কাগকার পতন ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে।

8. সোরিয়াটিক সন্ধি প্রদাহ (Psoriatic Arthritis) সোরিয়াসিস্ ব্যাধিতে।

বাত ব্যাধি থেকে ভিন্ন প্রকারের ক্ষয়জনিত সন্ধি ঘটেতে পারে। প্রান্তিক অঙ্গুলীর সন্ধিগুলি আক্রান্ত হয় এবং নখগুলি মোটা হয়ে দৃশ্যে যায় ও ভঙ্গুর হয়, গাঠ চর্মের নিচের গুটিগুলি থাকে না।

কখনও বা মেরুদণ্ড এবং বাস্তির সন্ধিগুলি আক্রান্ত হয়। সংবেদনশীলকৃত মেদ মেহ কোষে পরীক্ষার ফল নঞর্থক।

### চিকিৎসা

অবশ্যই, অস্থিবতা, স্চ ফোটোনোর মত বাধা, জ্বোরে চেপে ধরলে বাধা কমে-যায় লক্ষণে, চায়না ৩, ৬, ৩০।

ঠাণ্ডা লাগলে বাড়ে, জ্বালাবোধ, অ্যাকোনাইট ৩, ৬, ৩০।

অসহ্য বাধায়, কার্ফিয়া ৩, ৬, ৩০।

টেনে ধরা বা ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যাধা, রাতে বৃষ্টি, বাতাসে উপশম লক্ষণ,  
পালসেটিলা ৬, ৩০।

রোগী সহজে রেগে ওঠে, রাতে বৃষ্টি ও শব্দে পারে না, প্রবল ব্যথায় ক্যাথোমিলা  
৬, ৩০।

অসাড়তা, দুর্বলতা, কম্পন ব্যাধা—ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x, ১২x, ৩০x।

হাড়ে ব্যাধা, সন্ধিবাৎ, সন্ধি ফোলা, স্পর্শ করলে বা গরমে বৃষ্টি, কেলি আরোড  
৩, ৬, ৩০।

হাড়ে ব্যাধা, রোগী বেশী ঠান্ডা বা গরম সহ্য করতে পারে না, সন্ধি প্রদাহ,  
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ—মার্কিউরিয়াস ৬, ৩০, ২০০।

হাড়ে ব্যাধা, সঞ্চারশীল ব্যাধা, পেটের গোলমাল লক্ষণে, কেলি বাইক্রোম ৬, ৩০,  
২০০।

বাঁ দিক থেকে আরও হলে ডান দিকে ব্যাধা, আঙুলের আগা অসাড় ভাবে,  
কলচিবাম ৩, ৬, ৩০, ২০০।

চাপ দিলে ব্যাধা বৃষ্টি অরাম—৬, ৩০।

সন্ধিতে অসাড় ভাব, অঙ্গুষ্ঠে ব্যাধা—অ্যানাকার্ডিয়াম ৬, ৩০।

ভেজা বাতাসে ব্যাধা বৃষ্টিতে—ডালকামরা ৬, ৩০।

যক্ষ্মা রোগীদের বাতে—আর্স আরোড ৬, ৩০, ২০০।

কোমবে বাত, বাঁ অঙ্গে, জ্বলে ভিজলে বা সঁাতসেতে ঘরে শব্দে বৃষ্টি, নড়লে  
আরামবোধ, রাসটল্ল ৩০, ২০০।

গরমে বৃষ্টি, নড়লে বৃষ্টি—স্বায়োনিয়া ৬, ৩০।

খামচানো বা চেপে ধরার মত ব্যাধা—প্র্যাটিনা ৬, ৩০।

ঘাড়ে বাত—ল্যাক্‌ন্যাশ্বিস্ মাদার, ৩, ৬।

ঘষ'ণেব মত ব্যাধা লেগেই আছে—র্যানানিকিউলাস ৩, ৬।

জ্বল বেশি ঘেঁটে বাত—ক্যাল্‌কোরিয়া কার্ব ৬, ৩০।

কটি স্নান বাতে—কলোসিস্থ ৩, ৬, ৩০।

জ্বলাকার ব্যাধা—আর্সেনিক ৬, ৩০।

তরুণ বাত, সন্ধি ফোলা—আরোডিয়াম ৩, ৬, ৩০।

উপদংশাদির ইতিহাসে—ফাইটোল্যাঙ্কা ৬, ৩০।

এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী লাইকোপোডিয়াম, আর্জেন্ট নাই, ক্যাল্‌মিয়া, লেডাম,  
কিউপ্রাম, সিপিয়া, ল্যাকেসিস, টেলিউরিয়াম, প্লাম্বাম্, কার্বো ভেজ, আঁণকা,  
বেলেডোনা, ফস্ফোরাস প্রভৃতি প্রযোজ্য।

## মাংসপেশীর ব্যাধি

**মাইয়োগ্রাফি** — পেশীর পদার্থিত্ব অভাব ( Muscular Dystrophy ) নাভের কোনও ক্ষতি ছাড়া পেশী ক্ষয় জনিত সহজাত ব্যাধি। পেশীর ক্ষয় ও দুর্বলতার প্রতিসম। পেশীতে স্ফীতি দেখা যায় না এবং অনেকদিন পর্যন্ত কণ্ডুরায় উদ্দীপিত পরাবর্ত বক্রায় থাকে। সংবেদন নষ্ট হয় না। এই ব্যাধির প্রকারভেদ আছে। তিনটি প্রধান রূপ আছে।

**অলীক বৃদ্ধি ধরনের**—সিউকোহাইপারট্রফিক বংশগতভাস্কক ব্যাধি পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়। জন্মের তিন বৎসরের মধ্যে প্রথমে শ্রেণী চক্র নিন্মাঙ্গে শুরূ হয় এবং পরে স্কন্ধের পেশীতে বিস্তার লাভ করে। প্রায় ৪০ শতাংশ রোগীর প্রথমে পায়ের ডিম্ব কোয়ার্ডারিসেপ্‌সে, গ্লুটিয়াল পেশীতে, ডেলটয়েড ও ইনফ্রানিপলেটাস পেশীতে অলীক বৃদ্ধি দেখা যায়। সংকোচনে প্রায় দেখা যায়—ব্যাপ্তগ্রস্থ পেশী স্বাভাবিকের চেয়ে বৃহদায়তনের ও শক্ত ধরনের ও দুর্বল হয়।

**দুর্বলতায় ওঠার জন্য**—শিশু ওঠার প্রচেষ্টায় প্রথমে ঘুরে উঁপুড় হয় পরে দুই হাতে ওর করে ওঠার এবং তার জন্য তার চলন থপথপে মত হয়। পনের বৎসর সময় খাদ্যের অভাব জনিত বা শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ ঘটিত কারণে মৃত্যু ঘটে।

**প্রত্যঙ্গ চক্র ধরনের**—( লিমংগাউল টাইপ )—মুন্ডিনাইল স্ক্যাপুলো ( হিউমেরাল টাইপ ) বংশগতভাস্কক ব্যাধি। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দেখা যায়। ২০—৩০ বৎসর বয়সে হয়।

স্কন্ধ বা শ্রেণীচক্রে শুরূ হয় পরে উভয় দিকে প্রসারিত হয়। এই সম্প্রসারণ স্কন্ধের ক্ষতিতেও হতে পারে। এবং মধ্যে থেমে থাকতে পারে। কিন্তু ২০ বৎসরের মধ্যে রোগী অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

3. **মুখমণ্ডল**—অংশফলক প্রশস্ত ধরনের ( ফোমিয় স্ক্যাপুলো হিউমেরাল টাইপল্যান ভূজি ডিজেরন টাইপ ) বংশগতভাস্কক। বহু শিশু স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে আক্রান্ত হয়। যে কোনও বয়সে শুরূ হয়। প্রথমে মুখ মণ্ডলে এবং পরে স্কন্ধ দেশে প্রকাশ পায়। বহু বৎসর পরে পেশী চক্রের পেশীগুণ্ডিল আক্রান্ত হতে পারে। রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং রোগী দীর্ঘ দিন বেচে থাকতে পারে।

## রোগ নির্ণয়

সহজাত ব্যাধি থেকে উপজাত ব্যাধির পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। কারণ উপজাত ব্যাধি চিকিৎসাযোগ্য এবং কখনো-বা আরোগ্য হয়ে যায়। নিচের চেষ্টার নাভতন্ত্রের ব্যাধি জ্ঞান ঘটাতে পারে। বৈদ্যুতিক মাইয়োগ্রাফি ও পেশীর টুকরো পরীক্ষায় বা রক্ত রস পরীক্ষার দ্বারা ব্যাধি নির্ণয় সম্ভব।

উপজাত মাইয়োপ্যাথি একা বা অন্য বোগের স্বেচনায় দেখা যায়। চেষ্টার নার্ভ তন্ত্রের ব্যাধির সঙ্গে স্ফীতি ও পেশী ক্ষয় রূপে দেখা যায়।

### চিকিৎসা

সিমিসিফিউগা ৩x, ৩, ৬ এই বোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ম্যাট্রোটিন ৩x, বিচ্লোর এই বোগে খুব ভাল কাজ দেখে।

ডানদিবকের ব্যাথায় স্যাঙ্গুইনে'রিন ৬ ৩০ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাঁ দিকের ব্যাথায় স্পাইজেলিয়া ৬, ৩০।

পিঠের পেশীর প্রবল ব্যাথায়, ব্রায়োনিয়া ৩, ৬, ৩০, ২০০ খুব ভাল।

কোমর থেকে উরু থেকে পা পর্যন্ত ব্যাথা, প্রবল বেদনা, অসাধারণ, সামান্য নড়াচড়ায় কমে লক্ষণে, বাসটল ৬, ৩০, ২০০।

পেট, পিঠ ও কাঁধের পেশীর ব্যাথায় কলচিকাম ৩, ৬, ৩০, ২০০।

দু' পাশের পেশীর ব্যাথায় ব্যানান কিউলাস ৩x, ৩, ৬, ৩০।

জেলসিমিয়াম ৩x, ৩, ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

লক্ষণ অনুযায়ী ম্যাট্রোটিন ৩x, ডালকামরা ৩, ৬, কষ্টিকাম ৬, ৩০ প্রভৃতি দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বেপার্টবীও দ্রুতব্য।

### সাংঘাতিক পেশীর দুর্বলতা

( মাইয়েলোস্কেলিটস )

কয়েক শ্রেণীর পেশীর অস্বাভাবিক দুর্বলতাবশতঃ বেশী অক্ষমতা হয়ে যায়।

রোগ নিদান—বোগের কাবণ জানা যায় না কিন্তু থাইমাস গ্রন্থির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। 15 শতাংশ ক্ষেত্রে থাইমাস ঘটিত অবদ পাতলা হয় এবং অন্য সব ক্ষেত্রে বীজ কেন্দ্রে অনেক বেশী থাকে। থাইময়েড বিষক্রিয়া অনেক সময় দেখা যায় সাধারণতঃ পেশী বা নাভের সংযোগস্থলে উদ্দীপনা প্রেরণে ব্যাঘাত ঘটে।

রোগ লক্ষণ—বেশীভাগ ক্ষেত্রে 20—30 বৎসরে এই রোগ হয়। বোগ লক্ষণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। অত্যধিক কার্যিক বা মানসিক উত্তেজনা সংক্রমণ এবং গর্ভাবস্থায় পুনরাবৃত্তি ঘটেতে পারে। সহজে পেশীর ক্রান্তি, অত্যন্ত পরিশ্রমের পর সখ্যাবেলায় এর প্রভাব বেশী হয়। প্রথমে মধ্যে মধ্যে চোখের উপর পাতলা বলে পড়া বা হৃৎপিণ্ড, চর্বন গলাধঃকরণ করা, কথা বলা বা হাত পা নড়াচড়ার দুর্বলতা দেখা যায়। কাঁধের চারদিকের পেশী প্রথমে আক্রান্ত হয় বলে ঐ অঙ্গুলের কাজ যেমন চুল আঁচড়ানো প্রভৃতি—দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শ্বসন প্রণালী বেশী আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। কারণ কাঁধের কোন ঔষধ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় শ্বাসনালী থেকে বিজাতীয় পদার্থ নিষ্কাশন সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় নার্ভসিস্টেম অটুট থাকে নিওট্যামিন

1.5 মিঃ গ্রাম ইনজেকশন এড্রোকোনিয়াম (টনসিলন) সমান কার্যকর। এমন চন্দ্র প্রদে  
ভাবে শুষ্কশাং ফলদায়ক বলে রোগ নির্ণয়ের সহায়ক। এড্রোকোনিয়াম প্রথম 1 রোর  
মধ্যে 2 মিঃ গ্রাম ইনজেকশন করে যদি সংকোচন, ঘাম প্রভৃতি উপসর্গ দেখা না দেয়  
তবে আধ মিনিট অপেক্ষা করে 2 মিঃ গ্রাম শ্বসনতন্ত্রের গলাধঃকরণে—এর প্রতিক্রিয়া  
দেখা যেতে পারে।

### রোগ নির্ণয়

হিষ্টারিয়া, ডিসেমিনেটেড স্কেরোসিস, স্নায়ুমা ঘটিত বেধিত নাভতন্ত্রের ব্যাধি।  
পলিম্যারোমাইটিস, ক্যানসার ঘটিত পেশীর ব্যাধি ও মাসকুলার ডিসট্রফি প্রভৃতির সঙ্গে  
মিল হতে পারে।

### চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় (জ্বর থাকলে) অ্যাকোনাইট ৩, ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।  
সির্মিসিফিউগা ৩x থেকে ৬ অথবা ম্যাক্রোটিন্ ৩x উৎকৃষ্ট ঔষধ।  
ডার্নাদকের পেশীর ব্যথায় ভাল ঔষধ হলো, স্যাক্‌ইনোরিয়া ৬ এবং বাঁ দিকের জন্য,  
স্পাইজেলিয়া ৬।

পিঠের পেশীর জন্য, ব্রায়োনিয়া ৩, ৩০।

কোমর ও পায়ের জন্য, রাসটক্স ৬, ৩০, ২০০।

পার্শ্ব দিকের জন্য র্যানান্‌কিউলাস ৩x, ৬।

ঘাড়ের জন্য ল্যাক্‌ন্যাম্পিস ৩, ৬০ উৎকৃষ্ট।

বেলেডোনা মাদার, ৩x ভাল কাজ দেয়।

ঘাড় বা দেহের ডানদিকে ভাল কাজ দেয়, চেলিডোনিয়াম ৩x, ৩০।

ব্যথার জন্য ম্যাগ ফস্ ৩x বা ৬x গরম জলসহ খেলে খুব ভাল ফল দেয়।  
দীর্ঘদিন খেলে এতে রোগ আরোগ্য হয়।

### জানুয়ারিক ব্যবস্থা

- (1) আক্রান্ত স্থানে গরম কাপড় বা ফ্রানেল জড়িয়ে রাখা উচিত।
- (2) রোগীর শয্যাদ্রব্য রোদে গরম করে রোজ ব্যবহার করা ভাল।
- (3) ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়।
- (4) কপূর মিশ্রিত গরম সরষের তেল মালিশ করলে ভাল হয়।



## চতুর্দশ অধ্যায়

### ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ (Diabetes)

কারণ—বহুমূত্র সাধারণতঃ দুই ধরনের হয়। প্রথম প্রকারের হলো কিডনির কর্মশক্তির অভাবের জন্য বহুমূত্র রোগ। এতে মূত্রের সংখ্যা পরিমাণে বাড়ে। বার বার মূত্র হয়—কিন্তু তাতে Glucose বা Sugar থাকে না। একে বলা হয় Diabetes Insipidus রোগ।

আর অন্য এক ধরনের বহুমূত্র বা মূত্রমেহ বোগ হলো শরীরের শর্করা জাতীয় খাদ্য হজম হয়ে যায় Glucose-এ পরিণত হয় বা দেহে পূর্ণ Absorb হয়ে দেহের কাজে না লেগে তার বিরাট অংশ রক্তে ভাসমান থাকে। ফলে Blood Sugar level বেড়ে যায়।

তখন রক্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে Glucose থাকলে তা প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয় না। তাকে বলে কিডনির Renal threshold বা শেষ সীমা। তার বেশী চিনি রক্তে জমলে কিডনী তা ছেঁকে দেহ থেকে বের করে দেয়। তখন প্রস্রাবের সঙ্গে গ্লুকোজ বের হয়ে যেতে থাকে।

এই বোগকে বলে Diabetes Mellitus বা মধুমেহ রোগ।

দেহের রক্তে চিনি বা শর্করা জাতীয় বস্তু থাকে—কিন্তু মূত্রে তা থাকে না। দেহের Glucose এইভাবে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে দেহ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। খাদ্য খেয়ে হজম করে যে Glucose সৃষ্ট হলো তা যদি সব বেরিয়ে যায়—তাহলে দেহ ধীরে ধীরে দুর্বল হতে বাধ্য।

তাছাড়া মূত্রের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) হলো 1040—1020 পর্যন্ত। কিন্তু এ রোগ হলে তা 1030—1050 হয়। এমন কি কোনও কোনও স্থলে তা ঘন হয় 1060—1070 পর্যন্ত হতে পারে। তাই একটি জটিল ও চিন্তার মত রোগ তাতে সন্দেহ নেই।

রক্তের মধ্যে প্রবাহ মান Glucose প্রচুর বৃদ্ধি পায়। গ্লুকোজ ঠিক মতো দেহে শোষিত হয়ে বিপাকের কাজে (Metabolism-এ) লাগে না।

আগেই বলা হয়েছে Pancreas বা অগ্ন্যাশয়ে যেমন এমন ধরনের টিসু থেকে Pancreatic Juice সৃষ্টি হয় তা নিঃসৃত হয়ে হজমের কাজে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি তাতে আবার অন্য ধরনের টিসু বা Cell Islets of Langerhans থাকে—Insulin নামে রস নিঃসরণ করে। এই রস কিন্তু কোনও নালী দিয়ে যায় না। এটি প্রত্যক্ষভাবে রক্তে মিশে যায়—কারণ এই Cell Islets-গুলি আসলে Endocrine Metabolism এবং এই রসের ক্রিয়ার ফলেই Glucose শরীরে ঠিকমতো শোষিত হয়ে থাকে।

এই Cell-গুলির কর্মক্ষমতার অভাব হলে Insulin ঠিকমত নিঃসৃত হয় না। তার ফলেই রক্তের Glucose বৃদ্ধি পায়। Glucose প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়। তার মধুমেহ রোগ হয়।

সাধারণতঃ মধ্যবয়সী, অলস, মেদ প্রধান ও রোগী লোকদের এই রোগ বেশী হয়। উচ্চ মধ্যবয়স্কদের বা ধনির ঘরের দৈনিক শ্রম করে না যারা, তাদের মধ্যেই এই রোগ বেশী হয়।

বেশীর ভাগ দেখা যায় বংশগতভাবে এ রোগ হয়। মাতা পিতার এ রোগ থাকলে সন্তানদের মধ্যে হবার সম্ভাবনা থাকে।

**ইতিহাস**—ডায়াবেটিস রোগ যে অতি প্রাচীন, তা বোঝা যায় এই থেকে যে প্রাচীন আর্যবর্ষে পণ্ডিত সূত্রুত প্রভৃতির গ্রন্থে অবিকল এই রোগে লক্ষণযুক্ত রোগীর কথা বলা হয়েছে। সূত্রুত একে বলেছেন বহুদ্রোণ রোগ। চরক তার গ্রন্থে একে মধুমেহ রোগ বলে বর্ণনা করেছেন। ঘন ঘন বা বার বার প্রস্রাব হয় বলে এবং প্রস্রাবে চিনি বা Glucose বের হয় বলে এই ধরনের নাম দেওয়া হয়েছিল।

প্রাচীন ইউনানি বা হের্কমী গ্রন্থে এই রোগের বর্ণনা করা হয়েছে। তারা বলেছেন এটি বিলাসী লোকদের কর্ম বিমূখতার ফল এবং তারা বাদশা বেগম সকলকেই রাজ্য কিছু হালকা ব্যায়াম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিগত সপ্তদশকাল ধরে ভারতে এটি হলেও বৃটিশ আমলে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ শাসনের ছায়াতলে নিশ্চিন্ত বাস করে এক শ্রেণীর জমিদার, বিলাসী বাবু, ক্ষোভদার প্রভৃতি নানা রকম আয়েসী লোকদের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পায়। খাদ্য মূল্য সস্তা ছিল।

এইসব লোকেরা বেশী শ্রম করতো না, ঘরে বসে প্রচুর উপার্জন করতো। খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে আরাম করে তাদের দিন কাটতো। দৈনিক শ্রমের কোন বালাই ছিল না। খাওয়া, ঘুম, সামান্য কাজকর্ম দেখাশুনা, বুলবুলি বা পায়রার লড়াই দেখা, কারণে অকারণে ভোজ দেওয়া বা ভোজ খাওয়া প্রভৃতি তাদের কাজ ছিল। ফলে বিরাট সংখ্যার লোক এই রোগে আক্রান্ত হতে থাকে।

বর্তমানেও বংশগতভাবে বসে বসে ব্যবসা করা আর তাই সংগরে যাদের পেশা নেশা তাদের মধ্যে এ রোগের পরিমাণ প্রচণ্ড হারে বেড়ে উঠেছে।

যে সব রোগীরা জানে, তাদের ডায়াবেটিস রোগ হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী লোকের তা থাকে অজানা; প্রতি চার জন এই রোগীর একজন জানে তার রোগের কথা—বাকী তিনজন জানে না। তাদের হয়তো রোগ অল্প অল্প সূত্রু হলে বা হচ্ছে।

আগেকার দিনে ধারণা ছিল যে এটি প্রধানতঃ শহর অঞ্চলের রোগ; কিন্তু ধীরে ধীরে জানা যাচ্ছে—গ্রাম অঞ্চলেও এই রোগ প্রচুর। গ্রাম অঞ্চলে যে ধরনের ডায়াবেটিস হয় তাকে বলা হয় অপদৃষ্টির জন্য বা শকরা বেশী খাওয়া ও প্রোটিন একেবারে না খাওয়ার জন্য ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিসের পূর্বাঙ্গলের মোট লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় দুই থেকে তিন ভাগ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঐ রোগে ভুগছে। ইনসুলিন আবিষ্কারের পর চিকিৎসকরা ভেবেছিলেন যে এই রোগ সহজে সারানো যাবে এবং এটি মারাত্মক নয়। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে দেখা গেল যে কেবল রোগীর রক্তের চিনি কমিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয় এবং তাতে রোগ সারে না। এই রোগ হচ্ছে চিনি কমিয়ে রাখলেও রোগীর দেহের ধমনীর জালিকাগুলি সংকোচনের দিকে যেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত নানা রোগের সৃষ্টি হবে—বা থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে।

ডায়াবেটিস এমনই একটি রোগ যা দেহের সব যন্ত্রকে আক্রমণ করে। তাই এর থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে চিকিৎসককে রোগ নির্ণয়ের সময়ে ভাল করে দেখে শুনবে সাবধানে পরীক্ষা করা উচিত, আর দেখা উচিত লোকটার ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা। যেমন একজন লোক চেখেব রোগে ভুগছে। একজন হয়তো কিডনী বা হার্টের রোগে। এদের যে কোনও রোগের মূলে থাকতে পারে ডায়াবেটিস। তাই তাদের রক্ত বা প্রস্রাব পরীক্ষা করা কর্তব্য।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডায়াবেটিস রোগকে একটি বিশেষ জটিল রোগ বলেন। কারণ এই যে, এই রোগকে সম্পূর্ণ সারানো যায় না।

ডায়াবেটিস হলো এক হিসাবে বংশগত রোগ। তবে বংশের একজনের এটি থাকলে যে তার সন্তানদের সকলেরই এটি হবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। তা সত্ত্বেও এটি ভয়াবহ রোগ—কারণ একজনের তিনটি সন্তান হলে তাদের প্রত্যেকের যদি এটি হয়, তাহলে খুব উদ্বেগের কথা বোধহয় এই ভাবেই রোগ বাড়তে বাড়তে আজ এত সংখ্যায় এই ধরনের রোগীর অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে এদেশে। সেই জন্য আজকাল যে বংশে ডায়াবেটিস রোগ আছে, তাদের সঙ্গে বিয়ে থা দেবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া কর্তব্য। একটি নারীর মধ্যে ডায়াবেটিস রোগের মূল লক্ষণে আছে কিনা জানা যায় তার প্রথম সন্তান দেখে। যদি একটি সন্তান জন্মিষ্ট হবার সময় খুব বড় হয় এবং 4½—5 কিলো ওজন হয় (8-10) পাউন্ড তাহলে তার জন্যে আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ নারীর দেহে ডায়াবেটিসের মূল লক্ষণভাবে লক্ষণে আছে। দেহের অতিরিক্ত চিনি জমে না বা প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয় না এদের। তা সন্তানকে বেশি পরিবোধ করে তোলে—যার ফলে এই অবস্থা।

এই রোগের মূল করেকটি প্রধান লক্ষণ যা দেখা দেয়, তা হলো হঠাৎ দেহে একাধিক ফোঁড়ার আবির্ভাব। হঠাৎ বিনা কারণে ওজন কমে যাওয়া, দৃষ্টি শক্তি কম হয়ে যাওয়া, দেহের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা হওয়া, প্রচুর পিপাসা, প্রচুর ক্ষুধা ও ঘন ঘন প্রস্রাব হতে থাকে।

বড় ডাক্তারেরা বলেন যে কেবলমাত্র প্রস্রাব পরীক্ষা করে রোগ ধরা সম্ভব নাও হতে পারে। এর জন্যে রক্ত পরীক্ষা করা কর্তব্য।

তবে পূর্ণ খাবার 2—3 ঘণ্টা পরে প্রস্রাব সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে হয়তো রোগ ধরা পড়ার সুযোগ পেতে পারে। যে সব অণ্ডলে রক্ত পরীক্ষা করার সুযোগ নেই সেখানে প্রথমেই এটি হয়। তা না পাওয়া গেলে এবং রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তখন অবশ্য রক্ত পরীক্ষা করা কর্তব্য।

ডায়াবেটিস রোগের হর্মোন জনিত কারণ এবং অন্যান্য বিষয়ে—এর আগে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

ডায়াবেটিস রোগীদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দেখা গেছে যে 15 বছর বয়সে বা তার আগের এবং 40 বছরের রোগীদের চিকিৎসা সহজে করা যায়। খুব অল্প হলে ইনসুলিন বা ঐ জাতীয় রাস্‌টিনন, ডায়াবিনেজ প্রভৃতি ব্যবহারে সারে। চর্নিশের কাছাকাছি হলে তাও খুব কঠিন নয়। তারা চিকিৎসায় অনেকটা সুস্থ থাকে। কিন্তু 40—50 এর মধ্যে মধ্যকার বয়সের ক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসা করা কঠিন। তার কারণ হলো, এদের কখনো মুখে ঔষধ সেবনে কাজ হয় না। আবার ইনসুলিন ইনজেকশন দিলে তারা সাময়িক ভাল থাকে। কিন্তু তার পরে তাদের রোগ লক্ষণ ক্রমেই চলতে থাকে। তাই এদের পক্ষে কোনটা বেশি ভাল, তা পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতে হবে।

এদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও কখনও মাঝে মাঝে ইনজেকশন বা ঔষধ ব্যবস্থা করতে বলেন। কিন্তু তাতে পরবর্তী কঠিন রোগগুলি আবির্ভাবের আশংকা দূর হয় না। এই রোগ থেকে গ্যাংগ্রিন, নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, প্রেসার বৃদ্ধি রোগীর জীবন বিপন্ন করে দিতে পারে।

আজ পর্যন্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, মাঝে মাঝে ইনসুলিন দেওয়া হয়। ঔষধ খাইয়ে সাময়িক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এ রোগের নিশ্চিত আরোগ্য বের হয়নি। ষড়দিন রোগী বেঁচে থাকবে ততদিন ঔষধ চালাতে হবেই।

এরকম করা উচিত—কারণ তা না করলে বিপজ্জনক অবস্থা আসতে পারে। নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করে যেতে হবে, ঔষধ খেতে হবে। তাই এক কথায় বলা যায় যে, এই রোগ একাধি দূরারোগ্য ও জটিল অবস্থা আনয়নকারী ভয়াবহ রোগ।

লক্ষণ—রোগ ধীরে ধীরে শুরুর হয়। তখন ঘন ঘন প্রস্রাব, ঘন ঘন পিপাসা হতে থাকে। প্রস্রাবে Glucose থাকলে তা Benedict's Solution সহ Test Tube-এ ফোটালে তার নীল রং হলুদ বা লাল হয়ে যায়। তখন বোঝা যায় যে এই রোগ হয়েছে।

প্রচণ্ড ক্ষুধা হয়। রোগীর পেশী ধীরে ধীরে শীর্ণ হতে থাকে। শরীর দুর্বল, শীর্ণ হতে থাকে। কিছু খেলে তা দেহের কাজে না লেগে সব দেহ থেকে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

দেহের চামড়া খসখসে হয়ে যায়। চুল শূন্য ও পাতলা হয়ে যায়। নখ নহছে হতে পারে। ঠোঁট শূন্য, দাঁত ক্ষয়ভুক্ত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। রোগী বিমর্ষ

হয়। অনেক সময় গ্যাংগ্রিন উপসর্গ দেখা দেয়, ফোঁড়া বা চুলকানিও হয়। রক্তে Acetone বেশী হয়ে রোগী গন্ধাচ্ছন্ন ও মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তাকে বলে Diabetic Coma অবস্থা। তাতেও অনেক রোগীর মৃত্যু হয়।

মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। অনেক সময়ে ভূঁকা বাড়ে। কখনো বা ভীষণ জ্বালা করে, রক্তের মধ্যে Glucose বৃদ্ধি পেলে।

অনেক সময়ে এথেকে প্রেসার বাড়ে। কখনো Vaso Constriction বৃদ্ধি পাবার জন্য কাঁড়লাক (করোনারী) বা সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হতে পারে।

কখনো বা নিয়মিত দেহ ক্ষয় পাবার জন্য বেশি বংসে ষঙ্কা রোগ হতে পারে। দেহে কোনও কাটা ঘা থাকলে তা সহজে শুকাতো চায় না।

### রোগ নির্ণয়

1. বার বার প্রস্রাব। দেহ ক্ষীণ হতে থাকে, দুর্বলতা বোধ হতে থাকে।
2. প্রস্রাব পরীক্ষা করলে Sugar পাওয়া যায়।
3. প্রস্রাবে Glucose না পাওয়া গেলে Blood Sugar level বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় রক্ত পরীক্ষা করলে।
4. গা জ্বালা, প্রস্রাব বার বার হলেও ঘন হওয়া প্রভৃতি প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের লক্ষণ।

### উপসর্গ (Complication)

ডায়াবেটিস থেকে নান্য প্রকার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই সব সময় এদিকে লক্ষ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। রোগের থেকেও এই সব উপসর্গের জন্য রোগী মারা যায়। এইসব উপসর্গ যাতে না দেখা দেয় সেদিকে সাবধান থাকা কত'ব্য ও উপসর্গ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কত'ব্য।

1. ডায়াবেটিক কোমা বা ডায়াবেটিস জনিত সংজ্ঞাহীনতা রোগ থেকে এটি সাংঘাতিক অবস্থা হতে পারে।

2. ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি—এটি চক্ষুর রেটিনার একটি রোগ—এ থেকে অক্ষিগোলকের মধ্যে রক্তপাত এমনকি চক্ষু অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

3. ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি—(কিডনির রোগ)—এ রোগে প্রস্রাব বন্ধ বা কিডনী Damage হয়ে রোগীর জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে।

4. ডায়া নিউরোপ্যাথি—নাভের রোগ নিউরাইটিস ধরনের।

5. Vaso-constriction—এর জন্য হার্টের রোগ, করোনারী থ্রম্বোসিস, প্রেসার বৃদ্ধি, শ্বোক, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, ধমনীর রোগ প্রভৃতি হতে পারে।

5. বিভিন্ন বীজাণুর আক্রমণ থেকে গ্যাংগ্রিন হতে পারে। পায়ের গোড়ালীতে এটি প্‌দু হলে হাড়ের মধ্যে দিলে এগিয়ে যায় গ্যাংগ্রিনে। এতে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়।

7. দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভোগার জন্য বক্ষ্যা বা টি. বি. রোগ হবার আশংকা দেখা যায়।

8 ডায়াবেটিস্ অবস্থার কার্বস্কল, ফোঁড়া প্রভৃতি হতে পারে এবং এই অবস্থার এসব হলে শুকোতে চায় না। ফলে তা জটিল আকার ধারণ করে।

9. লিঙ্গ ও যোনিতে ছত্রাক জাতীয় বীজাণুর আক্রমণ হতে পারে।

10. যৌনকমতা কমে যায় এবং এটি কমতে বাধ্য।

### ডায়াবেটিস ইন্সিপিডাস

এতে প্রস্রাব বার বার হয়। তবে তাতে চিনি বা Glucose থাকে না।

### ডায়াবেটিসের খাদ্য তালিকা

এই রোগে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য বর্জন করা কর্তব্য। চিনি, আলু, চিড়া, মুড়ি, গুড়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বর্জন করতে হবে।

এই রোগের শ্রেষ্ঠ খাদ্য হলো প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, সামান্য ফল ও খুব কম কার্বোহাইড্রেট।

সাধারণ খাদ্য হবে—প্রোটিন 150 থেকে 200 গ্রাম।

ফ্যাট 50 গ্রাম।

কার্বোহাইড্রেট 10 থেকে 150 গ্রাম।

ভাত অতি সামান্য বা বর্জনীয়। সুজির রুটি বা আটার রুটি ভাতের বদলে খেলে ভাল হয়। ছানা, মাছ বা মাংস., ডিমের ঝোল, দুধ-দই প্রভৃতি প্রচুর খেতে হবে। তেল বা ঘি'না খেয়ে মাখন খাওয়া ভাল। তরকারীর মধ্যে শাক, শশা, পটল, উচ্ছে, ঢাডস, চিঁচসা, ফুলকাঁপ, পালং অন্যান্য শাক টমাটো প্রভৃতি খেতে হবে। মলা, রাসা আলু, বহু প্রভৃতি খাদ্য বর্জনীয়। ফলের রসের মধ্যে নারকেল, ফুটি বা তরমুজ, আপেল সিদ্ধ প্রভৃতি খাওয়া উপকারী।

এগুলি হিসাব করে রোগীর জন্য প্রায় 3000 ক্যালরি সম্ভবত একটি পুখ খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সবসময় এই খাদ্য তালিকা অনুসরণ করতে হবে।

এখানে সম্পূর্ণ দুটি খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো—প্রথমটি আমিব জাতীয়, দ্বিতীয়টি নিরামিব জাতীয়।

২নং খাদ্য তালিকা

সকাল	দুপুর
চা বা দুধ ( চিনি বিহীন )—1 কাপ পাউরুটি সেকা—1 আউন্স মাখন—1/4 আউন্স ডিম—( হাফবয়েল বা পোচ )—1টি বা 2টি	ভাত—4 আউন্স শাক সসিজ—6 আউন্স মাছ বা হালকা রান্না মাংস—4 আউন্স দই—2 আউন্স রান্নার জন্য ঘি—1 আউন্স
বিকাল	রাতি
চা বা দুধ ( চিনি বিহীন )—1 কাপ ছানা—2 আউন্স ফল—2টি নারকেল কোরা—1 আউন্স	রুটি—2 আউন্স শাক সসিজ—6 আউন্স মাছ—4 আউন্স রান্নার জন্য ঘি বা তেল—1 আউন্স ছানা—2 আউন্স

যারা মাছ মাংস খান না তাদের এগুলির পরিবর্তে দই দিতে হবে।

২নং খাদ্য তালিকা সম্পূর্ণ নিরাসিডডায়াবেটিসের জন্য

সকাল	দুপুর
চা বা দুধ ( চিনি বিহীন )—1 কাপ ছানা—2 আউন্স বাদাম বা কাজু—1 আউন্স মাখন—1-1/4 আউন্স	ভাত—4 আউন্স শাক সসিজ—7-8 আউন্স ডাল—1 আউন্স দই—6 ” রান্নার জন্য ঘি—1 আউন্স ছানা—2 আউন্স
বিকাল	রাতি
চা বা দুধ ( চিনি বিহীন )—1 কাপ ছানা—1 আউন্স ফল—2 ” দই—2 ” কাজু বাদাম— 1 আউন্স	সসিজ—2 আউন্স শাক-সসিজ—6 ” ছানা—1 ” ডাল—1 ” রান্নার জন্য তেল বা ঘি—1 আউন্স

চা, কফি, কোকো প্রভৃতি খেতে হলে চিনি ব্যবহার না করে স্যাকারিন ব্যবহার করতে হবে। ছানা, দই প্রভৃতির সঙ্গে সামান্য পরিমাণ স্যাকারিন ব্যবহার করা যায়।

## আনুভবিক ব্যবস্থা

1. উপরের তালিকা অনুযায়ী নিয়মিত খাদ্য খেতে থাকলে রক্তে চিনির পরিমাণ কমে যাবে এবং তখন প্রস্রাবে আর চিনি বের হবে না অবশ্য ঔষধ সব আগের মত খাওয়া উচিত।
2. রক্তে যদি চিনি বেশি জমে তাহলে ডুম্বুর পাতা বেটে ছেঁকে নিয়ে সেই রস খেলে অতিরিক্ত চিনি বেরিয়ে যায় এবং তার ফলে মূত্র পরিষ্কার হয়। তারপর উপযুক্ত খাদ্য খেলে চিনি আর বের হবে না।
3. পিপাসা বেশি পেতে থাকলে জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে খুব ভাল হয়।
4. আমলকির রস বা আমলকি চূষে খাওয়া ভাল। তাতে পিপাসা কম হয়।
5. স্নানের পূর্বে দেখে ভালভাবে সরষের তেল মালিশ করা উপকারী। মৃদু ব্যায়াম, হাঁটা প্রভৃতি উপকারী। মৃদু ব্যায়াম সেবন করা ভাল।
6. নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখা উচিত। মাঝে মাঝে রক্তে শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা করতে হবে।

## ডায়াবেটিস্, মেলিটাস্, রোগের চিকিৎসা

এই বোগে প্রস্রাবে চিনির ভাগ দ্রুত কমিয়ে দেবার একটি অপূর্ব ঔষধ সিজ্জেনিয়াম জয়ম্বেলিনাম ১x, ৩x, ৬x।

ডায়াবেটিসের সঙ্গে হাত পা জ্বালা লক্ষণ থাকলে—সেফালেড্রা ইন্ডিকা মাদার—  
৫ থেকে ১০ ফোঁটা জলসহ রোজ দু-তিন বার।

লিভারের কন্ট, কালো পায়খানা, গেঁটে বাত প্রভৃতি থাকলে, নেট্রাম সাল্ফ ১২x,  
৩০x, ২০০x অপূর্ব ঔষধ।

নেট্রাম ফস্ ৬x থেকে ২০০x খুব ভাল ফল দেয়।

স্নায়বিক দুর্বলতা, রাস্কনুসে কঁদা থাকলে, কোলি ফস্ ৬x, ১২x।

ল্যাকটিক অ্যাসিড্ ৩, ৬ একটি ভাল ঔষধ।

সিকোর কর ৬, ৩০ শর্করা কমায় দেয়।

স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুবাব মূত্রত্যাগ, মূত্র গ্রন্থিতে ব্যথা, প্রবল পিপাসা, জনন-  
তন্ত্রের দুর্বলতা—অ্যাসিড্ ফস্ফোরিক ৩x বা ৩।

রাতে প্রচুর ষোলাটে মূত্র, জননতন্ত্রের দুর্বলতা, লক্ষণে, অক্সেপ্ট মেটালিকাম্ ৩,  
৬, ৩০।

পরিষ্কার ফিকে রঙের মূত্র ও তার সঙ্গে জিম্বের লালার মত, রোগী শীঘ্র হতে  
থাকলে—হেলেনিয়াম্ মাদার, ৩, ৬।

মূত্রে শর্করা বেশি, প্রবল পিপাসা, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাবকালে জ্বালা, দুর্বলতা  
লক্ষণে, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ১x, ৩।



বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, বেগ সম্বরণে অক্ষম, প্রস্রাবে লাল রঙের তলানি লক্ষণে, ক্লোরোজোট ৬, ১২, ৩০ ।

বহুদ্রুত, চুলকানি, অসাড়ভাব, গরমবোধ—কোডেইনাম ১x, ৩x ।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ ও তারপর বেদনা লক্ষণে, নেট্রাম মিউর ৩০, ২০০ বা সিলিকা ৩, ৬ ।

ডায়াবেটিস্ ও শোথ থাকলে আর্সেনিক ৬, ৩০ ক্যান্‌হারিস্ ৩, রস অ্যারোমেটিক মাদার প্রভৃতি ভাল ফল দেয় ।

### ডায়াবেটিস ইন্‌সিপিডাস্ রোগে

স্কুইলা ৩x—বার বার প্রস্রাবে ।

ক্যালিকার্ব ৬—রাতে বার বার প্রস্রাবে ।

কার্লস বাড্ ৬—জ্বলপানের পরই মূত্রত্যাগ ।

নেট্রাম ফস ৬x—অক্ষীর্ণ ও অল্প সঙ্গে থাকলে ।

ইয়েসিয়া ৩—স্ট্রীলোকদের বিশেষ ভাল ঔষধ ।

কর্ণটকাম ৬—বৃশ্চদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

অ্যাসিড ফস ৩x, ৩—বার বার প্রচুর জলের মত প্রস্রাব লক্ষণে ও রাতে বৃশ্চিতে ।

এছাড়া আর্সেনিক, অ্যাসিড্ ফস, ৩, নাক্স ৩, ৬, সিনা ৩, ৬, ইউপেটো পার্ফ ৩x, ৩ প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী ভাল ফল দেয় ।

### থাইরয়েড গ্রন্থির অতিবৃদ্ধি

(Hyperthyroidism বা Thyrototoxicosis )

কারণ—1. গলার দৃশ্যের থাইরয়েড গ্রন্থির অতিবৃদ্ধির নাম হাইপার-থাইরয়েড রোগ বা থাইরোটিককোসিস বা Exolophthalmic Goitre রোগ ।

এখন দোহর থাইরয়েড গ্রন্থির অতিবৃদ্ধির জন্য রোগ বা Exolophthalmic Goitre রোগের লক্ষণাদি কি কি তা দেখা যাক ।

লক্ষণ—1. গলার থাইরয়েডের গ্রন্থি বৃদ্ধি বেশি হয় তা দৃষ্ট দিকে বড় হয়ে ফুলে ওঠে ।

2. চোখ দুটি বড় বড় দেখায় । চোখের দুটি Eyeball যেন চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হয় ।

3. শরীর দুর্বল বোধ হয় ও কাজ করতে গেলে হাত পা কাঁপতে থাকে ।

4. নাড়ীর গতি দ্রুত হয় এবং তার ফলে কোনও কঠিন কাজ বা শ্রমের কাজ করতে কষ্ট হয় ।

5. ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় অথচ ওজন হ্রাস হতে থাকে।
6. মেজাজ খিটখিটে হয়, কাজ করতে মন বসে না।
7. মাঝে মাঝে গ্রন্থি বৃদ্ধি বেশি হবার জন্য তা পেকে উঠতে বা Inflammation হতে পারে।

### চিকিৎসা

থাইরয়েড গ্রন্থির অতি বৃদ্ধি রোগে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো অয়োডিয়াম ৬, ৩০ বা ২০০ সেবন এবং অয়োডিয়াম মাদার নির্দিষ্ট স্থানে বাইরে থেকে তুলো দ্বারা প্রয়োগ করা।

তাছাড়া অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো, আর্স আয়োড ৩০, ২০০, ক্যাল্‌কোরিয়া আয়োড ৩০, ২০০, ব্যারাইটা আয়োড ৩০।

ল্যাপস্ অ্যাম্ব্রাম্, কোলি আয়োড্ ৩ ৬, স্পঞ্জিয়া ৩ (পুঁদ্রানো রোগে) লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০, ২০০ প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

এতে কাজ না হলে প্রয়োজনে অস্ত্র চিকিৎসার দরকার হয়।

তবে অস্ত্র চিকিৎসা না কবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই ভাল কাজ হয়। প্রয়োজনে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে দেখানো কত'বা।

### গণ্ডমালা ( Scrofula )

কারণ—এই রোগ দেখে অনেকে একে গ্রন্থি বৃদ্ধি বলে ভুল করেন। কিন্তু এটি পৃথক রোগ। এই রোগের মূখ্য কারণ হলো যক্ষ্মা বীজাণু বা বক্সাস ব্যাসিলাস। যক্ষ্মা বীজাণু শিশুদের দেহে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়। বগল, গলা কর্চকি প্রভৃতি স্থানে বেশি হয়। বগল, গলা, কর্চকি প্রভৃতি স্থানের Lymph Gland ফুলে যায়।

গণ্ড বা গলার গ্রন্থি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফুলে ওঠে এবং তা বিচিত্র রকম বড় হয় বলে এর নাম গণ্ডমালা। এই রোগের মূল কারণ হল যক্ষ্মা বীজাণু। প্রথম অস্থানে একে প্রেগ বলেও ভুল করতে পারে। কিন্তু পরে রোগের প্রকৃতি ধরা পড়ে। শিশুদের দেহে যক্ষ্মা বীজাণুর প্রবেশে এটি হয়।

লক্ষণ—1. গলা, বগল, কর্চকি প্রভৃতি নানা স্থানের গ্রন্থি ফুলে উঠতে থাকে। গ্রন্থি লাল হয় ও টাটানি দেখা দেয়।

2. কখনো বা বৃক, পেট, নাক প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হয়ে থাকে।
3. রোগীর প্রায়ই ফিকেলের দিবেই সামান্য জ্বর হয় ও সকালে জ্বর থাকে না।
4. রোগী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

5. অনেক ক্ষেত্রে এই সঙ্গে ফুসফুসে বন্ধনও দেখা দিতে পারে।
6. বহুক্ষেত্রে গ্রন্থিগুদাল থেকে ওঠে ও ফেটে যায়। তার ফলে ঐ সব স্থানে ক্ষত হয়। তবে এটি মারাত্মক হয় না।

### জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় এটি হলে সামান্য চিকিৎসার সঙ্গে গেলেও, পরে বেশি বলসে বা ঘোঁবনে বৃক্কেব (ফুসফুসের) টি. বি রোগ দেখা যেতে পারে। তাই এই রোগের প্রথম অবস্থাতে শিশুদের পূর্ণ চিকিৎসা করা কর্তব্য।
2. অনেক সময় বড় বড় ক্ষত হয় তার জন্য অনেক দিন কষ্ট হতে পারে। মেগের সঙ্গে পার্থক্য হলো প্লেগে সব গ্রন্থিতে Bubo হয় ও প্রবল হয়। নিউমোনিয়া প্রভৃতি হলে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়—এ রোগে তা হয় না।

### চিকিৎসা

- ইথিয়প্স অ্যান্ট ১x, ২x, ৩x, ৬x বিচুর্গ এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।  
 ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ৬x, ১২x একটি খুব ভাল ঔষধ।  
 বেলেডোনা ৩, ৬ প্রদাহজনিত গ্রন্থিক্ষয়ীভিতে।  
 ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৬, ৩০, শিশুদের জন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মোটা চেহারা, কানের গ্রন্থি ফোলা, কানে পঁজ প্রভৃতিতে।  
 বগলের বা কুচাঁকির গ্রন্থি ফোলা প্রভৃতিতে সাল্ফার ৬, ৩০।  
 গলার গ্রন্থি ফোলা, বাথায় আয়োডিয়াস ৩০, ২০০ সেবন ও আয়োডিয়াম মাদার লাগানো।  
 শরীরের যে কোনও স্থানের গ্রন্থি ফোলা, বাথা, টাটানো প্রভৃতিতে লৌপস্ অ্যান্‌বা ৬, ৩০।  
 মার্ক্‌ আয়োডেটাস ফ্লেভাম্ ৩x চুর্গ গলার গণ্ডমালা ও তালুতে প্রদাহ লক্ষণে।  
 পঁজ হবাব উপক্রমে সিলিকা ৬, ৩০, ২০০ খুব ভাল ঔষধ।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. কডালিভার অয়েল চা চামচের এক চামচ দুবেলা খাবার পর সেবন করণ ভাল।
2. ডিম, দুধ, মাছ বা মাংস এবং ফল প্রভৃতি নিয়মিতভাবে খেতে হবে।
3. গুরুপাক মশলাযুক্ত খাদ্য বর্জনীয়।
4. বোজ কডালিভার অয়েল গায়ে মাখা উপকারী।

### মৃগীরোগী (Epilepsy)

কারণ —এটি হলো প্রকৃতপক্ষে একটি স্নায়বিক রোগ। স্নায়ু-মস্তসী আক্রান্ত হয়ে এই রোগ সৃষ্টি করে। এই ব্যাধিতে লোক সহসা মারা যায় না। তবে মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যায়। পিচ্চ বা মাতৃকুলে যদি এই রোগ থাকে তাদের সন্তান-সন্ততির এই রোগ হবার সম্ভাবনা ও আশংকা থাকে।

তাছাড়া আঘাত লাগা, সংক্রামক প্রভৃতি নানা উপদংশ, বংশগত হতে পারে। অতিরিক্ত মদ্যপান বা নেশা সেবন, অমিত্যচার, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ও অবসন্নতা প্রভৃতি হলো এই রোগের গৌণ কারণ।

লক্ষণ—1. রোগী হঠাৎ চৈতন্য লোপ পেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। রোগ লক্ষণ প্রকাশ হবার আগেই রোগীর মাথা ঘোরে, অস্পষ্ট দৃষ্টি, কান ভৌঁ ভৌঁ করা, গায়ে ব্যথা, কখনও মাথা কিম্বিকিম করা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

2. সারা দেহে আক্কেপ (Convulsion) বা পেশীর সংকোচন (Muscular twitching) দেখা দেয়।

3. গ্রীবা কাঠিন্য হয়।

4. হাতের আঙ্গুল কুঞ্চিত হয়।

5. মূখ পান্ডুবর্ণ ও পরে রক্তবর্ণ ধারণ করে থাকে।

6. দমবন্ধ হবার ভাব দেখা যায় কখনো কখনো।

7. মাঝে মাঝে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

8. ঠান্ডা আঠা আঠা ঘাম বের হতে থাকে।

9. অনেক সময়ে অসাড়ে মলমূত্র বেরিয়ে যায়।

10. জিভে কামড় পড়ে—তার জন্যে আঘাত লাগে।

11. সাধারণতঃ 10—15 মিনিট পরে এইসব জটিল লক্ষণ বা উপসর্গ কমে আসে।

12. মাঝে মাঝে এইসব ভাব বা এপিলেপটিক ফিট্ হতে থাকে।

13. দীর্ঘদিন ভুগতে থাকলে রোগীর পক্ষে পক্ষাঘাত, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

### জটিল উপসর্গ

1. সব সময় রোগীকে ঔষধাদি দিলে সুস্থ রাখা ও রোগ যাতে না বাড়ে সেই চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে পরে এ থেকে রোগীর হাত বা পায়ের পক্ষাঘাত, মাথার অসাড়তা, দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা দেয় ও রোগী তাতে জীর্ণশীর্ণ হয়।

2 অনেক সময় এ রোগে ভুগতে ভুগতে পরে এর ফলে রোগীর দেহের নানা অংশের আংশিক পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

3. অনেক মাঝে মাঝে হঠাৎ টলে পড়ে ফিট হবার জন্য। তার ফলে রোগীর স্ট্রেন বা দেহের নানা অংশে আঘাত লাগে এবং তার ফলে জটিল অবস্থা দেখা দিতে পারে।

### চিকিৎসা

ভরূণ রোগে — আর্সিনিকিয়াম ৩২, ইগ্নেিয়া ৬, আর্সিড-হাইড্রো, ৩, কোল্লোয়াল স্ট্রোম্যাটিনাম ৩০, আর্জেন্ট-নাইট্রি ৬, হায়োসায়ামাস ৬, স্ক্রিগিয়া ২২।

পূরোনোরোগে — বেন ৩০, কিউপ্রাম ৬, আর্জেন্ট ৬, ক্যালকে-কার্ব ৩০, সালফ ৩০, ২০০, কোল্ল-হাইড্রো ৩০, ইন্যান্থি ক্রোকেটা ৩১, প্র'বাম ৩০, স্ক্রিকাম ফস ৩২, সিপিগয়া ৩০, অ্যাগারিকাস ৬।

ক্রিমিজনিভ রোগে — সিনা ২২, স্যাণ্টোনাইন ১২ বিচ'র্ল, ফিলিক্স-মাস ৩২, টিউক্রিয়াম ৫, ইন্ডিগো ৬২।

হস্তমৈথুনজনিত দাতু দোর্বল্যবশতঃ মৃগীতে — আসিড ফস ৬, চায়না ৬, ফস্ফোবাস ৬, ফেরাম ৩০ আসিড-সালফ ৩০।

ভয়জনিত রোগে — ( বা নিদ্রায় মচ্ছা ঘটলে ) আকোনাইট ৩, ওপিগাম ৬।

ইন্যান্থি-ক্রোকেটা — ৩২, ৫। বয়স্ক লোকদের ভরূণ আক্রমণের প্রথমাবস্থায়, ঋতুর গোলযোগ সহ, ঋতুসম্ভোগকালে অক্রমণ, মাথায় আঘাত লেগে যোগ। মূখ দিয়ে গাঁজলা ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে।

সাইকিউটা — ৩, ৬। ভয়াবহ আকৃশন ( Contraction ) মূখ-বিবর্তিত হয়, দাঁতে দাঁতে লেগে যায় ( বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে )।

কোল্ল-সারেনেটাম — ৩। অচেতন্য হলে পড়ে যাওয়া, প্রচণ্ড খেঁচুনি, তড়কা, দেহ নীল হবে যায়, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণে।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. লঘু পদাষ্টকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।
2. রোগে নিবিমিত হালকা ব্যায়াম, মন প্রফুল্ল রাখা খুব উপকারী।
3. প্রত্যুৎস্রমণ এ রোগের পক্ষে খুব উপকারী। রাতের খাবার সম্ভার পর খুয়ে নিতে হবে।
4. গরুপাক প্রব্যাদি আহার বর্জনীয়।
5. সাতার কাটা, গাঢ়ী চালানো প্রভৃতি নিষেধ।

## হির্স্টিরিয়া, মৃগী ও সম্যাসে পার্শ্বক্য

তরুণী নারীদের হির্স্টিরিয়া বেশি হয় ও এতে পূর্ণ চৈতন্য লোপ হয় না। এর সঙ্গে যৌন কামনার অবদান জড়িত থাকা সম্ভব।

সম্যাস রোগ মৃগীর মতো আবরাম থাকে না। এটি রীতিমত মারাত্মক ও এতে জীবন সংশয় দেখা যায়। মৃগীতে আক্ষেপ হতে থাকে ও মূখ দিয়ে গাঞ্জলা ওঠে। এটি মারাত্মক নয় ও রক্ত চাপ বেশি থাকে না এতে। সম্যাসে রক্ত চাপ বেশী হয়ে থাকে।

## শোথ ( Dropsy )

কারণ—সমস্ত শরীর বা শরীরের কোন কোন অংশে ( মূখ, হাত, পায়ে জল সঞ্চার হয়ে ) ফুলে ওঠে। একে শোথ বলে। শরীরের কোন বিশেষ অংশে শোথ হলে তাকে স্থানিক ও সারা দেহে হলে সর্বাঙ্গীণ শোথ বলে।

শোথ প্রায়ই পায়ে শুরুর হয়। তারপর তা ধীরে ধীরে দেহের উপরের দিকে ব্যাপ্ত হয়। পুরানো উদরাময়, হৃদপিণ্ডের রোগ, কিড্‌নীর রোগ, রক্তশূন্যতা, বেরিবোর, ষক্‌ভের সিরোসিস ইত্যাদি কারণে শোথ হয়।

লক্ষণ—স্ফীত স্থান নরম ও তুলতুলে হয়। ঐ স্থানে আস্তুল দিয়ে টিপলে আস্তুল এসে যায়। হৃদপিণ্ডের অসুখজনিত শোথে প্রথমে পায়ে শোথ হয়। Kidney-র ব্যাধি বা Nephritis জীনত হলে অল্প লালচে প্রস্রাব হয়। নিঃশ্বাস ফুলে যায়।

বোশাদিন ভুগলে পেটে জল জমে যায় ও উদরী বা Ascites হয়। এতে শ্বাস-কষ্ট, বমনেচ্ছা, উদরাময়, অর্শ, রক্তবাম প্রীহা বৃদ্ধি, পেটের জানদিকে ব্যথা হয়।

শোথ তিন প্রকারে প্রকাশ পায়—

1. আংশিক।
2. প্রথমে আংশিক পরে সর্বাঙ্গীণ।
3. সর্বাঙ্গীণ।

অনেক সময় বেরিবোর রোগকে শোথ বলে মনে হয়। কিন্তু তার কারণ ভিন্ন। Vitamin . -এর অভাব। ভেজাল সরষের তেল খেতে লোকে ভয় পায় এজন্য একে বলে Epidemic Dropsy। মাথা ভার, দুর্বলতা, সর্বাঙ্গ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, খুব বৃক খড়খড় করা, অস্থিরতা, স্বপ্ন নিদ্রা, ধীর নাড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য কিন্তু মল কঠিন নয়, অল্প মূত্র, পেটে ভার বোধ, রোগী বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অতিরিক্ত পিপাসা—এসব হলে তরুণ রোগের লক্ষণ।

প্রলাপ, অচ্ছন্ন ভাব, মূচ্ছা ইত্যাদিও পরে আসে। মূত্র কম ও লালচে হয়। পরে হির্স্টিরিয়া দেখা দেয়।

উপসর্গ সঙ্গে সঙ্গে ঠিকগতো চিকিৎসা না হলে মূত্রবন্ধ, রক্ত প্রস্রাব, অতিরিক্ত

দুর্বলতা, নানা প্রকার হার্ট-ট্রাবল দেখা দেয়। তার ফলে অনেক সময় রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে। তাই ভালভাবে সব সময় চিকিৎসা করানো কত'বা। কি কারণে শোধ হচ্ছে তাও নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যিক।

### চিকিৎসা

সর্বাঙ্গীণ শোধ — গ্রীপস, আর্সেনিক, ব্রাইবোনিয়া, অ্যাপোসাইনাম ১, ডিজিটেলিস ০.৫, নেস্ট্রাম সালফ ৬x, সালফার ৩০।

স্বীশ্বর শোধ — অ্যাকোন, পালস, অ্যাম্রোডিয়াম, রাস-নৈত্র।

মস্তিস্কের শোধ — হেলিবো, মার্ক'উইরাস, ফেল, গ্রীপস।

বৃককে শোধ — ব্রাইয়ো, ডিজিট ১২, ১৫, আর্স' হেলিবোর।

হৃদপিণ্ডের শোধ — ডিজিটেলিস ১x, ৩x, স্পাইভিসিয়া ৩. আর্সেনিক, ৬ ক্রোটেলাস ৩, ক্যান্টাস ৩।

উদরে শোধ — অ্যাপোসাইনাম ২. আর্সেনিক, চাঘনা. ক্রোটন-টিপ্পিবাম, গ্রীপস, সাল্ফার।

অণ্ডকোষের শোধ — অ্যাথিডিয়াম, বডোডেড্রন পারসেটিল্লা, গ্র্যাফাইটিস, সাল্ফার, অ্যাচিপলিপিস ৩।

গোড়ালির শোধ — ফেরাম, চাঘনা, আর্সেনিক।

অ্যাপেমানাম ডিকসান — শোধের (বিশেষতঃ নরুং-নুট উদর শোধের) একটি মহা ঔষধ। ১০-১৫ ফোঁটা মাঠার খেতে দিতে হবে।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. শরীরে ঘাতে ঠান্ডা না লাগে, সেদিকে সর্বদা নজর রাখা কত'বা।
2. রোগী ঐষদুর্ক জলে স্নান কবলে ভাল হয়। স্নানের সময় ঘরের দরজা জানসা বন্ধ থাকবে, যেন ঠান্ডা না লাগে।
3. খাদ্যের সঙ্গে লবণ খাওয়া উচিত নয়। খেলেও অতি অল্প পরিমাণে খেতে হবে। লবণের পরিবর্তে K-salt খাওয়া যেতে পারে।
4. পুষ্টিকের লঘু পথ্য মানকচু, বেলপাতা ভিঙ্গানো জল, বৃটি, মাংসের হালকা বোল, সুদ, পাখী ও মূবগীর হালকা মাংস, শিম, পট, কচি মূলা নাগুতে শাক, পলতা পাতা, বেত শাক নিমগতা, উচ্ছে প্রভৃতি উপকারী। বেশি মশলা প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়।
5. তরল খাদ্য ও পানীয় খেতে হবে।

## মূছাঁ (Syncope)

কারণ—মূছাঁকে একটি রোগ কলা ঠিক নয়। এটি নানা রোগের লক্ষণ। এর রোগ, সন্ধ্যাস, মূঙ্গী প্রভৃতি রোগে মূছাঁ হয়।

আবার অনেক সময় দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত, অতিশয় দুর্বলতা, মানসিক আঘাত, প্রচণ্ড গরম লাগা প্রভৃতি কারণে মূছাঁ হয়।

শরীরের বিবাক্ত পদার্থের প্রবেশের ফলেও মূছাঁ হওয়া সম্ভব।

লক্ষণ—1. কোনও রোগে মূছাঁ না হয়ে যদি মায়বিক আঘাত, রক্তপাত গরম লাগা, রোদে ঘোরা প্রভৃতি কারণে মূছাঁ যায়, ত হলে মাথা ঘোরা বা মাথার মধ্যে কিম্ব কিম্ব ভাব থাকে।

2. এর সঙ্গে থাকে দুর্বলতা, অস্থিরতা, হাত-পায়ে কিছুটা ঠাণ্ডা ভাব, গা বমি বমি, চক্ৰভারার কিস্ত্রীত, দাঁতে দাঁত লাগা, প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়।

3. হৃদপিণ্ড দুর্বল হয়।

4. নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয়। তাতে দেহের দুর্বলতা বোঝা যায়।

5. দ্রুত বিশুদ্ধ বায়ু বা অক্সিজেন না পেলে, অনেক সময় রোগীর জীবনাশংকা দেখা দেয়।

6. অনেক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে থাকে।

## উপসর্গ

1. অনেক সময় মূছাঁ সেরিব্রাল বা কার্ডিয়াক প্রেশ্বাসিসের লক্ষণ। তখন রোগীর জীবনাশংকা হয়।

2. শোক, দুঃখ প্রভৃতির কারণে হলেও অনেক সময় তা হার্টকে আক্রমণ করে। তাই সাবধান থাকা কৰ্তব্য।

3. অনেক সময় সেরিব্রাল এনিমিয়া হয় ও তার ফলে জীবনাশংকা দেখা দিতে পারে।

## চিকিৎসা।

হঠাৎ মানসিক বিকার বা ভয়জনিত মূছাঁ হলে অ্যাকোনাইট ৩x বা ওপিয়াম ৩০। রোগী চূপ পড়ে থাকলে নাক্স-ভর্মিকা বা অ্যামন কার্ব ৬।

রসরত্নাদি বৈদিক পদার্থের ক্ষয়জনিত পীড়ায় চায়না।

হির্টোরিয়া জনিত—মানসিক উত্তেজিত মূছাঁয় ইয়েসিয়া ৩x।

সব শরীর ঠাণ্ডা, হাত ও পা ঠাণ্ডার ফলে মূছাঁয়, ইয়েসিয়া ৩x।

দুর্বল বায়ুপ্রবণ ব্যক্তির পরে—নাক্স মস্কটা, সিরামিক ৩০।

হৃদপিণ্ডের পীড়াজনিত মূছাঁয় ডিজ, মস্কাস, ভিরেট্রাম ফলপ্রসূ। শ্রেটের দিক থেকে সাবধানতা অবলম্বন দরকার।



আনুষ্কায়িক ব্যবস্থা

লব্ধ পদার্থিকর খাদ্য নিরামিত খেতে হবে। যদি মানসিক কারণে হয়, তা হলে শোক, দুঃখ প্রভৃতি থেকে মনকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে।

ধনুষ্কায়িক (Tetanus)

কারণ Bacillus Tetani নামে এক জাতীয় বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। সাধারণতঃ পথে কোনও দূর্ঘটনা হলে অথবা মরচে পড়া কোন লৌহ আঘাতে রক্তপাত হলে এই রোগ হবার আশংকা। আস্তাবল, গোশালা বা বাগানে কোন ভাবে রক্তপাত হলে, মাছের কাটা বিঁধলে, এইসব কারণে এই বীজাণু রক্তের সঙ্গে মিশে।

ভারপর এই বীজাণু রক্তের মধ্যে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ বা Toxin সৃষ্টি করে। Toxin সারা শরীরে ছাড়িয়ে পড়ে ও ধনুষ্কায়িকের লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

লক্ষণ,—এই রোগ খুব সাংঘাতিক। তাই সূচিকংসক দ্বারা চিকিৎসা করানো কর্তব্য।

1. দাঁত কপাটি লাগা এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। প্রথমেই চোয়াল ধরে যায়। মূখ খুলতে বেশ কষ্ট হয়।
2. গলায় ব্যথা হয়। কিছু গিলতে পারে না।
3. ভারপর প্রথমে ঠিঁচুনি এক শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এই ঠিঁচুনিকে বলে Spasm।
4. ভারপর শরীরে ধনুষ্কায়িকের মতো বেঁকে যায়। কোনও রোগী পিছনের দিকে আবার কোন রোগী সামনের দিকে বেঁকে যায়। ভার ফলে পেশী ছিন্ন ও হাড় ভঙ্গ হওয়া সম্ভব।
5. রোগী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি দুঃকপালে উঠে যায়।
6. অনেক সময় রোগীর দাঁত বেঁকে করে দেয়। সারা শরীরে প্রচুর ঘাম হয় ও প্রস্রাব কমে যায়।
7. মেনিনজাইটিস রোগে যেমন প্রথম থেকেই জ্বর থাকে, এতে তা থাকে না। তবে পরিণাম অবস্থায় জ্বর তা খুব বেড়ে যায়। শেষ অবধি প্রচণ্ড জ্বর হয়। এই রোগে রোগীর বোধশক্তি লোপ পায় না। মৃত্যুর পূর্বে পর্বন্ত প্রচণ্ড কষ্টের ভোগ করে।

জটিল উপসর্গ

1. টিটেনাস রোগের চিকিৎসা খুব ভাল বের হয়েছে—কিন্তু প্রত্যু না করলে অনেক সময় রোগীএ জীবন আশঙ্কা দেখা দেয়।
2. অনেক সময় রোগ বেড়ে গেলে লাম্বার পাংচার করতে হয় এবং তা না করলে

বৌশ চাপের ফলে মাথার রক্তের সরু সরু রক্তবাহী জালিকা ছিঁড়ে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়।

3. অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ আক্রমণ ঘটে এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে ভাল চিকিৎসা না হলে মৃত্যু আসন্ন হয়।

সব সময় চোখ ল চোখে থাকে ও কাটার বা ক্ষেত্রেই ইতিহাস থাকলে অবিলম্বে এ বিষয়ে চিন্তা ও চিকিৎসা করা কর্তব্য।

### চিকিৎসা

ধনুর্দাঁকারে প্রবল আক্ষেপ না থাকলে হাইপেরিকাম ১, ৩০, নাক্সভমিকা ১x, স্ট্রিকনিয়া ৬x চূর্ণ, হাইড্রোসিসিয়ানিক অ্যাসিড ৩, ইন্যাশিহ ৩x, আর্গিকা ৩ এই রোগের প্রধান ঔষধ। মূখ্য নীল হয়ে যাওয়া লক্ষণে, ইন্যাশিহ ৩x, আক্ষেপকালে শীত ও ঘাম প্রকাশ পেলে—অ্যাকোনাইট গ্যাডুল ২x।

সামান্য চাপে বেগনা বোধ এবং আঘাত লাগা ধনুর্দাঁকারে রোগে থেমে থেমে আক্ষেপ ও রোগী পেছন দিকে বেকে পড়লে, আর্গিকা ৬।

অভিঘাতিক ধনুর্দাঁকারে দুর্নিম্নার প্রবল আক্ষেপ থাকলে, অ্যাসিড হাইড্রো ৩, ৩০। রোগীর গোটা শরীরের পেশী শক্ত হলে, ফাইজিস্টিগমা ৩ প্রযোজ্য। দেহ শক্ত, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, অচেতনতা, অঙ্গ বিকৃতি, অনেকক্ষণ পর পর আক্ষেপ (স্পর্শ করলে বৃষ্টি) শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, মূখ্য লালবর্ণ, মূখ্য দিগে ফেনা বের হয় ও পেছন দিকে বেকে পড় লক্ষণে—সাইকিউটা ডিরোসা ৬।

আঘাত লাগলে, ধনুর্দাঁকারে চৈতন্য থাকলে এবং শ্বাসরোগ হবার উপক্রম হলে, একবার নরম ও একবার শক্ত হয়ে যাওয়া উপসর্গে—নাক্সভমিকা ৩x।

সব প্রকার তড়কায়ে এবং সব অরোধা আক্ষেপেই ম্যাগনেসিয়া ফস উপযোগী। গরম জলের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ খেতে হয়।

বেলেডোনা, কিউপ্রাম, স্ট্র্যামোনিয়া, ইয়োসফা, রাসটক্স প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

নিশ্চয় আধো অন্ধকার অথচ বৌশ বাতাস খেলে এরকম ধরে রোগীকে রাখ উচিত। বাইরের শব্দ বেন রোগীর কানে না যায়। প্রয়োজন হলে রোগীর কানে তুলো দিতে হবে। রোগীর মেরুদণ্ডের উপর আইসব্যাগ দেওয়া ভালো। তৎপরে পরপর ঠান্ডা ও গরম জলের পটি দিলে অনেক সময় প্রশ্রাব হয়ে যায়।

জলাতঙ্ক

( Hydrophobia বা Rabies )

কারণ — পাগলা কুকুর বা শিয়ালে দংশন করলে বা কোনও ক্ষতস্থানে চাটলে এই রোগ হয়। এদের দাঁতে বা গলায় rabies virus থাকে। এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে ও কিছুদিন পরে এই রোগ হয়। দংশন মাত্রই এই রোগ হয় না।

সাধারণতঃ কামড়ার ২—৩ মাস পরে বা আরও ৬ মাস পর্যন্ত এই রোগ দেখা দেয়। কাপড় বা জামার উপর কামড়ালে যদি তা চামড়ায় ক্ষত উৎপন্ন না করে, তাহলে এই রোগ হয় না, কারণ তাতে লালার ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।

লক্ষণ — সাধারণতঃ কামড়ার এক থেকে দুই মাস পরে ক্ষতস্থানে সামান্য প্ৰদাহ হয়। তার পাশের স্থানগুলি চুলকাতে থাকে। রক্তে চিন্তে অস্থিরতা, খিটখিটে স্বভাব, রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। গলার পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ঘাড় শক্ত হয় ও উল্লঙ্গ আলো অসহ্য বোধ হতে থাকে। নির্জন আলোহীন স্থানে থাকার জন্য দেহে প্রবল ব্যাক হয়। কোন তরল পদার্থ ও জল খেতে কষ্ট হয়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। জল বা জলীয় পদার্থ দেখলেই রোগী মৃত্যু ছাড়িয়ে চিৎকার করে। তাই একে বলা হয় জলাতঙ্ক। এ রোগে দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হয়। আক্ষেপ, অস্বাভা, ধনুর্দণ্ডকার বা খিঁচুনি প্রভৃতি দেখা দেয় ও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কখনো বা পাগলের মতো চীৎকার করে, দংশন করতে বাস বা করে। প্রাচীরে মাথা ঠোকে। এই রোগাক্রান্ত লোকের মেরুদণ্ড ও মস্তিস্কের পদার্থগুলিতে নানা পরিবর্তন ঘটে।

যদি রোগী কোন লোককে কামড়ায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তারও এই রোগ হতে পারে। পোষা কুকুর কামড়ালেও এই রোগ হতে পারে।

অবশ্য যদি সেটা পাগলা কুকুর হয়। এই রোগে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য।

এই জন্য কুকুর বা শিয়ালে কামড়ালে আগে থেকে সাবধান হয়ে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পরে, দীর্ঘদিন পরে অনেক সময় রোগ হতে পারে, রোগীর জীবন বিপন্ন করতে পারে। তাই সব সময় সাবধান থাকা দরকার।

রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয় না। কিন্তু এ রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা বা রোগী ভাল হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই আগে থেকে সাবধান থাকতে হবে।

যে কুকুর কামড়ায়, তা জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কিনা দেখা কঠিন। এ কুকুরটিকে অন্ততঃ একমাস Watch করতে হবে। তাতে তার মৃত্যু না হলে অনেকটা নিশ্চিত। কিন্তু তা সম্ভব না হলে, অবশ্য প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আর কুকুরটি মারা গেলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে।

## চিকিৎসা

কোন জন্তু দংশন করা মাত্র ক্ষতস্থানের উপরে এঁ.টে বেঁধে দেওয়া উচিত। যাতে রক্ত চলাচল করতে না পারে। ঐ ক্ষতস্থান থেকে কিছুটা রক্ত কার্বোলিক অথবা নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা পুড়িয়ে দিয়ে মাসাধিককাল প্রতিদিন তাপ নেওয়া ৬ প্রতিদিন দু-তিনবার করে বেশি পরিমাণে গুড় বা মাইলং ফল খাওয়া খুব ভাল।

এ ছাড়া কেউ কেউ আবার ঐ সময়ে ন্যাজা ৬২৬ একমাঠা খাওয়াতে বলেন। প্রথমে হাইড্রোফোবিনাম ৩০ ও ২০০ এক সপ্তাহকাল খাইয়ে ও পবে ছয় মাস বেলেডোনা ৩, ৩০ প্রতিদিন ২ বার করে খেতে দেওয়া হয়।

মারবিক উন্তেজনা ও প্রলাপাথিকা থাকলে, স্ট্র্যামোনিয়াম ১x ব্যবস্থা হয়। আক্কেপ ও শুড়কার জন্য ডাক্তাররা বলেন ল্যাকোসিস ৬, ৩০ ব্যবস্থা করেন। হায়োসায়েনাস ১x, আর্সেনিক ৬ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে। লাইসিন বা হাইড্রোফোবিনাম এই রোগের একটি প্রধান ঔষধ।

## আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

কনক ধূতরা পাতার ডগা ধূরে শুকনো বস্ত্র দিয়ে মুছে রস বের করে, আখের গুড়, খাঁটি গাওয়া ঘি. গরুর কাঁচা দুধ—এই চারটি জিনিষ ১ তোলা করে নিয়ে ভাল করে কুকুর দমট লোককে ভোরে খালিপেটে সেবন করানো বিধেয়।

এটি সেবন করলে রোগীর বেশ মস্ততা জন্মে কিন্তু নিদ্রার পর উন্মত্ত ভাব থাকে না। ঔষধ সেবন করলে মস্ততা জন্মায়। তারপর রোগীকে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হলে এই প্রণালীতে অনেকে আশাতীত ফল পেয়েছেন বলে জানা যায়।

## পক্ষাঘাত ( Paralysis )

কারণ—শরীরের কোন অংশে বা অঙ্গের অনুভূতি ও গতিশক্তি রহিত হওয়া বা অক্ষম হওয়াকে বলে পক্ষাঘাত বা Paralysis। বেশি রক্তের চাপ, উঁচু স্থান থেকে পতন, বীজাণু সংক্রামণ ইত্যাদি কারণে এটি হয়। মায়ামডলীতে আঘাত লাগা বা কোন স্থানের নার্ভ পুড়ে যাবার জন্য বা হিঁড়ে যাবার জন্য পক্ষাঘাত হয়ে থাকে।

লক্ষণ ও প্রকারভেদ—পক্ষাঘাত নানা ধরনের হয়। এখানে প্রধান করেকটি দেওয়া হলো—

1. সর্বাঙ্গীণ পক্ষাঘাত—সারা দেহে পক্ষাঘাত হয়। দেহে সাড় খুব কম থাকে। অতি শীর্ণ বৃদ্ধদের এটি হয়।

2. অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত.—দেহের নিম্ন অংশে বা অর্ধ অংশে পক্ষাঘাত হয়। মস্তিষ্কের রোগে এটা হয়, স্বেদুয়া কান্বেডর রোগেও এটা হয়।

3. মূখমণ্ডলে পক্ষাঘাত — সাধারণতঃ এতে মূখ, নাক, চোখ প্রভৃতি অংশে পক্ষাঘাত হয়। চোখ মূখে সাড়া থাকে না। মস্তিস্কের রোগ হয়।

4. মেরুদণ্ডের ক্ষয়জনিত পক্ষাঘাত — মেরুদণ্ডের ও সুবৃদ্ধাকাণ্ডের পক্ষাঘাত হয়, ক্ষয়রোগজনিত বা স্নায়বিক রোগজনিত কারণে।

5. শিশু পক্ষাঘাত — Infantile Paralysis—এটি শিশুদের বেশি হয়। এই সব পক্ষাঘাতের সঙ্গে কোম্পাঠিন্য, খাদ্য গ্রহণে অক্ষমতা, দুর্বলতা, নড়তে চড়তে কষ্ট, আক্রান্ত স্থান ধর ধর করে কাঁপা প্রভৃতি আরও নানা লক্ষণ দেখা যায়।

### জটিল উপসর্গ

অনেক সময় পক্ষাঘাত রোগ প্রথম থেকে ভালভাবে চিকিৎসাদি না করলে ও যথেষ্ট সাবধানতা না নিলে তা কঠিন অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। অনেক সময় তা দুরারোগ্য হয়। তাই সব সময় প্রাথমিক অবস্থা থেকেই উপযুক্তভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কতব্য।

যদি স্থানিক বা সামান্য হয়, তা হলে তা থেকে পরে জটিল অবস্থা হতে পারে। বিরাট অংশ আজীবন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হতে পারে। অনেক সময় এ থেকে হার্টের মারুদ্রমণ্ডলীয় নান অঙ্গের জটিল রোগ হয় ও জীবন সংশয় হয়।

### চিকিৎসা

সর্বাঙ্গীণ পক্ষাঘাত — প্রাম্ভাম ( শীর্ণতাসহ পক্ষাঘাতে ) ফস্ফা । ( অপকর্ষ-জনিত ) ব্যারাইটা কার্ব । ( অপকর্ষজনিত বৃক্ষদের রোগে ) মার্ক কর, ককিউলাস, কোনিয়াম ।

অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত — নক্স ভম, ফস্ফা । ( কেশরুদ্ধাক্ষয় রোগে বা আঘাতের জন্য পক্ষাঘাত ) আর্গিকা ।

বাঁ অঙ্গের পক্ষাঘাতে—ল্যাকোসিস ।

মূখের পক্ষাঘাতে — ব্যারাইটা কার্ব, ক'ন্ট, বেল, অ্যাকোন ।

চোখের পাতায় পক্ষাঘাত হলে—জেলস, স্পাইজি স্ট্রোমা, বেল ।

বিদ্যুৎ প্রদাহ সংক্রান্ত পক্ষাঘাত হলে—জেলস, কোনিয়াম ।

চিত্রকরদের পক্ষাঘাতে—ওপিয়াম, অরোড, কুপাম মেট, আস', অ্যালুমেন-টোনাম ।

কেশরুদ্ধা মঞ্জার ক্ষয়রোগ জনিত পক্ষাঘাতে — অরাম, আস', ফস্ফা, আজ'নই, অ্যালুমিনি ।

বিভিন্ন স্থানের মারুদ্র অঙ্গ কাঠিন্যসহ পক্ষাঘাত হলে—সিপিয়া, কেলি-কার্ব, ফস্ফা, সালফার ল্যাথিরাস ।

শিশু পক্ষাঘাতে—ফস্ফা, আর্স, ব্যারাইটা, ক্যালকে কার্ব।

স্ট্রিকনিয়া, ফস্ফোরিক:ম ২২, ৩x—অনেক ক্ষেত্রে উপকার দেয়। এটা একটা উত্তেজক মায়র উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রাথমিক ৬ ও ৩০ অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে।

মস্তিস্কের পক্ষাঘাতে—বেলেডোনা ৩। রক্ত সঞ্চয়কারী মণিবন্ধের পক্ষাঘাতে—  
প্রাথমিক ৬।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. নিয়মিত হালকা শারীরিক ব্যায়াম করা বা চেষ্টা করা ভালো ভাবে আক্রান্ত স্থান ক্রমশঃ সুস্থ ও সবল হয়।
2. আক্রান্ত স্থানে ম্যাসেজ করলে বা ইলেকট্রিক ম্যাসেজে আড়ম্বল্য কমে আসে।
3. অন্যান্য স্থানে গরম জলের সৈঁক দিলে ভাল হয়।
4. বলকারক প্রবা মাছ, মাংস বা ডিম। এবং ছানা, দুধ, দুই প্রভৃতি খাওয়া উপকারী।
5. ভিটামিনবস্ত্র ফল, ছোলা ভেজা, শাকসবজী প্রভৃতি নিয়মিত খেতে হবে।

### স্ট্রোক (Sunstroke or Heatstroke)

কারণ—বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে এবং ভারতের নানাস্থানে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। উত্তর ভারতের নানা অংশে এরূপ হতে দেখা যায়। এই উত্তপ্ত বায়ুর প্রবাহকে বলা হয় 'লু'।

এই ষ্টি উত্তপ্ত বাতাস দেহে লাগলে বা গ্রীষ্মকালে দুপুরের বোধে বেশি ঘুরলে তার ফলে এই রোগ দেখা যায়।

এ ছাড়া বাতাসীয় ইঞ্জিন, ফ্যাক্টরীর ফার্নেস, বড় উনুন প্রভৃতির তাপে গ্রীষ্মকালে বেশিক্ষণ থাকলে বা ঠেখানে বেশি সময় ধরে কাজ করলে, তার ফলে এই রোগ হতে দেখা যায়।

এই রোগ সঙ্গে সঙ্গে ভালভাবে চিকিৎসা না করলে খুব খারাপ হয় এবং তার ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে অনেক সময়।

সব সময় তাই গরম লাগার ঈতিহাস এবং রোগ লক্ষণ দেখলে, দ্রুত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য।

লক্ষণ—1 প্রবল মাথাঘোবা বা মাথাধরা।

2. পেটের উপরের অংশে প্রবল বেদনা।

3. বমি বমি ভাব, হঠাৎ বমি।

4. কখনো বা হিমাঙ্গ অবস্থা ( Collapse ) অবস্থা দেখা দিতে পারে ।
5. অত্যধিক দুর্বলতা ও জ্ঞান হারাতে দেখা যায়—এ থেকে অনেক সময় ।
6. কখনো কখনো শ্বাসকষ্ট হয় ।
7. দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা, অস্পষ্ট ভাব ।
8. নাকের গভীর শব্দসহ মূর্ছা ।
9. মূত্ররোগ ও শ্বাসরোধ অবস্থা ।
10. কখনো বা আক্ষেপ ( Convulsion ) দেখা যায় ।
11. গায়ের তাপ খুব বৃদ্ধি হতে পারে । এমন কি 107—108 ডিগ্রী ফারেন-হাইট পর্যন্ত উঠতে পারে ।
12. এই অবস্থায় নাড়ীর গাত দ্রুত হয় ও তার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী লাফাতে থাকে ।
13. শরীরে জ্বালা, অস্থিরতা প্রভৃতি নানাভাব দেখা যায় ।
14. জিহ্বা, গলা শুকনো, বমি ও জ্ঞানলোপ হয় ।
15. চোখের তারা ( Pupil ) ছোট হয়ে যায় ।

### উপসর্গ

এ রোগ খুব কঠিন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা না হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে ।

হঠাৎ দমবন্ধ, মাথাঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, বমি, প্রবল আক্ষেপ, জ্ঞানলোপ থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অবধি হতে পারে । গ্রীষ্মকালে তাই এভাবে রোগী জ্ঞান হারালে, তা এই রোগ বলে ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

### চিকিৎসা

রক্তাভ মুখ, রক্তবর্ণ চোখ, প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও প্রলাপ, অস্থিরতা, জ্বালা ও মূর্ছাভাব লক্ষণে—বেলেডোনা ৩, স্ট্র্যামোনিয়াম ৩ ।

আক্ষেপ বা খেঁচুনি, প্রচণ্ড মাথা ঘোরা, জ্বালাকর উত্তাপ, মাথার পেছন দিকে প্রচণ্ড ব্যথা, হঠাৎ অচেতন—গ্লোনায়িন ৩ ( প্রতি ৫ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য ) ।

ঘন ঘন মূত্র তাগ, মাথা ব্যথা, মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে—জেলস ১x, ৩x প্রতি ঘণ্টায় প্রযোজ্য ।

গায়ের তাপ হঠাৎ নিচের দিকে নেমে যায় । শরীরে হিম ঠাণ্ডা, প্রচুর ঘাম, ক্ষীণ ও দ্রুত নাড়ী, মূর্ছাভাব ক্যাফোর ১x, কার্বোভেন্স ৩x, ভিরেট্র্যাম অ্যাস্বাম ৬ ।

সময়ে সময়ে অ্যাকোনাইট ৩, ভিরেট্র্যাম ভির ১x, ৩, ক্যান্সাস ৩, নেট্রাম মিউর ৬x বিচূর্ণ, নেট্রাম কার্ব ৬, ওপিয়াম ৬ দরকার হতে পারে ।

এ ছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী অন্যান্য ঔষধের জন্য গ্রন্থের শেষ অংশে প্রদত্ত হোমিও-প্যাথিক রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

### জানুসারিক ব্যবস্থা

1. সব সময় হার্ট, Pulse-এর উপর নজর রাখতে হবে।
2. রোগীকে নিস্তব্ধ শীতল ঘরে বিশ্রাম দিতে হবে যেন তার ঘুম আসে এবং সে ছুটফুট না করে।
3. পেট যাতে খালি না থাকে, তা সব সময় দেখা উচিত।
4. গরমকালে রোজ কাঁচা আম পুড়িয়ে সরবৎ করে খেলে উপকারী এবং এই রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে না। তাছাড়া উচ্ছে, নিমপাতা, সজনের ডাঁটা, লাউ, পটল পাতা প্রভৃতি খাওয়া খুব ভাল। শিউলী পাতার রস উপকারী।
5. রোগ অবস্থায় তরল পথ্য দিতে হবে। অত্যধিক গরমের সময় সাদা টিলে পোষাক পরা উচিত এবং মাথায় ছাতা ব্যবহার কর্তব্য। ঘাম বেশি হলে সামান্য লবণ জল খাওয়া ভাল।

### স্নায়ু দৌর্বল্য ও স্নায়ু প্রদাহ

(Nurasthania and Neuritis)

কারণ — স্নায়ু দুর্বলতা বা স্নায়ু দৌর্বল্য থেকেই পরে স্নায়ু প্রদাহ রোগ জন্মান এ কারণ হলো—

1. অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম।
  2. অনিয়ম, অমিতাচার।
  3. অতিরিক্ত মদ্যপান ও নেশা সেবন।
  4. পিতামাতা ও বংশগত কারণ।
  5. খাদ্যে ভিটামিন B কমপ্লেক্সের অভাব—বিশেষ করে B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>, C-এর অভাব।
  6. দীর্ঘদিন শরীরের শক্তি ক্ষয়কারী রোগে ভোগা।
  7. উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস।
  8. প্রসবের পর ঠিকমতো নারীর যত্ন না নিলে, বিশেষ করে একাধিক প্রসব হলে এবং এভাবে অবহেলা করলে, তা থেকে এ রোগ হতে পারে।
- লক্ষণ—1. যে কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করার অক্ষমতা।
2. শরীর ও মনের অত্যন্ত অবসাদ।
  3. অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথা ব্যথা, মাথা ঝিম ঝিম করা।
  4. বৃক ধড়ফড় করা ও হার্ট ট্রাবল।



5. দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তির অত্যধিক ক্ষীণতা ।
  6. পেট ফাঁপা, অন্নদাঁচি, অজীর্ণতা, মাঝে মাঝে হঠাৎ উদরাময় পর্যন্ত হতে পারে ।
  7. হাত-পা বিষ বিষ করা ও প্রবল কন্ট ।
  8. স্মৃতিশক্তি ক্ষীণতা ও স্মৃতিশক্তি লোপ ।
  9. রোগ বৃদ্ধি পেলে স্নায়ুর কিছু অংশ ক্ষয়িত ও বেদনায়ুক্ত হয়ে থাকে ।
- কখনো পিঠ, কখনো ঘাড়, কখনো কোমর বা পা, কখনো হাত ও তার ফলে আরও নানা লক্ষণ দেখা যায় ।
10. আক্রান্ত স্থানের টিসু টিপলে বা ঠাণ্ডা লাগলে, রোগের বৃদ্ধি হতে দেখা যায় ।
  11. অনেক সময় স্নায়ু নানা বোধে আক্রান্ত হয় ও তার ফলে আরও নানা লক্ষণ দেখা যায় ।
  12. অনেক সময়ে পক্ষাঘাত অবধি হতে পারে ।

#### জটিল উপসর্গ

1. এ রোগে প্রথম অবস্থা থেকে ঠিকমতো চিকিৎসা না করলে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে । প্রান্ত স্নায়ুতে ব্যথা, নড়াচড়ার অক্ষমতা, দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যায় ।
2. পরে এটি চিকিৎসা না করলে, স্নায়বিক পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে ।
3. অনেক সময়ে একটি অঙ্গ বা দেহের এক অংশের পক্ষাঘাতও হতে দেখা গেছে । তাই প্রথম থেকেই এ রোগের ভাল চিকিৎসা করা সর্বদা কর্তব্য ।

#### চিকিৎসা

- ইয়েসিয়া ৬—হাঁসি, কামা প্রভৃতি হিন্দিরস লক্ষণযুক্ত, দুর্বল ।  
 আর্জেন্ট নাইট্রিক ৩০—পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময় বা শ্লেষ্মা লক্ষণে ।  
 অ্যানাকার্ডিয়াম ০—অধিক রক্তঃপাতের জন্য স্মৃতি শক্তির ক্ষীণতা ।  
 পিপিটিক অ্যাসিড ৬—বিষয় কর্মে সতত লিপ্ত থাকার জন্য মস্তিষ্কের শ্রান্তি বোধ, সামান্য পরিপ্রমেই অবসন্নতা ও পিঠের বেদনা ।  
 ল্যাকোসিস ৬—ঘুম ভাঙ্গার পরই নানা রোগের বৃদ্ধি ।  
 প্র্যাটিনা—কামোদ্গম জনিত স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য এই ঔষধ প্রযোজ্য ।  
 নাস্ত্র ভাস ০—রোগী মনে করে চললে ফিরলে সে পড়ে থাকবে, ক্রান্তি ও দুর্বল বোধ, অবসন্নভাব প্রভৃতি হলে ।  
 কার্বো ডেজ ০.৫ চূর্ণ—উপরে বারুদ সঞ্চারের লক্ষণ হলে ।  
 অ্যাসিড ফস ৬—ঘবে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুলতা ।

আণিকা ৩—সহজেই প্রান্ত হওয়া এবং দেহের সর্বত্রই খ্যাংলানোর মতো ব্যথা অনুভব করা লক্ষণে।

স্ট্যান্ডিনোগ্রা ৩০ হস্ত মৈথুন প্রভৃতি কারণে অতিরিক্ত শক্তকরমজনিত রোগে এই ঔষধ ব্যবহার উপকারী।

#### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।
2. আক্রান্ত স্থান ভালভাবে ম্যাসেজ করলে ভাল হয়।
3. ইলেকট্রিক ম্যাসেজ উপকারী।
4. ভিটামিনযুক্ত পুষ্টিস্বরূপ হালকা পথ্য উপকারী।

#### উদ্বেগজনিত অবসন্নতা ও মেলানকোলিয়া (Anxiety Neurosis and Melancholia)

কারণ—1. হঠাৎ মনে আঘাত হতে পারে।

2. নানা কারণে মনের মধ্যে রোগের ভয়।
3. শোক, দুঃখ ইত্যাদি।
4. নানা কারণে মনের উপর চাপ ও অবসাদগ্রস্ত ভাব।

লক্ষণ—1. কোনও কিছু ভাল লাগে না, উদ্বেগ, কোনও কাজে মন বসতে চায় না। কর্মহীনতা, নৈরাশ্য।

2. অকারণে ভীতি বা ভয় হতে পারে।
3. সব সময়ে মন ভার করে বসে থাকা, শূন্যে থাকা, কথাবার্তা না বলা প্রভৃতি

লক্ষণ।

4. অনেক সময়ে সামান্য পাগলামির মতো ভাব দেখা যায়।

5. অনেক সময়ে নিজেকে অসহায় মনে হয়।

6. মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কোনও লাভ নেই। জীবন ব্যথা।

7. মাঝে মাঝে মনে হয় বিরাট শূন্যতার মধ্যে যোগী মিলিয়ে যাচ্ছে- তার চারিদিকে অন্ধকার, জীবনের কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কিছুই নেই।

8. অনেক সময়ে শেষ পর্যন্ত এ রোগী পাগল পর্যন্ত হতে পারে।

#### চিকিৎসা

সাধারণ মানসিক অবসাদ রোগে শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যালি ফস ৬x, ১২x, ৩০x।

এই ঔষধে বহুবার আমি অপূর্ব ফল পেয়েছি।

এর সঙ্গে লিভারের বোগ থাকলে নাক্স-ভীমিকা ৬. ০০, পালসেটিলা ৬. ০০ বা কার্ভুরাস মেরিনাস ৩. ৬. ৩০।

নারীদের এই সঙ্গে জংগার বা ডি'ব'কোষের রোগ থাকলে আকটিরা রেসিমোসা ১৫, ০৫, লিলিয়াম টিং মাদার. প্র্য টিনা ১৫, ২৫, ল্যা'কসিস ১, ৩০।

মানসিক উপসর্গ সহ. অন্যান্য উপসর্গ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে অক্স্যালিক অ্যাসিড, নাইট্রোমিউরেটিক্ অ্যাসিড্।

রোগের প্রথম অবস্থায়—ইন্সুলিন, নেট্রাম মিউর প্রভৃতি।

আত্মহত্যা করার ইচ্ছা থাকলে—অরাম।

নিজেকে নিগ্রহ করার ইচ্ছা থাকলে—অসেনিক ৩, ৬।

জ্ঞানহীন বা মূর্ছা অবস্থা হলে - হেলিবোরাস্, ও'পিয়াম, ভিরেট্রাম্, ব্যাপ্টিসিয়া প্রভৃতি ৩, ৬, ১২।

ভয়. দুঃখ প্রবণ নৈরশ্যে, ইন্সুলিন ৬, ৩০।

মেয়েদের পক্ষে শ্রুষ্ঠ ঔষধ প্র্য টিনা ৬, ৩০ বা ২০০।

এ ছাড়া অন্য ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে। তার জন্য রেপার্টরী অংশ ভালভাবে দেখে ঔষধ দিতে হবে।

### মানসিক অবদমন (Depression)

কারণ—নানা মানসিক আঘাতের পর বা অনেক সময় আপনা থেকেই এই রোগ হয়। অনেক সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বা হঠাৎ শোক, দুঃখ পেলেও হতে পারে।

লক্ষণ—1 সংসময় মনমরা ভাব থাকে। অনেক সময় কোনও বহিঃ কারণ থাকে না—তবে সবসময় এই ভাব দেখে বোঝা যায় যে রোগী অসুস্থ।

2. অনেক সময়ে উদ্ভট চিন্তা মনে আসতে পারে।

3. নিদ্রাহীনতা প্রায় দেখা যায়।

4. প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করা ভাল—তা না হলে, রোগীর আত্মহত্যা-প্রবণতা দেখা যায়। তখন অবশ্য অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীকে দেখানো কর্তব্য।

প্রকারভেদ—কোনরকম মানসিক শোক বা মানসিক কারণে হলেও এর প্রকারভেদ আছে।

1. তরুণ রোগ—কোনও ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে না বা গভীর ভুল ধারণা থাকে না। আত্মহত্যার ইচ্ছা, চিন্তাবিভ্রম।

2. সহজ সাধ—যা সহজে সারে।

3. পুরোনো রোগ—যা মাঝে মাঝে কমে স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে বাড়ে। অগ্নিমাণ্ড্য, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকে। নিজেকে খুব হেয় মনে করে। দৃঢ় বিশ্বাস হ্রাস্ত বিশ্বাস।

মাঝে মাঝে অচেতন অবস্থা হয়। অন্যান্য সব লক্ষণ থাকে।

## চিকিৎসা

মানসিক অবসন্নতা, অবদমন ও তার সঙ্গে লিভারের রোগ থাকলে—নারা ভম ৬, ৩০, পালসেটিলা ৬, ৩০, কার্ডুয়াস মেরিনাস্ ৬, ৩০।

মানসিক অবদমনের সঙ্গে জরায়ু ও ডিম্বকোষের রোগ থাকলে অ্যাকটিয়া রেসিমোসা ২২, ৩x, লিলিয়াম টিগ্ ৩, ৬, প্যাটিনা ৬, ৩০, ল্যাকেসিস ২০।

ভরুণ রোগে—ইগ্নেসিয়া ৩, ৩০, নেট্রাম মিউর ৩, ৬, ২০ বিশেষ কাজ দেয়।

আত্মহত্যা করার প্রবল ইচ্ছায়—অরাম মিউর ৬, বা ২০০।

আত্মনিগ্রহ করার প্রবল ইচ্ছা থাকলে, আর্সেনিক ৩, ৬, ৩০।

মাঝে মাঝে সংক্রাহীন বা অজ্ঞান হলে—হেলিবোরাস ৩, ওপিয়ারাম ৩, ৬, ভিরেট্রাম ভির ৬, ৩০, বা ব্যাপটিসিয়া ৩, ২০ ভাল ফল দেয়। লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

শ্রীলোকদের খুব ভাল ফল দেয়, প্যাটিনা ৬, ৩০।

বয়স্কা নারী, মেনোপজ, আত্মগরিমা এবং ঔষ্ধত্যা, সবাইকে নগণ্য বিবেচনা প্রভৃতি এবং গায়ে কাপড় রাখতে পারে না—ল্যাকেসিস ৬, ৩০ বা ২০০।

এ ছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী বায়োকেমিক ক্যাল্কে ফস ৬x, ১২x বা নেট্রাম মিউর ৬x উপকারী।

## আনুশঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সব সময়ে মনকে সন্তোজ ও প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে হবে।
2. প্রয়োজনে সাময়িক স্থান পরিবর্তন (Change) উপকারী।
3. স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে। নিয়মিত সময়ে স্নানাহার বেড়ানো ও কাজ মন দিলে ভাল হয়। নানারকম খেলাধুলার মনকে ব্যাপৃত রাখতে পরলে ভাল।

## বাত ব্যাধি (Rheumatism)

কারণ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণ অজানা—দেহের নানা অংশে নানারকম বাত রোগ দেখা যায়—এগুঁড়লি বিভিন্ন সন্ধিকে (Joints) আক্রমণ করে।

লক্ষণ—হঠাৎ কোন একটিতে ব্যথা শুরু হয় এবং সেটা শক্ত (Stiff) হয়ে যায়। কখনো সেই সন্ধিটি অকর্মণ্য হয়ে যায় বা Frozen হয়ে যায়।

## জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময়ে গাঁট ফুলে, রোগ এত বৃদ্ধি পায় যে তা সহজে সারতে চায় না। তখন বোগের চিকিৎসা করলেও সহজে কাজ হয় না।
2. অনেক সময়ে এ থেকে পরে হাত, পা অকর্মণ্য হয় ও তা নড়াচড়া করা যায় না।

অনেক সময় এ থেকে পরে হাত, পা অকর্মণ্য হয় ও তা নড়াচড়া করা যায় না।  
কখনো বা এ থেকে হাত পায়ের প্যারালিসিস হতে পারে।

### চিকিৎসা

প্রবল জ্বর, রোগের শুরুর, তরুণ রোগ, জ্বর, পেণীতে ব্যথা, আক্রান্ত স্থান ফোলা  
প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ১x—৬।

নতুন ও পুরাতন বাত সর্বদা গরমভাব, বস্ত্রাদি খুলে ফেলে, দেহ, মাথা ও পায়ের  
তলা গরম, প্রচুব গন্ধযুক্ত ঘাম, পেটে অম্লভাব—সাল্ফার ৩০, ২০০।

নড়াচড়ায় বেদনা বৃদ্ধি, গরমে বৃদ্ধি—গ্রানোনিয়া ৩, ৬, ১২ বা ৩০।

ঘাড় বাত—ল্যাকন্যামিহস্ ৩, ৬।

শীতে বা আর্দ্র বাতাসে বৃদ্ধি, নড়াচড়ায় ব্যথা কমলে—রাসটর ৬, ৩০, ২০০।

আক্রান্ত স্থানে বেদনা, ফোলা, লালবর্ণ, দপ্ দপ করে, মাথা ব্যথা—বেলেডোনা  
৩x, ৩, ৬।

বলিষ্ঠ লোকদের তরুণ বাত, স্টিচফোর্টার মত ব্যথা, রাতে রোগবৃদ্ধি—কলচিকাম  
১, ৩, ৬।

আক্রান্ত স্থান অসাড় ও শক্ত বোধ, গাটীগূলি ফুলে ওঠে, টন টন করে, গরম অসহ্য,  
মূত্র কম, তৃষ্ণাহীনতা প্রভৃতিতে, এপিপ্ ৩x, ৩, ৬, ৩০, ২০০।

প্রমেহ জনিত হাঁটুতে বাত, বেদনা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে বেড়ায়, গাটে  
ব্যথা, শীত, অস্থিরতা, অনিদ্রা, সঙ্কীর্ণ ফোলা লক্ষণে, পাস্‌সেটিলা ৩, ৬, ৩০।

বুক ও কোমরে ব্যথা, পিঠ ও পার্শ্বদেশে স্টিচফোর্টার মত ব্যথা, ফোলা, ষাড়  
আড়ষ্ট, জ্বর লক্ষণে, সিমিসিফিউগা ৩, ৬।

কোমরের বাতে ম্যাক্সটিন ৩, ৬।

ছোট ছোট সন্ধিব বাত, রাতে বৃদ্ধিতে অর্ধ উষধ অ্যাক্‌টিয়া পাইকেটা ৩, ৬।

এক বা বহু গাটে ব্যথা, বস্ত্র সপ্তয়, ফোলা, প্রবাহ, দৃগন্ধ ঘাম, জ্বর, রাতে  
বৃদ্ধিতে—মার্ক ভাইভাস ৩x বিস্‌র্গ।

শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ ও ডান দিকের বাতে, ভারোলা ওডেরেটা ৩, ৬।

কোমরে বাত, রুটা ৩, ৬।

বাঁদিকে বাত, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, কলচিকাম ৬, ৩০।

পিঠে বাত—ইউপেটো পার্ফ ১x।

আঘাত লাগা থেকে হলে—অর্গিকা ৬, ৩০, ২০০।

প্রমেহ সংযুক্ত বাত, বর্ষাকালে বৃদ্ধি বেষ্ট্রিম সাল্‌ফ ১২x, ৩০x।

স্রবণশীল বাত এক সন্ধি থেকে অন্য সন্ধিতে, অগ্রাম ৩, ৩০।

বৌঁশ জল ঘাটায় জন্য বাত—ফেফারাস ৩, ৬, ৩০।

ডান হাতের বাতে ক্যালমিফা ৩।

চললে ব্যথা বৃদ্ধি, চাপলে আরাম—অ্যাসিড্ ফর্মিক ২, ৩০।

ব্যথা নিচ থেকে উপরে উঠলে, লেডাম ৬, ৩০।

বর্ষাকালে রোগবৃদ্ধি—ক্যালকেরিয়া ফস ৬, ৩০।

পুরোনো বাত, সঙ্গ্রনশীল উপদংশজনিত, কেলি বাই ৩ ৬ ৩০।

বর্ষার জলে ভিজ়ে বাত, ডালকাম্‌রা ৬, ৩০।

বহুদ্রব্য, রক্তশূন্যতা, ক্ষুদ্র সন্ধিতে বাত, ল্যাক্‌ এসিড ৩, ৬, ৩০।

ক্ষুদ্র সন্ধিতে বাত, মাথা ব্যথা—কলোফাইলাম ৩, ৬।

প্রদাহযুক্ত বাতে, গল্‌থেরিয়া মদার পাঁচ ফোঁটা করে। ফেরাম ফস্‌ ২২x, ৩০x  
থুব ভাল ঔষধ।

হাটু বা কনুইতে বাত, খোঁচামারা ব্যথা, ফোলা থাকে না, আর্জেন্ট মেটাল  
৬, ৩০।

### গেঁটেবাত

কারণ—দেহের ছোট ছোট সন্ধি, আঙুল, পায়ের আঙুল বা গোড়ালী, হাতের  
কব্জি, পায়ের সন্ধি ( Joint ) প্রভৃতি এই রোগে আক্রান্ত হয়।

বিশেষ বিশেষ খাদ্য থেকে Uric Acid নামক পদার্থের প্রচুর জন্ম হয়। এর  
কিছুটা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বটে, তবে বেশ কিছু না বেরিয়ে দেহের সন্ধিতে  
জমা হয়। ধনী, বিলাসী, অপূরিপ্রমী, বিস্ত্রশীল লোকদের এ রোগ বেশি হয়। অনেক  
সময় পিতামাতা থেকে সন্তানদের এ রোগ হয়।

লক্ষণ—হাত পায়ের ছোট ছোট গ্রন্থি ফোলে, ব্যথা আরম্ভ হয়। এতে জ্বর প্রায়  
থাকে না। জ্বর হলে তা সামান্য হয়। 99—100 ডিগ্রী। দুই-এক দিন বাদে  
আর জ্বর আসে না। এই বাত Rheumatic Arthritis মতো হলে এক গাঁট  
থেকে অন্য গাঁটে প্রসংশীল হয়।

প্রস্রাবে প্রায়ই Albumin ও Uric Acid দেখা যায়।

কখনো আক্রমণ হঠাৎ শুরু হয় বা তা Acute ভাবে হয়। কখনো বা ধীরে ধীরে  
বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

কখনো বা বংশগত কারণে এটি হয়। আবার কখনো প্রচলিত রোগ চাপা দেবার  
ফলে এটি হয়।

### জটিল উপসর্গ

1. কখনো একটি গাঁটে শুরু হয়ে অন্য গাঁটে সংক্রমণশীল হয়ে এটি রোগীকে  
একেবারে অকর্মণ্য করে দেয়।

2. কখনো এটি স্থায়ী হয় এবং ঠিকমত প্রাথমিক চিকিৎসা না করলে তা মারাত্মক হয়। তা থেকে রোগী অনড়, অশক্ত হয় এবং মায়ের প্যারালিসিস পর্বত হতে পারে।

### চিকিৎসা

আর্টিকুলাইটস — প্রাতি মাত্রাধ পীচি ঘোঁটা গরম জলের সঙ্গে প্রতি চার ঘণ্টা অল্প খেলে ইউরিক অ্যাসিড ও গ্রাভেল (Gravel) শরীর থেকে অপসারিত হয়ে আশু উপশম হয়।

কল্‌চিকাম ও পাকাশর বা ক্রোমিয়ামের দোষযুক্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বেশি মাত্রাধ কল্‌চিকাম খেলে শুষ্ক লাল, মূত্র প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়।

অরাম মিউব ০৫—ক্রোমিয়ামের দুর্বলতা লক্ষণে।

স্যাবাইনা ০৫—বাতসহ জন্মাবেটিসের দোষ থাকলে।

পালসেটিলা ৫—দ্রবণশীল বাত (অর্থাৎ এক সিম্বির থেকে অপর সিম্বিতে বাত সঞ্চার করে বেড়ায়)।

নেট্রাম-মিউব ০০—সবসময় শীতবোধ, সমস্ত তীরবর্তী স্থানে থাকলে রোগের বৃদ্ধি।

লাইকোপোডিয়াম ১২—প্রস্রাবে লাল বর্ণ তলানি এবং স্রাবীর্ণ, উদরায়ন প্রভৃতি উপসর্গ থাকলে।

আর্শিকা ০৫—রোগীর ভয় হয় যেন কেউ তার পা মাড়িয়ে ফেলবে।

বেজোয়িক অ্যাসিড ০—হাতের আঙ্গুলের গাঁটে বাত, দুর্গন্ধ প্রস্রাব।

ফেরাম ফস ০, ৬—প্রথম অবস্থায় ও প্রদাহ লক্ষণে।

নেট্রাম সালফ—৬৫, ১২৫—নতুন ও পুরানো গ্রন্থিবাত, গন্ধ ঘাম।

### পুরাতন সিম্বিবাত

### ( Arthritis Deformans )

কারণ—এতে প্রধানতঃ পায়ের জানু আক্রান্ত হয়। অনেক সময়ে পুরাতন হলে বাত থেকেই এই লক্ষণ হয়। সিম্বির প্রদাহ থেকে কখনোও আক্রান্ত হয়। অনেক সময়ে এই রোগ বংশগত কারণে হয়।

লক্ষণ -- প্রথমে জ্বর সহ সিম্বি ফোলে ও লাল বর্ণ হয়। তারপর তা অনেকটা কমে যায় বলে মনে হয়। তবে তা কমে না। বাধা ঠিকই থাকে, জ্বর থাকে না। সিম্বি নাড়লে অনেক সময়ে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হয়। সিম্বির চারপাশ শীর্ণ হয়। কখনো বা রোগী রক্তশূন্য হয়। রোগী ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং তার দেহ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

কখনো এটি এক গাঁটে থেকে অন্য গাঁটে হতে পারে। তখন তা জটিল রোগ হয়ে দাঁড়ায়।

## উপসর্গ

1. এটি কখনো কঠিন হয়ে রোগীর জীবন দুর্বির্ভব্ব করে তোলে।
2. কখনো কখনো এটি ধীরে ধীরে রোগীর হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, কর্মহীনতা, রক্তদূর্বলতা প্রভৃতি দেখা দিয়ে রোগ জটিল হয়ে দাঁড়ায়।
3. কখনো একাধিক সন্ধি আক্রান্ত হয়।

## চিকিৎসা

পাল্‌স ০x, ৬। অ্যাকোন ০x, ৬। রাইয়ো ০।

রোগ পুরোনো হলে—গ্লুসেকাম ০x, ৬ বা কল্‌চিকাম ৬ ( বিশেষতঃ জ্ঞানদূর সন্ধি আক্রান্ত হলে সাল্‌ফার ৩০।

রাসট্র ০, ৩০—তরুণ ও পুরাতন উভয় রোগেই ব্যবহার্য। মার্ক, রডো এবং সিলিকা প্রারম্ভে আবশ্যিক হয়।

স্ট্রীলোকের ক্ষেত্রে—পাল্‌সেটিলা ৬। এই রোগে শ্বশপ রক্তঃপ্রাব বা রক্তঃরোধ লক্ষণে।

স্যাভাইনা ০—প্রচুর রক্তঃপ্রাব হলে।

সির্মিসিফিউগা ০—বাধা থাকলে। কলোফাইলাম ১x।

এ ছাড়া আরও নানা ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োজন হতে পারে।

বিশেষ বিবেচনা করে প্রয়োজনে গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী-সঙ্গে এইসব ঔষধ নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়।

## জান্দুর্ষজিক ব্যবস্থা

ব্যবস্থা তরুণ সন্ধিবাতের মতোই। তাই পৃথকভাবে তা আলোচনা করা হলো না।

## কটিবাত ( Lumbago and Sciatica )

কারণ—শরীরে Vitamin B-এর অভাব, পৃষ্ঠিকর খাণ্ডের অভাব, শীতল অবস্থার ভিত্তি ঠান্ডা লাগা, ভারী জিনিস তোলা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

লক্ষণ—এতে আক্রান্ত স্থান ফোলে না, আক্রান্ত হয় না। কিন্তু কোমরে ভয়ানক কষ্টপা করে। অনেক সময়ে বেদনার সঙ্গে জ্বালা থাকে। বেদনা প্রধানতঃ কোমরে হয়।

প্রথমে বেদনা কিছুদিন পরে হয়। কখনো কমে, কখনো বাড়ে। তারপর চিরস্থায়ী হয়।

কর্কালে ভেজা ও স্নিগ্ধসেঁতে ঘরে থাকলে এটি বাড়ে। ভেঁরবেলা বাধা



হয়। কোমর নাড়া যায় না। একটু নাড়'চাড়া করলে ব্যথা কিছুটা কমে। অনেক সময়ে এ রোগের ব্যথা, বাতের থেকে অনেক বেশী ভীত হয়ে থাকে।

অনেক সময়ে বেদনা এত ভীত হয় যে রোগী নড়াচড়া পৰ্বন্ত করতে পারে না। উঠে বসলে মনে হয় যেন কোমর ভেঙ্গে পড়ছে।

### উপসর্গ

1. কর্মহীন অবস্থা হতে পারে।
2. রোগীর মানসিক অবনমন হতে পারে।
3. কখনো বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে পরিণত হয়।
4. কোষ্ঠকাঠিন্য হয় এবং তা সহজে সরতে চায় না।
5. কখনো রোগী খুব বেশি দুর্বল, শীর্ণ ও রক্তশূন্য হয়। হাত পা ফোলে।

### চিকিৎসা

রাসটল ৬, ৩০—এই রোগের প্রধান ঔষধ। বিশেষতঃ ঠাণ্ডা অর্ধ বাতাস লেগে কিংবা ভরা জ্বিনিস তুলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। পুরানো কটিবাত্তে বিশেষ কাব্যকরী। পুরানো কটিবাত্তে আড়ষ্টভাবে থাকলে কিংবা রাতে বিশ্রামের সময় বা সকালে উঠে আক্রান্ত অঙ্গ নাড়'ল ব্যথা বাড়ে উপসর্গ, রাসটল উপযোগী। রাসটলে কাজ না হলে বাবে'রিস ডায়েগরিস প্রয়োজ্য।

বাবে'রিস ভাল্যাগরিস ১, ৫—যকৃত ও পিত্তবের দোষ থাকলে পাঞ্জয়ার নিচে ব্যথা, ফকুওর ব্যথা এবং পিত্তশূল ( Gallstone colic ) সহ ব্যথা।

অ্যাকোনাইট ০x --ভরণ কটিবাত্ত বিশেষতঃ ঠাণ্ডা শ্বকনো বান্দ লেগে হয়।

অ্যাণিকা ০, ৩০—ভারী জ্বিনিস তোলা বা আঘাত লাগার জন্য কটিবাত্তে অ্যাকোনাইট বা রাসটলের পর এটা বিশেষ ফলপ্রদ।

সির্মিসিফিউগা ১, ০x বা ম্যাক্রোটিন ৫x, ০। পেশীর ব্যথাসহ অস্থিরতা ও অনিদ্রায় এটা ব্যবহার্য।

ফেরাম-ফস ০x, ৬x - বেদনা ও প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ফলপ্রদ।

অ্যাণ্টিম টার্ট ০x বিচূর্ণ, ৬—পিঠের ব্যথা, ( বিশেষতঃ খাওয়া বা উপবেশনের পর ) পিঠের দিকের আঁহু ও কটিবাত্ত ব্যথা, কখনও বা বে'চুনি, সামান্য নড়লে চড়লে, বাঁম বা বঁমন উল্লেখক কিংবা ঠাণ্ডা চটচটে ঘাম বের হওয়ার পরে ব্যথা বাড়ে।

ফইটোল্যাক ০—ভীত ব্যথা ( বৃক প্রদাহের মতো )।

সালফার ৩০, ২০০ পুরানো রোগে মাঝে মাঝে ব্যবহার্য।

নেট্রাম ফস—কঠিন শ্বায়র শূলে কমে যায়।

## আনুর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা

পূর্ববৎ অন্যান্য বাতের মতোই । তাই পৃথকভাবে বলার কিছুই নেই ।

## ফাইলোরিয়াসিস্

( Filariasis )

কারণ — প্রাচী বহর ভারতের বৃকে এই ফাইলোরিয়া রোগ বেড়েই চলেছে, বিজ্ঞানীরা বিশেষ অনুস্থান করে একথা বলেছেন । বর্তমান ভারতে প্রায় ৫৯ কোটি বাইশ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগছেন । কিন্তু আজ পর্যন্ত এ রোগকে সম্পূর্ণ সারাবার জন্য প্রকৃত ঔষধ বের হয়নি এবং এই রোগকে দমন করবার জন্য নতুন আবিষ্কারও হচ্ছে খুব কম ।

এই রোগটি আজও ডাক্তারদের কাছে ধাঁধার মতো কারণ তাঁরা রোগীকে একেবারে সারাতে পারছেন না ।

আমরা আগেই বলেছি যে—উসেরিয়ান বাত্রাপটি নামে এক জাতীয় পরাশ্রয়ী কীট থেকে মানবদেহে এই রোগ হয় । এখন এই পোকাদের থেকে মানবদেহে তৈরী হয় হাজার হাজার মাইক্রোফাইলোরিয়া । ম্যালেরিয়ার মতো এক জাতের মশা এইসব রোগীকে কাছড়ালে এদের রক্ত থেকে ঐ সব বীজাণু মশার শরীরে চলে যায় ।

মশা ম্যালেরিয়ার মতো এ রোগেরও বাহক । তবে কিউলেব্রা স্ত্রী-জাতীয় মশা হলো ফাইলোরিয়ার বাহক ।

মশার দেহে মাইক্রোফাইলোরিয়াগুণি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । তারপর ইনফেক্টিভ স্তরে গিয়ে পৌঁছালে ঐ মশা সূস্থ লোককে কামড়ালে বা তার দেহে প্যারাসাইট ছেড়ে দিলেই সূস্থ লোকটিরও ফাইলোরিয়া হতে পারে । ম্যালেরিয়া জীবাণু চামড়ার উপর থেকে ভেতরে যেতে পারে না । কিন্তু ফাইলোরিয়া কীটগুণি চামড়াতে গর্ত করে দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে ।

প্রথমে এই বীজাণুগুণি মানুষের Lymph প্রবাহে যায় এবং লিম্ফ প্রবাহে ভেসে বেড়াতে পারে । এই পরজীবী কীট দেহে আশ্রয় নিলেও তাদের নতুন মাইক্রোফাইলোরিয়া জন্ম দেবার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে প্রায় এক বছর সময় লাগে । তারপর মাইক্রোফাইলোরিয়াগুণি রক্ত স্রোতে ভেসে বেড়ায় । মশা কামড়ালে আবার তা মশার দেহে প্রবেশ করে । এভাবে একটা চক্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে ।

স্বী জাতীয় কিউলেব্রা মশা ছাড়া অন্য কোনভাবে এ রোগ একজন লোক থেকে অন্যের শরীরে সংক্রামিত হতে কখনো পারে না । স্পেশালিস্টদের মতে এ রোগের কীট থেকে যখন রোগ দেখা যায় তখন শীত, জ্বর, কমপজর জনিত প্রমাণাদির লক্ষণ দেখা দেয় । লিম্ফ গ্রন্থিগুণি ফুলে বা তার ইনফ্লেশন হয় । তারপর ধীরে ধীরে ঐ সব অঙ্গ দ্রুত ফুলে ওঠে—যাকে বলে এলিক্যাটাইটিস বা হাতীর মতো অঙ্গ ।

অনেকেই আগে ভাবতেন যে, ফাইলেরিয়া হলেই বোধ হয় পা খুব ফুলে উঠবে ও গোদ হবে। এ ধারণা ঠিক নয়। ন'রীদের মধ্যে গোদের সংখ্যা বেশি হয়। পুরুষদের শতকরা 5 ভাগ মাত্র ক্ষেত্র গোদ হয়। বাকী সব ক্ষেত্রেই তাদের বৌনিক বা অশুভকেন্দ্র আক্রান্ত হয়। তা দ্রুত ফুলে বিশাল আকার ধারণ করে।

কাইল ইউরিনা হলো আর এক ধরনের ফাইলেরিয়া। এগুলি ভারতে কম হয়—বিদেশে এই ধরনের রোগ বেশি হয়।

তবে এই রোগ শুভ ভয়াবহ নয়। এতে বাহ্যিক কোন খারাপ বা ফোলায় লক্ষণ দেখা যায় না। এতে লিম্ফ নালী প্রভৃতি আক্রান্ত হবার জন্য প্রস্রাবের সঙ্গে সাদা সাদা কাইল বের হতে থাকে। তাব ফল প্রস্রাব সাদা হয়। কিন্তু তাকে ভয় করার কিছু নেই।

কাইল হলো হজমের পর যেসব ফ্যাট কণিকা লিম্ফনালী দিয়ে বের হয় সেইগুলি। এগুলি বের হলে হেচন তত্ত্বের (Urinary System) কোন ক্ষতি করে না। এগুলি কেবল দেখে থেকে কিছু Fat বের করে দেয়। তবে তা এমন কিছু নয় যে, তাতে দেহের খুব বেশি ক্ষতি হয়।

বর্তমানে ফাইলেরিয়া রোগ সারা ভারতব্যাপী বিরাট প্রসার লাভ করেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ রোগের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তবে তা গোদ বলে সকলে জানত। তার মূল কারণ যে পরাশ্রয়ী কীট তা জানা ছিল না। সর্বপ্রথম ডাঃ Wuchereria এই পরাশ্রয়ী কীট আবিষ্কার করেন এবং তাঁর নাম অনুযায়ী এর নামকরণ হয়।

বর্তমানে কেবলমাত্র পাজাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান এবং কাশ্মীরে এ রোগ দেখা যায় না। তাছাড়া সারা ভারতে এটি ব্যাপ্ত।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু অ য়ুর্বেদ শাস্ত্রকারদের লেখাতে এই রোগের অস্তিত্ব জানা যায়। সুশ্রুত, মাথবাচার্য প্রভৃতি মনীষীদের লেখাতে এই রোগের কথা জানা যায়।

ফাইলেরিয়া রোগ বহুব্যাপক (এপিডেমিক) ভাবে দেখা গেলেও, স্থানিক ব্যাপক (এনডেমিক) ভাবে ভারতের নানা অংশে দেখা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 40 লক্ষ লোক এই বোগে ভুগছে এবং আরও প্রায় 10 কোটি লোক এই সব Endemic অঞ্চলে বাস করে। তাই তাদেরও যে কোনও সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হবার ভয় থাকে।

বেগীদের মধ্যে খুব কম রোগীই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যায়। এটা সব সময় মনে রাখা কর্তব্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে, নির্মূল করা অসম্ভব নয়। কিন্তু একবার কীটগুলি পূর্ণ রূপ নিলে, পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা বর্তমান সময় পর্যন্ত অসম্ভব।

তবে একটা শুভ লক্ষণ এই যে, বেশিরভাগ রোগী হাসপাতালে আসে প্রথম অবস্থায়। তাই এদের অনেকখানি সৃষ্টি করা যায়।

প্রথমে সকাল দশটা নাগাদ তাদের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ঐ সময় রক্তে এই হাইড্রোক্সাইলোরিয়া বীজাণু বেশি সংখ্যায় থাকে বলে জানা যায়। তাদের রক্তে পরিষ্কৃত হলে 10টি এন্টিফাইলোরিয়া Vaccine ইনজেকশন দেওয়া হয় দু'দিন ব্যাপ দিয়ে।

বিস্ত্রি বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রথম অবস্থায় রোগটি ধরা পড়লে এই Vaccine ভাল ফল দেয় এবং তার ফলে স্থানিক অঞ্চলে Inflammation কমে যায়।

এভাবে কমানোর পর অন্য চিকিৎসা পদ্ধতি চালালে Microfilaria-দের ক্রিয়া করার সুযোগ কম থাকে। তাতে রোগী অনেকটা সুস্থ থাকে ও এতে রোগ ছড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। Microfilaria-এ রোগ ছড়ানোর ফলে এদের ধ্বংস করাই রোগ ছড়ানো বন্ধ করার উপায়।

কারণ—Wuchereria Bancrofti নামে এক জাতের সূক্ষ্ম শোণিত ক্রিমি এ রোগের কারণ। এগুলি এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ চোখে খুবই সরু সরু দেখায়। 1½ ইঞ্চি লম্বা ও অতি সূক্ষ্ম চওড়া হয়। কিউলেক্স ফ্যাটিগ্যানস এইসব জাতীয় মশা, এই ক্রিমির ছানা (Microfilaria) বহন করে। মশার কাঁড় থেকে Microfilaria রক্তে যায়।

এগুলি রক্তের মধ্যে বৃষ্টি পায়, তার ফলে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

লক্ষণ—দেহের লিম্ফাটিক নালী Lymphatic Channels-এর মধ্যদিয়ে এগুলি দেহে বাহিত হয় ও নানা লিম্ফাটিক হিতে আশ্রয় নেয়।

1. প্রথমে শীত ও কম্প দিয়ে জ্বর হয়।
2. তার সঙ্গে পা, অ'ডকোষের নালিকা গুলি স্ফীত হয়।
3. 2—3 দিন পায় জ্বর ছেড়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে হয়।
4. পা এক অ'ডকোষ ফুলে যায়।
5. জ্বরের সঙ্গে মাথা ধরা, বমি প্রভৃতি থাকে।
6. এই ফোলা স্থান টিপলে বসে যায়।

### চিকিৎসা

লাইকোপোডিয়ারম ২০০ বা উচ্চতর শক্তি—দক্ষিণ অঙ্গ আক্রান্ত হলে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের কোষ বৃষ্টি বা দক্ষিণ পদ ফুললে, বিকালের দিকে উপসর্গ বৃষ্টি পেলে।

সাইলিসিরা ২০০ বা তারও বেশি—পূর্ণিমা বা অমাবসায় রোগের আক্রমণ, কাঁপিয়ে জ্বর, গ্র্যান্ড ফুলে ওঠা প্রভৃতি উপসর্গ।

নেস্ট্রাম-মিউর ২০০ ও তারও বেশি শক্তি—স্ফীতি, সর্বোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ করে সুখান্ত পর্বন্ত বৃষ্টি, রাতে ফোলা কম। অত্যধিক লবণ খাওয়ার স্পৃহা।

হাইড্রোকোটাইল এসিরাটিকা ০—৬ ১- এটা ফাইলোরিয়ার একটি বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ।

সাল্ফার ২০০ বা উচ্চতর শক্তি ফাইলোরিয়ার সপেহ হলে এবং অন্য কোনও ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ দৃষ্ট না হলে সাল্ফার ২০০ সপ্তাহে ১ মাত্রা বিধি। অবস্থা বৃদ্ধে উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। ফাইলোরিয়ার—এটা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তুলনীয়—ক্যাল্কে-কার্ব, সিনা, কলোসিন্থ, মেডোরিনাম, অ্যানাকার্ডিয়াম—  
লক্ষণভেদে দিতে হবে।

### আনুষ্টিক ব্যবস্থা

মশক ঝাতে দংশন করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা উচিত। মশারী ব্যবহার করতে হবে। রোগ হলে জ্বরের সমস্ত লঘু তরল পথা ও জ্বর ছাড়লে পুষ্টিকর হালকা পথা।

### অনিদ্রা (Insomnia)

কারণ—অনিদ্রাকে ঠিক একটা ব্যাধি বলা যায় না। এটি অনেক সময়ে একটি রোগের লক্ষণ মাত্র। আবার অনেক সময়ে অন্য রোগ ছাড়াও অনিদ্রা দেখা দেয়।

বহুমূত্র, পেট বাধা, জ্বর, অজীর্ণতা, উদরাময়, অল্প মাথা ধরা, সর্দি-কাশি নানা কারণে অনিদ্রা হতে দেখা যায়। তাছাড়া দৃষ্টিচ্যুতা, উত্তেজনা, শোক, দুঃখ, আঘাত প্রভৃতি কারণে ও অতিভোজন, উপবাস, অতিরিক্ত চা, কফি পান ইত্যাদি কারণে অনিদ্রা হয়।

মোট কথা, যে কোন কারণে মাথায় রক্ত জমলে অনিদ্রা হয়ে থাকে। প্রেসার বৃদ্ধিতে এটি হয়। আবার অনিদ্রা হলে তার জন্যেও প্রেসার বৃদ্ধি পায়।

লক্ষণ—রাতে ভাল ঘুম হয় না। কখনো বা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। হালকা নিদ্রা হয় আবার ভেঙ্গে যায়। ঘুম না হলে নানা চিন্তা মাথায় আসতে থাকে। দূরের শব্দ কানে আসে। শ্রবণ শক্তি প্রখর হয়। কখনো নিদ্রার প্রবল ইচ্ছা থাকে, অথচ নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব আসে, তবে ঘুম হয় না।

অনেকের সারারাত অনিদ্রার কেটে দ্বার পর ভোরবেলা ঘুম আসে। বেলায় ঘুম আসে, বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা হয় না। ঘুম ভেঙ্গে গেলে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়। কখনো অনিদ্রার মাঝে সামান্য নিদ্রা হয় কিন্তু বিদ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায়। গাঢ় ঘুম হতে চায় না। সব সময় নিদ্রা হালকা ধরনের হয়। কখনো বা রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে রোগীকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়।

### উপসর্গ

1. অনিদ্রা হলে তা থেকে মাথাধরা, মাথাবোরা, হৃৎকের গোলমাল, উদরাময়, আমাশয়, বমি, বমি ভাব, প্রেসার বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কুলক্ষণ দেখা দিতে পারে।

2. কখনো এটি থেকে আরও নানা রোগ সৃষ্টি করে। মাথায় রক্ত জমার জন্য সাইনাসাইটিস, প্রেসার বৃদ্ধি এমনকি ব্রেনের সেরিব্রাল স্ট্রোক অবধি হতে পারে।  
বেসব রোগের জন্য অনিদ্রা হয়, নিদ্রা না হলে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

### চিকিৎসা

কফিয়া ৬, ৩০। এই রোগের শুরুর শুরুতে ঔষধ বিশেষতঃ বে কানও কারণে ঘন উত্তেজিত হলে।

ইয়েসিবা ৬, ৩০।—দুঃখ মনস্তাপ প্রতি কাৰণে নিদ্রা না হলে ক্রমাগত চমকে ওঠার জন্য ব্যাঘাত।

ক্যামোমিলা ১২।—দস্তাঙ্গমমালে শিশুর অনিদ্রা হাই তুলে, ঘ মে চোখ জড়িয়ে আসে, কিন্তু ঘুগের না। অনিদ্রা ও অস্থিরতা।

বেলেডোনা ৩০—ক্যামোমিলা বিফল হলে দিতে হবে। অতিরিক্ত চিন্তা হলে অনিদ্রা, ওদ্ভাবণ, কিন্তু ঘুম হয় না।

ওপিয়াম ৩০। অনিদ্রা, শ্রবণ শক্তি, প্রখরতা, দূরের শব্দ এমন কি বাড়ির টিকটিক শব্দও তার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়।

নাল-ভার্মিকা ৬, ৩০—রাতি দুটো-তিনটার সময় ঘুম চেয়ে অনেকক্ষণ পৰ্বন্ত নিদ্রাহীনতা, পরে নিদ্রা হয়। বেশি খাওয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য অনিদ্রা, বেশি নেশা করা বা বদহজমের জন্য অনিদ্রা।

ভিরট্রাম আর্জব ৩০। ভয় পেয়ে চমকানোর জন্য ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়।

লাইকোপোডিয়াম ৩০—স্বাভাবিকের পরই নিদ্রাতুর, নিদ্রা যাবার প্রবল ইচ্ছা। নিদ্রাভঙ্গের পরই ক্রান্তিবোধ। দিনেই বেলা ঘুম পায় রাতে ঘুম পায় না।

ককিউলাস ৩০—চোখ বন্ধ করলেই স্নেহের স্বপ্ন দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ঘুম হয় না।

ব্রাংনোনিয়া ৬, ৩০—বিষয় কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য লেখাপড়া দিনে শেষ করে ঐ বিষয়ের চিন্তার জন্য বা স্বপ্ন দেখার জন্য অনিদ্রা। অ্যাম্মাগ্রিসি ৩০।

পালসেটিল ৬ ৩০—রাতির প্রথম ভাগে নিদ্রা।

### জান্দুর্ষিক ব্যবস্থা

1. লঘু পুষ্টিভর খাদ্য ব্যবস্থা করা উচিত। রাতের আহাৰ একটু বালক হওয়া ভাল।

2. কি কারণে অনিদ্রা হচ্ছে তা স্থির করে, তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা বিধান করা কর্তব্য।

মাথার ব্যথা বা শিরঃপীড়া  
( Headache )

কারণ—মাথার ব্যথাকে স্থানিক রোগ বল মন হলেও, তা ঠিক নয়। সারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে এর খুব নিকট সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন কারণে শিরঃপীড়া হয়। তাই এটি সব সময় রোগ নয়—বিভিন্ন রোগের লক্ষণ বলা যায় একে।

কি কি কারণে মাথা ব্যথা বা ব্যর্থতা হতে পারে, তা বলতে গেলে অল্প কারণ বোঝিয়ে অসে। আমরা কতকগুলি এখানে বর্ণনা করছি—

1. মস্তিষ্কে আতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয় ( Cerebral Congestion )।
2. নাকে সর্দি বেশি হলে, এর ফলে মাথার খুলির মধ্যে অবস্থিত বায়ুময় কোষ বা বিভিন্ন Sinus-গুলি অস্তিত্ব হয় ও তার ফলে মাথা ধরে।
3. চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হলে, অনেক সময় মাথা ধরে।
4. দাঁত, কান, মাড়ি প্রভৃতি নানা স্থানের প্রদাহে মাথা ধরে।
5. মাথার ভেতরে প্রদাহ, টিউমার, ফোঁড়া প্রভৃতি হলে তার জন্য মাথা ধরে।
6. মাথার স্নায়ু—Trigeminal Netve—প্রভৃতির প্রদাহ হলে তার জন্যে মাথা ধরে।
7. আতিরিক্ত রক্তের চাপ বা High Blood Pressure হলে মাথা ধরে।
8. পাকায়নের রোগ, অজীর্ণতা, Gastric বা Peptic Ulcer প্রভৃতি রোগ হলে মাথা ধরে।
9. লিভারের দোষে পুরোনো কোষ্ঠবন্দন থেকে মাথা ধরে থাকে।
10. নাবীদের জ্বরায়ুর ব্যাধি থেকে মাথা ধরে।
11. মানসিক কারণে ( এটি প্রধান কারণ ) মাথা ধরে।

লক্ষণ—মাথার প্রচণ্ড ব্যর্থতা হয়। মূখমুণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অনেক সময় মাথা দপ দপ করে। কখনো বা বমি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায় লেগে থাকে।

অনেক সময় পেটে ব্যর্থ হয়। কখনো করোটির Sinus-এ সর্দি জন্মে বা ইনফ্ল্যামেশন হয়—তাকে বলে 'সাইনোসাইটিস'।

অনেক সময় দুর্বলতা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায় এই সঙ্গে।

উপসর্গ

1. অনেক সময় সাইনোসাইটিস্ চলতেই থাকে। তার ফলে মাথার ব্যর্থতা প্রবল হয় এবং চলতেই থাকে। তার ফলে আরও নানা দুর্বলতা হতে পারে।
2. কখনো মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, চলতে থাকলে মাথার অন্যান্য রোগ হতে পারে।

3. বখনো বা প্রেসার বৃদ্ধির জন্য হয় ও তার ফলে পরে মেরিট্রাল থ্রম্বোসিস হতে পারে। কখনো শেবে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

### চিকিৎসা

তরুণ অক্লমণে - নাক্স ভম, বেলেডোনা, ব্রাইথোনিনা, গ্লেনারিন, ককিউলাস ( বাম বা বামির উদ্ভে:কর জন্য মাথার যন্ত্রণা, অঙ্গ জল বা ক্লেমা বামি ) ভিরে অ্যান্থ বামির জন্য শিরঃপীড়াসহ অবসন্নতা ও ঠাণ্ডা ঘামে।

কফিফা - স্নায়বিক শিরঃপীড়ার সঙ্গে অনিদ্রা। সিমিসিফিউগা—বিশেষতঃ স্ট্রীলোকদের ক্ষেত্রে।।

অ্যাকোনাইট, আইরিস ভাস্—শিরঃপীড়ার সঙ্গে বেশি পরিমাণে পিত্তবামি ইত্যাদি ঔষধ বিবেচ্য।

অ্যামিল নাইট্রেট H সাময়িক উপশম হয়।

পূরনো শিরঃপীড়ায়—সাল্ফার, ক্যাল্কে কার্ব, নেট্রাম মিউর, সিপিয়া, কোলি-বাই, স্যাক্‌নোরিনা, নাক্স ভম, আস', ককিউলাস, জিঙ্কাম ( স্নায়বিক দুর্বলতা ), প্রান্‌বাম প্রভৃতি ৬, ৩০ ফলপ্রদ।

অ্যাকোনাইট ৬ ৩০—রক্ত সঞ্চয়ের জন্য মাথার যন্ত্রণা প্রচণ্ড বাধা, মনে হয় যেন মাথার ভেতরের সব পদার্থ ঠেলে বের হয়ে আসছে। অধি কপালে মাথা ধরা, সময়ে সময়ে কপালে ও রগে দপ্ দপ্ করা বাধা—এমন কি চোখ পর্যন্ত টন টন করে।

বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০—মাথা দপদপ করা আলো বা মে কোন প্রকার শব্দ অসহ্য। ঘৃথ লাল হয়।

### অানুর্ষিক ব্যবস্থা

ঠাণ্ডা জলে মাথা ধোয়া, ফাঁকা ও আলো-বাতাস যুক্ত ঘরে শয়ন উপকারী। অনেক সময় ঘুম উপকারী। ঘুমের পর কড়া চা বা কফি খেলে কমে যায়।

### ব্লাড প্রেসার ও রক্তচাপ

#### ( Blood Pressure )

কারণ - হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বখন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রক্তের চাপ থাকে স্বাভাবিক Systolic—100-120 ও Diastolic 80-90 মিলিমিটার মারকারি সংক্ষেপে M. M. Hg.

যেমন—B. P. 100—60 M. M. Hg.

যখন হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত জোরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই প্রেসারকে বলে Systolic ও যখন রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, তখন যে কম প্রেসার হয় তাকে বলে Diastolic.



সাধারণতঃ 40 বছরের উর্বেদ' প্রেসার স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বৃদ্ধি পায়, তাই 90+বয়স হলো স্বাভাবিক Systolic প্রেসার।

55 বছরের একজন লোকের স্বাভাবিক Systolic প্রেসার হলো 145 ও Distolic তার চেয়ে 10-55 কম হবে, অর্থাৎ 90 বা 95।

রক্তের চাপ প্রধানতঃ কতকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে থাকে। তা হলো—

1. দেহে রক্তের পরিমাণ।
2. শরীরের শিরা ও ধমনীর প্রসারণের শক্তি।
3. হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ শক্তি।
4. ধমনীগুন্ডালির বাঁহরাবরণের প্রতিবন্ধকতা বা Peripherel Resistance।
5. রক্তের ভারতা বা Viscosity।

6. নানা রোগ Diabetes Arteriosclerosis প্রভৃতি। এছাড়া আরও নানা কারণের উপর প্রেসার নির্ভর করে। ভূ-পৃষ্ঠের অনেক উর্বেদ' উঠলে Pressure সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম করলে প্রেসার বৃদ্ধি পায়। খাদ্য গ্রহণ করলে Systolic Pressure কিছুটা বৃদ্ধি পায়। পরিশ্রমে এটা বাড়ে। মানসিক চিন্তা, শোক, দুঃখে প্রভৃতির জন্য প্রেসার বৃদ্ধি পায়।

গর্ভাবস্থায় প্রেসার বৃদ্ধি পায়। রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয় High Pressure ও স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে, তাকে বলে Low Pressure—এ দুটি রোগ। দুটি পৃথক পৃথক লক্ষণ ও চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে।

### উচ্চ রক্তচাপ

#### ( High Blood Pressure )

কারণ—ছোট ছোট ধমনীগুন্ডালির মৌলিক পরিবর্তন সাধন এবং তাতে রক্ত চলাচলের নালীগুন্ডালির সংকোচন হয়। ফলে রক্তপ্রবাহের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চাপ বেশি হয়। যে যে উপসর্গ এই ব্যাধির পরিপোষক তা হলো—

1. বংশ পরম্পর ক্রমে কোন পরিবারে এর আধিক্য দেখা যায়।

2. দৈহিক গঠন—ওজন খুব বেশি, দেহে মেদ বেশি—এইসব লোকদের দেহে মেদ বেশি হয়।

অনেক সময় উচ্চ ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে সঙ্গে এদের বাত, বহুদূর—Diabetes Mellitus প্রভৃতি রোগ হয়। এছাড়া বেঁটে মোটা মেদশক্তি লোকদের ব্লাড প্রেসার বেশি হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ফ্যাকাশে, রক্তশূন্যতা লোকদেরও হঠাৎ বেশি প্রেসার ( Pressure ) দেখা যায়।

3. বয়স—সাধারণতঃ 80-90 বছর বয়সে এর আধিক্য হয়ে থাকে। শতকরা 90 জন লোকের উচ্চ প্রেসার হয়, এই বয়সে।

4. স্ট্রী ও পদ্রুৎ সমভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে ।

5. চিন্তাশীল ও মানবিক উদ্বিগ্নগ্ৰস্ত লোকদের মধ্যেই চাপাথিক্য রোগ খুব বেশি দেখা যায় ।

6. যারা প্রচুর মানসিক কাজ করেন, কিন্তু সেই পরিমাণে দৈহিক পরিশ্রম করেন না, তাদের এই রোগ বেশি হয়ে থাকে ।

লক্ষণ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শীতবোধ, মাঝে মাঝে মাথাঘোরা ও মাথাব্যথা প্রাথমিক লক্ষণ । তার সঙ্গে হৃৎস্পন্দ শক্তির গোলমাল, বুক ধড়ফড় করা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টবোধ, মাথাঘরা, মাথার একদিকের ব্যথা, কানে শব্দ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ থাকে ।

পরিশ্রমে অনাসক্তি, হঠাৎ উত্তেজনা, নাক থেকে রক্তপাত প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায় ।

অপরিণত বয়সে উচ্চ Pressure হলে তা সাধারণতঃ Renal বা মূত্রেশ্বের কারণে অথবা নারীদের গর্ভধারণ প্রভৃতি কারণে ঘটে থাকে ।

অনেক সময় এ থেকে আরও জটিল উপসর্গ পর্বতীকালে দেখা দিতে পারে । তাই সব সময় রোগীর সাবধান থাকা কর্তব্য ।

### জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় এ থেকে কার্ডিয়াক বা Coronary Thrombosis বোগ হতে পারে । তার ফলে রোগীর জীবন বিপন্ন হয় । অনেক সময় এর ফলে রোগী মারা যেতে পারে ।

২. কখনো এ থেকে ব্রেনের মধ্যে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় । তার ফলে শেষ পর্যন্ত Cerebral Thrombosis পর্যন্ত হতে পারে । ওখন মারাত্মক হয়, প্রাণ সংশয় হয় ।

### উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা

উচ্চ রক্তচাপে সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রদ ঔষধ হচ্ছে—অ্যাকোনাইট, আর্গিকা, বেলেডোনা গ্লোনায়িন, ল্যাকেসিস, নাক্স ভমিকা, ওপিয়াম, ভিরেট্রাম ভির, ফস্ফোরাস—প্রতিটি ০ থেকে ৩০ । লক্ষণ দেখে ঔষধ দিতে হবে ।

বারোকেমিক কোলি ফস ০x, ৬x, ১২x ঘন ঘন দিলে খুব ভাল ফল হয় ।

এছাড়া ধাতুগত বিকৃতির জন্য অন্যান্য ঔষধ আছে, যা গ্রহণ শেষে রেপার্টরী দেখে দিতে হবে ।

তাহাড়া বহু ঔষধ আছে যা রোগীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে প্রয়োজন হতে পারে । সর্বদা ব্যবহার কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের কথা বলা হচ্ছে—

অ্যাকোনাইট ৩০, ২০০—ভয় পেয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি, মানসিক ও শারীরিক চাপ, হৃৎস্পন্দ, উচ্চ প্রেসার ।

আম্লিক মট ৩০, ২০০ : ৩০০—সংক্রামক জ্বর বা শর্শা সংক্রামণ, স্নেহীকি বিচ্ছিন্ন শক্তি মনে হয়, মাথার ঘননী বা শিবা হিন্ন হক্রে সন্ধ্যায় মোমা প্রভূতিতে ॥  
অজ্ঞানভাব হলেও মৃত্যুর ফাঁকে বা পিহনক উৎসেব ফোমি সিন্ধা কাজ হয় ॥

অ্যান্টিমোট ৩০, ২০০, ১০০০—সর্বাধা বেশি বাস্তবিক জাব, কীকনের উৎস নিষ্কাশ।  
আম্লিক বা মৃত্যুর চিত্রা, অর্টারির স্কেরোসিস, হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি ॥

ফেলি কন্স ৩০, ১০০, ২০০ প্রয়োজনে-পাঁচ দশ মিনিট অহর করেকবার ॥ উচ্চ প্রেসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥

বারাইটা মিটার ২০০, ১০০০—শারীরিক বেটে এবং মানসিকজ্বর নিবোঁয়েলা মন্ত, অত্যধিক Systolic প্রেসার ॥

বেলেজেনা ৫০, ২০০, ১০০০—স্নেহ-মুখ জাল, পরমে বৃষ্টি স্যারোটিক ধমনীকি মপ্ দপ্ কবা জাব, নিদারুণ কাচনিক জ্বর, প্রসাপ সহ যোগ আরম্ভা স্নেহী শূক্রে চর না, শর্শা কন্স বৃষ্টি ॥

স্ট্রোনারিন ১০, ৩০—অত্যধিক উত্তেজনা এবং স্নেহপ্রবণ লোক, উত্তেজনা বা পায়সা মখা গবন হয়ে বাস, স্নেহী নিজের জ্বালা বড় মনে করে এবং মাথা স্নেহে থাকতে ভালবাসে ॥

লারগেসিন ৩০ ২০০—দশ লোকদের মস্তিস্কের রোগ ও উচ্চ রক্তচাপ অধম্বা হৃৎপিণ্ডের স্নেহ, স্নেহে কশড়-স্নেহে পবতে চায় না, মনে হলেই কন্স বৃষ্টি ও রক্তচাপ বৃষ্টি জাব ॥

নক্স ডামিকা ১০, ২০০ : ৩০০—শরীরের শ্রম কম করে এবং মানসিক শ্রমঃস্নেহী করে, অনিয়মিত শ্রম, ভোজন, মদ্যপান, স্নানি জলবণ, বৌন অভ্যাচার প্রভূতির প্রাচীন ইত্যাদি, স্বভাব উন্ন, হিংসূটে—এই সব লোকের উচ্চ প্রেসারে ॥

এ ছাড়া মেট্রিক্স মেডিগা এবং রেপার্টরী দেখে বোগীর স্বভাব লক্ষণ প্রভূতি বিচার করে ঔষধ দিতে হবে ॥

### আনুভাবিক ব্যবস্থা

1. সব সময় মানসিক শান্তি বজায় রাখা কর্তব্য; অর্জিত মানসিক চিন্তা, কুর্ভাবনা, প্রভূতি করা উচিত নয় ॥

2. খাদ্যার্থে প্রধানতঃ অর্জিত ভোজনঃ সহজে সহ্য মেদবৃষ্টি হলে ॥ এই রোগের অন্যতম কারণ ॥ পুষ্টি শক্তি জাতীয় খাদ্য খাওয়া ও চর্বি খাদ্য একে উচ্চ ক্যালোরি খাদ্য বলে কন্স বৃষ্টি হয় ॥ তাই খাদ্য এমনভাবে বেছে নিতে হলে যেমন 2500 ক্যালোরি বেশি ভাপসে না হয় ॥ চর্বি জাতীয় খাদ্য বাক দিতে হক্রে ॥ শর্শা জাতীয় খাদ্য কিছু কম খেতে হবে ॥ প্রোটিন ভাল, তবে তা চর্বিতে হলে কুফলা স্নেহ ॥ যখন প্রায় চর্বিহীন হয় না ॥ তাই কুফ দই হানা প্রভূতি ভাল খাদ্য ॥

3. মদ বা মাদক দ্রব্য ও কড়া কঠিক প্রভূতি বর্জন করতে হবে ॥

4. ব্যায়াম—নিরীক্ষিত লব্ধ ব্যায়াম ভাল। পায়ে হাঁটা, মৃদু হস্তে ব্যায়াম প্রভৃতি ভাল, বেশি উত্তেজক ব্যায়াম ভাল নয়।

5. বিশ্রাম ও স্নাননিদ্রা অবশ্যই দরকার। কমপক্ষে রাতে আট ঘণ্টা নিদ্রা অবশ্যই চাই। দৃপদের খাওয়ার পর ইঞ্জিচেসারে আধঘণ্টা বিশ্রাম হিতকর।

### নিম্ন রক্তচাপ

( Low Blood Pressure )

কারণ—নিম্ন রক্তচাপ জীবন শক্তির অভাব বলে মনে করতে হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে, রক্তচাপের নির্দিষ্ট সীমার উপরের চাপ যেমন খারাপ, নিচের চাপও তেমন খারাপ।

একজন 45 বছরের লোকের স্বাভাবিক Systolic চাপ হলো  $90 + 45 = 135$  Diastolic 65 কিন্তু যদি ঐ বয়সের লোকের Systolic 90 ও Diastolic হয় 65, তাহলে নিম্ন চাপ হয় ও অতি নিম্ন চাপের ফলে, দেহের সব Artery ও Tissue—তে ও মস্তিষ্কে রক্ত ঠিক মত পৌঁছায় না। এর ফলে কুফল দেখা দেয়।

Collapse, Shock প্রভৃতি কারণে এটি হয়। তাছাড়াও এটি হয় দেহের পদুষ্টির অভাব, রক্তশূন্যতা, দীর্ঘদিন রোগে ভোগা প্রভৃতি কারণে।

লক্ষণ—চেহারা ফ্যাকাশে হয়। হঠাৎ খুব ফ্যাকাশে দেখায়। মাংস পেশী টিলা হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্তাধিক্য হয়। মন হয় সীমিত, খুঁতখুঁতে, স্মরণশক্তি কমে যায়, মনমরা ভাব, নিদ্রাহীনতা, মাথাধরা, বুক ধড়ফড় করা, মূর্ছা ভাব, হজম শক্তি কম হওয়া প্রভৃতি কারণ হয়। এতে শরীরের পদুষ্টির উপাদানের শোষণ কমে যায় অথবা পদুষ্টির উপাদানের অভাবে এটি হয়। পরে আরও কুলক্ষণ দেখা দেয়।

অনেক সময় মাথাঘোরা ও মূর্ছা হয়। Cerebral Anaemia হবার জন্যও এটি হতে পারে।

### উপসর্গ

এর ফলে অনেক সময় Cerebral Anaemia রোগ হয়। তার ফলে মাথাঘোরা হয় এবং ফলে মূর্ছা ও জীবন বিপন্ন হতে পারে।

### চিকিৎসা

অ্যাকোনাইট—৩০, ২০০—নিদারুণ ভয় জনিত মারাত্মক অবসাদ ও নাড়ী লোপ, হাত-পা ঠাণ্ডা এবং ঐ সব অংশে, বিশেষতঃ অঙ্গগুলোতে বি' বি' ধরবার মতো অনুভূতি।

চায়না ৩০, ২০০—রক্তশূন্যতা অথবা শরীরের জলীয় অংশের অত্যধিক হ্রাস প্রাপ্তির জন্য দ্বন্দ্বলতা, পেটে বায়ুর জন্য, কানের ভিত্তর নানারকম শব্দ।

অ্যাসিড ফস-৩০, ২০০—শরীরের প্রয়োজনীয় রসাদির আধিক্যের ফলে জ্বরের জন্য দীর্ঘস্থায়ী স্নায়বিক অবসাদ সঙ্গে নিম্নচাপ।

ফেরাম ফস -৩৫, ৬৫, ১২৫—রক্ত অক্সিজেনের জন্য দুর্বলতা, রক্তে লোহিত কণিকার অভাব।

অ্যামন কার্ব ৩০, ২০০—মোটো মোটো লোক, অথবা শ্রীলোক, সামান্য কারণে মূর্ছা, নিম্ন রক্তচাপ লক্ষণে।

ক্যালকোরিয়া ফস ৩৫, ৬৫, ১২৫—দুর্বল রোগীর নিম্ন রক্তচাপ।

চায়না e, ৬, ৩০—দুর্বল রোগী এবং রক্ত শূন্যতা থাকলে খুব ভাল।

অবাম মেট ৩, ৩০—নাড়ী, দ্রুত, ক্ষীণ, অসম। ক্র্যাটিগাস মাদার—হার্ট খুব দুর্বল।

ওপিয়াম ৬, ৩০—প্রায় অজ্ঞান, শিবন্থে বা অজ্ঞান।

ডিঅক্সিট্যালিন্স ৬, ৩০—দ্রুত নাড়ী, হার্ট দুর্বল।

#### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1 হালকা পুষ্টিস্বরূপ খাদ্য খেতে দিতে হবে। যেমন দুধ, দই, ছানা, ডিম, মাছ, হালকা মাংসেব ঝোল প্রভৃতি খাওয়া কর্তব্য। সব রোগীকে নিম্ন প্রেসারের উত্তম খাদ্য দিতে হবে। প্রোটিন খাদ্য খেতে দিতে হবে। প্রোটিন খাদ্য খেতে থাকলে Protinex বা Protinules বা Hydroprotein খেতে দিতে হবে।

2 নিম্ন রক্তচাপে খাওয়া বন্ধ কদাচ কর্তব্য নহ।

3 পেটে গোলমাল থাকলে বা হৃৎস্রমের গোলমাল থাকলে তার চিকিৎসা করা খুব দরকার।

4 সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিতভাবে পালন করা কর্তব্য।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

### চক্ষু, কণ ও নাসিকার বিভিন্ন রোগ ( Diseases of eye, ear and nose )

চোখ, কান, নাক তিনটি অংশের রোগ Disease of Facial Organs-এর মধ্যে পড়ে। তাই এই তিনটি রোগের কথা এখানে একত্রে বলা হচ্ছে। এসব রোগ Special রোগের মধ্যে পড়ে। এই সব অনেকে রোগ হতে পারে। তার মধ্যে এখন কয়েকটি রোগের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

#### চক্ষু প্রদাহ বা চোখ ওঠা

#### ( Ophthalmia )

ইতিহাস — এই রোগ অতি প্রাচীন এবং প্রাচীনকাল থেকেই এটি হ'য আসছে।

বিজ্ঞানের দিক থেকে লাল চোখ বা রক্তচক্ষু এক ট বিপদের সংকেত বহন করে। যে লাল চোখ দেখাচ্ছে তাকে ভয় পাবার কারণ নেই—যার চোখ লাল তারই বেশি ভয়।

রক্ত চক্ষু দেখানো ঠিক ক্লোথ প্রদর্শন নয়, এটা হলো চক্ষু প্রদাহ বা এক ধরনের চোখের রোগের চিহ্ন।

চোখের রোগে কখনো নিজ চিকিৎসা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাছাড়া এই রোগ এক ধরনের নয়—নানা ধরনের হতে পারে। তাই কোন ধরনের রোগ হয়েছে তা না জেনে চিকিৎসা করতে গেলে বিপদ হতে পারে।

গ্রামাঙ্গুলে নানারকম ঔষধ বা লতা পাতার রস দিয়ে চোখের চিকিৎসার কথা শোনা যায়। কিন্তু তা না করে সব সময় ভাল চিকিৎসককে দেখানো কষ্ট'ব্য। চোখ দেহের একটি বিশেষ মূল্যবান অংশ এবং বিশেষভাবে নরম অংশ।

চোখের রোগ যে কোন ম'হ'র্তে পরবর্তীকালে ভয়াবহ পরিণতি বা অক্ষয় পৰ্যন্ত আনতে পারে।

একটি অতি সাধারণ চোখের প্র' হোলো কনজাংটিভাইটিস রোগ। এতে চোখের বাইরের সাদা অংশ ও পাতা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। চোখ লাল হয় মাঝে মাঝে পিচ্ছুটি পড়ে, ঘন ঘন অশ্রুপাত হতে থাকে এবং চোখ ঝেলে।

এটি বিবিধ ধরনের হয়। সাধারণ ব'ক্কাস বা ব্যাংসিলাস বীজাণু থেকে যা হয়, তা সাধারণতঃ চোখের লোশন ও মলম ব্যবহারে সেরে যায়।

অন্য এক ধরনের হলো ভাইরাস কনজাংটিভাইটিস রোগ। এটি এক ধরনের ভাইরাস থেকে হয়।

বিগত দিনে এটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হয়েছে এবং পরবর্তীকালে বাংলা দেশের গোলমাল বা যুদ্ধের সময় প্রথম বড় আকারে ভারতের বৃক্ক দেখা দেব বলে আমাদের চলতি কথায় একে 'জ্বর বাংলা' রোগ বলে।

ডাইরাস বোগ চিকিৎসায় সাবে না - তা নির্দিষ্ট সময় আপনা ে . ৫ম যায় তা আমবা আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা শেগ পর্যায়ে আলোচনা করেছি। এই চক্ষু রোগও ঠিক সাত দিনে আপনা থেকেই সেবে যায়। চিকিৎসা কবলেও ঠিক তেমন সময়ে সারে। তবে চোখ বেশি বগড়ানো ভাল নয় - তাতে ক্ষতি হয়।

যাবে মাঝে নির্মাল জল বা স্যানাইন জলে ১% বোরিক এসিড সোশন দিয়ে ধুতে হয়। তাতে অন্য বীজাণুরা আক্রমণ কবে না। সহজে সেবে যায়। এছাড়া চক্ষুর অন্য ঔষধাবলীও আছে। এইভাবে চললে শ্বাভাবিভাবে ৫—৭ দিনে সেবে যায়।

অন্য গ্রন্থ এক ধরনের চক্ষুরোগ হতো—ঠাণ্ডা লেগে চোখ ফুলে যাওয়া। একে অনেকে 'জ্বর বাংলা' বলে ভুল করেন।

তবে এ রোগ মারাত্মক রোগ নয়। সোশন, মলম প্রভৃতি লাগালে সহজে সেবে যায়।

তবে এই রোগ শিশুদের হলে খুব বেশি কষ্ট হয়। তারা যাতে চোখ না বগড়ায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। অনেকের ধারণা আছে যে এই রোগী বা অন্য চোখের রোগী তাদের চোখে গোখে তাকালেও তাদেরও এই রোগ হবে। এ ধারণা ভুল।

শিশুদের আর এক ধরনের চোখের রোগ হয় বেশি উদ্বাসময় হলে। এদের অপদৃষ্টির জন্য চোখের রোগ সহজে সারে না। দিনে দিনে দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। এদের অবশ্য ভাল ডাক্তার দেখিয়ে পদৃষ্টিকর খাদ্য, পেটের রোগের জন্য ঔষধ, পদৃষ্টিকর ঔষধ বা ভিটামিন ড্রপস দিতে হবে।

যদি ফুল কলেজ থেকে Infection হয়ে শিশুদের সাধারণ Conjunctivitis রোগ হয়, তাহলে অতি সাবধানে তাদের চিকিৎসা করতে হবে।

বড়দের পক্ষে যা অতি সাধারণ রোগ, তাদের পক্ষে তা ভয়াবহ হতে পারে।

চক্ষু প্রদাহের কারণ - ১. চোখে ধূলিকণা, ধোঁয়া, রোদ, ঠাণ্ডা বাতাস, আঘাত লাগা বা বীজাণুর আক্রমণ থেকে এই রোগ হয়।

২. কখনো কখনো বীজাণুর আক্রমণ বা ককাস ব্যাসিলাসের আক্রমণ থেকে এটি হয়।

৩. কখনো Virus-এর আক্রমণ থেকেও এটি হয়। তাকে বলে Viral কনজাণ্টিভাইটিস রোগ।

লক্ষণ — ১. চক্ষুর শ্বেত অংশ লালচে হয়।

২. চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়তে থাকে।

৩. চোখে পিঁচুটি পড়ে প্রায়ই।

4. হৃদমূলে চোখ জ্বড়ে যায় এবং তাতে কুটকুট করে কাটা বেঁধার মতঃ ফল্ট হয় ।
5. চোখে আলো একেবারে সহ্য হয় না, চোখে আলো পড়লে চোখ জ্বলায় ।  
একন্য চোখে কালো চশমা বা গগলস পরে থাকলে বেশ আরাম বোধ হয় ।
6. মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ ধুইলে বেশ আরাম বোধ হয় ।
7. কখনো দুই চোখই সমানভাবে আক্রান্ত হয়, কখনো বা একাট বেশি আক্রান্ত হয় অন্যটি কম আক্রান্ত হয় ।
8. অনেক সময় রোগ বেশ বাড়লে ব্যথা হয় বা চোখ টন টন করে ।
9. অনেক সময় শিশুদের জন্মের সময় মায়ের গনোরিয়া থাকলে তার জন্য তাদের চোখ আক্রান্ত হয় । তাকে বলা হয় Ophthalmia Neonotorum রোগ ।

### জটিল উপসর্গ

শিশুদের চোখ ঠাণ্ডা থেকে বা প্রদাহ থেকে বেশি কষ্ট হয় । ঐ সঙ্গে চোখে ঘনপ্ৰণা, মাথাব্যথা, মাথা ব্যথা ও অন্যান্য কষ্ট দেখা দেয় । গনোরিয়া জনিত শিশুদের চক্ষু প্রদাহ হলে ডায়া অশ্ব পর্বন্ত হতে পারে ।

2. অনেক সময় চোখ রক্তাঞ্জে তা খুব বৃদ্ধি পায় এবং তা থেকে জটিল লক্ষণাদি দেখা দিতে পারে ।

3. অনেক সময় রোগ সারার কিহুদিন বাদে আবার পুনরাগমন হয় ও তখন কষ্ট হয় বেশি ।

4. বীজাণু জনিত হলে ও ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, এ থেকে পরে আইরাইটিস ও অন্যান্য রোগ হতে পারে ।

### রোগ নির্ণয়

চোখের সাদা অংশ লাল, চোখ দিয়ে জল পড়া ও ভোরবেলা পিঁচুটি পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখে বোঝা যায় । ঠাণ্ডা লেগে হলে চোখে সামান্য গরম সের্ক দিলে কমে যায় ও অস্বস্তি বোধ হয় । বীজাণু বা Viral হলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুইলে তাতে বেশি আরাম পাওয়া যায় — গরম তখন চোখে ভাল লাগে না ।

### চিকিৎসা

ফেরাস ফস ০x, ৬x—সামান্য রক্তের চক্ষু প্রদাহ ।

থেলোডানা ০x—উজ্জ্বল লালবর্ণ চোখ, অত্যন্ত বেগুনা, চোখ ফুলে থাকে, চোখ বা কপালের পাশে দগ দগ করে, উজ্জ্বল গাল লাল হয়ে যায়, আলো বা সূর্য্যভাষ সহ্য হয় না ।

অরাস ফ্রেট ৬—উপসর্গ জনিত চোখের রোগ ।



অ্যালিউমিনা ৩০—চোখ সব সময় শুকনো ( বা অশ্রুহীন ) থাকলে ।

এপিস-মেল ৩০—অধিক পল্লভ্রাব, আলো অসহ্য, চুলকান, হুল ফুটার মত বেদনা, চোখের পাতার ক্ষয়ীভ ।

ইউক্রেসিনা ০x—চোখ রক্তবর্ণ, আলো অসহ্য, নাক ও চোখ দিয়ে প্রচুর জল বের হয় । বাধা ও হাঁচি । ইউক্রেসিনা ' দশ ফোটা এক আউন্স জলে মিশিয়ে চোখ ধোয়া উচিত । চোখ উঠার একটি উত্তম ঔষধ ।

হিপার সালফার ৬, ৩০—প্রমেহ জনিত চক্ষু প্রদাহ, চোখে স্পর্শকাতরতা । ঠান্ডায় অসহ্য হয় ।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৬, ২০০—উপবংশের জন্য চোখের রোগ । প্রমেহ জনিত চক্ষু প্রদাহ ।

সাল্‌ফার—৩, ৩০—চক্ষু তাবার প্রদাহ ও ওর চারপাশে রক্তবর্ণের চাকা চাকর ক্ষত ।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1 চোখে ভাল কেম্পানীর গোলাপ জল দিয়ে ও কালো চশমা পরলে আরাম পাওয়া যায় ।

2. হলুদ ও কালো পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে তা দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ মোছ' ভাল ।

3. চোখ কখনো রগড়াতে নেই—তা সর্বদা বর্জনীয় ।

4. হালকা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে । টক দ্রব্য বর্জনীয় ।

### তারামণ্ডল প্রদাহ

( Iritis )

কারণ চক্ষু তারকার চারিদিকের বর্ণবিগ্ণষ্ট মণ্ডলকে বলা হয় তারামণ্ডল বা Iris । এই অংশের প্রদাহ হলে তাকে বলে Iritis রোগ বা তারামণ্ডল প্রদাহ । এটি হতে পারে—

1. বীজাণু বা Virus-এর আক্রমণ থেকে ।
2. চোখে আঘাত লাগলে তার ফলে ।
3. বাত রোগ অনেক দিন ধরে চললে তা থেকে হতে পারে ।
4. খুরানো সিফিলিস রোগে হতে পারে ।

লক্ষণ—1. দৃষ্টিশক্তি কমে যায় ।

2. এর সঙ্গে যদি মায়ের সম্পর্ক থাকে তবে এর ফলে চোখে খুব ব্যথা, বেদনাও টাটানি হতে পারে ।



কর্নিয়ায় আলসার

( Corneal Ulcer )

কারণ -- এই রোগ ভাঙতে বন্ধু একটি সাধারণ চক্ষু রোগ। এতে কর্নিয়াতে সামান্য ক্ষত সৃষ্টি হব কিন্তু ধ্বংসপ্রায় ও কষ্ট হয়।

1. ফসল তোলা বা ঝাড়াই করার সময় কৃষকদের চোখে ভূষের গুঁড়ো পড়ে এটি হতে পারে।

2. কারখানার শ্রমিকদের চোখ বাতুর গুঁড়ো পড়ে এটি হতে পারে।

3. ট্রেন জর্নির সময় চোখে কয়লা গুঁড়ো পড়ে এটি হতে পারে।

লক্ষণ -1. চোখ লাল হয়।

2. চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়।

3. চোখ বন্ধ করলেও ব্যথা হতে থাকে।

4. মাঝে মাঝে প্রাণ মাথা খব।

5. স্ফটিকবসায় রোগ সেরে গেলেও চোখের সাদা অংশ দাগ বা Spot থেকেই যায়।

চিকিৎসা

চোখের বাইরের থেকে ভেতরের দিকে ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে অনুভবে—অরাম মেট ৬x থেকে ২০০ পর্যন্ত।

চোখে ভেতর থেকে বাইরের দিকে ব্যথা অনুভব হলে—অ্যাসারফিটিডা ৩, ৬।

চোখ জুড়ে যাওয়া, চোখ থেকে পুঞ্জের মত বাহির হওয়া, চোখের সামনে যেন সাপ বেড়াচ্ছে অনুভব হলে—আর্সেনিট নাইট্রিক ৩, ৬, ১০।

জ্বালাকর অশ্রু গালে পড়লে যেন হেজে যায়—আর্সেনিক অ্যাক ৩, ৬, ৩০।

হঠাৎ দৃষ্টি শক্তির লোপ ভাব—অ্যাকোনাইট ৩, ৬।

চোখের পেশীর সংকোচনে অ্যাগারিকাস ৩, ৬।

চোখ থেকে জল পড়া, কর্ণ, কর্ণ, কর্ণ, সর্পি থাকলে ও হাঁচিতে—অ্যালিয়াম সেপা ৩, ১০।

চোখ থেকে জল পড়া, টাটানি ভাবে—ইউপেটা পার্ফ ৩, ৬ বা নেট্রাম মিউর ১২x কিছুণ।

কর্নিয়াতে পিঁচুটি, পাতা জুড়ে যায়, অশ্রুপাত এবং জ্বালাকর প্রদাহে—ইউক্রেসিয়া ৩, ৬। মাধার জলসহ বাহা প্রয়োগ।

নিচের পাতা ফোলা, স্ফটিক ফোটার মত ব্যথা, ঠাণ্ডা কম -এপিপস ৬, ৩০।

উপরের পাতা বন্ধে যায়, চোখ খোলা রাখতে পারে না -কর্টিকাম ৬, ৩০।

ওপর পাতা ফোলা, চটচটে প্রাণ লক্ষণে—কোলি কার্ব ৩০, ২০০।

চোখ থেকে পুঞ্জের মত প্রাণ—কোলি সালফ ৬x, ১২x।

চোখ শুকনো, লাল, গরম, জ্বালাকর ব্যথা, ঠান্ডায় বৃশ্চি—ক্রিমোটিস ৩, ৬।

চক্ষু পেশীর স্পন্দন অবসন্নতাভাবে, ক্রীণ দৃষ্টি, মাথা ঘোরা লক্ষণে—জেলস ৩, ৬।

চোখ লাল, ঠান্ডা বাতাসে বৃশ্চি, হলুদাভ স্রাব—পাসস্ ৬, ৩০। অজনি হলে পাল্‌স্ ৩০ প্রেস্ট ঔষধ।

কোনও কারণ ছাড়া চোখে খুব যন্ত্রণা—প্রুগাস্ স্পাইনোসা যাদ্যর র্যেজ দৃ-  
তিনবার।

চোখ কন্ কন্ করে, ব্যথা সহজে কমে না—ফাইজ্‌স্টগমা ৩ বা ৬।

চোখ লাল, আলো সহ্য করতে পারে না, মাথা ব্যথা, গরমে বৃশ্চি—বেলেডোনা ৬, ৩০।

চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুস্‌ফুড়, পাতা বঁজে যায়, চোখে চুলকানি চুলকানি ও ব্যথা—বোরাক্স ৩x চূর্ণ।

উল্লস্তু চক্ষুস্রাব চোখ ফুলে ওঠা—রাসটন্স ৬, ৩০।

সেলাই বা বেশি পড়াশুনা করলে বৃশ্চি, চোখ লাল, গরম ও বেদনামুক্ত—বৃট্টা ৩, ৬।

চোখের পাতায় শক্ত মাংসপিণ্ড উচ্চ গুটিকা প্রভৃতিতে—স্ট্যা ফিস্যাগ্রিয়া ৬, ৩০।

চোখে জ্বালা, কন্ কন্ করা, চোখ খুলে যন্ত্রণা বৃশ্চি, চোখে স্‌চ ফোটর মত ব্যথা, সামনে যেন জাল—সাল্‌ফার ৩০, ২০০।

### আনুভূমিক রাসন্য।

1. চোখে গোলাপ জল দিতে হবে। কালো চশমা পরতে হবে। চোখ রগড়ানো নিষিদ্ধ।

### গ্লুকোমা (Glaucoma)

কারণ—এটি এক ধরনের চোখের রোগ। যাতে রোগী সব কিছুর্তে রামধনুর মত রঙ দেখে। সব কিছুর্ত অস্পষ্ট দেখলে বা রামধনুর মত নানা রঙের দেখলেই এ রোগ বলে বোকা যায়। চোখের তরল পদার্থ বা Aqueous বা Vitreous humour কিছুটা গাঢ় হয়ে যায়। তার ফলে আলোকরেখাগুদালি বিচ্ছুরিত হয়ে চোখের Retina-র উপর পড়ে এবং সব জিনিসকে রামধনুর মতো রঙের দেখায় ও দৃষ্টি শক্তি অক্ষয় হয়।

প্রথম অবস্থায় ডালভাবে চিকিৎসা করলে এ রোগ সারে—কিন্তু ঠিক মতো

চিকিৎসা না করলে তা সারে না—এবং তা থেকে ঐ চোখে অন্ধত্ব আসতে পারে।  
প্রধানতঃ কারণগুলি হলো—

1. উচ্চ প্রেসার বা রক্তচাপ।
2. ডায়াবেটিস রোগে ভোগা।
3. পানিসিয়াস্ এনিমিয়া থেকে।
4. অপ্‌টিক্‌জ্যান্ড স্নায়বিক রোগ।
5. উদরাময় বা ক্রনিক আমাশয়ের চিকিৎসা না করা।

লক্ষণ—1 প্রথমে চোখে অস্পষ্ট দেখে ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা দেখা যায়।

2. তারপর সব কিছু বস্তুই বেন রামধনুর রঙের মতো দেখতে থাকে।
3. ঐ সঙ্গে ডায়াবেটিস, প্রেসার অ্যানিমিয়া, প্রভৃতি নানা রোগ থাকতে পারে।

### চিকিৎসা।

এটি একটি জটিল রোগ এবং এ থেকে অন্ধত্ব পর্যন্ত আসা সম্ভব, তাই ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো, অ্যাকোনাইট ৬, ৩০ বা ২০।

তারপর ভালভাবে লক্ষণ মিলিয়ে নীচের যে কোনও একটি ঔষধ দিতে হবে—

আর্জেন্ট নাইট্রিক ৬, ৩০ সপ্তাহে তিনবার।

ফস্ফোরাস ৬, ৩০ সপ্তাহে দু'তিনবার।

বেলেডেনা ৬ রোজ একবার বা ৩০ সপ্তাহে দু'তিন বার বা ২০০ সপ্তাহে একবার।

অস্‌মিয়াম ৬, রোজ একবার বা ৩, সপ্তাহে তিনবার।

স্পাইঞ্জেলিয়া ৩, ৬ রোজ একবার বা ৩০ সপ্তাহে তিন চার বার। মাথায় বাঁ দিকে ব্যথার লক্ষণ থাকে।

জেলসিমিয়াম ৩, ৬ রোজ একবার বা ৩০ সপ্তাহে তিন-চার বার।

শরীরে অল্প রক্ত হবার জন্য এই রোগ হলে চায়না ৬, ৩০।

অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন, অত্যাচার, রাত জাগা প্রভৃতির ইতিহাসে নার্স জম ৩, ৩০ বা ২০০।

নারীদের রক্তচরোধের ইতিহাস থাকলে অবশ্য দিকে হবে, পালসেটিলা ৩, ৬, ৩০।

মাথায় ডানদিকে প্রবল ব্যথাসহ রোগে—স্যান্ডুইনোরিয়া ৩, ৬, ৩০।

হ্রস্পেন্ডের রোগ থাকলে ক্যাক্টাস্ ৩, ৬, ৩০।

মাথায় রক্তাধিক্য, নাক দিয়ে রক্তস্রাব লক্ষণ থাকলে, গারোনিয়া ৩০, ২০০।

প্রয়োজনে সাল্‌ফার ৩০ বা মার্কু'রিয়াস ৬, ৩০ দিতে হবে।

## আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. পুষ্টিকর হালকা খাদ্য খেতে হবে।
2. শ্বাসস্থ্য বিধি মেনে চলা কত'ব্য।

কের্যাটোম্যালোপিয়া ও রাতকানা রোগ  
(Keratoma and Night Blindness)

কারণ—এই রোগের মূল কারণ হলো অপুষ্টি। তাছাড়া অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে এই রোগ সৃষ্টি হয়।

- লক্ষণ—1. চোখে প্রথম অবস্থার প্রবাহ ও সামান্য ঘা-এর মতো হতে শব্দ হয়।  
2 চোখের বিভিন্ন অংশের এপিথেলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাব ফলে বিভিন্ন অংশের lesion হতে থাকে।  
3 চোখ দিয়ে জল পড়া, ব্যথা, স্থানে স্থানে ঘা প্রভৃতি দেখা যায়।  
4 তারপর রাতের বেলায় দেখতে পায় না। রাতের বেলা দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পায়। অনেক সময় রোগ বৃদ্ধি পেলে রাতের বেলা দেখতেই পায় না। একে বলা হয় রাতকানা রোগ বা Night Blindness.  
5 অনেক সময় রোগ বেশি হলে ও ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে রোগী একেবারে অন্ধ হয়ে যায় তাই প্রথম অবস্থা থেকেই চিকিৎসা করা কত'ব্য।  
6. এইসব রোগ ক্রান্তিকর—তাই সব সময় দ্রুত চিকিৎসা করা কত'ব্য।

জটিল উপসর্গ

- 1 চোখের ঘা বা রাতকানা রোগ ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, তা থেকে অশ্রু পর্যন্ত আসা সম্ভব। তাই সময়ে চিকিৎসা করা উচিত।

চিকিৎসা।

এই রোগ হলে অবশ্যই ঔষধের সঙ্গে কড্‌ লিভার অয়েল খাওয়ানোতে হবে। শিশুদের রোজ কয়েক ফোঁটা করে ও বড়দের এক চামচ করে রোজ দু-তিনবার দিলে ভাল ফল হয়।

এ ছাড়া খাঁটি দুধ, মাখন, ডিম, টম্যাটো, ফল, পালং শাক, লেটুস্‌, পাতা, বিট্‌, গাজর এবং পুষ্টিভিটামিন যুক্ত খাদ্য অবশ্য দিতে হবে। টাটকা ইলিশ বা রুই মাছ উপকারী পথ্য।

এই সঙ্গে এই রোগের একটি প্রোব ঔষধ হলো, ফাইজিষ্টগ্‌মা ৩। রোজ নিয়মিত একবার বা দু'বার করে সাত দিন থেকে এক মাস সেব্য।

যকৃতের দোষ থাকলে এবং পেটের গেলেমাল থাকলে, নাক্স ডম্‌ ৩০, ২১০।

হস্তমৈথুন প্রভৃতি অমিত চাল বা দৈহিক অভ্যাচারের কারণে রোগ হলে, অ্যাসিড ফস্ফোরিক ৩, -৬ বা ৩০ খুব ভাল ঔষধ।

রক্তশূন্যতা, দৈহিক অপদৃষ্টি, দুর্ঘলতা প্রভৃতি থাকলে, চায়না ৬, ৫০।

হেলিবোরাস ৩, ৬, ৩০ বা ২০০ এই রোগের এক টি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গরমে রোগ বৃদ্ধি, মাথা ঘোবা বা ব.ধা প্রভৃতি লক্ষণে সেরেডোনা ৬ ৫০।

প্রাচীন রোগে এবং গায়ে কাপড় রাখতে চায় না লক্ষণে, লাইকোপোর্ডিয়াম ৫০, ২০০ এক মাত্রা।

এছাড়া অন্যান্য ঔষধ — ( লক্ষণ মিলিয়ে )

হারোসাথামাস্ ৬, ৩০ সপ্তাহে তিন-চারবার।

র্যানান্ ডিউলাস ৩০ সপ্তাহে দু'বার।

নাইট্রিক এ'সড ৩০, ২০০ সপ্তাহে একবার।

### ট্যারা রোগ ( Squin )

কারণ — এটি অনেকব ভ্রম থেকেই হয়, অ বাব এটি অনেকই জন্মগতভাবে থাকে না—পর্ববর্তী কালে এই রোগ হয়। চোখের কোনও পেশী বেশি টান বা টিকে থাকলে তার ফলে বাঁকা ভাবে চোখের মণি থাকে। অনেক সময় টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ফলেও এটি হয়।

লক্ষণ — ১. চোখের মণি বাঁকাভাবে থাকে।

২. অনেক সময়ে যেদিকে তাকায, চোখের মণি তা থেকে ভিন্ন দিকে থাকে বলে মনে হয়।

৩. অনেক সময় বাল্যকালে চিকিৎসাদি করলে ভাল থাকে। কিন্তু না করলে এটি বৃদ্ধি পেয়ে অন্ধত্ব অসংগত পাবে।

৪. অনেক সময় বংশগত ভাবেও হতে দেখা যায়।

### চিকিৎসা

যে কোনও চোখের ট্যারা দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট ঔষধ, আলুমিনা ৬।

ক্রিমিজিন্ত কারণে শিশুদের ট্যারা দৃষ্টিতে, সিনা ৩০ বা স্পাইজেলিয়া ৩, ৬।

এছাড়া লক্ষণ মিলিয়ে হারোসাথামাস্ ৩ জেল'স ৩, সাইক্রামেন ৩ বা স্ট্রামো ৩ উপকারী।

### চোখে কালাশিরে পড়া

শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর্গিকা ৩, ৫০ বা ২০০ এবং মাদার জলে মিশিয়ে লাগানো।

দিন কানা

অনেকে প্রথর রোদে বা আলোতে ভাল দেখতে পায় না। কারণ অজানা।

এই রোগের প্রের্ত ঔষধ বোধ্‌বপ্‌স্ ৬, ৩০। এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী সিলিকা ৩০, ফস্ফোরাস্ ৬, সাল্‌ফিউরিক্‌ এসিড্ ৬, বেসেডেনা ৩০, স্ট্র্যামো ৬ প্রভৃতিতে ভাল ফল দেয়।

### আংশিক দৃষ্টি ( Partial Blindness )

কারণ অজানা। কোনও বস্তুর পূর্ণাংশ চোখে পড়ে না। উপরের অংশ দেখতে না পেলে অরাম ৬। ডানদিক দেখতে না পেলে লিথিয়াম কার্ব ৬। বাঁদিক দেখতে না পেলে সাইকোপোডিয়াম ১২।

### অর্ধ দৃষ্টি ( Hemioptia )

কোনও বস্তুর অর্ধেক দেখা যায়—অর্ধেক দেখা যায় না। কারণ অজানা। ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩, ৬, চিনিলাম সাল্‌ফ ৩, ও ৩' অ্যাসিড্ মিউর, রাস টন্, সিলিয়া, স্ট্র্যামোনিয়াম, অরাম—প্রতিটি ৬, ৩০ প্রের্ত ঔষধ। লক্ষণ ভেদে দিতে হবে।

### চোখের কাপ খাচা

অতিরিক্ত চোখের পাতা নাচলে পাল্‌স্ ৬, ইমোসিয়া ৬ ম্যাগ্‌ফস্ ৩x, সাইলিসিয়া ৬x প্রভৃতিতে ভাল ফল দেয়।

### মাইয়োপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া প্রেস্‌বিয়োপিয়া ( Myopia, Hypermetropia, Presbiopia )

কারণ, -বৈশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স বেশি হলে লেন্সের Thickness এর কিছু পরিবর্তন হয় ও তার ফলে এইসব রোগ হয়। আবার কখনো কম বয়সে বা শিশুদের এই রোগ হয়।

এই রোগ বেশ সহজ—তাই রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে চশমা ব্যবস্থা করলে চোখে ঠিক দেখে ও রোগ বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু তা না করলে তার ফলে রোগ বৃদ্ধি পায় ও তাতে চোখের এই রোগগুলি বেশি হয়। তাই এই রোগগুলি হলে চশমা পরা কৰ্তব্য। রোগ বাড়লে বেশি শক্তিশালী চশমার প্রয়োজন হয়।



শিশুদের চোখের দৃষ্টি এরকম গোলমাল করলে তাদের অল্প বয়সেই চশমা দেওয়া উচিত—যাতে রোগ বৃদ্ধি না হয় এবং তারা পরে কষ্ট না পায়।

সতর্কতা—চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব বেশিদিন ঠিক রাখার জন্য কি কি করা উচিত তা আমরা এবার আলোচনা করছি এখানে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন প্রতিদিন 3-4 বার চোখ নির্মল স্নান দিয়ে যোয়া খুব উপকারী। তার ফলে চোখের ইনফেকশন হয় না এবং দীর্ঘদিন দৃষ্টিশক্তি ঠিক মতোই থাকে।

এরকম করলেও একটু বেশি বয়সে এরকম রোগ হতে পারে একথা ঠিক।

অনেক সময় অপদৃষ্টির জন্য এরকম রোগ হয়—তাই নানা জাতের পদার্থের খাদ্য খেতে হবে—দুধ, ছানা, দুই, ডিম, মাংস, ফলেতে প্রভৃতি উপকারী। তাছাড়া কমলা, আপেল, পালংশাক, টম্যাটো প্রভৃতি খাওয়া উপকারী। এতে রোগ ও স্বাস্থ্য দুই ভাল থাকে।

নাংবা কাপড় বা রুমাল দিয়ে চোখ পবিত্কার করা উচিত নয়। বই পড়ার সময়ে 12-14 ইঞ্চি দূরে বেখে বই পড়তে হবে।

অতি উজ্জ্বল আলো, অন্ধ-আমেরিটিলিন গ্যাসের আলো, সূর্য বা সূর্যগ্রহণ প্রভৃতির দিকে তাকানো উচিত নয়।

স্লুরোসেন্ট আলোতে বা টিউব লাইট চোখের উপকার হয়।

অপ্রযুক্ত সান্‌গ্লাস ( চকচকে ) ব্যবহার করা অন্তর্চিত।

চোখ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ব্যায়াম কবেন অনেকে তবে তাতে উপকার বেশি হয় না।

চল্লিশ বছর বয়সে চোখ পরীক্ষা করা কর্তব্য। প্রয়োজনে চশমা পড়লে লোকের উপকার হয়।

শিশুদের চোখে কম দেখাব ভাব দেখেনেই চিকিৎসা করা ও তাদেরও চশমা পড়তে দিলে উপকার হয়।

লক্ষণ—সাধারণতঃ 12- 1 ইঞ্চি দূরে বই বেখে পড়লে স্পষ্ট পড়া যায়। আবার অনেকটা দূরে এমনকি তার চেয়েও দূরে দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করা যায়।

মাইয়োপিয়া হলে খুব কাছে না আনলে ভালভাবে পড়া যায় না। বইকে 5-6 ইঞ্চি দূরে আনলে তখন স্পষ্ট দেখা যায়। আবার দূরে কম দূরত্ব পর্যন্ত দৃষ্টি চলে বেশি দূরের বস্তু ভাল দেখা যায় না। একে বলে Short sight বা কম দূর দৃষ্টি।

হাইপারমেট্রোপিয়া হলে, বইপত্র কাছে দেখা যায় না—তা অনেকটা দূরে হলে তখন দেখা যায়। কম করে 20-25 ইঞ্চি দূরে বই নিলে তবে দেখা যায়। আবার খালি চোখে বহু দূরের বস্তু ভাল দেখা যায়—কাছের বস্তু ঠিকমতো দেখা যায় না।

প্রেসবারোপিয়া হলে দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট বা Blurred হয়ে যায়।

চিকিৎসা।

মাইকোপিয়ারিতে ফাইজিটিংমা ৩, ৬ খুব ভাল ফল দেয়। তবে চশমা নিতেই হবে। হাইপারমেট্রোপিয়া রোগে চশমা নিতে হবে এবং প্রয়োজনে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার ঔষধ খেতে হবে।

অস্পষ্ট দৃষ্টি—রক্তশূন্যতার জন্য হলে চায়না ৬, ৩০ বা ফেফেয়ারাস্ ৬, ৩০। রক্তাধিক্য বা প্রেসার থাকলে বেলেডোনা ৬, ৩০। মেয়েদের রক্তোরোধ থাকলে, পালস্ ৩, ৬, ৩০। হার্টের রোগ থাকলে ক্যাষ্টাস্ ৬, ৩০ বা ২০০।

ডানদিকের মাথাব্যথা থাকলে, স্যাস্‌নেরিয়া ৩, ৩০। বাঁ দিকে মাথা ব্যথা থাকলে স্পাইজেলিয়া ৩, ২০০। মাথা ব্যথা ও নাক দিয়ে রক্ত্রাব থাকলে, ফেফে রাস্ ৬, ৩০ বা ব্ল্যোনিয়া ৩০। পরিপাক শক্তির গোলমাল থাকলে, নাল্‌ভম্ ৩০, সাল্‌ফার ৩০, চায়না ৬ বা মার্কুবিয়াস ৬, ৩০।

জালদৃষ্টি

( Muscae Valitantes )

চোখের দৃষ্টির সামনে যেন জাল জাল ভাব মনে হয়। কারণ - পদার্থগো জ্বর, রক্তসঞ্চপতা প্রভৃতিতে। চায়না ৬, ৩০ বা অ্যাসিড্‌ ফস্ ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অঞ্জনি

( Hordeolum )

চোখের পাতার উপরে, নীচ ও পাশে পদাহযুক্ত ফুসুটি বেব হয়। কারণ—ঠান্ডা লাগা, দুর্বলতা, বক্রাকার অক্রমণ, মেহ প্রভৃতি রোগ।

পালসেটিলা ৬, ৩০ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এতে কাজ না হলে হিপার-সালফার ৬, ৩০।

বার বার ব্রণ হতে থাকলে সালফার ৩০ বা স্ট্যাফি ৬, ৩০। চোখের পাতায় অঞ্জনিতে মার্ক্‌উবিয়াস ৬, সাল্‌ফার ৩০, বেল ৬, কর্টেকাম ৬, ফেরা ৩০। চোখের নিচের পাতায় অঞ্জনি স্ট্যাফি ৬, ফেফেয়ারাস ৬, বাসটল ৬, গ্র্যাফাইটিস ০।

চোখের কোণে অঞ্জনি—লাইকো ২২, স্ট্যানাম্ ৬।

পুঞ্জ হলে হিপার ৬ বা মার্ক্‌সল ৬।

ডান চোখের অঞ্জনিতে ক্যাল্‌কে কার্ব ৩০, নেত্রীম মিউর ৩০, অ্যামন কার্ব ৬, কম্পহারিস ৬, জিজিয়া ৬।

বাঁ চোখের অঞ্জনিতে—পালস্ ৩০, স্ট্যাফি ৩০, লাইকো ৩০, ইল্যাপস ৬, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ৩x।

আনুশঙ্গিক বাবস্থা

1. (সব ধরণের চক্ষুরোগে) দুধ, ডিম, ছানা, মাছ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও ভিটামিন যুক্ত খাদ্য খেতে হবে। পালং শাক, টম্যাটো, কমলালেবু, আপেল প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে।
2. স্বাস্থ্যবিধি ঠিকমতো মেনে চলা ও শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য।
3. চোখের দুর্দৃষ্টি শক্তি কমছে বন্ধলেই চশমা পরা কর্তব্য।

কর্ণ প্রদাহ বা কর্ণশূল

(Otitis)

কারণ — কানের মধ্যে কোনরকম বীজাণুর আক্রমণ হলে তাকে বলে কর্ণপ্রদাহ। কানে যন্ত্রণা ও বেদনা শূন্য হলে তাকে বলে কর্ণশূল।

ঠান্ডা লাগা, বীজাণু দূষণ, আঘাত লাগা, কাঠি দিয়ে কান খোঁচানো—কানের মধ্যে জল প্রবেশ প্রভৃতি নানা কারণে এটি হয়।

অনেক সময়ে কান পাকে ও পুঁজ হয়। প্রাচীন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত প্রভৃতি রোগের উপলক্ষণ হিসাবেও এটি হয়।

অনেক সময়ে ব্যথা খুব বেশি বা দুঃসহ হয়।

বহিঃকর্ণ, External Meatus, কর্ণ পটাহ প্রভৃতিতে প্রদাহ হলে তাকে বলে Otitis externa, মধ্য কর্ণ প্রভৃতিতে প্রদাহ হলে তাকে বলে Otitis Media এবং অন্তঃকর্ণে এটি হলে তাকে বলে Otitis Interna রোগ।

লক্ষণ — 1. কানে শূল ব্যথার মতো ব্যথা হয়।

2. কখনো শ্রবণ শক্তি কমে যায়।

3. কান দিয়ে পুঁজ বা তরল স্রাব হয়।

4. অনেক সময়ে কান কটকট করে—মনে হয় পোকা প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা করে না।

5. কখনো পটাহ (Membrane) আক্রান্ত হলে তার মাঝ দিয়ে পুঁজ বের হয়।

6. কখনো মধ্যকর্ণ বা অন্তঃকর্ণ আক্রান্ত হলে বাইরে কিছু বোঝা যায় না—ভেতরে ব্যথা হয়।

উপসর্গ

1. পুঁজ হলে কর্ণপটাহ অনেক সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে। শুনতে পায় না। কম শোনে। ঠিকটি কানই বা দুর্দৃষ্টি কান কর্মহীন হতে পারে।

2. কখনো মধ্য কর্ণ বা অন্তঃকর্ণ আক্রান্ত হলেও শ্রুতিহীনতা আসতে পারে।

3. কখনো অন্তঃকর্ণ থেকে রোগ আক্রান্ত হয় ও কঠিন অবস্থা হয়। মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

## চিকিৎসা

অ্যাকোন ১x ( প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ) বেল ৩x ( মস্তিষ্কের উপসর্গাদি ও রক্ত সঞ্চারে ) বেলেডোনার কাজ না হলে ফেরাম ফস্ ৩x, ১২x । পালস্ ৬ ( হামের পর কর্ণপটাহে ছিমকর বা তীরের মতো ব্যাথা বেদনা ) । মার্ক ভাই ৩x বিচুর্গ ( বসন্ত রোগের পর কর্ণ প্রদাহ । )

দশ পর্বন্ত ব্যাথার বিস্তার উষ্ণ বা শয্যায় শয়নে বর্ধিত হলে, ক্যামোমিলা ১২, ৩০ ( অসহ্য বেদনার ) । সাল্ফার ৩০ খুব বাড়লে বা আরোগ্য সময়ে ।

প্রথম অবস্থায় মাথা ব্যাথা, গলা ব্যাথা প্রভৃতি সহ কর্ণপ্রদাহে বেলেডোনা ৩x, ৩, ৬ শ্রেষ্ঠ ঔষধ । গরম ফ্লানেল দ্বিগে সেক দিতে হবে ।

সর্দিজনিত কর্ণ প্রদাহে, পালসেটিলা ৩, ৬ ।

সুঁচ ফোটানোর মত ব্যাথায় ক্যামোমিলা ৬ ।

কর্ণ প্রদাহ ও জ্বর থাকলে, অ্যাকোনাইট ৩x, ৩, ৬ ।

কানে টনটনে ব্যাথা, গ্রাইস্ ফোলা লক্ষণে—মার্ক সল ৬, আর্স আরোড্ ৩x ।

প্র্যাটাগো মাধার কানে দিলে ব্যাথা কমে ।

পূরানো রোগে ক্যালি মিউর ৩০ বা নাইট্রিক এসিড্ ৬, ভাল ফল দেয় ।

সাল্ফার ৩০, ২০০ বানে পূজ্জভাব বা অন্যান্য লক্ষণ মিলিলে ।

কানের বাইরে প্রদাহ, ছোট ছোট মুস্কুড়ি প্রভৃতিতে, ক্যালকোরিয়া পিফ্রেটা ৩, ৬ ।

হাম, বসন্ত প্রভৃতির পর কানের প্রদাহ হলে, পালসেটিলা ৬, ৩০ ।

## কানে অব্দুদ

( Polypus )

কারণ অজানা ।

খুঁজা ৩০ বা ২০০ সেবন এবং অব্দুদের স্থানে খুঁজা মাধার লাগানো শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা । এতে কাজ না হলে নাইট্রিক এসিড ৬ সেব্য । গুডমালা থাকলে, ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০, ২০০ ।

## কর্ণনাদ ( Tinnitus Aurium )

কানে ষট্‌খর্দনি বা গন্‌ গন্‌ শব্দ হলে, অ্যাসিড্ ফস ৩, ৩০, বেল ৬, গ্র্যাফাইটিস ৩০ । কানে হিস্ হিস্ বা ভন্ ভন্ শব্দে, চিনিলাম্ সাল্ফ ৩x । হার্ট রেট দুত, ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬ ।

নেট্রাম সাল্ফ ৩x, কার্বো সাল্ফ ৩, সাইলিসিয়া ৩০, ২০০, কোলি আরোড ৩, ভিরেট্রাম অ্যাল্‌ব্ ৩ প্রভৃতি ভাল ঔষধ ।

থিয়োসিনামিনাম ২x—৩০ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

আনু্যাত্তিক ব্যবস্থা

1. ( সব কর্ণ রোগে ) কানে গরম সেক্ বেগুয়া ভাল ।
2. ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয় ।
3. কানে জল ঢোকা ভাল নয় । চুকলে সঙ্গে সঙ্গে তা বের করতে হবে ।

কাণে ব্রণ ( Furuncle of the Meatus )

কারণ—এক ধরণের বীজাণুর Infection থেকে এ রোগ হয়ে থাকে ।

লক্ষণ—1. কান দপ্ দপ্ করে ও খুব বেদনা হয় ।

2. কান লাল বর্ণ হয় ও তা ফুলে ওঠে ।

3. কানের মধ্যে ছোট ব্রণ হয় এবং তার ফলে ঐখানে বেদনাযুক্ত ও ক্ষীত হয়ে থাকে ।

4. মাঝে মাঝে বেদনা এত বেশি হয় যে রোগী বেদনার অস্থির হয়ে ওঠে ।

5. কখনো কখনো প্রচণ্ড মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, দপ্ দপ্ করা প্রভৃতি হয় ।

6. পরে ঐ ব্রণ পেকে যেতে পারে ।

রোগ নির্ণয়

1. কানের মধ্যে আলো ফেলে পরীক্ষা করলে ব্রণ দেখা যায় ।

2. ব্রণের জন্য ব্যথা ও টাটানি প্রভৃতি হয় কানের মধ্যে ।

উপসর্গ

1. অনেক সময়ে একটি ব্রণ পেকে ফেটে যাবার পর আবার একটি হয় । তার ফলে কষ্ট চলতে থাকে ।

2. অনেক সময়ে পেকে ফেটে যাবার পর ঐ সব বীজাণুর Infection এর জন্য অন্যান্য অংশাদিরও আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে ।

চিকিৎসা

দপ্ দপ্ বেদনার সঙ্গে ব্রণ লাল বর্ণ ও ক্ষীত হলে, বেলেডোনা ০x খাওয়া এবং বেলেডোনা ০ বাহা প্রয়োগ করা উচিত । বেলেডোনার উপকার না হলে সিলিকা ০০, কালকে পিক্রেটা ০০ । পুঁজ হবার উপক্রম ( শীঘ্ৰ পাকাবার জন্য ) হিগার সালফার ৬ । প্রবাহ কমলে, সাল্ফার ০০ ।

কর্ণশূল ( Otagia )

ঠাণ্ডা লাগা, কানে জল ঢোকানো জন্য ব্যথার, অ্যাকোন্ ০x ।

আঘাত লাগার জন্য ব্যথার, আর্গিকা ০, ৬ । হুল বেঁধার মত ব্যথার, এপিপ্ ০, পরিবর্তনশীল ব্যথা ও সর্দিতে; পালস্ ০, ০০ ।

শিশুদের কণ্ঠ ও দন্তশুলে—ক্যামোমিলা ১২, মার্ক সল ৩, ৬।

কান লাগ, গরম, তীব্র দপ্পে ব্যথা, বেলেডোনা ৩, ৬, ফেরাম ফস্ ৬x, ম্যাগ্ ফস্ ৩x।

জন্মালকর ব্যথার, ক্যাম্পিকাম ৬, ৩০। গিলবার সময় ব্যথার, ফাইটেল্যান্ডা ৩, ৬, ৩০।

### কানে পুঁজ

নানা রোগ থেকে বা অজানা কারণে এই রোগ হয়।

দুর্গন্ধ সহ কানে পুঁজ হলে ক্যাম্পিকাম ৬, ৩০ একটিশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্যথা বেশি হলে মার্ক'ভাই ৩x, সোরিনাম ৩০, ২০০, পালসেটিলা ৩, ৬, কেলি বাই ২ বিচুর্ন, হিপার সালফার ৬, ৩০। কানে ব্যথা ও পুঁজ হলে, আর্গিকা ৩x সেবন ও আর্গিকা তেল কানে প্রয়োগ। বেশি দুর্গন্ধ ও পুঁজ হলে, অরাম ৬, ৩০। পুরানো রোগে, ক্যালকোরিস কাব' ৬, ৩০। প্রয়োজনে সাইলিসিয়া, টোলউরিয়াম, সাল্ ফার ও ফস্ফোরাস প্রাতি ৬, ৩০। বারোবৈদিক বেলে ফস্ ৬x।

### কানে বেশী খোল জমা ( Ear Wax )

বেশি খোল জমা, দুর্গন্ধ, পুঁজ প্রভৃতিতে কোনিয়াম ৩, ৬, বা গ্র্যাফাইটিস ৬, বা কার্বে' ডেজ ৩০। প্রয়োজনে ল্যাকসিস বা মিউরেটিক অ্যানিড্ ৬, স্পাঞ্জা ৩x বা সাল্ফার ৩০।

### শ্রবণশক্তি কম বা বিধরতা ( Hardness of hearing )

শীতকালে ঠান্ডা বাতাস লেগে, অ্যাকোন ৩x, ক্যামোমিলা ১২, পালস্ ৩ বা মার্ক'ভ ৩। বর্ষায় ভিজ হলে, ডালকামারা ৬, রাসটেন্ন ৩০। কণ্ঠপ্রদাহের জন্য হলে, বেলেডোনা ৩, ৬, বর্ষিকাম ৬, ৩০, সাইলিসিয়া ৬।

বৃদ্ধদের হলে, পেট্রোলিয়াম ৩, ৩০, সাইবট্টা ৩, ৬। কানে পুঁজ হলে, আসে দ্রব্য।

চর্মরোগ, হাম, বসন্ত প্রভৃতির পরে হলে, কার্বে' ডেজ ৩x থেকে ২০০।

### কণ্ঠমূল প্রদাহ বা মাম্‌স্ ( Mumps )

কারণ—শিশুদের এই রোগ বেশি হয়। কখনো কিশোর বা তরুণদের হতে দেখা যায়।

কণ্ঠমূলে যে Parotid Gland নামে লালাগ্রন্থি আছে, তার প্রদাহ হলে এই

রোগ হয়। এক ধরনের ভাইরাস এ রোগের কারণ। নিচের চোয়ালের কোণে বা কানের পাশে ব্যথা হয়ে থাকে।

লক্ষণ —1 কর্ণমূলের একপাশ বা দুইপাশের গ্রন্থি ধীরে ধীরে উঠতে থাকে।

2. ঐ অংশ বেদনাবদ্ধ, লালবর্ণ ও ক্ষীত হয়।
3. আক্রান্ত স্থান, কিছু বেশি উল্লম্ব হতে পারে।
4. জ্বর হয়। জ্বর 99 থেকে 101 ডিগ্রী পর্যন্ত হতে পারে।
5. বমি বমি ভাব বা বমি হয়।
6. চিবোতে বা গিলতে কষ্ট হয়। খেতে কষ্ট হয়।
7. ঘাড় নাড়তে ব্যথা ও কষ্ট হয়।
8. বমি ও জ্বরের সঙ্গে দুর্বলতা থাকে। মাথাধরা, মাথা ব্যথা, প্রভৃতিও থাকে।
9. অনেক সময়ে ঐ ব্যথা ফোলা স্থানিক অংশ ছেড়ে প্যারোটাইড, অডকোব বা নারীর ডিম্বকোষ আক্রমণ করে।

### রোগ নির্ণয়

1. নির্দিষ্ট স্থানের গ্রন্থি ফোলা, জ্বর, টাটানি।
2. রোগীর বয়স থেকে রোগ নির্ণয়ে সূচিব্যাপ্ত হয়।
3. রোগটি ছোঁরাচে, তাই বাড়ীতে বা ঐ অঞ্চলে আরো রোগীর ইতিহাস মেলে।
4. রোগটি সাধারণতঃ চিকিৎসার যায় না। নির্দিষ্ট সময় থেকে পরে আপনা থেকেই কমে আসে—Viral রোগের লক্ষণ।

### চিকিৎসা

গ্রন্থি ক্ষীত ও চিবোতে কষ্ট হলে—মার্ক আরোড ৬x, ফাইটো ১x প্রাতি ছয় ঘণ্টা অন্তর খেতে হবে।

জ্বরভাব, মস্তিস্ক স্তম্ভ বা অডকোব আক্রান্ত হলে—ডিজিট্যালিস ০, স্পাইরিরা ০, ক্যান্টাস ১২।

প্রথম অবস্থায় জ্বর, বন্দনা, প্রভৃতি লক্ষণে—ফেবাম ফস্ ০x, ৬x উপযোগী।

কার্বো ডেজ, পালসেটিলা প্রভৃতিও লক্ষ্যমানদ্বারা শরৎ।

অ্যাকোনাইট—০x, ০—জ্বরে তৃষ্ণা, অস্থিরতা, বন্দনা প্রভৃতি লক্ষণে বিশেষতঃ রোগের প্রথম অবস্থায় বা শিশুকালের ঠান্ডা লেগে এই রোগ।

পালসেটিলা ০x—কর্ণমূল প্রবাহের পর ব্যঙ্গরোগ (Mania) দেখা দিলে। ক্ষীত কর্ণমূল ছেড়ে যদি স্তন বা অডকোব আক্রমণ করে, তা হলেও পালস্ উপকারী।

বেলেডোনা ৩, ৩০—গড় ( বিশেষতঃ ডান দিকের ) স্ফীত ও লালবর্ণ, দৃশ্য বাতনা, প্রলাপ, মস্তিস্ক আক্রমণ প্রভৃতি লক্ষণে । কিন্তু স্ফীত স্থান অত্যন্ত শক্ত ও কাৰ্ণা ভেজ ৩, ৬ প্রযোজ্য ।

রাস টের ৩—কর্ণমূলে ( বিশেষতঃ বা দিকে ) স্ফীত ও গাঢ় লাল এবং তার সম্মুখ অত্যন্ত বাতনা লক্ষণে । বর্ষার হাওয়া লেগে রোগ জন্মালে ।

কোলি মিউর ৩x, ৬x—কর্ণমূলে ফোলা, জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত ।

### আনুশাসিক বাবস্থা

1. সাধারণতঃ আক্রান্ত স্থানটিতে সৈঁক দিতে হয় এবং তা ঢেকে রাখতে হয় ।
2. ঠান্ডা লাগানো উচিত নয় ।
3. জ্বর থাকলে তরল পুষ্টিকর খাদ্য, জ্বর ছেড়ে গেলে কোল ভাত পথ্য ।
4. এ রোগ খুব সংক্রামক—তাই রোগীকে পৃথক ঘরে সাবধানে রাখা কর্তব্য ।

### নাসিকা প্রদাহ ( Rhinitis )

কারণ—1. সাধারণতঃ নাকের কিঞ্জী ( Mucous Membrane ) নানা বীজাণুর আক্রমণের ফলে এই রোগ হয় ।

2. ঘন ঘন সর্দি হতে থাকলে এ রোগ হতে পারে ।
3. সর্দি লেগে ঠিক মতো বেয় না হওয়া প্রধান কারণ ।

লক্ষণ—1. নাক গরম হয়, কিঞ্জী ফুলে যায় এবং তা লাল বর্ণ হয় ।

2. কখনো বা নাক খুব বেশি ফুলে যায় ।
3. অনেক সময়ে সেই সঙ্গে মাথা ধরা, মাথার ব্যস্ততা প্রভৃতি হতে থাকে ।
4. কখনো বা কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটের গোলমাল, উদরাময় প্রভৃতি হয় ।
5. কখনো জ্বর হয়—কখনো বা তা হয় না ।
9. কখনো নাকে পুঁজ হয় ও খুব কষ্ট হয় ।

### রোগ নির্ণয়

1. নাকের মধ্যে আলো ফেলে ভালভাবে পরীক্ষা করলে রোগ বোঝা যায় ।
2. নাকে ব্যথা, ফোলা প্রভৃতি বোঝা যায় ।
3. মাঝে মাঝে সর্দির ইতিহাস থাকে ।

### ঔষধসর্গ

1. বেশি জ্বর, পুঁজ পড়া, প্রবল ব্যথা প্রভৃতি ঔষধসর্গ ।
2. Sinus-এর Inflammation, Sinusitis, মাথার ব্যস্ততা, প্রচণ্ড জ্বর প্রভৃতি ঔষধসর্গ ।



3. কখনো রোগ প্রবল হয় এবং তার ফলে রোগীর জ্বর প্রতীত হয় ।
4. কখনো বা বা এর থেকে রেশ পর্বত আক্রান্ত হতে পারে ।

### চিকিৎসা

বিভিন্ন অবস্থা ও লক্ষণ বিচার করে চিকিৎসা প্রয়োজন ।

বেলেডোনা ১x—৩, অ্যাকোনাইট ৩x, মার্কিউরিয়াস ৩, ৬, প্রধান ঔষধ । প্ৰুজ্জ হলে, হিপার সাল্ফার ৩, ৬, কোলি বাইক্রোম ৩, ৬ ও মার্কিউ ৩, ৬ ।

### নাকে প্ৰুজ্জবটি ( Pustule )

পেট্রোলিয়াম ৩, ৬ প্রেস্ট ঔষধ ।

### আরক্ত নাসা ( Flush )

বেলেডোনা ২x, ৩x, সাল্ফার ৩x, স্ক্রাম ৩x । পুরানো প্রদাহে ঋতুরিক অ্যাসিড্ ৩, ৬ । খাবার পর নাক লাল হলে, এপিস্ ৩x । হৃৎতীব্র, বোরাক্স ৩x ।

### নাকের মূলে চাপবোধ

কোলি বাই ৩, ৬ । মাথা ব্যথা থাকলে, ক্যাম্পিকাম ৩, ৬ ।

### নাক টাটানো ( Soreness )

গ্র্যাফাইটিস্ ৬, ৩০, সেবন ও মাথার মলম লাগানো ।

প্ৰুজ্জ ও টাটানি থাকলে, কোলি বাই ৩x, ৬x ।

### নাকের অন্তঃভাগের পীড়া

নাকের আগার ফুস্ফুড়ি হলে, অ্যামন্ কার্ব ৩, ৬ ।

প্ৰুজ্জবটি হলে, কোলি রোম ৩x । ব্যাধাযুক্ত ফোড়ার, বোরাক্স ৩ ।

চুলকালে ও লাল হলে, সাইলিসিয়া ৬, ৩০ । জ্বালা থাকলে, অক্স্যালিক অ্যাসিড ৩, ৬ । আড়ম্বর্তাভাবে, কার্বো অ্যানি ৬, ৩০ ।

### নাসিকা অবর্ধ ( Nasal Polypus )

ফর্মিকা রুফা ১x রোজ হৃৎতিন বার । প্রেস্ট ঔষধ ।

থুজা ৩০, ২০০ সেবন ও মাথার লাগালে ভাল ফল বেশ ।

অবর্ধ থেকে রক্তপ্লাবে, ফস্ফরাস ৩, ৬ ।

টিউবিক্সাম ১x সেবন ও মাথার লাগানো উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে ।

## জানুয়ারিক ব্যাধি

1. ( সব নাসিকা রোগে ) গরম জলে পা ছুঁবিষে রাখা উপকারী ।
2. রাতে শোবার আগে গরম তেল মালিশ করলে তাতে উপকার হয় ।
3. জ্বর জ্বর ভাব থাকলে লঘু বা ভরল পথ্য । তা না থাকলে দৃপনুরে মাছ ও-ভরকারীর কোল ও তাতে পাউরুটি সৈঁকে দৃশ ও চিনিসহ পথ্য প্রভৃতি খেতে হবে ।

## নাকদ্বিগ্নে রক্তপাত

( Epistaxis )

কারণ—হঠাৎ মাঝে মাঝে নাক দ্বিগ্নে রক্তপাত অনেকের হয় । এটি একটি রোগ । কখনো দৃৎকবার রক্তপাত হলে তাতে ভয় নেই । তবে মাঝে মাঝেই এটি হতে থাকলে তার জন্য অবশ্য চিকিৎসা আবশ্যিক । নানা কারণে এটি হতে পারে ।

1. নাক ও মাথার আঘাত লাগা ।
2. উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেসার ।
3. মস্তিষ্কে রক্তের আধিক্য বা বেশি রক্ত জমে থাকা । এটি নানা কারণে হতে পারে । এরকম হলে অনেক সময় চোখ লালচে হয় ।
4. বৃক্কের রোগ বা লিভার স্ট্রাবল্ ।
5. উপদংশ জনিত কারণ ।
6. অতিরিক্ত শ্রম বা পরিশ্রম করা ।
7. অতিরিক্ত কাশি বা সর্দি কাশি রোগ থাকে ।
8. Sinus-এর Infection বা Sinusitis রোগ ।
9. অনেক সময়ে সর্দি-স্নাব বন্ধ হলেও, তা থেকে এই রোগ হতে পারে ।
10. অনেক সময়ে নারীদের জনন তন্ত্রের গোলমালেও এটি হয় ।

লক্ষণ—1. সাধারণভাবে কোন লক্ষণ থাকে না । তবে কারণ বা মাঝে মাঝে সর্দি করে মাথা ধরার ইতিহাস বা প্রেসারের ইতিহাস পাওয়া যায় ।

2. হঠাৎ নাক দ্বিগ্নে রক্ত পড়তে থাকে । রক্ত আপনা থেকে পড়তে থাকে এবং কিছুটা পড়ার পর বন্ধ হয়ে যায় । কখনো রক্ত পড়া বন্ধ হতে দেরী হয় । উচ্চ প্রেসারের ক্ষেত্রে এইভাবে রক্তপাত অবশ্য অনেক সময়ে রোগীর জীবন রক্ষা করে, কারণ এতে রোগীর সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস রোগ প্রতিহত হয় ।

3. কখনো সর্দি-কাশি, সর্দি-গর্মি, স্ট্রোক, প্রেসার প্রভৃতির ইতিহাস থাকে । কখনো তা থাকে না । তাই এই সব লক্ষণ দেখা যায় না ।

4. কখনো মাথার বেদনা হয়—কারণ বা হয় না ।
5. অনেক সময়ে রোগী স্বেচ্ছাবে থাকে, কখনো হঠাৎ জ্ঞান হারাতে পারে ।

চিকিৎসা

ফেরাম-আয়োড ৩ বা মিলিফোলিয়াম , ৩ ।

কেউ কেউ বলেনে নেট্রাম-নাইট্রিকাম ২x এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ ।

ফেরাম ফস ৩x, ৬x—আঘাত বা অন্য স্লেণ কাবণেই হোক নাক দিয়ে উজ্জ্বল রক্তস্রাবে ।

ঘন ঘন চাপ চাপ রক্তস্রাব হতে থাকলে, হ্যামামেলিস ১x খেলে ও ২।৩ ফোঁটা হ্যামামেলিস ) তুলি দ্বারা নাকের মধ্যে লাগালে রক্তস্রাব বন্ধ হতে পারে ।

দুর্বলতা হলে, চায়না ৩x, ৩০ । মদ্যাদি পান বা অজীর্ণের জন্য রক্তস্রাব হলে, নাক্স-ভর্মিকা ১x, ৬ ।

পচন অবস্থায়—ল্যাকেসিস ৬, ৩০ বা আর্সেনিক ৬, ৩০ ।

রক্তস্রাব বা অর্শবিলি বন্ধ হলে রক্ত পড়লে—রাইয়োনিয়া ৬, পাল্‌স্‌টিসা ৬, সাল্‌ফার ৩০ কিংবা পডো ৬ । মাথায় বা নাকে আঘাত লেগে—সিকেলি ৩ । দশদশ মাথার ব্যথার সঙ্গে রক্তস্রাবে—বেলেডোনা ৬, ৩০ ।

নাকের ক্ষত ( Ozaena )

রোগের প্রথম অবস্থায় ক্যাডমিয়াম সাল্‌ফ ৩x থেকে ৩০ ।

নাক লাল, ফোলা, পুঁজ, স্রাব প্রভৃতিতে, অরাম, ৬ ।

সর্দি থেকে শূন্য হলে, স্রাব, পুঁজ-রক্ত প্রভৃতিতে কেলি বাই ৬, ৩০ ।

বংশগত ধারা এবং দুর্গন্ধ পুঁজে, অ্যাসিড্‌ নাইট্রিক ৬ ।

বেশি দাহ ও জ্বালা এবং পদুরানো রোগে—আর্সেনিক ৩, ৬, ৩০ ।

বেশি দুর্গন্ধ ও পচা ঘা—সিফিলিয়াম ২০<sup>৭</sup> বা আয়োডিয়াম ৩ থেকে ২০০ ।

শুষ্কতাভাব থাকলে, মার্ক বিন আয়োড, স্যাঙ্ক্‌ইনোরিরা, স্টিক্‌টা ।

অবিরাম হাঁচি থাকলে, জিঙ্ক, সাইক্‌রামেন ।

এ ছাড়া লক্ষণ ভেদে হ্যামা ৩, সোরিনাম ৫০, ক্যাল্‌কে কার্ব ৩০, মার্কিউ ৩, ৬, অ্যালুমিনা ৬, ৩০, পাল্‌স্‌ ৬, ৩০, স্যাঙ্ক্‌ইনোরিয়া ১x থেকে ৬ প্রযোজ্য ।

জানুসীক ব্যবস্থা

1. বেশি রোদে ঘোরা বা শ্রম করা কদাচ উচিত নয় এই সময় ।
2. বেশি চা, কফি কোকো খাওয়া উচিত নয় ।
3. বেশি ধূমপান করা ক্ষতিকারক ।
4. এই রোগে লঘু, বলকারক খাদ্য খাওয়া সব সময় উপকারী । গরম মশলা, রান্না করা পেঁয়াজ, গরুদূপাক প্রভৃতি খাওয়া সব সময় নিষিদ্ধ । গরম মশলা, রান্না করা পেঁয়াজ, গরুদূপাক প্রভৃতি খেতে নেই ।
5. এই রোগে মদ্যপান বা নেশা সেবন কদাচ উচিত নয় ।

## সাইনাসাইটিস

( Sinusitis )

কারণ—1. প্ৰধানো সর্দি রোগে অনেক দিন ভুগতে থাকলে তার ফলে মাথার করোটিঃ মধ্যকার সাইনাসগুলির মধ্যে Infection হতে পারে ।

2. শরীরের ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করার ক্ষমতার অভাব অনেকের থাকে—তাদেরও এই রোগ হলে থাকে ।

3 উচ্চ রক্তচাপ বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য থেকেও হতে পারে ।

4. বক্ষ্মা, সিফিলিস্ প্রভৃতি রোগ থেকে সেকেন্ডারী infection হতে পারে ।

5. নাকের মধ্যে ঘা বা ক্ষত হলে তা থেকে বীজাণুৱা গিয়ে Sinus-এর মধ্যকার স্লেীমকে কিল্লীকে আক্রমণ করতে পারে ।

6. বেশি ঠাণ্ডা লাগানো, ভিজে কাপড়ে থাকা, হিম লাগানো, রোয়ে বেশি ঘোরা, বেশি উত্তাপে কাজ করা প্রভৃতি নানা গোণ কারণও থাকে ।

লক্ষণ —1 মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, কিছুতেই তা সারতে চায় না ।

2. অনেক সময় নাক দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়ে, আবার তা বন্ধ হয়ে যায় ।

3. মাঝে মাঝে সর্দি লাগে এবং সর্দি যেন ক্রমিক রোগ হয়ে দাঁড়ায় ।

4. মাঝে মাঝে হঠাৎ অল্প অল্প জ্বর হতে পারে সর্দি প্রভৃতির সঙ্গে ।

5. কখনো সর্দি শূন্য হয়ে যায় । মাথার ব্যথা হয় । মাঝে মাঝে দুর্গন্ধযুক্ত শূন্যনো সামান্য সর্দি পড়তে পারে ।

6. কখনো কখনো ও থেকে নাক দিয়ে রক্তপাত পর্বন্ত হতে পারে । ঘ্রাণ শক্তি কমে যেতে পারে ।

## ঔষধ

1. মাথা ধরা, সর্দি না কমা ।

2. অনেক সময় সর্দি কাশি চলতে থাকে এবং তা থেকে অনেক পরে স্নাইটিস বা বক্ষ্মা প্রভৃতি হতে পারে ।

3. নাক দিয়ে রক্তপাত বা দুর্গন্ধ পদার্থ নিগত হতে পারে ও এ থেকে রোগ আক্রান্ত হতে পারে ।

## চিকিৎসা

বেলেডোনা ১x এবং স্যাকুইনোরিয়া মাথার প্রধান ঔষধ । দুটি ঔষধ পূর্বানুক্রমে ৷দলেও সফল হবে ।

মেলিগোচিস অ্যাল্‌বা ০ এবং ক্যাল্‌কোরিয়া কার্ব ০ উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

দুর্গন্ধ দ্রাব থাকলে ও নাক বন্ধে; ক্যান্ডিমিগ্নাম সাল্‌ফ ৩, ৬, ৩০ ।

প্ৰোনো রোগে, সোরিনাম ৩০, ২০০ ।

নাক থেকে সন্নিহিত, হৃদয় বা লাল দ্রাব নিঃসরণে, ফস্ফোরাস্ ৩, ৬, ৩০।

ফেরাম ফস্ ৬x, ১২x, ক্যালকোরিয়া ফস্, ৬x, ১২x, ওপিয়াম ৩—৩০, থুয়া ৬  
৩০, মার্ক আরোড্ প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী।

### স্বাণশক্তি বিকৃতি বা লোপ

ঠান্ডা লাগা বা বাতরোগ প্রভৃতি কারণে ভ্রূণ রোগে, অ্যাকোনাইট ৩x থেকে  
৩০।

বিকৃত স্বাণশক্তি ও পুরোনো অবস্থায় পাল্‌স্ ৩, মার্ক ভাই ৬x, সাল্‌ফার ৩০।

ক্যালকোরিয়া কার্ব, সিপিরা, জেলস্, কোলি বাই, কোলি আরোড্ প্রভৃতি  
লক্ষণ ভেদে।

### অ্যাডিনয়েড নাসা রোগ (Adenoid)

শিশুদের গাি থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত এই রোগ বোধ হয়। অবিব্রাম সর্দি,  
কানে ব্যথা, কানে পুঁজ, অল্প বীধরতা প্রভৃতি দেখা যায়।

সোরিনাম ৬, ৩০, সাল্‌ফার ৩০, ২০০, পাল্‌স্ ৩, ৬, নেট্রাম মিউর ১২x, ৩০x,  
ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০, ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০, ফস্ফোরাস ৩০ প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে।

### নাসিকা রোগের আরও কয়েকটি ঔষধ

সিনা ৩—২০০—শিশুদের ক্রিমি ও নাক চুলকানো।

নাক-জম ৩—৩০—এক নাক বন্ধে যার অন্য নাক থেকে সর্দি করে।

ক্যাট্টাস ২x—৬x—স্বর্ণপিণ্ডের রোগসহ।

ক্রোটেলাস ৩, ৬—নাক এবং অন্যান্য রক্ত থেকে রক্তপাত।

সিপিরা ৩০—যাতো মাস নাকে স্লেথ।

অরাম ৩x থেকে ৩০—দুর্গন্ধ পচা রক্তদ্রাব, নাকে ঘা।

আর্পিঁকা—৩—২০০—আঘাত জনিত কারণে।

আজেন্ট নাইট্রিক ৬, ৩০—নাক চুলকানো এবং ফলে রক্তপাত।

আর্সেনিক ৩—২০০—জদালাকর দ্রাব।

অ্যাগারিকাস্ ৬—বৃন্দাশয়ের রক্তপাত ও দুর্গন্ধ।

### ঘাঁড়ের বিভিন্ন রোগ

সাধারণ লোকে ভাবে যে ঘাঁড়ের রোগের বোধ হয় একমাত্র চিকিৎসা হলো ঘাঁড়  
ছুঁলে ফেলা।

এ ধারণার অবশ্য একটা কারণ আছে। ঘাঁড়ের রোগ হলে ঘাঁড়ের ভাঙার কারণে

যেতে হয়। তিনি তখন দাঁতটি পরীক্ষা করে তুলে ফেলেন। এ ছাড়া অন্য চিকিৎসা কম ক্ষেত্রেই হয়।

কিন্তু একথাটি ঠিক নয়। সাধারণ লোকের এ ধারণা ভুল। দাঁতের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেন যে, দাঁতের বোগীবা আসলে এমন অবস্থা নিয়ে তাদের কাছে আসেন, তখন দাঁত তোলা ছাড়া অন্য চিকিৎসার উপায় থাকে না বা সময় থাকে না। একটি দুটি বা একাধিক দাঁতের তখন এমন অবস্থা হয় যে, ঐ গুলি তুলে না ফেললে তার পরিণতি মারাত্মক হবে। ঐ দাঁত তো যাবেই, তাব সঙ্গে সঙ্গে অন্য দাঁত আক্রান্ত হতে পারে। এমন কি তার ফলে মাড়ি আক্রান্ত হয়ে *Concrum Oris* রোগ হতে পারে। তাই তখন বাধ্য হয়ে দাঁত তুলে ফেলতে হয়।

জনসাধারণের অধিকাংশ ঠিক সময় মতো দাঁতের চিকিৎসা করায় না। বা এ বিষয়ে কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। দাঁতের ব্যথা, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়াকে এরা খুব গুরুত্ব দেয় না বা গ্রাহ্য করে না। এর জন্য কেউ পারত পক্ষে ডাক্তারদের কাছে আসে না। সাধারণতঃ লোকে সাময়িক উপকার হয়, এ রকম ঔষধ ব্যবহার করে থাকে।

তার ফলে দিনে দিনে দাঁতের গোলমাল যে বেড়ে চলে তা সাধারণ লোক অনুধাবন করতে পারে না।

চলতি কথার আমরা বলি—লৌকিক দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ষনা বোঝে না। কিন্তু তা অসার। শরীর মাত্র দাঁত ও মাড়ির রোগ থেকে কঠিন কঠিন রোগ এমন কি লিউকিমিয়ার মতো রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া দাঁত থেকে মূত্থের ভেতরের অন্যান্য অংশে এবং মাথার অন্য অংশে যে সব মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে, তা তারা চিন্তা করেন না বা জ্ঞানেন না।

দাঁতের রোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দাঁতের রোগ সম্পর্কে অসতর্ক ভাবটা শিক্ষিত সমাজের থেকে অজ্ঞ সমাজের কিছুর বেশি। এজন্য অভিজ্ঞ দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা ও এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা উচিত। দাঁতের স্পেশালিষ্ট ছাড়া সাধারণ চিকিৎসকেরা ব্যথা, ফোলা প্রভৃতি কমবাব এবং *Inflammation* হলে তা বন্ধ করার ঔষধ মাত্র দেন। তবে ব্যথা, ফোলা প্রভৃতি কমে যাবার পর অবশ্য অভিজ্ঞ স্পেশালিষ্টের কাছে যাওয়া কর্তব্য। দাঁতও যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় দিক এ বিষয়ে অভিজ্ঞ দস্ত চিকিৎসকেরা সাধারণ মানুষকে অবহিত হতে বলেন।

দাঁতের রোগীর সংখ্যা দিনে দিন বেড়েই চলেছে ভারতের বৃক্কে।

এর একটা কারণ যেমন যত্ন না করা, তেমনি অন্য একটা কারণ হলো অপদৃষ্টি।

অনেকের জন্মের পর দাঁত ওঠার সময় দেখা যায় দাঁত খুব দেরীতে ওঠে। দাঁত যা ওঠে তাও ফাঁক ফাঁক ভাবে থাকে। তার কারণ হলো ঠিকভাবে ও সন্দ্বন্দভাবে বেড়ে ওঠার জন্য চাই ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি।

তাছাড়া বীতের মাড়ির জন্য একান্ত প্রয়োজন হলো ভিটামিন সি। আবার বীতের গঠন ঠিক মতো হবার জন্য ভিটামিন এ ও ভিটামিন ডি চাই।

তাই খাবো এই সব বস্তুই অভাব হলে দাঁত ও মাড়ি খারাপ হতে পারে।

কিন্তু দাঁত ও মাড়ি ভালভাবে গঠিত না হলে এই সব বস্তুই খাবার চাই—না হলে এই ধরনের ঔষধ খেতে হবে।

এখানে একটি কথা। তা হলো গ্রাম্য অঞ্চলের চেয়ে শহর অঞ্চলে বীতের রোগ অনেক বেশি। তার কারণ হলো, শহর অঞ্চলের লোকের খাদ্য খাবার। তাছাড়া এ হোল পাশ্চাত্য দেশের মতো টাটকা ফলমূল, টাটকা শাক-সব্জি, টাটকা ডিম, দুধ প্রভৃতি, টাটকা ছোলাভেজা, মটর ভেজা প্রভৃতি খাবার অভ্যাস করে খুব কম। তাছাড়া এসব জিনিস শহরে ঠিকমতো পাওয়া যায় না।

বিশু গ্রামের লোকেরা এসব খেতে পায়। প্রকৃতি থেকে খাদ্য পায়। ফলে দাঁত তাদের আপনা থেকেই সুগঠিত হবার সুযোগ থাকে।

আবার দস্ত-আঁস্থর ক্ষয় বা কোরিজ রোগ, শহর অঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

এর কারণ হলো:—নানা ধরনের শর্করা জাতীয় বস্তুই বেছে পচন বা ফারমেন্টেশন।

বোশাচিনি, গুড়, চটচটে শর্করা খাদ্য খাওয়া, শুধু মাছ পেটের পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, তা বীতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। এইসব খাদ্যের টুকবো বীতের খাঁজে খাঁজে জমে ও তা পচে যায়। সব সময় ঠিক মতো ব্রাশ না করলে, তা দূর হয় না এবং তা থেকে ব্যাকটেরিয়ারা জন্ম নেয়।

এই সব ব্যাকটেরিয়ারা বীতের এনামেলের মিনারেল অংশকে গলিয়ে দেয় এবং সেখানে ব্যাকটেরিয়ারা আবার বাসা বাঁধে।

খুব বেশি ঘন ঘন সরবত, লিমনেড্ মিছরি প্রভৃতি খাওয়া থেকেও বেরকম হতে পারে।

লজেন্স, চকোলেট, মিছরি প্রভৃতি মুখে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে তা চোষা, এজন্য দায়ী বলা যায়।

এইসব কারণে যারা দাঁত সম্পর্কে খুব যত্নবান এবং রোজ সকালে মুখে পরিষ্কার করে ধোয়, তাদের দাঁতেও কোরিজ জন্ম নেয়। সাধারণ লোকেরা মিছরি খাওয়া জিনিস রোগের বিষয় ওটা মাথা ধামান না, ডাক্তার মাথা ধামান বা চিন্তা করেন মাড়ির নানা রোগ সম্পর্কে।

মাংস প্রভৃতি আঁশযুক্ত বা ফ্যাটযুক্ত খাদ্য নিয়মিত ভাবে খাওয়াতে মাড়ির ব্যায়াম হয়। তারপর ভালভাবে মুখ ধুয়ে ফেললে তার ফলে বীতের রোগ কম হয়। কিন্তু ভারতের মত গরীব দেশে অধিকাংশ লোক মাংস খুব কম খেতে পায়। তাই তাদের ক্ষেত্রে এ নিয়মে উপকার পাবার আশা খুব কম। তাছাড়া ভারত গরম দেশ। পাশ্চাত্য দেশের মতো নিয়মিত মাংস খাওয়ার প্রয়োজনও এদেশে কম।

নিম্নের ডালের দাঁতন এ বিষয়ে ভাল বলা হয়—কিন্তু তাও প্রকৃত পক্ষে খুব একটা কার্যকরী ফল দিতে পারে না। এতে হয়তো সাময়িকভাবে মূখ পরিষ্কার হয় ও ব্যাকটেরিয়ারা কিছু মরে যায়।—কিন্তু তা যথার্থ নয়। সারাদিন মূখে প্রচুর ব্যাকটেরিয়ারা জন্ম নিতে পারে ও নিম্নের ডালে নিয়মিতভাবে মূখ ভালভাবে পরিষ্কার করা যায় না। তাই এসব দাঁতন খুব বিজ্ঞান সম্মত নয়।

নিম্নের দাঁতের মাজন দাঁতের ফাঁকে প্রবেশ করে যতো কাজ করতে পারে, তার চেয়ে ভাল পারে দামী টুথপেস্ট ও টুথ ব্রাশ।

কিন্তু এই টুথ-ব্রাশ ব্যবহার পদ্ধতি না জানলে বরঞ্চ তা ক্ষতিকারক।

টুথ-ব্রাশেই ব্যাকটেরিয়ারা বা বীজাণু জন্মাতে পারে। এর কারণ হলো ব্রাশ ভাল ভাবে পরিষ্কার ও বীজাণু শূন্য না করা।

তাই প্রতিদিন গরম জল দিয়ে টুথ-ব্রাশ অবশ্য ধুয়ে ফেলা কর্তব্য।

তাছাড়া টুথ-ব্রাশ ব্যবহার করার নিয়ম সকলের ঠিক জানা থাকে না—তাতে কতি হই।

টুথব্রাশ ব্যবহার করতে হয় ধীরে ধীরে এবং শূন্যমাত্র একদিকে নয়। এটি ব্যবহার হবে—

1. কখনো আড়াআড়ি ভাবে।
2. কখনো বা উপর-নিচে।
3. কখনো নিচের মাড়ির ভেতরের দিকে।
4. কখনো ওপরের মাড়ির ভেতরের দিকে।

এইভাবে ধীরে ধীরে ব্যবহার করলে সব দাঁতের ফাঁক বেশ ভালভাবে পরিষ্কার হবে।

হাত দিয়ে যদি দাঁত মাজা হয়, তাহলে ভাল পাউডার বা পেস্ট ব্যবহার করলেও দাঁতের ফাঁকের বীজাণুদের সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়।

পান বা জর্দা খাওয়াও আবার দাঁতের রোগ সৃষ্টিতে অন্যভাবে সহায়তা করে থাকে।

এইসব পান, সুপারি, জর্দা প্রভৃতির টুকরো দাঁতের খাঁজে জমে এবং ততবার পান খাওয়া হয় ততবার ঠিক ভালভাবে দাঁত পরিষ্কার করা সম্ভব নয়।

তাই এইসব খেতে গেলে প্রতিবার খাবার পর পেস্ট ও ব্রাশ দিয়ে—ফাঁকগুলো ভাল ভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা উচিত।

রাতের বেলা ঘরী শোবার সময় দূখ বা কোকো খেয়ে মূখ না ধুয়ে নিদ্রা বান, ভীরা ভীনের দাঁতের বিরাট কতি করে থাকেন।

### চিকিৎসা

প্রায় সব রকম দাঁতের বেঘনার সব থেকে আগে প্রিন্সিপালিটি ৩০ খাওয়ালে ও প্রিন্সিপালিটি ৬ মাড়ীতে লাগালে উপকার হয়। ঠাণ্ডা শূন্যে বাতাস বা ঠাণ্ডা জলে বাতাস বান্ধা এবং এক পার্শ্ব ব্যাধার জন্য, অ্যাকোনাইট ৩।



শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, কোষ্ঠবন্দিতা ও দস্তকর জন্য দাঁতের ব্যথার, ক্রিয়োজোট—৩।

গর্ভাবস্থার দাঁতের ব্যথা হলেও ক্রিয়োজোট ৩ উপযোগী। দাঁতের মাড়ীতে খোঁচায় মতো ব্যথা বা দপদপানিসহ রক্তকণালি দাঁত আক্রান্ত হলে এবং ঐ ব্যথা বিচরণশীল হলে, বেলেডোনা ৩x।

সর্দির জন্য দাঁতের ব্যথা হলে ( দাঁতের মূল ক্ষীণ হয় না )। মূখে কোনও পদার্থ প্রবিষ্ট হলেও চেপে ধরার মতো ব্যথা এবং অনেক দেবীতে ঐ ব্যথা সারে, বিছানার গরমে বা কোনও গরম দ্রব্য খেলে ও বিকালে ব্যথার বৃদ্ধি হয় এইসব লক্ষণে—পালসেটিলা ৩০।

ঠিক সম্ভার সময়ে দাঁতের ব্যথা ও জিহ্বার সাদা লেপাবৃত লক্ষণে, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬।

দাঁত বড় হয়েছে, এই রকম অনুভব, দাঁতে দাঁত চাপলে বা শীতল জল দাঁতে লাগলে অসহ্য কনকন করে, রাতে কপালের পার্শ্ব পর্যন্ত ব্যথার বিস্তৃতি, গরম সৈক দিলে কমে—আর্সেনিক ৬।

স্নায়বিক দাঁতের ব্যথা জন্য দাঁত আলগা বোধ, দস্ত মূল ও গলা ফুলে ওঠা, গরম দ্রব্য পানাহারে ও বিছানার গরমে ব্যথা বাড়ে এই সব লক্ষণে—ক্যামোমিলা ৬ উপযোগী।

দাঁতের ব্যথা ও বস্ত্রপ্লাব, মূখ শুকনো, কিন্তু পিপাসা থাকে না, চিবালে ব্যথা অনুভব লক্ষণে, কার্বো-ভেজ ৬।

দাঁতে বাতাস লাগলে ব্যথার বৃদ্ধি, দাঁত বড় বোধ হওয়া, বাঁ দিকেই ব্যথা বাড়ে, খাওয়ার সময় দাঁতে ঠাণ্ডা লাগে, এই সব লক্ষণে, সাল্ফার ৬।



## চর্মরোগ ও তার চিহ্ন ২৯

চর্মরোগ সাধারণ থেকে জটিল পর্যন্ত হতে পারে। সামান্য চুলকানি, পাঁচড়া, ঘা, ক্ষত, এসবও চর্মরোগের মধ্যে, আবার কুষ্ঠ, শ্বেততী বা Leucoderma প্রভৃতিও চর্মরোগ। এইসব চর্মরোগ ভালভাবে চিহ্নিত না করলে সহজে সারে না—তাই এর ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।

সাধারণ চর্মরোগও কিছু সব সময় সাধারণ নয়। এইসব চর্মরোগের জন্য বাহিরে ঔষধ প্রয়োগেই কাজ ভাল হয় না—বারং অনেক সময় হীজাণু, বা শূন্য ওপরে ঔষধ প্রয়োগ করলেও রক্তের মাঝ দিয়ে ভেতরে চলে যায় এবং তারপর দেহের ভেতরের নানা রাস্তা দিয়ে আক্রমণ করতে পারে—যেমন অম্ল, লিচাব, প্লীহা, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি।

তাই চর্মরোগ চিহ্নিত করার সময় সবদা বাইরের এবং ভেতরের রক্তের বাহাণু সম্পূর্ণ নিমূল করার মত ঔষধাদি প্রয়োগ কর্তব্য।

সব চেয়ে সাধারণ চর্মরোগগুলি হয় বাইরের জরগাণ Infection থেকে। যে সব জটিল চর্মরোগ মানব দেহে আক্রমণ করে তাদের সংখ্যা অবশ্য ভারতে কম, তাই সাধারণ সব চর্মরোগ অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের বৃক্কে হয়ে আসছে। প্রাচীন আর্যবর্ষে গ্রন্থাবলিতে কিছু কিছু সাধারণ চর্মরোগ, এমনটা কুষ্ঠ রোগ প্রভৃতিরও ইতিহাস পাওয়া যায়।

ভারতের বৃক্কে একটি প্রধান ও সাধারণ চর্মরোগ হলো দান বাহাণু ও চর্ম। এগুলি নানা প্রকার এবং অনেক সময়ে এগুলি খুব জটিল বা কঠিন বলে মনে হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে এই রোগ খুব বেড়ে ওঠে। তার কারণ হলো, গরম ও আর্দ্রতা এদের বেড়ে ওঠাতে প্রচুর সাহায্য করে থাকে। শীতকালে এই রোগ অনেকটা ভাল থাকে।

মাত্র একটি লাগাবার ঔষধ সুলভ কাজ করে। সপ্তাহে দান খুব করে এতে আয়োডিন ৫ লাগাতে হবে এবং পঞ্চাশ বা ষাট দিনের মধ্যে। বার্মিংহামে ২০০ সপ্তাহে একমাত্র বা নেট্রাম সালফ ২০০ মাসে এ রোগ সেরেনে সুলভ কাজ করে। এই ঔষধ অনেক সময়ে রোগ এলু বার্মিংহামে পরে পূর্ণ আরোগ্য করে।

ক্যান্ডিডা বা চর্মের মধ্যে যাক বলে কাজ, তাহলে একটি বিশেষ ধরনের চর্মরোগ। মধ্যবিন্দু গাণ্ডি পরিবরণের মেয়েদের মধ্যে এটি বেশি হয়। জলে দিনরাত কাজ করার ফলে এটা হতে থাকে। এটি সাধারণতঃ আঙ্গুলের খাঁজগুলোকে বেশি আক্রমণ করে থাকে। নখেও গোড়াও আক্রমণ হয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ডায়বোটিস, রোগ থাকলে এবং মদ্যপান অভ্যাস হলে এটি আরও ভয়াবহ হয়। দানের মতো এই রোগও গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে বেশি হয়—শীতকালে কম হয়।

হাজ্জ হলো এক ধরণের ফাংগাস ইনফেকশন। আবার অন্য এক ধরণের ফাংগাস আক্রমণ জনিত রোগ হলো *Tinea Versicolor* রোগ। এতে চর্মের মাঝে মাঝে স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিক গুণ বা অন্য রং হয়। কিন্তু এটি শ্বেততা রোগ বা *Leucoderma* রোগ নয়।

আবার অন্য এক ধরণের এক প্রকার রোগ হলো *Seborina* গ্রুপের রোগ। এতে চুল পড়ে যায়, ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি হয় এবং ডার্মাটাইটিস্ বা চর্ম প্রদাহ হয়। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে, অল্প বয়সে চুল উঠে যাওয়া বা পেকে যাওয়ার সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

তারা বলেন যে, তরুণদের মধ্যে মাথায় ভাল কেশ তৈল ব্যবহার না করা এবং বেশি শ্যাম্পু, ক্রীম প্রভৃতি ব্যবহার করার এটি হলো প্রধান কারণ।

অবশ্য সবার কাছে কেশতৈল প্রয়োজন হয় না। অনেক লোকের দেহের চর্মগ্ৰন্থি খুব বেশি কাজ করে থাকে। তাদের চুলে বা লোমে আপনা থেকেই প্রচুর তেল থাকে, তাই তাদের কেশতৈল ব্যবহারের দরকার হয় না। তারা বেশি তেল ব্যবহার করলে ক্ষতিকারক হয়।

খুব দ্রুত টাক পড়া পুরুষদের পক্ষে একটি বিশেষ ক্ষতিকারক রোগ। এর সঙ্গে হোরিডিটি বা বংশ পরম্পরার ধারার মতো *Genetics* এর সম্পর্ক আছে। পিতা, পিতামহ, মাতুল, মাতামহর ধারা কাজ করে বলেই এই রকম অবস্থা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। তাদের দেহের হর্মোন রক্তে ঠিক না থাকলে অথবা তাদের কাজকর্ম বেশি হলে, তার জন্যে এটি হয়ে থাকে।

গ্যাক্‌নি রোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই *Genetic Factor* প্রচুর ভাবে ক্রিয়ালীল দেখা যায়। এতে মূখে রণের মত *Pimple* বের হয় এবং 16 থেকে 25 বছরের যুবক-যুবতীর এটি বেশী হতে দেখা যায়।

এদের ক্ষেত্রে এই রোগ কতকগুলি কারণে বেশি বৃদ্ধি পাবার প্রবণতা দেখা দেয়। বেশি মশলা বা গরম মশলা খাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, পায়খানা ঠিকমতো না হওয়া, পরিবেশের জন্যে এবং নানা ক্ষতিকারক কসমেটিক্‌স্ ব্যবহার করা এই রোগ—সূঁচ ও বৃদ্ধির কারকতা আনে।

আর একটি সাধারণ চর্মরোগ হলো একর্জিমা, অর্থাৎ *Allergic Dermatitis* রোগ। আগেকার দিনে ধারণা ছিল যে, এর সঙ্গে শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র প্রভৃতির সম্পর্ক আছে। অনেকের ধারণা ছিল, ঔষধ দিয়ে একর্জিমা সারিয়ে দিলে তার ফলে হাঁপানি হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন এ ধারণা ভুল।

তাই বর্তমানে সাধারণ ঔষধ খাইয়ে ও মলম ব্যবহার করে নির্ভয়ে রোগ সারিয়ে থাকেন। এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

শ্বেততা বা *Leucoderma* হলো আর একটি রোগ—যার সম্পর্কে আগে জন-হোমিওপ্যাথি —36

সাধারণের ভুল ধারণা ছিল। একে চলতি কথায় বলা হতো শ্বেত কুষ্ঠ রোগ। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কুষ্ঠরোগ ভিন্ন রোগ। তার সঙ্গে এ রোগের কোনও সম্পর্ক নেই।

এ রোগের কারণ সম্পূর্ণ জানা যায়নি বটে—তবে এটা ঠিক যে, কুষ্ঠ বা Leprosy রোগ ছোঁরাচে—কিন্তু শ্বেত কুষ্ঠ মোটেই তা নয়। তবে এ রোগ অনেকটা বংশগত ভাবে হতে পারে বলে জানা গেছে।

আগে এমনি রোগে আক্রান্ত ছেলে-মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হতে বা চাকরীতে যোগ দিতে গেলে চিবিৎসকের সার্টিফিকেট আনতে হতো যে, রোগটি ছোঁরাচে নয়। কিন্তু তা করা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই রোগ মোটেই ছোঁরাচে নয়।

সাধারণত প্রাথমিক অবস্থাতে এ রোগের যন্ত্র নেওয়া হয় না বলেই এ রোগ বৃদ্ধি পায়।

এবার আমরা বিভিন্ন চর্মরোগ সম্পর্কে আলোচনা করছি—যেগুলো ভারতে বা Tropical আবহাওয়াতে বেশি দেখা যায়।

### স্নাকনি (Acne)

কারণ —1. জন্মগত কারণ বা পূর্বপুরুষদের দ্বারা।

2. বয়ঃবৃদ্ধিকালে হরমোনের প্রভাবে যুবক-যুবতীদের মধ্যে এটি বেশি হয়।

3. বেশি মশলা বা গরম মশলা খেলে এর প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

4. পায়খানা ঠিকমতো পরিষ্কার না হওয়া।

5. পবিবেশের নোংবামি বা আলোহীন ঘরে বাস করা।

6. ক্ষতিকারক নানা কসমেটিক্‌স্ বা স্নো, পাউডার, ক্রীম প্রভৃতি বেশি ব্যবহার করা।

লক্ষণ —চর্ম ফেটে ফেটে যায় এবং ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বের হয়ে থাকে—যা ঠিক রূপের মতো দেখায়, মূখে ও গালে তা বেশি দেখা যায়।

2. অনেকটা একাজমার মতো দেখায় অনেক সময়—কিন্তু তা প্রকৃত একাজমা নয়।

3. অনেক সময়ে দেহের একস্থানে প্রথমে বেশি হয়, তারপর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের ঐসব স্থানের চামড়া অনেকটা ব্যাঙের চামড়ার মতো দেখায়।

4. অনেক সময় ঐসব স্থানে Inflammation থাকে, তার ফলে ঘায়েব মতো হয় ও ব্যথা হয়। নানা ধরণের বক্সাস বা ব্যাসিলাস্ জাতীয় বীজাণুর জন্য Secondary Infection হয় ও তাতে রোগ বৃদ্ধি পায়।

রোগ নির্ণয় —রূপের মতো ফুস্কুড়ি ও তা থেকে ব্যাঙের চামড়ার মতো অবস্থা হয় চর্ম, কিন্তু এর বস নিয়ে পরীক্ষা করলে, অন্তর্নিষ্কাশন যন্ত্রে বোঝা যায় যে, তা একাজমা নয়।

২ প্রথমে একস্থানে শ্বেদ হর—তারপর বেহের নানা অংশে ছাড়িয়ে পড়ে। Inflammation বেশি হলেও তা এর Secondary Infection জন্মিত।

### উপসর্গ

ঠিক মতো চিকিৎসা না করলে সারা দেহে ছড়ায় ও তার সঙ্গে Secondary Infection যোগ হলে তা থেকে বিপ্রি, কুৎসিৎ চর্মরোগ দেখা যায়। চিকিৎসার অভাবে ঘা, ক্ষত প্রভৃতি হতে পারে।

### চিকিৎসা

ধূঞ্জা-৩০—টিকা দেবাব পর চর্মরোগ প্রকাশে উৎকৃষ্ট ঔষধ।  
 ব্যাসিলিনাম ২০০—মক্ষ্মা বা গড়মালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে ফলপ্রব।  
 বেলিস পেরেনিস-৩০—জলীয় বাতাস বা হঠাৎ গরমের পর ঠান্ডা লাগার জন্য চর্মরোগ হলে।

ডালকামারা-৬—স্যাৎসেতে জায়গায় বাস বা বর্ষাকালীন চর্মরোগে।  
 আর্গিকা ৩, ৩০—আঘাত জন্মিত পড়ে যাবার পর চর্মরোগে।  
 হাইপেরিকাম ৪, ৩০—নারদতন্ত্র আহত হবার পব চর্মরোগে।  
 ডি.কস ৬—সর্বাঙ্গ চুলকাতে থাকে, অথচ গায়ে বিশেষ কোনও উদ্ভেদ প্রকাশ পায় না।

কার্বলিক অ্যাসিড ৬—সর্বাঙ্গে জলপূর্ণ উদ্ভেদ, অত্যন্ত চুলকায় ( গা ঘষলে চুলকানো কমে এবং ছালা বোধ হয় )।

মেজেরিয়াম ৩০—প্রতাহ এক মাঠা একজন্মা প্রভৃতি চর্মবোগে।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে থাকা কর্তব্য।
2. বেশি মশলাদি বা গরম খাদ্য খেতে নেই।
3. কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য ঔষধ খেতে হবে।
4. বাজে ক্ষতিকারক কসমেটিকস্ ব্যবহার করা উচিত নয়।
5. সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কর্তব্য।

### ফোঁড়া ( Boils )

কারণ—দেহে নানা ধরণের কক্রাস ব্যাসিলাস প্রভৃতি বীজাণু প্রবেশ করে এবং স্তনের W. B. C. কণিকার সঙ্গে তাদের সংগ্রাম হয়। তার ফলে দেহে সঞ্চিত মৃত কণিকাগর্দূল পুঞ্জ আকারে সঞ্চিত হয় ও তা চর্মের উপরে ফোঁড়ার আকার সৃষ্টি করে থাকে।

এটি কখনো একটি হয়, কখনো একাধিক হয়। একটি ফোঁড়া হলে কোন ভয় নেই। তবে তা একাধিক হতে থাকলে এবং যা একই স্থানে হতে থাকলে, তার জন্য অবশ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

লক্ষণ—1. প্রথমে দেহের একটি স্থানের চর্ম লাল হয় ও সেখানে ব্যথা হয়।

2. তারপর ঐ স্থানে একটি বা একাধিক ফোঁড়া হয়।

3. ফোঁড়া হলে তাতে ব্যথা হয়। তাতে পুঞ্জ সৃষ্টি হলে তা টাটাতে থাকে।

4. তারপর ফোঁড়ার মধু সাধা হয় ও অবশেষে ফোঁড়া পেকে ফেটে বোড়িয়ে যায়।

5. ফেটে বোড়িয়ে যাবার পর ব্যথা কমে যায়। ধীরে ধীরে ঐ ক্ষত শুকিয়ে যায়।

6. কখনো বড় ফোঁড়া হলে বা একাধিক হলে অল্প জ্বর, মাথাব্যথা প্রভৃতি হতে দেখা যায়।

### উপসর্গ

ফোঁড়া মাঝে মাঝে এমন স্থানে হয় যে তা সহজে থাকলেও ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় না। যে সব স্থানের চর্ম মোটা সেখানে ফোঁড়া হলে তাতে কষ্ট দেখা দেয়। তখন বাধ্য হয়ে অপারেশন করতে হয়।

কখনো ফোঁড়া থেকে দেহের ভেতর পুঞ্জ বসে যায়, তা না ফাটলে। তখন বড় নালী ঘাঁ'র সৃষ্টি হয়। পিঠের ফোঁড়া মাঝে মাঝে এমনি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। ঐসব ফোঁড়া তখন অপারেশন করতে হয়—অন্যথা রোগীর জীবন বিপন্ন হয়। যদি রোগীর ডায়েবেটিস্ রোগ থাকে, তাহলে ফোঁড়া সহজে শুকাতো চায় না। তার ফলে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

### চিকিৎসা

পুঞ্জ উপপন্ন হবার আগে আক্রান্ত স্থান স্ফীত ও লালবর্ণ হয়ে দপদপে ব্যথা এবং গরম জ্বালা বোধ হলে—বেলে ১x।

রোগে পুঞ্জ উপপন্ন হলে—মার্কিউরিয়াস ৬। রোগ পচবার উপক্রম, আক্রান্ত স্থান জ্বালা করলে এবং সেই সঙ্গে দুর্বলতা থাকলে—আর্সেনিক ৩x, ৩০।

রোগ বসাতে হলে—হিপার সালফার ৬, ২০০। পাকাতে হলে—হিপার সালফার ৩x বিচর্চ (শরীরে পারদ্রবোষ থাকলে এটা সাময়িক উপযোগী)। অধিক পরিমাণে পুঞ্জপ্রাব হলে কিংবা রোগ পুরানো হলে—সাইলিসিয়া ৩০।

ক্লদু ক্লদু রোগ হতে থাকলে—আর্ণিকা ৩। বারবার রোগ হতে থাকলে—সাল্‌ফার ৩০।

অনবরত কন্‌ড্রায়ক রোগ, কোন ঔষধই ফলপ্রসূ হয় না—একিনেসিয়া ৩ পাঁচফোঁটা—দিনে দুই-এক মাত্রা মাত্র।

ত্রণ পচে তা থেকে দুর্গন্ধ প্রাব বের হতে থাকলে—বসভাগ গরম জলে একভাগ ক্যালোডেলা ৪ মিশিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে হবে।

### জানুৱালিক বাবস্থা

জ্বর থাকলে তরল পদার্থের পথ। তা না থাকলে মাহের ও তরকারীর ঝোল-ভাত পথ।

2. টক খাদ্যাদি বর্জনীয়।
3. হোক্‌মা ভিজিয়ে লাগালে পাকবার পর অনেক সময়ে সহজে ফেটে যায়।

### কার্বাঙ্কল ( Curbuncle )

কারণ —এটিও বেহের মধ্যে নানা বীজাণুদের Infection প্রবেশ করলে তার ফল-স্বরূপ হয়। তবে এগুনি বড় জাতের ফোঁড়া। পিঠে বেশী হয় এবং লক্ষণ কিছুটা ভিন্ন হয়।

লক্ষণ —এগুনি সাধারণ ফোঁড়ার থেকে খুব বড় হয়।

2. প্রথমে পিঠে একটা চাপের মত লাল অংশ সৃষ্টি হয়। ব্যথা শুরু হয়। খুব বেশি ব্যথাও হতে পারে।
3. তারপর ক্রমশঃ ফোঁড়া পেকে যায় ও টনটন করতে পারে—কারণ পুঁজু জমে।
4. সহজে ফোঁড়া ফাটে না। একাধিক ছোট ছোট মূখ হয় ও ভেতরে নালী হয়। সহজে শুকোতে চায় না ও কষ্ট হয়।
5. যদি ডায়াবেটিস রোগ থাকে, তাহলে এই ফোঁড়া শুকোতে চায় না বরং রোগীর জীবন বিপন্ন করে।

### উপসর্গ

1. সাধারণ অবস্থাতেই চিকিৎসা ঠিকমতো না করলে দীর্ঘ সময় কষ্ট ভোগ করতে হবে।
2. ডায়াবেটিস থাকলে এর ফলে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

### চিকিৎসা

এই রোগের প্রথমে বা সূচনাতে অ্যান্‌থ্র্যাক্সিনাম্ ১০ দিতে হবে তিন-চার ঘণ্টা অন্তর। তাতে রোগ বাড়ে না এবং অন্য ঔষধ দেবার প্রয়োজন হয় না।

এটি ব্যর্থ হলে বিভিন্ন ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

আক্রান্ত স্থান ফোনা, বিস্তৃত, লালবর্ণ, জ্বালাকর, হুলবেঁধার মতো ব্যথা লক্ষণে, এণ্ডিস্ ৩, ৬।

ফোঁড়ার বিস্তার এবং পচন শূন্য হলে এবং জ্বালা থাকলে, আসেরিন ৩x থেকে ৩০।

আক্রান্ত অংশ লালবর্ণ, চকচকে, ফোঁড়ার মত ব্যথা, কামড়ানি, চিড়িকমারা যা, নিদ্রাভাব কিছু সূনিদ্রা হয় না—বেলেডোনা ৩x থেকে ৩০।

পুঁজ উৎপন্ন হবার আগে, প্রবাহ অবস্থা হলে বারবার—রোজ ৪।৫ বার বেলেডোনা ৩x ॥

জ্বালাকর বেদনা, রক্তপ্লাব, দুর্গন্ধ ভাবে, কার্বোভেজ ৬, ৩০—দৈনিক এক থেকে তিনবার।

প্রবল ব্যথা, জ্বালাকর দুর্গন্ধ, পুঁজ ও পচন শূন্য হলে, সাইলিসিয়া ৩০।

উপরের মত একই লক্ষণ কিছু গায়ে কাপড় রাখতে চায় না লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৩, ৬।

ট্যারেন্টুলা মাথার, ৩০—যন্ত্রণা নিবারক খুব ভাল ঔষধ।

প্রতিষেধক—কার্বাম্বল শূন্য হলে এবং পুঁজ হবার আগে বেলেডোনা ১x. অথবা সাইলিসিয়া ৩x সেবন করলে এবং ফোঁড়াতে স্পিরিট ক্যাম্ফর ও পরে অলিভ অয়েল মাখিয়ে রাখলে সেটি বাড়তে পারে না।

গরম জলে ক্লানেল ভিজিয়ে সেক দিলে খুব ভাল ফল দেয়।

ময়দা বা তিসির পুঁজটিস্ দিলে টাটানি কমে।

নিমপাতা সিদ্ধ করে পুঁজটিস্ দিলে ভাল ফল হয়।

ক্যালোডুলা মলম অথবা বোরাসিক অ্যাসিড্ অলিভ অয়েল বা লার্ডসহ মাখিয়ে তা দিয়ে ফোঁড়া বেঁধে রাখা ভাল।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. টক খাদ্যাদি নিষেধ।
2. ঘিয়ে ভাজা খাবার কিছু কিছু খেলে দ্রুত ঘা শূন্য হয়ে যায়।
3. ভিটামিনযুক্ত বলকারক হাল্কা খাদ্যাদি খেতে হবে।

### ফোঁড়া ও পোড়া ঘা (Burns)

কারণ—উনুনে রান্না করতে গিরে, বা ফ্যান্টারিতে ফারনেসে কাজ করতে গিরে, বা দুর্ঘটনায় হঠাৎ ঘেহের কিছু অংশ পুড়ে যায়। আবার দেহে গরম জল বা গরম তেল পড়েও পুড়ে যেতে পারে। বেশি ঝক পুড়লে তা বিপজ্জনক হয়।

অল্প পুড়লে তা থেকে ফোস্কা হতে পারে এবং ফোস্কা গলে পরে ঘা হতে পারে।। বেশি পুড়লে হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো উচিত। অল্প পুড়লে তত উন্ন থাকে না। তবে বিষাক্ত হলে তা Septic হতে পারে।

লক্ষণ—সাধারণতঃ সাধারণ ভাবে ফোস্কা গলে গেলে, ছোট ছোট ক্ষত বা ঘা হয় ॥



2. বেশি ঘা হলে বা বীজাবদ্ধ দূষণ হলে তা থেকে Septic হতে পারে। তার ফলে জ্বর বেশি হতে পারে ও মাথাধরা ও যন্ত্রণা প্রভৃতি নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

### উপসর্গ

1. ঘা বেশি বড় হলে, সেপটিক হলে তা রোগীর জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে।
2. বেশি জ্বর, প্রলাপ, বড় ঘা, সেপটিক হতে পারে। মূখে বা মাথায়, বন্ধে পোড়া ঘা হলে তা আরও বেশি মারাত্মক হতে পারে।

### চিকিৎসা

সামান্য রকম পোড়া হলে ক্যান্থারিস মাদার বা আর্টিকা ইউরেন্স মাদার এক ড্রাম, এক আউন্স জলে মিশিয়ে তাতে বিশুদ্ধ ন্যাকড়া বা তুলা ভিজিয়ে দৃশ্যস্থানে লাগাতে হবে।

গোল আলু অথবা পুই পাতা বেঁটে অথবা পাকা কলা চটকে কিংবা নারকেল তেল চূর্ণ সহ ফেঁটে কিংবা গুড় মধু মিশিয়ে দৃশ্যস্থানে লাগালে ভাল ফল দেয়।

ঘন খয়ের জল লাগালেও ভাল হয়।

আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত, ফোলা, জ্বর, পিপাসা, গায়ের চর্ম শুকনো, ভন্ন, মনের উদ্বেগ লক্ষণে—অ্যাকোনাইট ৩x বার বার দিতে হবে।

আগুনে পুড়ে কালো রঙের ফোম্কা, জ্বালা, পিপাসা, দুর্বলতা, মৃত্যুভয় লক্ষণে, আর্সেনিক ৬।

কৃত স্থানে পুঁজ হলে হিপার-সালফার ৬ সেবন ও ক্যালেন্ডুলা মাদার ও অলিভ অয়েল বাহ্য প্রয়োগ।

কৃতস্থানে পচন ভাব শূন্য—সাইলিসিয়া ৬ বা ৩০।

কৃতস্থানে ভালভাবে বিশুদ্ধ তুলা এবং ক্যালেন্ডুলা মাদার এবং জলপাই তেল (অলিভ অয়েল) মিশিয়ে ড্রেস করে রাখা প্রয়োজন। ঘন ঘন তুলা পালটাতে নেই—কেন না, নতুন চর্ম গজাতে অসুবিধা হয়। কয়েকদিন বাধে বাধে ধীরে ধীরে অলিভ অয়েল লাগিয়ে এটি পালটাতে হয়।

### মাংসপেশীর অবসাদ

বেশি ব্যায়াম, লাফালাফি, খেলা প্রভৃতির থেকে এই অবস্থা হয়। পেশীর অবসাদ, দুর্বলতা হয়। আর্ণিকা ৩x থেকে ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্থানিক দ্রব্য গরম প্রয়োগ করলে বা স্থানিক মালিশ প্রয়োগ করলে ভাল ফল দেখা যায়।

দেহের যে কোনও আঘাত বা রক্তপাতে

আর্ণিকা ৩, ৬ সেবন ও আর্ণিকা মাদার বাহ্য প্রয়োগ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

## জুতোর কড়া (Corns)

কারণ—জুতো পারে দিতে দিতে পারের নানা স্থান শক্ত হয়। সেই সব জায়গাতে কড়া পড়ে। অনেকে ঐ সব কড়া রেড দিয়ে কেটে ফেলে। কিন্তু তা সারে না— আবার হয়। সহজে এইভাবে রোগ সারতে চায়না। পরে তা থেকে পারে ব্যাধা বেদনা প্রভৃতি হতে পারে। কিন্তু ঔষধ লাগালে তা সেরে যায়।

লক্ষণ—1. পারের বিভিন্ন স্থানে শক্ত কড়া পড়ে।

2. কড়া কাটলে আবার হয়। কখনো ব্যাধা হয়।

3. বোঁশ কাটলে রক্ত বের হতে পারে বা Septic হতে পারে।

4. ঠিক মতো ঔষধ লাগালে ধীরে ধীরে তা ভাল হয়।

## চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় বা যন্ত্রণাদায়ক কড়ার জন্য, ফেরাম পিক্টিক ও ভাল ফল দেয়।

প্রবাহযুক্ত ও ক্ষতযুক্ত কড়ার জন্য, নাইট্রিক অ্যাসিড ২x, ৩x, 6x।

হাইড্র্যাসটিস্ মাদার একভাগ এবং অলিভ অয়েল আটভাগ মিশিয়ে বাহ্যিক প্রয়োগে ভাল ফল দেয়। রোজ রাতে লাগাতে হয়।

কড়া শব্দ হলেই আর্ণিকা মাদার দশ ফোঁটা এক আউন্স গ্লিসারিন ও এক আউন্স জল মিশিয়ে তুলার ভাঁজিয়ে বার বার জড়িয়ে রাখলে খুব ভাল ফল দেয়।

যাভুগত দোষের জন্য বার বার বড়ো হয়। এই অবস্থায় লক্ষণ মিশিয়ে বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োজন হয়।

সালফার ৩০, ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩, লাইকোপোডিয়াম ১২, সিঁপলা ৬, অ্যান্টিম ক্লড ৬, ফস্ফোরাস ৩, সাইলিসিয়া ৬ প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

নরম চওড়া মৃৎওলা জুতা ব্যবহার করতে হও। সেই সঙ্গে ক্যালেন্ডুলা সাক্সাস ৪ তুলার মাথিয়ে কড়ায় লাগাতে হবে।

ভিরেট্রাম ভির মাদার তুলার মাথিয়ে লাগালেও উপকার হবে।

পারে ব্যাধা ও কড়ায় ব্যাধা হতে থাকলে আর্ণিকা ৩ রোজ দু'বার করে খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

## ডার্মাটাইটিস (Dermatitis)

কারণ—চর্মের উপরে Infection হলে তাকে বলা হয় ডার্মাটাইটিস বা চর্মের প্রবাহ রোগ। নানা কারণে ডার্মাটাইটিস হতে পারে। ভারতের বৃকে যা দেখা যায় তাতে প্রধানতঃ দুই ধরনের ডার্মাটাইটিস দেখা যায়।

1. Infective eczematoid ধরনের

2. Herpetiformis ধরনের।

দুই ধরনের রোগেই চর্মের প্রবাহ হয় ও তাদের লক্ষণ প্রায় একই রকম দেখা যায়। তবে তাদের চিকিৎসা পার্থক্য পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। এই পার্থক্য কিন্তু লক্ষণ অনুযায়ী পৃথক ভাবে ধরা সম্ভব হয়।

লক্ষণ—দুই ধরণের রোগেই ক্ষত, চর্মের প্রদাহ হয়—তবে Herpetiformis হলে তাতে চুলকানি বেশি হয় ।

### চিকিৎসা

ব্যাঙ্গলিনাম ২০০ - যক্ষ্মা, গাঙমালা প্রভৃতি রোগীণের চর্মরোগে ।  
 বেঙ্গিস পেরেনিনস্ ৩x—জলীয় বাতাস লেগে বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে চর্মরোগে ।  
 ডালকামারা ৬, ৩০—বর্ষীয় বা স্যাংসতে স্থানের জন্য চর্মরোগে ।  
 হাইপেরিকাম মাদার, ৩০—স্নায়বিক আঘাত কারণে ।  
 আর্ণিকা ৩, ৩০—আঘাত জনিত চর্মরোগে ।  
 কার্বলিক অ্যাসিড ৬—সর্বত্র চুলকানি, উশ্বেদ ।  
 স্পিজিয়া মাদার—যে কোন চর্মরোগে, রোজ ৩।৪ বার ।  
 মেজোরিয়াম ৩০—একজমা প্রভৃতিতে ।  
 কর্নাস মাদার—ফাটা চর্ম ও রস নিঃসরণে ।  
 নেপ্টাম সালফ্—৩২x, ৩০x উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### গা জ্বালা করা বা গাঢ়দাহ

সাল্ফার ৩০, ২০০—সারা শরীরে ভীষণ জ্বালা ।  
 আর্সেনিক ৩x, ৩০—যে কোনও রোগে দেহের বাইরে ও ভিতরে জ্বালা ।  
 সিকেলি ৩, ৩০—দেহ ঠাণ্ডা কিন্তু রোগী প্রবল জ্বালা বোধ করে ।  
 ফস্ফোরাস ৬—জ্বালা অন্তর্ভব—বিশেষ করে যক্ষ্মা রোগে এবং ক্ষয় রোগে ।  
 অ্যাকোনাইট ১x, ৬—জ্বর এবং জ্বালাবোধ ।  
 এপিস্ মেল ৩x, ৩০—হুল বেঁধার মত ব্যথা ও জ্বালা ।  
 অ্যাগারিকাস্ ৩, ২০০—শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, রক্তিমতা ও জ্বালা ।  
 বেলেডোনা ১x—৩০—গরমে জ্বালা বৃদ্ধি ।  
 ক্যাথারিস্ ৩, ৬—গলা, পেট, মুহুযন্তে জ্বালা ।  
 ক্যাপ্‌সিকাম ৩, ৬—সারা দেহে লক্ষা বাটার মত জ্বালা লক্ষণে ।  
 রায়োনিয়া ৩, ৩০—পিত্তজনিত জ্বালা ।

### একজমা ( Eczyma )

কারণ—এক শ্রেণীর এলার্জিক থেকে এই রোগ হয় বলে একে বলা হয় Allergic Dermatitis রোগ । এই সঙ্গে নানা বীজাণুর দ্বারা Secondary Infection হলে তা আরও বেড়ে যায় । এটি তাই প্রথম অবস্থাতে চিকিৎসা করা কর্তব্য—তা না হলে রোগ সারতে খুব বিলম্ব হতে পারে ।

লক্ষণ — 1. চর্ম ছোট ছোট উল্লেখ্য প্রথমে হয় ও খুব চুলকানি হতে থাকে । চুলকানি হতে হতে বেড়ে যায় ও পরে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে পড়ে সারা দেহে ।

2. চামড়া নষ্ট হয়ে যায় । কষ বের হয় আক্রান্ত স্থান থেকে ও ঐ কষ যেখানে লাগে, সেখানে আবার নতুন করে রোগ সৃষ্টি হতে থাকে ।

3. ঘা যেখানে সেখানে ছাড়িয়ে যায় । ঐ সব স্থানে কালো কালো দাগ পড়তে থাকে ।

4. ক্রমশঃ সারা গায়ে কালো কালো দাগ পড়ে এবং তার ফলে চামড়ার চেহারা বিপ্রী দেখায় ।

### চিকিৎসা

আর্সেনিক ৬, ২০০—শুকনো, ফাটা ফাটা, জ্বালাকর চুলকানি, পাতলা দর্গন্ধ রস বের হয় । গরমে কমে ।

আর্সেনিক আরোড—৩, ২০০—দাড়িতে একজিমা, মামাড়িযুক্ত, জ্বালা, সব সময় চুলকানি, জলের মতো পাতলা রস, ধূলে বাড়ে, শরীরের শীর্ণতা ।

ব্যারাইটা কার্ব—৬, ২০০—খর্বাঁকত, গন্ধটিকাদোষ গ্রন্থ, গণ্ডমালা, অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগে, অসহ্য চুলকানি, চুলকানির পর জ্বালা, বৃক্ষ বয়সে জ্বালা, সদুপায়ীদের হয় ।

ক্যালকোরিনা-কার্ব ৩০, ২০০—খল খলে মোটা চেহারা, সহজে ক্রান্তি বোধ, সহজে ঠাণ্ডা লাগে, একজিমা পূর্ন মামাড়িযুক্ত, হলদেবর্ণের রক্তপ্রাব, দর্গন্ধ, কানের পেছন দিকে একজিমা, পূর্নমাতে বাড়ে, বর্ষাকালে বাড়ে, ঠাণ্ডায় কমে ।

হিপার-সালফার ৬, ৩০, ২০০—সামান্য আঘাতে পুঁজ হয় এবং বড় ঘায়ে পরিণত হয় । হলদে মামাড়িযুক্ত একজিমা, প্রবল চুলকায়, সামান্য চুলকালে রক্ত বের হয়, অত্যন্ত স্পর্শকাতর । রোগী সব সময় রোগের ভয়ে কাতর, ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না । বর্ষাকালে কমে ।

পেট্রোলিয়াম ৬, ৩০—অসহ্য চুলকানি, জ্বালা, চুলকানোর জন্য রোগী রাতে ঘুমোতে পারে না ।

### ইমপেডি রোগ কন্টাজিওসা

#### ( Impedigo Contagiosa )

কারণ — এই রোগ বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে হয়ে থাকে । এইসব বীজাণু চর্ম আক্রমণ করে এবং তাব ফলে রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে ।

এগুলি স্থানিক রোগ । এই রোগ দেহের ভিতর খুব বেশি কুলক্ষণ প্রকাশ করে না বা রক্তে মিশে ক্ষতি করতে পারে না ।

লক্ষণ—স্থানিক ভাবে দেখা যায়। স্থানিক ভাবে চর্ম আক্রান্ত হয় ও তার উপবে ছোট ছোট খাঁশি বা Crust মতো পড়তে থাকে। এটি প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না হলে বেড়ে যেতে থাকে ও ছড়িয়ে পড়ে।

চিকিৎসা না হলে অবশ্য এটি গায়ের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ও তাব ফলে চর্ম বিস্তী দেখায়।

মাঝে মাঝে খাঁশি উঠে যায়। তাতে বীজাণু থাকে। তা থেকে রোগ আক্রমণ হতে পারে।

### চিকিৎসা

এটি প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা শুরুর করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

তরুণ রোগে ভায়োলা ট্রাই ও সেবন এবং ৩ পরিমিত জলে বাহ্য প্রয়োগ উপকারী।

পুরানো রোগে অ্যান্টিম টার্ট ৩, ৬ সেবন এবং বর্ড লিভার অয়েল এবং পুস্টিকর হাল্কা খাদ্য খাওয়া উপকারী। এতে দ্রুত কাজ হয়।

যদি অত্যন্ত জ্বালা লক্ষণ দেখা দেয়, তা হলে সাইকিউটা ৩, ৬ খুব ভাল ফল দেয়।

মোম্যাছির হুল বেঁধার মত যন্ত্রণার লক্ষণে, ক্রোটন টিগ্ ৩, ৬ ভাল ফল দেয়।

মাথায় মামিডিয়াক্স পীড়িকা হতে থাকলে, ক্যালকোরিয়া মিউর ১x খুব ভাল ফল দেয়।

জ্বালা থাকলে আর্সেনিক ৩০ বা ২০০ ভাল ফল দেয়।

এ ছাড়া অ্যান্টিম্ ক্রড্ ৩০, কোলি বাইক্রোম ৩০ মের্জেরিয়াম ৩০ প্রভৃতি ভাল ঔষধ।

এক্জিমা ভাব থাকলে তার জন্য এক্জিমার ঔষধগুলি দ্রুতবা।

এলোপ্যাথিক মতে এই রোগ সাময়িক কমানো যায় কিন্তু প্রায়ই সারে না। হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ পূর্ণ সেরে যায়।

### উদ্ভূতজনিত চর্মরোগ

#### ( Lichen Planus )

কারণ—এক ধরনের স্থানিক Infection জনিত রোগ হলো উদ্ভূত জনিত চর্মরোগ বা Lichen Planus—যা প্রধানতঃ ছোট ছোট উদ্ভূত যুক্ত রোগ। এই বীজাণু আবার গাছপালা প্রভৃতি থেকেই অনেক সময় দেখে আশ্রয় নিতে পারে। আড্রেন্যাল কর্টেক্সের ক্রিয়ার কিছু কম হবার জন্যও এটি হতে পারে বলে অনেকের অভিমত। এটি ফাংগাস জাতীয় Infection বলে অনেকের ধারণা। যারা প্রচুর শ্রম করে খেটে খায়, তাদের গরম কালে এই রোগ বেশী হয়।

লক্ষণ —1. এই রোগটি রক্ত প্রবাহ বা অগভীর অংশের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত নয় বলে জানা যায়। তবে ছোট ছোট উদ্ভেদ হয়। তাতে সামান্য বা কম পুঞ্জ থাকে।

2. এটি সাধারণ চুলকানি নয়—কারণ এটি দেহের এক এক স্থানে চাপ বেঁধে বেঁধে বের হয়।

3. প্রথম অবস্থায় স্থানিক ঔষধেই বোগকে সারানো সম্ভব হয়। কারণ তখন কষ, পুঞ্জ প্রভৃতি লেগে রোগ ছড়ায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি হৃদয়ের গেলে, বিস্তৃত হলে আভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োজন হয়।

### চিকিৎসা

রোগের প্রথম অবস্থায় একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো সাল্‌ফার ৩০, ২০০। এতে অনেক সময় প্রাথমিক অবস্থায় রোগ একটু বাড়তে পারে বটে, তবে পরে অতি শুদ্ধ ফল দেয়।

পাকাশয়ের গোলমাল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ থাকলে, অ্যান্টিম ক্রুড্ ৬, ৩০ খুব ভাল ফল দেয়।

দেহে প্রচুর ঘামাচি বা উদ্ভেদ, কাটা বেঁধার মত ব্যথা থাকলে, এপিপ্‌ মেল ৩, ৬ বা লেডাম্ ৩০ খুব ভাল।

পুন্নানো রোগ এবং তার সঙ্গে জ্বালাভাব থাকলে, আর্সেনিক ৩x থেকে ৩০।

রোগী বা রোগিণীর বেহ একটু মোটা বা স্থূলভাব থাকলে, গ্র্যাফাইটিস্ ৬x থেকে ৩০ খুব উপকারী ঔষধ।

যেহে ব্যথা ভাব থাকলে বা আর্দ্র আবহাওয়াতে রোগ বৃদ্ধি পেলে, রাসটন্ ৬, ৩০ উপকারী।

প্রয়োজন মত এবং লক্ষণ অনুযায়ী মেজেরিয়াম ৩, ৬, ফাইটোল্যাক্সা ৩, ৬, ৩০, নেট্রাম মিউর ৩০ প্রভৃতি উপকারী।

বাইরোকৈমিক—ফেরাম ফস্ ৬x, ক্যালকোরিরা ফস্ ৬x, নেট্রাম ফস্ ৬x, কোলি মিউর ৬x, নেট্রাম মিউর ৬x লক্ষণ অনুযায়ী দিলে ভাল ফল দেখা যায়।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. টক খাওয়া নিষিদ্ধ।
2. মশলা, রাসা করা পেরাজ, রসুন প্রভৃতি বর্জনীয়।
3. নিম্ন পাতা ভেজানো জল গরম করে স্থানিক Wash করা কর্তব্য। সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়।
5. কাঁচ নিম্নপাতার রস সেবন অতি উপকারী।

### চর্ম দাগ (Lupus Erthymatosus)

কারণ—এটি এক ধরণের ফাংগাস ইনফেক্‌শন থেকে হয়। তাকে বলা হয় Tinea Versicolor রোগ। আবার অন্য ধরণের বীজাণুর জন্যও এই রোগ হয়।

এইসব রোগকে অনেকে শ্বেতী বলে ভুল করেন—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি সেই রোগ নয়। এডেন্য্যাল গ্রন্থির ক্রিয়ার গোলযোগেও এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. প্রথম অবস্থায় চামড়ার নানা স্থানে সামান্য চুলকানি মতো হয়ে থাকে। এই চুলকানি মাঝে মাঝে হয় আবার কমে যায়। তখন ঐ সব স্থানের চামড়ার রং পালটে যায়। কখনো এটি বাদামী বা কালচে হয়। আবার *Tinea Versicolor* হলে তাতে সাধা দাগ হয়।

2. পরে এটি বেশি হতে থাকলে ও ছড়াতে থাকলে চামড়ার রঙ কুশী দেখাতে থাকে।

সময়মত চিকিৎসা না করলে এটি বিস্তীর্ণ দাগ সৃষ্টি করে। তাই চিকিৎসা করা কর্তব্য।

#### রোগ নির্ণয়

1. এই রোগে চুলকানি থাকে, যা শ্বেতী রোগে থাকে না।
2. সাধারণতঃ চুলকানি বা চর্মবোগে চর্মের রঙ এভাবে পালটে যায় না। এ থেকে বোগ বিশেষভাবে বোঝা যায়।

#### চিকিৎসা

গ্লোজেল মত কালচে চর্মদাগে অ্যাডেন্য্যালিন ৩x এবং নেট্রাম মিউর ৩০ অতি উপকারী ঔষধ।

বীজাণুর আক্রমণ বা একাজমা ধ্বংসের রোগ হলে, মেজেরিয়াম ৩০ বা সোরিনাম ২০০ ভাল ফল দেয়।

স্পঞ্জিয়া ৩ দুই ফোটা মাত্রায় রোজ দু'বার খেলে ভাল ফল দিয়ে থাকে।

চুলকানি ভাব এবং গা ঘষলে জ্বালা ভাব থাকলে, কার্বলিক এসিড ৬ ভাল ফল দেয়।

পদ্রানো রোগে চিনি নাম সালফ ২x চূর্ণ।

জ্বালাভাব থাকলে, আর্সেনিক ৩, ৬।

পাকস্থলীর গোলমাল ভাব থাকলে, নাক্স ৬, ৩০, অ্যান্টিম ক্রুড ৬, ৩০, বা পালসেটিলা ৬, ৩০।

#### মেদ বৃদ্ধি রোগ (Obesity)

হৃকের নীচে মেদ বেশি জমা একটি বিশেষ রোগ বলা যায়। পিতামাতার এই রোগ থাকলে তা সন্তানবধি মধ্যোপ আসতে পারে। পুরুষ থেকে নারীদের এই রোগ বেশি হয়। বেশি ঘি, তেল, ভাত, চিনি, আলু প্রভৃতি খাওয়াও এই রোগ বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ,—স্বাসকষ্ট, সামান্য শ্রমে হাঁপসে পড়া, দেহ ও মনে অস্বাচ্ছন্দ্য, শ্রম বিমুখতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। এ থেকে হার্ট, কিডনী, ব্রেন প্রভৃতির নানা রোগ হতে পারে। বাত, প্রেসার প্রভৃতি হয়।

### চিকিৎসা

গ্র্যাফাইটিস্ ৩x বোজ দ্ব'বার করে এক মাস খেলে ভাল ফল দেয়।

ফাইটোলাক্ক। বেরী এক গ্রেণ ট্যাবলেট রোজ দ্ব'বাব করে কয়েক মাস সেবনে ভাল উপকার দেখা গেছে।

ফিউকাস্ ভের্সিকউলাস ৬—পাঁচ ফোঁটা করে রোজ দ্ব'বার খাবার আগে ভাল ফল দেয়। এতে কাজ না হলে যথাক্রমে (1) অ্যামন ব্রোম ৩x (2) ক্যাল্‌কোরিয়া কার্ব ৬ (খ) অ্যাগারিকাস্ ৩x পর পর পরীক্ষণীয়।

লাইকোপোডিয়াম ৩ অনেক সময় ভাল ফল দেয়।

পথ্য—মাখন তোলা দুধ বা দই, আটার রুটি, ফলমূল, শাক-সব্জী, চর্বি শূন্য ছোট মাছ, যব, ডাল (যে কোনও) তিক্ত দ্রব্য, উচ্ছে, নিমপাতা প্রভৃতি। লেবু খুব উপকারী।

অপথ্য—আলু, রান্ধা আলু, ঘি, তেল, চর্বি, মোটা মাছ, মাংস, মদ, বেশি ভাত বা শর্করা প্রভৃতি।

### লেপাস ভালগারিস

(Lapus Vulgaris)

কারণ—এই রোগে মূল কারণ হলো যক্ষ্মা বীজাণু। এটি একটি জটিল ও কষ্টকর রোগ। যক্ষ্মা লোগ দেহে আশ্রয় নিলে তার Secondary Infection রূপে এই রোগ হয়। আগেকাব দিনে এটি প্রায়ই আরোগ্য হতো না। আজকাল এটি প্রথম থেকে চিকিৎসা বললে সার্বোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়।

লক্ষণ—1. প্রথমে চামড়াতে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বা Tubercle সৃষ্টি হয়।

2. ফুস্কুড়ি পরে গলে গিয়ে বড় বড় ঘা হতে থাকে।

3. অনেক সময়ে ঘা বিস্তারিত হয়, ঘা থেকে এক ধরনের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে।

4. প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না হলে তা ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে Tubercle Bacillus দেহেব অন্য যন্ত্রাদিতে আশ্রয় নিয়ে Secondary ভাবে অন্য যন্ত্রাদির রোগও সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—ফুসফুস, অস্ত্র, হাড় প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত হতে পারে।



জটিল উপসর্গ

যদিও এই রোগ চর্ম দেখা দেয়, তবুও রোগ হলে দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি পরীক্ষা করতে হবে। তার কারণ এই বীজাণু বা কক্সাস ব্যাসিলাস দেহের অন্য যন্ত্রাদি আক্রমণ করে আরও মারাত্মক সব রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—

- (a) প্রুরা আক্রান্ত হতে পারে এ থেকে।
- (b) ফুসফুস আক্রান্ত ,, ,, ,,
- (c) শ্বসনন্ত্র ,, ,, ,, ,,
- (d) ব্রঙ্কাস ,, ,, ,, ,,
- (e) লিম্ফ গ্রন্থি ,, ,, ,,
- (f) অস্থি ও গ্রন্থি ,, ,, ,,
- (g) মেনিন্‌জিস ,, ,, ,, ,,
- (h) অন্ত্রাদি গ্রন্থি ,, ,, ,,
- (i) পেরিটোনিয়াম ,, ,, ,,
- (j) কিডনী ,, ,, ,, ,,
- (k) চক্ষু ,, ,, ,, ,,
- (l) অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থি ,, ,,
- (m) জনন যন্ত্রাদি ,, ,, ,,

চিকিৎসা

যদি যক্ষ্মা বোগের ইতিহাস থাকে তাহলে ব্যাসিলিনাম ৩০, ২০০, পক্ষান্তে এক মাত্রা করে সেবন বিধি। প্রয়োজনে ব্যাসিলিনাম ১০০০ মাসে এক মাত্রা সেবনীয়।

প্রয়োজন বোধে এর পরিবর্তে দিতে হবে টিউবারকিউলিনাম ২০০ বা ১০০০ সপ্তাহে এক মাত্রা বা দ্বিতীর্ষটি মাসে এক মাত্রা। কিন্তু সাবধান। নিম্নক্রম বা ঘন ঘন এই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। আর ঔষধ দেবার আগে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

বায়োকোমিক— ক্যালকোরিয়া ফস ১২x বা ৩০x উপরের ঔষধের পর ভাল ফল দেয়।

মোটো সোটা রোগীর এই রোগ হলে ক্যালকোরিয়া কার্ব ১০ বিশেষ উপকারী।

অল্প উষ্ণার, ভোজনের পর অসুস্থতা, কাশি রাতে ব্যুশ লক্ষণে।

দুর্বল, ক্ষীণকায় রোগী, অশ্রু রোগ থাকলে, ক্যালকোরিয়া আয়োড ৩x বা ৬x উপকারী।

দুর্বলতা এবং অবসাদ থাকলে, কেলি ফস ৬x বা ১২x ভাল ফল দেয়।

কাঁচা পেঁয়াজের রস সেবন উপকারী।

কাঁচ দুর্বাঘাসের রস সেবন তার সঙ্গে করলে বিশেষ উপকার দেয়।

## আনুমানিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে হালকা ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিতে হবে। ছানা মাছ, ডিম, মাংসের হালকা কোল প্রভৃতি দিতে হবে। খাঁটি ঘি, কড়্ লিভার অয়েল প্রভৃতি খাদ্য উপকারী।
2. যদি জ্বর হয় তাহলে হালকা পুষ্টিকারক ও তরল খাদ্য খেতে দিতে হবে।
3. নিয়মিত Protinex বা Protinules খাওয়ালে ভাল হয়।
4. স্বাস্থ্য বিধি পালন করা উচিত। অনিয়ম, অনাচার প্রভৃতি বা মদ্যপান প্রভৃতি বর্জনীয়।

## উকুন ( Pediculosis )

কারণ — অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা থাকলে বা উকুনযুক্ত লোকের সংস্পর্শে আসলে মাথায় বা দেহে উকুন ছোট ছোট ডিম পাড়ে ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

উকুন দু-জাতের হয়। এক ধরনের উকুন হয় শৃঙ্গু মাঠ মাথায়। ওরা দেখতে ঘন কালো বা কটালো রংয়ের হয়।

অন্য জাতের উকুন হয় দেহের চর্মে। এদের মধ্যে এক জাতের উকুন হয় লালচে বা চকোলেট রংএর — যা কেবল Pubic অঙ্গে বা বগলে হয়। তাদের বলে Pediculosis Pubis।

যেহে আর এক জাতের উকুন হয়—যাদের বলা হয় Tic শ্রেণীর। এরা ছোট ছোট চালের মত সাধা হয়। এরা সহজে মরতে চায় না। নিয়মিত সাবান মাথা, কেরোসিন তেল লাগালে এরা কমে যায়। কিন্তু সহজে ওরা মরে না।

এরা প্রায়ই চর্মে ছোট ছোট ঘা বা উন্মেষদ সৃষ্টি করে থাকে। এরা প্রধানতঃ জামা-কাপড়ে আশ্রয় নেয়, গায়ে মাঝে মাঝে মাঠ আসে।

লক্ষণ — মাথায় উকুনে মথা চুলকায়, কুটকুট করে এবং মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। সরু চিরদাঁণ দিয়ে আঁচড়ালে উকুন বোঁরয়ে আসে।

2. গায়ের উকুনে ( Pubic ) বা Tic জাতীয় উকুনে দেহ চুলকায়। Tic জাতীয় উকুন মাঝে মাঝে গত করে ঘা সৃষ্টি করে।

## চিকিৎসা,

মাথায় উকুন হলে নিয়মিতভাবে কার্বলিক এসিড্ বা মার্গো সোণ্ লাগাতে হবে। শিশুদের মাথায় উকুনে স্যাবাডিল্লা মাদার লাগালে ভাল হয়।

মাথায় উকুনের জন্য Lorezone হেড্ লোশন কিনতে পাওয়া যায়। তা সাবান দিয়ে মাথা ঘষে তারপর রোজ একবার লাগালে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ভাল ফল দেয়।

গায়ে উকুনের জন্য গায়ে সাবান দিয়ে রোজ 'সুপার নিওসিড' পাউডার করেকদিন লাগালে ভাল ফল দেয়। গায়ে ঘা হলে ক্যালেন্ডুলা মাদার লাগালে ভাল ফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. নিয়মিত Margo Soap বা কার্বার্লিক সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে।
2. জ্বালা-কাপড় ছেড়ে রোজ গরম জল দিয়ে ফোটাতে ও কাচতে হবে।
3. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা কর্তব্য।
4. যার উকুন হয়েছে, তাকে পৃথকভাবে সাবধানে রাখা কর্তব্য। যাতে এটি না ছড়ায়। তার চিকিৎসা দ্রুত করে সারিয়ে তুলতে হবে।

### আঙ্গুল হাড়া (Whitlow)

আঙ্গুলের আগায় প্রদাহযুক্ত হয়ে পুঁজু জমে ও ব্যথা হয়। প্রদাহের তুলনায় মন্থণা খুব বেশি হয়।

### চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় গরম জলে আঙ্গুল ডুবিয়ে আক্রান্ত স্থানে সাইলিসিয়া ০x লাগানো ও ৩০ সেবন উপকারী।

জ্বর হলে বেলেডোনা ৬ মাঝে মাঝে ঐ সঙ্গে। কালচে ভাব, জ্বালা ও প্রবল ব্যাধার, আর্সেনিক ৬। নীলাভ হলে, ল্যাকোসিস ৬।

খুব মন্থণায় মার্কসল ৬ বা হিপার সালফার ৬ বা স্ট্র্যামোনিয়াম ৬ কাজ দেয়। নাইট্রিক এসিড ৩ বা ডায়াক্সোরিগা ৬ লাগালে মন্থণা কমে। অ্যান্থ্রাক্সিন ৩০, এপিস ৩ বা গ্র্যাফাইটিন্স ৬ ভাল ঔষধ।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

লম্বা ফুলি বেগুন অর্ধেকটা কেটে মাঝের শাঁস বের করে ফেলে টুপি মত আঙুলে বসিয়ে রাখলে ব্যথা কম হয়। নিমের গরম পুঁজিটস্ ভাল।

ব্যাণ্ডেজ বা ন্যাকড়ার দ্বারা হাত ঝুলিয়ে রাখতে হয়, যাতে নড়াচড়া না হয়। প্রয়োজনে অস্ত্র চিকিৎসা করতে হতে পারে।

### ( প্রুরিটাস; ( Pruritus )

গৃহ্যধার বা বায়ুগত চুলকানি

কারণ —অনেক সময় গৃহ্যধার, পাছা, যোনি প্রভৃতি চুলকানি এই রোগ হলে। Diabetes রোগ, সূতো ক্রিম বা Thread Worm প্রভৃতির জন্য এটি হয়।

লক্ষণ —1. গৃহ্যদ্বার, পাছা ও বোনি চুলকাতে থাকে ।

2. অনেক সময়ে ঐ সব অংশে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হয়ে থাকে ।

3. গৃহ্যদ্বারে এটি হলে তাকে বলে Pruritus ani এবং যদি বোনিতে হয় তা হলে একে বলা হয় Pruritus Vaginalis রোগ ; অনেক সময়ে চুলকাতে চুলকাতে ঘা হতে পারে এবং তার জন্য কষ্ট হতে পারে ।

### চিকিৎসা

সাল্‌ফার ৩০—জন্মালাকার অসহ্য চুলকানি, ফুস্কুড়ি, গরম বোধ, অর্শ ।

ডালিকস ৬—ফোলা বা ফুস্কুড়ি নেই, অসহ্য চুলকানি, রাগে বাড়ে । ন্যাযা, সাযা মল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ।

আর্সেনিক ৩০—জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি ও পচনাক্রান্ত লক্ষণে ।

ক্যালাডিরাম ৬, মার্কিউরিয়াস ৬, নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, লাইকো ১২, কার্বো সেক্স ৩০, নেট্রাম-মিউর ৩০, নাক্স ভর্মিকা ৬, সিপিরা ১২, পেট্রোলিয়াম ৬, বোরাক্স ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যিক হয় ।

এ ছাড়া প্রয়োজন বোধে গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত রেপার্টরী মিলিয়ে দেখা উচিত ।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

আক্রান্ত স্থান নিরামিত ভাল ভাবে গরম জল ও নিম্ন সাবান বা কার্বোলিক সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে । -

ঘায়ের মত হচ্ছে মনে হলে, ক্যালেন্ডুলা মাথার দিয়ে ধুয়ে ফেললে ভাল হয় ।

### সোর্য়ারিয়াসিস্ ( Psoriasis )

কারণ —এই রোগ শিশুদের বেশি হয়ে থাকে । তবে যদি শৈশবে না সারে তবে বেশি বয়সেও তার ফল বিদ্যমান থাকে । কখনো চোখে হয়, কখনো মাথার চামড়ার ওপর বেশি হয় ।

এর কারণ অজ্ঞাত । কারণ মতে এটি জন্মগতভাবে হয় । আবার অনেকে বলেন, বীজাণু দূষণই এর কারণ । অনেকে আবার বলেন, Liver-এর ক্রিয়ার গোলমাল তার সঙ্গে থাকে বলেই, এটি এত বেশি হয় ।

লক্ষণ—1. প্রথমে দেখে চাকা চাকা উদ্ভেদ বের হয় । ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বীজাণুর আক্রমণে বড় হয় ও ফুস্কুড়িগুলি পেকে ওঠে ।

2. মাঝে মাঝে তা থেকে বড় বড় ঘা হয় ।

3. অনেক সময়ে এটি চর্মের উপর ঝিক্‌সে সেয়ে উঠলেও, তা ক্রমে ভিতরের ঝিকে বেশি করে হতে পারে ।

4. প্রথম অবস্থায় না সারলে তা ক্রমে খারাপের দিকে নিয়ে যাবে। সারা মেখে খোলস-ওঠা ভাব দেখা যায়। ভীষণ কষ্টদায়ক হয়।

### চিকিৎসা

রেডিরাম ব্লোম ৩০ বা ২০০ সপ্তাহে একবার বা মাসে একবার ২০০ দিতে হবে। সাল্ফার ৫০ বা আর্সেনিক ৩০ লক্ষণ অন্তর্ধানী খুব ভাল ঔষধ।

রোগ পুরানো হলে টিট্ভারিকউলিনাম ২০০ বা ব্যাসিলিনাম ২০০ (সপ্তাহে একমাত্রা) ভাল ফল দিতে পারে। ফস্ফরাস ৬, ক্যালকোরিয়া ৬, নাইট্রিক এসিড ৩০, সিপিরা ৩০, সাইকিউটা ৩, গ্র্যাফাইটিস ৬, থুলা ৩, ৬, মের্জেরিয়াম ২০০ প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে দিতে হবে। ক্রাইসোফ্যানিক এসিড ৩x ভাল ফল দেয়।

### মাথায় খুঁস্ক বা মরামাস (Pityriasis)

মাথা বা গালের শৃঙ্খনো বৃক ঝরে পড়লে তাকে খুঁস্ক বা মরামাস বলে। মাথা বা বৃক থেকে এগুঁলি শৃঙ্খনো ভূঁষির মতো ঝরে পড়ে। এগুঁলি উঠে যাবার সময় ঐ স্থান চুলকায় বা লাল হয়।

### চিকিৎসা

আর্সেনিক ৩x—৩০ এর খুব ভাল ঔষধ।

এতে কাজ না হলে নিচের ঔষধগুঁলি যে কোন একটি লক্ষণ ভেদে দিতে হবে— গ্র্যাফাইটিস্ ৬, মের্জেরিয়াম ২০০, লাইকোপোডিয়াম ১২, সিপিরা ৩০ অথবা রেডিরাম ব্লোম ৩০ (সপ্তাহে একমাত্রা) দিতে হবে।

ব্যাসিলিনাম ২০০ অনেক সময় ভাল ফল দেয় (মাসে এক মাত্রা সেবা)।

ক্রাইসোফ্যানিক এসিড ৩x, টোলউরিয়াম ৩০, ক্লোরোক এসিড ৩, ক্যালি সাল্ফ ৬x প্রয়োজন ও লক্ষণ অন্তর্ধানী ভাল ফল দেয়।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। নিগপাতা ও জল ফুটিয়ে ধুতে হয়।
2. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চাই।
3. কাপড়-চোপড় ভালভাবে গরম জল ও সাবান দিয়ে রোজ পরিষ্কার করতে হবে। ভিটামিনবৃদ্ধ খাদ্য খেতে দিতে হবে নিয়মিত।

## দাদ ( Ringworm )

কারণ —এটি একটি সাধারণ চর্মরোগ। এটি সব বয়সেই হতে পারে। প্রধানতঃ অপরিষ্কার থাকা এর কারণ বলা যায়। তবে তা সত্ত্বেও এটি খুব ছোঁয়াচে এবং একজনের দেহ থেকে অপরের দেহে এটি হয়।

এটি বীজাণুজাত রোগ। তিন জাতের বীজাণু থেকে প্রধানতঃ এটি হতে থাকে তাহলো—

1. Tinea Carcinata—দেহে ও হাতের ডানদিকে বেশি হয়।
2. Tinea Cruris—উরুর ডান দিকে ও কুঁচকিতে এটি বেশি হতে দেখা যায়।
3. Tinea Pedis—কোমর, পা ও কুঁচকিতে এটি বেশি হতে দেখা যায়।

লক্ষণ —1. প্রথমে আক্রান্ত স্থান অস্প অস্প চুলকায়। তারপর ছোট ফুস্কুড়ি বা উল্লেখ্য হতে দেখা যায়।

2. আক্রান্ত স্থানের উল্লেখ্য চুলবায় ও দাগ আকারে বড় হতে থাকে। এটি গোল গোল আকারে ছড়ায়। দাদ যত বড় হবে তত এটি গোল আকারে অনেক দূর দিগে হয়, কিন্তু মাঝের অংশে কোন উল্লেখ্য বা চুলকানি থাকে না। গোলভাবে এটি ছড়ায় বলে, এর নাম Ringworm।

3. চুলকানির মাঝে মাঝে আক্রান্ত স্থান দিগে কষ পড়তে থাকে। ঐ বসে বীজাণু থাকে। তা থেকে অন্য অংশে রোগ হয়। একজনের দেহ থেকে এটি অন্যের দেহে সংক্রামিত হতে পারে।

4. এটি পায়ক না বা পদুঁজ পড়ে না। বেবল চুলকায়, কষ বেব হয় এবং ক্রমে ছড়ায়। মাঝে মাঝে শুকনো মার্মিড়ি উঠে যেতে থাকে।

5. কখনো কখনো এটি সাবা দেহে হয় বটে—মুখে হয় না। বেশি হয় দেহে, হাতে, কোমরে, পাছায়, কুঁচকিতে ও পায়ে।

6. আর এক শ্রেণীর দাদ আছে, যা মাথায় বা Scalp-এও হতে দেখা যায়। তবে তার পরিমাণ কম।

রোগ নির্ণয় —1. গোল গোল ভাবে হয়ে ছড়াতে থাকে, ঠিক Ring-এর মতো।

2. পদুঁজ হয় না। কষ বেব হয়—মার্মিড়ি পড়ে।

3. বিনা ঔষধে আবোগ্য হতে চায় না।

## চিকিৎসা

এটি একটি সংক্রামক রোগ এবং দ্রুত রোগ ছড়ায়। তাই রোগীকে সাবধানে রাখতে হবে।

ব্যাসিলিনাম ৩০, ২০০, ( সপ্তাহে এক মাত্রা ) অথবা নেস্ট্রান সাল্ফ ২০০, ১০০০ ( মাসে এক মাত্রা ) শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হিপার সাল্ফার, ফস্ফোরাস, অ্যান্ডিভ নাইট্রিক, রাসটর, সিপিগ্লা, গ্র্যাফাইটিস, পেট্রোলিয়াম, সাল্ফার, মার্ক কর, ক্যালোডিয়াম সেগুইনাম ( বিশেষতঃ স্ট্রীলোকের পক্ষে ) প্রভৃতি ঔষধ ৬, ও ৩০ লক্ষণ অনুসারে ব্যবহার করা উচিত।

মাথার খুঁটিতে বা ঘন কেশাবৃত অন্য অঙ্গে দ্বাদ হলে, আক্রান্ত স্থানের চুলগুলো কেটে ফেলে প্রথমে গরম জলের সঙ্গে কার্বলিক সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে তাম্বল তেল দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত। তারপর দ্বাদ শুকনো হলে তাতে প্রতিদিন সকালবেলা আরোজিন ৪ দিনে সম্ম্যাবেলা তা ধুয়ে ফেললে উপকার হয়। অ্যান্ডিভ ক্রাইসোফ্যানিক চার গ্রুপ এক আউন্স অলিভ তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দ্বাদের উপর মাখলে উপকার হয়। তুঙ্গসী পাতার রস সামান্য লবণ মিশিয়ে দ্বাদে লাগালে উপকার হয়।

অত্যন্ত চুলকানি থাকলে—অ্যানাকার্ডিয়াম।

চুলকানি, চুলকালে জ্বালা—সিপিগ্লা।

গোঁফে দ্বাদ—লাইকোপোডিয়াম ৫০, মার্ক আরোড ২০০, অ্যান্টিম ক্লড্ বা সাল্ফার ৩০।

কালশিরার মত বেগুনি রঙের উল্লেখ থাকলে আইল্যান্থাস্ উপকারী।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

১. আক্রান্ত স্থানে সাবান প্রভৃতি লাগানো উচিত নয়। প্রয়োজনে কেবল Carbollic সাবান দিয়ে ঐ স্থান পরিষ্কার করতে হবে। নিমপাতা জলে সিঁধ করে তা দিয়ে ধুয়ে ভাল হয়।

২. টক খাদ্য বর্জন করা উচিত। ভিটামিনযুক্ত খাদ্যাদি খাওয়া উচিত।

### চুলকানি ও পাঁচড়া

#### ( Scabies )

কারণ—১. এক ধরনের বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। এই বীজাণু, পাঁচড়ার পুঁজ অনুবীক্ষণে দেখলে, তা দেখতে পাওয়া যায়।

শিশুদের এটি বেশি হয়। তবে বড়দের মাঝে মাঝে হতে দেখা যেতে পারে।

এটি সংক্রামক রোগ। এটি শিশু থেকে অন্যেরও হতে পারে। আবার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হয়। এই বীজাণু রক্তের সাথে মিশতে পারে। তাহলে, দেহের যে কোনও স্থানেই সামান্য ক্ষত হলে তা পেকে গুঠে এবং রোগ দেখা যায়।

লক্ষণ—১. প্রথমে হাত-পা প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট উল্লেখ বা চুলকানি দেখা দেয়। ঐসব স্থান খুব চুলকাতে থাকে।

২. মাঝে মাঝে চুলকানি গলে যায় ও তা থেকে বড় বড় পুঁজ এবং ফোঁসকাবৃত পাঁচড়া প্রভৃতি দেখা দেয়।

3. ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, হাত, পা, সারা দেহে দেখা দেয় যা কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। শিশুদের খুব কষ্ট হতে থাকে। পাঁচড়া থেকে মাঝে মাঝে পুঞ্জের হর হয়। পুঞ্জ বের না হলে ঐ সব অংশে ব্যথা হয় ও টন টন করে।

4. কখনো হাত-পা আঙ্গুলে হলে আঙ্গুল যেন খসে যায় এমন মনে হয়।

### চিকিৎসা

ফ্যাগোপাইরাম ২, ৩—সর্বত্র এত চুলকাতে থাকে, যে রোগী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।  
মেজেরিরাম ৩, ৩০—শরীরের অংশ বিশেষ চুলকানি বশতঃ রোগী ঐ স্থান আঁচড়ে ও কেটে রক্ত বের করে ফেল।

ক্যালকোরিরা ৩x, ১২x—বৃদ্ধদের পাঁচড়া ও মূতনাজীর গা থেকে খোলস উঠে যায়।

সাল্ফার ৫০—লক্ষণদ্বারা ব্যবহার করলে রোগ সম্পূর্ণ ভাবে সেরে যেতে পারে। এটা একটি ভাল ঔষধ।

সিগিলা, ক্যালকোরিরা-কার্ব, আসেনিনিক, হিপার সালফার, মার্ক-কর, নাক্স-ভম, সোরিনাম, লাইকো, কন্টিকাম, ক্রোটন টিগ প্রভৃতি ঔষধ (৩০ শক্তি) লক্ষণ অনুসারী।

ডালিকস্ ৩০—শরীরের কোন অংশে বিশেষতঃ পিঠের দিকে দেওয়ালে বা অন্য কোন কঠিন স্থানে সজোরে ঘষলে আরাম বোধ হয়।

অত্যন্ত চুলকান, গায়ে ফুসুড়ি দেখা যায়।

এছাড়া অন্যান্য ঔষধ লক্ষণ অনুসারী প্রয়োগ করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে জানতে হলে হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দেখতে হবে—গ্রন্থের শেষ অংশে। স্টার্টিররা মোড়কা গ্রন্থাদিও দেখতে হবে।

### আমবাত ( Urticaria বা Allergy )

কারণ—সাধারণতঃ এটি Allergy থেকে হয় বলে মনে হয়। অনেকের আপনা থেকেই হঠাৎ হয়। কারণ বা চিরাড়, কাঁকড়া, পুঁইশাক, ডিম প্রভৃতির যে কোনও একটি খেলে তা বেশি হয়ে থাকে।

অনেকের কি কারণে হয়, তা বন্ধুতেই পারা যায় না।

লক্ষণ—1. হঠাৎ দেহের কোনও কোনও স্থানে চুলকাতে থাকে ও চুলকানি খুব বেশি হয়ে থাকে।

2. আক্রান্ত স্থান চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠতে থাকে।

3. প্রায়ই ঐ স্থানের চাকা চাকা ভাব মিলিয়ে যায়—তা আবার অন্যত্র হয়।



4. যখন যেখানে লাল হয় ফুলে ওঠে—তখন সেখানে খুবই চুলকাতে থাকে ।

5. কখনো চুলকানি কমে যায় । তারপর ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে যায় । কখনো তা হয় না ।

### চিকিৎসা

ভয়গ আমবাভ—এপিস, আর্টিকা ইউরেসস, ক্লোর্যালম্ ২x বিচুর্শ ।

পদ্রানো রোগে—চিনি নাম সাল্‌ফ্, ( পদনঃ পদনঃ রোগ আক্রমণ লক্ষণে ) । আর্স, এপিস, সাল্‌ফ্, ক্লোর্যালম, ২x বিচুর্শ ।

পাকাশরের গোলযোগের জন্য—অ্যাণ্টিম ক্লড, নাক্স-ডম, পালস্ ।

ঠাণ্ডা লাগার জন্যে হলে—অ্যাকোন ( শীতকালের বাতাস লাগার জন্য ) ।

### অন্যান্য উপসর্গাদির জন্য

অ্যাকোন ( দূর্ব লক্ষণে ) ।

ক্লোর্যালম ২x বিচুর্শ—বিছানার গরমে আমবাভ প্রকাশ পেলে ।

ব্রাইলো—হঠাৎ আমবাভ বসে গেলে ।

ইমোসিয়া ৬ বা অ্যানাকার্ডিয়াম ৩০—মানসিক অবসন্নতা জনিত ।

কফিয়া ৩০—অনিদ্রার জন্য ।

ব্রাইলোনিয়া ৬ বা রাস-টল ৩০ কিংবা সিমিসিফিউগা ৩০ বাত রোগীদের পক্ষে শূভ ।

কন্টিকাম ৩০—গেঁটে বাত রোগগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে ।

ইপিকাক বা আর্সেনিক—হাঁপানি রোগীদের পক্ষে শূভ ।

পালসেটিলা ৩০, হাইড্র্যাসটিস ৩x—জরান্নর গোলযোগ জনিত পীড়ায় ।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. মশলা ও টক বর্জনীয় ।

2. চিৎড়ি, কাঁকড়া, পুইশাক, ডিম প্রভৃতি খাদ্য বর্জন করতে হবে ।

3. স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে ।

### 'আঁচিল' ( Warts ,

কাৰণ—নানা কারণে আঁচিল হয় । তবে সঠিক কারণ জানা যায় না । অনেক সময় সিন্ফিলিস রোগ চাপা পড়লে, তা থেকে হতেও দেখা যায় । কখনো বা আপনা থেকেই হয় । অনেকের মতে Liver-Trouble থেকে হয় ।

লক্ষণ—দেহের নানা স্থানে ছোট ছোট আঁচিল দেখা যায়। অবশ্য এতে ব্যথা বা ফুলকানি থাকে না। তবে এটি বিস্তীর্ণ দেখায়। বেশি হয় অনেক সময় এবং যা ফেটে কষও পড়তে পারে।

আঁচিল তিন প্রকার—

1. *Verruca vulgaris*—এটি প্রধানতঃ হাঁটু, মুখ, বা ঠোঁট প্রভৃতিতে হয়।
2. *Verruca Plantaris*—এটি প্রধানতঃ হয় পায়ের ও হাঁটুতে।
3. *Verruca Acuminata*—এটি হলো Veneral রোগ থেকে উৎপন্ন নরম ছোট ছোট আঁচিল। এটি বেশি হয় Anogenital অঞ্চলে। কখনো পায়ের ও হয়। যে কোনও রকম হোক না কেন, আঁচিলের চিকিৎসা পশ্চাত একই রকম।

### চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথি মতে এই রোগ অশুভভাবে আরোগ্য হয়। আঁচিলের গোড়ায় থুঙ্গা মাছার প্রয়োগ এবং ৩x বা ৩০ সেবনে নিশ্চিত ফল দেয়। যদি প্রচুর সংখ্যায় হয়, থুঙ্গা ২০০ সপ্তাহে একবার করে সেব্য। এছাড়া প্রয়োজন হলে ও লক্ষণ ভেবে অ্যান্টিম ক্রুড ৬ বা ডালকামারা ৬ বা কর্ণিকাম ৩ উপকারী।

### গা ফাটা

শীতকালে গা ফাটে অনেকের দেখা যায়। অনেক সময় গিসারিন প্রভৃতি লাগালেও সারতে চায় না। অনেক সময় কষ্টকর হয়।

স্ট্যানাম মাছার, সমান ভাগ গিসারিন সহ লাগালে ভাল হয়।

অ্যাগারিকাস ৬, ৩০ খেলে তাতে বেশ ভাল উপকার হয়।

এ ছাড়া প্রয়োজনে এবং লক্ষণ বিচার করে দিতে হয় পালমেটোলা ৩, ৩০ বা রসটর ৬ বা সাল্ফার ৩০।

### চামড়ার উপরের ক্ষত (Ulcer)

কারণ—চামড়া সামান্য কেটে গেলে, বা ঘা হয়ে গেলে তার উপরে তা থেকে ক্ষত হতে পারে। আঘাত পেলোও অনেক সময় এভাবে ক্ষত হয়।

লক্ষণ -1. ক্ষত ঘায়ের মত সৃষ্টি হতে পারে।

2. অনেক সময় তা পেকে উঠতে পারে।

3. প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না হলে Septic হতে পারে।

চিকিৎসা।

ক্ষতস্থান নিমপাতা জলে ফুটিয়ে ওই জল দ্বিগুণে ধুতে হবে। তারপর সেখানে ক্যালেন্ডুলা মাদার লাগালে ভাল হয়।

পদ্রোনো ক্ষত হলে সাল্‌ফার ৩০ ভাল ঔষধ।

ক্ষত থেকে রক্তস্রাব, আগুনে পোড়ার মত জ্বালা, অত্যন্ত ব্যথা, ক্ষতের চারপাশে কাঠিন্য লক্ষণে, আর্সেনিক ৩০।

দুর্গন্ধ, চুলকানি, ফোঁড়ার মত ব্যথা থাকলে, গ্র্যাফাইটিস ৬, ৩০।

পচা ঘা এবং পুঁজ হলে, ল্যাকোসিস ৬।

সামান্য ক্ষত ও পুঁজ হলে, সাইলিসিমা ৬, ৩০।

জ্বালাকর লাল ক্ষত হলে, বেলেডোনা ৩, ৬।

পুঁজ বেশি হলে, হিপার সাল্‌ফার ৩০।

উপদংশ জনিত ক্ষতে মার্কিউরিয়াম্ ৬ বা নাইট্রিক এসিড ৬, ৩০।

পদ্রোনো ক্ষতে মার্মিড পড়ে, মার্মিডের নিচে বেশি পুঁজ সঞ্চার হলে, মেজেরিয়াম ৩, ৩০।

পেশীর দুর্বলতা, পায়ের ক্ষত—হাইড্র্যাশ্টিস্ ২x।

পদ্রোনো ক্ষতে চুলকানি, দপ্ দপ্ করা, কাঁটার মত ব্যথা, রক্তস্রাব, (চাপ পড়লে) রক্তে টক গন্ধ লক্ষণে, অ্যাসিড্ সাল্‌ফিউরিক ৬।

পদ্রোনো নালী ঘায়ে লাইকোপোডিয়ারাম ৩০ বা ২০x অথবা অ্যাসিড্ নাইট্রিক ৬, ৩০।

গভীর ক্ষত, প্রান্তভাগ উজ্জ্বল লালবর্ণ, সামান্য ক্ষতে বেদনা বৃদ্ধি, মাঝে মাঝে ক্ষত থেকে রক্ত নিঃসরণ হলে, মার্ক সল ৬, ৩০।

এছাড়া প্রয়োজন বোধে এবং লক্ষণ অনুযায়ী পদ্রোনো ক্ষতে অন্য যে সব ঔষধ দিতে হতে পারে—

ক্যালি বাইক্রোম ৩০, কস্‌ফারাস ৩০।

পিয়োনিনা ৩, হ্যামামেলিস, ৩ ৬, ৩০।

ক্যালি আরোড্ ৬, ৩০, কার্বোনেজ ৩০, ক্রোটোলাস্ ৩০, হিপার সাল্‌ফার ৬, ৩০ বা ২০০।

বাল্লোকোমিক —ক্যালকোরিনা ক্রোর ১২x বা সাইলিসিমা ৬x ভাল ঔষধ।

জ্ঞানবৈদিক ব্যবস্থা

1. ° টক প্রভূতি খাদ্য নিষিদ্ধ।

2. Vitamin যুক্ত খাদ্য বা ভিটামিন C যুক্ত ট্যাবলেট Celin বা Redoxon খেলে ভাল হয়।

3. Septic হলে ভাল ভাবে কম্প্রেস দিতে হবে Boric cotton দ্বিগুণে।

## কুষ্ঠ রোগ ( Leprosy )

কারণ—কুষ্ঠরোগকে যদিও চর্মরোগের মধ্যে ধরা হয়, তবে এটি প্রধানতঃ একটি বীজাণু জনিত রোগ, যা সারা দেহে রক্তের মাঝ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

Bacillus Leprae নামে এক শ্রেণীর বীজাণু হলো এই রোগের কারণ। ব্যাসিলাস অনেকটা বক্ষ্মা ব্যাসিলাসের মতো দেখতে এবং Acid Fast ব্যাসিলাস। দীর্ঘদিন ধরে কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে, এ রোগীর বীজাণুর Infection হবার জন্য এই রোগ হতে পারে। তাই এ রোগকে একটি ছোঁয়াচে রোগ বলা চলে।

আবার অনেক সময়ে নিজের অজান্তে ঘ্রাম, বাস, ঘোঁনে ভ্রমণ প্রভৃতির মাঝ দিয়ে এ রোগ বীজাণু দেহে প্রবেশ কবে। যেখানে একজন কুষ্ঠরোগী বসেছিল, সে চলে যাবার পর সেখানে অজান্তে বসলেও তা থেকে Infection হতে পারে। শিশুদেরা সহজে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আবার 5-7 বছর কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করলেও এই রোগ হতে পারে।

এই রোগ বংশগত—তাই মাতা-পিতার এই রোগ থাকলে, তার চিকিৎসা না করলে তার ফলে শিশুদেরও এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—লক্ষণ বা বর্ণনার সুবিধার জন্য এই রোগকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

1. Lepromatous Type.
2. Non-Lepromatous Type.

প্রথমটি খুব বেশি ছোঁয়াচে—দ্বিতীয়টা ততটা বেশি ছোঁয়াচে নয়।

## চিকিৎসা

কুষ্ঠরোগজ—জারু ( অটো ভ্যাক্সিন ) ব্যবহারে অনেক আশার কাহিনী শোনা যায় ( Rost )। হাইড্রোকোর্টাইল ৩ ( পাঁচ ফোঁটা ) বা ৬—চামড়া পুর্ন, বুক ও হাত-পায়ের চোঁটো অসহ্য চুলকান লক্ষণে।

আর্স-আয়োড ৬x বিচূর্ণ, গ্রান্ডিন্ফ্রীত, হাত-পায়ের আঙ্গুল খসে পড়া, কদম্ব গুড়িকা, কাঁটা ফোঁটার মত বেদনা অনুভবে, বেলেডোনা ৩x ( ভরুণ জন্ম সহ রক্তিম বর্ণ স্ক ), সর্পিলা ৬x ( চর্ম কটা বা হলুদবর্ণ হলে )। আর্সেনিক অ্যাণ্ড ৩x ( ক্ষতে বেদনাধিক বা বেদনারাহিত )। ল্যাকোসিস ৬, ৩০ ( গভীর ক্ষত লক্ষণে )।

সাল্ফার ৩০, ২০০—দীর্ঘদিন অল্প মাঝে মাঝে একমাত্রা।

কমোক্রোডিয়া ২x—চামড়া শ্বেতবর্ণ লক্ষণে।

ক্রোডেলাস ৩—দীর্ঘদিন সেবনে উপকার পেতে পারেন।

অন্টিলোগো ৩, ১২x—সুফল প্রথ।

পাইরেরা ৬, ৩০—ভাল ঔষধ।

এছাড়া প্রয়োজনীয় অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করতে হতে পারে। এ বিষয়ে গ্রন্থের শেষে রেপোর্টারী দেখতে হবে। প্রয়োজনে মের্টিরিয়া মেডিকা দেখতে হবে।

চালমুগুরা তেল লাগালে প্রথম অবস্থার সূফল প্রদ।

### লোপ্রোমেটাস টাইপ (Lepromatous Type)

1. প্রথমে অনিয়মিত জ্বর হতে দেখা যায়। Incubation—এর পর প্রথম এটি প্রাথমিক লক্ষণ।
2. যদিও দুর্বলতা দেখা যায় তারপর।
3. তারপর গায়ে চাকা চাকা লাল রঙের উদ্ভেদ বের হতে থাকে। তারপর তা মিলিয়ে যায়।
4. আরও পর জ্বর বাড়ে। গায়ের নানা স্থানে ছোট মাংস পিণ্ড বা Nodules দেখা দেয়। এদের বলা হয় Lepromatous মুখে, নাকের পাশে, কানে এগুনাল বোঁশ হয়। এগুনাল পরে আরও ফুলে যায়। মূত্থের বিকৃতি দেখা যায়।
5. তারপর ঘা হয়। নাকের বিচ্ছিন্ন আক্রান্ত হয়। ঘা হয়ে রক্ত মিশ্রিত রস গড়ায়। এই রস খুব ছোঁরাচে হয়ে থাকে।
6. সারা মুখে, মূত্থ গহ্বরে, চোখে ও যকৃতে ঘা হয়ে যায়।
7. পরে নাভি আক্রান্ত হয়। হাত-পা ধীরে ধীরে খসে খসে পড়তে থাকে। এই অবস্থার চিকিৎসা না করলে তারপরে তা বীভৎস আকার ধারণ করে।

### চিকিৎসা

হাইড্রোক্সোটায়েল গাধার পাঁচ ফোটা করে দিনে দু-তিনবার ভাল ঔষধ।

প্রয়োজনে এটি ৩ বা ৬ মাত্রায় দিতে হবে প্রথম অবস্থায়।

গ্রান্থি ফোলা, গুঁটিকা, রস পড়া, হৃদল ফোটার মত ব্যথা হলে, আরোড ৬x বিচুর্শ রোজ ২ বার।

গভীর ক্ষতে, ল্যাকেসিস ৬, ৩০।

ক্রোটেলাস ৩, রোজ একবার দ্বি-ত্রিদিন খেলে ভাল ফল দেয়। অস্টিলেগো মাধার থেকে ১২x ভাল ফল দেয়। এছাড়া অন্যান্য চিকিৎসা আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

### বিশেষ চিকিৎসা

চালমুগুরা তেল এবং গজর্ন তেল একত্রে মিশিয়ে মালিশ করলে ভাল ফল হয়। চালমুগুরা তেল লাগানো এবং কয়েক ফোটা করে সেবন করলেও ভাল ফল দেয়।

এ ছাড়া বর্তমানে কুষ্ঠ রোগের জন্য কিছ্‌ ভাল এলোপ্যাথিক ইনজেকশন বের হয়েছে বলে জানা যায় ।

### নন্‌ লোপ্রোমটাস ( Non-Lepromatous )

1. এটি তেমন ছোঁয়াচে নয় । শুব্দ থেকেই অসাড়তা দেখা দেয় । স্থানে স্থানে অসাড় প্যাচ ( Anaesthetic Patch ) দেখা দেয় ।
2. নাভ মোটা হয়ে পড়ে ।
3. পরে মাংসপেশী শৃঙ্কিয়ে যায় ও নানা বিকৃতি দেখা দেয় ।

### রোগ নির্ণয়

1. বিভিন্ন লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় ।
2. নাকের Swab ও কানের Scraping অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে Leprae Bacilli পাওয়া যায় ( Lepromatous ) ।
3. Non-Lepromatous—এ অসাড়তা প্রধান লক্ষণ বলে বোঝা যায় ।

### চিকিৎসা

পূর্বে বর্ণিত সমস্ত ঔষধ লক্ষণভেদে ব্যবহাব করতে হবে—তাই পৃথক করে চিকিৎসা সম্পর্কে বলার প্রয়োজন নেই ।

### জান্দুখিক ব্যবস্থা

1. রোগটি সংক্রামক । তাই রোগীকে পৃথক করে রাখা কর্তব্য ।
2. প্রতিদিন ঘা গুলি ChalmooGIN ( তরল ) তুলো দিয়ে Wash করে লাগাবার ঔষধ ঠিকমতো লাগাতে হবে ।
3. টক প্রভৃতি খাদ্য সর্বদা বর্জনীয় ।
4. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতে হবে ।
5. যে নাসিং করবে, তার বীজাণু নাশক ঔষধ ব্যবহার এবং সংক্রমণ ষাতে না হয় সৌদিকে নজর রাখা কর্তব্য ।
6. রোগীকে ঘরে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে ।

### শ্বেতী ( Leucoderma )

কারণ—শ্বেতী—যা দেহের বিভিন্ন অংশ বা প্রায় সারা দেহ সাদা হয়ে যাওয়া বা নিজের রঙ হারিয়ে ফেলা একটি রোগ, যার প্রকৃত কারণ জানা যায় নি । চর্মের বণ্ড বা ধকৃত রঙ এতে নষ্ট হয়ে যায় এবং সাদা রঙ হয়ে যায় । চর্মের স্বাভাবিক রঙ সৃষ্টির মূলে হলো Melanin জাতীয় Pigment—যা চর্মের Pigment

Layer-এ থাকে। দেহের কিছদ্র কিছদ্র অংশের বা অনেকটা অংশের Pigment নষ্ট হয়ে গেলে, তার ফলে এই রোগ হয়।

রোগটি জটিল সন্দেহ নেই,—তবে এই রোগ মোটেই ছোঁয়াচে নয়। সবা ষাদের রোগ হয়েছে তাদের চিকিৎসা করলে রোগটি সারানো যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, রোগটি বংশগত অর্থাৎ পিতা-মাতার থেকে তা সন্তানের দেহে সংক্রামিত হতে পারে। তবে এই সংক্রমণ যে সব সময় হবেই তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

অনেকের মতে লিভারের ক্রিয়া-বৈকল্যের জন্য পিতা-মাতা থেকে সন্তানের দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়। তবে সন্তানেরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও তাদের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসায় সফল হয়। লিভারই যে কেবল রোগ সংক্রমণের একটি মাত্র কারণ তাও সঠিক বলা যায় না। তার কারণ হলো, লিভারের লোম অনেকের প্রচুর থাকে সত্ত্বেও, এ রোগ হয় না।

**লক্ষণ**—1. দ্রুগতভাবে মানে জন্মের পর দেহের প্রচুর অংশ এভাবে সাদা হয়ে যায়।

2. তা না হলে প্রথমে সামান্য অংশে শূন্য হয়, পরে তা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়।

3. এইসব রোগীরা রৌদ্র সহ্য করতে পারে না। এবং রৌদ্রে বেরোতে কষ্ট হয়।

4. অনেকের এই সঙ্গে লিভারের গোলযোগ, পিত্তবমি, বমি বমি ভাব, হৃৎস্পন্দন গোলমাল প্রভৃতি থাকতে পারে এবং কোষ্ঠবন্দিতা থাকতেও দেখা যায়।

5. এটি মোটেই ছোঁয়াচে রোগ নয় এবং একজনের থেকে অন্যের এটি হয় না।

### রোগ নির্ণয়

1. Tinea Versicolor রোগ হয় ফাঙ্গাস ইনফেকশন থেকে। Multifungin জাতীয় ফাঙ্গাসের ঔষধ দিলে তা কমে—কিন্তু এক্ষেত্রে তা মোটেই কমে যায় না। আবার শ্বেতবীর ঔষধ ঐ সব রোগে দিলে তাতে কাজ ঠিকমতো হবে না।

2. চামড়া অনেক বেশি স্থান জুড়ে আক্রান্ত হয় শ্বেতবীরে, যা আগের রোগটোতে হয় না। তাছাড়া প্রথম শূন্য এবং তার বিস্তারের পদ্ধতি পৃথক বলে বোঝা যায়।

### চিকিৎসা

চোলিডোনিয়াম মাদার থেকে ৬, ৩০, ২০০ লিভারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তাতে এই রোগে বিশেষ ফল দেয়। ফেরাম্ ফস্ ৬x—৩০x এবং নেট্রাম সালফ্ ৬x বা ক্যালি মিউর ৬x শ্রেষ্ঠ বায়োকেমিক ঔষধ।

## আনুমানিক ব্যবস্থা

1. সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে।
2. কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে, বেল বা ইসবগুড়ের ছুঁটির সরবৎ উপকারী।
3. স্থানিক ছোট ছোট ভাবে হতে থাকলে Caladryl লোশন লাগালে উপকার হয়।
4. ভিটামিনের অভাব থাকলে ঐ অনুযায়ী ঔষধি সেবন করা কর্তব্য।

## হাজা ( Candida )

কারণ—হাজা বা ক্যান্‌ডিডা এক বিশেষ ধরনের চর্মরোগ, যা প্রধানতঃ ঘরিল বা মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের মধ্যে দেখা যায় বেশী। যারা দিনরাত জলে কাজ করে, তাদের পায়ের আঙ্গুলের খাঁজে খাঁজে এটি হয়। এছাড়া আরও কতকগুলি অবস্থায় এটি বেশি হবার প্রবণতা থাকে, কেসটি জটিল হয়—

1. রোগীণীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়।
2. রোগীণীর ডায়াবেটিস থাকলে যা শর্করোতে চায় না, জটিল হয়।
3. মধ্যপানে আসক্ত নারীদের এটি উন্নয়ন হতে পারে।
4. জল বেশি ঘাটা বস্ না করলে সারতে চায় না।

এই রোগ গ্রীষ্ম এবং বর্ষাতে বেশি হয়—শীতকালে এটি অনেকটা কম থাকে।

এটি এক ধরনের ফাঙ্গাস ইনফেকশন। এইসব ফাঙ্গাস নখের খাঁজে বাসা বাঁধে এবং জলের স্পর্শে তারা চর্মকে বেশি আক্রমণ করে ক্ষত উৎপন্ন করতে পারে।

লক্ষণ—1. প্রথমে চর্মের খাঁজে সাধা সাধা দাগ হয় এবং ক্ষতের মত হয়। এইসব ক্ষত মাঝে মাঝে গভীর হয়ে যেতে থাকে। অনেক সময় একটি আঙ্গুলের সঙ্গে অন্যটি জুড়ে যেতে পারে, গোড়ার দিকে—বিশেষ করে পায়ের আঙ্গুল।

2. অনেক সময় ঔষধ লাগালে এটি কমে যায়। কিন্তু তা হলেও তাতে নিরামিত জল লাগালে তা আবার বেড়ে যায়।

3. পরে নখের গোড়াগুলি আক্রান্ত হতে থাকে এবং এটি বিলী দেখায়। হাত—পায়ের অবস্থা এমন হয় যে তাতে বিলী ঘা এবং রোগ বাড়তে থাকে।

4. অনেক সময় এ থেকে পরে হাত-পায়ের নখ খসে পড়তে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা না করলে অবস্থা জটিল হয়।

## উপসর্গ

1. রোগের ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে ঐ ক্ষতে অন্য Infection হলে, তা থেকে বেশি ঘায়ে সৃষ্টি হতে পারে। তা অভ্যস্ত খারাপ।



2. ডায়াবেটিস্ থাকলে বা গর্ভবতী অবস্থায় এটি মারাত্মক হয়ে নানা কুলকণ দেখা দিতে পারে ।

### চিকিৎসা

ক্যামোমিলা ৬ হাজার একটি ভাল ঔষধ । বার বার হাজা কমে এবং আবার হলে লাইকোপোর্টিডিয়াম ৩০ এক মাত্রা ।

আক্রান্ত স্থানে খুব যত্নগা হতে থাকলে, মার্ক সল ৬, ৩০ ।

জ্বালাকর, চুলকানি, পাতলা দর্গাম্শ রস—গরমে উপশম—আর্সেনিক ৬, ৩০ ।

খল্খলে মোটা চেহারার লোকদের এটি হলে, ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০, ২০০ ।

পূঞ্জ জন্মাবার ভাব দেখা গেলে, হিপার সালফার ৬, ৩০ বা ২০০ ।

অসহ্য চুলকানি, জ্বালা, শীত বা বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে, পেট্রোলিয়াম ৬, ৩০ ।

বাইয়োক্রোমিক—ক্যালকোরিয়া ফস্ ৬x ও ক্যালি ফস্ ৬x শীর্ণকায় লোকদের জন্য । ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x প্রথম দিকে ভাল ফল দেয় ।

ক্যালেশুলা মাদার তুলো দিয়ে আক্রান্ত স্থানে নিরামিত লাগাতে হবে ।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

আক্রান্ত স্থানে যাতে জল বেশি না লাগে তা দেখতে হবে ।

### গাত্রদাহ বা গা জ্বালা

কারণ—শরীরে পিঙ্গের আধিক্য, ডায়াবেটিস্ রোগ প্রভৃতি কারণে এটি হয় । এটি রোগ নয়, একটি লক্ষণ মাত্র । শরীরে বিষাক্ত পদার্থ টকসিন উৎপত্তি হলেও তার ফলে এটি হতে পারে ।

### চিকিৎসা

সাল্ফার ৩০, ২০০—সারা শরীর যেন আগুনে পোড়ার মত জ্বলে বাজে এরূপ লক্ষণে ।

আর্সেনিক ৩x, ৩০—গা জ্বালা করে কিন্তু তবু রোগী গায়ে কাপড় জাঁজুরে রাখতে চায়, এ লক্ষণে ।

সিকোল ৩, ৩০—গা জ্বালা, রোগী গায়ে কাপড় খুলে ফেলে । সর্বদা বাতাস চায় ।

ফস্ফোরাস ৬—সাল্ফারের মতই গা জ্বালা । বন্ধুরোগের ইতিহাস থাকলে ।

অ্যাকোনাইট ১x, ৬—তরুণ প্রবাহিত জ্বরে গা জ্বালা ভাব ।

এপিস্ ৩x, ৩০—হৃদয় বেঁধার মত ব্যথা এবং জ্বালা। বেহে রক্তিমতা এবং ফোলা থাকে।

অ্যাগারিকাস ৩, ২০০—দেহের বিভিন্ন স্থানে চুলকানি, রক্তিমতা ও জ্বালা।

ক্যান্থারিস্ ৩, ৬—গলা, পেট, মূত্রথলের জ্বালা।

বেলেডোনা ১x, ৩০—কোন অঙ্গের প্রদাহ ও জ্বালা।

নেট্রোম সাল্ফ ৬x—ডায়াবেটিসে গা জ্বালা—রোজ ২—৩ মাত্রা করে।

### আনুর্ষিক ব্যবস্থা

1. যতটা সম্ভব জল কম লাগালে তাতে উপকার হয়।
2. প্রথম অবস্থায় ক্যালক'ডুলা মাদার ঘায়ের স্থানে লাগালে উপকার দেয়। নিমপাতা সিঞ্চ জল দিয়ে খোয়াও ভাল।
3. ত্রিটার্টারিন যুক্ত খাদ্য বেতে হবে, হেমন—পালং শাক, টম্যাটো, বিট, গাজর, মোসাম্বি, আপেল প্রভৃতি।
4. রোগীর ডায়াবেটিস্ থাকলে তার জন্য পথ্য নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োজনে ঔষধ দিতে হবে।
5. সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন ঘা গুলি কোনও মতে সেপ্টিক্ না হয়। প্রয়োজনে নিরামিত নিমপাতা শূঁধ নারবেল তেলে সিঞ্চ করে ঐ তেল প্রয়োগে শূঁধ ফল দিয়ে থাকে।

### অব্দ বা টিউমার (Tumour)

শরীরের কোন স্থানে নতুন তন্তু উপস্থিত বা বিধিত হইয়া ফুলিয়া উঠাকে “আব” কহে। ইহাতে আক্রান্ত স্থানে বেদনা থাকে বা থাকেনা।

আব দুই প্রকারঃ—মন্দ প্রকৃতির ও ভীষণ প্রকৃতির। “মন্দ প্রকৃতির আব” সমীপবর্তী তন্তুর বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। “ভীষণ প্রকৃতির আব” (Malignant Tumour) সমীপবর্তী তন্তুসবল ধ্বংস করিয়া বাড়তে থাকে।

### চিকিৎসা

বার্নাইটো কার্ব ৬।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ গণ্ডদেশে চর্বি'সহ আবে)।

আর্সেনিক ১x, ৩x।—আক্রান্ত স্থানে বেদনা ও ধাতু-বিকৃতি লক্ষণে।

ক্যালকেরিয়া স্ক্রুয়োর ১২x। প্রস্তবৎ কঠিন আব।

থুজা ৩০, ২০০।—সাইকোপিস দ্বোহদৃষ্ট ব্যক্তিগণের জরায়ু, অস্থি, চর্ম ও অঙ্গাদি যে কোন স্থানে অব্দ কঠিন; ফাটা ফাটা, একটি বড় অব্দের উপর ছোট ছোট আঁচলের ন্যায় বহুসংখক উদ্ভেদ। কোমল ও অনমনীয় অব্দ অনেক স্থলে “থুজা” নির্দেশক।

কোনিয়াম ৩০, ২০০।—কঠিন অবর্দ; স্ত্রীলোকদিগের বয়োসম্মিকালে জরায়ুর অবর্দ। বৃক্ষদিগের ক্ষুদ্রদেশে ও পৃষ্ঠদেশে অবর্দ এবং মৃত্যশর মৃত্যশরী গ্রন্থি ও অণ্ডকোষের কাঠিন্য।

চর্বিযুক্ত আবে—ক্যালকে কার্ব ৩০; জ্বালাকর আবে—হাইড্র্যাশ্টিস ১x, ৬ (বিশেষতঃ গ্রন্থিচয় বা জরায়ুর আবে); মৃত্যমার্গের আবে—ইউক্যালিন্টাস ০x সেবন ও মূল অরিষ্ট বাঃপ্রয়োগ। পুঞ্জা, কার্বোঅ্যানি, কোনিয়াম, অ্যাকোন র্যাডিক্স ৪ প্রতি মাত্রায় অর্ধ ফোঁটা হইতে তিন ফোঁটা। ফস্ফোরাস, মেডোরিণাম ৩০, ২০০ উপকারী।

ক্যানসার, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার এবং সারকোমা

( Cancer, Malignant Tumour and Sarcoma )

বর্তমান শতাব্দীতে ক্যানসার বা কৰ্কট রোগ সমাধিক ব্যাপক হয়ে পড়েছে। সুপার চর্ষণ হেতু ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের রমণীগণ মৃত্যবিরে এই রোগে বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে—কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ডাঃ এ, পি, গোল্ড বলেন— এই উৎকট রোগে আজকাল মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা দশজনের মৃত্যু হতেছে। এই রোগের নিদান ওস্তদ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

অবর্দ রোগাধ্যয়ে মৃদু ( Benign ) ও ভীষণ ( Malignant ) এই দ্বিবিধ প্রকৃতির অবর্দ বর্ণিত হইয়াছে; প্রকৃত কৰ্কট বা ক্যানসার এই শেষোক্ত প্রকার অবর্দেরই এক শ্রেণীভেদ—অর্থাৎ বিবিধ পুরাতন প্রাদাহিক পরিবর্তনাদি ( chronic inflammatory changes ) নিবন্ধন দেহের যে কোন তন্তুমধ্যে এই রোগের বিকাশ হতে পারে। কৰ্কট রোগ বা ভীষণ আকৃতির অবর্দ কখনো ধীরে ধীরে আবার কখনো বা সহসা প্রকাশ পায় ও দ্রুত বর্ধিত হয়। এই রোগে দঃসহ বেদনা অনুভূত হয় আবার কখনো বা বিন্দুমাত্রও বেদনা থাকে না।

উক্ত ভীষণ প্রকৃতির অবর্দ ( Malignant Tumour ) দ্বিবিধ প্রকারের হতে পারে—যথা (১) উপস্থক ( অর্থাৎ ওষ্ঠ, স্তন্যগ্র এবং শ্লেষ্মিক ও মৌহিক-কোষের উপরিস্থিত স্ফুটন ) কৰ্কট রোগ বা কার্সিনোমা , এবং (২) সংযোজক তন্তু কৰ্কট রোগ বা সার্কোমা ( অর্থাৎ মাংসাবর্দ ) দংশ হওয়ার বা অস্থিভঙ্গকারী আঘাতাদি হেতু কৰ্কট হলে আমাশা সচরাচর উহাকে মাংসাবর্দ ( Sarcoma ) বলে থাকি—মাংসাবর্দ দেখতে দ্রুগ সংযোজক তন্তুবৎ A tumour made up of a substance like the embryonic connective tissues. মাংসাবর্দ প্রায়ই সংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়।

মানসিক উত্তেজনা ( যথা—শোক বিষয় কর্মের ক্ষতি জনিত উত্তেজনা ) বা শারীরিক উত্তেজনা [ যথা—ভাঙ্গকোট সেবন জন্য মাটির নল ( pipe ) ব্যবহারে, দস্তুর স্ফুটনভাগ জ্বিহ্বার পদঃ পদঃ লাগিয়া তথায় ক্ষতের উপস্থিতি, এক্স-রে বা

রশ্মি কিংবা মেটে তৈল প্রভৃতি শরীরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, স্ত্রীলোকের স্তনের দীর্ঘকাল যাবৎ শক্ত চিপিবৎ অবস্থা, রক্তোরোধ কালে বা তৎপরে সহসা কোন আভ্যন্তরিক বস্তু হতে রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে শরীরের তন্ত্র ককট রোগের সূত্রপাত হতে পারে। অামাশয়ে পুরাতন ক্ষত, অন্ননালী বা বৃহদন্ত্র মধ্যে রোগোৎপাদক জীবাণু বিদ্যমানতা, প্রবল আঘাতাদি জনিত ভগ্নাস্থি, পুরাতন শিরঃস্রাব, মায়াল্জিয়া, চর্মরোগ বা ধ.তুবোগে দীর্ঘকাল ভোগা প্রভৃতি কারণে রক্তপদ্বিষ্ট কমে গেলে ককট বোগ হতে পারে। কখনো এই ব্যাধি বংশানুক্রমে চলতে থাকে। এই বোগের প্রধান আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আক্রান্ত স্থানের কোষগুলির অসাধারণ সংখ্যা বৃদ্ধি। ঠিক কি কারণে যে এই অভাবনীয় সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে তা জানা যায়নি। কোষগুলি এই অত্যধিক প্রাচুর্যের ফলে উহা আশেপাশের তন্তুগুলির ভিতর প্রবেশ করে সেই স্থানেও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। পরিশেষে যখন এতক স্থানাভাব হয় তখন অবদের উপরি অংশ ফেটে যা হয়ে যায় এবং শীঘ্রই ইহা প্রকণ্ড আকার ধারণ করে ও রক্তস্রাব হতে থাকে। কানসার বলে সাধারণ লোক মনে করে যেরূপ একটি ঘাঘে ছবি ভেসে ওঠে তা বোগের এই পরিণত অবস্থা। ককট বোগে রোগী দ্রুত শীর্ণ, দুর্বল ও বহুহীন হয়ে পড়ে। খাওয়ার স্পৃহা থাকে না।

এই বোগের আর এক ভয়াবহ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, অনেক ককট কোষ (Cancer cell) মূল স্থান হতে বিচ্যুত হয়ে রক্ত ও লিম্ফা নালী বাহিত হয়ে দেহে ইত্যন্তঃ ভ্রমণ করতে থাকে এবং যে কোন ও একস্থানে স্থিতিলাভ করে ওষাৎ বংশবৃদ্ধি ও নতুন এক ককট বোগ উৎপাদন করে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বারা মূল ককট স্থান সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করলেও রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় না, কারণ ককট আবার দেহের অন্যস্থানে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানীয় অপারেশন বা অস্ত্রোপচার প্রসঙ্গে চির্নিংসা বাতীত খাওয়ার বা ইঞ্জেকশনের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য গত দুই দশক বিভিন্ন দেশে প্রচুর গবেষণা চলতে। এরূপ বথার্থ কার্যকরী প্রাচুর্যের ঔষধ আবিষ্কার হলে তবেই এই ভয়ঙ্কর বোগের কবল হতে বেহাই পাওয়ার কথা কবা যায়।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমার উৎপত্তি হেতু দেহের পরিবর্তন - শারীরিক ওজন

হ্রাস, দুর্বলতা এবং সর্বশেষ Cachexia এই বোগের অব্যাহত ফল। ইহাকে কেন্দ্র করে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের ম্যালিগন্যান্ট গুণের তাৎপর্য বিন্যাসের অননুষ্ঠান করা হয় এই অবস্থার জন বোধ হয়, শরীরের সমস্ত শরীর হ্রাসই হয়। অন্যান্য অভাব, হৃৎকম্পিত্র অর্থাৎ, অতিরিক্ত Protein ক্ষয় ইত্যাদি এর মর্মান্বিত কারণ।

রক্ত—রক্তশূন্যতা সচরাচর প্রকট। ইহাতে অপরিণত (Immature) রক্তকণিকা (Capillary blood) প্রচুর পরিমাণে থাকে। লিভারের ঔষধ বা লৌহযুক্ত ঔষধ দ্বারা এই রক্তশূন্যতার কোনও উন্নতি হয় না।

Carcinoma এবং Sarcoma উভয়ই Malignant তবে Carcinoma উৎপন্ন

হয়—Epithelium বা Endothelium হতে এবং Sarcoma উৎপন্ন হয় সংযোজক উৎপাদন ( Connective tissue ) হতে ।

Carcinoma পারিপার্শ্বিক উৎপাদনকে আক্রমণ এবং ধ্বংস করে । বাহিরে অব্যাহত হলে গুন্ডমাটিব ( Tumour ) পচ ( Necrosis ) লেগ থাকে এবং তা হতে অতি দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয় । প্রথমতঃ Lymph channel দ্বিজে স্থানীয় গুন্ডিকা-সমূহে প্রসার এবং পরে দুর্গন্ধযুক্ত গুন্ডি ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রে প্রসার লাভ করে ।

ক্যান্সারের প্রকারভেদ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট হইবে Epithelium-এ যে কোষ সন্নিবেশ থাকে, তাই বিভিন্ন প্রকার হতে ইহার প্রকারভেদ হয় ।

পুরুষের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ক্যান্সার Stomach ও Intestine-এ হয়, বাকী অন্যান্য স্থানে । স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ জননৈন্দ্রিয় ও শ্বস হতে উৎপন্ন হয়, বাকী অন্যান্য স্থানে । অল্পবয়স্কদের মধ্যে ইহা বিরল কিন্তু ৩০ বৎসরের অধিক বয়স্কদের মধ্যে ইহার আক্রমণ অধিকতর হয়ে থাকে অর্থাৎ যত বয়স বাড়তে ততই বেশী বৃদ্ধি পায় । তবে ৬০।৭০ বয়সে আবার কমে যায় । সর্বাধিক আক্রমণ ৪০ হতে ৫৫ বয়সের মধ্যে ।

বিভিন্ন শারীরিক হতে ইহা দৃষ্টব্য, প্রথমতঃ একটি Wart এর মত দেখা যায়—ইহাতে আঘাত পেলে অতি সহজে রক্ত নিঃসৃত হয় এবং ব্যথা অনুভূত হয় । দ্রুত বৃদ্ধি সহজে সহ্য হতে থাকে এবং তা হতে দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্যমিশ্রিত স্রাব নিঃসৃত হয় । যা বা পারিপার্শ্বিক উপাদানে শলা প্রবেশ করলে উপাদান অতি সহজেই ভেঙ্গে যায় । স্থানীয় ( Regional ) পৰীক্ষা করলে তাতে ( Metastases ) দেখা যেতে পারে ।

দ্বিতীয়তঃ ক্যান্সার প্রথম হতে ক্ষত আকারে দেখা দিতে পারে । এই প্রকারের ক্ষত Epithelium এর সমতা হতে কোথাও উঁচু ও কোথাও নীচু থাকে । স্রাব এবং উপাদানের ভঙ্গুরতা পূর্ববৎ ।

তৃতীয়তঃ—বাহিরের উপাদানের অধিকতর বৃদ্ধির জন্য শক্ত ফুলকপিপার আকৃতি ধারণ করে । সেগুলির বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয় এবং বক্তাঃসবণ ও স্রাব অল্প হয় ।

### রোগ চিনবার উপায়

শারীরিক—অতি দ্রুত ওজন হ্রাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য, আহারে অনিচ্ছা, বক্তৃৎস্বলপতা—এগুলি প্রথম হতেই আরম্ভ হয় ।

স্থানীয় গুন্ডমা—( টিউমার ) দর্শনীয় স্থানে হলে দেখা যায় তাকে দেখনা থাকে তবে চাপ দিলে বেশী অনুভূত হয় । এহা হতে রক্তপ্রায় হয়ে থাকে, রক্ত কাল । গুন্ডি সমূহে ইহার ব্যাপ্তি প্রকাশ পায় ।

আপাত দৃষ্টিতে যা মনে করা হয় তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র পৰীক্ষা দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত এই রোগ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় মতামত দেওয়া অনুচিত ।

### সারকোমা

ইহা সংযোজক Malignant গুন্ডমা । ইহার বিশিষ্টতা ইহার আকৃতি মাংসপিণ্ডের মত এবং অতি দ্রুত অতি বড় আকারে পরিণত হয় । কোষ সম্ভার প্রত্যেকটি কোষ

অতি সূক্ষ্ম Stroma মধ্যে নিবন্ধ। Stroma জালের আকারে Parenchyma আবেষ্টন করে আছে এবং হ্রা Fibrous tissue ও রক্তবহা শিরা ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। Cancer একতকগুলি Parenchyma কোষ একত্র হয়ে Stroma মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ইহার dissemination বা বিস্তার রক্তের সঙ্গে embols হিসাবে হয়। তবে কোন কোন প্রকারের Sarcoma, lymph channel দ্বারাও প্রসারিত হয়।

Sarcoma সাধারণতঃ বহিরাবরণে আবৃত থাকে কাজেই লক্ষণ হিসাবে ক্রান্ত নিঃসরণ কম হয়; ভঙ্গুরতাও বিশেষ কম। অন্যান্য লক্ষণ সমূহ প্রায় একই। Malignant ব্যাধির মতই।

নিম্নলিখিত স্থানেও Sarcoma হয়ে থাকে—uterine, fibroid, হাড়ের ভ্রম স্থানে ও অন্যান্য স্থানে হয়। বয়স হিসাবে বিবেচনা করতে গেলে ইহা ক্রম হতেই এবং প্রথম ১০ বৎসর পর্যন্ত থাকতে পারে তবে তা কম। ২৫ বৎসরের পরেই ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়।

কখন কখনও ককট রোগ ঔষধ সেবন ব্যতীত স্বতঃই ( অর্থাৎ শরীরস্থ রক্তপাতনের শক্তির সাহায্যে ) সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। ককট রোগ হয়েছে সন্দেহ হলে ই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা কৰ্তব্য।

রোগ নির্ধারণের পক্ষে রোগীর এবং চিকিৎসক উভয়েরই সহায়ক এমন কয়েকটি লক্ষণ রোগের সূচনাতঃই প্রকাশ পায়। এই রোগের প্রথম অবস্থাতঃই কোন বেদনা থাকে না। জিহ্বা, গুষ্ঠ এবং দাঁতের মাড়িতে কোন দুঃস্বাদ রোগী দীর্ঘস্থায়ী হয় হলে ঐ সকল স্থানে ক্যানসার হয়েছে সন্দেহ বরাযেতে পারে। ক্যানসার বহুদিন ব্যাপী স্বরভঙ্গ লক্ষণে তার গলদেশে ক্যানসার আক্রমণ সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব। কারো গিলিতে কষ্ট হলে এবং উহা স্থায়ী হলে তাহা খাদ্য নাল্যতে ক্যানসার হয়েছে বলে অনুমান করা য়েতে পারে। কোন অধিক বিষম্ব ব্যক্তি বহুদিন ধরে অজীর্ণ রোগে ভুগতে থাকলে তার পেটে ক্যানসার বোগের আক্রমণ হয়েছে বিনা পরীক্ষা করা কৰ্তব্য। ৩৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন স্ত্রীলোকের অনির্দিষ্ট রক্তস্রাব তার জরায়ুতে ক্যানসার সূচনা করে।

ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হেতু রোগীগণ আক্রমণে অনেক পবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং ফলে তাঁদের হিত সাধিত হয় না। ক্যানসার সম্বন্ধে কোনও সম্ভাবনা প্রকাশ পেলে তৎক্ষণাতঃ ডাক্তার দেখিয়ে প্রকৃতই তার ঐ রোগ হয়েছে বিনা তৎসম্পর্কে যথাযথ পরীক্ষাদির ব্যবস্থা করে নিঃসংশয় হওয়া কৰ্তব্য। যথা সময়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে সূফল পাওয়া যায়। ঔষধ ব্যর্থ হলে X-Ray বা রোডিয়াম রশ্মি প্রয়োগ করা বিধেয়; দেহের স্থলবিশেষে অস্ত্র চিকিৎসা সূফল হয়।

চিকিৎসা।

আর্স ( নিম্নক্রম ) বিশেষতঃ জন্লাকর ককটে; হাইড্রাস্টিস e, ৩x— ( বাহ্যপ্রয়োগ ও সেবন ) গ্রান্থি বা জরায়ুতে ককট হলে; কার্বো অ্যানি ১x, ৩

বিচূর্ণ- ককট প্রাবে; অরামমেট ৩x বিচূর্ণ, ৬—অস্থি ককটে, অ্যাকোন  
র্যাডিক্স ( প্রতি মাত্রাষ আধফোটা হইতে মিন ফোটা ) যতক্ষণ পর্যন্ত না বোগীর  
ঘুম আসে। ককট জ্বিত দুঃসহ যন্ত্রণার প্রায় অব্যর্থ ঔষধ।

ল্যাপিস অ্যাম্ব্রাম ২x—অত্যন্ত জ্বালাসহ প্রচুর প্রাণ (যতঃ জ্বাব্যধর  
ককটে)।

কার্সিনোসিন ২০০ (সপ্তাহে একবার মাত্র) এটি অতি উপকারী ঔষধ যদি  
এতে বোগ একটু কামে আসে তা হলে পবে কার্সিনোসিন ১০০০ দিতে হবে মাসে  
এক বা দুই ম টা করে।

এতে কাজ চলতে থাকলে পবে একই ঔষধের Potency আবও বাড়িয়ে দীর্ঘদিন  
পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

বস্ত্রের ককট বোগ ছাড়া অন্য যে কোন ও ক্যানসার এই ঔষধ ব্যবহারে আদি  
খুবই সফল পেরোছ। তবে বোগী যেন কপূর্ব, কৰ্মা এবং গবম মসলা না খায়  
তা অবশ্য মেনে চলিই হবে।

দুঃসহ যন্ত্রণা থাকলে এক্স-রে ২০০ বা রেডিয়ারামেরে ২০০ সপ্তাহে একবার  
হাইড্রাস্টিনাম ৩x ডাল ঔষধ। ক্যাল্কেবিয়া ফ্লুয়োর ১২x—ক্যানসার অত্রা  
অংশে—উহাৰ চান্দ্রবে প্রস্তুতবৎ কাঠিনো।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও সময় সময় আবশ্যিক হতে পারে—বেল ২০০, ফস্ফো—  
কম্পডুব্যাক্সো ১x, অ্যাসিড কার্ব ৬, বট্টা ৪, ফাইটো ২x, অ্যাম্বোড ৬x কেলিব্রোম ৩x  
গেলিয়াম অ্যাপাবাইন ৪ ( দুঃসহ ৩০—৫০ ফোটা প্রত্যহ মিনবার ) সিকেল ৩০,  
ক্রিয়োজাট ৩০, হাইড্রোকটাইল এসিড ৩x, সাল্ফার ৩০, স্যাক্রুনেবিয়া ১x, অর্স  
অ্যাম্বোড ৩x ইহা জলসহ সেবন নিষিদ্ধ, অবাম অ্যাম্বোড ৩x, ক্যাল্কে অ্যাম্বোড ৩  
সিম্ফাইটাম, ইউফর্বিয়াম ৬ একনেসিষা ৪ ( মাত্রা ৫—২০ ফোটা ) গ্যাকেসিস  
(ঘোষলাল, নীল বা বটাবর্ণের ককট) কানিন্সাম ৬, ৩০ (আঘাতজনিত ককট রোগ বা  
বৃক ককট রোগ হলে) কেলি সায়েনেটাম ৩ (জ্বিহ্বার ককট; হেক্সা লাভা,  
হেলোনিসাস, প্র্যাটিনা, সির্ফালিনাম, ফ্লুফুলেবিয়া) অর্গিথোগেলাম ৪ সময়  
সময় বেশ ভাল কাজ করে।

ককট রোগ চিকিৎসার সিদ্ধান্ত ডাঃ Bill wood যে সমস্ত ক্যানসার রোগ নিরাময়  
করেছেন তন্মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গবিশেষের ক্যানসার বোগ নির্মোষণরূপে সারিয়েছেন তার  
নির্বাচিত ঔষধ নিম্নে লিখিত হলো।

- ১। অর্গানিজমার ককট —ফেবাম পিক্রিক ৩x, শাইড্রাস্টিন ৪।
- ২। জরায়ু প্রাণীর ককট—অর্স অ্যাম্বোড ৩x, পালস্ ৩x, (স্ট্রোরোগ  
অধ্যায়ে জ্বায়ুর অবদ্ব ও জ্বায়ুর ককট দৃষ্টব্য)।
- ৩। গলকোষ ও গলনালীতে ককট —ফেবাম পিক্রিক ৩x, থা ১x।
- ৪। বৃহৎস্তের শেষাংশে—(Rectum) ককট—হাইড্রাস্টিন ১x, স্যাড্রা  
(সপ্তাহান্তে সেবা) এবং শোধ জন্য সাইলিসিয়া ৬।

৫। দক্ষিণ স্তনে কার্সিনোমা —আর্স্‌ আয়োড ৩x ও হাইড্রোঅ্যাস্টিস 1x (পৰ্বাৱক্রমে)।

৬। স্বকৃতে কৰ্কটসহ উদরী —আর্স্‌ আয়োড ৩x ও হাইড্রোঅ্যাস্টিস 1x।

৭। উন্নর হাড়ে সার্কে'মা—সাইলিসিয়া ২০০, ৬।

৮। বাম উন্নর আস্থর সার্কে'মা—সাইলিসিয়া ৬।

৯। নার্সিকার সার্কে'মা—নেট্রাম মিউব ২০০ (সাময়িক সেবনাবিধি)

১০। বক্ষঃদেশের। বর্ধিত গ্রন্থির কৰ্কট। —সাইলিসিয়া ২০০, মার্গলগন্যাণ্ট টিউমার এবং সার্কে'মাতে—হেক্সা-লাভা ৩x একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পরামর্শ

ডাঃ কুপার রুটা' মলম (Ruta ointment) ব্যবহার কবতে ব্যবস্থা দেন। অতিরিক্ত বিবরণের জন্য ডাঃ Burford Carcer, Clarke's Tumour, Cooper's Cancer Royal's Practice, Gatchell's Practice, Ruddock's Vade mecum এবং Burnett's Carability of Tumours প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ব্যাধির সূচনার অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে চিবিৎসা ব্যবস্থা করা বস্তব্য।

নিরামিও আহাৰ-বিহার, সংযত জীবন যাপন কৰ্তব্য। আহাৰে পৰ অমৃত আশ্বাটা বিশ্রাম কৰ্তব্য। যাদেব প্ৰাতঃহিক আহাবেব সময়েব কোন ঠিক নেই, কখনও অতি ভোজন কখনও বা অতিরিক্ত উপবাস কবেন, সৰ্বদা পেটের রোগে ভোগেন, অথবা অতিরিক্ত হাঁদ্রয় সেবা ও মদ্যপান কবেন—তাদেব জীবনী শক্তি ক্ষীণ হলে যান, রোগের সহিও লড়াই কবার শক্তি কমে যায় ফলে এই মারাত্মক ব্যানসার রোগ সহজে আক্রমণ কবার সুযোগ লাভ করে।

নিরামিও আহাৰ-বিহার, উপযুক্ত পৰিমাণ লঘুপাক অথচ পূর্নষ্টকর খাদ্য, যথোচিত শ্রম ও বিশ্রাম সকল রোগের প্রতিষেধক।

স্বাস্থ্যবিধি নিরামিও মেনে চলে. হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চাবনে ৫ থেকে ১০ বর্ষ পর্যন্ত এই রোগ থেকে অবশ্য মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কেটে কেটে অপারেশন করলে রোগী শব্দ কন্টই পাবে এবং দ্রুত মৃত্যু তাব অবধারিত।

মনে রাখবেন —হোমিওপ্যাথিক চিবিৎসা করে গেলে অপারেশন করা চলেবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন। পোঃ শ্যামনগর, ২৪ পরগণা

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিভিন্ন উচ্চস্তরের চিবিৎসকগণ ক্যান্সার বোগে কার্সিনোসিন উচ্চ ম'গ্রাষ ২০০ থেকে সূন্নর বরে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে ৩০, ২০০ মাত্রা দিয়ে প্রচুর সুফল লাভ করেছেন।

রেডিওমায়োম —৩০, ২০০ ও এক্স-রেব পর ব্যবহার করা যাব।

লক্ষণ অনুযায়ী —আর একটি প্রধান ঔষধ হলো ল্যাকোসস, কিংবা ক্রোটেলাস প্রভৃতি সাপের বিষ থেকে তৈরী ঔষধ। এতেও এই রোগের ক্ষেত্রে অপরূপ সুফল লাভ করা গেছে।



## সংক্রমণ জন্মায়

# গর্ভাবস্থা ও তৎকালীন ব্যবস্থা

## গর্ভলক্ষণ

ঋতুর বিরতি, অরুচি, গা-বাঁম-বাঁম, শুনের বোটোর চারধাবে কাল দাগের উৎপত্তি, তলপেট ও শুনের বৃদ্ধি গর্ভ সঞ্চারের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু অন্য বহুপ্রকার বোগেও, এইসব লক্ষণ দেখা যায়। সেইজন্য এইসব লক্ষণসহ যদি দুই থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে তলপেটে বাচ্চার নড়াচড়া বোঝা যায়, তবেই গর্ভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া উচিত। মানুষের বৃকের উপর কান রাখলে যেমন ধুক-ধুক আওয়াজ শোনা যায়, তেমনি গর্ভিণীর তলপেটে কান রাখলে বাচ্চার বৃকের ধুক ধুক শব্দ শোনা যায়, যদি সেই শব্দ পাওয়া যায়, তবে গর্ভ সঞ্চার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। ভ্রূণের (বাচ্চা) ঐ শব্দ প্রতি মিনিটে ১১—১৩৫ হলে প্ৰ. ১৪৫ বা তার থেকে বেশী হলে মেয়ে সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে গর্ভ সঞ্চারের এক মাসের মধ্যেই Fredman's Frog Test বা Ascheim-Jondek Test দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়। গর্ভবতী নারীর মূত্র, ইঁদুরের মধ্যে Inject করে এই পরীক্ষা করা হয়।

## গর্ভে মেয়ে বা ছেলে উৎপত্তির কারণ

গর্ভস্থ ভ্রূণ কি প্রকারে মেয়ে বা ছেলে রূপে পরিণত হয়, এ হস্তে এখনও ঘন অন্বেষণে। মহার্ঘী স্বেদিত বলেছেন, প্ৰবৃষের শুক্রাধিকো ছেলে ও নারীর আর্তবেব আধিকো মেয়ে জন্মে এবং শুক্র ও শোণিতের অর্থাৎ নারীর আর্তবেব সামো নপুংসক জন্মে। ঋতু অল্পে যুগ্ম দিবসে স্ত্রী প্ৰবৃষে মিলিত হলে ছেলে এবং অযুগ্ম দিবসে মিলিত হলে মেয়ে জন্মে। এর ব্যতিক্রম - যুগ্ম দিবসে স্ত্রীলোকের আর্তবেব অল্প পরিমাণে ও অযুগ্ম দিবসে অধিক পরিমাণে প্রবর্তিত হয়—তাই যুগ্ম দিবসে ছেলে ও অযুগ্ম দিবসে মেয়ে জন্মে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে প্ৰবৃষের বীর্ষের x ও y জাতীয় ক্রোমোজোম এজন্য দায়ী।

## গর্ভকাল

চল্লিশ সপ্তাহ বা ২৩০ দিন (গর্ভ সঞ্চার হতে প্রসবের দিন পর্যন্ত) অর্থাৎ প্ৰ. নয় মাস দশ দিন।

## গর্ভাবস্থায় পালনীয় নিয়ম

গর্ভাবস্থায় নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধিগুলি প্রতিপালন সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। না হলে প্রসূতি ও গর্ভস্থ শিশু দুজনেরই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

## ১। খাদ্য

গর্ভাবস্থায় গুরুপাক খাদ্য ভোজন, অতি ভোজন বা উপবাস ক্রতিকব। ফল, দুগ্ধ, ভাত বা রুটি, ডাল, তাজা মাছ, মর্দু, চিড়ে প্রভৃতি পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক খাদ্য ভোজন করা উচিত। ভাল করে চিবিয়ে খেলে খাদ্য সহজেই হজম হব। যে খাদ্যে উদরাময় হবার আশঙ্কা থাকে, তা অবশ্যই পরিহার্য। কেন না উদরাময় দীর্ঘস্থায়ী হলে গর্ভপাতের আশঙ্কা। গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার খাদ্য খেতে ইচ্ছা করে, যদি সে খাদ্যে প্রসূতি বা গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, তাহলে গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ করা সঙ্গত।

## ২। পরিচ্ছদ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে থাকে এবং পবা বিধেয়, কাপড় ঢেলে কবে পরা উচিত কাবণ কোমবে খুব কষে কাপড় পড়লে, শিশুর দেহমধ্যে বস্তু প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটে, শিশু হয় বিবলাঙ্গ, নয়ত মৃত শিশু অকালে ভূমিষ্ঠ হয়।

## ৩। প্রমাদি

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং মৃদু ভ্রমণ ও নিয়মিত পরিভ্রম করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আবার অতি পরিভ্রমে গর্ভপাত হতে পারে এবং যদি অলসতা পেয়ে বসে, তবে প্রসব কালে প্রসূতির কষ্ট ও শিশু নিস্তেজ হবার সম্ভাবনা থাকে। ঠান্ডা বা হিম লাগানো এবং বৃষ্টিতে ভেজা ক্ষতিকারক। ৬।৭ মাস গর্ভাবস্থায় গাড়ী, পাঙ্কী, নৌকা বা রেল চড়া, ছোটোছোটো করা, ভারী জিনিষ তোলা, সিঁড়ি দিগ্নে উঠা-নামা করা, লাফিয়ে চলা, বাটো বাটো প্রভৃতি বারণ—কেন না ঐরূপ কাজে গর্ভপাত হবার আশঙ্কা থাকে।

## ৪। মন

মন সতত নিরুদ্ধম ও প্রফুল্ল রাখা অবশ্য কর্তব্য। বেশী ভয় পেলে, পেটের সন্তান জড় বা বিনষ্ট হতে পারে। গর্ভিণীর মন গর্ভস্থ সন্তানের মনের উপর প্রভাবশালী। অসন্তোষ-বিস্ময় নারীর মন ভরাস্ত্র থাকলে, সন্তান ভীতুস্বভাব পেয়ে থাকে, গর্ভিণীর মন বিষাদপূর্ণ যদি থাকে তবে সন্তানও বিষন্ন স্বভাবের হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে।

৫। স্বাস্থ্য

গর্ভিণীর স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। জ্বর, সর্দি, কাশি পেটের পীড়া এবং ছোঁয়াচে রোগ প্রভৃতি যাতে না হতে পারে সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। বাড়ীর কারও হাম-বসন্ত প্রভৃতি রোগ হলে গর্ভিণীকে আলাদা রাখা কর্তব্য। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই সব রোগ হলে, প্রায়ই গর্ভপাত ঘটে, এমন কি গর্ভিণীর প্রাণনাশ হবারও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থার উপসর্গাদি এবং চিকিৎসা

গর্ভ সপ্তাহ থেকে প্রসব কাল পর্যন্ত সাধারণতঃ নানা প্রকার রোগের উপসর্গ দেখা দেয় এবং সেজন্য গর্ভিণী খুব কষ্ট পায়। নীচে প্রধান প্রধান উপসর্গ এবং তার প্রতিকারের বিষয়গুলি লেখা হল—

মূর্ছা

মূর্ছা হওয়া মাত্র মূখে ঠান্ডা জলের ঝাণ্টা এবং স্পিরিট-ক্যাম্ফরের ঘ্রেন লগুনা উচিত।

মূর্ছার বিবাকালে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি দেওয়া উচিত—

বস-রক্তাদির ক্ষয় হেতু মূর্ছায়—চায়না ৬, ৩০ ; ভয় পেয়ে মূর্ছায়—ওঁপস্মার ৬ শোক-দুঃখজনিত মূর্ছায়—ইমেসিয়া ৬, ; ফুৎপিন্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ হওয়া বশতঃ মূর্ছায়—ডিজিটেলিস ৬ ; স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য মূর্ছায়—অ্যাসিড ফস ৬ ; ঘর্ম্মের থাকবার পর মূর্ছায়—লাইকো ৬ ; শয্যা হতে উঠবার পর মূর্ছায়—অ্যাকোন ৩x ; রক্তস্রাব জনিত মূর্ছায়—চায়না ৩ ; আঘাত জনিত মূর্ছায়—অর্পিকা ৩x ; হিষ্টিরিয়া জনিত মূর্ছায়—মস্কাস ৩x ।

মাথাধরা

রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া—অ্যাকোন, বেল, ওঁপি ; পিত্তসহ রক্তাধিকাজনিত—মার্ক'-সল, পণ্ডা ; বাতজ শিরঃপীড়া—ব্রাইয়ো ; অজীর্ণতাজনিত শিরঃপীড়া—নাক্স, পালস্, ইপি, সাল্ফার ; সর্দিজনিত শিরঃপীড়া—অ্যাকোন, ডালকা, ইমে, ভ্যালেরিয়ানা ; সবিরাম শিরঃপীড়া—চায়না, কুইনাইন ; রক্তাধিকাবশতঃ মাথাধোরা ও চোখের সামনে কাল কাল দাগ দেখলে—অ্যাকোনাইট ৩ ; দপদপে শিরঃপীড়া এবং চোখ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং কানের ভিতর ভৌ ভৌ শব্দবোধ হলে—বেলেডোনা ৬ ; মাথার চাঁড়কম্বারা লক্ষণযুক্ত ব্যাধি—নাক্স-ভমিকা ৩০ ।

### পিঠে ও কোমরে বেদনা

ব্রাইয়ো ৩, রাস-টক্স ৬ ও সিপিয়া ৩০ এর প্রধান ঔষধ। তলপেটে প্রসব বেদনার মত বেদনায়—সিকোল ৩ ; অতি শ্রমজনিত বেদনায়—আর্গিকা ৩ ; পিঠের বেদনায়—ক্যালকে-কার্ব বা কষ্টিকাম ৬, বেদনা ডান দিকে বা পার্শ্ব হলে—ক্যামোমিলা ৬, পালস ৩, ফস্ফা ৩, অ্যাকোন ৩x । কোমরে ফ্রানেল বা কোন গরম কাপড় জড়িয়ে রাখা উচিত।

### পেট খামচান

গর্ভে সন্তান বাড়তে থাকে বলে শিরা, ধমনী, স্নায়ু প্রভৃতি বাড়তে থাকে, এবং সেইজন্য পেট খামচায়, পেটে রক্ত সঞ্চয় বোধসহ জ্বর লক্ষণে—অ্যাকোন ৩x ; পেটে প্রচণ্ড বেদনায় গর্ভিণী পেছন ভাগে বেঁকে পড়লে—বেল ৩x ; পেট খামচান (খাবার পর বাড়ি) এবং সেই সঙ্গে বমির ইচ্ছা, বায়ু নিঃসরণ ও কোষ্ঠবন্ধতা থাকলে—নাক্স-ভম ৩x ; খামচান বা সূঁচের মত বেদনা, সেই সঙ্গে বমির ভাব হলে—পালস ৬, ভিরে-অ্যাণ্ডও দরকার হতে পারে।

### দস্তবেদনা

জ্বরের সঙ্গে দস্ত-বেদনায়—অ্যাকোনাইট ৩x ; স্নায়বিক উত্তেজনা সহ অজীর্ণতা জনিত দস্তবেদনা হলে—নাক্স-ভম ৩০, ক্যালকে ফ্লোর ৬, মার্ক ৬, ক্যামোমিলা ১২, অ্যাণ্টিম ক্রুড ৬ বা ক্রিঃরাজোট ১২, লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত। স্পাইজলিয়া ও স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া কখনো কখনো দরকার হতে পারে।

### শোথ

গর্ভবস্থায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত বশতঃ পারে, উন্নতে ও স্থায়ী জননেন্দ্রিয়ে শোথ হতে থাকে। আস ৩০, চায়না ৬, ক্যাম্পা ৬, সাল্ফার ৩০, ব্রাইয়ো ৩, ডিঞ্জ ৩x, এপিস ৩ বা ফেরাম ৩) লক্ষণ দেখে দেওয়া উচিত।

### হিষ্টিরিয়া

বায়ু প্রধান ধাতুর্বাশিষ্ট নারীদের সাধারণতঃ এই পীড়া হয়। হিষ্টিরিয়া জনিত আক্ষেপ অতি প্রচণ্ড হলে গর্ভপাত পর্যন্ত হতে পারে। আক্ষেপ ছটবার আগে গলদেশ মধো যেন কোন কিছুর আর্টিকয়ে আছে মনে হয়। ফুঁপাইয়া বাঁদা, গেলার ব্যর্থ চেষ্টা, দৃঢ় মনুষ্টিতে নিজের গলদেশ আঁকড়িয়ে ধরা, মৃৎখণ্ডল মালিন, চৈতন্য সঙ্কেও কথা বলতে অক্ষমতা প্রভৃতি প্রাথমিক লক্ষণ উপস্থিত হয় ; পরে মৃৎ দিশে বায়ুর নিঃসরণ বা মূত্রত্যাগ হবার পূর্বে বাববাব চিৎকাব, কান্না ও ও অশ্রুপাতের পূর্বে রোগ সেরে যায়। ইয়ে, মস্কাস নাক্স-ভম, প্ল্যাটিনা বা ভ্যালেরিয়ানা এর প্রধান ঔষধ।

### মৃগী

মাথায় বেদনা, আঙ্গস্য, মাথাঘোরা, মানসিক গোলযোগ, অস্থির নিদ্রা, বৃক্ক ধড়ফড় করা, বমির ইচ্ছা, রক্তাভ মূখমণ্ডল প্রভৃতি এই রোগের পূর্ব লক্ষণ। অ্যাগারিকাস, বেল, কার্কট, সাইকিউটা, কুপ্রাম, হায়োসায়ামাস প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান ঔষধ।

### সন্ধ্যার রোগ

তীব্র শিরঃপীড়া, বমির ইচ্ছা ও মূচ্ছাসহ রোগিণী মাটিতে পড়ে যায়, গভীর নাক ডাকা, মূখমণ্ডল রক্তিমভ ও স্থির-চক্ষু প্রভৃতি উপসর্গ এই রোগে বর্তমান থাকে। অ্যাকোন, বেল, কার্কউলাস, ল্যাকে, নাক্স-ভম বা ওঁপন্নাম এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### মানসিক অবস্থার গোলযোগ

গর্ভিণীর কখনো ক্রোধ দেখা দেয়। তুচ্ছ বিষয়ে অশ্রু-বিসর্জন, আসন্ন প্রসব যন্ত্রণার ভয়ে ব্যাকুলতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। সিমিসিফিউগা ৩, ও পালসেটোলা ৩ এই অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ; খির্টাইটে মেজাজের জন্য ক্যামোমিলা ৬ প্রযোজ্য; প্রসব যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হলে, অ্যাকোনাইট ৩ সেবন করতে হবে।

### বমি বা বমির ইচ্ছা

গর্ভাবস্থার সূচনায় বমি, বমির ইচ্ছা ও মূখ দিয়ে জল গুঠা—এই তিনটি উপসর্গ দেখা দেয় এবং এগুনি প্রায়শঃ সকাল বেলায় প্রকট হয় অল্প দিন মাত্র। ঐ সব উপসর্গ নিজে থেকে আপনাই কমে যায়, কিন্তু সংজে না সারলে, নিম্নলিখিত ঔষধ গুর্দাল বিবেচ্য—

সিম্ফারকাপাস রোসিমোপা ৩x, ৩০, ২০০—এই রোগের প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ অগ্গেসওদা অবস্থার বারে বারে বমি বা বমির ইচ্ছা, পারপাক-যন্ত্রের গোলযোগ, খাওয়াতে কখনো রুচি, কখনো বা অরুচি, মূখ দিয়ে জল গুঠা, ১৩ত্ব আম্বাদ, কোস্ট-কাঠিন্য; সব প্রকার খাবারে বৈতৃষ্ণা, ১৫৭ হলে শুলে আরাম লাগে।

আবরত বমি, বমির ইচ্ছা, পিত্ত বা গ্লেটমা-বাম এবং উদরাময় হবার আশঙ্কা, কোষ্ঠবৃদ্ধতা, উল্গার, মূখ দিয়ে জল গুঠা, হিঙ্কা, সকারলর আহ্বারের সময় বা আহ্বারের পর বমি লক্ষণে—নাক্স ভমিকা ৩০।

ক্রিলোজোট ৬, সিপিয়া ৩০, অ্যাডোপিস ফোরনোসা ৩, পালস্ ৩০ অ্যাপোমর্ফিনা ৩০, কার্কউলাস ৩, চোলিডোনিয়াম ২০, হিঁপকাক ৬, সিমিসিফিউগা ৩০ প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যিক হতে পারে।

## মুখ দিয়ে জল ওঠা

অতি ভোজন জনিত জল ওঠা এবং টক বা ভুক্তদুবোর স্বাদবিশিষ্ট টেকুর ওঠে ; ঔষধের অপব্যবহারের ফলেও অনববত থুথু উঠতে পারে—মার্ক' ভাই ৬ এর প্রধান ঔষধ ; কিন্তু মার্কাবি বা পারব ঘটিত ঔষধ বেশী সেবন জনিত বোগিগণী মূখ দিয়ে জল উঠলে নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩—৩০, কার্বো-ভেজ ৬ বা হিপার ৬ প্রযোজ্য। অল্প টেকুর, হঠাৎ টেকুর ওঠে, তিস্তস্বাদ বিশিষ্ট কতকটা তবল পদার্থ গলা পর্যন্ত উঠে নাচে অবতরণ ; অরুচি, বৃন্দ জন্মালা, কোষ্ঠবন্ধতা এবং অবিবত মুখ দিয়ে জল উৎক্ষেপে—নাক্স ডম ৩০। পেট ফাঁপা বা পেট কষে ধবা ও পাকস্থলীতে জন্মালা এবং অল্প টেকুর সহ মুখ দিয়ে জল উঠলে কার্বো, ভেজ ৩x—৩০। অনববত অল্প টেকুর সহ জল উঠলে—ক্যালকোরিবা কার্ব ৩০। প্ৰবাতন রোগে লাইকোপোড ১২—৩০, ভিরেট্রাম অ্যাম্ব ২, অ্যাসিড সাল্ফ ৩ প্রভৃতিও সময় সময় আবশ্যক হয়।

## শিরা স্ফীতি

গর্ভাবস্থায় জরায়ু ক্রমশঃ বাড়ে এবং ওব চাপে উবু ও যোনিদেশ এবং অন্যান্য অঙ্গেরও শিরাগুলি কখনো কখনো ফুল ওঠে ও গাটি বন্ধ হয়। হ্যামামেলিস ৩ সেবন এবং (H আর্টগুণ জলসহ) পিটি ব্যবস্থা। শিরা মধ্যে ঘন্টা হলে, পালস্ ৩। দুর্বলতা লক্ষণে, ফর্মিকা ৩x। প্ৰবানো রোগে—ফ্লুরোরিক অ্যাসিড ৬, শিবা ফেটে রক্ত নির্গত হলে—হ্যামামেলিস ৩ ছাড়া তুলো ভিজিয়ে রক্ত নির্গমনে স্থানটি শক্ত করে বেঁধে রাখা কৰ্তব্য। ফেবাম ফস ৩ এবং প্রাস্বাম ৬ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে। পালস্ ৩ শিরা স্ফীতি বোগের প্রতিবেধক। পার্লেব শিবা ফুললে, মোজা ব্যবহারে এবং হেলান দিয়ে শুলে উপকাব হয়।

## খিলধরা

গর্ভাবস্থায় চতুর্থ বা পঞ্চম মাসে গর্ভাণীপ পারে, উবুদেশে, পেটে, পিঠে ও কোমবে খিল ধবে। পারে ও উবুতে খিল ধালে ক্যামোমিলা ; খিলধবাসহ শিবেপীড়া, অগ্নিমান্দ বা বমিব ইচ্ছায়—নাক্স ভমিকা, ব্রায়ে নিয়া বা সিপিয়া ; উবরামরে আর্টবিস বা ভিরেট্রাম-অ্যাম্ব ; কোমবে ও পেটে খিল ধবলে—কলোসিস্থ, কিউপ্রাম, নাক্স-ভমিকা ; সেই সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকলে—লাইকোপোডিয়াম, ঔষধগুলি ওষ্ঠ শক্তিতে প্রযোজ্য।

## ন্যাযা

গর্ভাবস্থায় জরায়ু বন্ধিত হলে, পিস্তবাহী নালীর উপর চাপ পড়লে, সচরাচর ন্যাযা রোগ হয়ে থাকে। ক্যামো ৬, মার্ক'-সল ৬, চোলডোনিয়াম ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুপ্ৰব বাম দিক (দেহের) চেপে শুলে উপকাব হয়।

অসাড়ে মূত্র ত্যাগ

ক্যানারিস-স্যাট ১x, ক্যান্‌হারিস ৩, সিনা ৩, বেল ৩। গরম জ্বিনিস, লবণ ও অল্প খাওয়া নিবিষ্ট। ঠান্ডা জল ও দুধ ভাল পথ্য।

অল্প প্রসাব ও মূত্র রোধ।

গর্ভস্থ সন্তান যত বাড়ে মূত্র-বন্দ্যাদির ওপর তত চাপ পড়ে, ফলে মূত্র কমে যায় বা সম্পূর্ণ মূত্ররোধ ঘটে। কাঁচা দুধ ও জল সমান ভাগে মিশিয়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় খেলে, মূত্র সরল হতে পারে। মূত্ররোধে ক্যান্‌ফার ৪, ক্যান্‌হারিস ৬, বেল ৩ সেব্য। অল্প গরম জলে স্নান খুব উপকারী।

কোষ্ঠবৃদ্ধতা

নাড়ী-ভূঁড়ির উপর গর্ভস্থ সন্তানের চাপ পড়লে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। কলিনসোনিয়া ৩x প্রধান ঔষধ। নাক্স-ভর্মিকা ৩০, র.ইয়োনিয়া ৬, সালফার ৩০, ওঁপল্যাম ৩, প্রাম্‌দ্যাম ৬, অ্যান্‌দ্রুমিনা ৬, পডো ৬ প্রভৃতি লক্ষণ অন্তর্ভুক্ত দিতে হবে। পাকা পেঁপে খুব উপকারী।

উদরাময়

মার্ক'সল ৬, চায়না ৬, অ্যাসিড ফস ৬, ক্যামো ৬, ফস ৬, সালফ ও পডো ৬ লক্ষণ অন্তর্ভুক্ত দিতে হবে।

বৃক-জ্বালা

পালসেটিলা ৬ বা ক্যান্‌সিকাম ৬ এর প্রধান ঔষধ। অল্পপীড়া স্নিত বৃক-জ্বালায় ক্যাল্‌কোরিয়া কার্ব ৬। আর্স ৩x, কার্বো ভেজ ৩x—৬x, নাক্স ভম ৩, পালস ৬, ফস ৩ ও নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ সময় সময় দরকার হয়।

অনিদ্রা

কফিয়া ৬ এর প্রধান ঔষধ। রাত্রির প্রথম ভাগে নিদ্রা ও শেষভাগে অনিদ্রা লক্ষণে, সাল্‌ফার ৩০। অনিদ্রাসহ জ্বর বর্তমান থাকলে, অ্যাকোনাইট ৩। পায়ে খিলখিলা বা ব্যথার জন্য অনিদ্রায়—ক্যামোমিলা ৬ বা ভিরেট্রাম ৬, শোবার আগে ঈষৎ লবণ জলে গা স্পঞ্জ করলে ভাল নিদ্রা হয়।

রুচি-বিকার

পাতখোলা, পোড়ামাটি, লবণ প্রভৃতি খওয়ার স্পৃহা লক্ষণে—অ্যাল্‌দ্রুমিনা ৩০, কার্বো ভেজ ৩, কবিউলাস ৬, সাইকিউটা ৩০। খড়ি, নুন, মিষ্টি, ডিম প্রভৃতি খাওয়ার প্রবল স্পৃহা—ক্যাল্‌কোরিয়া কার্ব ৬ বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩।

## লালাস্রাব

গর্ভাবস্থার কারণে কাণ্ড প্রচুর গাঢ় লালাস্রাব হয়, এটি প্রায়ই গর্ভের প্রথম অবস্থায় দেখা যায়। অনেক সময় দুই এক মাত্রা মার্ক'উররাস দিলেই লালাস্রাব বন্ধ হয়, না হলে আর্স, পালস্, নেট্রাম প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যিক হতে পারে।

লালাস্রাবসহ খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ ও গা-বর্মি বর্মি লক্ষণে—পালস্ ৩০; দাবুণ অবসাদে মূত্র গ্লান, বর্মি বইছা ও ভূক্তদ্রব্য বর্মি, পা ফোলা প্রভৃতি লক্ষণে—আর্স ৬; জিভে, ঠোঁটে ও মুখে ঘা, শীর্ণ চেহারা ও প্রচুর লালাস্রাবে—নেট্রাম ৩০, লালা রক্তলাঙ্কিত, জিহ্বা-জ্বালা, ঘা হয়েছে অনুভব, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ লক্ষণে—সাল্ফার ৩০।

## স্বাসকষ্ট

শীঘ্র জ্বর, কাশি, স্নায়বিক দৌর্বল্য, অজীর্ণতা প্রভৃতি কারণে গর্ভাবস্থায় স্বাসকষ্ট ঘটে। অ্যাকোন, আর্স, ইপি, মস্কাস, ফস, নাস্ত্র, ব্রাইয়ো প্রভৃতি এর প্রধান ঔষধ।

## বুক ধড়ফড় করা

র্জিটেলস ৩ এর প্রধান ঔষধ। অজীর্ণতার হেতু বুক ধড়ফড় কবলে—নাস্ত্র ভর্মিকা ৬। স্ট্রোফ্যান্থাস ৩x, মস্কাস ৩x, অ্যাকোন ৩x, আর্স ৩, বেল ৩, পালস্ ৬, সাল্ফার ৩০ প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী আবশ্যিক হতে পারে।

## অর্শ

কোন কোন গর্ভাণীর অর্শের যন্ত্রণা হয়। নাস্ত্র ভর্মিকা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শসহ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে—কলিনসোনিয়া ৩x, কার্বো ভেজ, পডো, নাইট্রিক স্যাসিড প্রভৃতি সময় সময় আবশ্যিক হয়।

## কাশি

সময় সময় গর্ভাণীর শ্বসন কাশির জন্য কষ্ট হয়, অ্যাকোন ৩ ও নাস্ত্র ভর্মিকা ৬ এই রোগের প্রধান ঔষধ।

## প্রসাবের যন্ত্রণা

স্পিরিটু-ক্যালফর এর প্রধান ঔষধ। অ্যাকোনাইট ৩, বেলোডোনা ৬, এপিম ৬, আর্সেনিক ৬ বা ক্যালফরিস ৬, সময় সময় আবশ্যিক হতে পারে।



### মূত্র নালীর আক্ষেপ

মূত্রনালীর আক্ষেপের জন্য গর্ভাণীর খুব কষ্ট হয়, কখনও বা দিন-রাতি অনবরত প্রস্রাব গড়িয়ে পড়ে। কণ্ঠকাম ৬ বা অ্যান্ডিফস ৩x সেবন এবং এক গ্রেগ জিঙ্কাম-মিউর এক আউটস চলসহ মিশিয়ে তার দ্বারা জননেন্দ্রিয় ধুয়ে দিলে উপকার হয়।

### রক্তোনিঃসরণ

গর্ভাবস্থায় কদাচিৎ কখনও ঝতু দেখা দেয়। ককিউলাস ৬ বা ফস্ফোরাস ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### বেদনা

গর্ভাবস্থায় শব্দরের সোনও স্থানে খিল ধরলে—ভাইবার্ণাম ওঁপ ৩ বা কলোদিম্ব ৬, হ্রৎপেডে দপদপে বেদনায়—আর্জ'মেট ৬। স্রুণের সঞ্জলনহেতু বেদনায়—আর্গিকা ৩, সিপিগা ৬, খুজা ৩০, কোনিয়াম ৬।

### পেট কনকন করা

ক্যামোমিলা ১২ বা নাক্স-৩ম ৬ এক মাঠায় উপকার হয়। ক্যাল্কে-কার্ব' ৬ ফলপ্রদ।

### জ্বর

গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক মাসে অল্প অল্প জ্বরে ঔষধের আবশ্যক নাই; জ্বর না ছাড়লে অ্যাকোন ৬ সেবা।

### কামড়ানি

পা ও পায়ের পাঠায় হঠাৎ কামড়ানি বা টান ধরার মত বেদনায়—কিউপ্রাম ৬ ও জেলসিমিয়াম ৩ উপকারী।

### বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি

বোবাক্স ৩ ও অ্যান্ডাগ্রিসিয়া ৬-এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### পেট ঝুলে পড়া

যে সকল স্ত্রীলোকের পেটের চামড়া ঢিলে তাহাদের গর্ভ হলে পেট ঝুলে পড়ে এবং ক্লেশদায়ক হয়। কাপড় দিয়ে পেট তুলে বাঁধলে কষ্ট দূর হয়।

## পেট বড় হওয়া এবং স্তনে ব্যথা

পেট বড় হলে যদি চামড়া টাটায় ও স্তনে ব্যথা হয়, তাহলে নারবেল তেল দ্বিগুণে পেট ও স্তন ধীরে ধীরে মালিশ করলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। এতে উপশম না হলে বেলেডোনা ও নাক্স ভর্মিকা ও প্রযোজ্য।

## পেটে ছেলের নড়াচড়ায় কণ্ট

ওপিয়াম ও বা আর্গিকা ও প্রযোজ্য।

## ধাতের ব্যারাম

দুধের মত ধাত নিগর্মনে—ক্যালকেরিয়া ও, হলদে বা জলের মত ধাত নিগর্মনে—সিঁপিয়া ২০০, ধাতের ব্যারামে নিভাস্ত কাহিল হয়ে পড়লে—চায়না ও বা আর্গিন্ড ফস ৩x। ধাতের ব্যারামের সঙ্গে যোনির ভিতর সড়সড়ানি এবং অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা বস্তুমানে প্র্যাটিনা ও।

## স্তনের বিবিধ উপসর্গ

স্তন শক্ত, লাল ও ভারবোধ এবং বেদনাশূন্য হলে, বেলেডোনা ২x। স্তন স্ফীত ও ভারী, কিন্তু, লাল নয় এরূপ লক্ষণে ব্রায়েরিনিয়া ও, স্তনের উপর শীতল জলের পটি প্রয়োগ উপকারী, কিন্তু আক্ষিপিক বেদনায় উষ্ণ জলের পটি প্রযোজ্য।

## স্তনের বৌটার প্রদাহ ও ঘা

আঘাত লেগে বৌটার প্রদাহ হলে—আর্গিকা ও সেবন ও আর্গিকা ও জলসহ মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা। বৌটার ঘা হলে ও ঘা হেজে গেলে—হাইড্র্যান্টিস ৩ সেবন ও হাইড্র্যান্টিস θ ( আটগুণ জলসহ মিশিয়ে ) পটি প্রয়োগ দরকার।

## স্তন বড় হবার দরুন যন্ত্রণা

শূল বেদনাব ন্যায় যন্ত্রণায়—কোনিয়াম ও। প্রদাহ ঙ্গনিত যন্ত্রণায়—বেলেডোনা ৩x বা ব্রায়েরিনিয়া ও।

## মানসিক কণ্ট

গর্ভণীসর্বদা বিয়ন্ত্রভাবে থাকলে—সিমিসিফিউগা ও ; শোকে অধীর হলে—ইয়েসিয়া ও ; ভীতা হলে—অ্যাকোনাইট ও ; কোপনস্বভাবা হলে—ক্যামোমিলা ১২ ব্যবস্থা।

অপ্রকৃত প্রসব বেদনা

গর্ভাবস্থার পরিণত অবস্থার সময় প্রসব বেদনার ন্যায় অপ্রকৃত বেদনা প্রকাশ পায়, ক্যামোমিলা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালনেটীলা ৩০, সিমিসিফিউগা ৩ বা কলোফাইলাম ৩ সময় সময় আবশ্যিক হতে পারে।

গর্ভাবস্থার রক্তপ্রাব

গর্ভিণী বেশী জ্বরে হাসলে, কাঁদলে বা কাশলে অথবা পড়ে আঘাত পেলে জ্বরানুভে থাকে লেগে ফুল জ্বরানু থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাতে রক্তপ্রাব ঘটে; আর্গিকা ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। উল্লিখিত কারণ ছাড়াও জ্বরানু মূখে ঢাকনির মত ফুলের অবস্থান হেতু রক্তপ্রাব ঘটে থাকে। এটি গুরুতর পীড়া নির্দেশক। এরূপ ক্ষেত্রে খাদ্যবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া আবশ্যিক। এ রোগ গর্ভাবস্থার শেষভাগে বা ঠিক প্রসবকালে ঘটে থাকে; এই সময় রক্তপ্রাবই এর বিশেষ লক্ষণ (মনে রাখতে হবে স্পন্দনিক প্রসব বেদনার স্বেচ্ছাবৎ পদার্থ মাত্র নির্গত হয়; রক্তপ্রাব হয় না) ট্রিলিরাম ৪ এই রক্তপ্রাবের একটি ভাল ঔষধ।

গর্ভাবস্থাকালীন বিবিধ উপসর্গে নিম্ন বর্ণিত বারোকৈমিক ঔষধগুলিও উপযোগী—

কোল-ফস ৩x, ১২x—প্রসবের আগে ন্দানাধিক একমাস কাল গর্ভিণীকে এই ঔষধ সেবন করলে তার প্রসব ক্রিয়া সহজে সাধিত হয়। স্নায়বিক উপসর্গ কমে।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x—গর্ভাবস্থার পাকাশয়ের পীড়া; ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বসি।

নেট্রাম-সালফ ৬x, ৩০x—মূখে তিক্ত স্বাদ, গর্ভাবস্থার পিত্তাধিক্য।

ক্যালকোরিয়া-ফস ৬x, ৩০x—প্তন শক্ত হয় ও জ্বালা করে; গর্ভাবস্থার সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x, ৬x—গর্ভকালীন আক্কেপ বা খিঁচুনি।

ষাডুদোষ (Diathesis)

পিত্ত বা মাতার কোন ব্যাধি থাকলে সন্তানে সেই রোগ প্রতিফলিত হয়। গর্ভাবস্থায় পোরায়িতকে মাসে একবার করে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করলে ভাবী সন্তান সুস্থ সবল হতে পারে—

পিত্ত মাতার গণ্ডমালায়—ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০।

বংশে বক্ষ্ম বা ক্ষ্মরোগ থাকলে—ব্যাসিলিনাম ২০০।

পিত্ত বা মাতার দুর্লক্ষ্মবৃত্ত চর্মরোগাদিতে—সোরিনাম ৩০।

হোমিওপ্যাথি—39

পিতা বা মাতার আঁস্থ-বিকৃতি রোগে—সিলিকা ৩০ ।

ব্যারাইট কাব' ৩০, আরোডিয়াম ৩০, থুজা ৩০, মার্ক'উরিয়াস ৩০, কষ্টকাম ৩০, সিপিলা ৩০ বা সাল্‌ফার ৩০ লক্ষণ অনুসারে প্রযোজ্য ।

### প্রসবকালের উপসর্গাদি

প্রসবের মাস দুই আগে হতে অ্যান্ডিক্সিয়া রেসি ৩০ প্রত্যহ দুবার করে সেবনে প্রায়ই নির্বিঘ্নে প্রসব-ক্রিয়া সাধিত হয় । কিন্তু কষ্টকর প্রসব আশংকায়, অ্যান্ডিক্সিয়া রেসি-মোসার পরিবর্তে আর্গিকা ৩ বা ক্যালকে স্ক্লোর ৬x বিচূর্ণ সেব্য—মাস দুই প্রতিদিন দুবার করে সেবন বিধি । প্রসবের শেষ করেক মাস যেসব গর্ভিণী কোষ্ঠ-কাঠিন্য জনিত ক্রেশ পেয়ে থাকে, তাদের পক্ষে ক্যালসোসোনিয়া ৩ উপযোগী । প্রসবের কিছুদিন আগে থেকে একদিন অন্তর কোল ফস ১২x এবং কলোফাইলাম ৬x সেবন সূপ্রসবের সহায়ক ।

প্রসব যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে উপযুক্ত সময় মধ্যে সম্ভান ভূমিস্ত হলে ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যিক হয় না, কিন্তু বেশী বিলম্ব ঘটলে চিকিৎসা আবশ্যিক । লক্ষণ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ঔষধগুলি প্রয়োগের অল্পকাল মধ্যে বিনাকষ্টে প্রসব কার্য সম্পন্ন হতে পারে—

জরায়ু-মুখ কুণ্ঠিত থাকা হেতু প্রসব কষ্ট হলে জেলিসিমিয়াম ৩x । বেদনা মৃদু, অনিয়মিত ; জলবৎ স্রাব কিন্তু বেদনার বৃদ্ধি না হওয়া এবং বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে—পালসেটীলা ৩০ । উল্লিখিত উপসর্গের পর উন্নত খিল ধরলে ( বিশেষতঃ প্রসূতি তিন-চাব সম্ভানের মা হলে ) সিকেল কর ৩০ । মাথাবাথা, অস্থিরতা, চোখ মুখ লাল বর্ণ, অত্যন্ত অস্থিরতা, প্রলাপ. হাত-পা ছোঁড়া লক্ষণে—বেলেডোনা ৩০ । অসহ্য বেদনা থাকলে—ক্যামোগিলা ৬, কফিয়া ৬ বা জেলিসিমিয়াম ৬ । অত্যন্ত প্রসব-যন্ত্রণার পব হঠাৎ যন্ত্রণা বন্ধ হয়ে চোখ মুখ লালবর্ণ, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘড় ঘড় শব্দ, অস্বাভাব বা মূর্ছাবেশ ঘটলে—ওপিয়াম ৬, ৩০ । অত্যন্ত খেঁচুনি বশতঃ গর্ভিণী চাঁৎকর করে কাঁচতে থাকলে—হারোসায়ামাস ৬ । প্রসবকালে জরায়ু-মুখ বিস্তৃত হতে থাকলে—ক্যালেন্ডুলা ৩ দুই ড্রাম, অত্যন্ত জল দেড় পোয়া সহ মিশিয়ে তাতে স্পঞ্জ, ন্যাকড়া বা জুলা ভাঁজিয়ে উহা নিংড়িয়ে নিয়ে বাহা জননেন্দ্রিয়ে লাগালে উপকার হয় । প্রসবের পরও ঔষুপ প্রয়োগ আরোগ্যদায়ক । দীর্ঘকাল ব্যথায় ভুগে প্রসূতি দুর্বল হলে ও জরায়ু-মুখ শক্ত থাকলে—কলোফাইলাম ৩x । গর্ভস্থ সম্ভানের মাথা আগে বার না হবার আশংকা থাকলে—পালসেটীলা ৩০ । জরায়ু-মুখ শক্ত থাকলে ও বিস্তৃত না হলে—বেলেডোনা ৩০ । কষ্টকর প্রসব যন্ত্রণায়—আর্গিকা ৩ । বটকর প্রসব যন্ত্রণায় নিম্নত বমির ইচ্ছা বর্তমান থাকলে ও প্রত্যেকবার

প্রসব যন্ত্রণাসহ নার্ভাস চারপাশে কর্তনবৎ তাঁর বেদনা আরম্ভ হইলে জরায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত হলে—ইপিকাক  $1x$ ,  $0x$  (বিচূর্ণ) প্রযোজ্য। প্রসবের সময়ে বা পরে মুচ্ছা এবং সেই সঙ্গে শরীর বরফের মত ঠান্ডা ও নাড়ী ক্ষীণ হইলে—ক্যাফফার  $9$ ।

### প্রসবকাল ও তৎকালীন কর্তব্য।

#### প্রসবকালে

আগেই বলা হয়েছে যে, গর্ভ সঞ্চারের দিন হতে প্রায়ই 280 দিনের মধ্যে (দশম মাসে) সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। নয় মাস পর্যন্ত গর্ভিণীর তলপেট বাড়তে থাকে; তারপর (অর্থাৎ প্রসবের প্রায় নয়-দশ দিন আগে) তলপেটটি বুলতে শুরুর করে, কোমর সরু হয়, অনেক বার প্রস্রাব ও কঁকালের নীচে বেদনা উপস্থিত হয়। এই লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে প্রসবেব আর বেশী দেরী নেই।

#### প্রসববেদনা

জরায়ুর ভিতরে শিশু বাড়তে থাকলে পূর্ণ গর্ভ অবস্থায় যথা সময়ে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়ে থাকে। জরায়ুর পেশীদ্বয়ের সঙ্কোচন-প্রসারণই প্রসব ক্রিয়ার সহায়ক। তাই জীবন্ত শিশু যেখানে সহজে ভূমিষ্ঠ হয়, মৃত শিশুও সেইরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে; ভূমিষ্ঠ হবার জন্য গর্ভস্থ শিশুকে কোন চেষ্টা বা যত্ন করতে হয় না। গর্ভস্থ কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা প্রসব ক্রিয়া সাধিত হয়। জলপূর্ণ কোন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে যেতে হলে, পথের অবস্থা বুঝে আমরা যে রকম নিজ দেহ রক্ষা করে চালাই, ঠিক সেইরূপ প্রসব সময়ে উক্ত অদৃশ্য শক্তি মাতৃগর্ভস্থিত শিশুকে চালিত করে। প্রসবপথে যে স্থান যে রকম গঠিত, মাতৃগর্ভ হতে উক্ত অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা শিশু দেহটি সেই স্থানে ঠিক সেভাবে সংস্থিত হয়, নচেৎ প্রসব-ক্রিয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াইত। প্রসব পথের স্থান বিশেষে যখনই শিশুর কাঁধ দুটি আটকে যায়, তখনই সেই রহস্যময়ী শক্তি দ্বারা ওর পার্শ্ব পরিবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং শিশু সহজেই গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই অদৃশ্য মহাশক্তির ক্রিয়া কৌশল ভাবলে অবাধ হতে হয়।

জরায়ুর আকার পরিবর্তন, বাহ্য স্ত্রী-জননোন্ত্রের আর্দ্রতা, তৎপেশীসমূহের শিথিলতা এবং মানসিক দুশ্চিন্তা—এগুলি প্রসব বেদনার অবাবিহিত পূর্ব লক্ষণ। পরে যখন বার বার মল-মূত্র ত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়, গা-বমি-বমি করে ও বমি হয়, গা কাঁপে, জন্মভাঙ্গে (যোনী হতে ফেনের মত শ্বেলমাণি বের হয়) এবং কোমরের দিক হতে যন্ত্রণা শুরুর হয়ে পেটের দিকে এসে জড়িয়ে যায়, তখন প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়েছে বুঝতে হবে। প্রসব বেদনার সূচনা হতে সাধারণতঃ ছয় ঘণ্টার মধ্যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় ও শিশুর মাথা আগে বের হয়, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম; তবে প্রথম পোন্নতির বেলায় অনেক বেশী সময় লাগতে পারে।

অনেক সময় প্রসব-বেদনা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, সত্য ও মিথ্যা প্রসব-বেদনার পার্থক্য বিচারপূর্বক প্রকৃত প্রসব-বেদনা নির্ণয় করতে হবে।

### সত্য প্রসব-বেদনা

১। পিঠে কোমরে ( কখনও বা উরু পর্শন্ত ) বেদনা বোধ।

২। প্রতিবার বেদনা নিয়মিত রূপে ( যথা—প্রতি পনের, বিশ মিনিট অন্তর পর্যায়ক্রমে ) আসে ও জ্বাড়ে যায়।

৩। প্রতিবার বেদনাসহ জরান্দ্র মূখ অল্প বিস্কৃত হয় এবং জল ভাঙ্গতে থাকে।

প্রসব বেদনা যত ঘন ঘন হতে থাকে, প্রসবকাল ততই নিকটবর্তী হচ্ছে বুদ্ধিতে হবে।

### মিথ্যা প্রসব-বেদনা।

১। কেবল পেটেই বেদনা ( খামচান বা কনকনে হতে পারে )।

২। বেদনা উপস্থিত হবার কোন নিয়ম নাই। কখনও দশ মিনিট, কখনও পাঁচ মিনিট অন্তর বেদনা আসে, কখনও বা অবিরামভাবে চলতে থাকে।

৩। বেদনায় জরান্দ্র-মূখ আদৌ বিস্কৃত হয় না এবং জল ভাঙ্গে না।

### চিকিৎসা

কলোকাইলাম ১২—৩ মিথ্যা প্রসব বেদনার ভাল ঔষধ। অজীর্ণতা জনিত বেদনার—পালস্ ৫—৩০ ; ভয়তরাসে বা যারা সহজে উত্তোজিত হয় তাদের পক্ষে—অ্যাক্টিভা রেসি ৩ উপযোগী। প্রবল অথচ ক্ষণস্থায়ী বেদনার—বেল ৩ প্রযোজ্য।  
প্রসবকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে—

### স্মৃতিকাগার।

বাড়ীর মধ্যে একটা ভাল ঘর অর্থাৎ যে ঘরটি বড়, পরিষ্কার, শুকনো ও দুর্গন্ধ-হীন এবং যাতে হাওয়া খেলে অথচ হিম বা খোঁয়া জমে না, সে ঘরটি আঁতুড় ঘর করা বিধেয়। স্মৃতিকা ঘরের দোষে মা ও সন্তানের প্রাণনাশ পর্যন্ত হতে পারে। বর্ষা ও শীতকালে ঠাণ্ডা নিবারণের জন্য আঁতুড় ঘরের এক কোণে কংলা বা গুঁড়ের কিছুর আগুন রাখতে হয়, কিন্তু তার দ্বারা ঘরে যাহাতে ধূম না জন্মে সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেখানে হাসপাতালের স্মৃতিধা আছে সেখানে প্রস্মৃতিকে হাসপাতালে পাঠান নিরাপদ।

### পালনীর নিয়ম

১। অশিক্ষিত ধাই দিয়ে বার বার প্রসব-বার পরীক্ষা করানো ভাল নয়, এতে ধাইয়ের অবিশোধিত হাতের জীবাণু সংক্রমণে বিবিধ মারাত্মক পীড়া হতে পারে।

২। প্রসবকালে বা প্রসবের পর মলিন কাপড়-চোপড় ব্যবহার শিশু ও প্রসূতি উভয়ের পক্ষে বিপজ্জনক। এতে জীবাণু সংক্রামিত হয়ে মারাত্মক পীড়া বা প্রাণনাশ হতে পারে। ৩। প্রসবকালে যোনিস্থারে তেল জাতীয় জিনিস ব্যবহার ঠিক নয়। ৪। প্রসব-গৃহের দরজা জানালা বন্ধ করে কয়লা বা কাঠের আগুন শিশুকে সৈকি দেওয়া একটা মারাত্মক কু-প্রথা, এতে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু বা নানা দুরারোগ্য পীড়া জন্মাত পারে। ৫। সাধারণতঃ প্রসব গৃহ, প্রসূতি, শিশু ও প্রসব-গৃহের আসবাব-পত্রকে অশুচি বলা হয়, কিন্তু এটা ভুল, ঐগুলি অশুচি মনে না করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া দরকার। ৬। সাধারণতঃ আমাদের দেশের মহিলাগণ সন্তান প্রসবের ১০/১২ দিন পরই গৃহকর্ম শুরুর করেন। এতে শিশু ও প্রসূতির দু'জনেরই পুষ্টির যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। প্রসূতির পক্ষে অন্ততঃ দুই থেকে তিন মাস যতটুকু সম্ভব বিশ্রাম গ্রহণ করা দরকার। ৭। ফেলে দিতে হবে ভেবে প্রসূতিকে সাধারণতঃ ভাল বিছানা দেওয়া হয় না—এটা অন্যায়। পরিষ্কার ও ভাল বিছানা প্রসূতির জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। ৮। কাঁচা নাড়ী শুকাবে না এই উত্তরে অনেকে প্রসূতিকে পর্যাপ্ত জল পান করতে দেয় না, তা ভাল। যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করলে কোন অপকার হয় না, বরং প্রচুর জল প্রস্রাব হয়ে দূষিত পদার্থ সমূহ বের হয়ে প্রসূতি সহজে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে থাকে।

### প্রসবের কোন অবস্থার ডাক্তার ডাকতে হবে

আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে সাধারণতঃ ধাই দ্বারাই প্রসব-কার্য করান হয়। পরিণত বয়স্কা অভিজ্ঞা গৃহিণীও কোন কোন স্থলে সাহায্য করে। ডাক্তার প্রায়ই ডাকা হয় না, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ডাকলেও এমন দেরীতে ডাকা হয় যখন ডাক্তারের পক্ষে পরিতাপ করা ছাড়া অন্য আর কিছুই করার থাকে না। সুতরাং কোন অবস্থায় ডাক্তার ডাকতে হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত আভাস নীচে দেওয়া হল :—

### ১। গর্ভাবস্থায়

স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট প্রসব-পথ ; হাত-পা-ফালা ; উপবংশ, প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া বর্তমান ; গর্ভাণীর অস্বাভাবিক খর্বতা ; রক্তস্রাব, অতিরিক্ত বমি প্রভৃতি লক্ষণে।

### ২। প্রসবকালে

বাঁধ রক্তস্রাব হয় ; প্রসব পথ বা পেরিনিয়াম ( যা মলমূত্র ও জননোন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থান ) বাঁধ-গাঁছড়ে যায় ; শিশুর একটি হাত বা পা বাঁধ প্রসব পথে বার্ন হয় ব্যথা

যদি জন্মিষ্টি হয় ; শিশুর গলায় যদি নাড়ী জন্মিষ্টি হয় ; গর্ভিণী যদি প্রসব-কালে অবসন্ন হয়ে পড়ে ; প্রকৃত জন্মভঙ্গার পর এক ঘণ্টার মধ্যে প্রসব না হলে ; যদি শিশুর মাথা প্রসব পথে ঠিকভাবে না আসে ; প্রসবকার্যে অস্বাভাবিক দেরী হতে পারে ; প্রসূতির বাব বার মুছা বা আক্ষেপ হতে থাকলে ।

### ৩। প্রসবান্তে

সন্ধান ভূমিষ্টি হবার পর এক ঘণ্টার মধ্যেও যদি কুল না পড়ে ; যদি প্রবল জ্বর কম্প, দর্গন্ধ শ্রাব, পায়ের স্ফীতি, আতিরিক্ত রক্তশ্রাব বা অপর কোন পীড়া ঘটে ।

### ৪। সদ্য-প্রসূত শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ

শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, নীরোগ, চক্ষু-প্রবাহ ; শিশুর মলমূত্র, মূত্রমূত্র, মূত্র বা অপর কোন অঙ্গের পীড়া যদি দেখা দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সদুযোগ্য চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত ।

### স্বাভাবিক প্রসবে পালনীয় নিয়ম

#### প্রথম অবস্থা

প্রসবের প্রথম অবস্থায় পোন্নাত যেভাবে থাকতে বা যে কাজ করতে চায়, তাতে বাধা দেবার দরকার নেই । এ অবস্থায় তাকে আঁতুর ঘরে নিয়ে যাবার বা অধিক কোঁথ পাড়তে দেবার প্রয়োজন করে না । মাঝে মাঝে গরম দুধ বা গরম জল পান করালে ভাল ; এতে দৃবলতা দূর হতে পারে, ঠান্ডা জিনিষ খাওয়ান ক্ষতিকর, উষ্ণ খাওয়ালে ব্যথা জন্মিষ্টি বা লাট খেয়ে যেতে পারে ( বা প্রসব বেদনা স্থগিত হতে পারে ) । প্রথম অবস্থায় কোন ঔষধ প্রয়োগ করার দরকার নেই ; তবে যদি বুঝা যায় যে, শিশুর মাথা আগে বার না হয়ে অন্য কোন অঙ্গ আগে বার হবে, তাহলে পালসেটোলা ৩০, দুই-তিন মাত্রায় প্রয়োগ করা বিধেয়—এই ঔষধের গুণে শিশুর মাথা ঘুরে নীচের দিকে আসতে পারে ।

#### দ্বিতীয় অবস্থা

এখন অতি সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে । জন্মভঙ্গা শূন্য হলেই যেন পোন্নাতিকে আঁতুর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আগের মত মাঝে মাঝে গরম দুধ পান করানো হয় । পোন্নাতের পক্ষে এক জায়গায় স্থির ভাবে থাকা উচিত ; আতিরিক্ত ছটকট করলে ব্যথা জোরে আসতে পারে না । প্রসবের সময় পোন্নাতি যেন বাম পাশে শূন্য হাত দুটি মাথার উপর তুলে রাখেন ও হাঁটু দুটি বন্ধের দিকে তুলে পা দুখানি বিস্তার করে ( পা দুখানির মধ্যে একটি গোল বাগল দিলে পা দুখানি বিস্তৃতভাবে



থাকে ।) এই ভাবে থাকলে সহজে প্রসব হতে পারে । প্রসবের আগে যেন অল্পতঃ একবার ভ্রুস দিয়ে বাহ্যে ও প্রস্রাব করানো হয় ।

শিশুর মাথা ঘোনি পথে আসলে, ধাই যেন প্রসব-দ্বার রক্ষা করেন, নাহলে শিশুর কাঁধ বার হবার সময়ে গদ্যদেশে ছিন্ন হয়ে প্রসব-দ্বার ও মল-দ্বার এক হয়ে যেতে পারে । হাত বা আঙ্গুলের সাহায্যে সন্তান বার করার চেষ্টা কোন মতেই ঠিক নয় ।

শিশুর মাথা বার হবামাত্র তাহার মূখমণ্ডলের লালা গ্লেস্মার্মা পরিষ্কার করে দিতে হবে, না হলে গ্লেস্মার্মা মূখ-গহ্বর ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে শ্বাস গ্রহণের ব্যাঘাত জন্মাতে পারে । আর শিশুর মাথা বার হলে যদি দেখা যায় যে, তার নাভি-নাড়ী হাতের মত তার গলদেশে বেঁটন করে আছে, তা হলে নাড়ীর মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে এমন ভাবে টিলা করে দিতে হবে যেন তার মধ্যে দিয়ে শিশুর কাঁধ সহজে বের হতে পারে । শিশুর মাথা বের হলেও যেন তাকে বেশী জোর করে টেনে বার করা না হয়—তাতে প্রসূতি ও শিশু দুজনেরই মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে । স্বভাবের উপর নির্ভর করে থাকলে অবশিষ্ট দেহটি আপনা হতেই বার হয়ে আসবে ।

শিশু ভূমিষ্ঠ হলে, তাকে পোরাতির খুব কাছে ধীরে ধীরে রাখতে হবে ; দুয়ে রাখলে, নাভি-নাড়ী ছিন্ন হয়ে রক্তস্রাব ঘটে, তাতে পোরাতির ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে ।

### নাড়ী কাটা

ভূমিষ্ঠ হবার পরই শিশু কাঁদতে থাকে, তখন হতে শিশুর শ্বাসক্রমা আরম্ভ হয়েছে বন্ধ হতে হবে । স্বাভাবিক প্রসবে শিশু ভূমিষ্ঠ হলেই চীৎকার করে কেঁদে উঠে—এই কামা সদলক্ষণ । শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে যতক্ষণ না চীৎকার করে কাঁদে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন কোন মতেই নাড়ী কাটা না হয় । ধাত্রী বা যিনি নাড়ী কাটবেন তাঁর হাতের নখ যেন বড় না থাকে, এবং হাতে যেন কোন রকম ঘা না থাকে । লম্বা নখের ভিতর নানা রকম ময়লা বা বিষ থাকতে পারে । শিশুর নাভির উপর তিন আঙ্গুল প্রমাণ নাড়ী রেখে নরম রেশম ( দেখতে হবে খুব মোটা বা সরু না হয়—বেশী সরু হলে নাড়ী কেটে যেতে পারে ও বেশী মোটা হলে বাঁধন শক্ত হয় না ) দিয়ে দু'টি শক্ত বাঁধন দিতে হবে এবং তার উপর আর এক আঙ্গুল প্রমাণ নাড়ী রেখে ঐ রকম আরও দু'টি বাঁধন দিতে হবে, এভাবে শিশু বা প্রসূতির দিকে নাড়ী বাঁধা হলে দু'টি বাঁধনের মাঝামাঝি নাড়ীটি ধারাল কাঁচি ( ব্যবহারের আগে ভাল করে ফুটন্ত জলে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোন রকম মরিচা বা ময়লা না থাকে কাঁচিতে ) দিয়ে কাটতে হয় । নাড়ী কাটা হবার পর শিশুর অবশিষ্ট নাড়ী পরিষ্কার সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে বন্ধের দিকে ফেলে ক্লানেল দিয়ে পেটে জাঁড়িয়ে রাখতে হয় ; পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে নাড়ী শূন্য হয়ে নিজেই খসে পড়ে । নাড়ী কাটা ভাল না হওয়ার জন্য নাভি পেকে ভড়কা পর্যন্ত হতে পারে । এই অবস্থায় নাস্ত্র ভয় ৩০ উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

নাড়ীর বাঁধন খুব শক্ত না হলে, অতিশয় রক্তপ্রাব হেতু শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ভূমিষ্ঠ শিশুর মূখ নীল বর্ণ হয়ে গেলে, শীঘ্র নাড়ী কেটে আগে কিছটা রক্ত বের করে দেবার পরে যেন নাড়ী বাঁধা হয়।

তারপর, আঙ্গুলের ডগায় মধু মাখিয়ে শিশুর মূখের ভিতরের স্লেচ্ছমা (খড় খড়ি) পরিষ্কার করতে হবে; শেষে ঈষদ্বক গরম জলে তাকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়ে আশ্রয় আশ্রয় তার গা মুছিয়ে গরম কাপড়ে ঢেকে রাখা উচিত। স্নানের পরই শিশুকে গরম কাপড় দিয়ে না ঢাকলে তার সর্দি-কাশি হবার খুব সম্ভাবনা থাকে; মাতৃগর্ভে বান্ধ শূন্য উষ্ণ স্থানে থাকায় শ্রুণ সব সময় গরম থাকে—সেইজন্য ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছদিন তাকে সেইরূপ গরমে রাখা উচিত। আর জ্বরে জ্বরে গা মুছিয়ে দিলে বা ঘষা লাগলে শিশুর নরম ত্বক ছিঁড়ে যায় বা নুনছাল উঠে যায়। শীতকালে বা ঠান্ডা হাওয়া বইলে শিশুকে স্নান না করিয়ে খাট সন্ন্যাসের তেল গরম করে শিশুর সারা গায়ে মাখিয়ে খুব নরম কাপড় বা জুলা দিয়ে আশ্রয় আশ্রয় মুছিয়ে দিলে ভাল হয়।

### তৃতীয় অবস্থা

যতক্ষণ ফুল না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রসূতির অবস্থা মোটেই নিরাপদ নয়। স্বাভাবিক প্রসবের ফুল আধ ঘণ্টার মধ্যে নিজের থেকেই পড়ে যায়; টানাটানিতে বিপদ অবশ্যই হতে পারে।

ফুল পড়বার পর পোরাতির কাপড় ও বিছানা পরিষ্কার করে তার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি পিচ-আঙ্গুল প্রমাণ পরিষ্কার নরম কাপড় দুই-তিন ভাঁজ করে লাগানো উচিত এবং মাঝে মাঝে কাপড় বদলিয়ে দেওয়া উচিত।

তিন হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া একটি কাপড় পোরাতিক পেটেও উপর পেট বাঁধার মত কমপক্ষে দশদিন জড়িয়ে রাখা খুব ভাল। কিন্তু প্রসবের পরেই যদি দু'ঘণ্টা দুই হাত দিয়ে পোরাতির জরায়ুটিকে তলপেটের উপর দিয়ে চেপে রাখা যায়, তাহলে পেট বাঁধার দরকার পড়ে না।

প্রসবের পর যেন কমপক্ষে তিন ঘণ্টা পোরাতিক সটান শুইয়ে রাখা হয়—কাপড় ছাড়ানো ও প্রস্রাবাদি যেন শুইয়ে শুইয়ে করানো হয়; নড়লে চড়লে ভরানক রক্তপ্রাব হতে পারে। ঘণ্টা তিন স্থির ভাবে থাকলে সহজে ভাল হয় এসে পোরাতিক অনেকটা শুষ্ক করে। প্রসবের দশ-বার ঘণ্টা পর পোরাতি কিছটা স্লেচ্ছম বোধ করলে,, শিশুকে যেন মায়ের স্তন টানতে দেওয়া হয়; তাতে শীঘ্র শীঘ্র স্তনে দুধ আসে ও জরায়ু সংকুচিত হয়ে রক্তপ্রাব বন্ধ হতে সাহায্য করে। ঐ সময়ের আগে শিশুকে কিছ খাওয়ানো অনাবশ্যক। কয়েক ঘণ্টা পর সামান্য উষ্ণ জল দেওয়া যেতে পারে।

কোনও কোনও নারীর প্রসবের পর ৩ দিন পর্যন্ত স্তনে দুধ নামে না। তেমন

হলে শিশুকে গরুর ঘুমে সম পরিমাণ জল মিশিয়ে ফুটিয়ে খাওয়ানো হত। বাজারে আজকাল নানা রকম বেবী ফুড পাওয়া যায়, তাও খাওয়ানো যেতে পারে।

যদি প্রসবের পর বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকে তাহলে আর্গিকা ০x চাঃ ঘণ্টা অন্তর তিনদিন পোয়াতিকে খাওয়ানো ভাল। আর্গিকা খাওয়ালে স্মৃতিবা জ্বর প্রকৃতি প্রসবের পর অনেক পীড়াদি নিবাবিত হয়ে থাকে।

### আঁতুর ঘরে পোয়াতির শৃঙ্খলা এবং পালনীয় কর্তব্য

নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্যঃ—

১। অন্ততঃ সাতদিন পোয়াতিকে যেন আঁতুর ঘরেই রাখা হয়, প্রথম চার-পাঁচ দিন যেন তিনি যথা সম্ভব স্থিরভাবে শুয়ে থাকেন, মসমুখে হ্যাগের জন্য না উঠলেই ভাল হয়, বেড়প্যান ব্যবহার করতে হবে। নড়লে-চড়লে রক্তস্রাব হতে পারে।

২। কখনও বান্ধিকে, কখনও বা ডানদিকে পোয়াতিকে শোয়ানো হওয়া কেন না একভাবে একদিকে শোয়ানো ঠিক নয়, আঁতুরের বিছানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সেইজন্য বিছানার চাদর ও বালিশের ঢাকনা প্রতিদিন বদলিয়ে দিতে হবে।

৩। পোয়াতি ও শিশুর শরীরে যেন কোন ভাবেই ঠান্ডা বাতাস না লাগে। প্রতিদিন কিছটা সময় আঁতুর ঘরের জানালা-দরজা খুলে দিতে হবে যাতে ঘরে আলো-বাতাস অন্ততঃ কিছুক্ষণ খেলে, ইহা অবশ্যই কর্তব্য। শিশু ও প্রসূতির স্বাস্থ্যের জন্য আবার দেখতে হবে হাওয়ার ঝাপটা শিশু ও পোয়াতির গায়ে যেন না লাগে।

৪। ভোরবেলা ও শীতকালে বাতাস ঠান্ডা থাকে, সেজন্য অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য আঁতুর ঘরে ভাল রকম একটু আগুন রাখা উচিত। অন্য সময় আঁতুর ঘরে যাতে শিশু ও পোয়াতির কোন কষ্ট না হয় সেভাবে অল্প আগুন রাখতে হবে। ধোঁয়া হলে শিশুর অনিচ্ছ হতে পারে। এমন কি শিশুর চোখ পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। গুল কিম্বা কাঠকয়লার আগুন ভাল। ইলেকট্রিক হিটার হলে আরও ভাল।

৫। শিশুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া যাতে নাকের সাহায্যে সাধিত হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। শিশু অনেক সময় হাঁ করে ঘুমায়ে ও মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, মুখটি এমন অবস্থায় বদ্বীজলে দিলে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অনায়াসে সম্পাদন করে থাকে। এই সামান্য বিষয়ে না লক্ষ্য রেখে আমরা অনেক সময় বহুক্ষণ বালক-বালিকাঘের ঘুমের সময় মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে দেখি—এতে নানা রকম রোগের বীজ মুখ দিয়ে শরীরের ভিতর প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য শৈশব থেকে এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চললে, আস্তে আস্তে শিশুর মুখ বিকৃত হয়ে পড়ে, শ্রবণ শক্তি কমে যায় ও কথা বলতে কষ্ট হয়। অলিঙ্কিতের শিরা বৃশ্চর জন্য শিশুর ঐরকম বিকৃত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া দেখলে অল্প-প্রয়োগে তার প্রতিকার করা উচিত।

৬। পোন্নাতির পেট সেকঁ দিলে ও ন্যাকড়া আগুনে সেকঁ জননেন্দ্রের মূলে বসিয়ে দিলে ও শিশু'ব নাভিতে সেকঁ দিলে ব্যথা খুব ওড়াতাড়ি কমে আসে, প্রদীপের শিখায় সরবের তেল বড় আঙ্গুলে গরম করে শিশুর নাভিতে সেকঁ দিলে নাভি খুব তাড়াতাড়ি শূন্যকরে আসে, সেকঁ দেবার সময় নাভিতে যেন বেশী চাপ না পড়ে ও জ্বরে ঘবা না লাগে সেকঁকে লক্ষ্য রাখা উচিত ।

যে পোন্নাতি আঁতুর ঘরে আগুন রাখেন না বা সেকঁ তাপ নেন না বা ঝাল খান না—তঁর ও তাঁর শিশুর পক্ষে গরম কাপড়-জামা ব্যবহার করা কৰ্তব্য ।

প্রসবের পর প্রথম দু'দিন দুধ ও বালি, তারপর দু'দিন চিড়া ভাজা অল্প গোলাপরিচ গড়্ড়া ও সামান্য ঘি সহ এবং পঞ্চম দিবসে দুধ-ভাত দেওয়া যেতে পারে । প্রথম সপ্তাহে কোন গরু'পাক খাবা খাওয়া উচিত নয়, অত্যাঞ্চ পানাহার বা বেশী ঘি খাওয়া কৰ্তিকর । অল্প পরিমাণে গরম গব্য ঘি পান উপকারী ।

৭। প্রসবের পর অন্ততঃ নয় মাস স্বামী সহবাস সৰ্বতোভাবে বর্জনীয় । এই নিয়মের শিথিলতায় ঘন ঘন সন্তান জন্ম, প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং অন্যান্য নানা রকম সহস্যার সৃষ্টি হয় ।

### প্রসবাত্তিক উপসর্গাদি ( Puerperal Symptoms )

#### ফুল না পড়া

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফুল পড়ে । কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে ফুল না পড়লে—পালসেটিলা ৩০ বা সিকোলি ৩০ প্রতি পনের মিনিট অন্তর প্রযোজ্য । আধ ঘণ্টাকাল ঔষধ সেবন করেও যদি কোন উপকার না দেখা যায়, তাহলে অভিজ্ঞ ধাত্রী দ্বারা উহা বের করার ব্যবস্থা করতে হবে । এক হাত জরায়ুর উপর চাপ দিয়ে অপর হাতের দ্বারা ফুলাটিকে খুব আশ্বে আশ্বে টেনে বের করা যেতে পারে, কিন্তু এই কার্য অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে করতে হয় । ফুল ছিঁড়ে খানিকটা অংশ পেটের ভিতর থেকে গেলে রক্তপ্রাবহেতু পোন্নাতির মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে ।

ফুল পড়ে যাবার পর কোন উপসর্গ না থাকলেও পোন্নাতিক প্রত্যাহ চারবার করে আর্গিকা ৩x তিনদিন খাওয়ান ভাল । আর্গিকা সেবন করলে প্রসবের পর কঠিন রোগাধির সম্ভাবনা বহুলাংশে প্রতিহত হয় ।

### ঘোনিমুখ ও গৃহ্যনেশ ছিন্ন ( Rupture )

ঘোনি-মুখ প্রায় সকল প্রসবের পরই কিছুটা ছিন্ন হয়, আর প্রসবের সময় পোন্নাতির

গৃহ্যবেশ সাবধানে রক্ষিত না হলে ছিন্ন হয়ে যায়। ছিন্ন হলে অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে তা সাথে সাথে সেলাই করে দেওয়া আবশ্যিক। ক্যালোসুল্লা ৩ দশ ফোটা এক ছটাক জলের সাথে মিশিয়ে তাতে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজিয়ে প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি শৃঙ্খলে আসে।

### পরবর্তী বাথা ( After-Pains )

ফুল পড়ে যাবার পর ( জরায়ু সংকোচনের সময় ) কয়েকবার বাথা আসে, এর নাম হেতাল বাথা ভ্যাদাল কামড়। প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে রক্তের জমাট পড়তি যাহা কিছু থাকে, এই ব্যথায় তাহা বের হয়ে যায়, সুতরাং এতে পোয়াতির মঙ্গলই হয়। যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যথার উপশম না হয়, তবে আর্গিকা ৩x প্রযোজ্য। এতে উপকার না হলে জেলসিমিনাম ৩x, কফিয়া ৬ বা সিকোল ৩০ প্রযোজ্য। উগ্র ভাবাপন্ন প্রসূতিদের ক্ষেত্রে, কামামিলা ৬ উপযোগী। সময়ে সময়ে পালস ৩০ বা নাক্স ৬ম ৬ বা কুপ্রাম ৩০ দরকার হতে পারে।

### প্রসবের পর স্রাব ( Lochia )

ফুল পড়বার পর প্রায় কুড়ি দিন পর্যন্ত জরায়ু হতে অল্প অল্প রক্ত বের হয়। প্রথম দুই দিন রক্ত বের হয়ে ঘোর লালবর্ণ, পরে পীতাম্ব ও শেষে জলের মত বা তরল পদার্থের মত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। স্বভাবতঃ এই রকমভাবে বন্ধ হয়ে আসলে কোন ঔষধের দরকার হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত উপসর্গাদিতে ঔষধ প্রয়োগ বিধেয় :—

স্রাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে সিকোল ৩; দীর্ঘকাল স্থায়ী ঘোর লালবর্ণ রক্ত বের হলে—স্যাবাইনা ৩x; হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে—অ্যাকোনাইট ৩x; স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হলে ক্লিনোজোট ৩ বা কার্বো ডোজটোবালিস ৬; প্রচুর ক্রোধস্রাব হলে—ট্রিলিয়াম ৩০; ক্যালোসুল্লা ৬ ( প্রায় বিশগুণ জল দিয়ে মিশিয়ে প্রত্যেকদিন তিনবার করে জননেন্দ্রিয় ধুয়ে ফেললে উপকার হয় ); অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হলে—পাইরোজেন ৩০ বা ২০০ মহৌষধ।

### রক্তস্রাব ( Haemorrhage )

প্রসবের পর বেশী রক্তস্রাব হলে, পোয়াতির জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে। প্রসবের সময় অল্প রক্ত বের হয়, ইহা মনে রাখা বিধেয়। খুব বেশী রক্ত বা লালবর্ণ রক্ত

স্নোভের ন্যায় অবিরাম বৈব হতে থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা উচিত কিম্বা কোন অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদকে ডেকে রক্তস্রাব বন্ধ করানো অবশ্য কর্তব্য। ঐরূপ কোন স্দাবধান স্দবোগ না থাকলে নিম্নলিখিত উপায়ে খুব সাবধানে সঙ্গে অভিজ্ঞ ধাত্রী দিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে—

পেয়ারাতিক শূইয়ে তার মাথাটি নীচু ও উন্নত দুটি উঁচু করে তার পেটের উপর হাত দিয়ে জবার্দাটকে এমন মঠো করে ধবতে হবে যেন উহা সংকুচিত হতে পারে; এই অবস্থায় জননোন্দ্রিয়ে গরম জল ( ১২০° ফাঃবের্নাইট ) প্রবেশ করালে রক্তস্রাব বন্ধ হতে পারে। পোঃটির পেটের উপর ও জননোন্দ্রিয়ের মধ্যে ববফ লাগালে এবং তাকে ববফ চুষতে দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হতে পারে।

### চিকিৎসা

#### রক্তস্রাবের সময়

আর্গিকা ৩, স্যাবাইনা ৩x বা হ্যামামেলিস ৩x, প্রচুর রক্তস্রাবে—ট্রিলিরাম ৩০ ও স্রাবের জন্য নিত্যক কাইল হয়ে পড়লে—চারনা ৬; এবং স্রাবের জন্য মাথার যন্ত্রণা হলে—ফেরাম ৬ ব্যবস্থা।

### মূর্ছা

প্রসবের সময় বা প্রসবের পর কাহারও কাহারও মূর্ছা হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে, সূতরাং এরূপ ক্ষেত্রে খুব সাবধানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত। মূর্ছাসহ সারা শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হলে—ব্বিণীর ক্যাম্ফার ৩; সামান্য নড়াচড়ায় মূর্ছা হলে বা মূর্ছাসহ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হলে—ভিরেট্র'ম অ্যান্ড ৬; রক্তস্রাবের জন্য মূর্ছা গেলে—চারনা ৬ বা কার্বো ভেজ ৩০; বারে বারে মূর্ছা বা মূর্ছা বেশি লক্ষণ দ্বারী হলে—স্ট্র্যামোনিরাম ৩x; আঘাতজনিত মূর্ছার—আর্গিকা ৩x—৩; ভয় পেয়ে মূর্ছার—আকোনাইট ৩x বা কার্ফিয়া ৬ উপকারী। ঔষধ গেলবার শক্তি না থাকলে লক্ষণ অনুসারী ঔষধের ঘ্রাণ নেওয়ার উচিত। জিভের উপর ঔষধের ফোঁটা দিলেও বাজ হয।

### বে'চুনি বা আক্ষেপ

#### ( Eclampsia )

প্রসবের পর বা আগে ( বা প্রসবের সময় ) সর্বাঙ্গের আক্ষেপ খুবই বিপজ্জনক। বেণী মাথাধরা, উৎকণ্ঠা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, কথা জড়িয়ে আসা, হাতে-পায়ে ঠিল-ধরা, তন্দ্রাভাব স্মৃতি উপসর্গ আক্ষেপের পূর্ব লক্ষণ। ক্রমে চোখের তারা ঘূর্ণতে থাকে, মাথা ডান বা বাম কাধে বেঁকে পড়ে। জিহ্বা বের হয়ে যায়, ঠাণ্ড ভয়

পাবার মত চাইকার করে ধন্দুৎকারের মত সমস্ত শরীরে খিঁচুঁন হতে থাকে ও রোগিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। চার-পাঁচ মিনিট পর জ্ঞান হলে আবার আক্ষেপ উপস্থিত হয়ে পোয়াতি পুনরায় অচেতন হয়—এইরূপ বারে বারে আক্ষেপ ও বারে বারে জ্ঞান হারালে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই বিপজ্জনক রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় হয়নি। গর্ভাবস্থায় ফুল বা প্ল্যাসেন্টা হতে নিঃসৃত একরকম বিষাক্ত পদার্থ রক্তে পরিচালিত হয়ে ঘেহের বিভিন্ন বস্তু (যক্ষ, বৃক্ক ইত্যাদি) বিষাক্ত করে এই রোগ সৃষ্টি করে—চিকিৎসকগণ এইরূপ ধারণা করেন।

আশার কথা, এই ভয়ানক রোগপ্রকাশ পাবার অনেক আগেই উহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রাথমিক লক্ষণগুলি একযোগে বর্তমান থাকলে এবং আগে কোন চিকিৎসা না হয়ে থাকলে, সে রোগিণীর এক্স্যাম্পিসিয়া ব্যাধি সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা শুরুর করা যেতে পারে—(১) নিম্নত শিরঃপীড়া, (২) দৃষ্টি-বৈকল্য—চোখে রামধনুর বর্ণ দেখা, (৩) পায়ের পাতা ও চোখের পাতা ফোলা, (৪) মূত্রের পরিমাণ হ্রাস এবং মূত্রে এলবুমেন বিদ্যমান, (৫) রক্তের চাপ ( বা Blood pressure ) ক্রমাগত ১০০ এর উপরে, (৬) উপর পেটে বাথা এবং ভয়ানক বিবমিষা ও বমি।

### চিকিৎসা

আক্ষেপের পূর্ববর্তী লক্ষণে—হারোসানামাস ৩x, আক্ষেপের সময়—প্যাসিঙ্কোরা ০, বেলেডোনা ৬ বা হাইড্রোসিরানিক অ্যাসিড ৩, আক্ষেপ বন্ধ হবার পর ( বিশেষতঃ মাথার গোলমাল থাকলে ) ওপিয়াম ৩০ প্রযোজ্য। কোন কোন পোয়াতির আক্ষেপ হবার আগে জ্বর সহ প্রবল পিপাসা হলে অ্যাকোনাইট ৩x ব্যবস্থা। আর যদি ( প্রসবের আগে অথবা পরে ) খেঁচুঁনির সঙ্গে চটেচটে ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী পূর্ণ, দ্রুত ও প্রলাপাতি থাকে, তাহলে—ভিরেট্রাম ভিরিডি ১x, গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবে এলবুমেন থাকলে—হেলোনিয়াস ০। হাসপাতালে ভর্তি করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

আক্ষেপের লক্ষণগুলির যে কোন একটি বা একাধিক বর্তমান থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হওয়া কর্তব্য। প্রসূতিকে শায়িত অবস্থায় পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে। এই রোগে অল্প অংশ খুব বেশী বৃষ্টি পাবার ফলে অনেক উপসর্গ উপস্থিত হয়। অতএব লক্ষণগুলির প্রকাশ পাবার আগে শুধু মাত্র ক্ষার জাতীয় ঔষধ ( খাওয়ার সোডা ) কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

### পথ্য

গরম দুধ, বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য দিতে হবে।

## বিবিধ উপসর্গ

## ঘাম বন্ধ

প্রসবের পর হঠাৎ ঘাম বন্ধ হলে—ডালকামারা ৬ বা ল্যাকেসিস ৬ ব্যবস্থা ।

## কাহিল বোধ

প্রসবের পর নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়লে—চারনা ৬ বা ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬ প্রযোজ্য ।

## অনিদ্রা

কোন রোগ নাই অথচ প্রসবের পর যদি রাত্রে ঘুম না হয়, তাহলে কফিয়া ৬ উপযোগী ।

## মূত্ররোধ

প্রসবের পর প্রায় ছয় ঘণ্টা প্রস্রাব হয় না । বার ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হলে—  
অ্যাকোনাইট ৩x প্রতি পনের মিনিট পর পর প্রয়োগ করা বিশেষ । চারবার অ্যাকোনাইট  
সেবনেও যদি প্রস্রাব না হয়, তাহলে বেলেডোনা ৬ প্রতি আশ ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য ।  
তিনবার বেলেডোনা প্রয়োগেও প্রস্রাব না হলে—ইকুইসেটাম ১x ব্যবস্থা ।

## কোষ্ঠবন্ধতা

প্রসবের পর দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের বিশ্রাম ধরকার, সেই হেতু প্রথম দুই-তিন দিন  
স্বভাবতঃ পোয়াতির মলত্যাগ হয় না । সেইজন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না ।  
তবে পাঁচ-ছয় দিন পর্যন্ত মলত্যাগ না হয়ে পেটে যদি ফুল্পনা হয়, তবে লক্ষণ অনুযায়ী  
ক্যালিসোনিয়া ৩x বা ভিরেট্রাম অ্যাল্বাম ৬ প্রযোজ্য ।

## উদরাময়

প্রসবের পর উদরাময় হলে—হায়োসায়ামাস বা পালসেটিলা ৬ উপযোগী ।

## অর্শ

প্রসবের পর কখনও কখনও অর্শ হয় ; পালসেটিলা ৬ সেবন ও হ্যামার্মেলিস ৪  
( বিশ গুণ জলসহ মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগ ব্যবস্থা ) ।

## প্রসবান্তে স্তনের পীড়া

( Diseases of the Breast after Delivery )

স্তন সম্বন্ধে পোয়াতির কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় :—

১। গর্ভকাল হতে তিন-চার মাস পর স্তন বাড়তে থাকে, তখন হতে স্তনের



বৌটার ঝিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এমন অবস্থায় টাইট জামা-কাপড় পড়া উচিত নয়, এতে স্তনের বৌটার চাপ পড়ে ও উহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ হয়।

২। প্রসবের দশ-বার ঘণ্টা পরেই যেন শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করান হয় : এতে নবজাত শিশুর সহজে মলত্যাগ হয় এবং পোয়ালিতির ঠুনকো জ্বর হতে পারে না।

৩। প্রতিবার স্তন্যদানের সময় একটু দৃশ্য গোলে ফেলে দেবার পর যেন শিশুকে স্তনের বৌটা মুখে দেওয়া হয়।

৪। মায়ের আহারের দোষে স্তনের দৃশ্য খারাপ হতে পারে। সেই দৃশ্য পান করলে শিশুর পেট-কামড়ানি, অঙ্গীর্ণতা প্রভৃতি রোগ হয় ; সুতরাং আহার সম্বন্ধে মায়ের বিশেষ সতর্ক থাকা কর্তব্য।

৫। স্তনের বৌটার ক্ষত হলে বা মায়ের পেটের অসুখ কিম্বা জ্বরাদি হলে, শিশুকে যেন স্তন্যপান করানো না হয়।

৬। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পর বা ক্রোধের পর মানসিক উত্তেজনার সময় মায়ের ঠিক পরম্হর্তে স্তন-দৃশ্য বিকৃত হয়। এ অবস্থায় স্তন্যপান করলে শিশুর খারাপ পীড়া হতে পারে।

### দৃশ্য জ্বর

( Milk-Fever )

প্রসবের পর দৃশ্য সঞ্চার হেতু, কোন কোন পোয়ালিতির স্তনে কাঁটা বেঁধার মত ব্যথা এবং দু'একদিন পর স্তন দু'টি শক্ত হয়ে জ্বর হয়। একে দুগ্ধ জ্বর বলে। সামান্য জ্বর হলে ঔষধ সেবনের দরকার নেই। কেবল যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বর ছেড়ে না যায়, ততক্ষণ শিশুকে স্তন্যপান করতে দেওয়া উচিত নয়। স্তনে যাতে ঠান্ডা না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। দৃশ্য-জ্বর খুব বেশী হলে রাইনোনিয়া ও ব্যবস্থা।

### স্তন প্রদাহ বা ঠুনকো

( Mastitis )

প্রসবের পর স্তনের স্তনবৃন্তে ব্যথা হয়ে জ্বর হতে পারে। স্তন লালবর্ণ হয়ে প্রবাহহীন হলে রাইনোনিয়া প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি এ পীড়া উপশম হয়ে থাকে অথবা পীড়ার বৃদ্ধি প্রতিহত হয়। সেইসঙ্গে প্রবল জ্বর থাকলে অ্যাকোনাইট ৩x ও রাইনোনিয়া ৬ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ ব্যবস্থা। পীড়া হ্রাস না হয়ে ক্রমেই স্তন ক্ষীণ হলে অথবা পুঞ্জ হবার আশঙ্কা হলে—মার্ক'-সল ৬ ; পুঞ্জ হলে—হিপার-সালফ ৩x, ৩০। স্তন খুব শক্ত হলে—ফাইটোলাক্সা ৩x সেবন ও ফাইটোলাক্সা ০ ( গ্রিন ফোটা, আখ আউন্স অড়াঙ্ক জলে মিশিয়ে ) স্তনের উপর পটি প্রয়োগ করা উচিত। উনানের পোড়া মাটি স্তনের উপর প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

## স্তনের বোটার দ্রুত

( Sore Nipples )

১ ড্রাম ক্যালোডুলা ও এক ছটাক জলে মিশিয়ে স্তন ধুয়ে ফেলা ও পটি প্রয়োগ করা উপকারী। যদি স্তনের বোটার উপর ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি হয়ে তা থেকে রস নিঃসৃত হয়, তবে গ্র্যাফাইটিস ও সেবা।

## স্তনে ব্যথা

( Painful Nipples )

শিশু স্তন্যপান করবার সময় বা পরে যদি প্রতিবারই স্তনে খুব ব্যথা বোধ হয় তবে ফেলার্নাডিনাম ৩x সেবা। কখনও কখনও বোটার আগা হতে পোয়াতির কাঁধ পর্যন্ত শূলবেদনার মত বেদনা অনুভূত হয়, সে ক্ষেত্রে ক্রোটন-টিগ্লি়াম ৩ ব্যবস্থা। স্তন খালিবোধ ও শিশুকে স্তন্যপান করাবার পর পোয়াতির স্তনে দারুণ ব্যথা দেখা দিলে—বোরাক্স ৬, ৩০ প্রযোজ্য।

## মাই দেবার ফলে কাঁহিল বোধ

শিশুকে স্তন্যপান করাবার পর প্রসূতি দুর্বল হয়ে পড়লে—চারনা, ৬ বা অ্যাসিড ফস ও ব্যবস্থা।

## স্তনে দুধ বেশী হওয়া

স্তন দুধ হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে তাহা বমাবার জন্য নেট্রাম-সাল্ফ ১২x বিচূর্ণ বা পালসেটীলা ৩ প্রযোজ্য। মসুরের ডাল বেঁটে স্তনে প্রলেপ দিলে দুধ খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

## স্তনে দুধ না হওয়া বা কম হওয়া

প্রসবেব পর বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্তনে দুধ না হলে—অ্যাগাস-কাস্ট ৫x প্রযোজ্য। হঠাৎ দুধ বমে গেলে বা এবেবাবে বন্ধ হলে অ্যাসার্মিটিডা ৩ ব্যবস্থা। কলমীশাক খেলে ও ভাবাডান পাতা জলে সিদ্ধ করে তাতে স্তন ধুয়ে ফেললে দুধ বাড়ে। মানসিক উত্তেজনার জন্য কখনও কখনও দুধ শুকিয়ে যায়। ক্রোধের জন্য হঠাৎ দুধ শুকিয়ে গেলে—বায়ামোমিলা ৬, ভয়প্রযুক্ত হলে—অ্যাকোনাইট ৩; ঈর্ষাজনিত হলে—ফায়োসায়ামাস ৩ এবং শোক বশতঃ হলে—ইপ্রেসিয়া ৬ ব্যবস্থা।

## স্তন হতে অসাড়ে দুধ নিঃসরণ

বোরাক্স ৩ বিচূর্ণ, ক্যাল্বে-কার্ব ৩ বা চারনা ৬ ব্যবস্থা। ঠাণ্ডা জলে স্তন ধুয়ে ফেললে উপকাব হয়।

স্মৃতিকা-জ্বর

( Puerperal Fever )

স্মৃতিকা-জ্বর শোণিত পীড়ার অন্তর্গত ; কিন্তু ইহাকে স্ম্যালোকের পীড়া বলে বলা হয় । স্মৃতিকা-জ্বর অতি ভিনায়ক কষ্টদায়ক পীড়া । স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক রক্তদৃষ্টিকারক জীবাণু এই রোগের মূখ্য কারণ । প্রসবের পর নানা কারণে জ্বায়ুদ্বয় দ্বীষিত অবস্থা, প্রসবের পর ফুলের কিছুটা জরায়ুর ভিতর থেকে তাতে পচে রক্ত বিযাস্ত হওয়া প্রভৃতি এই পীড়ার পূর্ববর্তী কারণ । প্রসবের সাধারণতঃ তিন-চারদিন পরেই ( কখনও ৬/৭ দিন পরে ) স্মৃতিকা-জ্বর হয় । প্রথমে সামান্য জ্বর হয়ে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে—তখন শীত, কম্প, শিরঃসীড়া, বমি, পিপাসা, তলপেটে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ, প্রকাশ পায় এবং নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, নাড়ী মোটা, কখনও ক্ষীণ, গায়ের তাপ ১০৫° পর্যন্ত উঠে । সহসা প্রসবাস্তিক স্রাব ও ঘর্মলোপ, জিভ ও দাঁতে ময়লা পড়ে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং প্রায়শঃ স্তন থেকে দুগ্ধক্ষরণ নিরোধ হয়ে সাত-আট দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে । জরায়ু থেকে পূর্জের মত দুর্গন্ধ স্রাব বের হওয়া অশুভ লক্ষণ । এই রোগ কখনও পূর্বাতন আকার ধারণ করে না ।

স্মৃতিকা রোগ এবং স্মৃতিকা জ্বর পৃথক ব্যাধি ।

চিকিৎসা,

অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে এই গুরুত্বের রোগের চিকিৎসা করানো উচিত ।

আর্কিকা ০, ০০—প্রবল জ্বর, হাত-পা হিমের মত শীতল, কিন্তু মাথা, মূখমণ্ডল উত্তপ্ত, তৃষ্ণা, প্রচুর জল পান করে, অস্থিবেদনা, জিভ ও দাঁত শ্বেতলেপাবৃত, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস ।

অ্যাকোনাইট ০x—পীড়ার প্রথম অবস্থায় ( যখন প্রবল জ্বর ) শীত ও কম্প, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, গাত্র শুষ্কনো, উদর স্ফীত এবং বেদনামুক্ত, অত্যন্ত পিপাসা, জরায়ুতে ব্যথা, ডাক্তার লডলাম এ অবস্থায় অনেক রোগিণীকে অ্যাকোনাইট ১x প্রয়োগ করে বাঁচিয়েছেন ।

ভিরেট্রাম-ভের্ভার্ড ১x—প্রবল কম্প, খেঁচুনি বা আক্ষেপের জন্য রোগিণীর মৃত্যুর আশঙ্কায় এই ঔষধটি চার-পাঁচ মিনিট অন্তর সেব্য ; কম্প বা খেঁচুনি কমে আসতে থাকলে, পনের বিশ বা দ্বিশ মিনিট অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে ।

বেলেডেনা ০০—উদরে খুব ব্যথা, অস্থিরতা, স্তন-দুগ্ধের অভাব, মাথায় দপদপে যন্ত্রণা, চোঁখ ও মূখমণ্ডল লালবর্ণ ।

নাক্স-ভর্মিকা ০০—জরায়ু বিশেষরূপে আক্রান্ত হলে ।

কলোসিন্থ ৬—অত্যন্ত পেটফাঁপা ও পেটে খুব যন্ত্রণা ।

কোলি-সায়েনেটাস ০০—হঠাৎ চিড়িকমারা বেদনায় রোগিণীর অস্থির কাম্মা এবং রাগের শেষভাগে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ।

হোমিওপ্যাথি—40

মার্কিউরিয়াস কর ৬—উদরে কঠনবৎ বেদনা, এই জন্য রোগিণী পেটে হাত দিতে  
দেয় না ; অত্যন্ত পিপাসা ; রক্ত বা আমষদ্রু ভেদ ।

ল্যাকসিস ৬—পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা ( নিদ্রার পর বৃক্ষ ) ।

রাস টঙ্ক ৬—জ্বরাদ্ প্রদাহযুক্ত ( বিশেষ করে নিম্নাঙ্গে অবশ করা বেদনা ) ;  
দীর্ঘকালব্যাপী দুর্গন্ধ শ্রাব ও সান্নিপাতিক জ্বর-বিকার দেখা দিলে ।

কোল-ফস ৩x চূর্ণ—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ডাঃ স্যাণ্ডার্স এই ঔষধ  
প্রয়োগ করে এক রোগীর প্রাণ রক্ষা করেন ।

ডাঃ সদুলার, ফেরাম-ফস, কোল-মিউর ও কোল-ফস ৩x—১২x পর্যায়ক্রমে এই  
তিনটি ঔষধ ঘন ঘন প্রয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছেন ।

পাইরোজেন ৬, ২০০—পূর্জহেতু রক্ত দুর্ষিত হলে ; অস্থিরতা ; দুর্গন্ধ শ্রাব ।

প্রবল বেগে জ্বর এসে জীবনীশক্তির দ্রুত অবনতি দেখা দিলে—আর্সেনিক ৩০  
( ল্যাকসিস ৬ বা হায়োসায়ামাস ৬ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে কেউ কেউ ব্যবস্থা  
দেন ), রাইনোনিয়া ৬, পালসেটিলা ৬, হ্যামামেলিস ৫, চায়না ৬, এপিস ৬, প্রভৃতি  
লক্ষণ অনুযায়ী আবশ্যিক হতে পারে । সূতিকা-জ্বরসহ অন্দ্রাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ  
ঘটলে—ব্যাপ্টিসিয়া ৩, হায়োসায়ামাস ৩x, ক্যামোমিলা ৬ ও অন্দ্রাবরক ঝিল্লী-প্রদাহের  
ঔষধিদি প্রযোজ্য ।

### আনুর্ষিক বাবস্থা

ফ্র্যানেল গরম করে সেক দিলে যন্ত্রণা কমে যায় ।

### পূরাতন সূতিকা রোগ

সূতিকা-জ্বর ও পূরাতন সূতিকা-রোগ এই দুটি এক রোগ নয় ; বস্তুতঃ স্বতন্ত্র  
রোগ, সূতিকা জ্বর স্পর্ষক্রমক । পূরাতন সূতিকা-রোগ স্পর্শ দ্বারা সংক্রামিত হয় না  
বা কোনবৃৎ দুর্ষিত বিষ ( বা জীবাদ্ ) হতেও উৎপন্ন হয় না । সদুরাৎ এটি  
সূতিকা-জ্বরের পূরাতন অবস্থা বা আকার নয় । প্রকৃতপক্ষে এটি একপ্রকার  
আমাশয় রোগ এবং আয়ুর্বেদে একে গ্রহণী বলে উক্ত করা হয়েছে । প্রসবের পর যদি  
প্রসূতিকে ভালভাবে তত্ত্বাবধান করা না হয় তাহলে শবীৰ ভেঙ্গে কমে বক্তহীন হয়ে  
পড়ে এবং পূরাতন জ্বর, উদরাময়, শোথ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় । একেই  
সূতিকা-ব্যারাম বা পূরাতন সূতিকা রোগ বলে । এটি একপ্রকার বর্ধনশীল উৎকট  
রক্তস্বল্পতা রোগ ।

### চিকিৎসা

এই কঠিন পীড়ার নেট্রাম মিউর ১২x, ৩০, আর্সেনিক ৩০, চায়না ৬, ফেরাম-সেট  
৩০, অ্যালুমিনা ৬, সিঁপিয়া ৩০, গ্র্যাফাইটিস ৩০, পালসেটিলা ৩০, নাক্স ভম ৩০

প্রভূতি প্রযোজ্য ; কিন্তু কাল্‌কেরিয়া ফস ৩২, এবং ফেরাম আর্স ৩০ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ডাক পাখীর তেল মালিশ করা খুব উপকারী ।

পথ্যা-পথ্যা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যিক ।

#### পথ্যা

পুরাতন চালের ভাত, চিড়ার মন্ড, গাঁদাল ও ধানকুনি পাতার ঝোল, মাগদুর মাছ, শিঙি মাছ, ছোট মাছ, ঝোল, ছাগলের দুধ প্রভৃতি ।

#### অপথ্যা

পেঁয়াজ, রসুন, ডিম, লঙ্কা, বেশী মশলাযুক্ত গরুরপাক খাবার প্রভৃতি ।

#### জাতুড়ে উন্মাদনা

#### ( Puerperal Insanity )

প্রসবের পর ৮ সপ্তাহে বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে কোন কোন রমণী উন্মাদ লক্ষণাক্রান্ত হয়ে থাকে । এ রোগ দ্বিবিধ :—১। উন্মাদ বা Mania এবং ২। বিষাদ বা Melancholia ।

#### ১। উন্মাদ ( Mania )

বুদ্ধির দ্রাবিষ্টি, অনর্থক বকা, প্রিয়জনকে মারতে-ধরতে যাওয়া প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ । সামান্য রকম পাগলামি বা হাসি-খুঁসির ভাব দেখলে হালোসারামাস —৬ ; ভীষণ প্রলাপ, ক্রোধ, কামড়াতে যাওয়া, একলা বা অন্ধকারে থাকতে অনিচ্ছা, নির্লক্ষ্য ভাব প্রভৃতি লক্ষণে স্ট্র্যামোনিয়াম ৩, উচ্চ ভাবপূর্ণ প্রলাপ, মনে হস্ত, যেন দৈববশ হয়েছে বা একলা ও অন্ধকারে থাকবার ইচ্ছা, কিম্বা থেকে থেকে রোগীপীর শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার নিস্তম্ভভাব লক্ষণে, ক্যানাবিস ইন্ডিকা ৬ প্রযোজ্য ।

#### ২। বিষাদ-বান্দ ( Melancholia )

সব সময় বিমর্ষ বা জড়ভাব, হৃদয়ে শূন্যতা অনুভব বা আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি এ রোগের বিশেষ লক্ষণ । সিমিসিফিউপা ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ । আত্মহত্যার দুর্দমনীয় ইচ্ছায় অরাম-মেট ৬ । পালসেটিলা ৬ বা অ্যাগাস-ক্যান্টাস ৩ সময় সময় দরকার হয় ।

#### শ্বেতপদ

#### ( Phlegmasia Albadolens )

প্রসবের পর কোন কোন নারীর পা ফুলে উঠে ও শ্বেতবর্ণ হয় । তলপেট হতে পা পর্যন্ত ব্যথা, স্বর, রক্ত ভাঙ্গা (Lochia) ও স্তন দুগ্ধের হ্রাস প্রভৃতি এই কণ্টকর পীড়ার

প্রধান উপসর্গ। পালসেটিলা ও বা হ্যামামেলিস ৩x এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। এপিস ৬ বা ব্লাস-টঙ্ক ৬ সময় সময় দরকার হয়। তুলা দিয়ে পা জড়িয়ে রাখা এবং দূধ, সাগু, বালি, ফলের রস প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা।

### প্রসবকালে বারবার অস্বাভাবিক প্রয়োগের কুফল (Repeated Artificial Delivery)

দ্রুণের নির্গমন পথ দ্রুণের আয়তন অপেক্ষা ছোট থাকলে অস্বাভাবিক সাহায্যে প্রসব করাতে হয়। এইভাবে বার বার অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য প্রসূতির স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ে। এ-অবস্থায় ফেরাম-ফস ২০০, কেলি-ফস ২০০ ও ম্যাগনেসিয়া-ফস ২০০ মাঝে মাঝে দীর্ঘকাল ধরে সেবন করলে রোগিণীর যাতনা প্রশমিত হয় এবং ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

প্রসবের অন্ততঃ তিন-চার মাস আগে থেকে ক্যালকোরিয়া-ফ্লুরোরিকা ১২x বিচুর্গ ও ক্যালকোরিয়া-ফস ৬x বিচুর্গ মাঝে মাঝে সেবন করলে, অস্বাভাবিক সাহায্য ছাড়াই সুপ্রসব হতে পারে। প্রসবের কিছুদিন আগে থেকে কেলি-ফস ১২x সেবন করলে সুপ্রসব হয়।

### বিস্তারিতঃ। কৈশিক ঝিল্লীর প্রদাহ (Pelvic Cellulitis)

জরায়ুর নিম্নাংশ ও যোনিব উপবাংশ ঘিবে চাবপার্শ্ব প্রচুর বোম্বমণ তন্তুরাজি অবস্থান করে। প্রসবের সময় আঘাতের কাবণে কোষসমূহে জীবাণু সংক্রামিত হয়ে এই প্রদাহের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ প্রসবের সাত দিন পূর্বে প্রধানতঃ বর্ষাদিকে ইহা দেখা যায়। এটি বস্তুি বোটবে এক নার্সিং হুং স্ফোটক উৎপাদন করে এবং এর সঙ্গে জ্বর, যোনি পথে ও গৃহস্থানে জ্বালা, আম মিষ্টি মল ও বৌৎ গড়া, প্রদাহ, প্রস্রাবে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকে। অতি অস্বাভাবিক এই স্ফোটনে পুঞ্জ সংঘব হয় বা নিম্ন উদর বা নবলান্দ বা যোনিপথ ফাটিয়া পুঞ্জ বের হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রেই পুঞ্জের কোন লক্ষণ থাকে না, বোগিণী বহু বৎসর যাবৎ এর পূর্বাভাব প্রদাহে কষ্ট পেতে থাকে। এপিস ৩ ও বাসটঙ্ক ৬ এই দোগেব ফলপ্রদ ঔষধ। প্রবল জ্বর থাকলে ভিরেট্রাম ভিবিডি ১x প্রয়োজ্য।

স্ফোটকে পুঞ্জ হবার উপরম হলে এ পাবাবার জন্য হিপাব সালফাব ২১—৩১ বিচুর্গ প্রয়োজ্য। পুঞ্জ বেব ৩১৩ থাকলে, সাইলিসিয়া ৬ বা ৩০ ব্যবস্থা।

### পেট ঝুলে পড়া

প্রসবের পর কাহাবও বাহাবও উদর নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। এটা অস্বাভাবিক এবং দেখতে কদাকার, নলবা ইহা বিশেষ বোন রোগ নয়। ক্যালকোরিয়া কার্ব ৩০ বা সাইলিসিয়া ৩০ প্রতি মাসে একমাত্রা সেবন বিধি।

মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া

প্রসবের পর দ্রবলতার কারণে কোনও কোনও নারীর মাথার চুল উঠে যেতে থাকে । ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬, চায়না ৬ বা আর্সেনিক ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ । লঘুপাক অ' পদাষ্টকর আহাৰ প্রয়োজন, শরীরে যেন বল আসে ।

মেরুদণ্ডের উপদাহ ।

( Spinal Irritation )

শরীর নিত্যন্ত ক্ষীণ হলে মেরুদণ্ডের স্থান বিশেষে নিবন্ধ একপ্রকার ব্যাধা উৎপাদিত হয়, এর নাম মেরুদণ্ডের উপদাহ । পীড়ার প্রধান লক্ষণ এই যে, রোগাক্রান্ত স্থানটি চাপলে ব্যাধা বাড়ে ।

চিকিৎসা

আর্ণিকা ৩—আঘাত জনিত উপদাহের জন্য ।

সিমিসিফিউয়া ৮—জরায়ুর কোন পীড়াসহ উপদাহের জন্য ।

রাস-টল ৬—আমবাত সহ উপদাহের জন্য ।

আর্সেনিক ৬—মায়ুদণ্ড সহ উপদাহের জন্য ।

টেলুরিয়াম ৬, সিকোল ৬, পিক্রিক-অ্যাসিড ২০০, অ্যাগারিকাস ৬, আর্জেন্ট-নাই ৬, ধূজা ৩০, সাল্ফার ৩০, সাইলিসিয়া ৩০ প্রভৃতি ঔষধেরও সমস্ত সমস্ত দরকার হতে পারে ।

পালনীয় নিয়ম

অল্প গরম জলে গিঠ ধুয়ে ফেলা ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন উপকারী ।

পিককক্কু অস্থি প্রদেশে ব্যাধা,

( Coccygodynia )

পিককক্কু অস্থির পেশী বিধান তন্তুতে সমস্ত সমস্ত মায়ুদণ্ডে তুল্য তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, এরই নাম পিককক্কু অস্থি বেদনা । উঠা, বসা, মলত্যাগ এবং ধাতু ও সন্ধম কালে বেদনার আবির্ভাব রোগের বিশেষ লক্ষ্য । আঘাতাদি কারণেও এই রোগ জন্মে ।

চিকিৎসা

আঘাত জনিত বেদনায়—আর্ণিকা ৩x—৬ বা রুটা ৩x উপকারী । আঘাত ব্যতীত অপর কারণ সঙ্ঘত বেদনায় ফস্ফা ৬ বা ল্যাকসিস ৩ প্রয়োগ বিধি । বসে থাকবার পর উঠে দাঁড়ালে যদি বেদনার আবির্ভাব হয় তাহলে ল্যাকসিস ৬—৩০ সমাধিক উপযোগী হাইপেরিকাম— ৩০ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

## অষ্টাদশ অধ্যায়

### শিশু রোগ

### শিশু পালন

শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে দাঁত ওঠার সময় পর্যন্ত সময়কে শৈশব বলা হয়। শিশুর নাড়ী কাটা ও মন করার অন্ততঃ ৭৮ ঘণ্টা পরেই শিশুকে ঈষদৃষ্ণ জলে গুরুকোজ মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত। পরে শিশুর মল-মূত্রত্যাগ স্বাভাবিক ও পোষ্যে একটু সুস্থ হওয়ার ৮—১২ ঘণ্টা পরে মাতৃস্বনে দৃষ্ণ সঞ্চার হলে শিশুকে স্তন পান করানো যেতে পারে। যদি ১২ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর মলত্যাগ না হয় তাহলে নব্ব-ভমিকা ৩০ প্রযোজ্য। শিশুকে ক্রমাগত চিৎভাবে না শুইয়ে মাঝে মাঝে ডান ও বাম পার্শ্ব শোয়ানো ভাল।

শিশুর স্নুকুমার দেহ বাড়বার পক্ষে ঘুম বিশেষ প্রয়োজন। তাই জন্মের পর শিশু কিছুদিন বেশী ঘুমায়। এই অবস্থায় তার গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রাখা ভাল। খাঁটি সরষের তেল গায়ে মাখিয়ে, সকাল বেলায় সুবের তাপ প্রথর হবার আগে শিশুকে রৌদ্রে শুইয়ে রাখা ভাল। শিশুর গায়ে যেন দমকা বাতাস না লাগে এবং মাথায় বা চোখে রৌদ্র না লাগে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। অয়েলরুথের উপর শুইয়ে রাখলে তা গরম হয়ে অনেক সময় শিশুর দেহে ফোস্কা পড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা একান্ত কৰ্তব্য। প্রথম প্রথম ঈষদৃষ্ণ জলে ও পরে শিশু সবল হলে ঠাণ্ডা জলে মন অভ্যাস করাতে হবে; এভাবে করলে শিশুর সর্দি-কাশ কম হবার সম্ভাবনা।

রৌদ্রস্নাত-জলে মন করান বিশেষ উপকারী। মনের সময় আগে মাথায় একটু জল দিয়ে পরে শরীর ভিজান নিয়ম।

যতদিন শিশু স্তন পান করে, ততদিন পোষ্যেতির রাতজাগা, অধিক বেলায় আহার করা, বেশী টক ঝাল খাওয়া প্রভৃতি কৰ্তকর। কারণ তাহলে শিশুর নানারকম পীড়া জন্মিতে পারে। স্তন্যদায়িনীর ক্রোধ ও শোকান্ত হওয়া ঠিক নয়।

মাতার রোগ হলে বা স্তনে যথেষ্ট দৃষ্ণ না থাকলে, অন্য কোন নিরোগ ও সুস্থ নারীর দৃষ্ণ শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে; সেইভাবে, গরু বা ছাগলের দুধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খাঁটি দুধের সঙ্গে সমান ভাগে জল মিশিয়ে ফুটিয়ে শিশুকে খাওয়ান উচিত। ঐ সঙ্গে দৃষ্ণ শর্করা, (Sugar of milk)-ও কিছু মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বেশী পরিমাণে দৃষ্ণ খাওয়ানো ও বেশী রাতে দৃষ্ণ খাওয়ানো বা ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা ঘুম থেকে তুলে দৃষ্ণ খাওয়ানো অহিতকর। শিশু কঁদতে শুরুর করলে সাধারণত রমণীরা স্তন্য বা দৃষ্ণ খাইয়ে শিশুকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তা কৰ্তকর। শিশু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন মতেই খাওয়ানো ঠিক নয়। শিশু কঁদবার সময় স্তন্য পান করালে, শিশুর অজীর্ণতা দোষ জন্মাবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। আর কঁদা না পেলে যেন শিশুকে কিছু খেতে দেওয়া না হয়; সাধারণতঃ শিশুর উপর পেট নরম থাকলে তার খিদে আছে বোঝা যায়। সকাল ৬টা



হতে গ্রাণি দশটা পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা অন্তর দুধ পান করানো যেতে পারে। শিশুর স্বাস্থ্য অনুযায়ী প্রতি বারে কতটা খাদ্য দেওয়া যেতে পারে তা ঠিক করে দেওয়া উচিত। স্তন্যপান করাতে ২০/৩০ মিনিটের বেশী সময় যেন না দেওয়া হয়। প্রতিবার স্তন্য দেবার আগে ও পরে স্তনের বৌটা ভালভাবে ধুয়ে ফেলা কর্তব্য। শিশুকে গ্রাণি দশটার পর থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কিছুর না খাওয়ানো ভাল। নিতান্ত দরকার হলে গ্লুকোজ মিশিরে জল দেওয়া যেতে পারে। স্তন্যদানিনীর বিশেষ কোন অসুখ না থাকলে ১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যপান করতে দেওয়া ভাল।

শিশু সচরাচর পাঁচ-সাত মাস বয়স মধ্যে বেহ উঁচু করতে পারে, আট-দশ মাসে হামাগুড়ি দেয় ও এক বছর বয়স হলে চলতে শেখে, শিশু যদি পনের মাসেও হাঁটতে না পারে তবে উপযুক্ত আহার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। দুই-তিন বছর বয়সে তারা লাফাতে, জিনিষ-পত্র ছুঁড়ে ফেলতে পারে ও কিছুর উপর চড়তে পারে; তিন-চার বছর বয়সে তাদের স্থিতি-শক্তি বিকাশ হতে থাকে। শিশুর দাঁত উঠলে, পুরাতন চালের নরম ভাত অল্প অল্প অভ্যাস করানো ভাল। সাবধান, যখন শিশুরা কাঁদে তখন যেন কোন কস্ম খাবার মুখের ভিতর যেন দেওয়া না হয়, কারণ এতে বিষম লেগে শিশুর খুব যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। গেলবার সময় কোন কারণে ছুতগুণ্ডের কোন অংশ অন্ন-নালীতে না গিয়ে যদি শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করে, তা হলেই বিষম লাগে। দুই বছর বয়সেও কথা বলতে না পারলে—চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। পাঁচ বছর বয়সের আগে শিশুকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য চাপ দেওয়া ঠিক নয়। শিশুকে আনন্দ দান করে যতটা সম্ভব লেখাপড়া শেখানো উচিত।

যাতে শিশুর হাতের আঙ্গুলের নখের তলায় ময়লা না জমে ও দাঁতে পোকা না ধরে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। মুখ পরিষ্কার না রাখলে খাবারের যে কণাগুলি মুখে থেকে যায়, তা পচে অল্পরস উৎপাদন করে—সেই অল্পরসে দাঁতের ক্ষয় হয়। তাতে দাঁতে গর্ত হয় ও দাঁতের ভিতরের পাতলা শাঁসে ঠাণ্ডা বা টক লেগে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে—এরই নাম পোকা-ধরা বা Carious Tooth। বাস্তবিক পোকা বা কীট দ্বারা কখনও দাঁত আক্রান্ত হয় না।

শিশুর ঔষধ জলে না মিশিরে গ্লোবিউল বা দুধ শর্করার মিশিরে সেবন করানোই সর্ববিধাজনক।

### শিশুদের রোগ ও চিকিৎসা

#### সদ্যোজাত মৃতকল্প শিশু

প্রসূতি সিফিলিস, ডার্মাটোস প্রভৃতি রোগগ্রস্ত থাকলে বা তার ফলে রক্তাক্ততা থাকলে কিম্বা দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রসব যন্ত্রণায় ভুগলে অথবা অন্যান্য নানা কারণে মৃতবৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হতে পারে। শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে দুধ লাগিয়ে ফুঁদিলে বা অন্য কোন কৌশলে তার ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করিয়ে দিতে

পায়লে, শিশু বেঁচে যেতে পারে। রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস লোপ পেলে, নিম্নলিখিত প্রণালী পালনীয় :—

শিশুর গলায় যদি নাভি নাড়ী বিজ্ঞাড়িত থাকে, তা হলে তা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলা উচিত। শিশু ভূমিষ্ঠ হবামাত্রই যদি নাভি-নাড়ী স্পন্দিত হতে থাকে, তা হলে তা না স্টেটে মুখ ও গলার মধ্যে যে সমস্ত স্লেম্মা ও ক্লেদ থাকে তা সত্বর পরিষ্কার করা আবশ্যিক। কিন্তু নাড়ীর স্পন্দন না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে নাভি-নাড়ী বাঁধা উচিত, পরে শিশুর পদদ্বয় এবং হাত ধরে তার মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে অপর হাত ঘিরে তার পাছায় কয়েকবার অল্প জ্বোরে চাপড় মারলে ও সেই সঙ্গে তার মেরুদণ্ডে ব্র্যান্ড মালিশ করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিলেও উপকার হয়। যদি এতেও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া শূন্য না হয়, তাহলে শিশুর দেহ গরম জলে ডুবিয়ে বক্ষ-প্রাচীর পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত করে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রবর্তনের চেষ্টা করা কর্তব্য। এর থেকে সবচেয়ে ভাল উপায় :— শিশুকে চিৎভাবে গরম জলে শূইয়ে (মুখ মণ্ডল বাইরে রেখে) পরে তার দু'হাত ধীরে ধীরে তুলে কানের পাশে এনে আবার ধীরে ধীরে বৃক্কের পাশে নামিয়ে বৃক্কের উপর মৃদু চাপ দিতে হবে। এইরূপ প্রক্রিয়া প্রায় দশ বার করণীয়। এই প্রক্রিয়াগুলি খুব সতর্কতা ও খেঁবেঁর সঙ্গে করা উচিত। অথবা দু'টি বড় গামলায়, একটাতে ঠান্ডা জল এবং অপরটিতে ঐষদক্ষ জল রেখে একবার ঠান্ডা জলে এবং পরক্ষণে ঐষদক্ষ জলে শিশুর দেহ গলা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কয়েকবার ডুবাত্তে উঠাতে হবে। এই উপায় অবলম্বনে অনেক শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হবার দুই-তিন ঘণ্টা পরেও শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। অক্সিজেন নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে কোন কোন স্থলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আনতে পারা গেছে। জীবনের কোন লক্ষণ অনুভূত না হলে, ওপিয়াম ৩০ বা অ্যান্টিম টার্ট ৩০ এবং প্রয়োজনে অম্লপ্রয়োগের সাহায্য নিতে হবে।

ভূমিষ্ঠ শিশু মৃতবৎ দেখা গেলে, আর্ণিকা ৩ বা ৩০ শিশুর জিভের আগায় দুই-তিন মাত্রায় প্রয়োগ করলে উপকার হতে পারে। শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া শূন্য হওয়া যদি অনির্ভীত বা খুব ধীরে ধীরে হতে থাকে তবে অ্যান্টিম-টার্ট ৬, ৩০ (যদি গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ হয়); লোরোসিরেসাস ৩x—৬x—মুখমণ্ডল নীল, মূখপেশীর আনর্জন ও খাবি খাবার ভাব থাকলে।

#### স্তন না ধরা

যদি দুর্বলতাবশতঃ নবজাত শিশু স্তন টানতে সক্ষম হয়, তাহলে একই স্তন-বন্ধ কিন্নকে গেলে তা শিশুকে খাওয়ানো উচিত; এইভাবে দুই-তিন বার দু'খ খাওয়ালে শিশু অনায়াসেই স্তন টানতে সক্ষম হয়। এর পরেও স্তন মুখে দিলে যদি শিশু না খায়, তবে চামচা ৬ ব্যবস্থা।

নাভি রোগ

নাড়ী কাটার পর সাধারণতঃ ৬।৭ দিনের মধ্যে নাভি শুকিয়ে পড়ে যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নাভি না শুকিয়ে ঐ স্থান থেকে যদি রস বা পুঞ্জ-রক্ত বের হয় বা নাভিতে ঘা হয়, তাহলে নাভিটি গরম জলে ভাল করে ধুয়ে তার উপর ক্যালেন্ডুলা ০ (দশ ফোটা, এক ছটাক খাঁটি সরষের তেলের সাথে মিশিয়ে) পটি প্রয়োগ এবং সাইলিসিয়া ৬ (যদি পুঞ্জ দুর্গন্ধযুক্ত হয় তাহলে সাইলিসিয়ার বদলে আর্স ৫) সেবন করানো উচিত। যদি নাভিদেশ লাল হয়ে ফুলে উঠে বা বেদনায়ুক্ত হয় তাহলে বেলেডোনা ৬ বা আসে নিক ৬ প্রযোজ্য।

নাভি পেকে পুঞ্জ পড়তে থাকলে—অল্প একটু জলে ফোটা তিনেক নাক্স-মস্কেটা ২x মিশিয়ে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে নাভির উপর বেঁধে রাখা এবং সেই সঙ্গে নাক্স-ভর্মিকা ৩০ প্রয়োগ উপকারী। যদি ৫।৭ দিনের মধ্যে পুঞ্জপ্রাব বন্ধ না হয়, তাহলে সাইলিসিয়া ৬ প্রযোজ্য।

নাড়ী ভাল বাঁধা না হওয়ার জন্য বা নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে যাবার জন্য যদি রক্তপ্রাব হয় তাহলে—ক্যামোমিলিস ০ ন্যাকড়ার টেলে রক্ত নিঃসরণের স্থানে হালকাভাবে চেপে ধরলে বা ফেরাম-ফস ১x—২x বিচুর্গ ৫/৭ গ্রেণ ক্ষতস্থানে ছাড়িয়ে দিলে তার উপর পরিষ্কার তুলা ভাজ করে রেখে ব্যান্ডেজ করে দিলে রক্তপ্রাব বন্ধ হতে পারে। বারবার এরকম রক্তপ্রাব হলে—আসেনিনিক ৬ সেবন নিয়ম।

নাভি উঁচু

নাভির ঘা শুকিয়ে যাবার পরও যদি নাভি উঁচু হয়ে থাকে, তবে একটি ছোট তুলার গদি (Pad) অথবা এবটা মোটা ছিপকে পরসার আকারে কেটে তা লিন্ট (Absorbent Lint) জাতীয় মোলায়েম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে মিহি সূতার ব্যান্ডেজের সাথে সেলাই করে ঐ পরসার আকৃতি বিশিষ্ট ছিপটি নাভির উপর রেখে একটা ন্যাকড়া দিয়ে পেটের সাথে বেঁধে রাখলে সূফল পাওয়া যায়। খিটখিটে মেজাজের শিশুর পক্ষে—ক্যামোমিলা ৬; কোষ্ঠবন্ধতা বা অত্যধিক কুশনে—নাক্স-ভর্মিকা ৬, ৩০; এতেও যদি উপকার না হয়, তাহলে—সাল্ফার ৩০ সেবন নিয়ম।

নীরোগ

আঁড়ুর ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের অভাবে বা ঘবে ঘোঁরা জমে হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি বা ক্লিয়া বৈলক্ষণ্যাদিহেতু প্রধানতঃ এই উৎকট রোগ জন্মে। শিশুর ঠোঁট ও গাল ফ্যাকাসে এবং নখ ও সারা শরীর নীলবর্ণ হয়ে যায়। বৃক ধড়ফড় করে ও গায়ের তাপ কমে আসে; ডিজট্যালিস ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমস্ত শরীর বরফের মত ঠান্ডা লক্ষণে—আসেনিনিক ৬; শ্বাসকণ্টসহ পা ফোলা থাকলে—ফস্ফোরাস ৩।

রাস-৩, হাইড্রোসিস্টার্নিক অ্যাসিড ৩x, ল্যাকোসিস ৬, ফস্ফোরাস ৬, লরোসিরেসাস ৬, সাফার ৩০ সময় সময় দরকার হতে পারে। শিশুর দেহ ভালভাবে আবৃত করে তাকে ডান পাশে শুইয়ে রাখা নিয়ম। অতিুর ঘরে যাতে ভাল বাতাস খেলে, ঘোঁরা না জমে ও আহারের চুটিতে যাতে শিশু বেশী কাঁহল না হয় সেইদিকে নজর রাখা কর্তব্য।

### অস্ত্রবৃশ্চ

কোষ্ঠকাঠিন্য, অত্যধিক কৌথপাড়া, বেশী হাসি বা কান্না, অত্যধিক কাশি, বমি, পেট কামড়ান প্রভৃতি কারণে নাভিদেশে চাপ পড়ে যদি নাভিদেশের অস্ত্র বের (Umbilical-Hernia) হয়, তবে আর্ণিকা ৩, নাক্স-ভর্মিকা ৩০, লাইকো ৩০, ২০০ বা সালফিউরিক অ্যাসিড ৬ সেবন এবং তুলোর একটা ছোট গদি দিয়ে নাভিদেশ এমন ভাবে চেপে বাঁধতে হবে যেন অস্ত্র বার হতে না পারে। শিশুর অস্ত্রবৃশ্চ হলে বা অস্ত্রবৃশ্চ সহ অন্ডকোষে জলদোষ (Hydrocele) থাকলে, ক্যালকোরিনা কার্ব ৬ প্রযোজ্য।

### হারিস বের হওয়া

গৃহ্যদেশ ও সরলান্তের নিগর্মন, অ্যালো ৩x সরলান্ত নিগর্মনের উৎকৃষ্ট ঔষধ। গৃহ্যস্থার নিগর্মনের পক্ষে পডোফাইলাম ১২ উপযোগী। কিন্তু শৈশবে বিকৃতিসহ এই রোগে—ফস্ফোরাস ৩x—৬ ফলপ্রদ। প্রস্রাবের ত্যাগের সময় হারিস বের হলে—অ্যাসিড-মিউর উপযোগী।

### শিশুদের একশিরা

অণ্ডে (Testes) আবরক টিউনিকা ভ্যাজাইনোগিসের দু'টি স্তরের মধ্যে জল সঞ্চারের জন্য তা বাড়লে ও চকচকে দেখালে তাকে জলদোষ বলে। একাদিকের অন্ডকোষ ফুললে তাকে একশিরা বলে। মায়ের কন্টকর প্রসবের আঘাতের জন্য বা ধাতুদোষজনিত কারণে ছেলের এই রোগ জন্মাতে পারে। অস্ত্রবৃশ্চসহ একশিরা বহুস্থলে বর্তমান থাকে।

আঘাত জনিত রোগে—আর্ণিকা ৩; জন্মগত রোগে—ব্রাইরোনিনা ৩, অস্ত্রবৃশ্চ সহ একশিরা—ক্যালকে কার্ব—৬; চর্মরোগবিশিষ্ট শিশুর চর্ম শিথিল হয়ে পড়লে—গ্র্যাফাইটিস ৬; গুঁটিকা ধাতুঘৃন্ত রোগীর পক্ষে—ব্যাসিলিলাম ২০০ বা আর্স-আরোড ৬; গণ্ডমালা ধাতুঘৃন্ত শিশুর পক্ষে—ক্যালকে-কার্ব ৬ বা ক্যালকে-ফ্লুরোর ১২x চূর্ণ এবং সোরা (Psora) ধাতুঘৃন্ত শিশুর পক্ষে—সাল্ফার ২০০ ব্যবস্থা। অ্যাক্টোনোম ৬, হোলিবোরাস ৬, স্পঞ্জিরা ৬ হ্যামামেলিস ৬ সময় সময় দরকার হতে পারে।

শিশুর অন্ডকোষ না নামা

নবজাত শিশুর (ছেলের) হস্তত একটা অন্ডকোষ দেখা যায়, অপরাট বেহে। ভিতর থেকে যায়। কখনও বা দু'টি-ই দেহের ভিতর থেকে যায়। অনেক সময় নিজে থেকেই দু-এক বছরের মধ্যে অন্ডকোষ নেমে আসে, কিন্তু বেশী বয়স পর্যন্ত যদি তা না নামে (এমন অনেক সময় দেখা যায়) থাইরয়ডিনাম ৩০, ২০০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২০০ শক্তি দিলেও যদি কাজ না হয়, তবে ১০০০ শক্তি প্রযোজ্য। প্রসবের সময় কোনভাবে আঘাতের জন্যে ঐরূপ ঘটে থাকলে আর্গিকা ৬, ৩০ বা ২০০ ব্যবস্থা। অন্যরূপ কয়েক লক্ষণ অনুসারী সাল্ফার ৩০, ২০০; ক্যালকোরিনা কার্ব ৬; বেলেডোনা ৬, ৩০ প্রযোজ্য।

অন্ডকোষ না নেমেও যদি স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব হয় এবং কোনরূপ ব্যথা বা অস্বাভাবিকতা না থাকলে মানুস ঐভাবে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে এবং তার স্বাস্থ্য উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয় না।

কিন্তু এর ভবিষ্যৎ ফল আশঙ্কাজনক। ক্রমে তা Cancer রোগে পরিণত হতে পারে এবং ৩০.০.০০টির দিকে ব্যথা বা যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে।

সময় থাকতে অস্ত্র চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ কর্তব্য, যদি ঔষধে কাজ না হয়।

সন্দোজাত শিশুর মলমূত্র ত্যাগ না হওয়া।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তার মল-মূত্রদ্বার অবরুদ্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। যদি মল-দ্বার বা মূত্র-নির্গমনপথ রুদ্ধ থাকে, তা হলে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা সঙ্কর উহার প্রতিকার করা উচিত। প্রসবের ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে যদি মাতৃস্তন্যে দুধ আসে তবে নবজাত শিশুকে ঐ দুধ পান করালে সহজে মলত্যাগ হতে পারে। শিশুকে মধু সেবন করালে বা হাত গরম করে পেটে আস্তে আস্তে হাত বুলালেও উপকার হয়। ঐষদৃক মিছরীর জলও সেবন করানো যেতে পারে। এতেও যদি মল-মূত্র ত্যাগ না হয় তবে লক্ষণ অনুসারে ব্রাইলোনিয়া ৬, বেলেডোনা ৩, নাল্ভিমিকা ৬ অথবা ওর্পিয়াম ৬ ব্যবস্থা।

মলত্যাগ হওয়ার পরও প্রস্রাব না হলে প্রথমে অ্যাকোনাইট ৩ প্রযোজ্য। অ্যাকোন ব্যর্থ হলে বেল ৬ বা ক্যান্ডারিস ৩ ব্যবস্থা।

শিশুর মাথা বড় হওয়া

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার মাথা অস্বাভাবিক বড় হয়ে থাকে। বেশীদিন যাবৎ মাথা খুব বড় থাকলে—আর্গিকা ০.৫, ৩ সেব্য।

## শিশুর রক্ত তালু জোড়া না লাগা

জন্মবার পর যদি রক্ততালু ৭।৮ মাসের মধ্যে জোড়া না লাগে তা'হলে—সাল্‌ফার ৩০ এক মাত্রা সেবন নিয়ম। যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোন উপকার না দেখা যায় তা'হলে—ক্যাল্‌কে কার্ব' ৩০ ব্যবস্থা। ক্যাল্‌কে-ফস ১২x চূর্ণ ও সাইলিসিয়া ৩০ সমস্ত সময় দরকার হতে পারে।

## শিশুর স্তন ফুলে উঠা

সদ্যোজাত শিশুর স্তন ফুলে উঠে শক্ত হলে বেল ৩ ; পুঁজ হলে হিপার সালফ ৩ ও পরে সাইলিসিয়া ৬, ৩০ প্রযোজ্য। শিশুর স্তনে দু'ধ সঞ্চার হয়েছে মনে করে যেন স্তনের বোটা টিপে বা মর্চাড়িয়ে দেখা না হয়। এইরূপ করলে, স্তন প্রদাহিত হয়ে ফোঁড়া, পুঁজ প্রভৃতি জন্মবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে খুব সাবধান।

ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুর স্তন থেকে দু'ধের মত একপ্রকার তরল পদার্থ বের হয়, এতে কোন ঔষধের প্রয়োজন পড়ে না। তা নিজের থেকেই সরে যায়, যদি কেউ শিশুর স্তন টিপে দেন এবং তাতে স্তনে প্রদাহ ও পুঁজ হয় তবে ঈষৎ লাল ও প্রদাহিত অবস্থায়—আর্গিকা ৩ ; কিন্তু খুব লাল হলে—বেলেডোনা ৩ ; আর পুঁজ উৎপত্তি হলে—হিপার সালফার ৬ ব্যবস্থা।

## শিশুর গ্রান্থি প্রদাহ

ছিঁড়ে যাওয়া বা আঘাত লাগা অথবা ঠান্ডা লাগা কিম্বা প্রমেহ রোগের জন্য গ্রান্থি প্রদাহিত হয়, টাটানি ও প্রবল কম্প উপস্থিত হয়, এরই নাম শিশুর গ্রান্থি-প্রদাহ বা বীচি আওড়ান। হিম লাগার জন্য প্রদাহ ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যাকোনাইট ৩x ; আঘাত লাগা বা পড়ে যাওয়ার জন্য হলে আর্গিকা ৩x ; কানের বা বগলের বীচি স্ফীত হলে—মার্ক'-আয়োড ৩x, ৩ বিচূর্ণ ; অন্ডকোষের বীচি স্ফীত হলে—পালসেটিল ৩ ; কুঁচকির প্রদাহে মার্ক' ভাইডাস ৬x বিচূর্ণ ; প্রমেহ বা উপবংশের জন্য বীচি স্ফীত হলে—কোনিয়ম ৩, স্পিজিয়া ৩x প্রযোজ্য। ব্যাডিয়াগা ৬x, থুজা ৬ প্রভৃতি সময় সময় দরকার হয়।

## শিশুর আব না টিওমার

ভূমিষ্ঠ হবার পর কখনও কখনও শিশুর মাথার আব দেখা যায়। খাঁটি সরষের তেল গরম করে আবের উপরে সেক প্রয়োগ ও আর্গিকা ৩ সেবন নিয়ম। এতে ফল না হলে—ক্যাল্‌কোরিয়া-কার্ব' ৬ কিছদিন সেবন করানো বিশেষ।

শিশুর তিল বা জড়ুল

ভূমিস্ত হবার পর শিশুর দেহের কোন সীমাবদ্ধ স্থানের শিরাগুলি একসঙ্গে হয়ে চামড়ার উপর একটা দাগ পড়ে, কখনও বা আবেদন মত দেখায় এর নাম তিল বা জড়ুল। ঋজু ৩০ সেবন ও ঋজু ৪ জড়ুলের উপর প্রয়োগ করলে উপকার হয়। রেডিগাম গ্রোম ৩০ সপ্তাহে একবার একমাত্রা সেব্য। ক্যাল্কে-কার্ব ৬, ফস্ফা ৬ এবং লাইকো ১২ সময় সময় দরকার হতে পারে।

শিশুর আঁচল

ঋজু ১x, ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ টক ঋজু ৮ প্রয়োগে কেবল মানব দেহের আঁচল শৃঙ্খল নয়, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর আঁচলেও আরোগ্য করেছেন।

শিশুর আঁচল প্রভৃতি নিবারণ

ভাবী শিশুর তিল, আঁচল, আব প্রভৃতি নিবারণের জন্য গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীকে প্রথমে সাল্ফার, পরে ঋজু এবং তারপর মার্ক-সল সেবন করানো উচিত। প্রত্যেক ঔষধ ৩০ শক্তিতে সপ্তাহে এক মাত্রা করে অন্ততঃ এক মাস সেবন নিয়ম।

শিশুর দেহে ঘা

শিশুকে অপরিষ্কার বাখাব জন্য বা তার চর্ম অসুস্থ হলে শিশুর বগলে, কানের পিছনে, কুঁচকি প্রভৃতি নানাস্থানে ঘা হয়। চুলকানি বা পুঞ্জযুক্ত ফুস্কুড়ি হলে সাল্ফার ৩০। চর্মের অসুস্থতার জন্য ঘা হলে—ক্যাল্কে কার্ব ১ (বিশেষ করে মেদবহুল ছেলেদের পক্ষে)। ঘা থেকে সর্বদা রক্ত বের হলে—লাইকো ১২; ঘা থেকে চটচটে আঠার মত বস নিঃস্রাবে প্রায়ফাইটিস ৬ (বিশেষ করে কানের পিছনের ঘা) ব্যবস্থা, জ্বালাকর ক্ষতের পক্ষে—কার্বো ভেজ ৩০। সর্বাঙ্গে লাল ফুস্কুড়ি হলে—ক্যানোমিলা ১২। ঈষদৃষ্ণ জলে গ টি কয়েক নিমপাতা বা দু ফোঁটা ক্যালেন্ডুলা ৫ ফেলে তা দিয়ে প্রতিদিন সকাল বিকাল ধুয়ে নিলে উপকার হয়।

শিশুর হেজে যাওয়া

কোন অঙ্গ হেজে গেলে— মার্ক-সল ৬ বা আর্গিকা ৩ ফলপ্রদ; আর্গিকা ৫ দুধের সর বা জলপাইয়ের তেল (Olive oil) সহ বাহ্যপ্রয়োগ উপকারী। হাজাসহ শিশুর অল্পরোগ থাকলে ক্যানোমিলা ১২। স্তন্যদায়িনীর হির্স্টারিয়া বা চা-পানের অভ্যাস থাকলে ইমেসিয়া ৬। শাতুগত দোষ হেতু হাজা হলে—সাল্ফার ৩০। ক্যাল্কে-কার্ব ৩০, লাইকো ৩০, সিপিয়া ৩০ বা রাসটেন ৬ লক্ষণ অনুসারে আবশ্যিক হতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখা দরকার।

## শিশুর টিকা:

বসন্ত-রোগে টিকা লওয়া বা ভ্যাক্সিনিনাম ৬x পূর্ণ ( একমাত্রা মাত্র ) সেবন উৎকৃষ্ট প্রতিবেধক । শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর ছয় মাসের মধ্যে গো-বীজের টিকা দেওয়া এদেশে রাজ-বিধি । যেখানে ভাল গো-বীদ অভাবে টিকা দেওয়া অসম্ভব, সেখানে সপ্তাহকাল ভ্যাক্সিনিনাম ৬, ৩০ প্রতিদিন একমাত্রা হিসাবে সেবন ব্যবস্থা । গো-বীজের টিকা দিলে কখনও কখনও কুফল ফলে ; কিন্তু ভ্যাক্সিনিনাম সেবনে সেই আশংকা থাকে না । চারদিকে বসন্ত হতে থাকলে ভেরিওলিনাম ৬—২০০ ( যতদিন বসন্তের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন ) প্রতি সপ্তাহে একমাত্রা করে সেবন করা নিশ্চয় ।

গো-বীজে টিকা দেবার তিনদিন পরে সাধারণতঃ উক্ত অক্ষ প্রদাহযুক্ত ( লালবর্ণ ও ক্ষয়িত ) হয় এবং কখনও অক্ষপাথিক জ্বর হয় ও কয়েকদিনের মধ্যে টিকা শূন্য হয়ে যায় । যদি উহা শূন্য হইলে তবু তাকে ক্যালেন্ডুলা অয়েল লাগানো উচিত । শিশু যেন টিকার ঘা চুলকাতে না পারে সেইদিকে সাবধান থাকা কর্তব্য, তার রস চোখে লাগলে চোখ নষ্ট পর্যন্ত হতে পারে । গো-বীজ টিকা দেওয়ার জন্য যদি কোন চর্মরোগ প্রকাশ পায় বা স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহলে থুজা ৬, ২০০ সেবন বিধি ।

## শিশুর গায়ে মাসীপসী

শিশুর গায়ে ঘামাচির মত ছোট ছোট স্ফুল্গল উদ্ভেদ বেব হলে তাকে মাসী-পসী বলে । ব্রাইসোলিনা ৩—৬ বা সাল্ফার ৩০ সেবন এবং স্নান কবনো উপকারী । এটি সচরাচর নিজে থেকেই সেরে যায় ।

## শিশুর ঘামাচি

গরম লাগার জন্য বা জ্বামা প্রভৃতির দ্বারা শরীর নিম্নত আবৃত রাখার জন্য ঘামাচি হলে—ক্যামোমিলা ১২, ঠাণ্ডা লেগে ঘামাচি হলে—ডালকামারা ৬ । রসপূর্ণ ঘামাচি অত্যন্ত চুলকালে বা বসে গিয়ে শিশুর কষ্ট হলে—সাল্ফার ৩০ । ক্যালকে কার্ব ৩০, লাইকো ৩০ বা সিপিলা ৩০ সময় সময় দরকার হতে পারে । ঘামাচির ওপর শ্বেত-চন্দন উপকারী ।

## শিশুর চুলকণা

সাল্ফার ৩০, ২০০ এর একটি ভাল ঔষধ । বিছানায় শোওয়া মাত্র সারা দেহ চুলকাতে থাকলে—ইয়েসিয়া ৬, গায়ের জ্বামা খুললেই গা চুলকাতে থাকলে—আর্স ৬ বা নাক্সভম ৬ । শোবার পর শরীর গরম হবামাত্র চুলকালে—পালস্ ৬ বা মার্ক ৬, চুলকাবার পর জ্বালা শূন্য হলে—রাস-টন্স ৬, হিপার ৩০ । চুলকাতে চুলকাতে বস্ত্রপাত হলে—মার্ক ৬ বা সাল্ফার ৩ ।



শিশুদের পোড়া নারাক্সা

ভূমিস্ত হবার কয়েকদিন পর কখনও কখনও শিশুদের বৃক্কে, পিঠে, কানের পিছনে, ঝাড়ু, হাতে-পায়ে, কৰ্ণচর্কি প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার ফোস্কা বের হতে দেখা যায় এর নাম পোড়া-নারাক্সা। এর ভিতরের রস প্রথমে হলদে পরে লালচে হয়ে শূন্য হয়ে যায় নতুন ফেটে যায়—কখনও বা মার্মাড় পড়ে। রাস টঙ্ক ৩ এর প্রধান ঔষধ। রোগ পুরানো আকার ধারণ করলে—আর্সেনিক ৩ ; উপদংশজাত ফোস্কা—মার্ক কর ৩ ব্যবস্থা।

শিশুদের বিসর্প বা নারাক্সা

( Erysipelas )

এটি একটি জীবাণু ঘটিত ব্যাধি। শিশুর গায়ের স্বকের কোন অংশ প্রথমে সামান্য লালবর্ণ হয়, পরে তা চারদিকে বিস্তৃত হতে থাকে এবং সেইসঙ্গে জ্বর হয়, প্রদাহিত স্থান ফুলে উঠে ও ক্ষত হয়ে রস বের হয়। এটি একটি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ। প্রবল জ্বর, আরম্ভমুখমুখ ডল, প্রবল মাথাব্যথা, আলো অসহ্য—বেলেডোনা ৩x ; অত্যন্ত জ্বালা, পিপাসার অভাব, প্রস্রাব কম, নিব্বন্ধম ভাব—এপিস ৩, রসপূর্ণ গুটিকা, চুলকানি ও জ্বালা—রাসটঙ্ক ৬ ; বাম অঙ্গ আক্রান্ত, বেগুনী রংয়ের বিসর্প—ল্যাকসিস ৩ ; মুখের বিসর্প—আর্গিকা ৩০।

শিশুদের একজিমা

( Eczema )

বহু শিশু চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে! এটি একপ্রকার চুলকনা বা গরল। দেখতে কতকটা পিচড়ার মত, তবে বিক্ষিপ্তভাবে না থেকে অনেকগুলি ফুস্ফুড়ি একসাথে থাকে ; ততটা ছোঁয়াচে রোগ নয়। সোরা ( Psora ) খাতুগ্রস্থ শিশুরা এই রোগে সমাধিক আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ থেকে পূর্জস্রাব হয়ে কাপড়ে লাগলে উহা শূন্য হবার পর কাপড় শক্ত মনে হয়, জলযুক্ত ফোস্কা—মার্কউরিরাস ৬ ও রসহীন বা শূন্য ফোস্কা—লাইকো ১২ ফলপ্রদ। গরম জল দিলে যদি কমে এবং চামড়া রক্তবর্ণ হয় তবে রাস ভেন ৩, ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ ; কখনও কখনও দুই-একদিন এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বরসহ পীড়ার বৃদ্ধি হতে পারে, তখন ঔষধ বন্ধ করলে রোগ ক্রমশঃ সেরে আসতে থাকে—দরকার হলে ২০ শক্তির একমাত্রা দেওয়া যেতে পারে। অ্যালিউমিনা ৬, ওলিয়ামডার ৬, ক্রোটন ৬, অ্যান্টিম ক্লড ৬ প্রভৃতি সমস্ত সমস্ত দরকার হয়। পীড়া পুরানো হলে গ্র্যাফাইটিস ৩০ প্রযোজ্য। সমস্ত সমস্ত পেট্রোলিয়াম ৩, মার্ক কর ৬, হিপার সালফার ৬, আর্সেনিক ৬, প্রভৃতি ঔষধ দরকার হতে পারে। অলিভ অয়েল লাগানো উপকারী। কিন্তু কোনও মলম বা বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ ব্যবহার উচিত নয়। তীব্র ঔষধযুক্ত মলমে একজিমা বসে গিয়ে নানারকম গুরুতর রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

শিশুদের গায়ের চামড়া উঠে ক্ষত হওয়া  
( Intertrigo )

শিশুর চামড়া খুব নরম সেইজন্য সামান্য কারণে চামড়া উঠে ক্ষত হয়। ময়লা জামা ব্যবহার, জ্বারে গা ঘষা প্রভৃতি কারণে চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে কানের পিছনদিক বা ঘাড়, কুঁচকি ও বগলের চামড়ার স্তর ফুলে উঠে ও লাল হয় এবং জ্বালা করে ও রস পড়ে। ক্যামোমিলা ও এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত ও তা থেকে রক্ত বের হলে, মার্কিউরিয়াস সল ৬ উপযোগী। রোগ বারে বারে আক্রমণ করলে লাইকো-পোডিয়াম ১২ প্রযোজ্য।

শিশুদের ফোঁড়া

সময় সময় শিশুদের মাথায়, গলায়, কানের পিছনদিকে, এবং হাতের সন্ধি ও কুঁচকি প্রভৃতিতে ফোঁড়া হয়ে থাকে। স্থূলকায় শিশুদের ফোঁড়া হলে—ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০। প্রায়ই ক্ষত ( গরমকালে বেশী ) হলে—কার্বোভেজ ৩০, ক্ষতের পাশে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি চাপ চাপ হয়ে প্রকাশ পেলে এবং সেইজন্য শিশু সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করলে—ক্যামোমিলা ৬ ; কানের পিছন দিকে লালবর্ণের ক্ষত এবং তা থেকে আঠা আঠা পড়জ বের হলে—গ্র্যাফাইটিস ৬ ; দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত হতে রক্ত বের হলে ও সেই সঙ্গে কোষ্ঠবাস্তিন্য দেখা দিলে লাইকো ৩০ ; প্রথমে মাথায় ২।১ টি ফোঁড়া হয় পরে তার রস ঝরে মাথার অন্যান্য অংশে ফোঁড়া হলে সালফ ৩০, হিপার সালফ ৩০ বা ক্যালকে কার্ব ৩০ প্রযোজ্য। বহু ক্ষেত্রে আর্ণিকা ও প্রয়োগে উপকার হয়েছে।

শিশুদের ওষ্ঠরোগ

এটি এক প্রকার দুর্ভিত রোগ বিশেষ। প্রথমে ঠোঁটে একটি ছোট ফুস্কুড়ি হয়ে ক্রমে তা বড় ও কঠিন হয় এবং সেই সঙ্গে জলন্ত আগুনের মত জ্বালাবোধ, জ্বব, অস্থিরতা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এই রোগটি প্রায়ই পাকে না ও সপ্তাহেবে শেষে পচতে শুরুর করে এবং ভাল চিকিৎসা না হলে বোগী দুর্বল হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অ্যান্থ্রাক্সিনাম ৩০—একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ( দিশেষ কবে খুব জ্বালা হলে ) ; এপি স ৩০ ( হৃৎফুটানোর মত জ্বালা হলে ), ফিনহুইশী পুঁজ বের হলে হিপার সালফ ৬ প্রযোজ্য। আর্স, ল্যাকোসিস, আর্ণিকা, সাইনাইটিস, কার্বো ভেজ, বেল, ট্যারেন্টুলা প্রভৃতি সময় সময় দরকার হয়। কখনও কখনও অস্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

শিশুদের শীত-ফাটা

শীতকালে কখনও কখনও শিশুর ঠোঁট এবং শরীরের অন্যান্য অংশ ফাটে। আর্স ৬, হিপার ৬, কোল-কার্ব ৩০, নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ—২০০, নাইট্রিক অ্যাসিড ৬,

সাল্ফার ৩০ প্রভৃতি এর ঔষধ। দূধের সর, মাখন, ঘি, তিল তেল বা অলিভ অয়েল বাহ্য প্রয়োগ উপকারী।

### শিশুদের মাথার খুন্সিক

মাথা পরিষ্কার না থাকার জন্য বা ধাতুগত কারণে চামড়ার উপর মলিন হলদে বা রান্ধা মরামাসের মত ফুস্ফুড়ি হলে তাকে খুন্সিক বলে। রাতে মাথায় জলপাইয়ের তেল মাথা ও সকাল বেলায় জলে শ্যাম্পু মিশিয়ে ধুয়ে ফেললে উপকার হয়। মাঝে মাঝে মাথায় বেসন ঘসে পরিষ্কার জলে ধুয়ে মান করালে উপকার হয়। সাল্ফার ৩০ সপ্তাহে দ্বার সেব্য।

### শিশুদের টাক পড়া বা কেশ পতন

এ রোগে প্রধানতঃ শৈশবেই মাথায় টাক পড়ে। বোল বছর বয়স উত্তীর্ণ হলে তা কদাচিত ঘটে। মাথার চুল উঠে যেতে থাকলে ডাঃ হিউজেস বলেন, উপদংশ ধাতুগ্ৰন্থ শিশুর পক্ষ আর্গাসিড স্ক্রোর ৬x একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ হা-টি আর্সেনিক ৬, ৩০ টাক পড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ মনে করেন। টাক পড়াসহ মাথা অত্যন্ত চুলকালে ডিস্কা-মাইনর ২x, ৩ প্রযোজ্য এবং থ্যাংলি-নাম ৩x, ৩০ সময় সময় ফলপ্রদ। চুল শূন্য বা খসখসে হয়ে পড়তে থাকলে কেলি-কার্ব ৬ প্রযোজ্য। কোন উৎকট পীড়ার পর, একাক্ষীণ বা সর্বাঙ্গীণ দৌর্বল্য কিম্বা মানসিক অবসাদ জনিত কারণে চুল পড়ে যেতে থাকলে আর্গাসিড-ফস ২x প্রযোজ্য। সিপিরা ০, ৩০ সেবন এবং অ্যানাকার্ডি-নাম ওরথ মধু দিয়ে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে টাক নিবারণিত হয়। সাল্ফার ৩০, ক্যাল্কে-কার্ব ৩০ বা ক্যান্ডারিস ৩, ৬ সেবন এবং ভেসালিনসহ ক্যান্ডারিস ৩ মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগও হিতকর। X-Ray ৩০ প্রয়োগে কেউ কেউ সফল পেয়েছেন বলেন। প্রত্যহ চুল আঁচড়ান হিতকর। কেশশূন্যে পাতার রস মাথায় মাখলে উপকার হয়।

দ্রুৎজনিত কখনও কখনও কেশ পতন (Alopecia areata) হয়। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রত্যেকটি অন্ততঃ তিন মাস সেবন করলে উহা নির্দোষরূপে সরে যেতে পারে :—ব্যাংসিলিনাম ২০০, থুজা ৩০, সাল্ফার ৩০, হাইড্রোক্লোরিক ৩ ও আর্টিকা ইউরেস ৩।

### শিশুদের মাথায় উকুন

শিশুর মাথায় উকুন হলে মাথা প্রতিদিন ধুয়ে স্যাভাডেলা ৩ ( একভাগ, বিশগুণ জলসহ ধরেন দিয়ে ) ধুয়ে দিলে উপকার হয় কোন যেন ক্ষেত্রে মান ধাবনাদি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও কোন মতেই উকুন মূক্ত করা যায় না—এরূপ স্থলে Von Villar বলেন স্ট্যাফিস্যাগিয়া ৩০ সেবন করলে অল্প সময়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। চুল চোঁচে ফেলে দিলে এবং পরে চুল ও মাথা পরিষ্কার রাখলে আর উকুন থাকে না।

## শিশুর পেঁচায় পাওয়া, বাতাল লাগা বা শিশুর ধনুটকার

ভূমিস্ত হবার পর কখনও কখনও শিশুর এই ভয়ঙ্কর রোগ হয়ে থাকে। আঘাত লাগা, নাড়ী কাটার দোষ বা নাভিতে ঘা হওয়ার জন্য শিশুদেহে ধনুটকারের জীবানু প্রবেশ করলে এই রোগ জন্মে। প্রথমে শিশু স্তন টানতে পারে না, ঘাড় শক্ত হয়, চোয়াল দুটি ধরে যার এবং ক্রমে ফিট বা আক্কেপ উপস্থিত হয়ে মূখ ও দেহ রক্তবর্ণ, ঠোঁট নীলবর্ণ ও হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। কখনও কখনও গায়ের তাপ ১০৪-৫ ডিগ্রী হয়, হাত-পায়ে টান ধরে পিঠ ও চোয়াল বঁকে যার এবং মূখ ঘিরে ফেনা উঠে ও অবশেষে মৃত্যু হয়।

এই রোগের আগে ঠাণ্ডা লাগার ইতিহাস থাকলে এবং জ্বর ভাব, অনবরত কামা ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যাকোন ৩। তড়কা, কাঁপনি এবং চোয়াল এপাশ-ওপাশ নাড়তে থাকা লক্ষণে—জেলসিমিসাম ৩, বেলেডোনা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। (নাভির প্রবাহের জন্য)। ধনুটকারে—আর্পিকা ৩x বা হাইপেরিকাম ৩x, নাক ভমিকা ৩x—৩০, স্ট্রিকনিয়া ৬x চূর্ণ, সাইকিউটা ৬, অ্যাসিড-হাইড্রো ৩ সময় সময় ঘরকার হতে পারে। মায়ের প্রচণ্ড শোক, ক্রোধের জন্য বিকৃত স্তন-দুধ পান করে শিশু রোগগ্রস্ত হলে, শিশু ও মাতা উভয়কেই ইমেসিরা ৬ প্রয়োগ করা উচিত। শিশুর শিরদাঁড়াতে তাপ বা শূন্য সের্বিক প্রয়োগ উপকারী।

## শিশুর চক্ষুর প্রবাহ

ভূমিস্ত হওয়ার কয়েকদিন পরে কোন কোনও শিশুর চক্ষু-প্রবাহ ঘটতে দেখা যায়। চোখ ফুলে উঠে, লাল হয়, পুঞ্জ পড়ে, জুড়ে যার এবং সময় সময় চোখেতে ক্ষত পর্ব হলে থাকে, বেশীদিন ঝন্ডাবে পুঞ্জপ্রাব হলে চোখ নষ্ট হবার সম্ভাবনা, সূতরাং রোগের সূচনাতেই ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন। আর্জ ঘরে বাস, ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম লাগা, চোখে বেশী আলো, ধোঁয়া বা ধূলা কিম্বা আঁতুড় ধরে অধিক সের্বিক, তাপ প্রয়োগ বা কোনরূপ ধাতুরোগ জনিত কারণে এই ব্যাধি জন্মাতে পারে।

আর্জ-নাই ৩ চোখ-প্রবাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা বা হিম কিম্বা বেশী আলো লেগে চোখে প্রবাহ হলে এবং জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা, চোখ দিয়ে বেশী জল পড়া, অ্যাকগোলকের (চোখের তারা) রক্তমা প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যাকোন ৩x প্রযোজ্য। হাম-বসন্ত প্রভৃতির পর এই রোগ হলে—এপিস ৩, আঘাতের জন্য চোখের প্রবাহে—আর্পিকা ৩ প্রযোজ্য।

চোখের পাতা শুষ্ক ও লালবর্ণ এবং সময় সময় রক্তপ্রাব লক্ষণে—বেলেডোনা ৬, চোখের পাতা শুষ্ক ও উহার প্রান্তভাগে ফুস্কাড়ি এবং অধিক পরিমাণে পুঞ্জ সত্তর লক্ষণে—মার্ক-সল ৬। আর্জে'টাম-নাইট্রিকাম ৩ ও ক্যালকোরিনা কার্ব ৬ সময় সময় ঘরকার হয়। ঈষদৃক জলে পরিষ্কার পাতলা নরম কাপড় ভিজিয়ে তা বেশ করে

নির্ভয়ে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত সাবধানের সাথে চোখ থেকে পুঁজ, পিঁচুটি প্রছাতি বের করে ফেলা উচিত। চোখের পাতা জুড়ে গেলে, তা যেন টেনে খোলা না হয়; কিছুক্ষণ চোখের পাতার উপর অল্প অল্প জল দিলে তা নিজের থেকেই খুলে যায়, জল খুব পরিষ্কার হওয়া উচিত। চোখ পরিষ্কার করবার পূর্বে এক ফোঁটা আর্জেস্ট নাইট্রি ২x, ৩x তরল উভয় চোখের মধ্যে ঢেলে দিলে উপকার হয়।

পিতা-মাতার ধাতুদোষজনিত চোখের প্রদাহ হলে—ইথুজা ৩০, মার্কিউরিয়াম-সল ৩, সাল্‌ফার ৩০, অরাম মিউর ২০০, অ্যাসিড নাইট্রি ৬—২০০ প্রছাতি দরকার হতে পারে।

### শিশুদের অর্জনি

চোখের পাতার ধারে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বা ফোঁড়া হলে তাকে অর্জনি বা অর্জনি বলে। কখনও কখনও এতে পুঁজ সঞ্চার হয়। পালস্ ৩, হিপার ৩ ও স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন কোন ধাতুরোগ বিশিষ্ট শিশুর অর্জনি সহজে আরোগ্য হয় না, তাদের পক্ষে—সাল্‌ফার ৩০, নেষ্ট্রাম সালফ ১২x, ৫০, বা থুজা ৩০ উপকারী।

### শিশুর কানের ভিতর গ্যাঞ্জ

বহুদিন ধাবৎ কান পাকা থাকলে কখনও কখনও কানের ভিতর গ্যাঞ্জ হয়ে থাকে, স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৩ এর প্রধান ঔষধ, কখনও কখনও ক্যাল্‌কোরিয়া কার্ব আবশ্যিক হয়।

### শিশুর কান-বেদনা

ঠাণ্ডা লাগলে, সর্দি বা হাম হলে, কানে জল ঢুকলে বা দাঁত উঠবার সময় কখনও কখনও শিশুর কানে ব্যথা হয়। শিশুর কানে হাত দেবামাত্র যদি শিশু চিৎকার করে উঠে, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার কানে ব্যথা হচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগে ব্যথা হলে অ্যাকোন ৩, কান ফুলে লাল ও গরম হলে—বেল ৩, দাঁত উঠবার সময় কানে ব্যথা হলে—ক্যামোমিলা ১২, মল্লুগা অসহা হলে—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ১২x বিচূর্ণ ( উষ্ণ জল দিয়ে ) সেবন বিধেয়। কানে গরম শব্দকনো সেক দিলে মল্লুগা প্রশংসিত হয়। মুলেন অয়েল বা প্র্যাটাগো ৪ কানে ২/১ ফোঁটা করে দিলেও উপকার হয়।

### শিশুর কর্ণশূল বা কর্ণ-প্রদাহ

হিম বা বর্ষার আর্দ্র বায়ু কিম্বা শীতকালের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে বা কোন চর্মরোগ বসে গিয়ে কর্ণশূল বা কর্ণ-প্রদাহ উপস্থিত হয়। কানের ভিতর জ্বালাবোধ, দপদপানি, অসহ্য টাটানি, কানের ভিতর ও বাইরের দিকে উষ্ণতা, ক্ষণীত ও রক্তিমতা এবং সেইসঙ্গে প্রায়ই জ্বর প্রছাতি এর প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ কর্ণশূলের কারণ ও লক্ষণ একই রূপ, পার্শ্বিক এই যে কর্ণ-প্রদাহে জ্বর ও দপদপে ব্যথা থাকে

কিস্তি কর্পশুলে শুলেবিশ্বের মত বেদনা হয়। পালসেটোলা ৩ সেবন এবং পালসেটোলা ৩ ২/১ ফোটা কানে প্রয়োগ উভয় রোগে সফল প্রদ। মুলেন ৩য়েল বা প্ল্যাটাগো ৩ ২/১ ফোটা কানে দিলেও উপকার করা হয়। শীতকালে শুলুকনো শীতল হাওয়া লেগে রোগ হলে—অ্যাকোন ৩x; আঘাত লেগে হলে—আর্গিকা ৬, কানের ভিতর বাইরের দিকে প্রদাহিত হয়ে কানের ভিতর ঠান্ডা ও বাইরে জ্বালা, গাল ও দাঁত পর্যন্ত ছিমকর যন্ত্রণা লক্ষণে—মার্ক-ভাই ৩x বিচর্চ প্রযোজ্য। গরম সেক উপকারী।

### শিশুর কান পাকা বা কান হতে পুঞ্জ বেবোনো

হাম-জ্বর, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি পীড়ার পর বা কোন চর্মবোগ বসে গিছে (প্রধানতঃ গণ্ডমালাগ্রস্থ বালক-বালিকাদের) বা জল বা দুধ ঢুকে কান পেতে পুঞ্জস্রাব হয়ে থাকে। ক্যাম্পিকাম ৬, ৩০ এ রোগের একটি মূল্যবান ঔষধ। হাম বা বসন্তের পর কান পাকলে অথবা কানের পুঞ্জপড়া বন্ধ হয়ে কানের গ্রন্থি ক্ষীণ হলে প্রথমে পালসেটোলা ৩ পরে সাল্ফার ৩০ প্রযোজ্য। কান হতে পুঞ্জ স্রাব সংশ্লিষ্ট পীড়ায়—বেলেডোনা ৩; বেলেডোনার পর মার্ক ৬ (বিশেষ কবে পুঞ্জ পড়া, দুর্গন্ধ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে এবং বিছানার গরমে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেলে) বিস্তু যদি বেশি পরিমাণে মার্ক'র সেবিত হয়ে থাকে, তা'হলে অ্যাসিড নাইট্রিক ৬, ৩০; হিপার সাল্ফার ৬ প্রযোজ্য। স্রাব দুর্গন্ধ, জলের মত, শ্রবণশক্তি হ্রাস, কানে মার্মিড় পড়ায়—সাইলিসিয়া ৩০, ২০০। দীর্ঘস্থায়ী কান পাকায়—সাল্ফার ৩০, ২০০। ঈষদুষ্ণ জলে সোহাগা ফেলে তার দ্বারা ধীরে ধীরে কান শুলে উপকার হয়। তুলি নিয়ে কান মুছে মুলেন অয়েল ২ ফোটা (দিনে দুবার, কানে দিয়ে তুলার দ্বারা কান বন্ধ কবে রাখলে উপকার হয়।

সাবধান, শৈশবাবস্থায় কানপাকায় পুঞ্জ বের হতে থাকলে হঠাৎ কোন বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দিয়ে স্রাব বন্ধ করা ঠিক নয়, স্রাব বন্ধ হলে গুরুতর পীড়া ঘটতে পারে।

### শিশুর তড়কা বা খেঁচনি

শৈশবাবস্থায় স্নায়ু মণ্ডলের ক্রিয়া সহজেই উত্তেজিত হয় বলে এই পীড়ার লক্ষণ মৃগী ও হিষ্টারিক্সের লক্ষণের মত। যে কোনও ওরুণ প্রদাহজনিত জ্বরের সূচনায় যথা, ব্রুকানিউমোনিয়া, হাম, বসন্ত, ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশ ইত্যাদিতে তড়কা হতে পারে। এ ছাড়াও দাঁত উঠবার সময় হাম বা বসন্ত সম্পর্কিতভাবে গায়ে বার না হলে, উচ্চস্থান থেকে হঠাৎ পড়ে গেলে ও ক্রিমদোষ বা পাকাশয়ের গোলযোগের জন্য বা হঠাৎ ভয় পাবার বা ক্রোধাম্বিত হবার পরমুহূর্তে মাতা শিশুকে স্থন্যপান করানোর জন্য এই পীড়া হতে পারে। চোখ ও মূখমণ্ডল লালবর্ণ, চোখের তারা বিস্মৃত, মাথা উত্তপ্ত, চর্মকিয়ে উঠা বা লাফিয়ে উঠা লক্ষণে—বেলেডোনা ৬। মূখমণ্ডল মলিন,

উত্তপ্ত ও শুকাত ; সমুদয় শরীরে কম্প ; গৌ গৌ ঘড় ঘড় শব্দ ; উর্ধ্বনেত্রে নিম্পন্দভাবে অবস্থান এবং ঘোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে, ওঁপিয়াম ৩০। দাঁত উঠবার সময়ে তড়কা হলে, ক্যামো ৬। হাম বা বসন্ত সম্পূর্ণ ভাবে বার না হবার জন্য তড়কার জিক্কাম ৬ বা স্ট্র্যামো ৬ উপযোগী। গুরুপাক দ্রব্য ভোজনবৎ জন্য তড়কা হলে, প্রথমে নাক্স-ভম ৬ প্রযোজ্য। তিন-চারবার নাক্স সেবনেও যদি কোন উপকার দেখা না দেয় তাহলে উষ্ণ জলের পিকচারী দিয়ে মলত্যাগ করান উচিত। ক্রিমির জন্য আক্ষেপে সিনা ৩x, ২০০ ; প্রবল জ্বরসহ দেহ পেশনাদিকে বেকৈ পড়লে—ভিরেট্রাম-ভর—৩x। চর্মপীড়া হঠাৎ বসে শাবার পর তড়কা—সালফ ৩০। ভীতান্তর্বা বা ক্রোধান্ধতা মাতার স্তন্যপানের জন্য তড়কা, অ্যাকোন ৫x, ক্যামো ৬, কিউপ্রাম ৬, এপিস ৬ অ্যান্টিম-টার্ট ৬, জিক্কাম ৬ বা আর্স ৬ সময় সময় দরকার হয়। তড়কা আরম্ভ হলেই শিশুর গায়ের জামা-কাপড় খুলে ফেলে চোখে মূখে ঠাণ্ডা জলের ঝাণ্টা দেওয়া দরকার। দরকার মনে হলে মাথার বরফ ( Ice-bag ) দেওয়া যেতে পারে।

সহায়ত গরম জলে শিশুর পা দু'বিয়ে সাথে সাথে মাথার ঠাণ্ডা জল দিয়ে এবং কর্পূর বা অ্যামিল-সাইট্রেট ১x এর ঘৃণ নেওয়ালে অনেক সময় উপকার হয়।

### শিশুর মূত্রীরোগ :

অনেক শিশুর এ রোগ হয়ে থাকে। এটি ময়ূমণ্ডলীর পীড়া, এতে শিশুর চৈতন্য লোপ হয়ে আক্ষেপ উপস্থিত হওয়া বিশেষ লক্ষণ। আক্ষেপ হয়ে মূখে ফেনা উঠে, ঘাড় শক্ত ও বাঁকা হয়, দাঁতে দাঁত লাগে, চোখের তারা উর্ধ্ব উঠে যায়। ক্যালকে কার্ব ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। তরুণ মূত্রীরোগে—অ্যাবিসিসিহ্রাম ৬, অ্যাসিড-হাইড্রো ৩, ইয়েসিনা ৩, ভরজনিত—অ্যাকোন ১x—৩x, ওঁপিয়াম ৩০। ক্রিমির জন্য—সিনা ১x—৩x, স্যাণ্টোনাইন ১x, টিউক্কিয়াম ৬, ইণ্ডিগো ৩০ ; দাঁত উঠবার সময়ে—বেলেডোনা ৬, ক্যালকে ফস ৬x, বেলি-ফস ৬x ; রোগ পূরানো হলে—সাল্ফার ৩০, কিউপ্রাম ৬, সাইকিউটা ৬, বিউফো ৬, সাইলিসিনা ৩০, জিক্কাম-ফস ৩x—৩, ক্যামোমিলা ৬, নাক্স ভম ৩০ এবং স্ট্র্যামো ৬ সময় সময় আবশ্যিক হতে পারে। ফিটের সময়ে অ্যামিল-নাইট্রেট ১x বা জুতোর চামড়ার ঘৃণ নেওয়ালে উপকার হয়।

### শিশুর সর্দি-গর্ম

শিশুর সমস্ত শরীরে ( বিশেষ করে মাথার ) রৌদ্ৰ লাগা, গ্রীষ্মকালে বেশীক্ষণ যানাদিতে ভ্রমণ-প্রভৃতি কারণে সর্দি-গর্ম হতে পারে। প্রথমে তাপবোধ ও পিপাসা, পরে শীতবোধ, গায়ের ঝক শূকনো, মাথার ব্যস্তা, চোখ লাল, বমির ইচ্ছা, ঝরঝর প্রস্রাব এবং শরীরের তাপ ক্রমশঃ বা হঠাৎ হ্রাস হয়ে মূর্ছাবেশ হতে পারে। কখনও কখনও এ অবস্থার রোগীর মৃত্যু ঘটে।

হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়া, সমস্ত শরীর বিশেষ করে মাথা ও মূত্র গরম ও তল হওয়া, নাড়ী খুব দ্রুত ; ধম আটকান ভাব, ভেদ-বমি প্রভৃতি লক্ষণে—গ্লোনিয় ৩ পাঁচ মিনিট অন্তর সেবা । কার্বো-সেজ ৩০ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যিক হ' ।

### শিশুর মেনিঞ্জাইটিস বা মস্তিস্ক স্ফীতি প্রদাহ

এই রোগে প্রথমে খিদে থাকে না, মাথা ধরে ও বমি হয় ; ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস ; অস্বাভাবিক ও টারার দৃষ্টি ; ক্রমে খেঁহনি, তন্দ্রা ভাব, দ্রুত নাড়ী, শরীরের তাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি উপস্থিত হয়ে দ্ব-তিনসপ্তাহ মধ্যে শিশুর মৃত্যু হতে পারে । এপি স ৩ এর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । বিশেষ করে শিশু যদি ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠে, আঘাতের জন্য হলে—আর্ণিকা ৩ । বেশী প্রলাপাদি থাকলে—বেলেডোনা ৩ ।

মাথার পিচ্চন দিকে ও ঘাড়ের অভ্যন্তর যন্ত্রণা থাকলে—হেলিবোরাস ৩ । ব্যাসিলিনাম ২০০ ( এক মাত্রা ), ফসফরাস ৬, জিৎকাম ৬, ব্রাইয়ো ৬, সাল্ফার ৩০, জেলার্মিনিয়াম ৩x, স্ট্র্যামোনিয়াম ৩ প্রভৃতি সন্ধ্যা সময় দরকার হতে পারে ।

### শিশুর মস্তিস্ক জল সঞ্চার

( Hydrocephallus )

ভূমিষ্ঠ হবার পর এক বছরের মধ্যে মাথার শোথ হয়ে আট-দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে । শিশু বেশ স্তন্যপানাদি করে, অথচ শীর্ণ হতে থাকে ; ক্রমে মাথাধি বড় হয় । শিশুকে বৃষ্ণের মত দেখায়, সব সময় শূন্যে থাকতে চায়, হাঁদ্রয়াদি অবশ হতে থাকে, অবশেষে মৃত্যু ঘটে ।

ক্যালকোরিয়া ৩০, ক্যালকোরিয়া ফস ৬x, ১২x, ৩০, সাইলিসিয়া ১২x, ৩০, সিপিরা ৩০, সাল্ফার ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ । অসাড় অবস্থা, প্রলাব বন্ধ এবং ফল ছাড়া কিছই খেতে চায় না—এই অবস্থায় হেলিবোরাস ৩ প্রযোজ্য ।

### শিশুর মস্তিস্ক রক্ত সঞ্চার

ব্রহ্মতালু সামান্য ফুলে উঠে শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে : মাথা ঠিষদৃষ্, নাড়ীর গতি কখনও দ্রুত, কখনও বা ধীর, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি, ভুল দেখা বা বকা, গোঙান, ফ্যাল ফ্যাল করে একবৃষ্টে চেয়ে থাকা, চোখের তারা বিস্তার, জিভ ও চোখ লাল, চোখ-মুখের ধমধমে ভাব, কপাল ও ঘাড়ের শিরা-স্ফীতি, ঘন ঘন কষ্টকর নিঃশ্বাস, গাঢ় ঘুমের মধ্যে হঠাৎ বিকট চিৎকার প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ । আঘাত লাগা, ঘাঁত ওঠা, হৃপ-কাশির জন্য মাথার শোণিতের সঞ্চার, শিরাসমূহ ততোধিক সঞ্চার



এবং হাম, বসন্ত বা অন্য কোন চর্মরোগের বিলোপ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।  
এপিস ৩ এ রোগের প্রধান ঔষধ। মাথা ভার, চোখ বৃদ্ধে শূদ্রে খাকা, প্রবল জ্বর,  
জল খেতে চায় না—জেলস্ ১x প্রযোজ্য। মৃৎখন্ডল ও চোখ লাল চকচকে, চোখের  
ভারা বিস্তৃত, তন্দ্রাভাব অথচ অনিদ্রা, মাঝে মাঝে চমকিলে উঠা, ব্রহ্মতালদ্র স্ফীতি  
প্রভৃতি লক্ষণ—বেল ৩x ; ঐ উপসর্গগুলি প্রচণ্ডতর হলে—গ্লোনরিন ৩ উপযোগী।

শিশুর মস্তিস্কের রক্ত সঞ্চিতাজনিত বিকার  
( Hydrocephaloid Brain )

ওলাউটা, উদরাময়, নিউমোনিয়া প্রভৃতি উৎকট পীড়ার রক্তক্ষয় হলে শিশুর পোষণ-  
কার্যের ব্যাঘাত ঘটে, এই অপোষণক্রমের নাম মস্তিস্কের রক্তস্বল্পতাজনিত বিকার।  
শিশুর ব্রহ্মরশ্মির অনুরবেশ, মাথা সদাই এপাশ-ওপাশ সঞ্চালন ও মোহাবস্থা বড়ই  
অশুভ লক্ষণ। বলা বাহুল্য, এ দুটি মস্তিস্কের জল-সঞ্চয় ও বিকার একই রোগ  
নয়, এ দুটি আলাদা রোগ। ফস্ফোরাস ৬, সাল্ফার ৩০, কোল-কার্ব ৩, ইথুজা ৬,  
ক্যালকোরিয়া-ফস ১২x বিচূর্ণ ; ক্যাডমিয়াম সালফ, হেডেরা-হেলিক্স ৪, হেলিবোরাস  
৩x প্রভৃতি এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুর মেরুদণ্ডের জলসঞ্চয় হেতু বিভাজিত মেরু  
( Spinal Bifida )

গর্ভাবস্থায় মেরু প্রশালীর ( Spinal canal ) মধ্যে জলসঞ্চয় হলে সদ্যোজাত  
শিশুর ঐ রোগাক্রান্ত স্থানটি টিউমারের মত ফুলে উঠে এবং গিরদাঁড়ার আক্রান্ত অস্থি  
অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ফাঁক দেখায়, এর নাম বিভাজিত মেরু। ক্যালকে-ফস ৬x  
বিচূর্ণ বিভাজিত মেরুর উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং এপিস ৩ সেবন ও বাচ্য প্রয়োগ দ্বারা  
টিউমারে উপকার হয়। ব্যাসিলিনাম ২০০, ব্রাইয়ো ৩, সাল্ফার ৩০, সাইলিসিনা  
৩০ আর্স ৬, লাইকো ৩০, ক্যালকে-কার্ব ৩ প্রভৃতি ঔষধ এবং অস্ত্র চিকিৎসাও  
সময় সময় আবশ্যিক হয়।

শিশুর পক্ষাঘাত

জ্বর বা আক্ষেপসহ সাধারণতঃ এ রোগ প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাতাক্রান্ত স্থান  
পনের-বিংশ দিনের ভিতর শূন্য ও শীর্ণ হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত স্থান আর বাড়তে  
পারে না, এমন কি অস্থি পর্বন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কণ্ঠিকার্ম এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।  
হঠাৎ পক্ষাঘাত হলে অ্যাকোনাইট ১x, ৩x ; মাথার অসহ্য বন্দনা, প্রবল জ্বর ও  
উপশ্ল মৃৎখন্ডল—বেলেডোনা ৬। সিকেল-ফর ৩, প্রান্সাম ৬, থুজা ৩০, জেলস্ ৩,  
সাল্ফার ৩০ প্রভৃতি সময় সময় ব্যবহার হয়।

শিশুর মেরু দণ্ডের পক্ষাঘাত  
( Infantile Spinal Paralysis )

আক্রান্ত স্থানের পেশীচরের শীর্ণতা ঘটলে, শিশুর মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাতের আক্রমণ সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভবত । জীবাণু অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্রতর আনুর্বাক্ষণাতীত একপ্রকার বীজাণু ( Filtrable Virus ) এ রোগের মূখ্য কারণ । এই বীজাণু অতি সূক্ষ্ম গ্লেস্মাকণার সাথে বায়ুদ্বয়ে সংস্পর্গ করে এবং সাধারণতঃ নাসারন্ধ্র দ্বারা শরীরে প্রবেশ করে ; পানীয় জলও দূষিত হতে পারে । ঠাণ্ডা লাগা বা সহসা ঘাম নিরোধ প্রভৃতি এর গৌণ কারণ । সচরাচর গ্রীষ্মকালে এক বছর বয়স হতে চার বছর বয়স্ক শিশুগণ সহসা জ্বরসহ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দেখতে দেখতে পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গটুকু দ্রুত অস্বাভাবিকভাবে শীর্ণ হয়ে পড়ে । জ্বর, অস্থিরতা, মায়ুদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যাকোন ৩x ( পীড়ার সূচনা থেকে কিছুদিন যাবৎ তা ব্যবহার করা উচিত ) ; কিন্তু পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র অ্যাকোন বন্ধ করে জেলস ১x প্রয়োগ করা সম্ভব ( জ্বরসহ ঔবাসীনো জেলস উপযোগী ) । প্রবল জ্বর, মূখমণ্ডলে রক্তসঞ্চার, শূন্যনো স্বক প্রভৃতি লক্ষণে—বেল ৩ প্রযোজ্য । মোটা থলথলে বা শীর্ণ শিশুদের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব ৩ উপকারী । উষ্ণ জলে স্নান এবং রোগাক্রমণের ছয় সপ্তাহ পরে তড়িৎ প্রয়োগ ও গাঢ়মর্দন ( কমপক্ষে এক বছর ) উপকারী ।

শিশুর একজ্বর

কখনও কখনও শিশুর জ্বরের কিছুতেই বিরাম হয় না । ফেরাম-ফস ১২x বিচূর্ণ বা জেলসার্মিয়ারাম ৩x এর উৎকৃষ্ট ঔষধ । পাকাশয়ে গোলমোগ থাকলে—পালসেটিলা ৩০ ; জিহ্বা সাধা লেপাবৃত লক্ষণে—অ্যাপ্টিম ক্রুড ৩০ ; ক্রিমির জন্য হলে—সিনা ৩x বা স্পাইজিলিয়া ৬ ; শরীর অত্যন্ত গরম, চমকে চমকে উঠা বা তড়কার লক্ষণে—বেল ৩ উপযোগী । কখনও রোগীর কিছুতেই জ্বর বিরাম হয় না, সেইসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, নাভির চারধারে যন্ত্রণা । ক্রিমি থাকুক বা না থাকুক, নাক খোঁটা প্রভৃতি লক্ষণে—সিনা ২x, ৩০ ; সিনায় কোন উপকার না হলে—স্পাইজিলিয়া ৩x প্রযোজ্য । বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র—ক্যাসিকাম ৩ সর্বাগ্রে প্রয়োগ করা উচিত ।

শিশুদের প্রীহা

পূরানো ম্যালেরিয়া জ্বরে বহুদিন জুগলে প্রীহা বড় হয়, ফুলে উঠে, শক্ত হয়, টাটোর এবং ফোঁড়ার মত ব্যথা হয় । কুইনিন বা আর্সেনিকের অপব্যবহারের জন্যও প্রীহা এরূপ বাড়ে ও শক্ত হয় । মার্ক-বিন-আরোড ৩x, ৬x এর উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সিয়ানোথাল বাহ্য প্রয়োগ ও ৩x স্বেবন উপকারী। আর্স ৩০, নাক্স ৬, চায়না ৬, লাইকো ৩০, ক্যাল্কে-কার্ব ৩০, আর্ণিকা ৬, সাল্ফার ৩০, নেট্রাম-মিউর ৩০ সময় সময় ব্রকার হতে পারে।

### শিশুদের অনিদ্রা

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও রক্তসঞ্চার; প্রসূতি বা শিশুর আহার দোষ বা ক্রিমির জন্য অনিদ্রা হতে পারে। অনিদ্রার মূলগত কারণ নিরূপণ করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা কর্তব্য।

মাথা উত্তপ্ত, অকারণ অবিরত ক্রন্দন ও ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চীৎকার করে ক্রন্দন লক্ষণে—বেল ৬। থেকে থেকে অঙ্গ স্পন্দন; শরীর উত্তপ্ত, খিটখিটে স্বভাব এবং সর্বদা কোলে উঠে বেড়াতে ইচ্ছার—ক্যামোমিলা ৬। হাসে ও খেলা করে, কিন্তু গাত্র উত্তপ্ত ও মস্তিষ্কে কোঁথপাড়া লক্ষণে—কফিয়া ৬। জ্বর হয়ে মধ্যে মধ্যে যেন ভয় পেয়ে চীৎকার করলে—অ্যাকোন ৩। ক্রিমির জন্য অনিদ্রার—সিনা ৩x, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য—নাক্স-ভমিকা ৬, অতিরিক্ত ভোজনের জন্য অনিদ্রার—পালস ৬।

### শিশুদের দূধ তোলা

মায়িক উত্তেজনা বা পাকস্থলীর দোষের জন্য শিশু দূধ-বমি করে। শিশুর দূধ পানে অনিচ্ছা, টক বা দুর্বন্ধ বমি অথবা পিত্তযুক্ত সবুজ রঙের বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে—নাক্স-ভমিকা ৬, প্রসূতির অনিয়মিত ভোজনের জন্য শিশুর জমাট দইয়ের মত দূধ বমি হলে পালসেটিলা ৩, অম্লজনিত দূধ তুললে—ক্যাল্কে কার্ব ৩০। দূধ পান করা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বেগে সশব্দে বমি; থান থান জমাট দইয়ের মত বমি, বমির পর শিশুর অবসন্নতা এবং কিছুক্ষণ পরে আবার দূধ পান করলে আগের মত বমির লক্ষণে—ইথুজা ৬। উল্লিখিত লক্ষণসহ জিভ সাদা লেপাবৃত থাকলে অ্যাণ্টিম-ক্লড ৬, সেই সঙ্গে দুর্গন্ধ ভেদযুক্ত উদরাময় লক্ষণে—ক্যাল্কেইরা-কার্ব ৩০। ভেদ অপেক্ষা বমি বেশি, দূধ বা জল পেতে পড়া মাত্র বমি—বিসমথ ৬। দুধের সাথে পিত্ত বা লালার মত জ্বেষ্মা বমি হলে—ইপিকাক ৬। দূধ বমি পীড়া পুরানো হলে—ক্রিয়োজে ট ৬, নাক্স-ভমিকা ৬, পালসেটিলা ৬, ডিরেট্রাম-অ্যাক্ব ৬ প্রভৃতি আবশ্যিক হতে পারে।

### শিশুদের বমি বা গ্যাবমি বমি করা

সময় সময় শিশুর গ্যাবমি-বমি করে, যা কিছু খায় বমি করে ফেলে। পুনঃ পুনঃ বমির জন্য অত্যন্ত গরম হয়ে রক্ত পর্ষস্ত বমি হতে পারে। গ্যাবমি-বমি বা বমির

লক্ষণে—ইপিকাক ৩x ; ক্রমাগত গা বমি-বমি বা প্রচুর বমি লক্ষণে—অ্যাটম টার্ট ৬ ; ষোর পাল রক্ত বমিতে—ফস্ফোরাস ৬, কালচে রক্ত-বমিতে—হ্যামামেলিস ৩x ; আঘাত লাগার জন্য বমিতে—আর্গিকা ৩x, ক্রিমির জন্য বমিতে—সিনা ৩x, ২০০ ।

### শিশুদের রক্ত-বমি বা রক্ত-শিত্ত

ভূমিষ্ঠ হবার বিছদ পাবে কোন কোন শিশুর রক্ত বমি হয় । এ ছাড়াও শিশুর নাকে-মুখে ঘা বা মাতৃস্তনে কোন রকম ঘা থাকলে উক্ত রক্ত শিশুর পেটে গিয়ে রক্ত বমি হতে পারে, অপিচ পুনঃ পুনঃ সজোরে বমি হলে শরীর গরম হয়ে রক্ত বমি হয় । উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত বমিতে—মিলিফোলিয়াম ৪, ১x, বমিব ইচ্ছা বা বমি সহ উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত উঠা ও অল্পকাল স্থায়ী ঘন ঘন কাশি লক্ষণে—ইপিকাক ৩x ; ক্রমাগত রক্ত বমিতে—মার্ক-কর ৬ ; আঘাতের জন্য বমিতে—আর্গিকা ৩x ; শ্বুধ্ৰু সহ রক্ত নিঃসরণ এবং সেই সঙ্গে হৃৎকম্প ও মূর্ছা লক্ষণে—ফেরাম ৩x ।

### শিশুদের জলপথে ঘানাদিতে ভ্রমণের জন্য বমি

নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ী বা বিমানাদিতে ভ্রমণের সময় কোন কোন শিশুর বমি হয় বা গা-বমি বমি করে ; ককিউলাস-ইণ্ডিকা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### শিশুদের হিক্কা উঠা

কখনও কখনও ঠাণ্ডা লাগাব জন্য শিশুর হিক্কা উপস্থিত হয় । নাক ভাঙিকা ৫০ বা কলেক ফোটা মিছাবি ভিজানো জল খাওয়ালে হিক্কা প্রশমিত হয় । শিশুর বেহ গরম কাপড় দিবে ঢেকে রাখা উচিত ।

### শিশুদের দাঁত উঠা

সচরাচর ছয় থেকে দশ মাস বয়সের মধ্যেই শিশুর দাঁত উঠতে থাকে । প্রথমে নীচের মাড়ীর দাঁট, পরে উপর মাড়ীর দাঁট—এইভাবে ক্রমে ক্রমে তিন বছর বয়সের শিশুর সমস্ত দাঁত-দাঁত উঠে । দাঁত উঠবার সময় জ্বর, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্নাক্ষেপ, আনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায় । ঐ সমস্ত উপসর্গে—ক্যামোমিলা ১২ উৎকৃষ্ট ঔষধ । জ্বর থাকলে—অ্যাকোন ৩ । প্রবল উদরাময়ে—ক্যামোমিলা ৬, আমাশয়ে—মার্ক-কর ৬ । কোষ্ঠকাঠিন্যে—নাক্স-ভাঙিকা ৩০ । তড়কায়ে—বেল ৬, দাঁত উঠতে দেবী হলে—ক্যালকোরিয়া-কার্ব ৩০ । ইমোসিয়া ৬, সিনা ৩x—২০০, ইপিকাক ৬, সাল্ফার ৬, প্রভৃতিও সময় সময় দরকার হয় । মাড়ী ভেদ করে দাঁত বের হতে পারছে না এইরূপ স্থলে মাড়ী অল্প চিরে দিলে দাঁত বের হয় ।

শিশুদের পোকা ধরা দাঁত  
( Carious Teeth )

এই অধ্যায়ের মূখ্যবস্তু আলোচনা করা হয়েছে। ক্লোরোজোটে ৬—১২, স্ট্যাফিস্যাগ্নিয়া ৬, মার্ক'-সল ৬ বা সাইলিসিয়া ৬ এর ঔষধ। ক্লোরোজোটে ৬ একটু তুলি করে পোকা ধরা দাঁতের গোড়ায় লাগালে যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। আহারের পর দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করা কৰ্তব্য। শিশুকে মিষ্টি দ্রব্য বেশী খেতে দেওয়া ঠিক নয়।

শিশুর দাঁত কপাটি

আঘাত, রৌদ্রে, হিম বা দূষিত বাতাস লাগা, দূষিত দ্রব্য পান, ভোজন এবং রক্তপ্রাব প্রভৃতি কারণে শিশুর দাঁত-কপাটি লাগে, বেশী ক্ষণ এই অবস্থায় থাকে আশঙ্কাজনক। তাড়াতাড়ি সর্দিচিকিৎসার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

চিকিৎসা

আঘাতের জন্য দাঁত কপাটি—আর্ণিকা ৩x। ঝান্দু আহত হলে বা শরীরের কোন স্থান কেটে গিয়ে দাঁত কপাটি—হাইপেরিকাম ১x, ২০০। শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস লাগার জন্য দাঁত কপাটি—অ্যাকোন ৩, মাথা পেছন দিকে হলে পড়লে বা দেহটা একদিকে ঝুঁকে পড়লে—সাইকিউটা ৬, চোয়াল এপাশে-ওপাশে পড়তে থাকলে জেলস ১, ঝায়বিক দুর্বলতা বা অজীর্ণতার জন্য দাঁত-কপাটি—নাক্স ভর্মিকা ৩। রক্ত-স্রাবের জন্য দাঁত কপাটি—হ্যামামেলিস ১x। গিলতে না পারলে ঔষধের ঘ্রাণ লওয়ার কৰ্তব্য।

শিশুর নাক লাল হওয়া

আহারের পর নাক লাল হলে—এঁপিস ৩x, ঘোর বা কাল্চে লাল হলে—কার্বো-ডেজ ৬ বা বোরাক্স ৩ প্রযোজ্য।

শিশুর নাক ফুলে উঠা

বারবার ঠাণ্ডা লাগার জন্য শিশুর নাক স্ফীত হয়। গম্ভমালাগ্রস্থ শিশুদের প্রায়ই নাক ফুলে উঠে। নাক স্ফীত হলে প্রথমে মার্ক'-সল ৬ (বিশেষ করে পাতলা সর্দিতে বা নাকের অস্থির ভিতর বেদনার) প্রযোজ্য। মার্ক'-সল প্রয়োগে উপকার না হলে বা কিছুটা উপশম হলে—হিপার সালফার ৬ প্রযোজ্য।

## শিশুদের নাকে ঘা

মাথায় ঠান্ডা লেগে নাকে ঘা হয়,—তা কষ্টদায়ক, সহজে সারে না। গ্র্যাফাইটিস ও সেবন ও রাহে শোবার সময় নাকের ফুটোতে অর্লিভ অয়েল বা সর্বে'র তেল প্রয়োগ উপকারী। নাকের ফুটোতে ঘা, প্'জবটি, বা পচন শূন্য হলে—কেল-বাই ৬ প্রযোজ্য। নাকের ফুটোর চারিদিকে ঘা হলে বা মামড়ি পড়লে—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬, ৩০ উপযোগী।

## শিশুদের নাকের উপর প্'জবটি

নাকের উপরে রূণ, ছোট ফোঁড়া বা প্'জবটি হলে পেট্রোলিয়াম ৩ প্রযোজ্য।

## শিশুদের নাকের প্রদাহ

নাকের বহিঃভাগ প্রদাহিত হলে ( তরুণ অবস্থায় ) বেল ২x প্রযোজ্য ; রোগ পুন্যনো হলে—অরাম মিউব ৩x।

## শিশুদের নাকের মূলদেশে চাপ বোধ

নাকের গোড়ায় চাপ বোধ হলে—কেল-বাইক্রম ৩ ; নাকের গোড়ায় চাপ বোধসহ মাথা বাথা থাকলে ক্যাম্পিকাম ৩ সেবনে উপকার হয়।

## শিশুদের নাকের অগ্রভাগের ঊপলগর্গাধ

নাকের ডগা লাল হলে ও চুলকালে—সাইলিসিয়া ৬ ; নাকের অগ্রভাগে টান বোধ সহ চুলকালে—কার্বো-অ্যানিমেলিস ৬ ; নাকের অগ্রভাগে জ্বালাকর বেদনা—অ্যাসিড অক্সালিক ৩। নাকের ডগায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হলে—অ্যামন-কার্ব ৩ ; প্'জবটি হলে কেল-ব্রোম ৩x, ফোঁড়া ও টাটানি থাকলে—বোবাক্স ৩, নাকের অগ্রভাগ আরক্ত ও সেই সঙ্গে চাপ বর্তমান থাকলে ( বিশেষ রবে সম্ভার সময় ) ক্যাম্পিক্যাম ৩ প্রযোজ্য।

## শিশুর নাক দিয়ে রক্ত পড়া

শিশুর নাক দিয়ে রক্ত পড়লে—মিলিফোলিয়াম অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ। আঘাত লাগার জন্য রক্ত পড়লে—আর্পিকা ১ ; অত্যধিক দ্রব'লতা, নাকের রক্ত নিঃসরণে—চারনা ৬, সকালে রক্তস্রাব লক্ষণে—ব্রাইয়ো ৩ ; রাতের সময় রক্তপাতে—মার্ক'-ভাই ৩x বিচূর্ণ।

কোন কঠিন পীড়ায়, যথা—সার্মিপ্যাটিক বিকারে জুগব'র সময়ে মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত নিঃসৃত হয় ; এরূপ রক্তস্রাব হিতকর, তখন ঔষধ প্রয়োগে উহা প্রতিরোধ না করাই ভাল, ঔষধ প্রয়োগে সময় সময় কুফল দেখা দিলে থাকে।

শিশুদের নাক বৃজে যাওয়া বা সেঁটে যাওয়া

সির্দি শর্দিকরে গিয়ে কখনও কখনও শিশুর নাকের ফুটো বন্ধ হয় । নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, শ্বন টানা ও ঘুমের ব্যাঘাত, সেই সেই শব্দ, গ্লেস্মাপ্লাব বা নাক শর্দকনো বোধ প্রভৃতি লক্ষণে—ডালকা ৩, স্যাম্ব্দুকাস ৩ বা নাক্স-ভম ৬ প্রযোজ্য । নাক বৃজে বৃকে ঘড়ঘড় শব্দ হলে—অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬, তরল সির্দি-প্রস্রাবের জন্য নাক বৃজে গেলে—ক্যামো ১২ প্রযোজ্য । সির্দি নিতান্ত শর্দিকরে গেলে বৃকে গরম সরষের তেল প্রয়োগে গ্লেস্মা সরল হতে পারে ; তুলি দিয়ে ধীরে ধীরে মামাড়ি বের করে দিলে বৃষ্ট নিবাবিত হয় ।

শিশুদের সির্দি-কাশ

ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে নাক দিয়ে সির্দি ঝরে, কখনও বা কাশি ও জ্বরসহ নাক বন্ধ হয়ে যায়, শিশু হাপিয়ে উঠে, শ্বন টানতে অক্ষম হয় । বৃকে সির্দি বসা আশঙ্কাজনক । ঠাণ্ডা লাগার জন্য সির্দি-কাশি ও সেই সঙ্গে জ্বর হলে অ্যাকোনাইট ৩৮ ৫. ৩৩ সেবন কবানো উচিত । শর্দকনো কাশি, বৃকে ব্যথা, হলদে গন্নার নিঃসরণ লক্ষণে—ব্রাইয়ো ৩ । অত্যধিক দুর্বলতা, বমি ও গ্লেস্মাযুক্ত ঘড়ঘড়ে কাশি লক্ষণে—অ্যাণ্টিম টার্ট ৬ । আক্ষেপযুক্ত কাশি ও সেই সঙ্গে প্রচুর গ্লেস্মা নিঃসরণ, বমি বা গা-বমি-বমি ইত্যাদিতে—ইপিকাক ৬ । সির্দি ঝবতে থাকলে—পালস্ ৬ । নাক বন্ধ হয়ে শ্বন টানতে না পারলে—নাক্স-ভমিকা ৬ ; নাক্স ব্যর্থ হলে স্যাম্ব্দুকাস ১৫, ৩৮ প্রয়োগে উপকার দর্শে । ঠাণ্ডা লেগে সির্দি কিছতেই না সারলে—মার্ক'উরিয়াস ৬ । সির্দি ঝরে নাক ও ঠোঁটে ঘা হলে—আর্সেনিক ৬ ।

শিশুদের বৃক সেই সেই করা

শিশুর বৃকে বা শ্বাসনালীতে গ্লেস্মা জমে গলা সেই সেই করলে, কখনও বা বমি হয়ে গ্লেস্মা বের হলে—ইপিকাক ৩ । এতে উপকার দেখা না দিলে—মার্ক'-সল ৬ ব্যবস্থা । শর্দকনো কাশিতে—ব্রাইয়োনিয়া ৬ ।

শিশুদের হাঁপানি

বহুদিন সির্দি-কাশি প্রভৃতিতে শিশুর হাঁপানির লক্ষণ প্রকাশ পায় । ইপিকাক ৩৫—৬, লোবোঁলিয়া ৩৫, আর্সেনিক ৩—৩০, নেট্রাম-সালফ ১২৫, সেনেগা ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শিশুদের শ্বাসকষ্ট

কখনও কখনও শিশুর হঠাৎ হাঁপানি বা কাশির মত শ্বাস-প্রশ্বাসেব কষ্ট হয় । স্যাম্ব্দুকাস ১৫, কিউপ্রাম-মেট ৬, ল্যাকেসিস ৬ ও স্পিজিয়া ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

## শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস

জ্বর, কাশি, বদকে বাধা, গলা সাই সাই করা এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালী ও গ্লেট্টিস-বিভ্রী আক্রান্ত হয়, তা'হলে তাকে কৈশিক বারনালী পদাহ ( Capillary-Bronchitis ) বলে। এটি অতি কঠিন পীড়া। ফেরাম-ফস ১২x চূর্ণ ও ট্রাইয়োনিয়া ৩ তরুণ রোগে উপকারী। পুরানো রোগে—হিপার সালফার ৬, লাইকো ১২, আর্শটম-টার্ট ৬ ফলপ্রদ।

## শিশুদের নিউমোনিয়া

ক্ষুসক্ষুস প্রবাহ সহ কখনও কখনও বারনালী পদাহ বর্তমান থাকে, তখন একে ব্রঙ্কা-নিউমোনিয়া বলে। তরুণ পীড়ার ফেরাম ফস ৬x ও ফস্ফাভাস ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিছুকাল রোগে জুগে যক্ষ্মাকাশ হবার সম্ভাবনায়—ব্যািসিলিনাম ৩০, ২০০ ( সপ্তাহে একমাত্রা ) প্রযোজ্য।

## শিশুদের ঘূর্ণি কাশি

## ( Croup )

স্বরযন্ত্র ( অর্থাৎ, ল্যারিংজ বা শ্বাসযন্ত্রের উর্ধ্বভাগ ও শ্বাসযন্ত্রের (Trachea) প্রবাহ সহ শ্বাস-কন্ঠ, শ্বাসরোধক কাশি প্রভৃতি উপসর্গের উপস্থিতি এবং কখনও বা তৎপ্রবেশে কৃত্রিম বিদ্রী উৎপন্ন হওয়ার নাম ঘূর্ণি কাশি। ঘূর্ণি ঘূই প্রকার—(ক) কৃত্রিম ও (খ) প্রকৃত। কৃত্রিম ঘূর্ণি শিশুদের হঠাৎ আক্রমণ করে থাকে; শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, হঠাৎ গলা সড়সড় করে ঘুম ভেঙ্গে যায়; শ্বাস-প্রশ্বাসে এক প্রকার সাই সাই শব্দ হয়ে ক্রমে গলা ঘড়ঘড় করতে থাকে; এই ঘূর্ণি অতি আশঙ্কাজনক। প্রকৃত ঘূর্ণিতে প্রথমে খুঁসখুঁসে কাশি হয় পরে আক্কেপিক শব্দকনো কাশি হতে থাকে : তখন বারবার কেশে গলা ভেঙ্গে যায় এবং গলময় বেদনা হয়। গাত্র উত্তপ্ত হয়ে পীড়ার পূর্ণ বিকাশ হয়। এই পীড়া খুব ভয়াবহ।

( কৃত্রিম ও প্রকৃত ঘূর্ণিতে ) স্বরভঙ্গসহ কাশি, কাশতে কাশতে দম আটকানো ভাব, শব্দকনো গাঢ়চর্ম, অস্থিরতা, জ্বর, প্রবল তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণে - অ্যাকোন ৩x দশ মিনিট অন্তর অন্তর প্রযোজ্য। অ্যাকোন সেবনে কিছুটা উপশম হলে—স্পিজিয়া ৩x নিম্ন-লিখিত লক্ষণে দশ-পনের মিনিট অন্তর অন্তর প্রযোজ্য :—কাশতে কাশতে শ্বাসরোধ হয়ে মাঝরাতে ঘুমভাঙ্গা, কাশবার সময় সাই সাই শব্দ ও স্বরলোপ। এইসব লক্ষণ যন্ত্র কৃত্রিম ঘূর্ণিতে এটি বিশেষ কার্যকরী। অ্যাকোন ও স্পিজিয়াতে কিছু উপশম হলে ( অর্থাৎ জ্বর না ছেড়ে কাশি কিছু সরল হলে ) হিপার সালফার ৬, আক্কেপিক কাশির পক্ষে—স্যাম্বু-কাস ২x উপযোগী ( বিশেষ করে রাতের সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে শ্বাসরোধের ভাব প্রকাশ পেলে )। শ্বাসপথে কৃত্রিম বিদ্রী পূর্ন হয়ে শ্বাসকন্ঠ ঘটলে



—রোমাইন ৩x প্রতি পনের মিনিট অন্তর প্রযোজ্য । শিশুর গলা প্রলম্বিত ও মাথা পিছনদিকে বাঁকা হয়ে পড়লে এবং খাঁবি খাওয়া লক্ষণে—অ্যান্টিম-টার্ট ৬ প্রযোজ্য ।

বেল ৩ ( শ্বকনো ও বর্কশ কাশি, মৃদু ধমধমে, চোখ রক্তবর্ণ, নাড়ি পূর্ণ ও কঠিন ) ; ফস্ফোরাস ৬ (স্বরলোপ, বেদনা, রোগ আক্রমণের বহুপরে গলার নিঃসরণ) ; ক্যাষ্টিকাম ৬ (কাশি, বৃকে বেদনা বা টাটানি ; স্বর ভঙ্গ বা স্বরলোপ ) ; আরোডিন ৬ ( স্বরযন্ত্রের বেদনা, বিরক্তিকর শ্বকনো কাশি, কাশবার সময় গলদেশে হাত দিয়ে চেপে ধরা, শ্বাস কষ্ট, গলা সাই সাই করা ) । ঝিল্লী প্রবাহ উপস্থিত হলে ঝিল্লী প্রবাহের ঔষধাদি প্রযোজ্য ।

ডাঃ সান্ডার বলেন ক্যাল্কে-ফস ( ১২x—৩০ ) পর্যায়ক্রমে আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করলে প্রকৃত ঘূর্ণাড়ি এবং ফেরাম ফস ১x চূর্ণ, ৩০ এবং কেলি মিউর ১২x চূর্ণ—৩০ ( পর্যায়ক্রমে ) সেবন করলে কুর্নিম ঘূর্ণাড়ি রোগ ভাল হয় ( Sannder's Biochemic Medicines ) ।

#### শিশুদের পথ্য

আক্রমণাবস্থায় গরম জল মাত্র ব্যবস্থা ; এরারুট, বার্লি বা দুধ প্রভৃতি পথ্য । পীড়ার প্রকোপ কালে শিশুকে কখনও ওঠাবার চেষ্টা করা উচিত নয় ।

#### শিশুদের যক্ষ্মা

আধুনিক নিদানবেত্তাদের মতে পিতা-মাতার থেকে এই রোগ সন্তানে বর্তার না, কিন্তু এটি নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয়েছে যে, যক্ষ্মা রোগপ্রবণতা বংশগত ; কখনও কখনও নিউমোনিয়া যক্ষ্মার পরিণত হয় ।

#### শিশুদের হাঁপা কাশি

( Whooping Cough )

এটি শিশুদের একপ্রকার স্পর্শাক্রমক কাশি । এই কাশির আবেশকালে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আকর্ষণে হুপ শব্দ হয় । রোগ তিন-চার সপ্তাহ থেকে দীর্ঘ ছয়মাসকাল পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে । বহুকাল ভুগলে শিশুর ক্ষয়কাশ পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা । অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগের আগে কিকউল্যাস ৩০ দুই তিন দিন সকালে একবার করে সেবন করান বিধেয় । তারপর ম্যাগ-ফস ৬x ( বিচূর্ণ ), অ্যামোন-রোমাইড ৩x প্রযোজ্য । সপ্তাহকাল এই-ঔষধ ব্যবহারে শিশুমাত্র উপকার না হলে মিফাইটিস ৩x প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর সেবন করলে প্রায়ই সূফল পাওয়া যায় । আক্রমণ ঘন ঘন ও সেই সঙ্গে বাঁম, হলেবে গলার নিঃসরণ, কষ্টকর কাশি, স্বরভঙ্গ, রাতে ( বিশেষ করে বি-প্রহরের পর ) রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে—ড্রসেরা ৩x । অক্সেপ বেশী হলে—কিকউপ্রাম ৬, স্বরভঙ্গ সহ প্রবল আক্ষেপযুক্ত হুপ শব্দ বিশিষ্ট কাশি, সেইসঙ্গে উল্কার ও স্বরভঙ্গ—

অ্যান্টিগ্রিসিনা ৬x, ৩০। ঘুম ভাঙ্গার পর আক্ষেপযুক্ত হৃদয় শব্দকারী কাশি এবং বমির পরে শান্তি—ককাস ক্যাষ্টাই ৬x। মিনিটে মিনিটে তোপ পড়বার মত কাশি, ঘুম বন্ধ হয়ে আসে, ঘুম বোধ নেই বর্ণ বা কাল হয়ে উঠে—কোর্যালিয়াম রুটাম ৬x, ৩০; অন্য ঔষধ ব্যর্থ হলে অ্যামন পিক্রেটা ৩x প্রযোজ্য। উইলিয়াম বোরিক বলেন ওলিয়াম স্যাণ্টালাম ৩ দ্রুই-এক ফোঁটা চান বা বাতাসের সঙ্গে সেবন করলে কাশির উপশম হয়। ইপিপাক ৬, ন্যাপথ্যালিন ৩x, বেল্লেডোনা ৬ ও হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড ৩x বা অ্যাপ্টিম-টার্ট ৬ সময় সমস্ত আবশ্যক হতে পারে।

### শিশুদের ডিপার্টিরিয়া

এটি ব্যাপক সংক্রামক ও অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। এই রোগে শিশুরা বেশী আক্রান্ত হয়। গলার ভিতর ঘা, তালু-পার্শ্বগ্রন্থি (Tonsils) ক্ষীণ ও সাদা পর্দাবিশিষ্ট; গিলতে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, প্রবল জ্বর, প্রভূত লক্ষণ প্রকাশ পেলে অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয়। সামান্য ডিপার্টিরিয়াতে—অ্যাকোন ৩, বেল ৬, ব্যাপার্টিসিয়া ৩০, মার্ক আয়োড ৬। উৎকট অবস্থায়—মার্ক সায়েনেটাস এক (প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর), আর্সেনিক ৬, ল্যাকসিস ৬। ডিপার্টিরিয়া ৩০, ২০০ (প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর)। পল্লীর ভিতর এই বোগ ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পেলে ডিপার্টিরিয়া ৩০ একমাত্র সেবন উত্তম প্রতিবেধক। এই বোগে আনারসের রস খাওয়ালে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

### শিশুদের রাক্‌দ্বা

অতিরিক্ত বা গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য আহার, বহুল পরিমাণে ঔষধ সেবন, অলসভাবে দিন যাপন, নিম্নত রাত জাগা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি নানা কারণে শিশুদের রাক্‌দ্বা হতে থাকে—নাক্স ডম ৬, ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালমেটোলা ৩, কার্বো স্লেজ ৩x বিচূর্ণ, ক্যামোমিলা ১২, অ্যাপ্টিম রুড ৬, সাল্‌ফার ৩০, জোন্সনানা লুটিয়া ৩x প্রভৃতি সময় সময় দরকার হতে পারে।

### শিশুদের রাক্‌দ্বা

ক্রিমির আক্রমণ, পরিপাক যন্ত্রের বিকৃত প্রভূত শিশুদের অথবা রাক্‌দ্বা বাড়িয়ে থাকে। ক্রিমির জন্য অতিরিক্ত রাক্‌দ্বা—সিনা ২x, —২০০; পেট ভরা সত্ত্বেও রাক্‌দ্বা রাক্‌দ্বা—স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৬, আহারে পর রাক্‌দ্বা—লাইকো ৩০, সাইকিউটা ৬ বা চারনা ০।

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য

স্তন-দুগ্ধ পান না করে গো-দুগ্ধ পান বা যকৃতের ক্রিমাবৈলক্ষণ্য হেতু বাগৰ্ত্তাবস্থার মাতার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। ব্রাইল্লোনিনা ৩, ৩০ বা অ্যালিউমিনা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। আহারের অব্যবহিত পরেই বমি হলে ব্রাইল্লো সম্মতিক উপযোগী। ভুক্তদ্রব্যের কণাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের কঠিন ভেদ, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য শিশু দিন-দিন দুর্বল হতে থাকলে—ক্যালকোরিনা কার্ব ৬। কঠিন মল বহু কষ্টে একপ পরিমাণে নিগত হলে এবং পেটে বারু সঞ্চার হয়ে গড়গড় করলে—লাইকো ৩০। পেট কামড়ানি ও পেটফাঁপা, মোটা, লম্বা ও কঠিন মল অতি কষ্টে নিগত হওয়া লক্ষণে—নাক্স-ভম ৩০, উদরাময়ের পরে অথবা জ্বালাপ নেওয়ার পরে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং সেই কারণে গুটলে গুটলে মল নিগত হলে—ওপিয়াম ৩০। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রবণ ষাতুতে মধ্যে মধ্যে সালফার ৩০ প্রযোজ্য। কোন ঔষধাদি প্রয়োগে উপকার না হলে এবং পেট ফাঁপা, মল শক্ত ও কালবর্ণ লক্ষণে—প্লাস্বাম ৬। পাকাশয়-মস্তের গোল-যোগ ও জিভের উপর সাদা দাগ পড়লে—অ্যান্টিম-ক্লড ৩০। দরকার হলে গ্লিসারিন সহ গরম জলের পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করানো দরকার হতে পারে। গ্লিসারিন ন্যাপোজিটার ব্যবহারেও মল সহজে নিগত হয়। পেট ফাঁপার জন্য কষ্ট হলে পাঁচ-ছয় ফোঁটা তর্পিন তেল শিশুর পেটের উপর ছাড়িয়ে দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে খুব আন্তে আন্তে মালিশ করলে বা মুক্তা বন্দির পাতা বেঁটে মলস্থার প্রলেপ দিলে সহজে মল নিগত হয়।

শিশুদের পেট কামড়ান

মায়ের আহারের দোষ, শিশুর বেশী পরিমাণে দুগ্ধ পান, ঠাণ্ডা লাগা বা ক্রিমির জন্য পেট কামড়াতে পারে, পেট কামড়ালে শিশু থেকে থেকে কেঁদে উঠে। উদর স্ফীত ও শক্ত হয়, সেই কারণে শিশু অস্থির হয়ে পড়ে এবং হাঁটু গুটিলে পেটের দিকে রাখতে চায় বা কেবল কোলে উঠে বেড়াতে চায়। সবুজ বর্ণের পাতলা ভেদ এবং হাত-পা শীতল লক্ষণে—ক্যামোমিলা ১২, বাহ্যে করবার চেষ্টা করে, কিন্তু মল বার না হয়ে বারু নিঃসরণ হলে (বা খুব কম বার হলে) ও ক্রিমি বর্তমান থাকলে—সিনা ৩x উপকারী। প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে পেট কামড়ানি হলে—চান্না ৬। পচা টক গন্ধযুক্ত সবুজ বর্ণের মল অথবা চাল খোঁটার মত ভেদ, নাড়ির চারধারে কামড়ান, বমির ইচ্ছা বা বমি লক্ষণে—ইপিকাক ৩, মলরোধের জন্য পেট কামড়ালে বা নাড়ির উপর দিকে কামড়ালে—নাক্স-ভমিকা ৩০। দাঁত উঠার সময়ে কলেরার মত ভেদ ও সেইসঙ্গে তড়কা লক্ষণে—ক্যাম্ফার-মনোরোম ৩x উপকারী। জ্বোমান কাপড়ে বেঁধে রম করে নাড়ির উপর সের্ব দিলে উপকার হয়।

## শিশুদের শূল-বেদনা

শিশুর নাভিপ্রদেশে থেকে থেকে খুব কষ্টকর মোচড়ানো বা কামড়ানোর নাম শূল বেদনা। অল্প, বরফ, খারাপ ঘৃষ, বেশী গড়ুড় ভক্ষণ, ক্রিমির আক্রমণ প্রভৃতি কারণে এই বেদনা হয়ে থাকে। এটি বহুবিধ; যেমন—অল্পশূল, বায়ুশূল, পিত্তশূল প্রভৃতি।

(ক) আহারের তিন-চার ঘণ্টা পর ভুক্তদ্রব্য টক হয়ে সেইসঙ্গে বৃক ও গলা জ্বালা এবং পেটে ভয়ানক বেদনার নাম অল্পশূল। রোগ কিছূ পুরানো আকার ধারণ করলে টক-বমি হয় না, কেবল পেটে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। পালসেটোলা ৬, নাক্স-ভর্মিকা ৬, কলোসিস্থ ৬, ডায়াস্কোরিয়া ৬, অ্যাসিড-সালফ ৩x প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(খ) পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়ে আবদ্ধ থাকার জন্য বিষম বেদনা উপস্থিত হয়, একে বায়ুশূল বলে। অ্যালিউমিনা ৩০, প্রাস্বাম ৩০, বেল ৩, ক্যামোমিলা ৬, কলোসিস্থ ৩, নাক্স ভম ৮, চায়না ৬ এর প্রধান ঔষধ।

(গ) যকৃৎ হতে ছোট ছোট পিত্তের কুঁচি অশ্রু নামলে যকৃৎ প্রদেশে বিষম বাধা ও তিক্ত পিত্ত-বমি হওয়ার নাম পিত্তশূল। ব্রাইয়ো ৩, বাবেরিস ৩, নাক্স-ভর্মিকা ৩, চায়না ৩, ইঁপিকাক ৩x প্রভৃতি উপকারী।

ঘ) ক্রিমির জন্য যন্ত্রণায়, সিনা ২x বা স্যাটোনাইন ১x বিচূর্ণ ফলপ্রদ।

## শিশুদের-উপাঙ্গ-প্রদাহ

( অ্যাপোঁডিস প্রদাহ )

ল্যাকোসিস ৬ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবনে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। অ্যাকোন, জার্স, বেল, মার্ক, হিপার প্রভৃতিও অবশ্যক হতে পারে। সাল্‌ফার ৩০ প্রয়োগে প্রচুর সাফল্য দেখা গেছে। সময় সময় অস্বাভাবিকসারও আবশ্যক হতে পারে।

## শিশুদের উদরাময়

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ক্রিমি বা দাঁতওঠা প্রভৃতি কারণে শিশুদের উদরাময় জন্মে। ঠাণ্ডা লেগে উদরাময় ও সেইসঙ্গে শ্বেদমা বর্তমানে -- অ্যাকোন ৩x প্রযোজ্য। গুরুপাক দ্রব্য আহারে পালস্ ৬, দাঁত উঠবার সময় অথবা সর্দি লেগে উদরাময় হলে ( বিশেষ করে শিশুর স্বভাব খিটখিটে হলে )— ক্যামোমিলা ৬, উদরাময়ের সঙ্গে বমি বা বমির ইচ্ছা থাকলে—ইঁপিকাক ৬x। পেট ফাঁপার জন্য বাধা, নাভির নীচে তলপট কামড়ান, মৃৎ ফ্যাকাসে ও বম্পন লক্ষণে—পালস্ ৩০। পেট কামড়ানোর জন্য সামনের দিকে বঁকে পড়লে বা চাপ দিয়ে রাখলে শান্তিবোধ—বলোসিস্থ ৬। পেট বাধায় শিশু অস্থির হয়ে পড়লে এবং তার বারণ নিরূপণ করতে না পারলে—

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ১২x বিচ্লুর্গ ( গরম জলসহ ) সেবন বিধেয় । অল্পগম্বীবাশিষ্ট আঠা আঠা বা ফেনাযুক্ত বেশী পরিমাণে মল নিঃসরণ এবং সেইসঙ্গে পেট কামড়ানো লক্ষণে—রিউম ৩ ( বিশেষ করে দাঁত উঠার সময় ) । কাদার মত ভেদ ও পিপাসা থাকলে—মার্কিউরিয়াস ডলসিস ৬ । আমময় ভেদ ও সেই সঙ্গে রক্ত থাকলে—মার্ক'কর ৬ । চাল-খোয়া জলের মত ভেদ—ভিরেট্রাম-অ্যালবাম ৬ । ক্যাল্কে-কার্ব ৩০, চায়না ৬. কার্বোভেজ ৫০ সময় সময় দবকার হতে পারে । পুরানো উদরাময়ে—আর্সেনিক ৩০, সাল্ফার ৩০ ।

গ্রীষ্মকালে শিশু-উদরাময় শঙ্কাজনক ; খুব সাবধানে এর চিকিৎসা করা উচিত । একপ্রকার জীবাণু নাকি এই পীড়ার মূখ্য কারণ ; বোগীর ভেদমধ্যে এটি দৃষ্ট হয় । মাছি দ্বারা এ রোগ সংক্রামিত হয় । যাত শিশুর শরীরে মাছি বসতে না পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক ।

### শিশুর অজীর্ণতা

শিশুরে কিছু পরেই পেটের মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ, পেট কামড়ানি, হুড়হুড় করে পেট ডাকা, মোটেই হজম না হওয়া, মল কখনও পাতলা, কখনও বা খুব কঠিন, আবার খুব খিদে ও পিপাসা, ক্রমবর্ধমান শীর্ণতা, খুৎখুৎতে ও বিমর্ষ এবং অজীর্ণ মলত্যাগ প্রভৃতি এ রোগের লক্ষণ । গুরুপাক দ্রব্য আহাব, অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন, আর্দ্র স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে এ রোগ জন্মে । আর্সেনিক ৬ ও চায়না ৬ এ রোগের মহৌষধ । ওলিয়েডার ৩, নাক্স-ভমিকা ৩০ ও সাল্ফাব ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৩০, ক্যামোমিলা ১২, সিনা ৩০ প্রভৃতি সময় সময় আবশ্যিক হতে পারে ।

### শিশুদের মূখে ঘা

মূখে ফুস্কাড়ি বা ঘা হলে—বোরাক্স ৩x ৫x সেবন এবং সোহাগার খই ( সোহাগা আগুনে ফেলেলেই ফুলে খইয়ের মত হয় ) । মধুসহ মেড়ে ঘায়ের উপর লাগানো বিধেয় । ওষ্টে ও মূখে ফুস্কাড়ি ; জিভের প্রান্তভাগ লেপাবৃত, মধ্যভাগ লাল রুখাঙ্কিত, মূখে দুর্গন্ধ, অত্যন্ত অস্থিরতা, সবুজ রঙের পাতলা ভেদ লক্ষণে—আর্সেনিক ৬, দাঁত উঠবার সময় মূখে ঘা, মূখে ও মাথায় ঘাম, ভুক্তদ্রব্যের কণাঃবাশিষ্ট কঠিন মল ও পায়ের পাতা শীতল লক্ষণে—ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৩০ । জিভ শুষ্ক ও প্রদাহযুক্ত, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত এবং সেইজনে। রক্তস্রাব, মূখে পচা গন্ধ, মূখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে লালস্রাব, আমাশাব মত প্লেগ্মাযুক্ত পাতলা ভেদ লক্ষণে—মার্ক'সল ৬ । মূখের সমুদয় অংশেই ফুস্কাড়ি ও পচা গন্ধ, মূখ হতে ক্ষতিকর লালাস্রাব লক্ষণে—অ্যাসিড নাইট্রিক ৬, পিতা-মাতার পারদ দোষের জন্য সন্তানের ঐক্ল্প ফুস্কাড়ি হলে, এটি বিশেষ উপযোগী । শ্বেতবর্ণের লেপাবৃত জিভ, মূখে বড় বড় ফুস্কাড়ি,

মুখ দিয়ে রক্তমিশ্রিত আঠাল জালা নিঃসরণ, গৃহ্যচারের চার পাশে ফুস্কুড়ি ও বৃমের ব্যাধাত লক্ষণ—সাল্ফার ৩০। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে—লাইকো ৩০। মুখের ঘা কৃষ্ণবর্ণ এবং তা পচতে শব্দ করলে ডাঃ হার্টম্যান সিকোল ও প্ররোগের পরামর্শ দেন। ভাল মখ্ আঙ্গুলে মেখে শিশুর মুখের ভিতরকার ঘায়ে লাগালে উপকার হয়। শিশুর মুখমণ্ডলে ছোট ছোট সাদা ফুস্কুড়ি প্রায়ই জন্মাতে দেখা যায়। প্রথমে গালে, পরে কপালে এবং কখনও কখনও সারাদেহে এরূপ ফুস্কুড়ি জন্মে। কিছুদিন মধ্যে ফুস্কুড়ির রং কাল হয় এবং ফেটে যায়; ফেটে যাবার পর হলদে মার্মিড় পড়ে। ভাইওলা-ট্রাইকোলার ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতে উপকার না হলে—রাস-টক্স ৬ প্রযোজ্য; রাস-টক্স প্ররোগে কখনও কখনও প্রদাহাদির বৃদ্ধি হয়, এরূপ অবস্থায় দৃ-একদিন ঔষধ বন্ধ রাখা সঙ্গত।

### শিশুদের জিয়ার্ডিয়া।

ল্যাম্ব্‌লিয়া জিয়ার্ডিয়া ( *Lambia giardia* ) ঘটিত উদরাময়। এই ক্রিম গুলো জেজুনাঙ্ ও ডুডেনোডেনামের মধ্যে ( *Jejunum and Duodenum* ) জন্মান, বর্ষিত হয় এবং কখনও কখনও পিত্তহীন নালীর ভিতরেও অবস্থান করে। কোন কারণে আমাশয়ের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ম্বল্পতা ঘটলে এই ক্রিম-সংক্রমণ সম্ভব হয়। এরা অস্ত্রের ঝিল্লী-আবরণীর প্রদাহ উৎপন্ন করে উদরাময় ঘটায়। এই রোগের প্রধান লক্ষণ—পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবন্ধতা ও আমষুক্ত উদরাময়। রোগটি মারাত্মক নয়, তবে সারতে সময় লাগে। এ রোগ সাধারণতঃ শিশুদের- মধ্যে বেশী দেখা যায়, তবে বয়স্কদের মধ্যেও রোগ বিরল নয়। পথ্যাপথ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। শ্বেতসারঘটিত খাদ্য ( *Starchy foods* ) অল্প পরিমাণে এবং ছানাজাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে সেব্য; লক্ষণ অনূসারে সাল্ফার, মার্কিউরিয়াস-সালফ, পালসেটিলা, কার্বো-ভেজ প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

### শিশুদের মুখ দিয়ে জল উঠা

গুরুপাক দ্রব্য আহার, অত্যুষ্ণ বা অতি শীতল জল পান, উপবাস, পেটে ক্রিম প্রভৃতি কারণে মুখ দিয়ে জল উঠে। নাল-ভম , পালস্ ৩, ক্যালক-কার্ব ৬, আর্স ৩, কার্বো-ভেজ ৩x বিচুণ, ইমোসিয়া ৬, সাল্ফার ৫০ এর প্রধান ঔষধ। ক্রিমের জন্য অনবরত জল উঠায়—সিনা ২x,—২০০।

### শিশুদের অস্ত-প্রদাহ

#### ( Enteritis )

কম্প, জ্বর, দ্রুত তারবৎ নাড়ী, পিপাসা, বমি বা বমির ইচ্ছা, পেটের নাড়ির চারধারে তীব্র যন্ত্রণা, হাঁটু উঁচু করে রাখা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ

অম্ল-প্রবাহ নির্বেশক। ঠাণ্ডা লাগানো, আহারের ঘোষ, বিরেকক ঔষধ সেবন, ক্রিমিঘোষ প্রভৃতি এ রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। রোগের সূচনা হতেই (বিশেষ করে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হলে)—অ্যাকোন ০x। নাভিপ্রদেশে জ্বালাকর বেদনা, উৎকট বমি, গভীর অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণে—আর্স ০x, ৩০,। পিত্ত-বমি, পেটে ঢোলের মত ফুলে থাকে, পেটে তীব্র বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে—ক্যালোসিন্হ ৩, পেট শত্র, ফাঁপা ও টাটানিবদ্ধ, কৌথপাড়া, আম-মিশ্রিত রক্ত-ভেদ প্রভৃতি লক্ষণে—মার্ক'কর ৬, উদরাময় ও ন্যায্য হবার সুস্থপাত হলে—পডোফাইলাম ৬, পুরানো রোগে—সার্জ'নাই ৬। পেটে গরম জলের সেক উপকারী।

### শিশুদের কলেরা

সহসা পাতলা জলের মত সবুজ বা হলদে, কখনও ৭১ চটচটে কিম্বা রক্তমিশ্রিত অথবা অজীর্ণ ভেদ, দূধ-বমি, অবসন্নতা, শরীর গরম, কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা প্রভৃতি শিশুর কলেরার প্রধান লক্ষণ। এটি অতি কঠিন পীড়া। ইথুজা ৬, ৩০ এর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রচুর দুর্গন্ধ ভেদ ও ভোর বেলাতে রোগ বৃষ্টি লক্ষণে—পডোফাইলাম ৬। শরীর নীলবর্ণ, হিমাক্র, মাথা চালা, খেঁচুনি বা তড়কা, হিঙ্গা, হাত বা হাতের আঙ্গুল স্বতই নাড়তে থাকে, অবসন্নতা, রক্তাল্পতাজনিত দুর্বিকার প্রভৃতি লক্ষণে—কোল-ব্রোমেটাম ৩x বিচূর্ণ উপযোগী। অ্যাকোন ৩, ফ্রোট'ন ৩, ক্যামোমিলা ৬, আর্স ৩ বা ক্যাল'কেরিয়া-অ্যাসেটিকা ৩ বিচূর্ণ, কার্বো-ভেঞ্জ ৩০, ইপিকাক ৬, ফস্ফো ৬, চার্ননা ৩, ভিরেট্টাম ৬, কিউপ্রাম ৬, কিউপ্রাম-আর্স ৩x, সিকোল ৬, সাল্ফার ৩০, রুবিনারি স্পিরিট-ক্যাম্ফার প্রভৃতি সময় সময় দরকার হতে পারে। স্তন্যদায়িনীর পক্ষে লব্ধ পথ্য বাবস্থা।

### শিশুদের ক্রিমিঘোষ

বড়ই কষ্টকর উপসর্গ। লবণাক্ত জলের পিচকারী গৃহস্থঘারে প্রবেশ করিলে দিলে ছোট ক্রিমি প্রায়ই বের হয়ে যায়; কিন্তু ক্রিমি সমূলে বিনষ্ট হয় না। সিনা, স্যাণ্টোনাইন, টিউক্লাম, ইন্ডগো, সাল্ফার, স্পাইর্জিল্লা, নেট্রাম-ফস প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী। ক্রিমিঘোষ থাকলে, শিশুর জ্বর, কলেরা, রক্তামাশর প্রভৃতি রোগ অনেক সময় জটিল ও দুরারোগ্য হয়ে উঠে, এ কথাটি ঘেন কেউ জুলে না যান।

### শিশুদের প্রস্রাবের পীড়া

কোন কোন শিশুর প্রস্রাব কখনও কখনও পরিমাণে ও বারে বারে এত বেশী হয় যে, একেবারে একসের থেকে দু-সের পর্যন্ত হয় ও প্রতি ঘণ্টার একবার বা দু'বার হয়। এজন্য তার শ্বাসের অভ্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে ও শরীর ক্রমশঃ রক্তশূন্য হতে থাকে। অ্যাসিড-ফস ৩x, ৬ ও ইউরেনিয়ারাম-নাইট্রিকাম ৩ বিচূর্ণ এবং নেট্রাম-সালফ ৩০ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

## শিশুদের শয্যা মূত্রত্যাগ

ভার্যাবিক উত্তেজনা, ক্রিমি দোষ প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয়ের সংরক্ষণ শক্তির হ্রাস । পলে কিছদ বৈশী বয়সেও শিশু ধূমস্তাবস্থার অসাড়ে শয্যার মূত্রত্যাগ করে ; ক্রিমির জন্য হলে—সিনা ২x, ২০০ । ঘোর নিদ্রাকালে প্রস্রাব হলে—বেলেডোনা ৬, দিনে বা রাতে মূত্রধারণে অক্ষমতা বা মূত্রত্যাগের সময় স্বপ্নদর্শন লক্ষণে—ইকুইজিটাম ৩, ৬ । দিনে বা রাতে মূত্রধারণে অক্ষম হলে—জেলিসিমিয়াম ৩x । প্রস্রাবে বৈশী দুর্গন্ধ হলে—বেঞ্জারিক অ্যাসিড ৩x বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০, মূত্রে ইউরিিক-অ্যাসিড থাকলে—লাইকো ৬ । মূত্রে অয়েল এর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । এটি ২ থেকে ৫ ফোটা দিনে ২ বার সেব্য । রাত্রিকালে শিশুকে শয্যা থেকে উঠিয়ে মাঝে মাঝে প্রস্রাব করালে সময় সময় ঔষধ ছাড়াও এ রোগ আরোগ্য হতে দেখা গেছে ।

## শিশুদের প্রস্রাব বন্ধ

সদ্যোজাত শিশুর যদি শীঘ্র প্রস্রাব না হয় এবং মূত্রনালী বন্ধ না থাকে তবে শীঘ্র বিছদ করবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হলে—অ্যাকোন ৩ ঘূ-একমাত্রা প্রয়োগ করা বিধেয় । বেল ৬, ক্যান্থারিস বা ওপিয়াম ৩০ প্রায়ই আবশ্যিক হতে পারে ।

বয়স্ক শিশুর কখনও কখনও প্রস্রাব না হওয়ার মূত্রস্থলী ফুলে উঠে, গা গরম হয় ও বস্ত্রধার অস্থির হয় । তলপেটে গরম জলের সৈঁকে প্রস্রাব হতে পারে ।

## শিশুদের প্রস্রাবের বর্ণ-বিকৃতি

প্রস্রাবের বর্ণ কৃষ্ণাভ—কল্‌চিকাম ৬ । কৃষ্ণবর্ণ—অ্যাকোন ৩, এপিস ৬, বেল ৬, ট্রাইরো ৬, ক্যান্থা ৬, টোরবিব্ধ ৬, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ—এপিস ৬ বা টোরবিব্ধ ৬, কটাবর্ণ—এপিস ৬ বা টোরবিব্ধ ৬, কিম্বা ক্যান্থারিস ৬ । খুব ঘোলাটে—বেলেডোনা ৬, চিনিলাম সালফ ৬, সিনা ৩—২০০, লাইকো ১২, অ্যাসিড ফস ৬ বা টোরবিব্ধ ৬, হরিদ্রাভ—সিন্নানোথাস ৬x ; হলদে হলে—সিন্নানোথাস ৩x, ক্যামোমিলা ৩ বা কোলি-ফস ১২x বিচূর্ণ । ক্রিমির জন্য শ্বেতবর্ণের প্রস্রাবে—সিনা ৩x, ২০০ । খড়্গগোলা বা দুধের মত—সিনা ৩x, ২০০ ; অ্যাসিড-ফস বা ডায়োলা-অডো ৩ । ধূমবর্ণ হলে—টোরবিব্ধ ৬ বা বেঞ্জো-অ্যাসিড ৩ । গাঢ় হলে—বেঞ্জো অ্যাসিড ৬, ক্যামফর ৩০, হিপর-সালফ ৬, মার্ক-কর ৬ ; বা ফস্ফোরাস ৬ ; কৃষ্ণাভ বা কটা বর্ণের প্রচুর প্রস্রাবে সাধা তলানি লক্ষণে—ক্যাল্‌কে-কার্ব ৩০ ।

## শিশুদের প্রস্রাবে দুর্গন্ধ

মূত্র-পুড়িলগ্নময়—বেঞ্জোরিক অ্যাসিড ৩, লাইকো ১২, নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, বা সিপিলা ৬ । অসিটে গন্ধযুক্ত হলে—ইউরেনিয়াম-নাইট্রি ৩, রসুনগন্ধ হলে—কিউপ্রাম



আর্স ৬। ঝাঁঝাল-গন্ধ যুক্ত হলে—নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, বেঞ্জো-অ্যাসিড ৬, বোরাক্স ৬, চিনি নাম সালফ ৬, সালফার ৩০। বিড়াল বা অশ্বমূত্রবৎ তীব্র গন্ধযুক্ত হলে—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০ বা বেঞ্জো-অ্যাসিড ৬। টক গন্ধে—ক্যাল্কে কার্ব ৩০ বা গ্ল্যাফাইটিস ৩০। মিষ্টি গন্ধযুক্ত হলে—টোর্নিবন্ড ৬।

### শিশুদের প্রসাবে তলানি

পিত্তযুক্ত প্রসাবে—চেলিডো ৩০ বা নেট্রাম-সালফ ১২x বিচূর্ণ। লাল তলানিতে—বার্বে-ভালো ৩x, মার্ক-কর ৬, ফস্ফো ৬, প্লাস্বাম ৬, টোর্নিবন্ড ৬, ক্যান্থা ৬ বা লাইকো ১২। কাফিচূর্ণবৎ তলানিতে—টোর্নিবন্ড ৬ বা হোলিবো ৩x। প্রসাব আঠার মত হলে—ফস্ফো অ্যাসিড ৬, ইট চূর্ণের মত তলানিতে—লাইকো ৩০, নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০ বা নাক্স-ভর্মিকা ৩০। সাধা তলানিতে ও সেই সঙ্গে পিষ্টে বেদনা থাকলে—অক্স্যালিক অ্যাসিড ৬ বা গ্ল্যাফাইটিস ৩০।

### শিশুদের রক্ত-প্রসাব

হেম, বসন্ত, অর্শ, পাথরী প্রভৃতিতে কখনও কখনও রক্ত প্রসাব হয়। ক্যান্সার ৪, ক্যান্থা ৩x, মিন্টিফোলিয়াম ১x, বেল ৩, সার্স। ৩x এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। পড়ে গিয়ে আঘাত লেগে রক্ত প্রসাবে—আর্পিকা ৩x, কালচে রক্ত প্রসাবে—হ্যামামেলিস ৩x। অনেক ক্ষেত্রে ক্যাল্কে কার্ব ৩০ ভাল কাজ দেয়।

### শিশুদের ন্যাযা বা কামলা

ভূমিষ্ঠ হবার দু-একদিন পর কখনও কখনও শিশুর দেহ ও চোখের শ্বেতাংশ হলদে হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ ন্যাযা রোগে যেমন প্রস্রাবের বর্ণ হলদে বর্ণের হয়ে থাকে সেরূপ হয় না। ক্যামোমিলা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি ক্যামোমিলার উপকার না হয়, তা হলে—মার্ক'উরিয়াস ৬ প্রযোজ্য, তা বার্থ হলে—চারনা ৩ ব্যবস্থা। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে—নাক্স ভর্মিকা ৩০ এবং উদরায়ন থাকলে—পডোফাইলাম ৩, উপযোগী। পূরানো ন্যাযার—চেলিডোনিয়াম ৬ ফলপ্রদ।

### শিশুদের শকৎ দোষ

বার বার জ্বর হলে ( বিশেষ করে রাতে ) শিশু শীর্ণকার হতে থাকে এবং শকতের দোষ জন্মে। দেখতে দেখতে শকৎটি বেড়ে উঠে ও শক্ত হয়, ক্রমে আহায়ে অরুচি, পেটটি বড়, কোষ্ঠকাঠিন্য বা তরল ভেদ ( মলের রং সাধা বা কাল অথবা আম সংবৃত্ত বা রক্তময় , ন্যাযা, সর্বাত্মে হলদে বর্ণ প্রকৃত কুলক্ষণ হুটে। দুঃবৎসরের কম বয়স্ক শিশুর এই পীড়া বড়ই ভয়াবহ। সাবধানে চিকিৎসা করা বিধেয়। ক্যাল্কে-আর্স ৩০ এ রোগের প্রধান ঔষধ। কোষ্ঠকাঠিন্য—সালফার ৩০ বা ক্যাল্কে কার্ব ৬। শকত শক্ত হতে থাকলে মার্ক-আয়োড ৩ বা ক্যাল্কে কার্ব ৬, ন্যাযার—মার্ক ৬, মূখে বা হলে—নাইট্রিক অ্যাসিড ৬, কষ্টকর কাশিতে—ফস্ফেরাস ৬, শিশু নিভাত শীর্ণ হতে

থাকলে—আর্জ' নাই ৬, শোধ হলে—আর্স' ৬ ও এঁপিস ৩ প্রযোজ্য। সালফ ৩০, নাক্স-ভম ৬, ব্রাইরো ৬ প্রভৃতি সময় সময় দরকার হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে রোগের বৃদ্ধি হলে সাইলিসিয়া ৬, ২০০ প্রযোজ্য। পথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। বার্শি ব্যবস্থা। স্তন্যদায়িনীর অল্পের পীড়া না থাকলে অল্প মাত্রায় স্তন্যপান করানো যেতে পারে। অন্য দৃষ্টি বর্জনীয়। ছোট বাছুরের মূত্র গরম করে যক্ষ্মতের উপর সেক দেওয়া উপকারী।

স্তন্যদায়িনী বা শিশুকে যেন চুণের জল খাওয়ানো না হয়, স্তন্যদায়িনী যেন পানের সাথেও চুল না খান।

### শিশুদের কামা

শিশু বেশী কাঁদলেই তার কোন রকম অসুস্থ বা অসুবিধা ঘটেছে বুঝতে হবে। কি কারণে কাঁদছে তা নির্ণয় করা কষ্টব্য। কানে হাত দিয়ে কাঁদলে, কানের অসুস্থ ; মূত্থের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে কাঁদলে, দাঁত উঠবার কষ্ট ; হাঁটু গুটিয়ে পেটের উপর রাখলে পেট কামড়ানো ; কঁকশ স্বরে কাঁদলে, বাক যন্ত্রের অসুস্থ ; কাশতে কাশতে কাঁদলে, বক্ষঃস্থলের পীড়া ; করুণ স্বরে কৌঁকরে কৌঁকরে কাঁদলে, ফুসফুসের পীড়া কল্পনীয়। সময় সময় পিপড়ের কামড়েও শিশু হঠাৎ কেঁদে উঠে।

উত্তপ্ত ও শুষ্কনো শরীর এবং অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাহীনতা লক্ষণে—অ্যাকোন ৩x ; মাথা চোখ-মুখ লালবর্ণ, হঠাৎ চমকিয়ে উঠা লক্ষণে—বেল ৬ ; শিশুর খিটখিটে স্বভাব, অবিরত কামা, কোলে উঠে বেড়াবার ইচ্ছা, পেট কামড়ানোর জন্য হাঁটু গুটিয়ে থাকা এবং জ্বর থাকলে—ক্যামোমিলা ৬ ( বিশেষ করে দাঁত উঠবার সময় নানা প্রকার অসুস্থ হয়ে শিশু অবিরত কাঁদলে বিশেষ উপযোগী ) ; ক্যামোমিলা ব্যর্থ হলে রুবিনার ক্যাম্ফার ৫-এক ফোঁটা দেওয়া যেতে পারে। কান ব্যথার—পালসেটিলা ৬, ৩০। কেউ কেউ পালসেটিলা ০ ২।১ ফোঁটা কানে দিতে উপদেশ দেন। মল্লেন-অয়েল বা প্র্যাক্টাগো ০ ২।১ ফোঁটা কানে দিলে উপশম হয়। ঈষদৃষ্টি সরষের তেলও ২।০ ফোঁটা কানে দিলেও উপশম হতে পারে। স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু অনিদ্রায়—ক্যামোমিলা ৬ ; কোর্ডকারিনা বা পেট ফাঁপার জন্য কাঁদলে—নাক্স-ভমিকা ৩০ ; পেটে শূলবেদনার শিশু কেঁদে অস্থির হলে—ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x ( উষ্ণ জলসহ ) প্রযোজ্য। শূলবেদনার শিশু সামনের দিকে ভাঁজ হলে ক্রম্বন করলে—কলোসিসহ ৬, ৩০। কামা থামানোর জন্য আঁকি ঘটিত কোনরূপ ঔষধ সেবন করিয়ে ঘুম পাড়ানো নিতান্ত অনর্চিত। জ্বোলান গরম করে ন্যাকড়ার পর্টোল করে নাভির উপর সেক দিলে পেট ব্যথার উপকার ঘর্শে।

### শিশুদের প্রদর

ঠান্ডা লাগা, অপরিষ্কার, অপারদ্রবতা, ক্রিমি-দোষ প্রভৃতি কারণে ছোট বাচ্চাদের পদর ঘটে থাকে ; ক্যালকো-কার্ব' ৬, সিপিরা ৬, সিনা ৩x এ রোগের প্রধান ঔষধ।

শিশুদের ধবল.

( Leucoderma )

অনেকে একে শ্বেতকুষ্ঠও বলে থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ এটি কুষ্ঠ বা কোন চর্মরোগ নয়। সুতরাং রোগীকে শ্বতন্তু রাখা বা ঘৃণা করার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ চর্মে স্বাভাবিক বর্ণের ( Pigment ) উপাদান বিকৃতি বা অভাবের জন্য কারণ ও কারণও চর্ম রোগের মত সাধা দেখালে তাকে আমরা ধবল বলে থাকি। যদিও এর নিধান-স্তম্ভ আজ অবধি স্থিরীকৃত হয় নি, তথাপি শিশুর সর্বাঙ্গীণ বা স্নায়বিক দুর্বলতাই যে এর প্রধান কারণ সে বিষয়ে সংশয় নেই। সাধারণতঃ আট বছরের কম বয়স্ক শিশুদেরই এ রোগ হতে দেখা যায়। মূখমণ্ডল, গ্রীবাদেশ, হাত বা বৃকের উপর প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধা দাগ প্রকাশ পায়। ক্রমে এই দাগগুলো চাক্ষু, চাকা মত হয়; অবশেষে এই চাকাগুলো ধীরে ধীরে জুড়িয়ে কতকটা ফোস্কার মত হইবার। শিশুর সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ও স্নায়ু মণ্ডলের উপর যে সমস্ত ঔষধ কাজ করে, সে সমস্ত ঔষধই এ রোগে ফলপ্রসূ—চর্মরোগের ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল হয় না। আর্সেনিক অ্যাস্থাম ০০ বা আর্সেনিক অ্যাস্থাম ৬x বিচূর্ণ কর্তৃক সপ্তাহ ব্যবহার করলে রোগ ক্রমশঃ নিরাময় হইতে থাকে; কিন্তু আর্স-সালফ-ফ্রেডাম ৬x প্রয়োগে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল আর্সেনিক প্রয়োগেও কোন ফল পাওয়া না গেলে বিশেষ করে ( বৃক ধড়কড় করা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত প্রভৃতি অবসন্নতা জ্ঞাপক লক্ষণে )—ফস্ফোরাস ৬ প্রয়োগ অনেক স্থলে আশানুরূপ ফল দর্শিয়ে থাকে। শূন্য থাকলে আরাম বোধ, অনিদ্রা ( বিশেষ করে রাত তিনটের পর ), মানসিক অবসন্নতা, স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতি লক্ষণে—জিঙ্ক-ফস ১x, ৩x বিচূর্ণ। হিষ্টিরিয়ায় যুবতীদের ধবল রোগে—ইমোসিন ৬ উপযোগী। সাল্ফার ০০, থুজা ৬, ক্যালকোরিনা কার্ব ৩, ক্যালকোরিনা ফস ৬x বিচূর্ণ, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, নাইট্রিক অ্যাসিড ৬, এক্স-রে ০০, জিঙ্কাম ৬ ও রাস-টল ৬ সমস্ত সমস্ত উপযোগী। উল্লিখিত ঔষধাদি দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হবার সম্ভাবনা সমধিক। বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। তবে আথের ট ফলের শাঁস ধবলের উপর ঘষলে অথবা বৃককীড়না ও অশ্বখগাছের মূল ছোট বাছুরের মূত্রসহ বেঁটে প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয়।

দুধ, কড়-নিভার অয়েল; পেট্রোলিয়াম ইমালশন, সুপল পুষ্টিকর ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য যাতে স্নায়ুর পুষ্টিসাধন ও রক্ত উৎপাদন করে, এরূপ আহার এবং স্বাস্থ্যকর পার্বত্য প্রদেশ বা সমুদ্র-তীরে বায়ু পরিবর্তন উপকারী। সর্বাঙ্গে গম্ভা-মাটি লেপন ও গম্ভানানে উপকার হয়। ত্রিফলি, আচার প্রভৃতি অন্ন, যে সমস্ত খাদ্য হজমের ব্যাঘাত ঘটায় তা বিষবৎ পরিতাজ্য।

শিশুদের ছিমোষ্ঠ নিবারন

কোন কোন বংশে ক্রমাশ্বরে ছিমোষ্ঠ—গম্বাকটা বা শশকোষ্ঠ (Hare-lip) শিশু জন্মাতে থাকে। ভাবী সন্তান-সন্ততিগণকে তা থেকে মুক্ত করতে হলে, গর্ভাবস্থার

তিন থেকে সাত মাস পর্যন্ত গর্ভিণীকে ক্যালক্বে-সালফ ১২x বিচূর্ণ প্রতিদিন সকাল, বেলায় ও সন্ধ্যায় সময় এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন বিধেয়। গন্ডাকাটায় অস্ত্র চিকিৎসারও আবশ্যিক হতে পারে।

### শিশুদের জোংসামি

( Stammering )

স্ট্রামোনিয়াম ও বা হায়োসাসামাস ও কিছূদিন ব্যবহার করলে সক্ষম দর্শাতে পারে। মিষ্টিদ্রব্য খাওয়া এবং ক্রোধ পরিহার কর্তব্য; সকাল-সন্ধ্যায় জিভ চেঁচে ধোয়া ও কথা বলবার সময় একটি মার্বেল, সীসা বা ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডটি ঝুঁলিয়ে মুখে রাখলে গলায় কথা আটকাবার আশংকা কম থাকে।

### শিশুদের খুঁড়িয়ে হাটা

( Limping )

পড়ে গিয়ে বা আঘাত প্রাপ্তির জন্য শিশু খুঁড়িয়ে হাটলে—আর্নিংকা ও। দুর্বলতা বা ঝাঙুগত দোষের জন্য খুঁড়িয়ে হাটলে—সালফ ৩০ বা ক্যালক্বে-কার্ব ৩ প্রযোজ্য।

### শিশুদের শীর্ণতা বা পুড়ে পাওয়া

( Marasmus )

এই পীড়া ছোট ছোট শিশুদেরই হয়, বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রায় হয় না। শিশুর রাক্‌নুসে ক্ষুধা, প্রচুর খায় অথচ দিন দিন শরীর শুকিয়ে অস্বী চর্মসার হয়, গালের চামড়া ফুঁচকিয়ে বৃদ্ধির মত দেখায়, অস্বী বিকৃতি ঘটে এবং সর্বদা ঘ্যান ঘ্যান করে। শরীরের নিম্ন দেশ শীর্ণ হয়।

### চিকিৎসা

ক্যালক্বেরিয়া-ফস ৩x, ৩০—প্রচুর খায় অথচ কৃশ হয়ে যায়, মেরুদণ্ডের দুর্বলতা, শিশু হাটতে পারে না, দুগ্ধ সহ্য হয় না, মাথার খুলি কোমল, ব্রহ্ম তালু শীঘ্র জোড়া লাগে না।

ক্যালক্বেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০—মেদপূর্ণ থলথলে শরীর, জড়ভরতভাব, নড়াচড়া করতে চায় না, মাথার প্রচুর ঘাম, গ্রন্থিসমূহ স্ফীত, দাঁত উঠতে ঘেরী, অন্নগন্ধ মল ও সর্বান্ত্রে অন্নগন্ধ। মূখমণ্ডল গ্লান কোটের প্রবিষ্ট চোখ।

সাইলিসিয়া ৩x, ১২—শিশুর পেটটি বড় ও শক্ত, হাঁটু সবু, মেরুদণ্ড বক্র, দুর্গন্ধবদ্ধ ঘাম।

সার্সাপ্যালা ৩০, ২০০—অত্যন্ত শীর্ণতা, চর্ম শুকনো, শিথিল, চর্ম ঝুলে পড়ে, মূখ বৃদ্ধির মত, বৃহৎ উদর, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবন্ধতা, ফোটা ফোটা প্রদ্রাব, রসপূর্ণ চর্মরোগ, মূখকৃত।

অ্যান্টোনেম ৬, ২০০—রাক্‌নুসে ক্ষুধা, খায়-বার বেশ অথচ শুকাতে থাকে,

বৃষ্ণের মত কুণ্ঠিত মৃৎমণ্ডল, ভাল হজম হয় না। শীর্ণতা নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হয় উর্ধ্বাঙ্গে বিস্তৃত হলে।

আনোডিয়াম ৩০—রাকসের মত ক্ষুধা, প্রচুর খায় অথচ মৃৎমণ্ডল মৃৎমণ্ডল ক্ষুধা পায়, শরীর শীর্ণ হতে থাকে, শীর্ণতা উর্ধ্বাঙ্গে থেকে নিম্নাঙ্গে বিস্তৃত, গলাগ্রন্থির বিবৃষ্ণ।

সাল্ফার ৩০, ২০০—কোন ঔষধ প্রয়োগে ফল না হলে ইহা ফলপ্রদ। বেহের তুলনায় মাথাটি বড়, নোংরা থাকতে পছন্দ করে, স্নান করতে চায় না, শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয় ঠোঁট দুটি লাল।

নোটাম মিউর ৩০, অ্যান্টিড নাইট্রিক ৬, অ্যান্টিড-ফস ৩০ প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যিক হতে পারে।

শিশুর গায়ে জলপাই তেল ( Olive oil ) বা কর্ডলিভার অয়েল বা খাঁটি সরষের তেল মালিশ করলে উপকার হয়। বিশুদ্ধ ময়ূষ হাওখান বেড়ানো এবং গায়ে মৃৎ রৌদ্র লাগানো এবং ফলের রস, দুধ, মাখন, ছানা, মাছ, ডিমের কুসুম প্রভৃতি পুষ্টিকর আহাৰ্য গ্রহণ উপকারী।

### শিশুদের রিকটস বা বালান্ট বিকৃতি ( Rickets )

রক্তস্থ ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাসই এ রোগের কারণ। ক্যালসিয়ামের সাহায্যে দেহস্থ অস্থি সমূহ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় সে কারণে ক্যালসিয়ামের অভাববশতঃ তা নমনীয়তা নিবন্ধন অস্থিসমূহ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ যথোপযুক্ত বজায় রাখতে ভিটামিন-ডি ( Vitamin-D ) একমাত্র সহায়। খাদ্য মারফৎ এই ভিটামিন শরীরে গৃহীত হয় অথবা সৌর আলো ডায়োলেট রশ্মি ( Ultra Violet Ray ) চামড়ার নীচে চর্বি'র সাথে যৌগিক ক্রিয়ার ফলে এই ভিটামিন উৎপন্ন করে। সে কারণে রিকট আক্রান্ত শিশুর পক্ষে ভিটামিন—ডি প্রধান খাদ্য ( যথা, কর্ডলিভার অয়েল, মাখন, ডিমের কুসুম ইত্যাদি ) এবং সূর্য-রশ্মি সেবন সমধিক স্বাস্থ্যবান হতে পারে আবার স্থূলকায় শিশুরও রিকট রোগাক্রান্ত এবং দুর্বল হওয়া বিচি'র নয়। ওরল ভেদ, মাথার ঘাম, দাঁত উঠতে ধেরী, হাত-পায়ের গাঁটে ক্ষীণিত ও বেদনা, মাথার অস্থির ক্ষীণিত ও বৃষ্ণপ্রাপ্তি, বৃক্কের পাঁজরার সন্ধিস্থলের উচ্চতা, মাসেসপেন্ডার কোমলতা, অপদৃষ্ট অস্থিচয়, শ্রম বিমুখতা বা শ্রমসাধ্য কাজে অক্ষমতা, পিঠের শিরদাঁড়ার বক্রতা প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। ক্যালকেরিয়া-ফস ১২৫ বিচূর্ণ এ রোগের প্রধান ঔষধ ( বিশেষ করে শীর্ণকায় বা রক্তহীন শিশুর পক্ষে ) স্থূলকায় শিশুর পক্ষে ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬, ৩০। কৃষ্ণকায় মৃৎ রোগসহ বালান্ট বিকৃতি ঘটলে—ফস্ফোরাস ৬, ৩০ উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাইলিসিরা ৬, অ্যান্টিড-ফস ৬ বা

সাল্ফার ৩০ সময় সময় উপযোগী। খড়ি মাটি বিশিষ্ট দেশে শিশুকে বারু পরিবর্তনের জন্য স্থানান্তরিত করা উপকারী। ভাল দুধ ও টাটকা শাক-সব্জি সদৃশ্য।

### শিশুদের অবস্থা বাড়

শিশু কখনো কখনো বেশী ঢাঙ্গা হয়, বৃদ্ধের কেবল দৈর্ঘ্য বাড়়ে : সব সময় দুমাবাব প্রবল ইচ্ছা, হজমের শক্তি ও স্মৃতি শক্তি হ্রাস, হাঁটতে অসমর্থ, শীর্ণতা, শ্বাসকষ্ট, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। পাইনাস সিন্বেইটিস ৩, ৬ ( বিশেষ করে নিম্নাঙ্গ শীর্ণ ও গোড়ালি দুর্বল হতে থাকলে এবং গ্রাহিবাত ও চুলকানি প্রভৃতি লক্ষণে) : সাল্ফার ৩০ ( হাত-পা লিকালিকে সবু এবং ছোটোছুটি করে ধেগতে প্রক্ষম)। ক্যালকোরিয়া ফস ১২x বিচুণ, ক্যালকোরিয়া ক'র্ব ৩০ ও অ্যাবিস—ক্যানাডেন্সিস এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### শিশুদের হাতু দোষ বা কৌলিক পীড়া

নিম্নলিখিত রোগ তিনটি অনেক স্থলেই পিতা মাতাদের থেকে শিশুদের বর্তে থাকে :—(১) গন্টিকা দোষ, (২) গন্ডমালা (৩ উপদংশ।

#### (১) গন্টিকা দোষ

#### ( Tuberculosis )

ফুসফুস, মাথা, অস্ত্রাধিতে বা শিশুর যে কোন শারীরিক যন্ত্র বা তন্তুতে গন্টিকাচর ( Tubercles ) জন্মায়। এই গন্টিকগুলি ধূসব বা পীতভাব পনির-খণ্ডবৎ দেখায় এবং তারমধ্যে জীবাণুর ( Tuberculous bacilli ) পাওয়া যায়। ফুসফুসে গন্টিকা হলে, ক্ষয়কাশি ( Pthisis ) রোগ জন্মায়। মাথায় হলে—মস্তিষ্ক বিগ্ন প্রদাহ ( Tubercular meningitis ) রোগ সৃষ্টি করে।

ফস্ফোরাস ৬ এ রোগের প্রধান ঔষধ। শিশু কাহিল বা রক্তহীন হলে—ক্যালকে-ফস ৬x চূর্ণ প্রযোজ্য। মূখ দিয়ে রক্ত উঠলে বা নাক দিয়ে রক্তস্রাব, জ্বর, ঋতুকালে রক্ত: নিঃসরণের অভাব প্রভৃতি লক্ষণে—ফেরাম-ফস ৬x উপযোগী। জ্বর, ঘাম, ভেদ, কাশি ( সন্ধ্যা ও সকালে বাড়়ে ), ফুসফুসে তীব্র বেদনা ( নকল চড়লে বাড়়ে ) প্রভৃতি লক্ষণে—আর্সেনিক ৬ সেবন করা বিধেয়। হিপার-সাল্ফার ৬, সাইলিসিয়া ৩০, সাল্ফার ৩০, লাইকোপোডিয়ারম ১২ ও আরোয়িয়ারম ৬ সময় সময় আবশ্যিক হতে পারে। ব্যাণ্ডিলনাম ও পাইরোজেন প্রয়োগ কবে ডাঃ ফিসার কোন ফল পাননি।

পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, যত্নে প্রস্তুত ঘরে বাব প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়।

#### (২) গন্ডমালা ( Scrofula )

এটি প্রথমেই গন্টিকা দোষ রোগের এক অবস্থা বিশেষ ; এই পীড়ার শরীরের গ্রাহিগন্টিক ( বিশেষ করে গ্রাহিবার গ্রাহিচর ) ফুলে বেদনা যুক্ত হয়, প্রায়ই পেটের অসুখ

বা সর্দি লেগে থাকে এবং চোখ ও কান দ্বিগ্নে পূঞ্জস্রাব হয়। ক্যালকোরিমা কার্ব ৩০ বা নেট্রাম সালফ ১২x বিচর্চ ও ২০০ এর প্রধান ঔষধ। গুটিকা-দোষ রোগের ঔষধাবলী থেকে ঔষধ নির্বাচন পূর্বক সেবন ও পথ্যাদির নিয়ম পালনীয়।

### (৩) শিশু-উপদংশ (Infantile Syphilis)

পিতৃ বা মাতৃকুলে উপদংশ রোগ থাকলে সম্ভাব্য ভূমিষ্ঠ হবামাত্র বা কয়েকদিন পরে এ পীড়ার নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। শিশু শীর্ণ হতে থাকে ও নিম্নত কীভাবে থাকে এবং নিঃশ্বাস ত্যাগে ব্যতিক্রম, চর্মে চুলকানি ও ঘা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। শিশুর উপদংশবিষ অন্যের শরীরে সংক্রমিত হলে তারও এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। মার্কসল ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। অধিক চুলকানি ও ক্ষত লক্ষণে—নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০ অরাম মেট ৩০, প্রুজা ৩০, সিফিলিনাম ৩০, ২০০; ব্যাডিলগা ৩, সাল্‌ফার ৩০ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় উপযোগী।

### শিশুদের শোথ (Dropsy)

লক্ষণ—1. অনেক সময় সারা দেহে কিছটা ফোলা ফোলা ভাব দেখা যায়। টিপলে গর্ত মত হয়।

2. কখনো কখনো শিশু দেহের কোনও কোনও সন্ধিতে শোথ বা ফোলা দেখা দেয়।

3. কখনো পেট বা বৃক্কেও শোথ লক্ষণ দেখা যায়।

4. শ্বাসকষ্ট, বমি বা বমনেচ্ছা, উদরাময়, প্লীহা বৃদ্ধি প্রভৃতি হতে পারে।

5. অনেক সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় ও মল কঠিন হয়।

6. মাথা ভার, তন্দ্রার ভাব, হার্ট দুর্বল। নাড়ী গতি হীন বা দ্রুত হতে পারে। কখনও দুর্বল হয়।

7. মূত্র অল্প, পেটে ও বৃক্কে ভারবোধ, অতিরিক্ত পিপাসা, মূত্র কম বা অতিকম হওয়া বা ইউরিয়া রোগ হতে পারে।

8. কখনো কখনো আচ্ছন্ন ভাব বা মূর্ছা হতে পারে।

### চিকিৎসা

সারা দেহের শোথ লক্ষণে—এপিস মেল ৩, ৬, আর্সেনিক ৩, ৬, অ্যাপোসাইনাম প্রভৃতি ঔষধে খুব ভাল কাজ হয়। নেট্রাম সাল্‌ফ ৩x বা ৬x ভাল কাজ দেয়।

দেহের কোন সন্ধি বা গাটের শোথ হলে সব সময় চিন্তা করে লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ দিতে হবে। অ্যাকোনাইট ৩x—৩০, পালসেটিকা ৩, ৬, আরোডিয়াম ৬, ৩০, রাসটল ৬ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী।

শিশুর গোড়ালিতে যদি শোথ হয়, তা হলে তা খুব কষ্ট দেয়। চায়না ৩, ৬ আর্সেনিক (দেহ জ্বালা ভাব থাকলে) ৬, ফেরাম্ ফস ৩x, ৬x প্রভৃতি গ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মাথার বা মস্তিষ্কের শোথ লক্ষণে—হেলিবো ৩, ৬, বেলেডোনা ৬, এপিস্ ৬ প্রভৃতি।

স্বপ্নিডের বা বৃকের শোথ লক্ষণে—লক্ষণ বিচার করে হেলিবোর, স্পাইজেলিয়া ৩, ৬ অথবা ক্রোটোলাম, ক্যাক্টাস মাদার। ডিজিট্যালিস, ১x বা ৩x হার্ট ট্রাবলে প্রয়োজন হতে পারে।

পেটে শোথ হলে—অ্যাপোসাইনাম মাদার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। প্রয়োজনে ক্রোটন টিগিলিয়াম, আর্সেনিক, চায়না, এপিস্ দিতে হবে।

যকৃৎ বা উদরের শোথ হলে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ অ্যাপোসাইনাম।

পায়ের শোথে অ্যাসেটিক অ্যাসিড্ ২।

টৌরবিহ্ন ৩, ৬ প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত বা মূত্র যন্ত্রের শোথ লক্ষণে।

যকৃৎ পীড়া, উদরাময়. শোথ প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রয়নিয়া ৩—৩০।

মূত্রাশয় প্রভৃতির গোলমাল এবং সর্বাঙ্গীণ শোথে কাহিন্কা ৩x—৬।

#### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. শরীরে যাতে ঠান্ডা না লাগে তার জন্য দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।
2. রোজ ঈষদৃষ্ক জলে স্নান করা ভাল।
3. খাদ্যের সঙ্গে লবণ খাওয়া নিষিদ্ধ।
4. লেবু পদার্থিকর খাদ্য। ঝোল, মানকচু, বেঙ্গপাতা ভিজানো জল, মাছের ঝোল, উচ্ছে, পলতা পাতা, পটল, সীম, কাঁচ মূলো প্রভৃতি তরকারী উপকারী। Hydroprotein বা Protinex, হরলিক্‌স্, কম্প্লান প্রভৃতি খাদ্য উপকারী।

#### শিশুদের গ্রন্থি প্রদাহ

কারণ—অনেক সময় শিশুদের দেহের বিশেষতঃ গলার, একটি বা একাধিক গ্রন্থি ফুলে ওঠে ও তার সঙ্গে গ্রন্থি প্রদাহ ও জ্বর হতে থাকে।

এক ধরনের ভাইবাস জাতীয় জীবাণুর আক্রমণ এ রোগের কারণ বলে জানা যায়। শিশুদের মধ্যে অনেক সময়ই এই রোগ হয়।

মাম্‌স হলে Parotid গ্রন্থি ফোলে। এতে গলার Cervical গ্রন্থিগুদাল ফোলে ও অল্প জ্বর হয়। এরোগ গণ্ডমালা বা Scrofula ও নয়।

লক্ষণ—1. এটি খুব ছোঁয়াচে রোগ। হঠাৎ শিশুর জ্বর হয়। জ্বর—100—101 ডিগ্রী অবধি ওঠে। গলা ও ঘাড় লাল হয়। গলা ও ঘাড়ের গ্রন্থিগুদাল ফুলে ওঠে ও খুব ব্যথা হয়।

2. প্লীহা ও লিভার দুটোই বেড়ে যায়।

3. জ্বর অল্প দিন থাকে। কিন্তু গ্রন্থির ফোলা ও ব্যথা 5—7 দিনে কমে



যায়। কিন্তু ২—৩ সপ্তাহ থাকতে পারে।

৪. অনেক সময় রোগ সেরে গেলেও তা Relapse করে ও তার ফলে তারা খুব কষ্ট পায়।

৫. অনেক সময়ে চিকিৎসা না হলে, গ্রিন্থ পেকে উঠতে পারে এবং বিপজ্জনক উপসর্গ দেখা যায়। অন্যান্য বীজাণুর আক্রমণ ঘটেও এরূপ হতে পারে।

**উপসর্গ**—গ্রিন্থ পেকে উঠলে তা থেকে বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিতে থাকে।

### চিকিৎসা

শিশুদের গ্রিন্থ প্রদাহ বা গন্ডমালা প্রভৃতি নানা কারণে হতে পারে। তার মধ্যে প্রধান হলো দেহে পদার্থের অভাব প্রভৃতি।

অনেক সময় এই রোগে শিশুদের নির্দিষ্ট স্থানে আরোজিয়াম মাদার লাগালেই সেরে যায়।

তাতে কাজ না হলে ঐ সঙ্গে আরোজিয়াম ৬x—৩০ খাওয়াতে হবে।

মাদার লাগানো এবং ৬—৩০ খাওয়ানো একত্রে চালালে খুব দ্রুত ভাল ফল দেয়। প্রায় অব্যর্থ নলা যায়।

এ ছাড়া আর্স্‌ আরোজ্‌ ৩০, ২০০ এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ক্যাল্‌কোরিয়া আরোজ্‌ ৩০ বা ব্যারাইটা আরোজ্‌ ৩০ সেকন এবং সঙ্গে আরোজিয়াম মাদার বাহ্য প্রয়োগ প্রভৃতিতেও ভাল ফল দেয়।

ল্যাপিস্‌ অ্যাল্‌বাম্‌, কোল্‌ আরোজ্‌, স্পঞ্জিয়াও পুরোনো রোগে ভাল ফল দেয়।

গলগণ্ড সহ জড়বৃদ্ধি লক্ষণে, শরীর বিকৃতি, দেহ ঠিক মতো গঠিত হয় না। পেট ফোলা ও ঝুলে পড়া প্রভৃতিতে থাইরয়ডিন ৩x দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

দেহ মোটা, বেঁটে, ঠিকমতো গঠিত হয় না লক্ষণে, ক্যাল্‌কোরিয়া কার্ব ৩—৬ ভাল ফল দেয়।

### আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

১. জ্বর থাকলে আলো বাতাস যত্ন ঘরে রাখলে উপকার হয়। রোগীকে সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

২. জ্বর বেশি হলে স্পঞ্জ করানো কষ্টব্য।

৩. জ্বর অবস্থায় গ্লুকোজ, মিন্ট ফলের রস, হরলিকস, হাইড্রোপ্রোটিন, প্রোটিনেজ, প্রোটিনউল্‌স প্রভৃতি খেতে দিতে হবে। ভাল হলে ও জ্বর ছাড়লে হালকা ঝোল ভাত পথ্য।

৪. টকখাদ্য বর্জনীয়।

### শিশুদের রক্তশূন্যতা

কারণ—১. অপদ্রুষ্টি, খাদ্য খেতে না পারা, ভিটামিনের অভাব প্রভৃতি।

২. দীর্ঘ দিন নানা বোগে ভুগলে হতে পারে।

3. ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর প্রভৃতিতে হতে পারে।
4. উদরাময় ও পরিপাক যন্ত্রাঙ্গের গোলযোগে দীর্ঘদিন ধরে ভোগা।  
লক্ষণ—1. বেহে রক্তের অভাব হয় এবং হাত পা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
2. চোখের কোণ সাদা হয়। হাতের নখ সাদা থাকে ও ফ্যাকাশে থাকে।
3. দুর্বলতা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় হওয়ার থাকে।
4. অনেক সময়ে অতিরিক্ত শীর্ণতা দেখা যায়।
5. হার্টের দুর্বলতা থাকতে পারে ঐ সঙ্গে।
6. স্কুধামান্দ্য, উদরাময় দেখা দেয়।
7. অনেক সময়ে এই সঙ্গে শোথ ( Dropsy ) পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

### চিকিৎসা

রক্তশূন্যতা বা রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো ফেরাম রিডাক্টাম ১x—  
০ বা চায়না ১x—৩।

- খুব মোটা শিশুদের জন্য—ক্যালকোবিয়া কার্ব ৩, ৬ ভাল ঔষধ।  
আর্সেনিক ৩x—৩০ বা এপিস ৩—৩০ এই রোগের ভাল ঔষধ।  
কার্বো ভেজ ৩—৩০ এই রোগে ভাল ফল দেয়।  
বারোকোমিক মতে—ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x ভাল ফল দেয়।  
নেট্রাম সালফ ৬x—৩০x মাঝে মাঝে খুব ভাল ফল দেয়।  
কোষ্টবদ্ধতা থাকলে প্রাম্বাম অ্যাসেটিকাম্ ভাল ফল দেয়।

### আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা

1. ভিটামিন যুক্ত ও পুষ্টিগুণ হালকা খাদ্য উপকারী।
2. পেটের রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।
3. অন্যান্য রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।
4. উপযুক্ত আলো বাতাস ও খাদ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

উনবিংশ অধ্যায়।

## আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তার চিকিৎসা ( Accidents and treatments )

আগুনে পোড়া

দুর্ঘটনস্থানে জল ঢালা একেবারে নিষেধ। পড়ে থাকা জামা-কাপড়ে আগুন লাগা মাত্র সতরঞ্চ, বালিশ, কাঁধা বা গালিচা চাপা দিলে, কিংবা মাটিতে গড়াগড়ি দিলে আগুন নিভতে পারে। নারকেল তেল ( মসীনার তেল বেশি উপকারী ) সঙ্গে চূনের জল ফেনিয়ে দুর্ঘটনস্থানে লাগালে উপকারী। ভেসালিন, গুড়া সোডা, বা সাবানের গাঢ় ফেনা প্রভৃতিও বাইরে থেকে লাগালে খুব ভাল। ডাক্তারদের মতে ক্যান্সারিস ১, ৩x দ্বারা দুর্ঘটনস্থান সর্বদা ভিজিয়ে রাখলে এবং মধ্যে মধ্যে ক্যান্সারিস ৬ সেবন করলে অতি সফল ফল পাওয়া যায়। হাইপেরিকাম তেল ( Hypericum-Oil ) দ্বারা দুর্ঘটনস্থান ভিজিয়ে রাখলেও অনেক সময় উপকার হয়।

আগুনে পড়ে যাওয়ার জন্য জ্বর হলে অ্যাকোনাইট ০ ; এতে উপকার না হলে আর্টিকা ইউরেসিস ১x প্রতি দুইঘণ্টা অন্তর সেব্য, এবং আক্সেপ লক্ষণে—ক্যামোমিলা ৬। পুঁজ দেখা দিলে সেই জায়গাটি পরিষ্কার করে নারকেল তেলের সঙ্গে ক্যালেন্ডুলা ০ মিশিয়ে লাগালে এবং পচতে আরম্ভ হলে আর্সেনিক ৬—বা ল্যাকসিস ৬ সেব্য। দুর্ঘটনস্থান শুকোতে বা সারতে দেবরী হলে ক্রিস্টকাম ৬ সেবন করা উচিত। দুর্ঘটনস্থানে যাতে না লাগে এরকমভাবে তুলো দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

আঘাত

কেটে যাওয়া বা চোট লেগে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হলে একভাগ ক্যালেন্ডুলা ০ দুইভাগ জলে মিশিয়ে লাগাতে হবে। কিন্তু রক্ত না পড়ে কালাশিরা পড়লে একভাগ আর্টিকা ০ দুইভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে উপকারী। আঘাতের জন্য হস্ত পড়লে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। রক্ত বন্ধ করার পক্ষে বরফ উৎকৃষ্ট, অভাবে চির্নি বা ঠান্ডা জল উপকারী। মচকানো বা খেঁতলানোর জন্য ব্যথা হলে চুন ও হকদ গরম করে লাগালে উপকারী। নরুণ বা সঁচু কেটে গেলে বা আঘাত লাগলে বা ফুটে গেলে বা বের করার পর যত্নপা করলে হাইপেরিকাম ০ উপকারী। হাড়ে আঘাত লাগলে রুটা ৩x, এবং শরীরের সন্ধিস্থলে বা স্তনে আঘাতে কোনিয়া ০ ; জ্বর, ফুলে ওঠা, রক্তমাভা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ০ ; আঘাতে লেগে বেদনা হলে আর্টিকা ৬ ; এবং জ্বর, পিপাসা, ভয় লক্ষণে—অ্যাকোনাইট ০ সেব্য।

আক্সেপ হলে, ইমেসিলা ৬ ; অস্থিরতায় কফিয়া ৬ ; এবং দুর্বলতা ও ঘা হলে ওসহজে রক্তস্রাব লক্ষণে, চান্না ৬ সেব্য। ঘা পেকে উঠলে হিপার-সালফ ৬ ; এবং তা শুকোতে হোমিওপ্যাথি—43

ঘেরি হলে সিলিকা ৬। আঘাত জনিত কালশিরা হলে হ্যামামেলিস ৪ জলপটি দেওয়া উচিত। আঘাত পাওয়া মাত্র জলপটি লাগালে কালশিরা পড়ে না এবং বেদনা থাকে না। লবণপথ্য পদার্থের খাদ্য দেওয়া কর্তব্য। ক্ষতস্থান বেঁধে দেবার আগে দেখতে হবে যেন কাঁকর, কাচ বা কাচের কুঁচি কিংবা কাঁটা ফুটতে না পারে।

### বিষ খাওয়া

অধিক পরিমাণে অহিফেন, হরিভাল, সের্কোবিষ (আসের্নিক) নাইট্রিক অ্যাসিড বা অন্য কোন উৎকট বিষ ইচ্ছার বা অনিচ্ছার উদরস্থ হলে, অবিলম্বে মৃত্যু ঘটবার আশংকা, অতএব যত শীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকা আবশ্যিক। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগী যাতে বমি করে পেট হতে তুলে ফেলে, তার চেষ্টা করা উচিত। স্টোমাক্ পাম্প (Stomach Pump) ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়। অহিফেন খেলে স্বতঃস্ফূর্ত না চিকিৎসক আসেন, ততক্ষণ রোগীকে ঘুমোতে দেওয়া হয় না। এমন কি রোগীকে পিঠে প্রহার করে দৌড় করানো হয় জেগে থাকার জন্য। গরম জল খাওয়ালে, গলার মধ্যে আঙ্গুল দিলে—জিহ্বার উপরে নস্য বা সরিষার গুঁড়া লাগালে বা লবণ মিশ্রিত জল পান করলে বমি হবার সম্ভাবনা থাকে। বিষ পেট থেকে উঠে যাবার পর, জিমের স্বেতাংশ, কাফি, সিকাঁ, লেমোনড, পেঁপে প্রভৃতি সুপথ্য। অহিফেন পেট থেকে উঠে যাবার পর বেলোডোনা ৪ আট-দশ ফোঁটা এবং সের্কোবিষ উঠে যাবার পর হাইপোক ৩ বা জিরেট্রাম ৩ উপকারী। এবং অ্যাসিড নাইট্রিক প্রভৃতি উঠে যাবার পর গুঁড়া চা-খাঁড়ি গরম জলে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কার্বোয়ালিক অ্যাসিড উদরস্থ হলে প্রচুর পরিমাণে জলপাই তেল (Olive-Oil) সেবন বিধি।

### সর্প দংশন

(প্রথম চিকিৎসা) সাপ কামড়ার পরই সেই স্থানের কিছু উপরে শক্ত করে তা বেঁধে ফেলা উচিত। যাত সেইস্থান থেকে রক্ত শরীরে ছড়াতে না পারে। তারপর সেইস্থান আধ ইঞ্চি মত চিরে এক গ্রাণ প্যারামাক্রানেট অফ পটাস জলের সঙ্গে গুলে কিছুক্ষণ ঐ স্থানে ভালভাবে ঘষলে সেই স্থানটি কাল হয়ে আসবে, তখন সেই স্থান বন্দ্যাবৃত করে রাখতে হয়। দংশনেরই অব্যবহিত পরেই এরকম চিকিৎসা করলে প্রাণনাশের আশংকা থাকে না। চিকিৎসকের উপদেশ ছাড়া তা খুলবে না। (দ্বিতীয় চিকিৎসা)—সর্প কামড়ানো মাত্র সেই স্থানের কিছু উপরে দাঁড়ি, কাপড়ের পাড় বা জুতোর ফিতা শক্ত করে বেঁধে সেই ক্ষত স্থান একটু চিরে বা কেটে একটর পর একট মূরগীর বাচ্চা গৃহ্যদেশ একটু চিরে বা কেটে লাগালে বা ঘষলে মূরগীর বাচ্চা বিষ শোষণ করে নেয় এবং বিষের ক্রিয়াকে তখন মরে যায়। এই রকম স্বতঃস্ফূর্ত বেঁধে বিষ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটর পর একট মূরগীর বাচ্চা বিষ শোষণ করবে ও

মরবে ; সাপে কাটা লোকটি বিষ মুক্ত হলে মূরগীর বাচ্চা আর মরবে না । ২৫১০০ টি মূরগীর বাচ্চা মরার পর রোগীর বিষনাশ হয়ে আরোগ্য হতে আমরা দেখেছি ।

### গলার মধ্যে মাছের কাটা প্রভূতি আটকান

গলার মধ্যে কিছুর আটকালে রুইটি, ভাত বা কলা খেলে তা গলা থেকে নেমে যেতে পারে । সোন দিয়ে বেব করলে তা করাও যেতে পারে । তা না হলে অস্ত্র চিকিৎসকের কাছে যাওয়া কৰ্তব্য ।

### মাংসপেশীর অবসাদ

ব্যাগ্রাম, লাফালাফি, বা ছোটোছোটো করা কিংবা অধিক পরিপ্রমের জন্য মাংসপেশীর অবসন্নতা বা শরীর ব্যথা হলে ও ফোসকা পড়লে আর্গিকা ৩x দেওয়া উচিত । ঈষৎ জলে স্নান করলে বা উষ্ণ জলে গা মুছে দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায় । অম্বাভাণ্ড্য ক্রান্তিবোধ হলে, চিৎ হয়ে পাঁচ মিনিট দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে তখনই বেহে নতুন বল ফিরে পাওয়া যায় ।

### বিষাক্ত জন্মু বা কাঁটা দংশন

ডাঁস, মৌমাছি, ভীমরুল, বোলতা, বিছা প্রভৃতি কামড়ালে হুলিটি প্রথমে ছুরি দিয়ে বের করে ফেলা কৰ্তব্য । বিষাক্ত কাঁট কামড়ালে লেডাম ৫ লাগানো এবং লেডাম ১x খাওয়ার উপকার হয় । মশা, ছারপোকা, ডাঁস প্রভৃতি কামড়ালে লেবুর রস লেপন ও এপিস সেবন ফলপ্রসূ । ভীমরুল বা বোলতা কামড়ালে, স্পিরিট ক্যান্সাব সরষের তেল, কেরোসিন তেল, তামাক বা পিঁয়াজের রস, কিংবা কচুগাছের আঠা ক্ষত স্থানে লাগালে উপকার হয় । বিছা কামড়ালে টাটক গোবর বা কচুগাছের রস ক্ষতস্থানে লাগালে উপকার হয় । লবণ ঘঁষে দিলে বিশেষ উপকার হয় । শুল্লোপোকা লাগলে জুমুরপাতা জুড়িয়ে কেটে দিলে উপকার হয় । ইঁদুর কামড়ালে লেডাম ৬ সেব্য । কুকুর বা শিয়াল কামড়ালে লোহা পুড়িয়ে ছাঁকা দেওয়া ও স্ট্র্যামোনিয়াম ৩x প্রত্যহ ৩।৪ বার সেবন করা উচিত । তাব সঙ্গে ৩।৪ বার গুড় খাওয়া ফলপ্রসূ হবে ।

### জলাতন

শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, নেকড়ে, বাঘ, বাঁদর, প্রভৃতি ক্ষেপে গিরে কাউকে কামড়ালে ঐ ব্যক্তিরও ক্ষেপে ওঠার সম্ভাবনা । প্রথমে জ্বালা ও বেদনাভিন্ন অন্য কোন বড় লক্ষণ বড় একটা প্রকাশ পায় না—কিন্তু সূচীচীক্ৰমা না হলে দশ পনেরো দিন পর জ্বরভাব, রক্ত মেজাজ, আক্ষেপ, প্রলাপ, দংশন, চোখের আবস্ততা এবং জলীর পদার্থের চকচক

জিনিষ বন্দনে ভীতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী দুর্বল হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতিবিলম্বে হলে হাসপাতালে গিয়ে ইনজেকশন নেওয়া কর্তব্য।

### চিকিৎসা

দংশন করা মাটাই লোহা পুড়িয়ে তথবা কার্বলিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্বারা ক্ষত স্থান পুড়িয়ে দেওয়া উচিত। আখের গুড়, গাওয়া ঘি, কাঁচা গো-দুগ্ধ ও ধূতরা পাতার রস সম পরিমাণে (প্রত্যেকটি দুই তোলা) একত্রে মিশ্রিত করে প্রাতঃকালে খালি পেটে খাওয়ানো ব্যবস্থা এবং হাইড্রোকোবিনাম ৩০ প্রত্যহ দুইবার করে সপ্তাহ ধরে সেবন করা বিধি—এটা এ রোগের (বিশেষতঃ আক্ষেপাদি লক্ষণে) মহৌষধ। চোখ লাল হওয়া, মাথাধরা, কামড়াতে যাওয়া আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৩x; এতে উপকার না হলে হায়োসায়ামাস ৩; এতে উপকার না হলে, ক্যান্‌থারিস সেব্য। স্ট্র্যামোনিয়াম এবং আর্সেনিকও এই রোগে উপযোগী ঔষধ।

### জলে ডোবা

জলে ডোবার জন্য কারণ নিঃশ্বাস বন্ধ বা স্তন্যলোপ না হলে, যাতে তার বমি হয়, এবং পেটের জল উঠে যায় সেই চেষ্টা করা কর্তব্য। জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল থেকে উঠিয়ে তাকে মৃত্তক বাস্পে ঘন ঘন সহজেই পেটের জল উঠে যায়। অতঃপর কয়েক ঘণ্টা অনশনে রেখে তাকে অল্প অল্প গরম দুগ্ধ পান করানো উচিত। জলে নামার জন্য কোন ব্যক্তি মৃতপ্রায় হলে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাসক্রিয়া পুনঃপ্রবর্তনের জন্য মুহূর্তকাল মাত্র বিলম্ব না করে তাকে উপড় বসে শুইয়ে (মুখ যাতে মাটিতে না থাকে তার জন্য তার এক বাহু কপালের নীচে রাখা আবশ্যিক। এবং বুক ও পেটের নীচে কাপড়ের একটি বড় শক্ত পুটলি রেখে চার-পাঁচ সেকেন্ড ধরে রোগীর পৃষ্ঠে এরকম ভাবে চাপ দেওয়া উচিত যাতে মুখ দিয়ে পেটের ও ফুসফুসের জল বের হয়ে যায়। তারপর রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে তার দুই হাত দিয়ে তার বনুই দুটির উপরিভাগ দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্বক (প্রতি মিনিটে ১০ পানরো বার)। একবার উর্ধ্ব ঝাঁকিয়ে দিয়ে তুলে, আবার বনুই দুটি মূড়ে বুকের উপর ধীরে ধীরে চেপে ধরলে পুনঃ পুনঃ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার সূচনা করে। এই সময়ে রোগীকে ফুসফুস মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের পক্ষে যেন ব্যাঘাত না ঘটে, অর্থাৎ রোগীকে যেন অনেক লোক ঘিরে না থাকে। শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হলে রোগীর গা মৃদুস্নেহে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা কর্তব্য। রোগীর বিশ্রাম বা নিদ্রার যেন কিছুমাত্র বিঘ্ন না ঘটে।

### চিকিৎসা

রোগীর গিলবার শক্তি জন্মাবার প্রথমে ওপিয়ারাম ৩০ প্রয়োগ করা কর্তব্য। ওপিয়ারাম ব্যর্থ হলে অ্যান্‌টিম-টার্ট ৩০ বা ল্যাক্সিস ৩০ প্রযোজ্য। এই সব ঔষধ

যেন সুগার-অফ-মিচক ( দুগ্ধ শর্করা ) সহ দেওয়া হয় । শল্প পরিবাহে গরম দুগ্ধও মাঝে মাঝে পান করান যেতে পারে ।

### গলার দাঁড় বা উৎস্বন

কেউ গলার দাঁড় দিয়েছে দেখতে পেলে, তখনই তাকে মৃত্ত করা দরকার । প্রথমে এক ব্যক্তি তার পায়েব দিক তুলে ধরবে অপর এক ব্যক্তি গলার দাঁড় বা গলার কাপড়আলগা কবে দিবে, তারপর তাকে নামিয়ে গলাব ফীসটি কেটে তার মূখে ও এক দিকের নাকের ছিদ্র বন্ধ করে অপর নাকের ছিদ্র পথে ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে হবে । এই অবসরে অপর ব্যক্তি গলগ্রাশি এমনভাবে চেপে রাখবেন, যেন ওর উৎস্ব মথো বায়ু চকতে না পারে । বিশ-ত্রিশ সেকেন্ডে ফুঁ দেবাব পর পেটে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে চাপতে হবে তা হলে প্রায় অবরুদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হতে থাকবে । প্রতি মিনিট ১৪ বার কবে না কমলে জলে ডোবা রোগীর কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া সম্পূর্ণনের উপায় ও চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বনীয় ।

সাম্প্রতিক আকস্মিক দুর্ঘটনা—জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, হঠাৎ শ্বাসরোধ প্রভৃতি প্রতিবেশক ব্যবস্থা এবং ঔষধাদি সম্বন্ধে উপরে দেওয়া আছে ।

নতুন পর্যায়ে আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব ।

### বিমান আক্রমণে বিপত্তি

বিমান আক্রমণে ও বোমা বর্ষণে বৃহৎ অট্টালিকা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে খুলিস্তূপে পরিণত হয়, কত জীব-স্বস্তু জীবন্ত সমাহিত হয় । কত কিছদ জন্মে পুড়ে ধ্বংস হয় । স্টীরাপ পাম্প নামে এক প্রকার নল সংযুক্ত রবারের পিচকারী দ্বারা জল স্বেচনে সামান্য অগ্নি নির্বাপন বেশ চলতে পারে । প্রথমেই ভয়ঙ্কর অপসারণ ও সমাহিত লোক জনেব বাহিকরণ বা উদ্ধার, পরে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করণীয় ।

### শ্বাসরোধ

শ্বাসরোধ হলে কি প্রকারে শ্বাসক্রিয়া পুনঃ প্রবর্তিত করা যায় । তা পূর্ব বর্ণিত আকস্মিক দুর্ঘটনার বর্ণিত হয়েছে ।

### অগ্নিদগ্ধ

অগ্নিদগ্ধ হলে ডুলা বা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ( কানি বা ন্যাফড়া ) টিচার ক্যান্ডারিস এ ডিওজরে দগ্ধস্থানে পটি প্রয়োগ করা বিধেয় । এতে বস্ত্রখণ্ড উপশম হয় ও ফোস্কা পড়ে না । ক্যান্ডারিস অভাবে চুনের জল নারকেল তেলসহ ( মসীনার তৈল হলে ) বেশ করে মিশিয়ে বা ফোঁদিয়ে দগ্ধস্থানে লাগালেও বেশ উপকার হয় ।

না হলে ক্যালোডুল্লা তৈল ব্যবহারে ঐ শব্দিকরে যায়। পুড়ে যাবার 'গছ' পরেই দক্ষস্থানে ক্যালথারিস, আর্টিকা ইউরেন্স, স্পিরিট বা সোডা প্রয়োগে জ্বর জ্বা প্রশমিত হয় এবং ঐ বাড়াতে পারে না।

### পুড়ে ঝাওয়া

পুড়ে যাবার পরে জ্বরের প্রভূর্ত উপসর্গ দেখা দিলে অ্যাকোনাইট, আর্পিকা, আসোনক, বেলেডোনা, ফিষ্টকাম, সালফার বা অন্যান্য ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করা দরকার হয়। সাবধান, আত্মস্থানে জলসেক যেন দেওয়া না হয়।

### কাচের টুকরো বা ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড

সূক্ষ্মগ্রন্থ দ্রব্য শরীরে বিম্ব হলে, সেগুদালি সর্বাঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে বের করে ফেলে পরে লেডাম ৩০—প্রয়োগসহ আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লেডাম অরিফট বাহ্য প্রয়োগ করা বিধেয়।

### খেঁলে ঝাওয়া

খেঁলে গেলে হাইপেরিকাম ৩০ প্রয়োগসহ হাইপেরিকাম অরিফট, জলপাই তেল (আলভ-অয়েল) বা নারকেল তেলসহ বেশ করে মিশিয়ে ধীরে ধীরে ঐ স্থানে মর্দন করলে বেশ উপকার হয়। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে হাইপেরিকাম সুপরিণীকৃত।

### মচকে ঝাওয়া বা ভেঙ্গে ঝাওয়া

মচকে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে সিসফাইটাম আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রয়োগ বিধেয়।  
' এই ঔষধটা ভাস্মা বা মচকানোর পক্ষে ভাল ঔষধ।

### কানে তামা লাগা

কানে তামা লাগলে (বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে) কানের মধ্যবর্তী পরদা বা পাতলা চামড়া বিদীর্ণ হয়ে গেলে, হিপার ও সাইলিসিয়া শক্তিশালী ঔষধ। একটু-আধটু গ্লিসারিন বা তৈল কানের মধ্যে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

তুল্লা দিলে কান দুটি বন্ধ করে রাখলে বিস্ফোরণের শব্দ কম শোনায়, তাহলে কানের ক্ষতির আশংকা কম হয়।

### আঘাতজনিত বেদনা ও জ্বর লক্ষণে

আঘাতজনিত, বেদনা বা জ্বর হলে আর্পিকা ৪, জলের সঙ্গে মিশিয়ে বেদনা স্থানে বাহ্য প্রয়োগ ও আর্পিকা ০x দুই-তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন বিধি।



**ভীতি, মোহাবিষ্ট ও সন্দ্বস্তভাব**

ভীতি, মোহাবিষ্ট ও সন্দ্বস্তভাব হলে—অ্যাকোনাইট ৩, আর্জ' নাই ৩০, আর্স' ৬ ও'পিয়াম ৫০, জেলস্ ৩, এ'পিস ৩০ ব্যবহার্য ।

**স্মৃতিলোপ বা ভয়**

স্মৃতি লোপ বা ভয়ের জন্য কোনও রোগে, অ্যাকোনাইট, ও'পিয়াম, আর্সেনিক প্রযোজ্য ।

**জড়ত্ব, উদাসীন্য, কম্পন বা মাথাঘোরা ।**

জড়ত্ব, উদাসীন্য, কম্পন বা মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে—আর্জেন্ট নাই ৩০. অ্যাসিড ফস ৬ জেলস ৬, কোনিয়াম ৩০ প্রভৃতি উপযোগী ।

**আস্মীয়জনিত বিরহজনিত শোকাদি**

আস্মীয়জনিত, বিরহজনিত, শোকাদি লক্ষণে, ইয়েসিয়া—৩০ ।



## বিংশ অধ্যায়

# বিভিন্ন বিশেষ কারণে পীড়া ও চিকিৎসা

## ঠাণ্ডা লেগে রোগ

সর্দি, কাশি, শূলবেদনা, উদরাময়, বেদনা প্রভৃতি রোগের মূলে ঠাণ্ডা লাগা মূলতঃ কারণ। ডাক্তারের মতে মানুষের অসুখের প্রায় অধিকাংশই পীড়াদি ঠাণ্ডা লাগার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। শরীরে শূন্যক বা ভাস (যথা, শীতকালের বাতাস) লেগে সর্দি বোধ হলে অ্যাকোনাইট ০। শরীরে আর্দ্র শীতল বাতাস (যথা, বর্ষাকালের বাতাস) লেগে সর্দি হলে ডালকামারা, ৬। যখন গরম হাওয়া বইতে থাকে (গ্রীষ্মকালে) তখন ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি প্রভৃতি হলে, ব্রাইরোনিয়া ৬। হিম লেগে বা শীতকালে খোলা জায়গায় খেলা করলে অথবা পা ভিজ়ে সর্দি, ঘাম, মাথা কামড়ান (বিশেষতঃ মাথা উত্তপ্ত), মূখ লালবর্ণ, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু লালবর্ণ, গ্রীবাদেশের স্নায়ুসকলের দগদগানি প্রভৃতি লক্ষণে, গ্লোনায়ন ০; এতে উপকার না হলে, বেলেডোনা ৬ কিংবা ব্রাইরোনিয়া ৬ প্রযোজ্য।

ঠাণ্ডা লাগার জন্য ঘাম বন্ধ হয়ে মাথা কামড়ান, কণ্ঠশূল, দন্তশূল, পেটে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬। স্মৃতিকাগবে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে স্ত্রীলোকদের মাথা কামড়ান, ঘাড় ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৬। চুল ছাটাবার পর (বিশেষতঃ শিশুদের) সর্দির মতো লক্ষণ প্রকাশ পেলে, বেলেডোনা ৬। পা ভিজ়ে স্নেল্মা স্মেল্মে, অ্যালিগ্রাম সিপা ০। পায়ের ঘাম লোপ পেলে সর্দি হলে সিলিকা ৬। ঘাম শরীরে ভিজ়ে ঘাম নিরোধের জন্য উপসর্গে রাসটল ৬ ব্যবহার্য।

## জানুয়ারিক ব্যবস্থা

শরীর গরম রাখা এবং পা শূন্য ও ঢেকে রাখা কর্তব্য। সুরাপান নিষিদ্ধ এবং মৎস্য, মাংস বা বেশী মশলাযুক্ত খাদ্য না খাওয়াই ভাল। শোবার আগে বড় এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। শোওয়ার আগে সর্বাঙ্গ ঢেকে শূলে ঘাম হলে অনেক সময় রোগের উপশম হয়। অনেক স্থলে ঠাণ্ডা জলের পর্ববর্তে দ্রুত সম ভাগ জলসহ ছুটিয়ে খেয়ে গা গরম করলেও উপকার দর্শে।

## ঠাণ্ডা লেগে সর্দি

প্রথম অবস্থায় (বিশেষতঃ শীতবোধ ও মূখ-মুণ্ডলে বা মস্তকে তাপাধিক্য লক্ষণে), অ্যাকোনাইট ০। নাক থেকে স্নেল্মা স্নাব পড়ার জন্য আঘ্রাণ ও আম্বান শক্তি লোপ পেলে, পালসেটিলা ৬।

সর্দি' লেগে নাকে ক্ষত এবং তার সঙ্গে চক্ষু ও মাথা উত্তপ্ত হলে, বেলেডোনা ৬ । সর্দি'র জন্য নাক বন্ধ হলে নাক্স-ভর্মিকা ৬ । এতে ভাল না হলে, ইপিকাক ৩ । শরীরের দক্ষিণভাগের চেয়ে বামভাগে অধিক বেদনা হলে এবং মূখ ফ্যাকাশে হলে স্পাইজিলিয়া ৬ । গাঢ় সর্দি' প্রাব, ঠোঁট শুকনো, মাথা কামড়ানি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রাইয়োনিয়া ৬ । রাত্রিকালে রোগ বাড়লে এবং রোগীর উষ্মতা বা খিটখিটে স্বভাব প্রকৃতি লক্ষণে, চায়না ৩x ।

### ঠা'ডা লেগে কাশি'

সর্দি'র সঙ্গে কাশি লক্ষণে কিংবা ঔষধ সেবনে অন্যান্য লক্ষণ প্রশমিত হবার পরও শুকনো কাশি চলতে থাকলে, নাক্স-ভর্মিকা ৬ । শুকনো কাশি এবং তার জন্য বমি বা বমি বমি ভাব লক্ষণে, ইপিকাক ৩ । কাশির সঙ্গে আঠা আঠাগলার উঠলে ( বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে ) ক্যামোমিলা ৬ ; কিন্তু কাশির সঙ্গে সরল গলার উঠলে পালসেটিলা ৬ । কাশির সঙ্গে হলদু গলার উঠলে, ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬ । শয্যার শোরার পর শস্য গরম হতে থাকে, তখন কাশির লক্ষণে, নাক্স-মস্কেটা ৩ । সরল কাশিতে পালসেটিলা ৬ । কষ্টকর কাশি ও বমি, বন্ধ ধড়মড় করা—বন্ধ জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে কার্বো-ভেজ ৬ সেবন বিধি ।

### ঠা'ডা লেগে শ্বাস

ঠা'ডা-লেগে দম আটকে যাওয়ার মত হলে, ইপিকাক ৩x, ইপিকাকে উপকার না হলে, আর্সেনিক ৬ সেবা । ঠা'ডা লেগে হাঁপানির মতো হলে, স্যাম্বুকা ১x ব্যবস্থা, এতে উপকার না হলে নাক্স-ভর্মিকা ৬ বা নেট্রাম সাল্ফ ৬x ব্যবহার ।

### ঠা'ডা লেগে উদরাময়

ঠা'ডা লেগে অনেকের উদরাময় হলে, ওপিরাম ৬ ; এতে উপকার না হলে, ডালকামারা ৬ প্রয়োগ করা উচিত । উদরাময়ে কোন বন্দনা থাকলে কিংবা রাগিতে বন্দনার লাভবোধ হলে, ফেরাম ৬ । গ্রীষ্মকালে ঘাম বের হবার সময় ঠা'ডা লাগার জন্য উদরাময় হলে এবং মলত্যাগে নাভির নিকট তীব্র বেদনা ও শ্লেষ্মা-রক্তাধি নিঃসরণ লক্ষণে, নাক্স-ভর্মিকা ৬ । সকালে রোগের বৃদ্ধিতে, সালফার ৩০ । গভীর রাগিতে বৃদ্ধি লক্ষণে, ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬ ।

### ঠা'ডা লেগে পেটে বেদনা

তীব্র-বেদনা ( বিশেষতঃ মল ত্যাগের আগে ) সরলান্তে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে, চায়না ৬ ।

অবসন্নতা, শীতবোধ, জ্বিহ্বা শ্বেত-লেপাবৃত, মূখে দৃগ্‌গন্ধ, পঞ্জরাস্থির নিচের ভাগে দক্ষিণ কৃকি থেকে বাম কৃকির দিকে আক্কেপিক বেদনার সম্ভার, ডালপেটে ব্যথা ও তার সঙ্গে উদরাময় এবং শিরঃরোগ প্রভৃতি লক্ষণে নাক্স-মস্কেটা ৩। অত্যন্ত বন্দুগার জন্য ছট্‌ফট্‌ করা, পেটে খালিবোধ, বমনেচ্ছা বা বমি পচা ডিমের মত দৃগ্‌গন্ধবৃত্ত, জলের সঙ্গে সবুজ রঙের মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যামোমিলা ৬ প্রযোজ্য। রাশির বেলা ঠাণ্ডা বাতাস লাগার জন্য পেট বেদনা, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণে মার্ক'উরিল্লাস ৬। ঘূতাক্ত, তৈলাক্ত বা চর্বিবৃত্ত দ্রব্যাদি খাবার পর ঠাণ্ডা লেগে পেট বেদনার, পালসেটিলা ৬। ঠাণ্ডা লাগার জন্য পেট বেদনার সঙ্গে অনিদ্রা, ক্রম্বনশীলতা প্রভৃতি লক্ষণে, কফিরা ৬।

### ঠাণ্ডা লেগে শিরঃরোগ ।

ঠাণ্ডা লেগে তাঁর শিরঃপীড়া। ( যেন মস্তক ফেটে যাচ্ছে ), সমস্ত রক্ত যেন মাথার দিকে ধাবিত হচ্ছে প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। মাথার স্থানে স্থানে ভারবোধ, কান ভৌ ভৌ করা, কানে কম শোনা প্রভৃতি লক্ষণে, ডালকামারা ৬।

মানের জন্য মাথা ঘোরা, পাকশয়ের গোলযোগ, বমি প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাণ্টিম ক্রুড ৬, ব্রায়েরিনা ৬। রোগী তার মাথার মগজ এত শিথিল মনে করে যে, মাথা নাড়লে বোধ হয় যেন মগজ তার মাথার খুলিতে ঠেকছে, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, আহারের পর রোগের বৃশ্চি প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স-মস্কেটা ৬।

### ঠাণ্ডা লেগে চক্ষুরোগ

অত্যন্ত বেদনা, উত্তাপ, প্রবাহ, চক্ষু হতে বাঁজাল জল পড়া, আলোক অসহ্য প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। এতে উপকার না হলে, মার্ক'উরিল্লাস ৬ ; মার্ক'উরিল্লাস ব্যর্থ হলে হিপার ৬। চোখে ঝাপসা দেখা, যে কোন রকমে ঠাণ্ডা লাগলে রোগের বৃশ্চি প্রভৃতি লক্ষণে, ডালকামারা ৬। এতে উপকার না হলে সাল্‌ফার ৩০ এবং সাল্‌ফার ব্যর্থ হলে, ক্যাল্‌কে কার্ব ৬ উপযোগী।

### ঠাণ্ডা লেগে কর্ণরোগ

কর্ণে নিম্নত গৃণ গৃণ শব্দ কানে কম শোনা প্রভৃতি লক্ষণে, ডালকামারা ৬। এতে উপকার না হলে সাল্‌ফার ৩০ ( বিশেষতঃ পৃঞ্জ পড়া ও তার সঙ্গে গৃণ গৃণ শব্দ এবং কর্ণ মধ্যে জ্বালা লক্ষণে ) প্রযোজ্য। কান থেকে জল, পৃঞ্জাদি নিঃসৃত হওয়া, কানের বাইরের দিকে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা—এবং এই বেদনার জন্য ক্যামোমিলা ৬। কানে চাঁড়ুমারা ছিন্নকর বা কিছু ফোঁটার মত ব্যথা হলে, নাক্স-ভর্মিকা ৬। কান

পাওয়া, কান ঝাল, গরম ও চটেটে হওয়া কিংবা কান থেকে পুঁজ পড়া, কানে বা মদুছে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হলে, পালসেটিলা ৬। শিশুদের কানের ব্যথা ঠান্ডা লেগে বৃষ্টি বোধ করলে, পালসেটিলা উপযোগী। পালসেটিলা ব্যর্থ হলে, ডালকামারা ৬ কিংবা রাসটক্স ৬ প্রয়োগ করা উচিত। কানের মধ্য গুণ গুণ শব্দ, কান দিয়ে পুঁজ পড়া এবং কানের চারপাশে বা গলার সামনের গ্রন্থির ক্ষীত, কান ছিঁড়ে যাচ্ছে বা গুলি বেঁধার মতো বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, মার্কিউরিয়াস ৬ প্রয়োগ। অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশিত হলে কান চুলকান এবং লাল উত্তপ্ত হলে কানে গুণ গুণ শব্দ ও দপদপানি লক্ষণ বর্তমান থাকলে, হিপার সালফার ৬।

### ঠান্ডা লেগে দাঁতের ব্যথা

ঠান্ডা-জনিত দাঁতের ব্যথায় ক্যামোমিলা ৬, কিংবা নার্স-ময়েটা ৬ উত্তম ঔষধ। ঠান্ডা লাগলেই যাদের দস্তশূল হয়ে থাকে, তাদের পক্ষে, প্রথমে চায়না ৬ কিংবা মার্কিউরিয়াস ৬ এবং পরে সালফার ৩০ প্রয়োগের বিধি।

### ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথা

অত্যন্ত শীতল জল খাওয়ার জন্য গলার ব্যথা ( বিশেষতঃ গলা সর্বদা শুকনো ও গরম বোধ, থুতু ওঠা ও তালমূল ক্ষীত হওয়া লক্ষণ )—বেলেডোনা ৬ বা সালফার ৩০। ঠান্ডাজনিত গলার ব্যথা মাদ্রেই ( বিশেষতঃ জিহ্বার পক্ষাঘাতে ও অধিক ঘাম প্রভৃতি লক্ষণে, ডালকামারা ৬, বিফল হলে, মার্কিউরিয়াস ৬।

### ঠান্ডা লেগে বমি বমি ভাব

ঠান্ডা লাগার জন্য ( বিশেষতঃ কোন চর্মরোগ বসে যাবার পর ) বমি বা বমিভাব হলে, ইপিকার ৩ বিশেষ ফলপ্রসূ। এতে উপকার না হলে এবং অল্প বা ততো বমি ও তার সঙ্গে ঘন ঘন শূন্য ঢেঁকুর উঠতে থাকলে, বেলেডোনা ৬। কেবল আঠা আঠা গলার উঠতে থাকলে ডালকামারা ৬। পরিশ্রম, আহার, বাক্যলোপ কিংবা নিদ্রার পর রোগের বৃষ্টি মার্কিউরিয়াস ৬ বা আর্সেনিক ৬। আক্ষেপ সহ বমি হলে কিউপ্রাম ৬ ৫ বরফ জল কিংবা ঠান্ডা ফল খাওয়ার পর বমি বা বমিভাব হলে, কার্বোভেজ্জ ৬।

### ঠান্ডা লেগে অজ-সংক্রান্ত বেদনা

আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা, আক্রান্ত স্থানে এত বেদনা যে রোগী ক্রমাগত শাশ-পরিবর্তন করে এবং তার সঙ্গে বিছানা শক্তবোধ লক্ষণে—আর্শিকা ৩। বেদনার সঙ্গে জ্বর, শূন্য বুক, অস্থিরতা, তৃষ্ণা প্রভৃতি হলে—অ্যাকোনাইট ৩। বিপ্রামকালে এবং রাতে

বেবনার বৃক্ষ, পায়ে জ্বালা বা পা ফোলা, স্বক শূকনো, ঘাড় আড়ন্ত, ঘামে বৃক্ষ প্রভৃতি হলে—ডালকামারা ৬ বা মার্কিউরিয়াস ৬। হাঁটু, হাত বা আঙ্গুলের সন্ধি স্থলে ক্ষয়িত হলে, প্রথমে সালফার ৩০ এবং পরে—ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬ প্রযোজ্য। বিশ্রামকালে বা রাত্রিতে রোগের বৃক্ষ, পায়ে জ্বালা, হাত-পা ঠাণ্ডা, ঘাড় আড়ন্ত ও বৃক্ষ ঘাম প্রভৃতির জন্য—ডালকামারা ৬, এটা ব্যর্থ হলে মার্কিউরিয়াস ৬। কখনও শীত কখনও বা গরমের সঙ্গে জ্বর লক্ষণে—নাক্সভমিকা ৬। শিশুদের পক্ষে অ্যাকোনাইট বা ক্যামোমিলা ৬ উত্তম ঔষধ। আবশ্যিক মত নেট্রাম সালফ এবং রাসটর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

### অত্যধিক গরম বা তাপ লাগার জন্য পীড়া

শরীরে অত্যধিক গরম লাগলে সর্দি গর্মি, শিরঃরোগ উদরাময়, প্রভৃতি নানা পীড়া হয়ে থাকে।

### অত্যধিক গরম লাগার জন্য সর্দিগর্মি

গরমকালে উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে বা উষ্ণ বায়ুতে দ্বারা অত্যধিক পরিশ্রম করে, তারা প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হয়। হঠাৎ মাথা ঘুরে রোগী টলতে থাকে এবং পড়ে যার ও তারপরে মরে যার।

### চিকিৎসা

ঠাণ্ডা গায়ে ঠাণ্ডা ঘাম, মাথা উত্তপ্ত একদৃষ্টি (Stering), চোখের তারা সংকুচিত বা প্রসারিত, বাকরোধ, মূর্ছা বমিভাব বা বমি প্রভৃতি লক্ষণে, ম্যানিয়ন ৩। প্রবল হৃৎকা, মূখ লাল হওয়া বা ক্রমাগত মূখের রঙের পরিবর্তন—চোখ ঘোরে, দাঁত কড়মড় করা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩। চোখ অর্থনির্মীলিত বা স্থির দৃষ্টি, মূখ লাল, মাথা এবং সর্বত্র উত্তপ্ত, অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঁপনি বা আক্কেপ, শিরোধ্বর্ষন, গভীর নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩। সূরাপার্মাঘের জন্য সর্দিতে নাক্স ভমিকা ১x বিশেষ ফলপ্রদ। নাক্স ভমিকার উপকার না হলে—আসেনিনিক ৩ ব্যবহার্য।

### জানুয়ারিক চিকিৎসা

রোগ হওয়া মাত্র রোগীকে ঠাণ্ডা জায়গায় এনে মাথার গরম জলের ধারা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বরফ প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিবেশ এবং রক্তমোক্ষণার্থে ক্লিরা প্রাণরক্ষক।

### উত্তাপজনিত মাথাঘোরা

মাথায় পূর্ণতাবোধ, মাথা নীচের দিকে নেমে পড়ে, ঝড়কলে মাথা বেদনা বাড়ে, জ্বর, তৃষ্ণা, বমি, অনিদ্রা, চমকে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩; কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে এবং কাপড়ের ভারও অসহ্য বোধ হলে, ব্রাইয়োনিয়া ৬। আগুনের তাপে থাকবার পর বা কাপড় হাঁস ২২বার পর ( ধোপাবের ) শিরঃ পীড়া জনিত বমি, বমিভাব প্রভৃতির জন্যে, ব্রাইয়োনিয়া ৬ উপকারী। উত্তাপ লাগলেই মাথা ঘোরা এবং চোখে বেদনা বোধ প্রভৃতির জন্যে, কার্বো ভেজ ৬। মাথা এত ধক ধক বা টিপটিপ করে যে, রোগীর মনে হয় যেন মাথা ফেটে যাবে, মাথা ভার, বমি প্রভৃতি লক্ষণে, গ্লোনরিন—৩।

### উত্তাপজনিত উদরাময়

গরমকালে অত্যধিক তাপে উদরাময়সহ জ্বর হলে ব্রাইয়োনিয়া ৬। গরমকালে অত্যধিক তাপ পেটে শূল বেদনা হলে এক্ষেত্রেও ব্রাইয়োনিয়া উপকারী। গরমকালে তাপ অসহ্য, গরমে কাজ করতে অসমর্থ এবং রাত্রির বেলা অধিক ঘাম ও পাকশয় বা উদরের গোলযোগে ব্রাইয়োনিয়ার উপকার না পেলে—অ্যাটিম-ক্রুড ৬। তাপ জনিত বমি বা বমিভাব হলে ও অন্য ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলে—সাইলিসিয়া ৬ ব্যবহার্য।

### অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ক্রান্তিজনিত পীড়া

দুর্বলতা জনিত ক্রান্তি বা ব্যায়ামের পর ক্রান্তিবোধের জন্যে, আর্সেনিক ৬। পরিশ্রমের জন্য ঘাম ঠাণ্ডা বায়ু বা জলের দ্বারা বিলোপ করার ফলে অথবাকোন ভারী জিনিষ তুলে ক্রান্তি হয়ে পড়লে, রাস-টক্স ৬। ক্রান্তিজনিত মূচ্ছার ভিরেটাম ৬, এতে উপকার না হলে, জেলসিমিয়ার ৩। দীর্ঘকাল অনাহার জনিত ক্রান্তিতে, কফিয়া ৬। অত্যধিক ঘাম, দুর্বলতা ও নিশাঘর্মে, চায়না—৬।

দুর্বলতাসহ উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ও দ্রুত নাড়ীর জন্যে, অ্যাকোনাইট ৩ এবং এতে উপকার না হলে ব্রাইয়োনিয়া ৬। সামান্য পরিশ্রমে ক্রান্তি বোধ বা গাড়ী, নৌকা, ট্রাম প্রভৃতিতে চড়বার পর বমি বা বমি বমি ভাব লক্ষণে, কার্বউলাস ৬। গাড়ী প্রভৃতি আরোহণে মাথা ব্যথা, পিঠ ব্যথা, বমি ভাব ইত্যাদি কষ্টের লক্ষণের বৃদ্ধি লক্ষণে, নাক্সভম ৩০। অত্যধিক পরিশ্রমে বা ভ্রমণাদির পর সর্বদা টাটানি হলে, আর্গিকা ৩।

### আনুমানিক ব্যবস্থা

গরম জলে স্নান বা সামান্য লবণ মিশিয়ে গরম জলে গা ডুবিয়ে রাখলে অনেক সময় ক্রান্তি নিবারণিত হয়। চা পানে সব সময় উপকার হয়। এতে উপকার না হলে

রাস টক্স ৬ বা ৩০ খাওয়া খুব ভাল। গা-হাত টিপে দিলেও অনেক সময় উপকার পাওয়া যেতে পারে।

### অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের জন্য পীড়া

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের জন্য উদরাময়, শিরঃপীড়া, ক্লাস্টিক, মূর্ছা, প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স-ভর্মিকা ৩০ (সূর্যাস্তকালে সেবনীয়)। এতে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলে কিছুদিন পর লক্ষণের পুনঃ প্রকাশ পেলে, সাল্‌ফার ৩০। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মাথা ঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। উক্ত ঔষধে উপকার না হলে, বিশেষতঃ সামান্য মানসিক পরিশ্রমে মাথা ঘোরা লক্ষণে, ক্যাল্‌কোরিয়া ৬ বা ল্যাকেসিস ৩০।

### আনুর্ধ্বিক ব্যবস্থা

অত্যধিক লেখাপড়া প্রভৃতি মানসিক পরিশ্রম, অধিকতর ব্যায়াম করা উচিত। লবু ও পুর্নিকের পথ্যাদি ভোজন এবং সহ্য হলে নিত্য ঠাণ্ডা জলে স্নান করা হিতকর।

### রাগি জাগরণের জন্য পীড়া

রাগি জাগরণের জন্য উপসর্গে (যথা, মাথাধরা, বমিভাব, শীতবোধ, দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে) নাক্স-ভর্মিকা ৩ বা ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। যারা আদৌ রাগি জাগরণ করতে পারে না তাহদের পক্ষে কিকউলাস ৬ বা ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৩০ বিশেষ উপকারী। চা, কফি, মদ্য প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য সেবন করে তির্যাক্ত জাগরণের জন্য বমি বমি ভাব, শীত প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স-ভর্মিকা ৩ এবং আলোক অসহনীয় লক্ষণে, পালসেটীলা ৬, মানসিক উত্তেজনায় রাগিতে নিদ্রার অভাব এবং দাঁড়াইলে ক্লাস্টিকবোধের জন্য, চায়না ৬।

### অমিতাচারের জন্য পীড়া

এর প্রধান ঔষধ চায়না বিশেষতঃ পানাহার সম্বন্ধীয় অমিতাচারের বা অত্যাচারে। এতে উপকার না হলে, অ্যাসিড-ফস, নাক্স-ভর্মিকা ৬, সাল্‌ফার ৩০, স্ট্যাফিস্যাগ্লরা ৬ আকস্মিক মত দেওয়া যেতে পারে। হস্তমৈথুন জনিত অত্যধিক দুর্বলতা লক্ষণে, চায়না ৬, স্ট্যাফিস্যাগ্লরা ৬ বা অ্যাসিড-ফস ৩ প্রযোজ্য।

### আনুর্ধ্বিক ব্যবস্থা

অসংস্র, অল্পীল পুস্তক পাঠ এবং সুরাপানাদি কু-অভ্যাস নিষেধ। মন সর্বদা



কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত রাখা শৃঙ্খলারক। অত্যধিক খাওয়া বা নিদ্রা-  
অহিতকর। পের্লাজ, মাংস প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য না খাওয়াই ভাল।

### রক্ত-রক্তাঙ্গির কয়ের জন্য পীড়া

অপরিমিত ঘাগ, বহুদুগ্ধ, উদরাময়, স্তন হতে অত্যধিক দুগ্ধক্ষরণে, অপরিমিত  
রক্তঃস্রাব বা রেতঃপাত এবং রক্তপাত প্রভৃতি কারণে রক্ত বা শরীরের জলীয় ভাগের হ্রাস  
হয়ে থাকে। মাথা কিম্বা কিম্বা করা, শিরঃরোগ, দুর্বলতা, আক্ষেপ, মুর্ছা, প্রভৃতি  
এর প্রধান কারণ।

### চিকিৎসা

এই রোগের সব প্রকার অসুখে চায়না ও প্রধান ঔষধ। চায়নার কিছু মাত্র উপকার  
না হলে ফস্ফোরিক এসিড ও দেওয়া বিধেয়। ওটাও ব্যর্থ হলে, নাক্স-ভার্মিকা ও,  
আর্সেনিক ও বা সাল্ফার ৩০ দেওয়া উচিত।

### আনুর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা কর্তব্য। দুগ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত। আক্ষেপ ও  
মুর্ছাদি অবস্থায় অল্প ঠান্ডা জল ( বা উষ্ণ দুগ্ধসহ জল ) দেওয়া উচিত।

### অপরিমিত খাদ্য খাওয়ার জন্য পীড়া

অত্যধিক গুরুদ্রব্য খাওয়া অথবা তেল জাতীয় দ্রব্যে চর্বিযুক্ত খাদ্য কিংবা  
মাখন ভোজনের পর পেট কামড়ানি, পেটে চাপ বোধ, বমি বমি ভাব, উদগার প্রভৃতি  
লক্ষণ প্রকাশ পেলে, পালসেটিলা ও। রোগীর চেহারার বিকৃতি ও অবিরত বমির ভাব  
হলে, ইপিলাক ০। উদগারে তিতো, ব্রাইল্লোনিয়া ও। অত্যধিক বমি, পুনঃ পুনঃ  
জল পানের ইচ্ছা ও জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ও। বরফ জল পান বা  
লবণের জিনিষ খাবার পর অসুখ হলে, কার্বো-ভেজ ও। আইসক্রীম ( বা কুর্লি বরফ )  
বা জল খাবার পর অসুখ হলে, আর্সেনিক ও, খুব গরম জিনিষ খেলে পাকস্থলীর  
গোলধোলে, কীটকাম ও।

### আনুর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা

গুরুদ্রব্য দ্রব্য বর্জনীয়, ঘোঁস, বালি, পাতিলেবদ, কোল প্রভৃতি পথ্য উপযোগী।  
রোগের উৎকট অবস্থায় উপবাস বা অর্ধ উপবাস বিশেষ হিতকর।

## অত্যধিক খাওয়ার জন্য শিশুর পীড়া

অত্যধিক খাওয়া বা জোলাপ নেওয়ার জন্য শিশুর ভেদ বমি হতে থাকলে, ইপিকাক ৩x, ইপিকাক ব্যর্থ হলে পালসেটিলা ৬। বিস্কু বমিসহ ভেদ না হয়ে যদি কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকে তা হলে নাক্স-ভর্মিকা c, বেশি পরিমাণে ভেদ নিঃসরণ (অজীর্ণ মল) জন্য শিশু অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়লে (বিশেষতঃ জোলাপ খাওয়ার পরে) চারনা ৬।

## আনুর্বাধিক ব্যবস্থা

শিশুকে বেশি পরিমাণ বা ঘন ঘন খাওয়ান উচিত নয়। জল, বার্লি, সাগু, এবং জল মিশানো দুধ দেওয়া ভাল। শিশুকে অধিক দোলা দেওয়া ভাল নয়। ক্যান্টর অয়েল, চুনের জল, বিট লবণ প্রভৃতি খাওয়ানো ক্ষতিকর হয় অনেক সময়।

## অপরিমিত আহ্বারের জন্য মাথা ধরা

পাকস্থলীর গোলযোগের জন্য বমিভাব ও মাথা ধরা (মাথা যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে) লক্ষণে, ইপিকাক ৩, মাথা ব্যথা, মাথা দপ্ দপ্ করা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, জ্বালা করা মাথা চাপ খরে থাকে, মাথা নীচু করলে বা নাড়লে চাড়লে শিরঃপীড়া আরও বাড়লে ব্রাইয়োনিয়া ৬। বমি বমি ভাব সঙ্গে মাথা টিপ্টিপ্ করলে বা কামড়াতে থাকলে এবং কথা বলতে বন্ধ হলে, অ্যাকোনাইট ৩; তৃষ্ণাহীনতা, মূখে পচা বা মাটির মত আম্বাদ, মাথার একাধিক ধরা বা মাথা টিপ্টিপ করা প্রভৃতি লক্ষণে, পাল্‌স ৬। পানাহার জ্ঞানত মাথা ভার, মূখে লবণ আম্বাদ, পেট সৈটে ধরা আছে বোধ প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ—৩।

## অপরিমিত পানাহারের জন্য বমির ইচ্ছা

সব সময় বমির ইচ্ছা হলে, ইপিকাক ৩x। বমির ইচ্ছার সঙ্গে উদগার, মূখ শুকনো অথবা তৃষ্ণাহীনতার লক্ষণে, পাল্‌স ৬। চোঁয়া ঢেকুর উঠা বা ভুক্তপ্রবোর আম্বাদ সহ উদগার হলে, অ্যাপ্টিম ক্লড ৬, অবস্থাভেদে নাক্সভম ৬ উপযোগী।

## অপরিমিত পানাহারের জন্য বমি

জিহ্বা লেপাবৃত ও পাকাশয়ের গোলযোগের জন্য বমি হলে ইপিকাক ৩x। বিস্কু বমির সঙ্গে জিহ্বা পরিষ্কার লক্ষণে, অ্যাপ্টিম টার্ট ৬। ইপিকাকের বমির ইচ্ছা অবিরাম, অ্যাপ্টিম টার্টের বমির ইচ্ছা বমির পরই নিবৃত্তি। আঁতরিয়া খেলে বমি, মূখে তিত্তা আম্বাদ, বমির পর গলা জ্বালা হলে, পাল্‌সেটিলা—৬।

### অপরিমিত পানাহারের জন্য পেটকাঁপা

পেটকাঁপা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, নাভির নিকটবর্তী স্থানে বেদনা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, জলপানের পর শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণে ( বিশেষতঃ কফি প্রভৃতি বায়ু বৃদ্ধিকর দ্রব্য আহ্বারের পর রোগ হলে ) চায়না ৬ । তরল পদার্থ পানের পর উপসর্গে, নাক্ত ভমিকা, তেল বা ঘি, চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়ার পর বেশি পরিমাণে জ্বল খেয়ে পেট ফাঁপলে এবং পেট ভুটভাট করতে থাকলে, পালসেটিলা । যাদের নিম্নতই পেট ফাঁপে তাদের পক্ষে কার্বো ভেজ ৬x চূর্ণ উপকারী ।

### আনুমানিক ব্যবস্থা

যাদের সব সময় অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয় তাদের ডিম খাওয়া উচিত নয় ।

### অপরিমিত পানাহারের জন্য শূলবেদনা

যাদের সব দীর্ঘ অত্যধিক খেলে শূল বেদনা হয়, পালসেটিলা ৬ বা ইপিকাক ৩x । পেট কামড়ানি, পেট ব্যথা এবং পেটে দারুণ শূল বেদনার জন্য রোগী মূঢ়ে পড়লে কলোসিন্ধ—৬ ।

### অপরিমিত পানাহারের জন্য উদরাময়

পাকাশয়ের গোলযোগের জন্য উদরাময় হলে পালসেটিলা ৬ । বমির ইচ্ছা বা বমির সঙ্গে উদরাময় হলে ইপিকাক ৩x । উদরাময়ের সঙ্গে অনিদ্রায়, কফিয়া ৬, মলত্যাগের পর দুর্বলতা, পেটে বেদনা এবং তা তলপেট হতে উপর দিকে উঠতে থাকলে ও বমির ইচ্ছা হলে, নাক্ত ভমিকা ৬ । দুর্গন্ধ ভেদ ঘনি ও উদরে জ্বালা ও বেদনা হলে আর্সেনিক—৬ ।

### অপরিমিত পানাহারের জন্য অনিদ্রা

অত্যধিক খাওয়ার জন্য অনিদ্রায় কফিয়া ৬ ( বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে ) । উগ্র কফিপান জনিত অনিদ্রায়, নাক্ত ভমিকা ৩x ।

### অপরিমিত পানাহারের জন্য বোবায় ধরা

ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ এক রকম যন্ত্রণা হয়, বুক চাপবোধ হয়, হাত পা নাড়বার কথা বলবার শক্তি থাকে না—দম আটকাবার ত হয় । কেবল গৌ গৌ শব্দ বের হতে থাকে, কিছুক্ষণ এই রকম কষ্ট ভোগের পর ঘুম ভেঙ্গে যায় । এব নাম বোবায় ধরা বা বুক চাপা স্বপ্ন । মদ খাওয়ার পর এই রকম স্বপ্নে, নাক্ত-ভমিকা ১x, কিন্তু ঘুম পেট ভরে খাওয়ার পর হলে নাক্তভমিকা ৩, অজীর্ণতাব জন্য হলে, পালসেটিলা—৬ ।

## আনুমানিক ব্যবস্থা

অতিরিক্ত খাওয়া বা যাতে অজীর্ণ হয় এইসব জিনিষ খাওয়া উচিত নয় । খাওয়ার পর শোয়া নিবেশ ।

## অগ্নিরমান' খাওয়ার দোষে পিত্ত

খাওয়ার দোষে গারে পিত্ত ( পিত্ত দৃষ্ট এক প্রকার উশ্বেদ ) দেখা দিলে ও তার সঙ্গে শীত হলে, পালসেটিলা ৬, পিত্ত সঙ্গে বামি বা শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হলে ইপিপাক ৩x, এতে ফল না হলে ব্রাইয়োনিয়া ৬ ।

## বরফ খাওয়া বা ঠাণ্ডা জল খাওয়ার জন্য পীড়া

বহু দিন ধরে বরফ বা ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার জন্য অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গে, কার্বোভেজ ৬ । গরমকালে ঠাণ্ডা জল খাওয়া বা বরফ খাওয়ার পর সহসা পীড়া হলে, ওপিগাম ৬ বা গ্লোনয়িন ৩ । তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্য পাকস্থলীর গোলযোগে, সাইলিসিয়া ৬ ।

## কোন ঔষধের ! পর কোন কোন ঔষধ বেশ খাটে

( The Remedy is Followed Well )

## ঔষধের নাম ও তার পরবর্তী অনুকূল ঔষধগুলি

অরাম মেট—অ্যাকোন, বেল, ক্যাল্কে, চায়না, লাইকো, মার্ক, অ্যাসিড নাই, পালস, রাস, সিপি, সালফ, সাইলিসিয়া ।

আয়োডিয়াম—ব্যাডি, লাইকো, পালস, অ্যাকোন, আর্জ নাই, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে ফস, কেলিবাই, মার্কসল, ফস্ফা ।

আর্জেণ্টাম-নাই—ক্যাল্কে, কেলি-কার্ব, লাইকো, মার্ক, পালস, সিপি, স্পাই, স্পঞ্জি, ব্রাইয়ো, ভেরে, হাইড্রো ।

আর্জেণ্টাম-মেট—ক্যাল্কে, পালস, সিপি ।

আর্শিকা—অ্যাকোন, ইপি, রাস, ভেরে, হাইড্রো, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ব্যারামি, ক্যাষ্ট, ক্যাল্কে, চায়না, ক্যামো, ক্যালেন্ড্র, কোনি, হিপার, অ্যায়োড, নাক্স, ফস্ফা, লেডাম, পালস, সোরি, রুটা, অ্যাসিড-সালফ, সালফ, বার্বা ।

আর্সেনিক-অ্যাল্ব—আলি-স্যাট, কার্বো-ভেজ, নেট্রাম সালফ, ফস্ফা, পাইরো, থুজা, এপিস বেল, ক্যাষ্ট, ক্যামো, চায়না, সাইকিউ, ফেরাম, অ্যাসি-ম্ন, হিপার, আয়োড, ইপি, কেলিবাই, লাইকো, মার্ক, নাক্স, ব্যারামি, ক্যাল্কে-ফস, চেলি, ল্যাকে, সালফ, রাস ।

অ্যানোইট—আর্ণ, কফ, সালফ, অ্যান্ড্রো, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাষ্ট, ক্যাল্কে ককিউ, ক্যান্থা, হিপার, ইপ, কেলি ব্রোম, মার্ক, পালস্, রাস, সিপি, স্পাইজ, স্পিজ, সাইলি ।

অ্যাগাবিকাস—বেল, ক্যাল্কে, কিউপ্রাম, মার্ক, ওপি, পালস্, রাস, সাইলি, ট্যারেন্ট, টিউবার ।

অ্যাগনাস ব্যাষ্টাস—আর্স, ব্রাইয়ো, ক্যালোডিয়াম, ইমে, নাইকো, সালফ, সোলিন ।

অ্যাক্সটুরা—বেল, ইমে, লাইকো, সিপি ।

অ্যাক্টিম ক্রুড—ক্যাল্কে, ল্যাকে, মার্ক, পালস্, সিপি, সালফ, সিল ।

### ঔষধের নাম ও তার পরবর্তী প্রতিকূল ঔষধগুলি

অ্যাক্টিম টার্ট—ব্যারা কার্ব, সিনা, ক্যান্থ, পালস্, সিপি, সালফ, টের, কার্বো ভেজ, ইপি ।

অ্যানাকার্ডিয়াম—লাইকো, পালস্, প্র্যাটি ।

অ্যান্থ্রাক্সিনাম—অরাম-মি, সাইলি ।

অ্যামন কার্ব—বেল, ক্যাল, লাইকো, ফস্ফা, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, ভিরে, ব্রাইয়ো ।

অ্যামন মিউর—অ্যাক্টিম ক্রুড, কফিয়া, মার্ক, ফস্ফা, রাস ।

অ্যাম্রাগ্রিসিয়া—লাইকো, সিপি, পালস্, সালফ ।

আর্টিমিসিয়া—কিষ্ট ( Wine ) নামে সুব্রায় আর্টিমিসিয়া ঔষধটি সেব্য ।

অ্যালিউমিনা—আর্জ মেট, ফেরাম ।

অ্যালো—কেলি বাই, সিপি, অ্যাসিড-সালফ, সালফ ।

অ্যালিয়াম সেপা—ক্যাল্কে, সাইলি, ফস্ফা, পালস্, সার্সা, থুজা ।

অ্যালিয়াম স্যাটাইভা—আর্স ।

অ্যাসিফিটিডা—চায়না, মার্ক, পালস্ ।

অ্যাসারাম-ইউ—বিসমাথ, কিষ্ট, পালস্, সাইলি, অ্যাসিড সালফ ।

অ্যাসিড অ্যাসেট—চায়না ।

অ্যাসিড নাইট্রিক—আর্ণ, অরাম, বেল, ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, সিকেলি, কেলি কার্ব, ক্রিলো, মার্ক, ফস্ফা, পালস্, সিপি, সাইলি, সালফ, থুজা, আর্স, ক্যালোডিয়াম ।

অ্যাসিড-ফস—আর্স, বেল, ক্যাল্কে-ফস, কিষ্ট, চায়না, ফেরাম, অ্যাসিড ক্রুড ফেরাম ফস, কেলি-ফস, লাইকো, নেট্রাম-ফস, নাক্স, সিপি, পালস্, রাস, সোলিন, সালফ, ভিরে ।

অ্যাসিড-ক্ল—গ্র্যাফা, অ্যাসিড-নাই, সাইলি ।

অ্যাসিড মিউর—ক্যাল্কে, কেলি কার্ব, পালস্, সিপি, সাইলি, নাক্স ।

আসিড সালফ—আর্শ, রুটা, ক্যালেক, কোনি, লাইকো, গ্ল্যাটি, সিপি, সালফ, পালস্ ।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফ—নেট্রাম মি, সিপি, টিউবারকু ।

ইউফর্বি'রাম—ফেরাম, ল্যাকে, পালস্, সিপি, সালফ ।

ইউফ্লেসিয়া—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, কোনি, মার্ক, নাক্স, ফস্ফো, পালস্, বাস, সাইলি, সালফ, লাইকো ।

ইফ্লেসিয়া—বেল, ক্যালেক, চায়না, কবিউ, লাইকো, পালস্, রাস, নাক্স, সিপি, সালফ, জিঙ্ক, সাইলি, নেট্রাম-মি ।

ইথুসো—ক্যালেক ।

ইপিকাক—অ্যাণ্টিম ক্রুড, আস্, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যালেক, এপিস, ক্যাডমি, ক্যামো, চায়না, ইয়ে, নাক্স, পালস্, পডো, বিউম, সিপি, সালফ, ট্যাবা, ভেবে, অ্যাণ্টিম টার্ট, কিউপ্রাম, আস্ ।

এপিস—আস্, গ্রাফা, আয়োড, কেলি বাই, লাইকো, ফস্ফো, স্ট্র্যামো, সালফ, আর্শ, নেট্রাম মি ।

এরাম—ইউফর্বি' ।

ওপিয়াম—অ্যাকোন, অ্যাণ্টিম টার্ট, বেল, ব্রাইয়ো, হায়ো, নাক্স মস্ক, নাক্স ভম, স্যাম্বু ।

ওলিয়ে'ডার—কোনি, লাইকো, নেট্রাম মি, পালস্ রাস, সিপি, স্পাই ।

ওসিমাম—ডায়াস্কে ।

কবিউলাস—আস্, বেল, হিপার, ইয়ে, লাইকো, নাক্স, রাস, পালস্, সালফ ওপি ।

কফ্ফিয়া—অরাম, বেল, অ্যাসিড-ফ্রু, লাইকো, নাক্স, সালফ, অ্যাকো ।

কোর্যালিয়াম—সালফ ।

কলচিকাম—বেল, ব্রাইয়ো, কণ্ঠ, ক্যামো, নাক্স, সালফ, বাস, সিপি ।

কলোসিস্থ—বেল, ব্রাইয়ো, কণ্ঠ, ক্যামো, নাক্স, সালফ, স্ট্যাফি, মার্ক ।

কল্চিকাম—অ্যাণ্টি-টার্ট, অরাম, গুয়ে, কেলি আয়োড, ক্যালেক, নাক্স, পালস্, রাস, সিপি, সাইলি, স্ট্যানাম, সালফ, লাইকো, পেট্রোসে, কার্বো'ভেজ ।

কার্বো-অ্যানিমেলিস—আস্, বেল, ব্রাইয়ো অ্যাসিড-নাই, ফস্ফো, পালস্, সিপি, সাইলি, সালফ, ভিরে ( কার্বো'ভেজ ) ক্যালেক ফস ।

### ঔষধের নাম ও তার পরবর্তী অনুকূল ঔষধগুলি

কার্বো'ভেজ—আস্, অ্যাকোন, চায়না, লাইকো, নাক্স, অ্যাসিড ফস, পালস্, সালফ, ভেরে, ড্রুসে, ক্যালি কার্ব, ফস্ফো ।

কিউপ্রাম অ্যাসেট—ক্যালেক, জেলস্, সাইকিউ, জিঙ্ক ।

বিউপ্রাম-মেট—আর্স, বেল, কণ্ঠ, সাইকিউ, হায়োসা, পালস্, -ট্র্যামো, ভিরে, জিঙ্ক, ক্যাল্কে ।

কোর্ল-আয়োড—অ্যাসি নাই ।

কোর্ল-কার্ব—কার্বো ভেজ, নাক্স, অ্যাসিড নাই, ফস্ফা, সিপি অ, অ্যাসিড ক্ল, লাইকো, পালস্, সালফ ।

কোর্ল নাইট্রিকাম—বেল, ক্যাল্কে, পালস্, রাস, সিপি, সালফ ।

কোর্ল বাই—অ্যাসিটম টার্ট, আর্স, পালস্, কার্বো ।

কোর্ল ব্রোমোটাম—ক্যাঙ্ক ।

কোর্ল সালফ—অ্যাসিড অ্যাসে, আর্স, ক্যাল্কে, হিপার, কোর্ল কার্ব, পালস্, রাস, সিপি, সাইলি, সালফ ।

কোর্লিয়াম—ব্যারাম, আর্গ, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে আর্স, সাইকিউ, ড্রসে, লাইকো, নাক্স, সোবি, ফস্ফা, পালস্, রাস, স্ট্র্যামো, সালফ ।

ক্যাঙ্কাস—ট্রিজ, ইউপেটো-পার্ব ল্যাঙ্কে, নাক্স, সালফ ।

ক্যাডামিয়াম—বেল, কার্বো ভেজ, লোবে, অ্যাসিড নাই ।

ক্যানাবিস-স্যাটাইভা—বেল, হায়োসা, লাইকো, নাক্স, ওঁপ, পালস্, সালফ, ভিরে ।

ক্যান্থারিস—ক্যাঙ্ক, বেল, কোর্ল আয়োড, কোর্ল বাই, মার্ক, ফস্ফা, পালস্, সিপি, সালফ ।

ক্যামোমিলা—বেল, ম্যাগ-কার্ব, পালস্, অ্যাকোন, আর্গ, ব্রাইয়ো, ক্যাঙ্ক, ক্যাল্কে, কিকিউ, ফর্ম, নাক্স, রাস, সাইলি, সিপি, সালফ ।

ক্যাল্কেরিয়া আর্স—কোর্ল, গ্লোন, ওঁপ, পালস্ ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব—বেল, রাস, অ্যাগাব, বোরাক্স, বিনমাথ, ড্রসে, ডালকা, ইপি, কোর্ল বাই, লাইকো, নেট্রাম-কার্ব, গ্র্যাফা, নাক্স-ভম, ফস্ফা, পালস্, পডো, প্যাটি, সাইলি, সিপি, সাসা, টিউবার, থেরিডিয়াম ।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস—হিপার, রুটা, সালফ, জিঙ্ক, রাস, আয়োড, সোরি ।

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুরোরেটা—ক্যাল্কে, ফস, অ্যাসি-ফস, নেট্রাম-মি, সাইলি ।

ক্যালুমিয়া—ক্যাল্কে, লাইকো, নেট্রাম-মি, পালস্, পাইইঙ্ক, অ্যাসিড বেঞ্জো ।

ক্যালোর্ডিয়াম—অ্যাসি-নাই, অ্যাকোন, কণ্ঠ, পালস্, সিপি ।

ক্যালোথুলা—হিপার, আর্গ, আর্স, ব্রাইয়ো, অ্যাসি-নাই, ফস্ফা, রাস ।

ক্লোরোজোটাম—আর্স, বেল, ক্যাল্কে, কোর্ল কার্ব, লাইকো, অ্যাসি-নাই, নাক্স, রাস, সিপি, সালফ ।

ক্রোকাস—চায়না, নাক্স, পালস্, সালফ ।

ক্রোটন টিগ্লিয়াম—রাস ।

ক্রিমোটিস ইরেট্টা—ক্যাল্কে, রাস, সিপি, সাইলি, সালফ ।

গ্লুকোম—ক্যাল্কে, মার্ক ।

গ্যাফাইটিস—আর্স, কণ্ট, হিপার, ফেরাম, লাইকো. ইউফার্ব, নেট্রাম-সালফ, সাইলি ।

চারনা (সিম্বোনা)—ফেরাম, অ্যাসি অ্যাসে, আর্স, আর্গি, অ্যাসাফি, বেল, ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, ক্যাল্কে-ফস, ল্যাংকে, মার্ক, পালস্, ফস্ফা, অ্যাসি-ফস, সালফ, ভেরে ।

চৌনডোনিয়াম—অ্যাকোন, আর্স, ব্রাইয়ো, ইপি, লেডাম, লাইকো. নাক্স, সিপি, স্পাইট, সালফ, কোর্যাল ।

ছিকাম-মেট—ক্যাল্কে-ফস, হিপার, ইগ্নে, পালস্, সিপি, সালফ্ ।

জেলিসিমিয়াম—ব্যাপটি, ক্যাট্টে, ইপি ।

টিউক্কিয়াম—চারনা, পালস্, সিপি ।

টিউবারকিউ—সোরি, হাইড্রো, সালফ, বেল, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-আরোড, সাইলি, ব্যারা-কার্ব, পালস্, সিপি, থুজা ।

ট্যাবাকাম—কার্বোভেজ, হাইড্রোফো ।

টৌরবিবিন্দনা—মার্ক কর ।

ট্যারাক্তাম—আর্স, বেল, চারনা, অ্যাসাফি, লাইকো, পাস. সালফ, স্ট্যাফি ।

ডালকামারা—ব্যারা-কার্ব, ক্যাল্কে, কেলি-সালফ, বেল, লাইকো, পাস সিপি ।

ডিউকট্যালিস—ব্রাইয়ো, বেল, ক্যামো. চারনা, লাইকো. নাক্স, ওপি, ফস্ফা, পালস. সিপি, সালফ, ভেরে, অ্যাসি-অ্যাসে ।

ড্রসেরা—নাক্স, ক্যাল্কে, সিনা, পালস. সালফ্, ভেরে, কোনিয়াম ।

থুজা—আর্স, নেট্রাম-সালফ, স্যাবাই, মেডার, সাইলি, অ্যাসাফি, ক্যাল্কে, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, লাইকো. মার্ক, অ্যাসি-নাই, পালস্, সালফ, ড্যান্ডি ।

নাক্স ভর্মিকা—ক্যাল্কে, কেলি-কার্ব, সিপি, সালফ, এ্যাকটি-স্পাই, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাট্টে, কার্বো ভেজ, ককিউ, কলিচি, হায়োসা, লাইকো, ফস্ফা, পালস্, পাস, সিপি, অ্যাসি-ফস, ইস্কিউ, সালফ ।

নেট্রাম কার্ব—ক্যাল্কে, নাক্স, অ্যাসিড-নাই, পালস্, সালফ, সেলিন, সিপি ।

নেট্রাম মিউর—এপি, ক্যাপি, ইগ্নে, সিপি, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, হিপার, কেলি কার্ব পালস্, পাস, সালফ, থুজা ।

নেট্রাম সালফ—আর্স, থুজা, বেল ।

পডোফাইলাম—সালফ ।

পার্টুসিন—কোর্যাল, কণ্ট, পডো, এপি ।

পালসেটিল্য—অ্যালি-সেপা, অ্যাসি-সালফ, আর্জে-ট-নাই, লাইকো, সাইলি, কেলি-মি, কেলি-সালফ, ( টিউবার ), ক্যামো, অ্যাসি-টম-ক্লড, অ্যাসি-টম টার্ট, অ্যানাকা, অ্যাসাফি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, ইউফার্ব, গ্যাফা, ইগ্নে, কেলি-বাই, অ্যাসিড-নাই, নাক্স, পাস, সিপি, সালফ, ফস্ফা ।



পেট্রোলিয়াম—ব্রাইলো, ক্যালকে, লাইকো, অ্যাসিনাই, নাক্স, পালস্, সাইলি, সালফ, সিপি ।

প্যারিস-কোল্লাড—ক্যালকে, লেডাম, লাইকো, নাক্স, ফস্ফা, পালস্, রাস, সিপি, সালফ ।

প্লাস্বাম—আর্স, বেল, লাইকো, মার্ক, ফস্ফা, পালস্, সালফ ।

প্র্যাটিনাম—অ্যানাকা, আর্জ-মেট, বেল, লাইকো, পালস্, রাস, সিপি, ভেরে, ইমে, ক্যালোড্রাম ।

ফস্ফোরাস—আর্স, অ্যালি-সেপা, কার্বো-ভেজ, ইপি, বেল, ব্রাইলো, চায়না, কোলি-কার্ব, ক্যালকে, পালস্, রাস, সিপি, সোলিনিয়াম, সালফ ।

ফেরাম অ্যালউমি, চায়না, হ্যামা, অ্যাকোন, আর্গি, বেল, কোনি, লাইকো, মার্ক, ফস্ফা, সালফ, ভেরে ।

বার্বারিস—লাইকো ।

বিসমাথ—বেল, ক্যালকে, পালস্, সিপি ।

বেলডোনা—ক্যালকে, অ্যাকোন, আর্স, ক্যাঙ্ক, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, কোনি, ডালকা, হিপার, হায়োসা, ল্যাকে, মার্ক-বিগ, মস্ক, সালফ, ভেলেরি, ভেরে, চায়না ।

বোভিটা—অ্যালিউমি, ক্যালকে, রাস, সিপি, ভেরে ।

বোরাক্স—ক্যালকে, নাক্স, আর্স, ব্রাইলো, লাইকো, ফস্ফা, সোলি ।

ব্যাডিয়াগা—আয়োড, মার্ক, সালফ, ল্যাকে ।

ব্যাপ্টিসিয়া—হ্যামা, অ্যাসিড-নাই, টেরিবি, ক্রোটে, পাইরো ।

ব্যারাইটা-কার্ব—ডালকা, অ্যান্টিম-টার্ট, কোনি, ( ক্যালকে ), চায়না, ফস্ফা, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, লাইকো, মার্ক, অ্যাসিড-নাই, সোরি, টিউবার ।

ব্যাসিলিনাম—ক্যালকে-ফস, ল্যাকে, কোলি-কার্ব, হাইড্রা ।

ব্রাইলোনিয়া—অ্যালিউমি, রাস, কোলি-কার্ব, নেট্রাম আর্স, সারো, ডালকা, হায়োসা, অ্যাসি-মি, নাক্স, ফস্ফা, পালস্, রাস, সাইলি, স্যাবাড, সেলে, সালফ, ডেসেরা ।

ব্রোমিয়াম—আর্জ-নাই, কোলি কার্ব ।

ভাইলোলা ওডো—বেল, রাস, সিপি, স্ট্যাফি ।

ভার্বাক্সাম—বেল, চায়না, লাইকো, পালস্, স্ট্যামো, সিপি, রাস, সালফ ।

ভেরেট্রাম অ্যালবাম—আর্গি, অ্যাকোন, আর্স, আর্জ-নাই, বেল, ক্যালকে ফস কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চায়না, কিউপ্রাম, ডেসে, ইপি, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, স্যাম্ব, ডালকা ।

ভেলেরিয়ানা—ফস্ফা, পালস্ ।

মার্কিউরিয়াম-সল বা ভাইভাস—ব্যাড, আর্স, অ্যাসিফি, বেল, ক্যালকে, ক্যালকে ফস, কার্বোভেজ, চায়না, ডালকা, হিপার, আয়োড, ল্যাকে, লাইকো, অ্যাসি-মি, অ্যাসিড-নাই, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, থুজা ।

মেজেরিয়াম—ক্যালকে, কার্ব, ইমে, লাইকো, মার্ক, ফস্ফা, পালস্ ।

মেডোরিনাম—সালফ, থুজা ।

মেনিয়াম্‌পিস—ক্যাম্পিস, লাইকো, পালস্, রাসটঙ্ক ।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব—ক্যামো, কণ্ঠি, ফস্ফা, পালস্, সিপি, সালফ ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউর—বেল, লাইকো, নেট্র-মি, নাক্স, পালস্, সিপি ।

ম্যান্‌সেনাম অ্যান্‌সেন—পালস্, রাস, সালফ ।

রডোডেন্ড্রন—আর্ণি, আর্স, ক্যালেক, কোনি, লাইকো, মার্ক, নাক্স, পালস্, সিপি, সাইলি, সালফ ।

রানানাকিউল্যাস-বাল্‌সো—ব্রাই, ইণ্‌সেন, কোল-কার্ব, নাক্স, রাস, সিপি, স্যাবাডি ।

রাসটঙ্ক—ব্রাইয়ো, ক্যালেক্‌ অর্স, আর্ণি, বেল, বার্বা, কণ্ঠি, ক্যালেক্‌ ফস, ক্যামো, কোনিয়াম, গ্র্যাফা, হায়োসা, ল্যাকে. মার্ক, অ্যাসি-মি, নাক্স, পালস্, ফস্ফা, অ্যাসি-ফস, সালফ, ড্রুসে ।

রাস-ভেন—রাসটঙ্ক ।

রাস-র্যাড—রাসটঙ্কের পরবর্তী' অনকুল ঔষধগুলি ।

রিউম—ম্যান্‌সেন-কার্ব, বেল, পালস্, সালফ ।

রিউমেক্স—ক্যালেক্‌ ।

রুটা—ক্যালেক্‌-ফস, ক্যালেক্‌, কণ্ঠি, লাইকো, অ্যাসিড ফস্, পালস্, সিপি, সালফ, অ্যাসি-সালফ ।

রোডিয়াম ব্রোম—রাস ভেন, সিপি, ক্যালেক্‌ ।

লরোসিরেসাস—বেল, কার্বো-ভেজ, ফস্ফা, পালস্, ভিরে ।

লাইকোপোডিয়াম—আয়োড, ল্যাকে. পালস্, চেলি, ইণ্‌সেন, ইপি, কোল-আয়োড, কোল কার্ব, লেডাম, নাক্স, ফস্ফা, স্ট্র্যামো, সিপি, সাইলি, ভিরে, ড্রুসে ( ক্যালেক্‌ ), ধৌরিডিয়ন ।

লেডাম—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইয়ো, চেলি, নাক্স, পালস্, রাস, সালফ, অ্যাসিড-সালফ ।

ল্যাকেসিস—লাইকো, অ্যাসি-নাই, হিপার, কোল আয়োড, অ্যাকোন, আর্স, অ্যালিউম, বেল, ব্রোম, কার্বো-ভেজ, কণ্ঠি, কোনি, ক্যাঙ্ক, ক্যালেক্‌, চায়না, হায়োসা, কোল বাই, মার্ক, সাইকিউ, নাক্স, নেট্রাম, ওপি, ফস্ফা, রাস, সালফ, ট্যারেস্টু, ইউফর্বি, মার্ক প্রটো-আয়োড ।

স্ট্যানম—কণ্ঠি, কলোসি, ক্যালেক্‌, অ্যাসিড-ফ্রু, কোল কার্ব, ইণ্‌সেন, লাইকো, পালস্, নাক্স, রাস, সালফ, সের্‌লিন ।

স্ট্র্যামোনিয়াম—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইয়ো, কিউগ্রাম, হায়োসা, নাক্স ।

সাইকিউটা ভিরোসা—বেল, হিপার, ওপি, পালস্, সাইলি, স্ট্যানাম ।

সাইলিসিয়া ( সিলিকা )—ক্যালেক্‌, সালফ্‌ অ্যাসি-ফ্রু, আর্স, অ্যাসিফ, বেল, ক্রিসম, গ্র্যাফা, হিপার, লাইকো, নাক্স, রাস, সিপি, সালফ, টিউবার ।

সার্সাপ্যারিলা—অ্যালি সেপা, মার্ক, বেল, হিপার, ফস্ফা, রাস, সালফ ।

সাল্ফার—অ্যালো, নাক্স, সোরা, অ্যাকোন, পালস্, আস্, ব্যাডি, ইস্কট, অ্যালি-  
উম, এপি, বেল, ব্রাইরো, ব্যারা-কার্ব, বার্বা, বোরাক্স, কার্বো-ভেজ, ইউফর্বি,  
গ্র্যাফা, গুয়ে, সার্সা, কেলি কার্ব, মার্ক, অ্যাসি-নাই, ফস্ফা, পডো, রাস, সিপি,  
সাম্ব্দ, ড্রসেরা, ক্যাল্কে-কা ও লাইকো, সাল্ফারের পর ক্রমান্বয়ে খাটে ।

সিকের্ল-কর—অ্যাকোন, আস্, বেল, চায়না, মার্ক, পালস্ ।

সাইক্রামেন—ফস্ফা, পালস্, রাস, সালফ ।

সিনা (সাইনা)—ক্যাল্কে, চায়না, ইয়ে, নাক্স, প্র্যাটি, সালফ, রাস, সাইলি,  
স্ট্যানাম ।

সিপিয়া—নেট্রম-কার্ব, নেট্রম-মি, স্যাবাডি, সালফ, বেল, ক্যাল্কে, কোনিয়াম,  
কার্বোভেজ, ডাল্কা, ইউফর্বি, গ্র্যাফা, লাইকো, পেট্রো, পালস্, সার্সা, সাইলি, রাস,  
টারেস্ট, ফস্ফা, অ্যাসি-নাই ।

সিনোথাস অ্যামেরিকানা—বার্বা, কোনিয়াম, কোয়েকার্স ।

সিলা-ম্যারিটিনা—আস্, ইয়ে, নাক্স, রাস, সাইলি, ব্যারা কার্ব ।

সোলিনিয়ম—ক্যাল্কে, ফস, মার্ক, সিপি ।

সিষ্টাঞ্জ—বেল, কার্বো-ভেজ, ম্যাগ-কার্ব, সালফ ।

সোরিনাম—সালফ, টিউবার, অ্যালিউমি, বোরাক্স, ব্যারা-কার্ব, কার্বোভেজ,  
চায়না, হিপার, লাইকো ।

স্পাইজলিয়া—আর্গি, অ্যাকোন, আস্, বেল, ক্যাল্কে, সিমিসি, ডিজি, আইরিস,  
কেলি-কার্ব, ক্যাস্, নাক্স, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, জিঙ্ক ।

স্পঞ্জিয়া—ব্রোমি, ব্রাইরো, কোনিয়াম, কার্বো-ভেজ, অ্যাসি-ক্ল, হিপার, কেলি-  
ব্রোম, নাক্স, ফস্ফা, পালস্ ।

স্যাবাইনা—থুজা, আস্, বেল, রাস, স্পঞ্জি, সাল্ফ ।

স্যাবাডেলা—সিপি, আস্, বেল, নাক্স, পালস্ ।

স্যাম্ব্দকাস—আস্, বেল, কোনিয়াম, ড্রসে, নাক্স, ফস্ফা, রাস, সিপি ।

হাইড্রোফোবিনাম—নেট্র-কা, নেট্র-মি, ন্যাজা, ও ল্যাকে প্রফুঁতি সর্প বিষ ।

হায়োসায়ামাস—বেল, ফস্ফা, পালস্, স্ট্র্যামো, ভিরে ।

হিপার-সাল্ফার—ক্যাল্কে, অ্যারো, অ্যাকোন, অরাম, বেল, ব্রাইরো, আরোড,  
ল্যাকে, মার্ক, অ্যাসি-নাই, পালস্, নাক্স, রাস, সিপি, স্পঞ্জি, সাইলি, সালফ, আর্গি,  
জিঙ্ক ।

হেলিবোরাস—বেল, ব্রাইরো, চায়না, লাইকো, নাক্স, ফস্ফা, পালস্, সালফ,  
জিঙ্ক ।

হ্যামামেলিস—ফেরাম, আর্গি ।

কোন ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট করে  
(Inimical or Incompatible Remedies )

ঔষধের নাম ও এর পরবর্তী প্রতিকূল ঔষধগুলি

অরাম-মি-নে—কফি, সুদাস'র ।

আজ্জের্-টাম-নাই—কফি ।

আর্শিকা—সুদা ।

অ্যাট্রোপিন—জেলস্ ।

আমোনিয়াম-কার্ব—ল্যাঙ্কে ।

অ্যালো-সক্রেটিনা—অ্যালি-সেপা, অ্যালি-স্যাট ।

অ্যালিয়াম-সেপা—অ্যালো, অ্যালি-স্যাট, সিলা ।

অ্যালিয়াম-স্যাট—অ্যালো, অ্যালি-সেপা, সিলা ।

অ্যাসিড-অ্যাসে—আর্শি, বোরাক্স, ক'ষ্ট, র্যানান, সার্সা, বেল, নাক্স, ল্যাঙ্কে, মার্ক ।

অ্যাসিড-নাই—ল্যাঙ্কে, ক্যাল্-কোরিয়া-কার্ব ।

অ্যাসিড-ল্যাঙ্কিক—কফি ।

ইমেদিয়া—কফি, নাক্স, টোবা ।

এ'পিস—ব্রাস, ফস্ফা ।

অরাম-ট্রাইফিলাম—ক্যালোর্ডিয়াম ।

ক'কিউলাস ইন্ডিকা—কফি, ক'ষ্ট ।

ক'ফিয়া ক্রুডা—ক্যান্থা, ক'ষ্ট, ক'কিউ, ইমে, সিণ্টাস, মিলি, স্ত্র্যামো, ক্যাম্ফার ।

কলিচকাম—অ্যাসি-অ্যাসে ।

কলোফাইলাম—কফি ।

ক'ষ্টকাম—অ্যাসিড-অ্যাসে, কফি, ফস্ফা, ক'কিউ ও সব রকম অ্যাসিড ।

কার্বো অ্যানি—কার্বো-ভেজ ।

কার্বো ভেজ—কার্বো অ্যানি, ক্রিমো ।

কোলি-নাইট্রি—ক্যাম্ফার বা কপূ'র ঘ্রাণ নিয়ে ।

কোলি বাই—ক্যাল্-কোরিয়া কার্ব ।

ক্যানার্বিস-স্যাটাইভা—ক্যাম্ফার ।

ক্যান্থারিস—কফি ।

ক্যামোমিলা—ক্লক, নাক্স ।

ক্যাম্ফার—ক্যালেন্ড্র ।

ক্যাল্-কে-কার্ব—সালফ, ব্যারা-কার্ব, ব্রাইয়ো, অ্যাসিড নাই ।

ক্যালোর্ডিয়াম—অরাম ।

ক্যালেন্ড্রলা—ক্যাম্ফার ।

চায়না—ক্রমো ।

ডিঙ্কাম—ক্যামো, নাস্ত, সদুবা ।

জেলসিমিয়াম—ওপি

টাবাকাম—ইপ্তে ।

ডাল্‌কামাবা—ল্যাকে, বেল, অ্যাসিড-অ্যাসে ।

ডিজিটেলিস—চায়না, নাইট্রি-স্পিরিটাস, ডলিবস্ ।

নেট্রাম-মিউর—পডো ।

পডোফাইলাম—লবণ ।

প্যারিস—ফেরাম ফস ।

ফসফরাস—কর্ষ্ট, এপিস ।

ফেরাম ফস—প্যারিস ।

ফেরাম-মেট—অ্যাসিড-অ্যাসে, চা এবং বিষার নামে এক প্রকার মদ ।

বেলেডোনা—ডালবা, অ্যাসিড-অ্যাসে, ভিনিগার ।

লোফি—কফি ।

বোরাক্স—অ্যাসিড-অ্যাসে, ভিনিগার, সদুবা ।

ব্রাইয়োনিয়া—ক্যালকে কার্ব ।

মর্ফিনাম—ভিনিগার ।

মার্ক'উরিয়াম সল বা ভাইভাস অ্যাসিড-অ্যাসে, সিলিকা বা সাইলি ।

মিলিফোলিয়াম—কফি ।

রাসটল্ল—এপিস ।

রাস র্যাড—রাসটল্লের প্রতিকূল ঔষধ ।

র্যানানকিউলাস বাস্বে—অ্যাসিড-অ্যাসে, স্ট্যাফি, সানফ, লাইকো, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, সদুবাসার ও ভিনিগার ।

লাইকোপোডিয়াম—কফি ।

লেডাম—চায়না ।

ল্যাকেসিস—অ্যাসিড-অ্যাসে, অ্যাসিড-কার্ব, অ্যাসিড নাই, অ্যামন-কার্ব, ডাঙ্ক সোরি ( সিপি ) ।

স্ট্যাফিস্যাগিয়া—র্যানান ।

স্ট্র্যামোনিয়াম—কফি ।

সাইলিসিয়া বা সিলিকা—মার্ক' ।

সার্স'প্যারিলা—অ্যাসিড-অ্যাসে ।

সাল্‌ফার—র্যানান ।

সিস্কানা—চায়না দ্রষ্টব্য ।

সিপিয়া—ব্রাইয়ো, ল্যাকে, পেট্রোলিয়াম ।

সিলা ম্যারিটিমা—আলিয়াম সেপা, আলিয়াম-ন্যাট।

সিস্টাস—কফি।

সেলিনিয়াম—চায়না, স্দবা।

সেফিনাম—কোনি, ল্যাকে ( সিন্টিয়া )।

সিপার—স্পঞ্জ।

কোন্ ঔষধের বিষাক্ততা কোন্ কোন্ ঔষধ বা বস্তুতে নষ্ট করে

( The Remedy is Antidoted by )

ঔষধের নাম ও এর প্রতিবিষ ( Antidotes )

অরাম মেট—বেল, চায়না, কফি, কিউপ্রা, মার্ক, সালফ, স্পাই, ক্যাঙ্ক।

অস্ট্রিয়া ( Ostrya )—ব্রাইয়ো, নাক্স।

অসমিয়াম—বেল, মার্ক, হিপার, স্পঞ্জ, অ্যাসিড-ফস্, সিলি।

আইরিস—নাক্স।

আরোডিয়াম—অ্যান্টি-টা, এপিস, আর্স, অ্যাকোন ক্যাঙ্ক, চায়না, কফি, চিনি-সালফ, ফেবাম, গ্র্যাফা, হিপার, ওপি, ফস্ফা, স্পঞ্জ, সালফ, থুজা, জল মিশ্রিত ময়দা।

আর্জেন্টাম-নাই—আর্স, ক্যাল্কে, লাইকো, নেস্টা-মি, মার্ক, সিলি, ফস্ফা, পালস্, রাস, সিন্টি, সালফ, আয়োড, দৃশ্।

আর্জেন্টাম-মেট—মার্ক, পালস্।

আর্টিকা—শামুকের রস।

আর্ণিকা—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাঙ্ক, চায়না, সাইকিউ, ইগ্নে, ইপি, অ্যামন-কার্ব, সেনেগা, ফেরাম।

আর্সেনিক আয়োড—ব্রাইয়ো।

আর্সেনিক অ্যাক্ব—চিনি সালফ, কার্বো ভেজ, চায়না, ইউফর্বি, ফেরাম, গ্র্যাফা, হিপার, আয়োড, ইপি, কৌলবাই, মার্ক, নাক্স-ভম, নাক্স-ম, ওপি, স্যাম্ব্দ, সালফ, ট্যারা, ভিরে, ল্যাকে।

আর্সেনিক হাইড্রো—অ্যামন-অ্যাসেট, নাক্স।

অ্যাকোনাইট ন্যাপ—অ্যাসিড-আসে, বেল, কার্বা, কফি, নাক্স, সালফ, ক্যামো, ভিরে, সিম্টিস, পেট্রো, সিন্টি, ভিনিগার, স্দরাসার ও স্দরা।

অ্যাক্টিভা-রোস—অ্যাকোন, ব্যাপ্টি।

অ্যাগারিকাস—ক্যাল্কে, পালস্, রাস, ক্যাঙ্ক, স্দরা, চর্বি বা তেল, কফি।

অ্যাম্মাস ক্যাণ্ডাস—ক্যাঙ্ক, নাক্স, নেস্টা-মি, লবণাক্ত জল।

অ্যাম্মান্টউরা—ব্রাইয়ো, বেল, কফি।

অ্যাট্রোপিন—বেল, ওপ, ফাইজস ।

অ্যাণ্টিমোনিয়াম টার্ট—অ্যাসাফি, চায়না, ককিউ, ইপি, লরো, ওপি, পালস্, রাস, সিপি, কোনি, মার্ক ।

অ্যানাকার্ডিয়াম—ক্লমে, ক্রোটন, কফি, ব্যানান, রাস ।

অ্যান্থ্রাক্সিনাম—এপিস, আর্স, ক্যামো, অ্যাসিড-কার্ব, কার্বো ভেজ, ক্লিয়ো, ল্যাফে, পালস্, রাস, সিলি, অ্যাসিড সালফ, চায়না ।

অ্যামিল নাইটেট—ক্যাষ্ট ।

অ্যামন কষ্ট—আর্জ-নাই, উল্ভজ, অল্প, ভিনিগার ।

অ্যামন কার্ব—আর্গি, ব্যাম্ফার, হিপাব, ল্যাফে, যে কোন উল্ভজ অল্প, রেডিভ তেল, জলপাই তেল প্রভৃতি ।

অ্যামন মিউর—ক্যাম্ফ, হিপাব, কফি, নাক্স ।

অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া—ক্যাম্ফ, কফি, পালস্, নাক্স, স্ট্যাফি ।

অ্যারালিয়া—ভান্নকুটেব ধূমপান ।

অ্যালিউমিনা—ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ইপি, পালস্ ।

অ্যালিউমেন—অ্যালো, ক্যামো, নাক্স, ইপি, সালফ ।

অ্যালো সক্রোটিনা—ক্যাম্ফ, লাইকো, নাক্স, সালফ, অ্যালিউমেন, সবিষা ।

অ্যালিয়াম সেপা—আর্গি, ক্যামো, কফি, নাক্স, ধূজা, ভিরে ।

অ্যালিয়াম-স্যাট—লাইকো ।

অ্যাসাফিটিডা—ক্যাম্ফ, কষ্ট, চায়না, মার্ক, পালস্, ভেলেরি ।

অ্যাসারাম—অ্যাসিড-অ্যাসে, ক্যাম্ফ, উল্ভজ অল্প, ভিনিগার ।

অ্যাসিড অক্স্যালিক—ম্যাগ্নে কার্ব, ক্যালকে-কার্ব ।

অ্যাসিড অ্যাসে—অ্যাকোন, নেটমি, ম্যাগ্নেকার্ব, সিপি, ট্যাবা ।

অ্যাসিড কার্ব—খড়ি, দুধ ও চিনি মিশানো চূনেব জল ।

অ্যাসিড-সাইটি—ক্যালকে, হিপাব, কোনি, মার্ক, মোজি, সালফ, পেট্রো ।

অ্যাসিড ফস—স্ট্যাফি, কফি, ক্যাম্ফ ।

অ্যাসিড ফ্লু—সিলি ।

অ্যাসিড মিউর—ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ইপি ।

অ্যাসিড ল্যাঙ্ক—ব্রাইয়ো ।

অ্যাসিড সালফ—ইপি, পালস্ ।

অ্যাসিড হাইড্রো—ক্যাম্ফ, কফি, ফেবাম ইপি, ওপি, নাক্স, ভিবেডি ।

ইউফ্রাসিয়াম—অ্যাসিড অ্যাসে, ক্যাম্ফ, ইপি বা লেবদুর রস বেশি পরিমাণে ।

ইউফ্রেসিয়া—ক্যাম্ফ, কষ্ট, পালস্ ।

ইয়েসিয়া—পালস্, আর্গি, ক্যাম্ফ, কফি, অ্যাসিড-অ্যাসে, ককিউ, ক্যামো, নাক্স ।

ইপিকাক—আর্গি, আর্স, চায়না, নাক্স, ট্যাবা ।

ইথুজা উল্ভজ-অল্প ।

ইল্যাম্পস কৌরালিনাস—আর্স ; সূরাসার, তাপ ।

ঔপিস মেলিফিফা—ক্যাম্পা, ইপি, ল্যাকে, লেডাম, নেট্র-মি, প্ল্যাটে, অ্যাসিড-কার্ব, আর্টিকা অথবা জলপাই তেল বা পি'রাজ ।

অবাম—অ্যাসিড-আসে, বেল, পালস্, অথবা মাখন-তোলা দৃশ বা ঘোল ।

ঐল্যাম্পাস্—নাক্স, রাস, সূরাসার ।

এম্ফিউলাস হিপ—নাক্স ।

ওপিয়াম—অ্যাসিড অ্যাসে, বেল, ক্যামো সাইকিউ, কফি, কিউপ্রাম, জেলস, ইপি মার্ক, অ্যাসিড-মিউব, নাক্স, পালস্, ভিবে, জিঙ্ক, অর্জ-নাই, ক্যাম্প, সার্সা, সালফ, মদ, কফি ।

ওলিগ'ডাব,—ক্যাম্প, সালফ ।

কিকিউল স ই'ডফা—ক্যাম্প, ক্যামো, কিউপ্রাম, ইয়ে, নাক্স, স্ট্যাফি ।

ক'ফিয়া—অ্যাকোন, অ্যাসিড অ্যাসে, ক্যামো, চায়না, প্লাটি, মার্ক, পালস্, ইয়ে, সালফ. টা'বা ।

ক্লেবাল্লিয়াম—ক্যালকে, মার্ক ।

কল'চিকাম—বেল, ক্যাম্প, ককু, লেডাম, নাক্স, পালস্, স্পাইজি, চিনি মধু ।

কলিস্সোনিয়া—নাক্স ।

কলোসিন্থ—ক্যাম্প, ক'ষ্ট, ক্যামো, কফি, ওপি, স্ট্যাফি ।

ক'ষ্টিকাম—অ্যাপ্টম টাট, কফি, কলোসিস, ডালকা, গদুখে, নাইট্রি, স্পিরিটাস, ডালিস, নাক্স, অ্যাসাফি ।

কার্বো অ্যানি—আর্স, ক্যাম্প, নাক্স, ল্যাকো কফি, ভিনিগার, মধ্য ।

কার্বোভেজ—আর্স, ক্যাম্প, কফি, ল্যাকে, নাইট্রি-স্পিরিটাস ডাল, ক'ষ্ট, ফেরাম ।

কিউপ্রাম-আর্স—আর্সে'নিক অ্যাম্ব দ্রুটব্য ।

কিউপ্রাম-অ্যাসে—বেল, চায়না, সাইকিউ, ডালকা, হিপার, ইপি, মার্ক, নাক্স ।

কিউপ্রাম মেট—বেল, ক্যাম্প, সাইকিউ, চায়না, ক'কিউ, কোনি, ডালকা, হিপার, ইপি, মার্ক, নাক্স, পালস্, ভিরে, অরাম, ক্যামো, চিনিও দৃশের সঙ্গে ডিমের শ্বেতাংশ ।

চিনিনাম সালফ—আর্গি, আর্স ক্যালকে, কার্বোভেজ, ফেরাম, হিপার, ল্যাকে, নেট্র-মি পালস্ ।

কৌল-আয়োড—অ্যামন মিউর, আর্স, মার্ক, চায়না, রাস, সালফ, ভেলেরি, অর্জ-নাই, অরাম, হিপার, অ্যাসিড-নাই ।

কৌল-কার্ব—ক্যাম্প, কফি, নাইট্রি-স্পিরিটাস ডালিস, ডালকা ।

কৌল কার্ব—হাইড্রো ।

কৌল নাই—ই'প, নাইট্রি, স্পিরিটাস ডালিস, ( ঘ্রাণ নেওয়া ) ।

কৌল বাই—আর্স, ল্যাকে, পালস্, অন্ন, খাঁড় ; দৃশ ।



কেলি ব্রোম—ক্যাশ্ফ, হেলোলিন, নাক্স, জিঙ্ক, উশ্ভদ অম্ল ।

কেলি মিউর—বেল, ক্যাল্কে, সালফ, হাইড্রো, পালস্ ।

কোকা—জেলস ।

কোনিয়াম—কফি ডাল্কা, অ্যাসিড-নাই, নাইট্রি-স্পিরিট-ডাল ; নদ্য ।

কোপেভা—বেল, ক্যাল্কে, সালফ, মার্ক-কর ( পদ্রুস ), মার্কসল, ( স্ত্রী লোক )

কোত্রা ( ন্যাজা )—ট্যাবা ।

ক্যাঙ্কাস—অ্যাকোন, ক্যাশ্ফ, চায়না, ইউপেটো পার্ফ ।

ক্যানাবিস-স্যাট—ক্যাশ্ফ, মার্ক ।

ক্যাথারিস—অ্যাকোন, ক্যাশ্ফ, সিম্ফাই, লরো, পালস্, রিউম ।

ক্যাণ্ডিকাম—ক্যালোডি, ক্যাশ্ফ, চায়না, সিনা, অ্যাসিড-সালফ, গম্বক ।

ক্যামোমিলা—অ্যাকোন, অ্যালিউম, বোরাক্স, ক্যাশ্ফ, চায়না, কফিউ, কফি,

কলোসিস, কোনি, ইমে, পালস্, ভেলেরি ।

ক্যাশ্ফার—ক্যান্থা, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালিসস, ওপি, ফস্ফা ।

ক্যাল্কে আস'—গ্লোনো, পালস্, কার্বো-ভেজ ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব—ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, চায়না, ইপি, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালিসস, নাক্স, সিপি, সালফ, হিপর, আরোড, অ্যাসিড নাই ।

ক্যালমিয়া—অ্যাকোন, বেল, স্পাই ।

ক্যালোডিয়াম—ক্যাণ্ডিস, কার্বো-ভেজ, হায়ো, ইমে, মার্ক, জিজি ।

ক্যালোডুলা—আণি ।

ক্রিয়োজোটাম—অ্যাকোন, নাক্স, ফেবাম ।

ক্রোকাস-স্যাটে—অ্যাকোন, বেল ওপি ।

ক্রোটন-টিগ—অ্যানাকা, অ্যান্টিম-টাট, ক্রিমে, রাস, র্যানান ।

ক্রোটেলাস হারডাস—ল্যাঙ্কে ; ( ক্যাশ্ফ, কফি, ওপি, সূরা ও তাপ )—মৃদু প্রতিবিষ গ্যাম্বোজিয়া ।

ক্রিমোটিস—ব্রাইয়ো, ক্যাশ্ফ, ক্যামো, অ্যানাকা, ক্রোটন, রাস, র্যানান ।

ক্রোরাম—ব্রাইয়ো, লাইকো, প্রাম্বাম, অ্যাসেট ।

ক্রোরাম হাইড্রেট—ডিঙ্ক, মস্কাস, তর্ডিৎ ।

গদুয়েকাম—নাক্স ।

গ্যাম্বোজিয়া—ক্যাশ্ফ, কফি, কলোসিস, কেলি কার্ব, ওপি ।

গ্রাফাইটিস—অ্যাকোন, আস', নাক্স, চাণ্ডিস, সূরা ।

গ্লোনায়ন—অ্যাকোন, ক্যাশ্ফ, কফি, নাক্স ।

গ্র্যাটিওলা—ক্যাণ্ট, বেল, ইউফর্বি, নাক্স ।

চায়না—আণি, এপিস, আস', অ্যাসাফি, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বো-অ্যা, কার্বোভেজ, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাণ্ডিস, ক্যাণ্ট, সিড্রন, সিনা, ইউপেটো পার্ফ, ফেরাম, ইপি, ল্যাঙ্কে,

লেডাম, লাইকো, মির্লি, মার্ক, নেট্র-কার্ব' নেট্র মি, নাক্স, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, ভিরে ।

চেলডোনিয়াম—অ্যাকো, ক্যামো, কফি, ক্যাম্ফ, অ্যাসিড, ( শক্তিকৃত ) সূরা ।

জিঙ্কাম-মেটালিকাম—ক্যাম্ফ, হিপার, ইগ্নে, লোবে ।

জিজিরা—কার্বো-অ্যা ।

জিজিবার—নাক্স ।

জেলসিনিয়াম—অ্যার্ট্রিফ, চায়না, কফি, ডিজি, নেট্র-মি, নাক্স, মস্ক, স্ট্যাফি ।

জ্যাবোর্যাণ্ড—বেল ।

টিউক্টিয়াম—ক্যাম্ফ ।

ট্যাবেকাম—অ্যাসিড-অ্যাসে, আর্স, ক্রিমে, ককিউ, ইগ্নে, ইপি, লাইকো, ফস্ফো, নাক্স, পালস্, সিপি, ভিরে, স্ট্যাফি, ক্যাম্ফ, কফি, জেলস, ক্যালমি, প্র্যাণ্টে, স্পাই ; ভিনিগার, সূরা, টক, আপেল ।

টোর্বিস্থিনা—ফস্ফো ।

টেলুরিয়াম—নাক্স ।

ট্যারাক্সিকাম—ক্যাম্ফ ।

ট্যারেটুলা—( মৃদু প্রতিক্রিয়া )—বোভিচ্চা, কার্বো-ভেজ, চেলডো, কিউপ্রাম, জেলস, ম্যাগ্নেকার্ব', মস্কাস, পালস্ ।

ট্রিস্ভিডিয়াম—মার্ক'কব, স্ট্যাফি ।

ডালকস—অ্যাকোন ।

ডালকামারা—কিউপ্রাম, ইপি, কেল কার্ব', মার্ক', ক্যাম্ফ ।

ডিজিটেলিস—এপি, ক্যাম্ফ, ক্যাল্কে, ( কলচি ) নাক্স, অ্যাসিড নাই, ওপি, উইন্ডজ অম্বল, ভিনিগার, ইথার ।

ডাফনে ইণ্ডিকা—ব্রাইয়ো, ডিজি, রাস, সিপি, সাইলি, জিঙ্ক ।

ডুসেরা—ক্যাম্ফ ।

থিয়ো—কলচি, ক্যাম্ফ, ক্যামো, মার্ক', পালস্, সালফ স্ট্যাফি ।

নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্পিস—ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, কস্টি, কোনি, কেল-কার্ব', নেট্রাম-কার্ব', নেট্রো-মি, ওপি, সিপি ।

নাক্স-ভামিকা—অ্যাকোন, আর্স, ক্যামো, ককিউ, কফি, ইউফ্রািব', ওপি, পালস্, থুজা, অ্যাম্ব্রা, ইগ্নে, আইবিস, প্র্যাটি. স্ট্র্যামো, সূবা, ক্যাম্ফ, জেলস, লরো, ওপি, ভেলেরি, জিঙ্ক ।

নিকোটিনাম—ট্যাবেকাম এর প্রতিবিষ দ্রুতল্য ।

নেট্রাম কার্ব'—ক্যাম্ফ, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্পিস ।

নেট্রাম ফস—এপি, সিপি ।

নেট্রাম-মিউর—আর্স, ফস্ফো, সিপি, নাক্স, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্পিস, ( ঘৃণা নেওরা ) ।

পডোফাইলাম—কলোসি, লেপ্টোডা, নাক্স ।

পালসেটিলা—অ্যাসাফি, কফি, ক্যামো, ইয়ে, নাক্স, ছ্যানা, অ্যাণ্টি-টা, ক্যাল্কে, ফস, অ্যাসিড, ( শক্তিকৃত ), ক্যামোমিলা, ও পালসেটিলা, পরস্পর ( প্রতিবিষ ) অথচ পরস্পর পরবর্তী অনকুল ওষুধ বেশ খাটে । পালসেটিলা ন্যাট—অ্যাণ্টিম ক্রুড ।

পেট্রোলিয়াম—অ্যাকোন, কফিউ, নাক্স, ফস্ফা ।

প্যারিস—ক্যাম্ফ, কফি ।

প্রাম্বাম—অ্যালিউম, অ্যালিউমেন, অ্যাণ্টিম ক্রুড, আর্স, বেল, কফিউ, কষ্ট, হিপার, ওপি, হাইয়ো, কোলিব্রোম, ক্লো, নাক্স-ভগ. নাক্স-ম, পেট্রো, প্র্যাটি, অ্যাসিড সালফ, অ্যামো, জিঙ্ক, ইথের ।

প্র্যাটিনাম—বেল, নাইট্রি-স্পিরিটাস ডি'সস, পালস, বর্লাচি ।

প্র্যাটাগো—মার্ক ।

ফস্ফোরাস—কফি, ক্যাল্কে, মেজি, নাক্স, সিপি, টেরি, আর্স, ক্যাম্ফ, ক্লোরোফর্ম ।

ফাইজিটগমা—অ্যাণি, কফি, লিলা, বমিকারন ওষুধ ।

ফাইনাল্যান্ডা—বেল, কফি, ইয়ে, আইরিস, মার্ক, মেজি, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডি'সস, ওপি, সালফ, দধ, লবণ ।

ফেরাম আর্স—অ্যাণি, বেল, চায়না, হিপার, ইপি, পালস, সালফ, ভিরে, বিয়ার ।

ফেলান্ড্রিনাম—রিউম ।

বার্বেরিস—ক্যাম্ফ, বেল ।

বিসমাথ—কফি, ক্যাল্কে, ক্যাম্পি, নাক্স ।

বিউফো—ল্যাকে, সেনেগা ।

বেলেডোন—অ্যাকোন, কফি, হিপার, হায়েরা, মার্ক, ওপি, পালস, স্যাবাড, মদ্য ।

বোভিষ্টা—ক্যাম্ফ ।

বোবাক্স—ক্যামো, কফি ।

ব্যাংইটা-কার্ব—অ্যাণ্টিম-টার্ট, বেল, ক্যাল্কে, ডালকা, মার্ক, জিঙ্ক ।

ব্রাইয়ানিয়া—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, ক্যাম্ফ, ক্যামো, বেলি, ক্লো, কফি, ইয়ে, নাক্স, অ্যাসিড-মি পালস, রাস, সেনেগা, অ্যাণ্টিম-টার্ট, ফেরাম ।

ব্রোমিয়াম—অ্যাগনকার্ব, ক্যাল্কে, ম্যাগ্নে, কার্ব, ওপি, ( বর্লাচি ) ।

ভাইবার্নাম—অ্যাকোন, ভিরে ।

ভালোলা-ওডোরেটা—ক্যাম্ফ ।

ভায়েরি ট্রাইকলার—ক্যাম্ফ, মার্ক, পালস, রাস ।

ভার্বাকাম—ক্যাম্ফ ।

ভিরেট্রাম-অ্যাম্বাম—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, ( ছ্যাফি ) ।

ভিস্কাম-অ্যাম্বাম—ক্যাম্ফ, চায়না ।

হোমিওপ্যাথ—45

ভেরিওলিনাম—অ্যাষ্টিম-টা, ম্যালেন্ডি, স্যারাসি, থুজা, ভ্যাক্সি ।

ভিক্টোরাম-ভির্ডি—অত্যাঞ্চ কফি ।

ভেলেরিয়ানা—বেল, ক্যাম্ফ, পালস্, মার্ক, সিনা, কফি ।

ভ্যান্ডিনিনাম—এঁপস, অ্যাষ্টিম টা, ম্যালেন্ডি, মিলি, থুজা ।

মর্ফিনাম—অ্যাকোন, হাঁপ, অ্যাট্রোপি, অ্যাভেন-স্যাট, বেল, কফি ।

মফাস—ক্যাম্ফ, কফি ।

মার্ক'উরিয়াস—( সল বা ভাইভাস )—আর্স, অরাম, অ্যাসাফি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যালোডিয়াম, কার্বো-ভেজ, ক্যালকে, চান্না, কিউপ্রাম, কোনি, কোব্যাল, ক্রিমে, ডালকা ফেরাম, গুন্নে, হিপার, আরোড, কেল আরোড, কেলি-ফ্লোর, কেলিবাই, ল্যাকে, মেজ, অ্যাসিড-নাই, নাক্স-ম, ওঁপ, পডো, ফাইটো, র্যানান, সার্সা, স্ট্যাফি, সিপি, ষ্টর্লিজি, স্পাই, সালফ, স্ট্যামো, ভেলেরি, ক্যাপ্সি, কফি, সিনা, হাইড্রো, হায়ো, আইরিস, ল্যাকে, কেলি-মি, লাইকো, অ্যাসিড-মি, নাক্স ভম, পালস্, টেরি, থুজা ।

মাইরিকা—ডিজি ।

মার্ক'উরিয়াস কর—লোবে, মার্ক সল, সিপি, এবং পূর্বোক্ত “মার্ক'উরিয়াস” এর প্রায় প্রতিবিষ ।

মার্ক'উরিয়াস ডিলিস—হিপার ।

মার্ক'উরিয়াস-প্রটো-আরোড—হিপার, লাইকো ।

মার্ক'উরিয়াস-বিন-আরোড—হিপার ।

মিনিয়্যান্থিস—ক্যাম্ফ ।

মিফাইটিস—ক্যাম্ফ, ক্রোটে ।

মেকেরিয়াম—অ্যাকোন, ব্রাইয়ো, ক্যালকে, কেলি আরোড, মার্ক, নাক্স, ক্যাম্ফ, অ্যাসিড ( শক্তিকৃত ) ।

মেডোরিনাম—হাঁপ, নাক্স-ভম ।

ম্যামেইয়া কার্ব—আর্স, ক্যামো, মার্ক-সল, পালস্, রিউম, কলোসি ।

ম্যামেসিয়াম ফস—বেল, জেলস, ল্যাকে ।

ম্যামেসিয়াম-মিউর—আর্স, ক্যালকে, ক্যামো, নাক্স ।

ম্যামেনাম অ্যাসেটিকাম—কফি, ক্যাম্ফ, মার্ক সল ।

ম্যালেরিয়া-অর্ফ—ব্রাইয়ো, নাক্স, আর্স, রাস ।

রাসটক্স—অ্যানাকা, ( অ্যাকোন ) অ্যামন কার্ব, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, কফি, ক্রিমে, ক্রোটন, গ্র্যাফা, গুন্নে, ল্যাকে, র্যানান, সালফ, সিপি, কিউপ্রাম, স্যাণ্ড, লেডাম, মার্ক, প্র্যাস্টে ।

রাস-ভেন—ব্রাইয়ো, ক্রিমে, অ্যাসিড নাই, ফস্ফা, র্যানান ।

রাস র্যাড—উপরের মতোই ।

রিউম—ক্যাম্ফ, ক্যামো, কলোসি, মার্ক, নাক্স, পালস্ ।

রুটা—ক্যাম্ফ ।

রেডস্লাম-ব্রোমাইড—সাস-ভেন ( টেল? ) ।

রডোডেনড্রন—ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ক্রিমে, রাস, নাক্স ।

র্যানান-বাল্বে—অ্যানাকা, ক্রিমে, ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ক্রোটন, পালস্, রাস

র্যাফেনাস—প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা জল পান ।

লরোগিবেসাস - ক্যাম্ফ, কফি, ইপি, নাক্স-ম ।

লাইকো—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, কষ্ট, ক্যামো, গ্র্যাফা, নাক্স, পালস্ ।

লেডাম—ক্যাম্ফ, রাস ।

লিলিয়াম-টিগ—হেলোলিন, নাক্স, পালস্, প্র্যাটি ।

লোবেলিয়া—ইপি ।

ল্যাকোস—অ্যালিউম, অর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ককিউ, কার্বো-ভেজ, কফি, হিপার, লেডাম, মার্ক, অ্যাসিড নাই, অ্যাসিড ফস, নাক্স, ওপি, সিপি, ট্যারেন্টু, সিড্রন ।

লিউ-প্লেগা—ইপি ।

ল্যুট্যানাম—পালস্ ।

ল্যুটিফস্যাগ্রিয়া—অ্যাম্ভ্রা, ক্যাম্ফ ।

লিউকানাম—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, ক্রোরোফর্ম, অ্যাসিড-নাই, অর্স, কফি, হারোসা, ওপি, ভিরে-ভি, সাল্ফার ৩০ ( টোবা ? ) ।

ল্যুটামোনিয়াম—অ্যাসিড-অ্যাসে, বেল, হারোসা, নাক্স, ওপি, পালস্, ট্যারা ক্যাম্ফ, লেব্দর রস ।

সাইকিউটা—অর্গি, কফি, ওপি, কিকুপ্রাম-অ্যাসে টোবা ।

সিনা—অর্গি, ক্যাম্ফ, চায়না, ক্যাম্পিস ।

সার্সিপ্যারিলা—বেল, মার্ক, সিপি ।

সাল্ফার—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, অর্স, ক্যামো, চায়না, কোনি, কষ্ট, নাক্স, মার্ক, পালস্, রাস, সিপি, সাইলি, থুজা ।

সিকেলি—ক্যাম্ফ, ওপি ।

সাইক্লোয়েন—ক্যাম্ফ, কফি, পালস্ ।

সিনাবেরিস—হিপার, অ্যাসিড নাই, ওপি, সাল্ফার ।

সিউপিয়া—অ্যাকোন, অ্যাসিড-টা, রাস, সালফ, অ্যাসিড ক্রুড, উইভজ, অল্প ( Acid মায়েই ) নাইট্রি-সিউপারিটাস-ডালিসস ঘৃণা নেওয়া ।

সিউফিজিনাম—নাক্স-ভম ।

সিলোনেথাস—নেট্র মি ।

সিলা ম্যারিটিমা ক্যাম্ফ ।

সিলিকা—ক্যাম্ফ, অ্যাসিড-ক্রু হিপার ।

সিষ্টাস—সিপি, রাস, ক্যাফ্ ।

সিড্রন—ল্যাফে, বেল ।

সেনেগা—আর্গি, বেল, ব্রাইরো, ক্যাফ্ ।

সেলিনিয়াম—ইগে, পালস্ ( অ্যাসিড মি )

সেবাল সের্দ—সিলিকা, পালস্ ।

সোরিনাম—কফি ।

স্কুকাম চাক—ট্যাভে ।

স্পাইজলিরা—অরাম, ক্যাফ্, কর্কউ, পালস্ ।

স্পঞ্জিরা—অ্যাকোন, ক্যাফ্ ।

স্যাবাইনা—ক্যাফ্, পালস্ ।

স্যাভাডেলা—ক্যাফ্, কোনি, পালস্ ।

স্যাম্বউকাস—আর্স, ক্যাফ্ ।

স্যারাসিনিয়া—পডো ।

হাইড্রোফিবনাম—অ্যাকাস, বেল, সিড্রন, হারো, ল্যাফে, স্ট্র্যামো ।

হাইপেরিকাম—আর্স, ক্যামো, সালফ ।

হারোসারামাস—অ্যাসিড-অ্যাসে, বেল, চায়না, স্ট্র্যামো, ভিনিগাল্ল ।

হাইড্র্যাটস—সালফ ।

হিপার সালফ—অ্যাসিড অ্যাসে, আর্স, বেল, ক্যামো, সাইলি ।

হেলিবোরাস—ক্যাফ্, চায়না ।

হ্যামামেলিস—আর্গি, ক্যাফ্, চায়না, পালস্ ।

---

## একবিংশতি অধ্যায়

### সংক্ষিপ্ত ভেষজ-লক্ষণ সংগ্রহ

১। আর্গিকা—আঘাত লাগলে বা খেঁৎলালে অথবা ঘা হলে যে রকম ব্যথা হয়, সর্বত্র সেই রকম ব্যথা অনুভব করে। শয্যা কঠিন মনে হয়। বেদনার্জনিত হলে একভাবে সর্বক্ষণ থাকতে পারে না। এপাশ-ওপাশ করে। মস্তিস্কে জ্বালা। মাথা, মুখমণ্ডল প্রভৃতি গরম, কিন্তু নিম্নাংশ ও পা শীতল। কালশিটে পড়া, আঘাত এবং রক্তস্রাব। অচেতন্য বা মোহ ভাব। জ্বরে ছটফট করে, অথবা মনে করে যে ভাল আছে। আঘাত বা শরীরের বৌশ শ্রমের জন্য পীড়া। গাঢ় ঘুম বা মোহ ভাব। প্রসবের পর পক্ষাঘাত বা প্রসবে পর নানা অশুভ লক্ষণ। জনতার মধ্যে যেতে ভয় লাগে। যে কোনও ভাবে আঘাত বা পতনজনিত আঘাত, হাড় বা উপাঙ্গ আঘাত, পেশীতে আঘাত প্রভৃতি। কালশিটে পড়া লক্ষণে বা আঘাতে আর্গিকা মাদার বাইরে প্রয়োগ করলেও উপকার হয়।

২। আর্সেনিক —শরীর ও মনের দারুণ যাতনা। রোগী অত্যন্ত অস্থির, কিন্তু প্রচণ্ড দুর্বলতার জন্য নড়তে-চড়তে পারে না। হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়ে বা রোগীর জীবনীশক্তি হ্রাস পায়।

গাত্র দাহ, কিন্তু বস্ত্রাদি দিয়ে ঢাকলে বা উত্তাপে জ্বালা কমে, দুর্বলতার তুচ্ছ—কিন্তু অ্যাকোনাইট বা ব্রায়েরিনার রোগীর মত একসঙ্গে অনেকটা জ্বল খায় না। বারে বারে অল্প অল্প করে জ্বল খেয়ে থাকে। নড়লে-চড়লে বা সিঁড়িতে ওঠানামা করলে খুব শ্বাসকষ্ট হয়। ভেদ-বমি একসঙ্গে। খাওয়া বা জলপান করলেই ভেদ-বমি বৃদ্ধি পায়। শীতল খাদ্য বা পানীয় খাবার ফলে উদরাময়, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ। রাত 12টার পর থেকে 3টে পর্যন্ত যে কোনও রোগের বৃদ্ধি। ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা ঘর বা ঠান্ডা লাগলে বা নড়া-চড়া করলে রোগ বৃদ্ধি। গরম বাতাসে, গরম ঘরে বা গরম লাগলে রোগ কমে। জলের মত মল অথবা সবুজ ও কালো রঙের জ্বালাযুক্ত মল। মাঝে মাঝে বমি। অতিসার বা কলেরা। স্নাতিকা জ্বর নারীদের। পাকস্থলিতে খুব জ্বালাযুক্ত বেদনা। আলসার। চর্মে জ্বালাকর চুলকানি। চুলকানি থেকে চর্মের খোলস উঠে যাওয়া। পুরানো সিবিরাম জ্বরে কুইনিন ব্যর্থ হলে। শোধ, পুরানো পচা ক্ষত প্রভৃতি। একা থাকতে ভয়, অবার পরিচিতদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও ইচ্ছা করে না।

মৃত্যুর ভয়, মানসিক অস্থিরতা, শারীরিক দুর্বলতা, জ্বালা, পিপাসা, উত্তাপে উপশম। মাঝরাতে বা মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি। এগনিক আর্সেনিকের প্রধান সব লক্ষণ।

৩। অ্যাকোনাইট —জনতার মধ্যে যেতে ভয় হয়। মৃত্যুতে ভয় হয়—বলে আমি আর বাঁচবে না। শারীরিক বা মানসিক উদ্বেগ। বন্দনার অস্থির হয়। যে

কোনও ভয়ঙ্কর রোগের হঠাৎ ভীষণ বেগে আক্রমণ ( বিশেষতঃ শ্বূলকায় ব্যক্তিতে ) । শীতকালের শ্বূলকনো ঠাণ্ডা বায়ু লেগে ( বা ঘাম বন্ধ হওয়া হেতু ) । বা ভয় ৫ লে কোন পীড়া জন্মালে । প্রবাহ জনিত রোগের প্রথম অবস্থায়, যথা—জ্বর, জল-বসন্ত, হাম, সর্দি, শ্বূলক কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, বাত, সন্ধি-বাত, প্রভৃতি পীড়ার প্রথম অবস্থায় । বসন্তোগ্য করলে বা খোলা বাতাস লাগলে রোগের উপশম । গরম ঘরে বা কাঁখে শুলে রোগের বৃদ্ধি পায় । অত্যন্ত পিপাসা, গা শ্বূলকনো ও উষ্ণ, সম্পূর্ণ ঘামাভাব হয় । নাড়ী কঠিন দ্রুত ও পূর্ণ ; মূখমণ্ডল রক্তবর্ণ, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব রক্তবর্ণ, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি হয় ।

৪। অ্যান্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম — ঠাণ্ডা লেগে পীড়া হয় । শ্বাসতন্ত্রের রোগে বায়ু নির্গমন পথে প্রচুর গ্লেস্মা সঞ্চয় বা ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে গ্লেস্মা, তা কেসে উঠান যায় না ।

গলায় ঘড়ঘড় শব্দ—মনে হয় যেন অনেক গ্লেস্মা উঠবে, কিন্তু তা ওঠে না । শ্বাস তন্ত্রের পীড়ার রোগী নীল হয়ে যায়, গলায় গ্লেস্মার শব্দে মনে হয় যেন এখনই শ্বাস রোধ হবে । দেখ ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা ঘাম হয়, মূখ-মণ্ডল ফ্যাকাশে বা নীলবর্ণ, সর্বত্র ( বিশেষতঃ হাত ও মাথা ) কাঁপে, মূখে অগ্নি, অগ্নি অরুচি, জিভে সাদা লেপা হয় । তৃষ্ণাহীনতা, বায়ু ওঠা, উষ্ণার বা গ্লেস্মা উঠে গেলে রোগের উপশম হয় । ফুসফুসের পক্ষাঘাত বা শোথ হবার আশঙ্কা । চর্ম সর্বত্র কণ্ডু, বসন্ত, শিশুদের বায়ুনালী প্রবাহ ; গ্লেস্মাবমন, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট এবং কটিবাত । শিশু খুঁওখুঁতে । কেউ ছলে বা আঘর, করলে বিরক্ত হয় । বমি হলে বমনেচ্ছার নিবৃত্তি অ্যান্টিমের এক বিশিষ্ট লক্ষণ ।

৫। অ্যান্টিভ নাইট্রিক—অধিক পরিমাণে পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার হেতু এইসব রোগ । গর্ভের পীড়া, গলায় ক্ষত, যকৃতের প্লাম্বন রোগ, গৃহস্থ্যারে নালী-ধা, রক্তপ্রাবী অর্শ, মল নির্গমকালে ও পরে গৃহস্থ্যারে তীব্র যন্ত্রণা, ঘাম বা প্রস্রাবে অম্বুস্বের মতো দুর্গন্ধ, প্লাম্বন শ্বেত-প্রবর । ঘোবনে ঘাঘের উপদংশ বা প্রমেহ পীড়ার ইতিহাস আছে বা অতিরিক্ত পারদ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করেছে, তাদের সহজে সর্দি লাগা, উবরাময়, অর্শ, মলঘারে, মূখে বা মূত্রনালীর মূখে, চোখের বা নাকের বা ঘোনিতে রক্তপ্রাবী—অসমান পার্শ্ব বিশিষ্ট ক্ষত প্রভৃতি নাইট্রিক অ্যান্টিভ প্ররোগের উপযোগী ক্ষেত্র ।

৬। অ্যান্টিভ ফস্ফোরিক — উদ্ভ্রান্ত বা উদ্ভ্রান্ত ভাব, সামনে যা ঘটছে রোগী তা জানতে পারে না, কিন্তু জানলে বেশ জ্ঞানের উদ্রেক হয় । শোক, শারীরিক বা মানসিক পরিভ্রম, বা ইন্দ্রিয় সেবার আধিক্যবশতঃ ঘোর্বল্যকর পীড়া সব প্রস্রাবের রং দুধ বা জলের মতো, শরীর সর্দি ও বাড়ন্ত গঠন । সর্দি-কাল স্থায়ী বেদনানীল উবরাময় । শ্বূলকসহ হস্তমৈথুনের কুফল । গণ্ডমালা জনিত আঁহুকত, বৃদ্ধকত, শ্বেত



প্রদর রাগিবেলা অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ, মূত্র দুর্বেহ মতো অথবা স্বচ্ছ অম্লাঙ্গার মতো হয়। বহুমূত্র, দুর্বল, স্নেহ বেষে ঘূমের মধ্যে।

৭। হাঁপকাক —হাঁপানি, সাই-সাই ও ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্বাসকষ্ট। সব সমস্ত গা বমি বমি ভাব। শিরঃপীড়ার সঙ্গে বমনেচ্ছা। জ্বরাসন্ন, নাক, মূত্র, গদ্যাহার হতে উজ্জ্বল বর্ণের রক্ত প্রাব। ঘাসের মত কিম্বা সবুজ বর্ণের ভেদ।

একদিন অন্তর পালাজ্বর, কুইনিনের অপব্যবহার জনিত জ্বর, অনির্নামিত জ্বর বা শিশুদের জ্বরের প্রথম অবস্থায় সবুজ বর্ণের অল্পযুক্ত উদরাময় এবং তার সঙ্গে অল্প অল্প রক্তের চিহ্ন, ঘাসের মত সবুজ ভেদ, হুপিং কাশি, কাশতে কাশতে বমি, (আমাশয় মিশ্রিত মল)। নাভি-প্রদেশে বেদনা। বমি ও অবিরত বমনেচ্ছা (বমন সন্তেদও বমনেচ্ছা বর্তমান) এর প্রয়োগ লক্ষণ।

৮। ওঁপিয়াম —রোগী, বেদনা মোটেই অনুভব করতে পারে না। ঘূম পায়, কিন্তু ঘূমোতে পারে না। মূত্র দিয়ে বিষ্ঠা বমন, ঘাম সন্তেদও গা খুব গরম। ঘোর অচেতন স্তম্ভ খুব নাক ডাকে। চক্ষু তারা প্রসারিত। মস্তিস্কের অবসন্নতা। গলা ঘড় ঘড় করে শ্বাস-প্রশ্বাসে। নিস্তেজ ভাব। চক্ষু তারা আকৃষ্ণিত। গভীর নিদ্রা। তার সঙ্গে অর্ধেক মেলা চক্ষু। নিদ্রাকালে বিছানার চাদর খুঁটে। তন্দ্রাভাব ওঁপিয়াম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

৯। ক্যালকোরিয়া কার্ব —খলখলে চেহারা বা কোমলাঙ্গি ব্যক্তি। ঠাণ্ডা লাগলে সহজেই পীড়ার সৃষ্টি হয়। নৈশ ঘর্ম। পা খুব ঠাণ্ডা এবং সহজেই শীতবোধ। শিশুর ব্রহ্মতালু যথা সময়ে পূরে না ওঠা। যথা সময়ে হাঁটিতে না পারা বা দাঁত না ওঠা। চক্ষু প্রদাহ। গ্রন্থি স্ফীতি। অত্যধিক ঋতু ও তার সঙ্গে হাঁটু হতে পায়ের তলা পর্যন্ত বরফের মত শীতল ও আর্দ্র। নির্বিঘ্ন সময়ে অনেক পূর্বে ঋতু প্রকাশ। দুর্বেহবে শ্বেত প্রদর। সঙ্গমকালে শীঘ্র শীঘ্র রেতঃ স্খলন এবং তার সঙ্গে দুর্বলতা। রাগিতে মস্তকে ঘর্ম। পূর্ণিমার কাছাকাছি বা সময়ে রোগের বৃদ্ধি। শীতল বাতাসে ও ব্যাধিত পার্শ্ব শয়ন করলে রোগের উপশম। সবুজ বা কাল রঙের জ্বালাযুক্ত ভেদ, মধ্যে মধ্যে বমি। অতিসার বা সকল প্রকার পূরাতন পীড়ায় একদিন অন্তর রোগের বৃদ্ধি। এই ঔষধের পর সাল্ফার প্রয়োগ নির্বিঘ্ন।

১০। কার্বো ডোজটোবিলাস —প্রথর রোগে বা আগুনের তাতে কাজ করা জনিত অসুখ। হিমাক্র অবস্থায় জীবনী শক্তি প্রায় নিঃশেষিত—বেহ বরফের মত শীতল ও নীলবর্ণ এবং রোগী নিয়ত বাতাস করতে বলে। যেকোন পীড়ার আশ্রয় দশায় যখন প্রচুর শীতল ঘর্ম, জিহ্বা শীতল, স্নেহ প্রতীতি লক্ষণে। উপায়, বৃক-জ্বালা। পেট সেঁটে ধরা। পেট ফাঁপা সঙ্গে বার্ন নিঃসরণ (উর্ধ্বাধিক) বা টেকুর। সাম্যপাতক জ্বর হয়। অর্শ, উদরাময়, দাঁতের ব্যথা, দাঁতের মাড়িতে ঘা, মাড়ী থেকে সহজে রক্তনিঃসরণ। পচা দুর্গন্ধ কত, স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, মূর্খ অবস্থায় পবতল

শেষক উরুদেশ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়। রোগীর ক্রমশঃ বাতাস পেতে ইচ্ছা এটা কার্বো-ভেজের লক্ষণ।

১১। ক্যামোমিলা —খিটখিটে শ্বভাব, অসহনীয় বেদনা (যথা, বাধক বেদনা, প্রসব বেদনা, দস্তশূল) প্রভৃতি উপসর্গে রোগী ঘুমোতে পারে না বা কেঁদে অস্থির হয়। অসহ্য বেদনা ও মাঝে মাঝে বেদনাক্রান্ত অঙ্গটির অসারতা বা কিং কিং ধরা। রাত্রিকালে পদতল যেন জ্বলতে পড়তে থাকে। নিদ্রাবস্থায় কাশি। শিশুর দস্তোদমকালীন রোগ সব (যথা, পীত বা সবুজ বর্ণের উদবাময়, তড়কা, জলের সঙ্গে সঙ্গে—ছ্যাকরা ছ্যাকরা মল, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ সবুজ বা হরিদ্রাভ আম-সংযুক্ত ভেদ)। দস্তোদমকালে অভ্যস্ত কষ্ট, পেটে বেদনা, দস্ত গুঠবার সময়ে শিশুর একাধিকের গাল গরম ও অপরদিকে শীতল এবং যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা। শিশু সংবাদ খিট খিটে ও সামান্য কারণেই রেগে গুঠা, কোলে করে বেড়ালে ভাল হয়।

১২। চায়না —শরীর থেকে অতিরিক্ত রস, রক্ত, শুক্ৰাদি নিঃসরণ হয়। পুঞ্জপ্রাব বা দুর্গন্ধ্রণের জন্য চায়না প্রয়োগে দুর্বলতা দূর এবং রোগী নিরাময় হয়। নির্দিষ্ট সময়ে (যথা—ঠিক একদিন অন্তর, কোন রোগের প্রকোপ। যে কোনও জ্বরগা থেকে রক্তপ্রাব প্রবণতা আছে। কালো রং-এর চাপ চাপ রক্তপ্রাব এবং তার সঙ্গে মূর্ছা। দুর্গন্ধহীনতা ও তার সঙ্গে কান ভেঁ ভেঁ করে। রক্ত শ্বল্পতা, রক্তে জলের ভাব বেশি। পেট ফাঁপ, উদর যেন বায়ুপূর্ণ হয়েছে অনুভব করে। (উপর পেট ফাঁপা কার্বো ভেজ, তলপেট ফাঁপা লাইকো) দিতে হবে। উষ্ণারে, বায়ু নিঃসরণেও উপশম হয় না।

(উষ্ণারে উপশম বোধ—কার্বোভেজ)—বেদনাহীন উদবাময় (হলদে, মেটেবর্ণের জলের মত ভেদ)। ফল খেয়ে উদবাময় হয়। স্পর্শ অসহিষ্ক (এমনকি গায়ে বায়ুর সম্পর্শেও রোগী থাকতে পারে না) ম্যালেরিয়াতে অবিরাম জ্বর (যে জ্বরে শীত, গরম, ঘাম—এই তিনটি অবস্থা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়)। জ্বর অগ্রগামী, প্রতিদিন আগের দিনের দুঃখটা আগে আক্রমণ হয়। রাতে জ্বর হয় না।

১৩। থুজা —হ্যানিমানের মতে থুজা একটি প্রমেহ বিষ দোষক-দোষয় (Antisycotic) মধ্যাকুর (vegetation) যথা—শ্লেষ্মা-গুটি বস্তু বিশিষ্ট অবর্দ (যাহা জরায়ু, কণ্ঠ, নাসারন্ধ্র, কর্ণ বা সরলান্ত্রে জন্ম)। আঁচিল, প্রদাহ জনিত উপমাংস প্রভৃতি লক্ষণে থুজা ভাল ঔষধ। অবরুদ্ধ প্রমেহ হয়। মূত্রমার্গ, প্রদাহ, গাঢ় স্রাব, মূত্রত্যাগের পর বেদনা ও প্রস্রাবের ধারা বিধা বিভক্ত হয়। কর্ণ বা নাসিকা থেকে ঘন সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মা নির্গমন হয়। দাঁত উঠবামাত্র দস্তমূলের ক্ষয় হয়। কিন্তু অগ্রভাগ অক্ষত থাকে (মৌজি অগ্রভাগের ক্ষয়—গ্টিয়াফ)।

বস্ত্রাচ্ছাদিত অঙ্গে উশ্বেদ বা অনাচ্ছাদিত অঙ্গে ঘাম (বিপরীত সাইল)। টিকা দেবার পর বা বসন্ত রোগ আরোগ্য হবার পর শরীর ভালভাবে না শোধরালে বা প্রমেহপ্রাব অবরোধ জনিত উপসর্গাদিতে এ বিশেষ কার্যকরী। বিংহোসেন বা

অন্যান্য কারও কারও মতে থুজা বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট আরোগ্যকারী ও প্রতিষেধক ঔষধ। উদর মধ্যে একটি জীবিত প্রাণী নড়ছে অনুভব, থুজার একটি বিশেষ লক্ষণ।

১৪। **নাস্ত-ভীমিকা** —শীর্ণ মলিন দেহ হয়। খিটখিটে মেজাজ হয়। সহজেই বিরক্ত হয় ও সর্বদা ঝগড়া করে। হিংস্রটে, পিত্তপ্রধান ও দূর্শ্চিন্তাগ্রস্থ এবং সব সময় কোনও না কোন উদর পীড়া—এরকম হলে এটা মন্ত্রশাস্ত্রের মতো কাজ করে। স্পর্শকাতরতা—শব্দ, আলো ও গন্ধ নোটেই সহ্য করতে পারে না। খেঁচুনি বা তড়কা হয়। প্রবল জ্বরবাবস্থাতেও শীত বোধ কবে মাদক, উত্তেজক, তিক্ত বা গরম ঔষধ সেবন জনিত উপসর্গ। বার বার মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু অল্প অল্প মলত্যাগ হয়, খোলসা হয় না। নিদ্রাভঙ্গের পর ক্রান্তিবোধ আসে। আহারের দূর্-এক ঘণ্টা পর তল পেটে ব্যথা হয়। বমি বা বমিভাব হয়। মলত্যাগের পরই বেদনা সাময়িক কমে ( বিশেষতঃ রক্ত আমাশয় রোগে )। অর্শ সঙ্গে চুলকানি, অন্ধবলী, সর্দি, দিনের বেলা তরল, রাত্রিতে শুষ্ক হয়। প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। গলায় যেন কিছু আটকে থাকে মনে হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে মলত্যাগের চেষ্টা। শুষ্ক কাশি ও সর্দি। কখনো উদরায়ন বা কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। শূলবেদনা, পেটকাঁপা, বৃকজদালা, মাথাধরা ও তার সঙ্গে মাথাবোঁরা প্রভৃতি হয়। কেউ কেউ বলেন সূর্যাস্তকালে বা নিদ্রার আগে নাস্ত প্রয়োগ করলে উপকাব হয়।

১৫। **নেট্রাম-মিউর** —পরবর্গী বায়োকৈমিক ঔষধাবলী দ্রুতবা।

১৬। **পালসেটিলা** —গুরুপাক দ্রব্য পান-ভোজন জনিত অজীর্ণতা হয়। জিহ্বা লেপাবৃত বা পীতবর্ণ হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমি হয়। অল্প, বৃকজদালা, সাদা আমঘন্থ উদরায়ন হয়। হাম, হামের পর বর্ধিততা, পানি বসন্ত প্রভৃতি হয়। কর্ণে বেদনা, কর্ণ থেকে পুঞ্জস্রাব, বাত—সর্গ্ধবাত হয়। ত্রিবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বর হয়। মাথায় ঠাণ্ডা লেগে নাক দিয়ে শ্লেষ্মা স্রাব পড়ে। চোখের পাতা জ্বড়েয়ে যায়। অনিয়মিত ঋতু; ঋতুব রক্ত চাপ চাপ ও কালো বেদনাঘন্থ ঋতু হয়। শ্বেতপ্রদর, অণ্ডকোষ প্রদাহ, ঋতু অবরোধ, প্রমেহ রোগের উপসর্গের, সবসময় পরিবর্তনশীল—এই হাসি, এই কান্না, ভেদের প্রকৃতি ও বর্ণ প্রতিবারই বিভিন্ন হয়। ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা হয়। বেদনার সঙ্গে শীত শীত ভাব ও মৃধ শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা মেই। প্রসবকালে পালসেটিলা সেবনে শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ট হবার সম্ভাবনা। চূর্ণ দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকলে ও মাথা ঘুরে সামনের দিকে আসে ও সুপ্রসব হয়। সহজে ক্রন্দনশীল বা ধীর স্বভাব লোকের ( স্ত্রীলোকের ) পক্ষে এটা সাময়িক উপযোগী।

১৭। **ফস্ফোরাস** —লম্বা ছিপাছিপে চেহারা ও ফসাঁ চেহারার বৃদ্ধিমান ব্যক্তির পীড়ায় ফসফরাস বিশেষ ফলপ্রদ।

বৃন্দের চেয়ে শিশু, যুবকদের পীড়াতেই এই ঔষধটি বেশি ব্যবহৃত হয়। ফসফরাসের যুবক ঢাঙ্গা চেহারা বিশিষ্ট এবং সামনের দিকে ঝুঁকে চলে।

রক্তস্রাবী ঋতু, সামান্য আঘাতেই শরীর থেকে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। মূত্র, পাকস্থলী, গৃহস্থায় প্রভৃতি অঙ্গে দারুণ জ্বালা বোধ হয়। মেরুদণ্ডের ও পদুষ্ঠ ফলকাস্থির মধ্যবর্তী স্থানে জ্বালা। সকাল থেকে রাত্রির ত্রিপ্রহর পর্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। প্রচুর জেব—ভেদে সাগুদানার মতো ছোট ছোট পদার্থ ভাসমান ও মলম্বার ফাঁক হয়ে থাকে। ঠাণ্ডা জল খেতে প্রবল ইচ্ছা করে কিন্তু পাকাশয়ের কাছে গিয়ে উষ্ণ হওয়া মাত্রই বমি হয়। কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা ও রক্ত নিঃসরণ। স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ হয়। বক্ষ্মা, খড়্গভঙ্গ, শীঘ্র শীঘ্র ঋতুস্রাব হয়। দাঁতের গোড়া শিথিল এবং ওটা থেকে সহজেই রক্ত নিঃসরণ হয়। বৃকের কোন ফোঁড়া অস্ত্র করবার পর যদি নালী ঝা হয়, তা হলে এই ঔষধ উপকারী।

১৮। ফেরামমেট —রক্ত স্বল্পতা, সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতাজনিত মাথাধরা। মূত্রস্থলীর ও মূত্রনালীর প্রদাহ হয়। কখনও রাক্সসে ক্ষুধা আবার কখনও ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব হয়। শারীরিক কোনও বস্তু থেকে রক্তস্রাব হয়। মূত্র-মন্ডল লালবর্ণ (বিশেষতঃ কল্পাবস্থায়) বেদনাহীন অজীর্ণ ভেদ হয়। ম্যালেরিয়া সমস্ত দিনের ছুস্ত্রব্য রাত্রিকালে বমি বা উপ্কার। মূত্রমন্ডল ফ্যাকাশে, বৃক খড়্গড়ানি করে। রক্ত বমন, হাঁপানি প্রভৃতি পীড়ার রোগী ধীরে ধীরে বেড়ালে উপশম বোধ করে। পুরাতন উদরাময়, পক্ষাঘাত, অতিরিক্ত এবং চা বা কুইনিন ব্যবহার জনিত পীড়া কোমলাঙ্গী স্ত্রী লোক এবং মায়ু ও ঋতুস্রাব ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

১৯। বেলোডোনা —খল খলে চেহারা ও উজ্জ্বল রক্তাভ মূত্রমন্ডল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পীড়ায় এই ঔষধটি ব্যবহৃত হয়। বেলোডোনা রোগীর সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। চটপটে, তাড়াহুড়ে করে কাজ করে। সব রোগেই বেলোডোনা রোগীর কাজকর্ম প্রদীপ্ত। তরুণ রোগে প্রবল আক্রমণে বেলোডোনা রোগী ভূত-প্রেতাঁদি এবং ভক্তকাঁদি বন্য জন্তু দেখে এবং ভয় পেয়ে বিছানা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রলাপে হাতের কাছের জিনিষপত্র ভাঙতে চায়। কামড়াতে চায় ও গালমন্দ করতে থাকে। প্রচণ্ড হাসে বা দাঁত কড়মড় করে। সামান্য কারণে সে এত উত্তেজিত হয় যে, তাকে ধামানো প্রচণ্ড কষ্টকর হয়। (প্রলাপে অবিরত হাসা, কাঁদা বা গান করা লক্ষণ—স্ট্রামো)। শরীরের কোনও স্থান উত্তপ্ত, স্ফীত, লালবর্ণ, দগদগে জ্বালাকর বেদনাযুক্ত হয়। স্থানিক রক্ত সঞ্চার ও প্রদাহ হয়। (পূর্জোৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ ফোঁড়া ও ব্রণের প্রথম অবস্থায়)। যে কোনও রোগে বেদনা সহসা আরম্ভ ও সহসা উপশম বেলোডোনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

২০। ব্রাইয়োনিয়া —বাত ও পিত্ত প্রধান-ধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তির পীড়ায় এই ঔষধটি বিশেষভাবে কার্যকরী। সর্বাঙ্গীণ শূন্যকতাই এর লক্ষণ। মূত্র ও পাকাশয়ের শূন্যতা জনিত পিপাসা, অস্ত্রের শূন্যতা জনিত কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গায় চর্মের শূন্যতা জনিত ঘাম ভাব হয়। শূন্য কাশি, ফুসফুস বেচের শূন্যতা জনিত কাশি ও

প্রদ্রিসি। (কোলিকার্ব), মূত্র কালচে বা ধূসর ও অল্প, ঔষধটিতে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। গুষ্ঠ, মূখ বা পাকস্থলী শূন্য—তাই রোগী অনেকক্ষণ অন্তর বোঁশ জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে। প্রবল গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে, শূন্যনো ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে রোগ। ঋতুকাল ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাক দিয়ে রক্তস্রাব। স্তন কঠিন হয়, উত্তপ্ত ও বেদনায়ুক্ত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য কিন্তু মূল প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। মল দেখতে শূন্য, কঠিন, দৃশ্য ঝাঝা ইন্টের মত। শূন্যনো কাশি হয়। সন্ধিবাত (বিশেষতঃ যখন নড়াতে কষ্টবোধ হয়) ও কটিবাত, বাতজ্বর। সূচবেথার বা কেটে যাওয়ার মত বেদনা এবং নড়লে-চড়লে রোগের বৃদ্ধি। স্থিরভাবে থাকলে উপশম হয় ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। যে কোন পীড়া হোক না কেন প্রলাপে দৈনন্দিন কাজের কথা বললে বা বাড়ীতে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলে ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়।

২১। ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম—যে কোনও পীড়া হোক না কেন শরীর শীর্ণ ও বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়। মলিন ও ফ্যাকাশে চেহারা আর চোখমুখ শূন্যনো, মূত্র আসন্ন এরূপ অবস্থায় ভেরেট্রামকে স্মরণ করা কর্তব্য হাইড্রো অ্যাসিড, কার্বো-ভেট্র ক্যাম্ফার)। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, নিউমোনিয়া, প্রভৃতি তরুণ পীড়ায় উল্লিখিত লক্ষণগুলি থাকলে ভেরেট্রাম দ্বারা সুন্দর ফল পাওয়া যায় ওলাওঠা, চালখোঁরা জলের মতো প্রচুর পরিমাণে ভেদ ও বমি, সর্বাত্মক শীতলতা, আক্ষেপ, শূল, দুর্বলত্বের শীতল ঘাম, মায়দুশক্তি অবসন্নতা, প্রলাপ, কাঠ বমি বা বমির সঙ্গে কপালে ঠাণ্ডা ঘাম—এর নির্দেশক লক্ষণ। উন্মাদরোগ ও তার সঙ্গে প্রব্যাধি ছিঁড়ে বা কেটে ফেলার ইচ্ছা, নিশ্চিন্ত ভাব। প্রচুব্রাব, মল, মূত্র, বমন, লালা-ঘর্মাদি প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়।

২২। মার্কিউরিয়াস-ডাইডাস ও সিন্টিব্যালিস ডাক্তার ন্যাস বলেন ফোঁড়া পাকাতে হলে মার্কিউরিয়াস নিম্নক্রম এবং এটা বসাতে হলে উচ্চক্রম প্রয়োগ করা উচিত। মার্কিউরিয়াস রোগীর প্রায়ই দাঁতের মাড়ি ফোলে ও হ্রিদ্‌বৃদ্ধ হয় এবং তা থেকে রক্ত পড়ে। জিহ্বা ফুলে ও বদলে পড়ে এবং জিহ্বাতে দাঁতের ছাপ দৃষ্ট হয়। জিহ্বা সরস, মুখে দুর্গন্ধ, লালাপূর্ণ অথচ প্রবল তৃষ্ণা থাকে, প্রচুর লালাস্রাব। দ্বিবারাধি ঘাম কিন্তু তাতে উপশম হয় না। গলার ভিতরে ঘা। লালো নিঃসরণ হয়। লালার ধাতবস্বাদ। মুখের ভিতরে ঘাম, দস্তবেদনা, কণ থেকে পুঞ্জ নিঃসরণ এবং চোখ ওঠা প্রভৃতিতে মার্কিউরিয়াস উৎকৃষ্ট ঔষধ। যকৃতের প্রবাহ ডানদিকের শূন্য বেদনার বৃদ্ধি। বৃক্ক শক্ত, স্ফীত ও বেদনা যুক্ত। গর্মির ঘা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান। উপবংশ, বাত, বাগী, উপবংশের বাগী এবং যে সমস্ত ক্ষতে সহজে পুঞ্জ সঞ্চার হয় না। আমের সঙ্গে রক্তবমি, কৌথ পাড়া (বিশেষতঃ মলত্যাগকালে) লক্ষণে এর নিম্নগতি কার্যকরী। রোগিতে বিছানার পীড়ার বৃদ্ধি মার্কিউরিয়াস প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

২০। রাসটল — জ্বরা লেপাবৃত ফাটাফাটা এবং জ্বরের অগ্রভাগে দ্রিকোণাকার, লালবর্ণে চিহ্নিত ।

আন্তিক জ্বরের মত উপসর্গ হয়। মৃদু প্রলাপ হয়। মোটর পেশীর বাত। কটিদেশে রায়শূল ( বাঁ ভাগে )। বাঁ বাহুর বেদনা হয়। হৃদ রোগে গিলবার সময় স্কন্ধ দেশে বেদনা হয়। জ্বরের শীতাবস্থায় কণ্ঠকর শব্দকনো কাশি হয়। বাত বিশেষতঃ পুরাতন বাত। কটিবাত, বাতের পক্ষাঘাত। ফোম্বায়ুক্ত বিসর্প, পানি বসন্ত; সমস্ত শরীরে হামের মতো লাল বর্ণ পাইড়কা। অতিসার সম্বলিত সান্নিপাতিক জ্বব। চর্মরোগ ( অসহ্য জ্বালা বা চুলকানি ) এবং কাউর। নড়াচড়ায় পীড়ার উপশম বোধ এবং শান্ত থাকলে বৃশ্চ ( বিপরীত—বাইয়ো ) রাসটল্লেব প্রধান লক্ষণ ।

২৪। লাইকোপোডিয়ারাম — বৃশ্চ বা প্রোট সূচত্ব কিস্তু দুর্বল, অবসন্ন মন, দুর্বল শ্মশ্রুশক্তি বিশিষ্ট বৃশ্চ এবং সহজেই যাদের ক্রোধ জন্মে তাদের শ্রমণ করা কষ্টব্য। নিউমোনিয়া ( দ্বিতীয় অবস্থায় ইচ্চক চূর্ণের রং বিশিষ্ট গ্লেটমা নিগমন ও নাকের পাটা দুইটি অবিরত ওঠানামা করতে থাকলে )। অল্প বৃশ্চ, ফোঁড়া, যে কোনও পীড়া দক্ষিণ অঙ্গে আরম্ভ হয়ে বাম দিকে প্রসারণ, পেট ফাঁপার সঙ্গে অধোদিকে বায়ু নিঃসরণ, নিম্নপেটে বায়ু সঞ্চয় ( উর্ষাদরে কার্বো—সমস্ত পেটে সিওকা )। অপরাহ্ন চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত রোগের প্রকাশ। এক পা ঠাণ্ডা অন্য পা গরম। ক্ষুধা। কিস্তু অল্প আহারেই ক্ষুধার নিবৃত্তি বা পেটে ভারবোধ। ঘামের পরই তৃষ্ণা এই কটি লাইকোর বিশেষ লক্ষণ। ডিপার্থারিয়া বোগেব শ্লেষ্মিক ঝিল্লী প্রথমে ডানদিকে আরম্ভ হয়ে পড়ে বাঁদিকে প্রসারণ করে। ( বিপরীত—ল্যাকেসিস, ল্যাক ব্যান )। বৃশ্চাদগের রতি শান্তির দৌর্বল্যতা এবং যুবকদের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা বা হস্ত মেথনকারীদের ধ্বংসের পীড়ায় লাইকো বিশেষ ফলপ্রদ ।

২৫। ল্যাকেসিস — পীড়ার ফলে জীর্ণশীর্ণ চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, সহজেই ক্রোধের উদ্বেক ও জটিল প্রকৃতির বা বাচাল বৈর্গীদের পক্ষে এটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। অবসন্নতা, নিদ্রাভঙ্গের পর যে কোন রোগের বৃশ্চ। বাম অঙ্গে পীড়া, বাঁ অঙ্গে পীড়া আরম্ভ হয়ে দক্ষিণ অঙ্গে প্রসারণ ( ল্যাক-ক্যা—বিপরীত লাইকো )। ডিপার্থারিয়া ও টেনসিলের রোগ, শরীর যেন সেঁটে ধরে বা কষে ধরে, রক্তক্ষয়, দুর্বলের মতো জ্বরা বা অন্য কোনও অঙ্গে কম্পন। গলায় বেদনা হয়। গলায় কাপড় রাখতে বা জামার বোতাম আটকাতে পারে না, ( শ্বাস রোধ হয়ে যাবে বলে মনে হয় )। কান ব্যথা হয়। গায়ের অস্থি থেকে কান পর্যন্ত ছিঁড়ে যাওয়ার মতো বেদনা হয়। পিপাসা নেই, অথচ গলা শব্দকনো। পিচা দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ অসাধারণ মতো নিগমন। গ্রীষ্মকালে উৎসাহ। চর্মের নীলাভ বা চর্ম বেগুনী আভা বিশিষ্ট দৃশ্যিত ক্ষত। রক্তপ্রাব প্রবণতা, সামান্য ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপ্রাব, রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না। দৃশ্যিত ক্ষত, ক্ষত দারণ বেদনা। ককট ক্ষত, প্রথমে বাঁ দিকে আক্রমণ করে ক্রমে দক্ষিণ দিকে

প্রসারিত হয়। আক্রান্ত স্থান কালো—নীলাভ অথবা বেগুনী রং। গরম পানীয় গলাধঃকরণে অধিক কষ্ট। দারুণ অবসাদ ভাব। জরায়ু থেকে অল্প রক্তস্রাব (রক্ত হয় কালো রং এর) ঋতুর সময়ে প্রসবের মতো বেদনা। স্ত্রী লোকদের রক্তো নিবৃত্তি কালের রোগ। প্রেগ রোগ।

২৬। সাল্ফার—সাল্ফার রোগী খুব অপরিষ্কার থাকে। তার পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান মোটেই নেই (খুব পরিচ্ছন্নতা—আর্স), গায়ে চুলকানি ও একজিমাডি চর্মরোগ থাকে। সামনের দিকে কঁজো হয়ে হাঁটে, দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারে না। দাঁড়ালেই কষ্ট হয়। সাল্ফার শিশু স্নান করতে চায় না। রোগী খুব তাড়াতাড়ি কাজকর্ম করে। দেবী করতে ভালোবাসে না। হাত-পা, মাথার তালু সব সময় জ্বালা করে। নিদ্রাকালে জ্বালা উপশমের জন্য—পা দুটি বিছানার থেকে বাইরে রাখে। যে কোনও চর্মরোগ বা পুরাতন পীড়ায় এটা উপকারী। চুলকানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, কফ বা বাত, স্ফোটক, আঙ্গুলহাড়া। ছোট ব্রিচি, আমের সঙ্গে মল। অম্বল গন্ধযুক্ত উদরাময়। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর প্রচুর মলত্যাগ (আলোস, সোরিনাম)। মলের গন্ধ যেন রোগীর সঙ্গে সঙ্গ হয়, মনে হয় রোগী জামা-কাপড় পরে মলত্যাগ করছে। মাথার ভেতর যেন গরম জল ফুটেছে এরকম মনে হয়। মূত্র ত্যাগ কালে সর্বাস্তে জ্বালা হয়। স্নান বা গা ধুবার পর বিছানার গরমে দু-প্রহর রাত্রির পর রোগের বৃদ্ধি ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। সাল্ফার খাওয়ার আগে ক্যালকে কার্ব খাওয়া নিষিদ্ধ।

২৭। সাইলিসিয়া —পরবর্তী বায়োকেমিক ঔষধগুলি দ্রষ্টব্য।

২৮। সিকেলিকর —ক্ষীণ, মলিন চেহারা ও খিটখিটে মেজাজ লোকদের পীড়ায়, বিশেষতঃ স্ত্রী লোকদের পীড়ায় এই ঔষধটি কার্যকরী। রক্তস্রাব-প্রবণ ঋতুতে এই ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। স্ত্রীলোকদের ঋতুস্রাব কালে স্রাব আরম্ভ হয়ে যথা সময়ে ওটা বন্ধ না হলে এবং অবিঃত জলের মতো পাতলা স্রাব হতে থাকলে বা গর্ভস্রাবের পর কম স্রাব হলে সিকেলি বিশেষ ফলপ্রদ। যদি বৃদ্ধ লোকদের ক্যান্সার প্রভৃতি দূষিত ক্ষতাদি শীঘ্র আরোগ্য না হয়ে—পুঞ্জ রক্তাদির মত স্রাব হতে থাকে এবং শূন্য গ্যাব্রিন পীড়া অথবা রক্তাবৃদ্ধি নিবৃত্তি ঔষধে আরোগ্য না হয়—সেরকম ক্ষেত্রে সিকেলি একটি মহা ঔষধ। ওলা ওঠার আক্ষেপ বা খিলখরা, আঙ্গুলগুলি পশ্চাদিকে প্রসারিত থাকে বা বেকে যেতে পারে। ওলা ওঠার গাঢ়দাহ—সব সময় বাতাস ভালবাসে, হাত-পা অবশ ও শ্বাসরোধ ভাব। অসাড়ে দুর্গন্ধ সবুজ বর্ণ প্রচুর ভেদ। সর্বাঙ্গীণ ঠাণ্ডা, কিন্তু রোগী শরীরে অসহ্য ব্যথার জন্য ছটফট করে। উত্তাপ প্রয়োগ বা আবরণে জ্বালার উপশম না হয়ে বরং বৃদ্ধি। ঠাণ্ডায় উপশমের জন্য মেঝেতে শুতে চায়। আমাশয় থেকে রক্তস্রাব, অধিক পরিমাণে ও অধিক দিন স্থায়ী ঋতু। গর্ভস্রাবের আশংকা (তৃতীয়, চতুর্থ মাসে গর্ভস্রাবের আশংকায় সিকেলি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ) (স্যাবাইনা) প্রসব ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন করবার জন্য সিকেলি (বিশেষতঃ ৬ বা নিম্নক্রম)।

প্রসবকালে নিরামিত রূপে বেদনা উপস্থিত না হলে বা প্রসবদ্বার প্রসারিত হবার পরও অনিরামিত বেদনার জন্য প্রসব কার্ব' অগ্রনয় না হলে সিকের্ল সন্স্বর কাজ করে ।

২৯। সিনা বা সাইনা —শিশুদের পীড়ায় এটা অধিক কার্যকরী। সিনার শিশুর পেটে ক্রিমি থাকে। মেজাজ খিটখিটে হয়। চোখের কোণে কাল দাগ পড়ে, গটা গটা চায় কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। সব সময় কোলে উঠতে চায় বা বেড়াতে চায়। সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করে। সারাদিন কেবল খেতে চায়। মিষ্টি খাবার প্রবল আগ্রহ। সব সময় নাক খোঁটে (ক্রিমি থাকুক বা না থাকুক) খিটখিটে স্বভাব শিশু সব সময় ঢোক গেলে, যেন কিছু গলায় ঠেলে উঠছে, সহসা পুনঃ পুনঃ জ্বর, অনিদ্রা হয়। ঘূর্ণি কাশি হয়। ঝেঁটুনি বা তড়কা—দাঁত কিড়মিড় করে। অঘোর অবস্থা (ক্রিমি জনিত); অশ্বে ক্রিমি, আহারে অন্নচি বা দৃষ্ট ক্ষুধা। নিদ্রা অবস্থায় বিছানায় ছটফট করে। হৃদপিং কাশি বা প্রবল কাশি। ক্রিমিজনিত উপসর্গ। অবিরাম জ্বর (গ্রিমি থাকুক বা না থাকুক) প্রভৃতি লক্ষণে সিনা প্রযোজ্য।

৩০। হিপার সালফার —পুঞ্জ উৎপাদন এবং সংস্বর্ধন এর প্রধান কার্য। পুঞ্জ রক্তাধির মত স্রাব হতে থাকে এবং শুকনো গ্যাংগ্রিন পীড়া অথবা রক্তাব্দ নির্বাচিত ঔষধে আবোগ্য না হয়, শীতল বারু বা সামান্য বেদনা অসহনীয়। সামান্য আঘাত পেলে বা ছিঁড়ে গেলে এতে পুঞ্জ সঞ্চার হয়। পুঞ্জ উৎপাদন ও নিবারণে উপযোগী 'বোর্ক প্রভৃতি ডাক্তারগণ বলেন) যে, ফোঁড়া পাকিলে ফাটাতে হলে (অর্থাৎ পুঞ্জোৎপাদনার্থ) হিপার নিম্নক্রম (যথা ২x বিচুর্গ) প্রযোজ্য এবং ফোঁড়া বসাতে হলে (অর্থাৎ পুঞ্জ উৎপাদন নিবারণার্থ) হিপার উচ্চক্রম (যথা ৩০—২০০ প্রযোজ্য) রক্ত পুঞ্জবোধ ফুসুড়ি। পুঞ্জ যন্ত্র ক্ষত। পচা ক্ষত। চারধার লালবর্ণ, শুকনো শীতল বারু লেগে ঘড়ঘড়ে কাশি, ঘূর্ণি কাশি বা হাঁপানি, গলমধ্যে যেন মাছের কাঁটা আটকান রয়েছে বোধ (এটা গলক্ষতে পুঞ্জ জন্মাবার পূর্ব লক্ষণ) দপদপে বা খোঁচানো বেদনা। শীতবোধ, অহর্নিশি ঘাম। পেশীর দুর্বলতার জন্য কষ্টে মলত্যাগ ও ধীরে ধীরে মূত্রত্যাগ। পারদ অপব্যবহার জনিত উপসর্গাদি। সোরা ও উপদংশ খাতু। স্বরভঙ্গ। শ্বাসকষ্ট (বিশেষতঃ ঘূর্ণি কাশির প্রথম অবস্থায়)। স্ফোটক। আঙ্গুলহাড়া। মাথার শক্ত ফুসুড়ি। পূর্বাতন কাশি, পূর্বাতন অগ্নিমান্দ্য। অর্শ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য। কণ্ঠ হতে পুঞ্জ নিঃসরণ। উপদংশ জনিত ক্ষত ও দুর্গন্ধ পুঞ্জ-নিঃসরণ, গণ্ডমালা খাতু। পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ এবং পশ্চিমে বাতাসে রোগের বৃষ্টি লক্ষণে উপযোগী। মকুৎ দোঃষ ও এটা সূক্ষ্মপ্রথ হয়।

৩১। হ্যামামেলিস —শরীরের কোন শিরা হতে কৃষ্ণবর্ণ (Passive) রক্তস্রাব হ্যামামেলিস প্রয়োগের নির্দেশক লক্ষণ। রক্তস্রাবী—অর্শ। মলদ্বারে ও কোমরে, অত্যধিক বেদনা। ভারী বোধ ও জ্বালা। আভ্যন্তরিক যন্ত্র (যথা চক্র, কণ্ঠ, নাক ফুসফুস, জরায়ু, মলদ্বার প্রভৃতি) হতে কাল কাল চাপ চাপ রক্তস্রাব। স্ত্রীজননোদ্ভূত



শিরা-ক্ষীত, জ্বরাদি হতে প্রচুর পরিমাণে কাল রক্তদ্রাব। এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার প্রয়োগই প্রচলিত।

### বায়োকৈমিক ঔষধাবলী

বায়োকৈমিক নিদান তন্ত্রের উদ্ভাবক ডাক্তাররা বলেন যে রক্তের (শ্বেতাংশ বা অডলালা (Albumen), মেদ, শর্করা, জল, অম্ল, ক্ষারাদি পদার্থগুলি (Inorganic Salts—অজৈব লবণ) জীব, জন্তু ও শোণিতের প্রধান উপাদান। নিম্ন বর্ণিত ক্যালকোরিনা-ফ্লুরোরিকা থেকে সাইলিসিয়া পর্যন্ত এই দ্বাদশটি লবণ (Salt) দ্বারা জীব দেহের সব তন্তু (Tissue) ও অনুকোষ (Cells) গঠিত। (কিন্তু জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে জীবদেহে ক্যালকোরিনা সালফিউরিকা নেই। ডাক্তার বলেন, যেহেতু এই সব অজৈব লবণের কোনটির অভাব হলে তন্তু ক্ষয় পেয়ে পীড়া জন্মে : এবং তাঁর অভিমত এই যে, সেই ঘাটত লবণ তার সঙ্গ অজৈব লবণ দ্বারা এই সব অজৈব লবণের কোনটির অভাব হলে পূরণ করা হয়। সেই হেতু দ্বাদশটি বা (একাদশটি) লবণের নাম তত্ত্বজ্ঞান তন্তু (Tissue Remedies)। তাঁর এই উক্ত কতদূর—প্রামাণিক সৌটির বিচার এখানে—অপ্রাসঙ্গিক। তবে উল্লিখিত ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথিক মতে সুস্বাদু হে পরীক্ষিত (Proved) হয়ে এটা রহস্য দেখে বার বার ফলপ্রসূ করায় বায়োটি ঔষধের প্রধান লক্ষণগুলি নিচে আলোচনা করা হলো।

বায়োকৈমিক ঔষধের ক্রম হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া মতেই প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ডাক্তার বলেন কিন্তু হোমিওপ্যাথিক সব ক্রমই অবস্থানদ্বারা ব্যবস্থা করে থাকেন।

১। ক্যালকোরিনা ফ্লুরোরিকা —১২x, ২০০x—অস্থিতে অবদ, কঠিন আব, অস্থি সংযোগস্থলের বিবৃদ্ধি। গ্রন্থিত ক্ষীত ও কঠিনতা, চোখে ছানি, মায়ু-ক্ষীত হয়। ভগ্নদর পীড়িত শোষ। অস্ত্র বৃদ্ধি, অশ্রু জ্বরাদি থেকে দ্রাব হয়। কানে শব্দ শোল। হাত ফাটা, আলগা, অসমান ব্যথাযুক্ত হাত। শিশুর বিলম্বিত দন্তোদগম। কাশি ও তার সঙ্গ হৃদযে চাপ গন্নার নিঃসরণ। শারীরিক যন্ত্রের (বিশেষতঃ জ্বরাদি) স্থানচ্যুতি—স্বনিপাত ও কোষ এবং শিরার বৃদ্ধি। স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালী শব্দবোধ।

বিপ্রামকালে ও আর্দ্র ঋতুতে পীড়ার বৃদ্ধি এবং উষ্ণতা প্রয়োগে পীড়ার উপশম এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

২। ক্যালকোরিনা ফ্লুরোরিকা —২x, ২০০x—গডলালা ক্ষয়, রক্ত স্বল্পতা। আহার. সন্তেদ ও শিশুর দৈনিক পদার্থের অভাব। অজীর্ণতা, শরীর শূন্য হয়ে যায়। দেহের কোনও অস্থি ভেঙ্গে গেলে তা ভালোমতো জোড়া লাগে না। শিশুর ব্রহ্মতালু কোমল বা তার পরিপদার্থের অভাব। অস্থি ব্যাধি, জানদুর সংযোগ স্থলে শ্বেতবর্ণ ক্ষীত হয়। খিলখিলা, খেঁচান ও অবসন্নতা হয়। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়। বর্ষাকালে বাতের পীড়া হয়। মস্তিষ্ক জল সঞ্চার। মেরুদণ্ড ও গ্রীবা বলহীন। মাথা ধরা

হয়। কপালে প্রচুর ঘাম ( স্কুলকায় শিশুর )। ঋতুর পরিবর্তন। আত্মতা বা নড়াচড়ায় পীড়ার বৃদ্ধি ও শমন বরলে পীড়ার উপশম এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

৩। ক্যালকেরিয়া সালাফিউরিকা ৩x, ২০০x—স্ফোটক, সর্দি,—সাদাতে হলধে ভাব। কোনও অঙ্গে পুঞ্জ উৎপত্তির উপক্রম। নেত্রনালী, কর্ণারার ক্ষতিকংবাক্ত। পুরাতন আমাশয় বা পুরাতন ক্ষত হতে পাতলা পুঞ্জপ্রাব অথবা তজ্জনিত ঘূসঘূসে জ্বর ভাব। মাড়ীতে ফুস্কুড়ি। যক্ষ বা মূত্র যন্ত্রের পীড়া। নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের তৃতীয় অবস্থা। মাথা ধরা, গা বমি বমি ভাব। স্নায়ুশূল, ব্রঙ্কাইটিসের তৃতীয় অবস্থা। বেহে স্পর্শানুভব শক্তি অধিক। ফল ও অন্ন খেতে ইচ্ছা করে। ফুস্কুড়ি বা ফোড়া ( বিবেশেষতঃ মুখে ) পুরাতন বাত, চর্মরোগ হয়।

৪। কোলিমিউরিয়োটিকাম—৬x, ২০০x—প্রবাহের দ্বিতীয় অবস্থায় এটি সমাধিক ফলপ্রদ। এটা প্রধানতঃ শ্লেষ্মিক বিজ্ঞার উপর কার্যকরী। শ্বেত বর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ। জিহ্বার পেছন দিকে সাদা এবং ধূসর বর্ণের দাগ। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় চাপ চাপ সর্দি। কাশি, স্বরভঙ্গ, শব্দনো শ্লেষ্মা, গলা, কানের বাঁচি আওড়ানো। বায়ুনালী সংক্রান্ত পীড়া। গা বমি বমির সঙ্গে শিষ্ণ পীড়া। কানে ভৌ ভৌ শব্দ করে।

মূত্রের মধ্যে লালার অভাব, ডিপারিয়ারিয়া ( প্রধান ঔষধ )। অজীর্ণতা, মৃগীরোগ। বাত, বাতজনিত অস্থি সংযোগস্থল স্ফীত, শীত স্ফোটক, গা ময় খাসিক ও মদ্য মাস। পুষ্টিঘাত ( Carbuncles ), কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, পাণ্ডুরোগ, ইউর্টেরিয়ান টিউবের ( বর্ণ পটহ ও গলকোষ মধ্যবর্তী নল ) প্রদাহ জনিত বর্ধিততা, কানে পুঞ্জ ( পুরাতন রোগে ) গলক্ষত, পানি বসন্ত, বসন্ত, আরক্ত জ্বর, বিসর্গ রোগ, একজমা। ফুসফুস-প্রদাহ ( নিউমোনিয়া ) ফুসফুস বেণ্ট-প্রদাহ ( প্লুরিসি ) শ্বেত-প্রদর, উপদংশ রোগ, প্লেগ, অজীর্ণের জন্য হাঁপানি, শ্বেতসার বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন জনিত পেটের বেদনা প্রভৃতি। গুরুদ্রব্যাদি ভোজন ও নড়লে চড়লে রোগের বৃদ্ধি এই ঔষধের লক্ষণ।

৫। কোলি ফস্ফোরিকাম —৩x, ২০০x—এটা মাংসপেশী, স্নায়ু, মস্তিকে ও রক্তের উপর কার্যকরী। মন কোমল ও মানসিক ধৈর্যের অভাব ( বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেও শিশুর মত কাঁদতে থাকে ) স্নায়বিক অবসন্নতা, স্নায়বিক কম্পন, স্নায়ুরোগ, রক্তদৃষ্ট লক্ষণাদি—পচন শীল অবস্থা, সার্নিপাতিক জ্বর, দৃষ্টক্ষত, মল ও প্রাব মাপই অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। দেহের কোন স্থানে পচনের অবস্থা। গা ময় ফুস্কুড়ি, দুর্গন্ধ সর্দি, নাকের থেকে দুর্গন্ধ্য প্রাব নিঃসরণ, উদরাময়, কর্ণ বেদনা, ঘাড়ের আড়ম্ভতা, হাঁপানি, সর্দি—কাশি জনিত গ্রীষ্মকালের জ্বর। চক্ষু রক্তবর্ণ, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা, মৃগীরোগ, অধিক পরিমাণে সুরাপান জনিত অবস্থা। পেটে বেদনা, অত্যন্ত দুর্বলতা, ( মানসিক বা শারীরিক )। রক্তের বর্ণ কৃষ্ণ। নাড়ী দুর্বল—নাড়ীর গতি প্রথমে দ্রুত ও পরে ধীর। স্মৃতি শক্তির হ্রাস—অজীর্ণতা, সূতিকাজ্বর, কৃষ্ণবর্ণ বসন্ত, রক্তপ্রাব,

অত্যধিক রক্তপ্লাব। গা ময় খুঁস্কি, জরারু হতে রক্তপ্লাব, অশ্ফালাবদ্ধ মূত্র, গুরুব-  
বারু, উষ্ণতা, নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ, আলো বা খোলা জায়গায় যেতে ভয়।  
শিরোধ্বংগন। আমাশয় প্রদাহ, পাকাশয় ক্ষত, হৃদপিং কাশি। বাত আমবাভ,  
পরিশ্রমজনিত হাঁপ বা খিলধরা। শব্দ, ঠাণ্ডা, বাতাস—বোঁশি শ্রম বা পড়াশুনার  
পীড়ার বৃষ্টি, মূদ্র, ভ্রমণ, সদালাপ, আহাৰ এবং উষ্ণতার উপশম এই ঔষধের  
লক্ষণ।

৬। কোলি সালফিউরিকাম —৬x, ২০০x—গ্লেস্মাময় হৃদয়ে আঠার মত স্ফাবে  
এবং সব রকম প্রদাহ, গ্লেস্মাটির তৃতীয় অবস্থায় এটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক প্রকার  
চর্ম রোগে এটা উপকারী। ষড়ষড়ে গ্লেস্মা ও সর্দিগমি, হাঁপানি। গলা, কান  
ব্যথা হয়। মাথা ধরা (ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম)। খুঁস্কি। আগুনের আঁচ লাগলে  
মাথা বলসে যায়। গা ময় দাধ ও মরামাস। অগ্নিজ্বরের অভাবের জন্য মাথাধোরা।  
শীতবোধ, বস্ত্রশূল প্রভৃতি। আরক্ত জ্বর, হাম, বসন্ত, বিসর্প রোগ, বারুদনলীভূজ  
প্রদাহ (Bronchitis) ডিপার্টিরিয়া, হৃদপিং কাশি, ফুসফুস প্রদাহ, নিউমোনিয়া,  
ওলাড্যা, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি রোগের তৃতীয় অবস্থা। ম্যালেরিয়া জ্বর,  
পাকাশয়ের গ্লেস্মাজনিত পাণ্ডুরোগ, শূলবেদনা, পাকাশয়ের ভারবোধ, অজীর্ণতা,  
ঠোঁটের ছাল নির্মোচনে। মুখ-মণ্ডল, জ্বিহ্বা, মুখ গহ্বর বা যে কোনও শ্লেষ্মিক  
ঝিল্লীর উপর উপস্থিত সর্দি।

অর্ধ অঙ্গের পক্ষাঘাত, নাসারম্ভ বা কান থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ স্ফাব নিঃসরণ।  
কর্ণে অবদ, একীজমা, ফোঁড়া, হাম বিলোপজনিত উপসর্গাদি, নখরোগ প্রভৃতি।

ঘরের ভিতর (বিশেষতঃ জানলা বন্ধ থাকলে), গরম স্থানে বা গ্রীষ্মকালে এবং  
সূর্যাস্তের পরক্ষণে পীড়ার বৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাতাসে, খোঁশা জায়গায়, উষ্ণ, শুষ্ক  
বাতুতে উপশম—এই ঔষধের নির্ণায়ক লক্ষণ।

৭। নেট্রাম মিউরিয়োটিকাম —১২x, ২০০x—নৈরাশ্য, নিজেকে সম্পূর্ণ  
অসহায় চ্ছান। অনবরত তৃষ্ণা, অত্যন্ত দৈহিক শীর্ণতা, মুখ শুকনো হয়। লবণ  
খাবার প্রবল ইচ্ছা হয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। রক্তহীনতা, মুখ  
ফ্যাকাশে, মাথা ধরা, হৃদপিংডিটির স্পন্দন হতে দেখা যায়। মানসিক বিষন্নতা।  
গলা সরু ও ক্ষীণ। ঠোঁট শুকনো। ওষ্ঠ প্রান্তে ক্ষত। অধর ও ওষ্ঠের মধ্যস্থানে  
ফাটা। জ্বর ঠুঁটা, আঙ্গুলহাড়া, পানের আঙ্গুলে কড়া, নখের নানা রকম রোগ।  
সব সময় ম্যালেরিয়া জ্বর (দশটা-এগারোটায় সময় কম্প, শীতাবস্থায় বা তার আগে  
তৃষ্ণা—উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণাহীনতা, প্রবল শিরপীড়া, কুইনিন আটকান জ্বর প্রভৃতি  
উপসর্গ) পরিষ্কার জলের মতো গ্লেস্মাপ্লাব। সাধা গাঞ্জলা বন্ধ লাল, ভাল খাওয়া-  
দাওয়া সত্ত্বেও রোগা থাকে, ভগন্দর, ক্ষতবন্ধ নাড়ী, পৃষ্ঠ বেদনা (রোগী মনে করে  
যেন তার পিঠ ভেঙ্গে যাচ্ছে)। রোগীর শরীর সব সময় তেল মাখান দেখায়। সহস্র  
রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার লোপ। যে কোন ভরুদ পীড়িতে হৃদপিংডের পেশীগুলির  
হোমিওপ্যাথি— 46

পক্ষাঘাত ফুসফুস, পাকাশয় প্রভৃতি থেকে রক্তস্রাব। অতিমাত্রার সূরাপান হেতু প্রলাপাণ উপসর্গ। ফুসফুসের শোথ, গ্রীষ্মকালের সর্দি জ্বর। গভীর নিদ্রা বা অনিদ্রা। মূর্গারোগ ও তার সঙ্গে মূত্র দিয়ে জালা নিঃসরণ, সর্দি কাশি ( ৬২। ) সেবন এবং কপালের ও রক্ত তালুতে ঠাণ্ডা হিতকর। কিন্তু আগে পিছনে বা ঝাড়ে যাতে জল না লাগে সে বিষয়ে সাবধান থাকা বর্তব্য। বোলতা, ভীমরুল, জ্বর, আমবাত বা গা চুলকানি, সন্ধিবাতে প্রভৃতি হয়।

শীতকালে —সমুদ্রতীরে বাসজনিত, প্রসবের পর, আর্সেনিক, মার্কারী, নাইট্রেট অফ সিলভার প্রভৃতি অপব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি। খোলা জায়গায় বাস, ঠাণ্ডা জলে স্নান, দক্ষিণ পাশে শুলে প্রভৃতির উপশম এই ঔষধের লক্ষণ।

৮। নেস্টাম ফস্ফোরিকাম —০x, ২০০x—এটা অল্প রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। টক ডেকুর—বা টক বিমি। বাত বা সন্ধিবাতে। ঘামে টক গন্ধ। শরীরে মলমূত্র (ইউরিক অ্যাসিড) বর্তমান। চোখ থেকে হলুদ বর্ণের স্রাব বের হয়। মূত্রের সঙ্গে হলুদ রঙের স্রাব বা জ্বালা হয়। সব সময় ম্যালেরিয়া জ্বর তার সঙ্গে বিমি। প্রচুর পরিমাণে অল্প দুধ ক্ষরণ। মেরুদেশের ক্ষীণতা। দেহ দুর্বল হয়। উদরাময় বা অল্পজনিত ভাব। শিশুর গায়ে টক গন্ধ হতে পারে। বেশি কবে চিনি বা মিছারির সঙ্গে দুধ সেবনের ফলে শিশুর ল্যাকটিক—অ্যাসিড বর্তমান। মেদ ও রক্তস্রাবী গ্রন্থির স্বাভাবিকতা। বৃদ্ধ জ্বালা ও মূত্র দিয়ে রক্ত নিঃসরণ, পাকাশয়ের অল্পজনিত অজীর্ণতা। টিকার পরবর্তী কুফল। মাথা ঘোরে, নিঃশ্বাসে অল্প গন্ধ। চক্ষু প্রদাহ। এক কান গরম ও লালবর্ণ তার সঙ্গে চুলকায়, নাক চুলকায়, সব সময় দুর্গন্ধ অনুভব করে। মূত্র লাল বা স্বাভাবিক, অল্প বা তামাটে স্বাদ। জ্বরের উপরে হলুদে দাগ। পাকাশয়ে বায়ু সঞ্চার। ক্রিমিজনিত পেট ব্যথা বা রক্ত দৃষ্টি। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মলত্যাগ কালে কৌথ পাড়া, মলের রং সবুজ। অল্পরোগের জন্য মূত্র ধারণে অসমর্থ। শ্বেত প্রদর। জানু, গুল্ম প্রভৃতি সন্ধিস্থানে বেদনা। চুলকানির জন্য অনিদ্রা। একজমা—স্রাবের বর্ণ মধুর বর্ণের ন্যায়। শিশুর শীর্ণতা-প্রাপ্তি, ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাতকালে, চর্বিযুক্ত বা মিষ্ট খাদ্য ভোজনের জন্য রোগের বৃদ্ধি।

৯। নেস্টাম সালফিউরিকাম —১২x, ২০০x—পিত্ত রোগীদের এবং জ্বালা বাত—আর্দ্রতা। জলো হাওয়া প্রভৃতি যাদের মোটেই সহ্য হয় না, তাদের পক্ষে এটা মহৌষধ। পিত্তজ্বর ও পিত্তবিমি, উষ্ণার, উদরাময়, পিত্তজনিত শিরঃপীড়া, তিক্ত স্বাদ, কটা জ্বরা—এটা ইনফ্লুয়েঞ্জার একমাত্র ঔষধ। প্যাণ্ডুরোগ, পীতজ্বর, পাকাশয়ের বায়ু সঞ্চারের জন্য ফিক বেদনা। ম্যালেরিয়া জ্বর, মূত্র পিণ্ডের পীড়া, অজীর্ণ রোগ, হাঁপানি, বায়ু নালীর মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চার ও তার সঙ্গে হলুদে বা সবুজ বর্ণের কফ নিঃসরণ। নিদ্রাকালে হাত-পা মোচড়ান বা খেঁচানি। প্রলাপ, মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্তির জন্য মানসিক বাতন্য। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ওলাওঠা, উদরাময়, শিশু বিসর্জিকা। সীসকণ্ডুল (Lead Colic or Printer's Colic) রোগে ২x শক্তি

সেব্য। রক্তে শ্বেতকর্নিকার্থিকা ও লোহিত কণার হ্রাস, পিত্তকোষে ষাভনা, পদ্রাভন প্রমেহ বোগ, বাত বা সন্ধিবাৎ ( বিশেষতঃ শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু-বিশিষ্ট লোকদের )। বক্ষু পীড়ার জন্য শোথ। মূত্র নিরোধ, মূত্র ধারণে অসমর্থ, স্নায়ুশূল ( ম্যালেরিয়া জনিত )। শ্বনে দংশ সঞ্চয় জনিত শ্বন স্ফীতি এবং অন্যান্য উপসর্গাদি, চোখেব পাতা বিজরিত ( রোগীর আলোর যেতে ভয় )। কর্ণশূল, কর্ণে ৫ং ৫ং শব্দ শ্রবণ। নাক থেকে ( উপদংশ জনিত ) দুর্গন্ধ পঙ্কস্রাব। নাক মুখে ( লংকাবাটার মত ) জ্বালা। খাদ্য মাত্র স্বাদ হীন। দন্তশূল ও তাব সঙ্গে মাড়ীতে জ্বালা। ধূমপানে উপশম বোধ। পাথুবী বোগ। গর্ভাবস্থায় বমি। কাশির সময়ে বদকে বাথার জন্য দু-হাত দিয়ে চেপে ধরা।

পায়ে বা গুচ্ছে শোথ। গভীর নিদ্রা হয়। হাঁপানি জনিত হলে রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। দদ্রু ( ২০০x শক্তি ) বগ্নুদ্রে নেত্রীম ফস সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত হাওয়া, আর্দ্রভূমি বা জলাশয়ের সামনে বাস করা, জলজ উদ্ভিদ বা মৎস্যাদি আহার এবং বাঁ পাস্বে' প্রভৃতিতে বোগের বৃদ্ধি হয়। শুকনো, গরম, খোলা স্থানে বাস করলে পীড়ার উপশম ঔষধটিব বিশেষ লক্ষণ।

১০। ফেরাম ফস্ফোরিকাম — ১x, ২০০x—চক্ষু, কর্ণ, দাঁত এবং পাকাগরের যে কোনও ক্ষতের জন্য প্রবাহের প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। বারুদ নলীভুক্ত প্রবাহ ( ৩৩ মাইটিস ) ফুসফুস প্রবাহ ( নিউমোনিয়া ), ফুসফুস বেষ্ঠ প্রবাহ ( প্লুরিসিস ), প্রাদাহিক জ্বর সময়। শিরঃপীড়া, শিবোঘ্নর্ন, বাত, কটিবাত, বিসর্পরোগ, গলক্ষত, কাশি, সর্দি; মস্তকে শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রাথমিক অবস্থায়। উজ্জ্বল লোহিত শোণিত স্রাব, অর্শ, আমাশয়, নাক দিয়ে রক্ত নিঃসরণ, স্ফোটক পৃষ্ঠ ব্রণ, শরীরের যেখানে সেখানে ফোলা। মূত্ররোধে অসমর্থ। শিরঃপীড়ার সঙ্গে মাথা দপদপ করা। ঠাণ্ডা লাগার জন্য বেদনা যুক্ত উদরাময়। অজীর্ণতা, বমি।

অর্শরোগে ফেরাম ফস ৩x জলপাট বা মলম লাগানোর ঔষধ। নড়লে-চড়লে বা উস্তাপ প্রয়োগ এই রোগের বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশম লক্ষণে ফেরাম ফস ফলপ্রদ।

১১। ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফোরিকা — ১x, ২০০x—খিলধবা, স্নায়ুশূল, প্রভৃতি নানা প্রকার বেদনার এটি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গরম জলের সঙ্গে নিম্নক্রমের বিচূর্ণ সেবনে বেদনার নিবৃত্তি হয়। মাথা, মূত্র, দাঁত, পাকাগয়েতে বেদনা হয়। স্নায়ু-শূল, ঘৃণাশক্তি হ্রাস, খিলধরা, খেঁচনি, হৃৎকাম্বু, পেশীতে খিলধরা, ধনুষ্ঠংকার, আক্ষেপের জন্য মূত্রনিরোধ। আক্ষেপের সঙ্গে দীর্ঘকাল স্রাবাপানের জন্য নানারকম উপসর্গ। হৃদ্যপাণ্ডে ব্যাধা, হাঁপানি, রক্তস্রাবী অর্শ। জলের মতো পাতলা সর্দি নিঃসরণ ( ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও গরমে উপশম )। দাঁত বেদনা, দাঁত কপাটি লাগা, হিঙ্গা, পক্ষাঘাত, তোতলামি, তালুদুল প্রবাহ, পিত্তাশিলা ও তার সঙ্গে শূলবেদনা ( ৩x,

গরম জলে সেবন)। পাকাশরে বায়ুদৃশ্যের হতে পারে। মৃগীরোগ। অতিরিক্ত ঘাম বা অনিদ্রা হয়।

ধীরে ধীরে স্পর্শ করলে বা ঠাণ্ডা লাগলে বেদনার বৃদ্ধি ( বিশেষতঃ দক্ষিণ অঙ্গে তাপ প্রয়োগে অথবা জ্বারে চেপে ধরলে বা ঘষে ধিলে বেদনার উপশম হয় এই ঔষধটির লক্ষণ।

১২। সাইলিসিয়া বা সিলিকা — ২x, ২০০x—পৃষ্ঠাঘাত, আঙ্গুলহাড়া, ক্ষত, রূপ, ফোঁড়া, টিকাজনিত ঘা, অবদ প্ৰভৃতি যে সব প্রদাহ থেকে তরল পুঞ্জ বের হয়। স্ক্ৰিপটুট শিশুর মস্তকে ঘাম, উদর বড়, কিন্তু হাত-পা ক্ষীণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মলের কিয়দংশ বের হয়ে পুনরায় মলতন্ম্বে প্রবেশ, জীবনী শক্তি ও দৈহিক উত্তাপের অভাব, সহজেই সর্দি লাগে, পুরাতন শিরঃপীড়া, পায়ে বা কপালে অস্বাভ্যাকর দুর্গন্ধ ঘাম হয়। অস্থিক্ষত, উরু সন্ধির পীড়া প্রভৃতি অস্থি ব্যাধি। রাগিতে ঘাম, ( বিশেষতঃ মাথায় ও ঘাড়ে)। দীর্ঘকাল স্থায়ী মৃদু জ্বর, যক্ষ্মারোগ, পুরাতন বাত ক্ সন্ধিবাত। শারীরিক শক্তির চেয়ে মানসিক শক্তির প্রাচুর্যের জন্য শীঘ্র ক্রান্তি বোধ, প্রবণ শক্তির প্রবণতা বেশি। কথাবার্তা না বলে চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করে।

অন্তরে খুব শীতবোধ করে। মাংস বা গরম খাদ্যে অরুচি। চুল উঠে যায়। সন্ধ্যাস রোগ, নাকের ডগা লাল বা ক্ষতযুক্ত, নবের অস্থিতে অবদ ও ঘা, তা থেকে পুঞ্জস্রাব, জিহ্বার বা ওষ্ঠ প্রান্তে ঘা, শ্বেত প্রদর, স্নায়ু শূল, পাথুরী রোগ, চোখে পুঞ্জ, জানুর সন্ধিতে শোথ। মৃগীরোগ ( অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায়ে বাড়ে)। যন্ত্রণাপ্রদ অর্শ; দুর্গন্ধ উদরাময়। স্তনে বা স্তনের বৌটায় ক্ষত, পুরাতন বায়ুদৃশ্য-ভুক্ত প্রদাহ। স্ক্ৰিপটুটের প্রবল স্পন্দন। পুরাতন রোগ হতে পারে। রাগিতে, পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় এবং ঠাণ্ডায় রোগের বৃদ্ধি, উত্তাপে বা গরম ঘরে, মাথায় গরম কাপড় জড়ালে বা অঙ্গে অল্প গরম জলে স্নান করলে এই রোগের উপশম এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

### সংক্ষিপ্ত রেপার্টরী ( Repertory )

রেপার্টরী অর্থাৎ রোগীর প্রধান প্রধান লক্ষণ ও ঔষধ নির্বাচনের সহায়ক। চিকিৎসার সময় সব ঔষধের সঠিক নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। চিকিৎসকরা রেপার্টরীর সাহায্যে সহজেই লক্ষণগুলির কোনও একটি বিষয়ে পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে সদৃশ-বিধান-নীতি অনুসারে সঠিক ঔষধটি নির্বাচন করতে সমর্থ হন।

হৃদপিণ্ড কাশির চিকিৎসার সময়ে প্রথমে ড্রসেরার কথাই মনে পড়ে। কিন্তু সর্দি মাথা ব্যথার সঙ্গে হ্রু উপরে ও নীচে ফোলা বর্তমান থাকে, তখন কোলি কার্ব ষারা উপকার হয়। আবার ড্রসেরার সমস্ত লক্ষণ থাকে সন্তোষে বা মির সময়ে যদি কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়, তবে ডেরট্রাম-অ্যালবাম ফলপ্রসূ। স্তুরায় বাহ্যতঃ দৃশ্যমান লক্ষণ সব এক থাকলেও কোন একটি বিশেষ উপসর্গ ভেদে ঔষধের ব্যতিক্রম হয়। এই জন্যই

হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ নির্বাচন একটু আয়াসসাধ্য। কোন ঔষধে প্রয়োগে ইন্সিড ফস না পেলে বহু ব্যক্তি বীতশ্রম্ব হয়ে পড়েন। যে লক্ষণে যে ঔষধটির কথা মনে পড়া উচিত, সেই ঔষধটি নিম্নে দেওয়া হয়েছে—

মন ( Mind )

অকাল পক্কতা ( Precocity )—মার্কারিয়ারাস-সল।

অঙ্গ ভঙ্গী ( Gesturus )—আর্স, বেল, ক্যান্থ, ক্যানা ইন্ড, কফি, হাইরো, মস্ক, নাক্স-ভম, নাক্স-ম, প্র্যাটি, প্র্যাম্ব, পালস্, সিপিলা, স্ট্র্যামো ট্যারে, ভিরে।  
,, কেশাকর্ষণ করে, নিকটের লোকের—বেলেডোনা।

অঙ্গ ভঙ্গী—খেলা করে আঙ্গুল দিয়ে—বেল, ক্যান্থ, ক্রোটে, ব্রাইরো, কোল-ব্রোম।  
,, খোঁটে, বিছানা—অ্যাকোন, অ্যান্টিম ক্রুড, হাইরো, আর্গি, আর্স, বেল, ক্যানো, চায়না, সিনা, কর্নিচ, কোনি, হেলি, হিয়ার, লাইকো, মিউর-অ্যা, নেট্রাম-মি, ওর্পি, ফস্, সোরি, রাসটক্স, স্ট্র্যামো, সালফ, ভিরে, জিন্সক।

,, নির্বোধের মতো, পাগলের মতো—বেল, সিকিউ, কুপ্রাম, হাইরো, ইমে, কোল-ফস, ল্যাকে, মার্কসল, মস্ক, নাক্স, ওর্পি সিপিলা, স্ট্র্যামো, ভিরে।

,, মাতালের মত, নেশাখোরের মত—হাইরো।

অচেতন্য—অ্যাকোন, অ্যালুমি, এইল্যান্থ, অ্যান্টি-টা. এপিপ, অ্যাপো, আর্জ'নাই, আর্গি, আর্স, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইরো, ক্যান্থ, ক্যানা-ই, ক্যান্থা, কার্বে-শুজ, কর্নিচ।

অচেতন্য—ক্যামো, সিকিউ, সিনা, কফি, কুপ্রাম, সাইকা, ডিজি, জেলস, হেলি, হাইড্রো-অ্যা, হাইরো, ইমে, ইপি, ল্যাকে, মস্ক, লেডাম নাক্স-ম, ওর্পি, ফস, অ্যা-ফস, প্র্যাটি, প্র্যাম্ব, পালস্, রাস-টক্স, স্ট্র্যামোনিয়াম, জিন্সক।

,, অচল প্রতিমূর্তির মত—হাইরোসান্নামাস, স্ট্র্যামোনিয়াম।

,, আহারের পর—কর্নিচ, ম্যাগ-মি, নাক্স ভম, ফস্-অ্যা। আঘাতে গম্ব—নাক্স ভমিকা, ফস্ফোরাস, উল্লেজনার পর—নাক্স মস্কটো।

,, উদরাময়ের পর—আসেনিকাম-অ্যাণ্ডাম।

,, উল্লেজ বহন গিলে—জিন্সকাম-মেটালিকাম।

,, ঋতুর আগে—নাক্স মস্কটো, মিউরেক্স, পার্টিউরিয়া।

,, ঋতুর সময়—এপিপ, ইরোসিয়া, সালফার, পালসেটিলা।

,, পুরে—চায়না, ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম।

,, ঋতু বন্ধ হয়ে—অ্যাকোন, ক্যামোমিলা, চায়না, কোনিয়াম, লাইকো, নাক্স মস্কটো, নাক্স-ভম, ভিরেট্রাম অ্যাণ্ডাম।

,, একা থাকলে—অ্যাসিড ফস্ফোরিক।

.. কথা বলতে বলতে—লাইকোপোডিয়াম।

- „ —কথা জিজ্ঞাসা করলে অধিক উত্তর দেবে, পরক্ষণেই আবার অট ন্য  
হয়ে পড়ে—আর্পিঁকা, ব্যাপটি, হাইয়ো ।
- „ গর্ভাবস্থায়—নাক্স-মস্কেটা, নাক্স-ভম, সিকোল-কর ।
- „ চিৎকার সহ মথ্যে মথ্যে—বেলেডোনা ।
- „ উদ্ভাভাব সঙ্গে—অ্যান্ডিড ফস ।
- „ দৃষ্টি ও স্মরণ শক্তির লোপ সহ—স্ট্রোমোনিয়াম ।
- „ নড়াচড়ায়—আর্সেনিক অ্যাম্বাম, ভিরেট্রাম অ্যাম্বাম ।
- „ প্রসবের সময়—সিমিনি, কফিয়া, নাক্স ভম, পালস্, সিকোল ।
- „ মূত্রের জন্য—আর্পিঁকা-মস্টেনা ।
- „ রক্ত দর্শনে—নাক্স-মস্কেটা
- „ সন্দের পর—অ্যাগারিকাস, অ্যাসাফিটিডা, ডিজিট্যালিস ।

অধৈর্য—অ্যাকোন, এপি, আর্স, অরাম, ব্যারা-কা, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বোভেজ, ক্যামো, চায়না, সিমি, কলোসি, ডালকা, জেলস, হেলি, হিপার, হাইয়ো, ইগে, আইয়ো, ইপি, কেলিকার্ব, কেলি বাই, কেলি ফস, লাইকো, নেট্রো-মি, নাক্স ভম, ফস-অ্যা, সিপি, সাইলি, থুজা, জিঙ্ক ।

অধৈর্য—অপরের কথা, বললে—জিঙ্কাম মেটালিকাম ।

- „ বালক-বালিকারা খেলা করতে দেখলে—অ্যানাকাড ।
- „ চুলকানির জন্য—অসমিয়াম ।
- „ তুচ্ছ কারণে—কেলি ফস, মেডোরিনাম, মাকস'ল, অ্যান্ডিড সালফ, সাল্ফার ।
- „ অনিদ্রা—আহারে—আর্স, বেল, কফি, গ্র্যাফা, হাইড্রো, ইগে, কেলিকা, কেলিফস, ওপি, ফাইটো, প্র্যাটি, ট্যাবেকাম, ভিরেট্রাম-অ্যাম্ব ।
- „ কথা বলতে - অ্যাকোন, অ্যাগা, অ্যালো, অ্যান্ডিড রু, আর্জ-মে, আর্জ-নাই, আর্পিঁকা, আর্স, অরাম, ব্যাপটি, বেল, ক্যাল্কে, কার্বো-অ্যা, কার্বো-ভেজ, কফি, চায়না, সিমি, সিনা, গ্র্যাফা, হেলি, ইগে, লাইকো, মিউ-অ্যা, নেট্রো-মি, নাক্স-মস্কে, ওপি, ফস-অ্যা, ফস, প্র্যাটি, সালফ, ভিরে ।

অনিচ্ছা—কথার উত্তর দিতে—অ্যাগা, আর্পিঁ, কলোসি, গোন, হাইয়ো, ফস্ফ-অ্যাট্, ফস, পালস্, স্ট্যানাম, সাল্ফার ।

- „ মানসিক কর্ম—(Adversion or Mental Work)—অ্যাকোন, অ্যাগা, অ্যালো, অরাম, ব্যাপটি, বেল, ব্রোমি, ক্যাল্কে, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ, ক্রেলি, চায়না, ল্যাঙ্কে, লাইকো, নেট্রো-মি, নাইট্রিক-অ্যা, ফস, পিক্রিক-অ্যা, সিপি, সাইলি, স্ট্যাফি, সাল্ফ, থুজা ।

খেলা করতে—ব্যারা-কার্ব, সিনা, হিপার, রিউম ।

- „ গাড়ী চড়তে—সোরিনাম ।
- „ পাঠে—অ্যাকোন, কার্লস, সাইলি, নাক্স-ভম ।



বাড়ী ছেড়ে যেতে ( Home-sickness )—অরাম, ক্যাল্কে ফস, ক্যাম্প, কার্বো-  
অ্যানি, কফি, ক্রিমে, হাইরো, কোল-মি, নেট্রাম-মি. ফস-অ্যা, সাইলি, স্ট্যাফি ।।

অক্ষম—অ্যানাকার্ড, অ্যাসিড-ফস, নেট্রাম কার্ব, বেল, ব্লুটা, হাইরো ।

অবিশ্বাস—অ্যাসিড-ফস, কফি, ব্যারা কার্ব, বেল, সাইলি ।

অল্পবৃদ্ধি—অ্যাসিড-ফস, অ্যাসিড-ফ্লু, ওপিয়াম, ক্যাল্কে কার্ব, নেট্রাম কার্ব,  
লাইকো, সিপিরা ।

অবথার্থ-কল্পনা—অ্যাসিড ফস, ইমেসিরা, ককিউলাস, বেল ।

অহংকাবী—প্র্যাটিনা, ভেরেট্রাম, মার্ক-সল, লাইকো, সালফ ।

আস্বহত্যার ইচ্ছা—অরাম-মেট, আর্সেনিক, কোল কার্ব, চায়না, নাক্স-ভম,  
সোরিনাম ।

আনন্দিত—ক্যানাবিস-ইন্ডিকা, নেট্রো-কা, নাক্স-ম, নাক্স-ভম, ওপি, সাল্ফার,  
ল্যাকোসিস ।

আমোদের ইচ্ছা—ল্যাকে ।

বিরাত্ত—মিলিফোলিরাম ।

আলস্য—চেলিডো, চায়না, নেট্রাম-মিউর, অ্যাসিড-নাইট্রিক, অ্যাসিড-ফস, পালস্,  
সিপিরা, সালফ ।

আশাপূর্ণ—অরাম, ফেরাম মেট, হাইড্র্যাক্সিস ।

আশানু্য—অরাম-মি, অরাম-মে, আর্শিকা, আর্স, ইমে, ওপি, কফি, ক্যামো,  
ক্যাল্কে, জেলস, গ্র্যাফা, চায়না, থুজা, নেট্রাম-মি, পালস্, প্র্যাটিনা, হাইরো,  
লাইকো, সালফ ।

উত্তেজিত মন—অরাম-মে, অ্যাকোন, অ্যাপ্ট-ক্লু, অ্যাসিড-নাই, ইমে, কফি,  
কার্বো-এ, ক্যামো, ক্যাল্কে, চায়না, থুজা, নাক্স, পালস্, প্র্যাটিনা, বেল, হাইরো,  
সাইলি, সিপিরা ।

উবেগ—অ্যাকোন, অর্জ-না, আর্স, অ্যানাকার্ড, বেল, হাইরো, ইমেসিরা,  
কোল ফ্লোর, ল্যাকে, লাইকো, প্র্যাটিনা, ফস, স্ট্রামো, ভিরে ।

উন্মাদ হবার পর—ক্যাল্কে-কার্ব, সোরিনাম ।

একগুয়ে—অ্যালুমি, অ্যানাকা, অ্যাপ্ট-টা, ক্যাল্কে, ক্যানো, চায়না, সিনা, ইমে,  
লাইকো, নাক্স-ভম, সাইলি ।

একা থাকতে ইচ্ছা—আর্সেনিক অ্যাম্বাম ।

একা থাকতে পারে না—স্ট্রামোনিরাম ।

ঔদাসীন্য—কার্বো-ভেজ, চায়না, লিলি-টিগ, মেজেরিরাম, নেট্রাম-কার্ব, পালস্,  
ফস-অ্যা, সিপিরা, ফস্ফা ।

কলহাপ্রিয়—অরাম, ইমে, ক্যামো, নাক্স-ভম, সালফ ।

ক্যামোম্বাঘ ( Nymphomania )—ক্যানা-স্যাট, ক্যান্ধা, হাইরো, অরিসে, নাক্স-  
ভম, ল্যাকে, লিলি টিগ, ফস্ফা, প্র্যাটি ।

কৃপণ—আসেনিক, অ্যান্ড্র, লাইকো, পালস্, সিপিলা ।

ক্রন্দনস্বভাব—এপিস, কফি, গ্র্যাফা, ইমে, পালস্, কোল-ত্রো, নেট্র-মি, লাইকো, প্র্যাটিনা, ভিরে ।

কোমল স্বভাব—আর্শিকা, অর্সি, নেট্রা মি, রাসটল্ল, সাইলি ।

খুঁতখুঁতে স্বভাব—আসেনিক অ্যান্ড্রাম ।

খিঁচিখিঁচে ,,—অ্যাণ্টিম-ক্রুড, ক্যামো, ক্যাল্কে-কার্ব নাক্স-ভম, প্র্যাটি সিনা, সালফ ।

গম্ভীর স্বভাব—কফি, ক্যাল্কে, নাক্স-মশ্ক, বেল ।

গর্বিত—গ্র্যাফা, হাইরো, লাইকো, প্র্যাটি, ফস, সিপিলা ।

দীর্ঘসূত্রী—অ্যানাকা, কার্বো-ভেজ, ফস, সিপিলা ।

দুর্বল মন—অ্যানাকার্ড, ইথুজা, অ্যাসিড-ফস, জিঙ্ক ।

দুর্গন্ধিত স্বভাব—ইমেসিলা, অ্যাকোন, ক্যাল্কে-কার্ব, চায়না, মার্ক-সল, রস-টল্ল ।

ধীর স্বভাব—আলুমি, ক্যাল্কে, বেল, সাইকিউটা, জেলস্, ইমেসিলা, ল্যাকে, পালস্ ।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—আর্স, ব্রাইরো, ক্যাল্কে, কফিয়া, লাকে, ওপি, ফস্ফা, পালস্ ।

নাশ্তিক—অ্যানাকা, ক্লোসি, ক্রোকা ।

নিশ্চন্দ্র—অ্যানাকা, আর্স, বেল, হাইরো, নাক্সভম, সিপি, ভিরেটাম ।

নির্বোধ আচরণ—এপিস, বেল, চায়না, স্ট্র্যামো, ভিরে ।

নির্ভীক—ইমে, ওপি, গ্নুয়েকাম ।

নির্লজ্জ—হাইরো ফস, সিকেলি ।

নিশ্চুর—অ্যানাকা, আর্স, প্র্যাটি ।

নৈরাশ্য—অরাম, আর্স, ক্যাল্কে, কফি, হেলি, ইমে, সোরি ।

পন্নদংশ কাতর—সিকি, ইমে, নেট্রাম-মি, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভ, পালস্ ।

পরিবর্তনশীল প্রকৃতি—ইমে, পালস্, প্র্যাটিনা, সিপিলা ।

বাচালতা—(Loquacity)—হাইরো, ল্যাকে, ব্যারা-কার্ব, সিকি ।

বিতৃষ্ণা জীবনে—অ্যাণ্টিম-ক্রুড, অরাম চায়না, কোলি ফস, ল্যাকে ।

বিতৃষ্ণা পরিবারের প্রতি—অ্যানাকা, নেট্রো-কা, সিপি, নেট্রাম-মি ।

বিতৃষ্ণা সমাজের প্রতি—অ্যানাকা ।

বিতৃষ্ণা সন্তানের প্রতি—লাইকো ।

বিতৃষ্ণা স্ত্রীর প্রতি—আর্স, নেট্রো-সা, প্র্যাটি, স্ট্যাফি ।

বিরক্ত—অ্যাণ্টিম ক্রুড, ক্যামো, চায়না, স্ট্র্যামো ।

বিরক্ত জীবনে—আর্স অরাম, চায়না, নেট্রো-মি, নাইট্রি-অ্যা, রাস-টল্ল ।

বিরক্ত—অ্যাগা, অ্যানাকা, আর্শিকা, অরাম, ব্রাইরো, ফস-অ্যা, প্র্যাটি, পালস্,

সাইলি, সালফ ।

ভীত—অ্যাকোন, আর্জ'-না, বেল, গ্র্যাফা, অ্যাকোন, অ্যাগা, স্ট্র্যাফি ।

ভবিষ্যদ্বাণী— Prophecy )—অ্যাকোন, অ্যাগা, স্ট্র্যামো ।

„ মৃত্যু দিনের—অ্যাকোন, আর্জ'-নাই ।

ভয় প্রাতঃকালে—গ্র্যাফা, নাক্স-ভম, পালস্ ।

„ সন্ধ্যায়—আর্স্ট-টা, ক্যালকে, ক'ষ্ট, লাইকো, ফস, পালস্ ।

„ রাহিরে—আর্স', বেল, ব্যালকে, ক্যামো, চায়না, ইপি, রাসটক্স, সালফার ।

„ অন্ধকারে—ক্যানাই-ই, স্ট্র্যামো ।

„ উন্মাদ হবে—ক্যালকে-কার্ব', ক্যানাই-ই ।

„ একা থাকলে— আর্স', হাইরো ।

„ কলেবার ওলাওঠাব—ল্যাকে, নাইট্রি অ্যা ।

„ বর্ণিত বস্তুতে—বেল ।

„ জীব জন্তুর— বেল ।

„ মুকুরে—বেল, ক'ষ্ট, চায়না, স্ট্র্যামো, টিউব'কু ।

„ জনতার মধ্যে যেতে—অ্যাকোন, অরাম, জেলস্ লাইকো, নেট্রি-মি, পালস্ ।

„ জন্তুদের—চায়না ।

„ জলে—জেলস, হাইরো, ল্যাকে ।

„ দস্দার—আর্স', ইয়ে, ল্যাকে, নেট্রি-মি ।

„ কেউ নিকটে এলে—অ্যাস্ত্রা, আর্গি, বেল ।

„ শিশু কাউকে কাছে আসতে দেয় না—সিনা, কুপ্রাম-অ্যাসেট ।

„ পাছে স্পর্শ করে—আর্গিকা ।

„ নির্জনতার—আর্জ'-নাই, সিপি ।

„ পীড়া হবে—আর্জ'-নাই, ক্যালকে, লিলি-টিগ, নাক্স-ভম, ফস-অ্যা, ফস ।

„ প্রসবের সময়—অ্যাকোন, আর্স', ক'ফ, প্র্যাটি ।

„ বাবসারে অকৃতকার্য হবে—সোরিনাম ।

মৃত্যুভয়—অ্যাকোন, আর্স', সিপি, নাইট্রি-ব্র্যা, ফস, কোলিফস ।

ভীরুতা—আর্জ'-নাই, আর্স', বোরা, ক্যালকে, জেলস, কোলি-কার্ব', লাইকো, নেট্রি-কার্ব', সিপিরা ।

মেহশীল—( Affectionate )—স্ট্র্যামোনিরাম ।

স্বার্থপরতা ( Selfishness )—অ্যাগা, মেডো, পালস্, পাইরো, সালফ ।

স্মরণশক্তি ( Memory ) প্রথমে—বেল, ক'ফ, হাইরো ল্যাকে, ওপি ।

স্মরণশক্তি দুর্বল—অ্যানাকা, আর্স', বেল, ক'ষ্ট, কোর্ন, হিপার, হাইরো, লাইকো, মার্ক', নাইট্রি, অ্যা, নাক্স-মস্ক, ফস-অ্যা, ফস, ভিরে ।

লোভী—পালসেটিলা ।

সন্ধিচিহ্ন—কঁচকাম, হারোসারোসাস ।

হিংসুক ( Malicious )—অ্যানাকার্ড, আর্সেনিক-অ্যান্ড, ক্যালুকে, ক্যামো, হিপার, হাইরো, নাক্স-ভম ।

### মস্তক ( Head )

অজ্ঞান—আর্গিকা, এপিস, অ্যাসিড-ফস, অ্যাসি-মি, ওঁপ, নাক্স-ভম, ব্যাপটি, বেল, ভেরেট্রাম, রাসটল, হাইরো, স্ট্রামো ।

অজ্ঞান অবস্থা—কোনি, নাক্স-ভম, নাক্স-মস্ক, ফস্ফ, বেল, রাস-টল, হাইরো ।

অস্থি ফোলা ( Nodes )—কঁচ, চান্না, কোলি, অ্যা, ফাইটো, সাইলি, থুজা ।

আঘাত করছে যেন ভেতরে থেকে মাথার খুলিতে—আর্স, বেল, চান্না, লরো ।

আঘাতের জন্য মস্তিস্ক বিকম্পন—( Concussion of brain )—আর্গি, বেল, সিকে, হেলি, হাইরো, নাক্স মস্ক, রাসটল, সিপি, সালফ ।

আব ( Wens )—ব্যারা, কার্ব ক্যালুকে, গ্র্যাফা, হিপার, কোলি কা, সাইলি ।

আলগা বোধ, টিলা বোধ ( Looseness of brain )—চান্না ।

এক্জিমা ( Eczyma )—ক্যালুকে, গ্র্যাফা, হিপার, লাইকো, মেজে, ফাইটো, সোরি, সালফ ।

” এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত ছুলের ধারে ধারে পেছনদিকে—পেট্রো-লিয়াম, সাল্‌ফার ।

” চটা ওঠা ( Scales, Crusts )—ক্রিমে, ক্রোটন-টগ, ডালকা, গ্র্যাফা, হিপার, মার্ক, মেজে, নেট্র-মি, পেট্রো, ফাইটো, সোরি, সালফ ।

কষেধরা—অ্যাকোন, অ্যাণ্টি-টা, আর্গি, ককু, গ্র্যাফা, হাইরো ।

ক্রান্তি বোধ—এপিস, কোনি, নেট্র-মি, নাক্স-মস্ক-ফস্ফ-অ্যা, সোরি ।

খালিখালি বোধ—( Empty Hollow Sensation )—আর্জ-মেট, কার্বো-ভেজ, কাফ, কোর্যা-র, কুপ্রাম, গ্র্যাফা, ফস ।

মাথার খুলি জ্বলে ফেলেছে যেন—ক্যান্ডি-ই, ল্যাক-ডি ।

খুস্কি ( Dandruf )—আর্স, ক্যান্থা, গ্র্যাফা, লাইকো, মেডো, মেজে, নেট্র-মি, ফস, সোরি, স্ট্যাফি, সালফ, থুজা ।

মাথাঘোরা ( Vertigo )—অ্যাকোন, ইলা, অ্যাণ্টি-কু, এপিস, আর্গি, আর্স, অ্যাণ্টি, অরাম-মেট, ব্যাপটি, বেল, হাইরো, ক্যালুকে, ক্যানা-ই, কার্বো-ভেজ, কঁচ, সিডন, চেলি, চান্না, কোনি, ডিভি, ফেরাম-ফস, জেলস, হাইরো, ইমে, লাইকো, ফস্ফা, ফাইটো, পডো, পালস্, রাস-টল, স্যাণ্ড, সিকে, সাইলি, সালফ, স্ট্রামো, টোরি, থুজা, ভিরে, জিঙ্ক ।

” প্রাতঃকালে—কার্বো-অ্যা, চান্না, ল্যাকে, লাইকো, মাগ-মি, নেট্র-মি, নেট্র-ফস, নাক্স-ভম, পালস্, ফস, সাইলি, সালফ, জিঙ্ক ।

মাথাঘোরা পূর্বাঙ্কে—ল্যাকে, লাইকো, নেট্র-মি, ফস, সালফ, জিঙ্ক ।

- .. মধ্যাহ্নে—ক্যাল্কে-অ্যাসে, ব'টি, ফস, সালফ ।
- .. অপরাহ্নে—অ্যাপ্পা, ব্রাইয়ো, চেলিডো, চায়না, কুপ্রাম, ভারো, গ্লোন, লাইকো, মার্ক, নেট্র-মি, নাক্স-ভম, ফস-অ্যা, ফস, পালস্, রাস-টক্স, সিপি, সাইলি, সালফ, থুজা ।
- .. সন্ধ্যাকালে—অ্যামন কা, এ'পিস, আর্স, ক্যাল্কে, সাইক্লা, গ্র্যাফা, হিপার, কোলি-কা, ল্যাঙ্কে, নাই-অ্যা, নাক্স-ভম, অ্যাসিড-ফস, পালস্, সাইলি ।
- .. রাতে—অ্যামন-কার্ব, স্পঞ্জি ।
- .. খাওয়ার পর—গ্র্যাটি, নাক্স-ভম, ফস ।
- .. পর—ক্যামো, ককু, কোলি-বা, কোলি-কা, ল্যাঙ্কে, নেট্র না, নাক্স-ভম, পেট্রো, পালস্, রাস-টক্স, সালফ, ট্যারে ।
- .. খাওয়ার এক ঘণ্টা পব—সেলিনি ।
- .. সিঁড়ি দিয়ে উঠতে—ক্যাল্কে, কোলি-বা ।
- .. কান ভেঁ ভেঁ করে সঞ্জে—কার্বোভেজ ।
- .. কাশির সময়—ক'ফি, কোলি-বা, মস্ক ।
- .. কোষ্ঠবন্ধের সময়—ক্যাল্কে-ফস, নেট্র-সা, নাক্স-ভম ।
- .. ফুলের গন্ধ ( Odour of Flowers )—হাইয়ো, নাক্স-ভম, ফস ।
- মাথাঘোরা গরম হবে—ক্রোকা, গ্র্যাটি, লাইকো, পালস্ স্যানি ।
- .. গর্ভাবস্থায়—জেলস, নেট্রোম-মি, ফস ।
- .. গাত্রোত্থানে—( On Rising )—অ্যাকোন, এ্যাইল্যাম্প, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যানা-ই নেট্রোম-মি, ফস, রাসটক্স ।
- .. গাড়ী চড়লে—অ্যাকোন, হিপাব, সাইলি ।
- .. গোলমালের জন,—থেরি ।
- .. সমস্ত জিনিষ যেন ধরছে—অ্যালু'মি, আর্জ'-না, অরাম, বেল, আর্পি, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, চেলি, ককু, সাইক্লা, লাইকো, নাক্স-ভম, ফস ।
- .. যেন সব পদার্থ চক্রাকারে ধরছে—অ্যালু'মি, ব্রাইয়ো, চেলি, ককু, লাইকা, লাইকো, মিউ-অ্যাসি, নেট্র-মি, নাক্স-ভম, সোরি ।
- মাথাঘোরা ষোড়ায় চড়লে—কোপে, রাস-টক্স ।
- .. চোখ বন্ধ করলে—অ্যালু'মি, অ্যাপ্ট-টা, এ'পিস, আর্জ'-না, আর্পি, আর্স, চেলিডো, হিপার, ল্যাঙ্কে ফস-অ্যা, সিপি, সাইলি, অ্যামো, সোরি ।
- .. চোখ খুললে—( On opening eyes )—অ্যালু'মি, ফিলা ।
- .. চা-পানের পর—নেট্র-মি, সিপি ।
- চাইলে আলোর দিকে—কুপ্রাম, প্র'স্ব, থুজা, জিঙ্ক ।
- .. " উপর দিকে—ফস, পালস্ ।
- .. " " চাইলে একদৃষ্টে—নেট্র-মি, স্পাই ।

- ,, চাইলে নিচের দিকে—ফস, স্পাইজিলিরা, সালফ ।
- ,, চাইলে দৃষ্টি ক্ষীণতার সঙ্গে—সাইক্লা, ফেরাম, জেলস, নাক্স-ভম, ফস ।
- ,, ধূমপানের জন,—জেলস, নেট-মি, ট্যাভে ।
- ,, নড়াচড়া করলে—বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে-ফস, চায়না, ফস ।
- ,, নামতে নিচে—বোরাক্স, ফেরাম ।
- ,, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে—বোরাক্স, কোনি, প্র্যাটি ।
- ,, নাক থেকে রক্তস্রাবের সঙ্গে—অ্যাকোন, অ্যাপিট ক্রুড, কার্বো, ব্রাইয়ো ।
- ,, নিদ্রার পর—ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ভম, সিপি ।
- ,, বিবমিষার সঙ্গে ( With Nausea)—অ্যাকোন, অ্যাপিট ক্রুড, আর্গি, চিনি-সা, ফস, পেট্রো ।
- ,, বেড়ানোর সময়—চায়না, নেট্র-মি, নাক্স-ভম, পালস্ ।
- চুল উঠে যায় ( Alopecia )—অরাম, ফ্লু-অ্যাসি, গ্র্যাফা, লাইকো, নাই-অ্যা, সাইলি, সালফ ।
- ,, উঠে মূঠো মূঠো—লাইকো, মেজে, ফস ।
- ,, উঠে গর্ভাবস্থায়—ল্যাকে ।
- ,, জটা বাঁধে—মেজে, নেট্র-মি, সোরি ।
- ,, টাক পড়ে—অ্যানাকা, এপিস, গ্র্যাফা, ফস, সাইলি, সিপি ।
- ,, পেকে যায়—লাইকো ।

জল সম্পন্ন বা শোধ—অ্যাকোন, এপিস, আপোসা, আর্জ-নাই, আর্গিকা, আর্স, ব্যাসিলি, বেল, ব্যারা-কা, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যান্থা, ডিজ, জেলস, হেলিবোর, আল্লোড, কেল-রো, কেল-আ, সাইলি, সালফ, টিউমার, জিঙ্কাম-মেট ।

মাথা জড়িয়ে রাখতে চায়—আর্স, হিপার, সোরি, সাইলি, থুজা ।

,, মধ্যে টিউমার—প্রাম্বাম ।

,, পক্ষাঘাত—জিঙ্ক ।

মাথা মৃদু ভাবাপন্ন ( মদ খাওয়ার পর )—ওঁপ, ক্যাল্কে, নাক্স, নেট্রাম-মি—পেট্রোল, সাল্ফার, সিপিয়া ।

মেনিনজাইটিস—আর্জ-নাই, আর্গিকা, অ্যাকোন, অ্যাপিট-টা, এপিস, অ্যাসিড-অক্স, অ্যাসিড কার্ব, ওঁপ, ককু, ক্যাল্কে, কিউপ্রাম-এ, ক্যান্থারিস, ক্যান্থার, জিঙ্ক, জেলস, গ্র্যাটিও, গ্লোন, ফেরাম, বেল, ব্রাইয়ো, স্ট্র্যামো, সাল্ফার, সাইলি সিপিয়া, হাইয়ো, হেলোনি ।

,, শিশুর—অ্যাকোন, এপিস, আর্গিকা, ওঁপ, ক্যামো, স্ট্র্যামো, সাল্ফার ।

শিরঃপীড়া—আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যামো, চায়না, কফি, ফেরাম-ফস, গ্লোন, গ্র্যাফা, হিপার, ইমে, আইরি, কেল-বা, কেল-কা, ক্লিয়ো, ল্যাক-ও, ল্যাকে, নাই-অ্যা, নাক্স-মস্ক, নাক্স-ভম, পডো, পালস্, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, সিড্রন, সাল্ফ থেরি, ট্রিলি, জিঙ্ক ।

- „ প্রাতঃকালে—অ্যাগারিকাস ।
- „ প্রথমে নড়াচড়া করতে—ব্রাইয়ো ।
- „ মধ্যাহ্নে—ন্যাজা, নেট্রিম ।
- „ অপরাহ্নে—অ্যাকোন, বেল, কুপ্রাম, স্কিরে, ল্যাক-ক্যান, লাইকো, সালফার ।
- শিরঃপীড়া সন্ধ্যাকালে—অ্যালি-সি, অাম্ব্রা, বেল, কার্বো-ভেজ, কেলিবাই, পালস্, সাইলি ।
- „ রাত্রে—অ্যাপ্ট-টা, বেল, কফি, মার্ক ।
- „ অজ্ঞানতাসহ—নেট্রিম ।
- „ অস্থিতাসহ—বোভ, ক্রো.টল-হরি, মস্কাস, নেট্রিম মি, নাক্স-ভম, সাইলি, ভিরে ।
- „ আনন্দের জন্য—কফি, সাইক্কা, ওঁপ, পালস্ ।
- „ উষ্ণে আবোহণ করতে—জেলস, ল্যাকে, ফস, সাইলি ।
- „ উঁচু সিঁড়ি দিয়ে—বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, গ্লোন, নাক্স-ভম, ফস, পিঞ্জ, সালফ ।
- „ আলোর জন্য—বেল, ক্যালকে ।
- „ উত্তেজনার পর—নেট্রিম, নাক্স-ভম, ফস-অ্যা, পালস্, স্ট্যাফ ।
- „ ঋতুর পরিবর্তনে—ব্রাইয়ো, নাক্স-মস্ক, ফস, রাস-টস্ক, সাইলি ।
- „ কাশবার সময়—বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাম্পি, কোনি, নেট্রিম, ফস, স্কুই, সালফ ।
- „ কোষ্ঠবন্ধতার জন্য—ব্রাইয়ো, নেট্রিম, নাক্স-ভম ।
- „ গাড়ীতে চড়লে—কফি, সিপিয়া ।
- „ গীত বাদ্যে—কফি, ফস-অ্যা, ফস ।
- „ গোলমালের জন্য—বেল, থেরি ।
- „ চোখের পরিশ্রমে—কেলি-কা, লাইকো, নেট্রিম, রুটা, সাইলি ।
- „ চল কাটার পর—বেল, গ্লোন, লেডাম, পালস্, সিপি ।
- „ চুল আঁচড়ালে—ব্রাইয়ো, চায়না, ইগ্নে ।
- „ ঝাঁক লাগলে—বেল, ব্রাইয়ো, লেডাম ।
- „ টুপিপর চাপে—ক্যাল্কে-ফস, কার্বো-ভেজ, নাইট্রি-শ্যা, সাইলি ।
- „ ঠাণ্ডা লেগে—বেল, ব্রাইয়ো, ক্যামো, নাক্স ভম, ফস, সাইলি ।
- „ গায়ে ঠাণ্ডা লেগে—পালস্, সাইলি ।
- „ মস্তকে ঠাণ্ডা লেগে—অরাম, বেল, লেডাম, সিপি, সাইলি ।
- „ দঃখর্জানিত—ইগ্নে, ফস-অ্যা, পালস্, স্ট্যাফ ।
- „ নৌকার ভ্রমণে—ট্যারে ।
- „ পরিপাকের গোলযোগে—অ্যাপ্ট-ক্ল, ব্রাইয়ো, নাক্স-ভম, ফস, পালস্, সালফ ।

- „ মানসিক পরিশ্রমে—অরাম, ক্যালকে, ক্যালকে-ফস, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স ভম, ফস, ফস-অ্যা, পালস্, সাইলি ।
- শিরঃপীড়া বাত জনিত—ব্রাইয়ো, ডালকা, নাই-অ্যা, ক্যালকে-ফস, ক্যাটাস, ক্যালমিগ্না, ফাইটো, সালফার, সাইলি, স্যান্ডু ।
- „ মূক্ত বাতাসে—বেল, ক্যালকে, কফি, মার্ক', নাক্স-ভম ।
- „ ঠাণ্ডা বাতাসে—আর্স, অরাম, কফি, ডালকা, কেলি কা, নাক্স-মস্ক, নাক্স ভম, ফস, পালস্, রাস-টঙ্ক, সিপিগ্না, সালফ ।
- „ বুনানোর কাজ কবলে—কার্বো-অ্যানি ।
- „ ভীত হবার পর—অ্যাকোন, ইগ্নে, ওপি, পালস্ ।
- „ মদ্যপান জনিত—ক্যালকে, চায়না, কফি, জেলস, ইগ্নে, ল্যাকে, লেডাম, লাইকো, নাক্স-ভম, স্ট্র্যামো, সালফ ।
- „ রৌদ্র লেগে—বেল, ব্রাইয়ো, গ্লোন, ল্যাকে, নেট্র-ফস ।
- „ মাংস ভোজনের পর—কফি, পালস্ ।
- „ পেছনের দিক ( Occipital )—কার্বোভেজ, কফি, নাক্স-ভম, পিক্রি, পেট্রো ।
- „ পার্শ্ব ( Hemicrania )—আর্জ' নাই, কেলি-আ, নাক্স-ভম, ফস, সোরি, সিপি ।
- শিরঃপীড়া ব্রহ্মতালুতে ( Vertex )—অ্যানাকা, বেঞ্জ-অ্যা, ক্যাট, কার্বো-ভেজ লাইকো, মার্ক', মেজে, নাক্স-ভম, ফস, ফস-অ্যা, ফাইটো, সিপি, সাইলি ।
- „ রগে ( Temples )—আর্গি, বেল, ক্যামো, ট্যারাক্স, স্ট্যানাম ।
- „ কপালে—আইরিস, মাকু'-আ-ফ্রে, পালস্, সালফ ।
- „ কপালে দক্ষিণ—প্রুগ-স্পা, হিপার, লরো, মেজে, ফাইটো ।
- „ কপালে বাম—অ্যাসারাম, ষুজা ।
- „ চোখের উপরের দিক—এপিস, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্রোকা, জেলস, গ্লোন, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভম, ফস । প্রসবের পর—হাইপেরিকাম ।
- „ স্কুল বালিকার—ক্যালকে-ফস, পালস্ ।
- „ প্রকৃত—অজ্ঞানানাভিভূত করে—বেল, কার্বোভেজ, হাইয়ো, গ্লোন, কেলি-বা. লবোসি, ওপি, ফস, পালস্ ।
- শিরঃপীড়া কটকট কবে—( Aching ) অনবরত—অ্যালো, আর্জ'-নাই, ব্যাপিট, বেল, সিপি, সিনা, চায়না, জেলস, ইগ্নে, কেলি-বা, লেপট্যান্ড্রা, ফেল্যান্ড্রা, প্লাস্ব, স্কুটেলোরিয়া ।
- „ প্রকৃত, কাটছে যেন—আর্গিকা, অরাম, বেল, আইরি, কেলি-আর্স, ল্যাকে, সাইলি ।
- „ খোঁচানোর মত—অ্যাকোন, বেল, কোনি, ফেরাম, সিপি, নেট্র-মি, টের ।



„ চেপে ধরা—অ্যাকোন, অ্যালো, অ্যানাকার্ড, বেল, ব্রাই, ক্যাষ্ট, ক্যামো, ক্যাম্পিস, চেলিডো, সিমি, কার্বো-অ্যা, ইউপেটো, ফেরাম, গ্লোনায়ন, অ্যাসিনাই, ফেলি-কা, ল্যাকোসিস. পেট্রল, পালস্, রাসটক্স, সালফ, স্পিজ, স্ট্যানাম ।  
বেদনার প্রকৃতি, চেপে ধরা সাঁড়াশি দিয়ে—এ্যাকটি-স্পাই, বিসমাথ, ক্যাষ্টাস, ক্যালো, লাইকো, ফস-অ্যা, প্র্যাটি, পালস, ভার্বে ।

” চাপ বোধ, যেন ভারী, জিনিষ, চাপান আছে—অ্যানাকা, ক্যাষ্ট, ন্যাজা, সিমিস, নাক্স-ভম, ওর্পি, পেট্রো, সালফ ।

বেদনার প্রকৃতি চিবাচ্ছে যেন—ক্যালকে, নেট্রাম, ফস, লাইকো, নেট্র-মি ।

„ চর্মটি কাটার মতো—ব'স্ট, লাইকো, মেজে, পেট্রো, ফস, সাইলি ।

„ হিদ্দ বরছে বা খুঁড়ছে যেন—আর্জ'-না, ক'ফ কলোসিস, হিপার, ইয়ে, মেজে, নেট্রাম, প্র্যাটি, সিপি, পালস্, স্পাই ।

„ ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন—অ্যাকোন, আর্গি, হাইপো, মার্ক, সালফ ।

„ জ্বালা—অ্যাকোন, মেজে, ফস ।

„ ঝাঁক দেওয়ার—বেল, সিপি, সালফ ।

„ তেষে খবে আছে যেন—চায়না, মার্ক, কেলি-কা, ক'স্ট, নাক্স-ভম, সালফ ।

„ থেঁতলানোর সময়—আর্গিকা, হেলি, ইয়ে, ইপি, রাসটক্স, রুটো, ভিরে ।

„ দপদপানি—অ্যাকোন, বেল, চায়না, চিনি-সা, গ্লোন, ল্যাকে, লাইকো, সাইলি, সালফ, বেল, ব্রাইয়ো, আইবো, কেলি-বা, পেট্রো, ফস পালস্, স্পাইজ, স্যাক্স, সিপি ।

„ পেরেক বি'ধেছে যেন—অ্যাগা, ক'ফ, হিপার, ইয়ে, পালস্, সিপি, থুজা ।

„ ফেটে যাবে যেন—অ্যামন-মি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাম্পিস, ক'স্ট, চায়না, নেট্রাম-মি, গ্লোন, লাইকো, ওর্পি, সাইলি, স্পিজ ।

বেদনা মন্দ মন্দ (Dull)—চায়না, সিপি, লাইকো, নাক্স-ভ, ওর্পি, রাসটক্স ।

„ মোচড়ানো—ইথুজা, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যালকে, কেলি-কা, পেট্রো, রাসটক্স, স্যাবা সাইলি ।

„ স্ফুটানোর মতো—অ্যাকোন, অ্যাল-মি, অ্যাণ্ট-টা, আর্গি, বেল, বোরাক্স, ব্রাইয়ো, ক্যালকে, ক'স্ট, সিফি, কোনি, হিপার, হাইয়ো, ইয়ে, কেলি-কা, লাইকো, পেট্রো, পালস্. রাস-টক্স, স্কুইলা, সালফার ।

„ স্পর্শ সাঁহক্ (Sensitive)—আর্স, ক্যালকে, ক্যালকে-ফস, ক্যাম্বা, কার্বো ভেজ, চায়না, ফেরাম, জেলস, গ্লোন, ইয়ে, ক্লিয়ো, লাইকো, মার্ক, মেজে, নাক্স-মস্ক, নাক্স-ভম, পেট্রো, রাসটক্স, সিপি, সাইলি, স্পাই ।

„ উপশম অম্বকারে—স্যাক্স, সাইলি ।

„ আবৃত করলে মাথা—অরাম, বেল, ব্রাইয়ো, কলিচি, কোনি, কুপ্রাম, হিপার, ম্যাগ-মি, নাক্স-মস্ক, সোরি, স্যানি, রাসটক্স, রডো, স্ট্যান্স, স্কুই, সিপি ।

বেদনার উপশম, খাওয়ালে—অ্যানাকা, কেলি, লিথিকা, লাইকো ।

” উপশম, ঝড়ুর সময়ে শাব নিৰ্গত হ.৩ থাকলে—বেল, ক্যাম্পি, ল্যাকে, ড্রিঙ্ক ।

” উপশম ঘামের পর—নেট্র-মি, সালফ ।

” উপশম চোখ বন্ধ করলে—অ্যাকোন, বেল, চেলি, সাইলি, সালফ ।

” উপশম চা পানে—কার্বো-অ্যা ।

” উপশম টিপে দিলে—অ্যালুমি, ক্যাল্কে, আর্জ-নাই, বেল, ব্রাইয়ো, চায়না, গ্লোন, হাঃলাসা, কেলি-বা, ল্যাকে, লাইকো, নেট্র-মি, নাক্স-ভম, পালস্, স্যাঙ্ক্ ।

” উপশম ধূমপানে—অ্যামন-কা, ক্যাল্কে ফস, কার্বো-অ্যা, ন্যাজা ।

” উপশম নড়াচড়ায়, আশ্বে আশ্বে—ক্যাম্পি, মিউ-অ্যা, নাক্স-মশ্ক, পালস্, রাসটল্ল ।

” উপশম জ্বোরে—সিপিগ্না ।

” উপশম নাক দিয়ে রক্ত পড়লে—অ্যাপিট-ক্র্, বিউফো, ব্রাইয়ো, ডিজি, ফেরাম, ফস, মেলিলো ।

” উপশম নিদ্রার পরে—গ্লোন, ল্যাকে, ফস ।

বেদনার উপশম প্রস্রাবে, বহুবার—জেলস, ইগে ।

” ” খোলা বাতাসে—আস্, কার্বো-ভেজ্, কফি, গিমি, গ্লোন, হেলি, কেলি, বা, লাইকো, নেট্রো-মি, সিকে, ফস, পালস্, ট্যারে ।

” উপশম বেড়ানোর পর মূক্ত বাতাসে—অ্যাপিট-ক্র্, ক্রেকে, ল্যাকে, লাইকো, নেট্রো-মি, ফস, পালস্, সিপি, সালফ, থুজা ।

” উপশম মদ্যপানে—ইগে, ক্রিয়ো, জেলস ।

” উপশম মাদক দ্রব্য সেবনে—অ্যাপিট-ক্র্, ব্রাইয়ো, কার্বো-ভেজ্, নাক্স-ভম ।

” উপশম মস্তক অনাবৃত রাখলে—গ্লোন ।

উপশম নড়লে—অ্যাগা, চায়না, সিনা, প্র্যাটি ।

” উপশম মানসিক পরিশ্রমে—হেলোনি, পিক্র-গ্যা ।

” উপশম রাত্রিকালে—মিউ. ম্যাগ-কা, স্পাই, হ্যামা ।

” উপশম শূন্যে ধাবলে—বেল, ব্রাই, ব্যাপটি, ক্যাল্কে, চায়না, ইগে, লাইকো, নেট্রো-মি, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভ, ফস্ফ-অ্যা ।

বেদনার উপশম সন্ধ্যায়—ব্রাইয়ো, নেট্র-মি ।

বেদনার বৃষ্টি অশ্রুকার ঘরে—অ্যাকোন, বেল, পডো, সিপি, সাইলি ।

” ” আশ্বে আশ্বে বাড়ে, আশ্বে আশ্বে কমে—প্র্যাটি ।

” ” আশ্বে আশ্বে আরম্ভ হয়, হঠাৎ কমে যায়—আর্জ্ মেট, কীট, সালফ, অ্যাসিড ।

- ” ” তাড়াতাড়ি কমে যায়—আর্জ’না, বেল, মার্ক’ কয় ।
- ” ” ঋণ্ডার পর—আয়ান নার্ব’, আর্গ’কা, আর্স’, ব্রাইরো, লাইকো, নাক্স-ভম ।
- ” ” কফিপানে—অ্যান্টি-স্পাই, ইগ্নে, নাক্স ভম ।
- ” ” দৃশ্য খেলে—ব্রোমি ।
- ” ” কথা বললে—ক্যান্ট, ই’গ্ন, মেজে ।
- ” ” গন্ধে - সিলি, কফ ইগ্নে ।
- ” ” চোখে আসে লাগলে—বেল ইগ্নে, প্যাকডি, কেলি-বা, মায়ন-ভম, স্যাপ্প’, সাইলি ।
- ” ” চোখ ঘুরালে বা নাড়লে—বেল ব্রাইরো ক্যাম্পিস, চায়না, কুপ্রাম, নাক্স-ভম ওর্পি, সি’পি, স্পাইজি ।
- ” ” ঝাঁক লাগলে বেল ব্রাইরো, ক্যালকে, কার্বো-ভেজ, চায়না, লেডাম, নেট্র’মি নাক্স-ভম, ফস, রাসটক্স, সি’পি, সাইলি, স্পাইজি, ষোরি ।
- বেদনার বৃশ্চি টুপি’র চাপে—ক্যালকে-ফস, কার্বোভেজ, নাইট্র’ক-আ, সাইলি ।
- ” ” নড়াচড়ায়—বেল ব্রাইরো, মেজে ।
- ” ” নিদ্রার পর—নেট্র’মি ।
- ” ” নিদ্রা না হলে, বেশি রাত্রি পর্যন্ত—কার্বোভেজ, লরো, নাক্স-ভম ।
- ” ” পাঠে—ক্যালমে, নেট্র’মি, প্র্যাটি ।
- ” ” পেছনে হেঁচলে—গ্লোনো ।
- ” ” মানসিক পরিশ্রমে—অরাম, ক্যালকে, কলচি, গ্লোন, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নেট্র’কা, নাক্স-ভম, ফস, ফস-আসি, পি’ক্লি-আসি, সোরি, পালস’, সি’পি, সাইলি, স্ট্যাফি, সালফ ।
- ” ” রাগ হলে—নাক্স-ভম ।
- ” ” শয়ন করলে—বেল ।
- মাথা ভারী বোধ—অ্যাকোন, আর্গ’, বেল, ব্রাই কার্বো-ভেজ, চায়না, ডিজি, জুলস, ডালকা, গ্লোন, হাইরো, ইগ্নে, কেলি-কা, ল্যাকে, লাইকো, নিউ-আ, নেট্র’মি, পেট্রো, সি’পি, সাইলি, স্পিজি, সালফ, থুজা, নাক্স-ভম ।
- মাথার রক্তাধিক্য—এ’পিস, ফেরাম, বেল, ব্রাইরো, কেলি, ক্যালকে, কার্বো-ভেজ, চায়না, হেলি, ব্রাইরো, হেলি, নাক্সভম, স্পিজি, সাইলি, স্ট্যাফি, সালফ, টারে ।
- ” শূন্যবোধ - আর্জ’মেট, কার্বোভেজ, কফি, কোর্যা-র’, কুপ্রাম, গ্র্যাফা, ম্যান্সি, ফুস, নাক্স ভম, পালস’, সি’পিরা ।

চক্ষু ( Eye )

অঙ্গনী ( Hordeolum ) —এ’পিস, অরাম, কলিট, চেলি, কোনি, ফেরাম-ফস, হেমিওপ্যাথি—47

গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক', নেট্র-মি, ফস অ্যা, পালস্, সোরি, রাস, সিপি, সাইলি, স্ট্যাফি, থুজা, হিপার ।

" উপরের পাতায়—বেল, ফেরাম, ফস-অ্যা, পালস ।

" নিচের পাতায়—গ্র্যাফা ফস, রাস-টন্স, সেনেগা ।

অব্দ'দ ( Tumours ) পাতায়—ক্যাল্কে, কণ্ঠি, হিপার, নেট্র-মি, নাইট্রি-অ্যা, ফস, পালস্, সাইলি, স্ট্যাফি, থুজা ।

" কক'ট ( Cancer )—হাইড্রো, ল্যাঙ্কে, ফাইটো, থুজা ।

" কোষাব্দ'দ ( Cystic Tumours )—গ্র্যাফা, মার্ক', সাইলি ।

" দানাময় ( Nodules )—সাইলি, স্ট্যাফি, থুজা ।

" আব ( Wens )—গ্র্যাফা ।

অবচ্ছতা চক্ৰ শূন্য মণ্ডলের ( Corneal opacity )—এপিস আর্জ'-না, ক্যাডমি, ক্যাল্কে, কোনি, ইউফ্রে, হিপার, ল্যাঙ্কে, মার্ক'-আফ্রে, মার্ক', নাইট্রি-অ্যা, সাইলি ।

" বসন্তের পর—সাইলি ।

" ক্ষত বা আঘাত জনিত—ইউফ্রে ।

অসাড় চোখের চারিদিকে ( Numbness Around Eyes )—অ্যাসাফি ।

আলোক অসহিষ্ণুতা ( Photophobia )—অ্যাকোন, আর্জ'-নাই, আর্স, ব্যারা কা, কণ্ঠি, বেল, চায়না, ইউফ্রে, গ্র্যাফা, লাইকো, নেট্র-মি, নেট্র-সা, নান্ন-ভম, ওপি. ফস, ফাইটো, সোরি, পালস্, রাস-টন্স, সাইলি, স্পাইজ, সালফ ।

আলোক অসহিষ্ণুতা বাস্তব—ক্যাল্কে, ইউফ্রে, ইপি, ল্যাঙ্ক-ডি, মার্ক' ।

" অসহিষ্ণুতা ল্যাঞ্চেপের—ক্যাল্কে, ক্রোটে, নেট্র-মি, ফস, পালস্ ।

আলোক অসহিষ্ণুতা সর্ষের—অ্যাকোন, আর্স, রাইয়ো, চায়না, অ্যাসাফি, গ্র্যাফা, ইমে, লিথি, সালফ, ফস-অ্যা ।

উস্তাপ ভিতরে—অ্যাকোন, আর্জ'-না, আর্স, বেল, ক্যাফা, ক্যামো, চেলি, চায়না, ক্রিসে, জোন, গ্র্যাফা, ইমে, কোলি-বা, লাইকো, মার্ক', মেজে, নেট্র-সা, নাইট্রি অ্যা, ওপি, সোরি, রুটা, স্পাইজ, সালফ ।

কালশিরে ( Ecclymosis ) আঘাত জনিত—অ্যাকোন, আর্গি, বেল, ক্যান্ট, কোনি, ক্রোটে-হ, কুপ্র-অ্যা, হ্যামা, কোলি-ক্রো, ল্যাঙ্কে, লেডাম, লাইকো, নান্ন-ভম, ফস সালফ-অ্যা ।

" পাতায়—আর্গিকা, মেডাম ।

চোখের পাতায় একজমা—গ্র্যাফা, মেজে, টেল্, থুজা, পুস্তুলি ( Pustules )—মার্ক', সালফ, টেল্ ।

বসন্তগুটি ( Vesicles )—মিনি, ক্রোটন-টিগ, সোরি, সার্সা ।

" পাতায় স্ফাভ—মেজে, পেট্রো, সিপি ।

" হার্গপিঞ্জ -গ্র্যাফা, সোরি, সালফ ।

" চুল উঠে যায় --এপিস, আর্স্. মার্ক, রাসটক্স, মেলি, স্ট্র্যাফি, সালফ ।

চোখের পাতায় চুলকানি --আর্জ্-মেট, ক্যাল্কে, ক্রিষ্ট, ক্রোমটন-টিগ, গ্র্যাফা, হিপার, কোল-বা, মেজে, পেট্রো, ফন-আ পালস্, রাসটক্স, সাসফ, সিপি, টেল্দ ।

" ছানি (Cataract)-এপিস ব্যারে-কার্ব, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফ্লো, সিনে-মেরি কোনি, কোল-কার্ব, লাইকো, ম্যাগ-কার্ব, ফস, পালস্, সিকে, সাইলি, সিপিলা ।

চোখে ছানি অস্ত্র করার পর - আর্গিকা ।

" " অঘাত জনিত আর্গিকা, কোনি ।

" " জ্বরের মত--কোন্ট, প্লাম্ব ।

" " বৃক্ষদের কার্বো-অ্যানি, সিকেলি ।

চোখ থেকে জল পড়ে ( Lachrymation )--অ্যাকোন, অ্যাগা, আইল্যান্থ, অ্যালি সে, আর্জ্-নাই, আর্গিকা, ক্যাম্পিস, কার্বো অ্যা, কার্বো-ভেল্ল, ক্যামো, চেলি, কলটি, কোনি, ইউফ্রে, পাপের্ণা, ফেরাম, ফ্লু-অ্যা, গ্র্যাফ, হ্যামা, হিপার, ইগে, মেজে, নেট্র-মি, নেট্র-সা নাইট্র-অ্যা, ওপি, সোরি, পালস্, রাসটক্স, স্যাভাডি, স্যান্ড্ব, সেলে, সিপি, সাইলি, সালফ, থুজা ।

চোখ থেকে জল পড়ে প্রাতঃকালে--নেট্র-মি, সিপি, সালফ ।

" " জল পড়ে দিবসে --অ্যাল-মি ।

" " জল পড়ে রাত্রে --অ্যাকোন, অ্যালি-সে ।

" ' জল পড়ে কাণবার সময়--অ্যাগা, ইউপে-পারফে, ইউফ্রে, গ্র্যাফা, নেট্র মি, ফাইটো, স্যাভাডি ।

" " জল পড়ে সন্দের সঙ্গে--অ্যালি-সে, ইউফ্রে, নাক্স ভম, টেল্দ ।

অশ্রু হাজাকর ( Tears Acrid )--ইউফ্রে ।

" উত্তপ্ত --এপিস, রাসটক্স ।

" শুকানো করে--চারনা, সালফ ।

চোখের পাতা জুড়ে যায়--আর্জ্-নাই, ক্যাল্কে, ক্রিষ্ট, ক্যামো, গ্র্যাফা, ক্রিয়ো, লাইকো, ফস, সিপি, মেডো, রাসটক্স, সালফ ।

" অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দর্শন শক্তি--ফস্ফ ।

দৃষ্টি ধূস্র ( Foggy )--ক্যাল্কে, ক্রিষ্ট, ক্রোকা, জেলস, মার্ক, ফস, সালফ ।

চোখে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখা--স্ট্র্যামো, হাইরো ।

" অক্ষ, ঋতুকালে--পালস্ ।

" " অল্প দৃষ্টি--অরাম-মে, অ্যাসিত নাই, ইউফ্রে, ক্রিষ্ট, ক্যাল্কে, ক্যানা-সা, চারনা, জেলস, পালস্, ফস্ফ, বেল, মার্ক, ল্যাকে, লাইকো, সালফ, সাইলি, সাইক্লা, হিপার ।

চোখে অল্পশক্তি দৃষ্টি ( দৃষ্টির দুর্বলতা )--অরাম, বেল, ক্যাল্কে, ক্যানা-সা, ক্রিষ্ট, কোনি, এনাকার্ডি, সালফার, সাইলি, হিপার, ইউফ্রে, ল্যাকে, লাইকো ।

- " অর্ধ দৃষ্টি (Hemipopia),—অরাম, আর্স, ককু, ক্যাল্‌কে, গ্লোন, জেলস, লাইকো, লিথ-কা, সাইক্সা, সিপি, ষ্ট্র্যামো ।
- " রায়িতে না দেখা ( ঋত-কানা )—চারনা, নাক্স, পেট্রো, বেল, ফফ, ফেরাম, ডিরেট্রোম, র্যানা বা, ষ্ট্রিকনি নাই, হাইয়ো, হেলিবো ।
- " আগুন দেখে চোখ বজলে—বেল, কোল-কা, ফফ, পাইজ ।
- চোখের সামনে যেন কাপড় আছে অনুভব—আর্স, এর্সিড-নাই, কর্ণি, ক্যাল্‌কে, ক্লিয়ো, প্রাস্বাম, নেট্র-মি, স্ট্যানাম, সিপিরা, সালফ ।
- " সামনে মাকড়সার জাল আছে অনুভব—আগারি, ট্যারেন্টুলা ।
- " সামনে, বস্তু সব পড়তে দেখে—গ্র্যাফা, নেট্র-মি, পালস্, বেল, ফস, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো, সাইক্সা, সালফ ।
- " সামনে-সব বস্তু ছোট দেখায় অরাম, মার্ক, অ্যালি-সে, গ্লোন, হাইয়ো, কেলিকো, লাইকো ।

চোখের সামনে পড়বার সময় অক্ষরগুলি জড়িয়ে যায়—ক্যানাই, নেট্র-মি, রুটা, স্ট্যাফি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো ।

" সামনে অক্ষর সব নড়তে থাকে—আর্জ'-নাই, সিপিলা ।

" সামনে অক্ষর সরে যায়—ক্যানাই, নেট্র-মি, রুটা, স্ট্যানাম, ষ্ট্র্যামো, সাইলি ।

দ্বি-দৃষ্টি—( Double vision diplopia )—জেলস, হাইয়ো, নাইট্রি-অ্যা  
নিকট দৃষ্টি, নিকটে দেখতে যায় ( Myopia )—ফস, ফস-অ্যা, ফাইসো, পালস্ ।

দ্রব্য সব বড় দেখায়—হাইয়ো, নাক্স-মফ ।

সব রংই কালো দেখায়—নেট্র-মি, ফস, ল্যাকে, সালফ, সাইলি ।

" " নীলবর্ণ দেখে—অরাম, বেল, সিনা, ল্যাকে, লাইকো, ষ্ট্র্যামো ।

" " পীতবর্ণ দেখে—আর্স, বেল, ক্যানাহা, সিনা, সাইক্সা, ফফ, রুটা, ল্যাক  
এর্সিড ।

সব রংই বেগুনান দেখায়—সিনা ।

সব রংই সব জাল দেখায়—বেল, ক্যানাই, কোল-বা, ফস ।

### কর্ণ ( Ear )

কর্ণে উল্ভেদ—বারা কার্ব, ক্যাল্‌কে-কার্ব, পেট্রো, সোরি, সিপি ।

কর্ণের ভিতরে ফোঁড়া—মার্ক পিট্রি-অ্যা, রাস-টক্স, সালফ ।

" পিছনে উল্ভেদ—বারা-কার্ব, ক্যাল্‌কে-কার্ব, গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক, ওটি  
পেট্রো, সিংফ, সালফ ।

" পিছনে একজমা—ক্যাল্‌কে-কার্ব, লাইকো, সোরি ।

" পেছনে পুঞ্জগঠিত—সোরি, পালস্ ।

- " " ফাটাফাটা - গ্র্যাফা, হিপার, লাইকো, পেট্রো, সিম্পি, সালফ ।
- " এরিসিপেলাস—এপিঙ্গ ।
- " মূল প্রদাহিত ও ক্ষীণ—অবাম, আস', অ্যামন-কা, ক্যাপ্টি, গ্যাপ্টি, বেল, গ্লোমি, ক্যামো, চায়না, নাইট্রি-আ, রাসটল্ল, সাইলি ।
- " চটা—গ্র্যাফা, স্ট্যাফি ।
- " কামড়ান—ক্যা পস, ক্যামো, ডালকা, পালস', ফক্ষ, সাল্‌ফার, সিম্বিসি, ল্যাকে, ভার্বা, বেল ।
- " ক'লা—আর্গিফা, আস' ইয়ে আর্গিফ-নাই, অ্যাসিড-ফস অ্যাসিড-সা, কর্ণিট, কার্বো-আ, কোনিয়াম, ক্যাল'কে কার্ব', কেলি মি, কিউপ্রাম, গ্র্যাফা, চায়না জেসস, ফক্ষ, মেসেরি, ম্যাংগনাম, সাল্‌ফার হাইয়ে ।

শ্রবণ শক্তি প্রথব—বেল, চায়না, কর্ণি, নাল্ল ভম ওপি, সাইলি ।

- " " দুর্বল—( Impaired )—অবাম, বেল, কার্বো-আনি, চায়না, কুপ্রাম, গ্র্যাফা লাইকো, পেট্রো ফস, ফস-অ্যা, পালস', সিকেলি, সাইলি, সালফ ।
- " " কুইনাইনেব অপব্যবহারে—ইপি, ক্যাল'কে-কার্ব' ।
- " " পারদের অপব্যবহারে—অ্যাসিফ, অ্যাসিড-নাই, কার্বোভেজ, পেট্রো, স্ট্যাফি, সাল্‌ফার, হিপার ।
- " " কর্ণে সর্দিজনিত—আইয়ো, অ্যাসিড-নাই, ক্যাল'কে-কার্ব', কেলি-সা, ম্যাংগে, পেট্রো, পালস' ।
- " " শৃঙ্খলতা জনিত—কেলি-মি ।
- " " খোলা হাওয়া জনিত—কর্নিট, কোনিয়াম, পালস' ।
- " " ঋতুর আগে—ইঞ্জিও, ফেবাম ।
- " " ঋতুর সময়—ক্যাল'কে-কার্ব', ক্রিয়ে, লাইকো ।
- " " গর্ভাবস্থায়—ক্যাপ্টি ।
- " " গর্ভাবস্থায় টিসিল বৃদ্ধি জন্য—অবাম, অ্যাসিড নাই, কেলি-সা, ফাইটো মার্ক', স্ট্যাফি, সাল্‌ফার ।
- " " গর্ভাবস্থায় টাইফয়েডের পর—এপিঙ্গ অর্জ'-নাই, অ্যাসিড-নাই, ফস-অ্যা ।
- " " ঠান্ডা লেগে—পালস' ।
- " " গর্ভাবস্থায় হামেব পর—কার্বো-ভেজ, মার্ক', পালস', সাইলি ।

কর্ণ বৃদ্ধি যাওয়া বোধ—অর্জ'-নাই, আগার কার্বো-ভেজ, কর্ণি, চায়না, কোনি, লাইকো, মেজে নাইট্রি-আ, ফস, পালস', সাইলি ।

কর্ণে পূঞ্জ—টেলুরি, মার্ক'সল, সোরিনাম ।

কর্ণে শব্দ, গুঞ্জনবৎ—অ্যামাস, অ্যানাকা, বেল, কর্ণি, চায়না, চিনি-সা, গ্র্যাফা, লাইকো, নাল্ল-ভম, ফস-অ্যা, পাইজ, সাল্‌ফার ।

- গড় গড় শব্দ ( মেঘ জকার মত )—এঁপ্রস, ব্রাইয়ো, প্র্যাটি, সিপি।
- গ্ণগ্ণ—চায়না।
- — মৌমাছির ডাকের মত )—কণ্ঠি, গ্র্যাফা, নাক্স, পালস্, চায়না, লাইকো, বেল, সাল্ফার, স্পাইজ।
- প'টার মত—অ্যাকোন বেল, ক্যান্টে, ক্যাল্কে, ক্যানা-ই, কণ্ঠি, চায়না, চিনি-সা, পেট্রো, সোরি, পালস্, সাল্ফার।
- ঘাড়ির মত—কণ্ঠি, ক্যাল্কে, পালস্, পেট্রো, ফস্ফ, সাইলি।
- ডাকের বাজনার মত—কণ্ঠি, ফস।
- ফড় ফড় (Fluttering —বেল, ক্যাল্কে, মার্ক, ফস-অ্যা, প্র্যাটি।
- বাঁশীর মত—আম্ব্রা, নাক্স-ভম, চায়না, স্পাইজ।

### নাসিকা ( Nose )

নাকের অস্থিকর ( Caries )—অ্যাসাফি, অরাম, অরাম'মি, হিপার, মার্ক, অ্যান্ফে, ফস, সাইলি, টিটলি।

- ( Warts )—কণ্ঠি, নাই-অ্যা, ব্জা।
- ক্ষত ( Ulcers )—অরাম, অরাম'মি, কোল-বাই, ব্জা, নাইট্রি-অ্যা, সাইলি, সিপিয়া, সাল্ফার।
- গলিত ক্ষত—( Ozaema —অ্যাসাফি অরাম, হিপার, কোল বা, কোল-আয়োড, মার্ক, পালস্, সিপি, সাইলি।
- দুর্গন্ধ—অরাম, বেল, ক্যাল্কে-কার্ব, গ্র্যাফা, কোল বা, প্যারি, ফস, সাল্ফার।
- পচা গন্ধ—ক্যাল্কে, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, পালস্।
- নাকে রন্ধনের গন্ধ অসহ্য বোধ—আর্স, ক্যালোডি, কণ্ঠি, সিপিয়া।
- প'জবটি—হিপার, পেট্রো, সোরি, সাইলি।
- দ্রাণশক্তি প্রথর—( Acute )—অরাম, বেল, চায়না, কাফ, গ্র্যাফা, লাইকো, নাক্স-ভম, ও'পি, ফস।
- দ্রাণ শক্তির হ্রাস—বেল, ক্যাল্কে, হাইয়ো, সিপি, সাইলি।

দ্রাণশক্তি নষ্ট ( Loss of )—বেল, ক্যাল্কে হিপার, নেট্রি-মি, ফস, প্র'ফ, পালস্, সিপি, সাইলি।

দুর্গন্ধবৃত্ত নিঃস্বাস ( Fetid Exhalations )—আর্স, অরাম, ক্যাল্কে-স্ফ-অ্যা, গ্র্যাফা, কোল-বা, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, ফস, পালস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফার।

নড়া নাকের পাতাঘর পাতার মত নড়া ( Fan-Like Motion of the Nasi )—  
—আশ্টিম টার্ট, ব্রোমি, ডেলিডো, লাইকো, ফস, স্পাইজ।

• চঞ্চর—নিউমোরিনার—অ্যাট-টার্ট ব্রিয়ো, লাইকো, ফস, সাল্ফ।



নাক ডাকা—আসার্ভি-টি, অরাম, ইল্যাম্প, লাইকো, নাক্স-ভম, পালস্, স্যাম্ব্দ ।

” শিশুদের—ডালকা, নাক্স-ভম, পালস্, স্যাম্ব্দ ।

প্রদাথ—আর্গিকা আসার্ভি, অরাম, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, ক্যাম্বা, কণ্ট, কোনি, ক্রোটন-টিগ, ফ্রু-অ্যা, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-আ-রু, ফস, পালস্, রাসটঞ্জ সিপি সাল্ফার ।

” অগ্রভাগ—অরাম, কার্বো-অ্যা, কণ্ট, কোলি-না ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা, রাসটঞ্জ, সিপিলা ।

” আঁধুর—অরাম, অরাম মি, হিপার ।

” ফাটা অ্যাশ্টি-ক্রু অরাম, অরাম-মি, গ্র্যাফা, পেট্রো ।

” ফাটা অগ্র-াগ—আল্-মি, কার্বো-অ্যা ।

” ” খাঁজ সর্ব—গ্র্যাফা, মার্ক ।

” ” পাতা—অরাম, হিপার, মার্ক, পুজা ।

” স্কাল্লা—আল্-মি, এপিপস আর্গিকা, আস্, অরাম ব্যাপটি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাম্বা, কফু, ফেরাম-আস্, গ্র্যাফা, গুয়ে, হিপার, আইয়ো, কোলি-বা কোলি-কার্ব, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ-মি, মার্ক-কর, মার্ক, ফস, সিপি, সাল্ফার ।

” অগ্রভাগ বেল, বোরাক্স, ব্রাইয়ো, কণ্ট, চেলিডো, ক্রোটো হ, কোলি-কার্ব, সিপিলা, সাল্ফার ।

নাক ফোলা আঁধু—হিপার, হাইড্রো, কোলি-আস্, মার্ক-আ-রু, ফস ।

” বন্ধ (Obstruction—অ্যাগা, অ্যালি-সে, অ্যাল্-মি অ্যান্ড্রা, অ্যানন-কার্ব, আর্শ্টি-ক্রু, আস্, এরাম-পি, অরাম, ইল্যাম্প, ক্যাম্পি, কোলি-বা, লাইকো, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, পালস্, স্যাম্ব্দ, টিউ, ফক্ষ ।

” বন্ধ সবুজ বর্ণ প্রবেশহ—ফক্ষ, লাইকো ।

” বেদনা—ফক্ষ, রিউম ।

” মার্মাড—কণ্ট, কোলি-কার্ব, ফ্যাগো সিফিলি, স্যানিকিউ ।

” লালবর্ণ—আল্-মি, এপিপস, জিঙ্ক, নেট্রিকা, চায়না, জিঙ্কাম, সোরি, সাল্ফার ।

” শুকনো—কার্বো-ভেজ, কোলি-বাই, গ্র্যাফা, ব্যারা-কা, লাইকো, নাক্স-ভম, সাল্ফার, স্যাম্ব্দ, সাইলি, স্পঞ্জ, শিট্টে

” রক্তপ্রাব—আর্গিকা, ইপি, অ্যাকোন, অ্যাগারি, অ্যান্ড্রা, অ্যাশ্টিম-ক্রুড, অ্যাসিড-নাই, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্রোকাস, চায়না, পালস্, প্র্যাটিনা, ফক্ষ, বেল, ব্রাইয়ো, মার্ক, রাসটঞ্জ, মেডোরি, মেলিলো, সিলিকা, লাইকো, ল্যাকে, সিকোলি, সাল্ফার ।

- ” রক্তপ্রাব কাল—ক্রোকাস, নাক্স-ভম, হ্যামা, ক্যাকে ।
- ” ” চটচটে—কোল-বাই, ক্রোকাস ।
- ” ” পান্ডুবর্ণ—ডালকা, বেল হাইয়ো, স্যাবাইনা ।
- ” ” ( দাঁড়ির মতো ) কোল-বাই, ক্রোকাস, প্র্যাণ্টিনা, বাসটর ।
- ” ” জমাট—ক্যামো, ক্রোকাস, রাসংক্স ।
- ” ” টকটকে লাল—বেল, ইপি, হাইয়ো ।
- ” ” ক্ষতবন্ধজনিত—অ্যালিস—অ্যাসে, ক্রোটেশাস, চায়না, পালস্, ফক্ষ, ব্লাইয়ো, মিলফে ।
- ” কাড়লেই রক্তপ্রাব—ফক্ষ, সাল্ফার ।
- ” সর্দি ( Coryza )—অ্যাকোন, অ্যামরা আস্, অরাম, বেল, ব্রোমি, কার্বো-ভেজ, ফেগাম ফস, কোল-আয়োড, নাক্স-ভম, সাইলি, স্ট্যাফি ।

নাক সর্দি, তনিক—থুজা ।

” ” প্রাব ( Discharge ) উষ্ণ—অ্যাকোন, লাইপে ।

” ” ঘন ( Thick )—অ্যামন-মি আস্, কোল-বাই, নেট্র-সা, পালস্, স্পঞ্জি, থুজা ।

” সর্দি চটচটে ( Tough Viscid )—হাইড্রো কোল-বাই কোল-আয়োড, সাইলি ।

” সর্দি প্রাব জলের মতো ( Watery )—অ্যাকোন, অ্যালিস-সে, আস্, অরাম, ইউফ্রে, গ্র্যাফ, মার্ক, নাক্স-ভম, প্র্যাণ্টে, টেল্ ।

” সর্দি জ্বালাদেহ ( Burning )—অ্যালিস-সে, পালস্ ।

” ” তরল ( Thin )—বোভি, গ্র্যাফ, ল্যাফে, নেট্র-ম-কার্ব, স্যাবাডি সাল্ফার ।

নাকে সর্দি দুঃগন্ধবুজ ( Fetid offensive )—অ্যাসাফ, অরাম, ক্যাল্কে, নেট্র-ম কার্ব, নাইট্রি-অ্যা সাইলি, সালফার, থুজা ।

” ” প্রচুর ( Copious )—অ্যালিস-সে, আস্, ব্লাই, নেট্র-ম ফস ।

” ” পুঞ্জের গত ( Purulent )—অরাম, ক্যাল্কে কোর্নি, কোল-বাই ।

” ” প্রাব রক্তাক্ত—আইল্যাথ, অ্যালিস-সে অ্যাল-মি, আস্, এপিপস, বেল, হিপার, কোল বাই, কোল-অ্যা, নাইট্রি-অ্যা ।

” ” প্রাব সাদা—নেট্র-মি ।

” ” প্রাব সবুজাভ—মার্ক, পালস্, সিপিগা ।

নাকে ” হলুদ রংয়ের—অরাম-টি, অরাম, ক্যাল্কে ফস, হিপার, গ্র্যাফা, হাইড্র, কোল-বাই, কোল-সা, লাইকো, নাইট্রি-অ্যা, সালফ, ফস ।

” হলুদের মত সবুজ—হাইড্র, কোল-বাই, পালস্, থুজা ।

- ” ” হৃজনশীল (Excoriating)—অ্যালিসে, অ্যামন-মি, অর্স্ অরোড, গ্র্যাফ, ক্রিয়ো, নাইট্রি অ্যা নাক্স-ভম ।
- ” হাঁচি—অ্যালিসে. অ্যাকোন, অ্যাম-ট্রি. অ্যামন-মি, হাইয়ো আর্স, ব্রাইয়ো, ইউপে পার্ফ কাবোভেজ, চায়না, নাক্স ভম, রাসটক্স, স্যাবাউ, সালফ, সিপিরা ।
- ” ” প্রাতঃকালে—সার্বফার, অ্যালিসে, কণ্ট. সাইমেক্স, জেলস, কোলি, ক্রিয়ো, পাসস্, নাক্সভম ।
- ” ” সন্ধ্য । অ ইয়ো, পালস্, সালফ ।
- ” ” রাতে—অ্যাম-ট্রি. ইল্যাপ্স, ব্লেস্ক ।
- ” ” গরম ঘরে অ্যালিসে ।
- ” ” গাষেব কপড় খ ললে হিপাব সালফ, বাসটক্স ।
- ” ” সদা সর্বদা অ্যালিসে, আর্স অরাম, বেল, ব্রোমি, কণ্ট, সাইক্লা, ক্রসেরা, ডালকা, হিপার, ক্রিয়ো, লাইকো নাক্স-ভম, ফস প্রাণ্টো, স্টিক্টো সালফ, জিঙ্ক ।

মুখমণ্ডল / Face )

- আক্কেপ ( Convulsions )—আর্স, কণ্ট, সিকি, কুপ্রাম, লাইকো, হাইয়ো, ইয়ে, ল্যাকে, জিঙ্ক ।
- আঁচিল ( Warts )—ক্যান্কে, কণ্ট, ডাসকা, কেল-কার্ব, নাইট্রি-অ্যা, সিপি, থুজ ।
- ” - ওষ্ঠে—নাইট্রি অ্যা থুজ ।
- উত্তাপ—বেল, ব্রোমি, ব্রাইয়ো সিন, পালস্ ।
- ঘাম—বেল, ক্যাল্কে, লাইকো, ওঁপি, নাক্স-ভম, সাইলি, টোল, ভেরেট্রাম ।
- ঠাণ্ডা ঘাম—আর্স, ক্যান্কে, ক্যান্ফ কাবোভেজ চায়না, মার্ক কর, ভেরেট্রাম ।
- মুখের গতি চাবানে: মতো—অ্যাকোন, বেল ক্যাল্কে, ব্রাইয়ো, স্ট্র্যামো, ফস, হেলি ।
- উচ্ছ্বাদ চামড়ার—কণ্ট, ডালকা, গ্র্যাফা, হিপার, কোলি ব্রোম, কোলি-আরোড, লেডাম, নেট্রাম, পেট্রো, সোরি পালস্ রাস-টক্স সালফ ।
- ” চর্মের ঠোঁটে - নেট্র মি, রাসটক্স, সিপিবা ।
- ” চর্মের উপবেশ—আর্স, কোঁসকা, কোলি-বা, ক্রিয়ো, লাইকো ব্যারাইটো-কা, স্ট্যাফ, সালফার ।
- চর্মের নিচে—ইয়ে, প্লাটিনা, ব্রাইয়ো, সিপিরা ।
- ” চামড়া কপালে—আর্সিট-ক্লুড ক্রিয়ো, লেডাম, নেট্রাম নাক্স-ভম, সালফ, সিপিরা ।
- ” চর্মের গণ্ডে—আর্সিট-ক্লুড, ক্রিয়ো রাস টক্স, স্ট্যাফ ।
- ” চিবুক—নেট্র মি, রাসটক্স, সিপিরা ।

- ” চর্মের মূখের চৰ্ব্বাককে—অ্যান্টি টাট, আস', গ্র্যাফা, কেলি-কার্ব, ক্লিনো, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, পেট্রো, রাস-টক্স, সিপিয়া, সাইলি, স্ট্যাফ, সালফ ।
- ” মূখের কোণে ( Corners )— মার্ক, নাইট্রি-অ্যা ।
- ” চর্মের আঘাত—এপি, আস', নেট্রি মি, রাস টক্স, সালফ, সিপিয়া ।
- ” “ একাঙ্কমা আস', ক্যাল্কে, কণ্ট, সিকিউ, ক্রোটন, ডালকা, গ্র্যাফা, হিপার, মার্ক, মেজে, পেট্রো সোরি, রাস-টক্স, সালফ ।
- ” “ পুঞ্জ গুটিকা অ্যান্টি টাট ক্যাল্কে কার্ব, কার্বো-ভেজ, কণ্ট, কোনি হিপার, কেলি আরোড নাইট্রি অ্যা ।
- ” “ পীড়কা ( Rash )—বেল, গ্র্যাফা, হিপার, পালস্, রাস-টক্স ।
- ” “ ফাটা ( Fissures )—গ্র্যাফা, মার্ক, পেট্রো, সোরি, সাইলি ।
- ” “ ফুস্ফুড়ি ( Pimples )—অ্যান্টি-ক্লড, আস', কার্বো-অ্যানি, কণ্ট, সিকিউটা, গ্র্যাফা, হিপার, লেডাম, মিউ অ্যা, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, সোরি, রাস-টক্স, সাল্ফার ।
- ” “ ফোড়া ছোট ( boils )—বেল, ক্যাল্কে, হিপার, মেজে, কেলি-আরোড, সাইলি, সাল্ফার ।
- ” “ বড় ফোড়া ( Abscess )—হিপার, কেলি অ্যা, মার্ক, ফস, সাইলি ।
- ” “ ফোস্কা—ক্রোটন-টিগ গ্র্যাফা, নাইট্রি-অ্যা, নেট্রি-মি, সোরি, পেট্রো, রাসটক্স, সিপিয়া, সাইলি, সালফ ।
- ” “ ফোস্কা গুষ্ঠ—কার্বো-অ্যানি, কোনি, নেট্রি মি ।
- ” “ কোণে—অ্যাগা, সিফি, সেনে ।
- ” “ ললাটে নেট্রি মি, সোরি, রাসটক্স ।
- ” মূখরোগ ( Acne )—অ্যান্টি-ক্লড, কার্বো-ভেজ, কার্বো-অ্যা, কণ্ট, হিপার, নেট্রি, মি, নাইট্রি-অ্যা, সোরি, পালস্ ।
- ” পাটল ( মধ্যপায়ীদের মূখে লাল রোগ ) ( Rosacea )—কার্বো-অ্যানি কার্বো-ভেজ কণ্ট ইউজি, ল্যাকে পেট্রো, সোরি, সালফ
- ” ফাটা গুষ্ঠ—অরাম ট্রি, রাইয়ো, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ল্যাকে, সালফ, সিপিয়া ।
- ” ফাটা, কোণে ( Corner of Mouth )—অরাম ট্রি, কণ্ডু, গ্র্যাফা ।
- ফোলা—এপি, আর্গিকা, আস', বেল, বোভি, রাইয়ো, ক্যামো, হিপার, লাইকো, মার্ক, নেট্রি-মি ওপি, রাসটক্স ।
- ” গুষ্ঠ - এপি, অরাম ট্রি বেল, রাই, নেট্রি-মি, সিপি ।
- ” চোখের নিচে—এপি, আর্গিকা, আস', কেলি-বাই, কেলি আরোড ।
- ” নাকের গ্রন্থি ( Submaxillary glands )—অরাম-ট্রি, ব্যারাক-কার্ব, রোমি, ক্যাল্কে-কার্ব, চায়ন, গ্র্যাফা, হিপার, লাইকো, কেলি-কার্ব কেলি-আরোড, ল্যাকে, ল্যাক-ক্যান, সোরি, রাস-টক্স, সাইলি ।

" নাকের গ্রন্থির কঠিনতা সহ—নোমি, ক্যাল্কে-কা, গ্রাফ, কেলি-কার্ব, রাস টক্স ।

মুখ ভাব ভঙ্গিমা ( Appearance )—

" উৎকট, বনা ( wild )—আনা, এপিস, আস', বেল, ষ্ট্র্যামো ।

" উৎকণ্ঠিত—অ্যাকোন, ইথ'জা, আস', ব্যাপটি, বেস, বোরাক্স, ক্যাম্ফ, চোলডো চিনি-সা, ক্যাপিস, লাইকো, স্পঞ্জিয়া, সালফ, ভিয়ে ।

" ক্রোরোফিক—ক্যাল্কে, কফি, ফেরাম, হেলি ।

উত্তাপ—বেস, বোরাক্স, ক্যামো ।

" জ্বহর—এপিস, বেল, মেজে ফাইটো ।

কম্পন জ্বহর—আগা, এপিস, অবান, বেল, ক্যাম্ফ ক্রোটো-হ, জেলস, হেলি, হাইমো, ইয়ে ল্যাকে ষ্ট্র্যামো ।

কম্পন জ্বহর—আগা, এপিস, অবাম, বেস, ক্যাম্ফ, ক্রোটো-হ, জেলস, হেলি, হাইমো, ইয়ে ল্যাকে ষ্ট্র্যামো ।

কণ্ঠ, কাণ্ড ( Papillae Erect )—আর্জ'-ন, আস', অরাম-স্ট্রি, বেল, হাইড্রো, ল্যাকে, মার্ক, ফস, টাবে ।

ক্ষত ( Aphthea )—আস', ব্যাপটি, বাবে', বোরাক্স, ক্যাল্কে, মার্ক, মিউ-অ্যা, সাল ফাব ।

" বালক বালিকাদের—বোরাক্স, মার্ক, মিউ-অ্যা, নাক্স ভমিকা, সালফ-অ্যা ।

" রক্ত পড়ে সহজেই—বোরাক্স ।

" জ্বহর—বোরাক্স, হেলি, ল্যাকে, মার্ক-সল, মিউ-অ্যা, নেট্র'-মি, ফস, সালফ ।

ক্ষত ( Ulcer )—আস', আইমো, কেলি আয়োড, ল্যাকে, ফাইটো ।

" উপদংশজ—অরাম ফ্রু' অ্যা, হিপার, কেলি-সা, কেলি-আয়োড, ল্যাকে, সিপি ।

" জ্বহর—এপিস, অরাম, আস', ব্যাপটি, কেলি অ্যা, মার্ক, মার্ক'-আ-স্ন, মিউ অ্যা, সোরি কেলি-কা, লাইকো, নেট্র'-মি, নাইট্রি অ্যা, ফস, প্র্যাটি, সিপি পালস', সালফ ।

মুখ জড় ভরতের মতো ( Idiotic )—ক্যাল্কে ল্যাকে লরো, লাইকো ।

" নিদ্রাজড়তা—কানা ই, ওপি, নাক্স-মস্ক ।

" বৃশ্চের মতো—অ্যারো, ক্যাল্কে, ওপি, নেট্র'-মি ।

" বোকা আর্জ'-নাই, আর্গিকা, আস, ক্যানা-ই, ফেরাম, হেলি, হাইমো, ষ্ট্র্যামো ।

" রুম—আস', চেলি, চায়না, সিনা, ডিজি, আইমো, নেট্র'-মি, ফস ।

" হত বুদ্ধি ভাব ( besotted )—ব্যাপটি, কফি, জেলস, ওপি, ষ্ট্র্যামো ।

- " মণ্ডনের মাৰুড়নার জ্বলের মতো শব্দভব - ব্যাধি কার্ব. বোরাক্স, ক্যালোড, ক্যালকে, গ্র্যাফা, লগো, র্যানা-এস।
- " রত্নাধিক্য—আকোন, অ্যামিল, এ'পস. বেল, ব্রাইয়ো, জেনস, গ্ৰো'না. আইয়ো, ল্যাকে ফস, পালস্।

### মুখবিবর ( Mouth )

- অসাড় জিহ্বা ( Numbness )—আকোন, ক্যালকে ফস, কলচি, ফ্লু-অ্যা, জেনস, হেলি, নেট্র-মি নাক্স মস্ক রিউম।
- ক্ষত জিহ্বার উপদংশজ কেলি-বা কেলি-আয়োড. মার্ক, নাইট্রি অ্যা, ফাইটো।
- " জিহ্বার ধারে - নাইট্রি-অ্যা।
- " মাড়ীতে - হিপার আইয়ো কেলি-বাই, কেলি আয়োড, ক্রিয়ো, ল্যাকে, লাইকো, সোবি সিপিরা, সাইলি, নেট্র-মি, মিউ-অ্যা স্ট্যাফি।
- " গন্ধ জঘন্য Off nsiv : )—কার্বোডেজ, ক্যামো চে'লিডো, কেলি-ফস্
- " ক্রিয়ো ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-কর, নেট্র-মি, নাইট্রি-অ্যা, পালস্।
- " পচা—আর্গিকা, আর্স, মার্ক, নেট্র-মি, নাইট্রি অ্যা, শ'পাই'জি।
- চিবোচ্ছে যেন কিছ - আকোন, বেল ব্রাইয়ো, হেলি, স্ট্র্যাশো।
- " ঘুমাতে ঘুমাতে - ক্যালকে, সিপিয়া।
- জিহ্বার চুল আছে ভাব - কেলি-বা, নেট্র মি, সাইলি। "
- " ঠাণ্ডা বোধ ( Cold tongue )—আর্স, কার্বোডেজ, কলচি, কুপ্রাম সা, আইরি-ভা, লগো, ফস-অ্যা।
- " দস্তে দাগ ( Indented Tongue )—আর্স, কার্বোডেজ, কেলি, হাইড্রা, আইয়ো, মার্ক, সিফি, রাসটর, পডো।
- " ন ডা কণ্টকর - হাইয়ো, ল্যাকে।
- " পক্ষাঘাত—কলি, কোনি কু-প্রাম, জেনস, হেলি, হাইড্রো-অ্যা, লাইকো, মিউ-অ্যা, রাসটর, স্ট্র্যাশো।
- " পুঁজগুটি—অ্যাস্টিম-টার্ট, হিপাব, মিউ-অ্যা।
- " প্রদাহ—আকোন, এ'পস, অ'জ'-নাই আর্গিকা আর্স, ক্যামো, ক্রোটে হ, ল্যাকে মার্ক, নেট্র-মি - আইট্রি-অ্যা, সাইলি সালফ।
- " ফাটা ' Fissured Tongue )—আইল্যান্ড আর্স, এ'পস, অরাম-টি, ব্যাপটি, বেল, বেঞ্জো অ্যা, ব্রাইয়ো, ক্যালকে, কার্বো ডেজ, ক্যামো চায়না, ক্রোটে হ, হাইড্রা, কেলি-বা ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগমি, ফস রাস-টর, সালফ।
- " ফুলা—আকোন, আমন-মি, এ'পস, আর্ন, অরাম, ব্যাপ্টি, বেল, মার্ক।

মাড়ীতে নালী ঘা ( *Fistula in gums* ) - ব্যারা কা, ক্যাল্কে, কর্ণিট, কেলি-কার্ব, লাইকো, নেট্র-মি, সাইলি, স্ট্যাফি, সালফ ।

" শ্রদাহ—আল্দ, ক্যামো, লাইকো, কেলি-ক্লোর, ক্লিরো, মার্ক-কর, নেট্র-মি, সাইলি ।

" ফুলা—আর্স, বোরাক্স, চায়না, ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-সা, নেট্র-মি, নাইট্রি-অ্যা, সাইলি, সালফ-অ্যা ।

জিহ্বার ফুসুড়ি—( *Pimples* )- বেল, বার্বে, ক্যাল্কে-ফস, লাইকো, গ্র্যাফা, প্রাশ্ব, নাক্স ভম ।

মাড়ীতে ফোঁড়া ( *gum boils* )—কার্বো-ভেজ কেলি-ক্লোর, কেলি-আহোড, লাইকো, মার্ক, নেট্র মি, ফস, সাইলি ।

জিহ্বার বর্ণ অপরিষ্কার—ক্যাল্কে, ক্যাম্ফ, কার্বো-ভেজ, চায়না, কেলি-ক্লোর, নেট্রোম-সালফ ।

" বর্ণ অপরিষ্কার, কাল—আর্জ-নাই, আর্স, কার্বো-ভেজ, কার্বো-অ্যানি, চায়না, কর্ণি-লা লাইকো, গুপি, মার্ক কব, ফস, ভিরে ।

" বর্ণ অপরিষ্কার মধ্যভাগে—মার্ক, ফস ।

" বর্ণ লাল, ধারে ধারে ( *Red-Edges* )- নাক্স-ভম, মার্ক ।

" বর্ণ নীল—অ্যান্টিম-টোট, আর্স, কার্বো-ভেজ, ডিজি, মিউ গ্যা, প্র্যাটি, প'ডা ।

" বর্ণ পিঙ্গল পাঁশুটে ( *Brown* )—আইলাল্হ, আণিকা, আর্স, বেল, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, চিনি-আর্স, হিপার, হাইয়ো, কেলি-ফস, লাইকো, এপিস, সিকেলি, সিপিগ্না, সালফ, স্পিজিয়া ।

" বর্ণ লাল—আর্স, বেল, নাইট্রি-অ্যা, রাসটঞ্জ ।

" অগ্নিব মতো ( *Fiery Red* )—এপিস, বেল, ক্যাংথ ।

" বর্ণ লাল ডোরা দাগ মধ্য ভাগ থেকে পিছন দিক—( *Stripe Down Centre* )—আর্জ নাই, বেল, ক্যামো, কেলি-বাই, ফস, ভিরটোম-ভি ।

" বর্ণ লাল অগ্রভাগে—আর্স, আর্জ-নাই, ফাইটো, রাসটঞ্জ, রাস-ভে ।

" বর্ণ লাল অপরিষ্কার, অগ্রভাগে ত্রিকোণাকার ( *Triangular* )—রাসটঞ্জ ।

" বর্ণ লাল, ধারে ধারে—আর্স, চোল্ডে, মার্ক ।

" " সবুজ—নেট্র-সা ।

" " সাদা—অ্যান্টিম-ক্ল, ব্রাইয়ো, মার্ক, হাইয়ো, স্পাইজি, পালস ।

" " সাদা—দুধের মতো—অ্যান্টি-ক্লড, গ্লোনো ।

" " উভয় ধারে ( *Both Sides* )—কর্নিট, ক্যামো, কেলি-সা ।

" " সাদা এক ধারে—রাস টঞ্জ ।

" " " মধ্যভাগে—ব্রাইয়ো, কেলি ক্লোর, পেট্রো ।

" হলুদ—অ্যান্টিম রুড, চেলিডো, মার্ক, নাক্স-মস্ক, রাসটন্স, স্পাই ।

" বর্ণ হলুদ মলিন ( dirty )—মার্ক, মার্ক-কর, সাইলি, সিপিয়া ।

মাড়ীর বর্ণ ফ্যাকাশে - চেলিডো, সাইক্কা, ফেরাম, মার্ক-কর, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, প্রাস্ব ।

মাড়ীর বর্ণ লাল—এপিস অরাম বেল ডালকা কার্বো-অ্যানি ক্যামো, ডালিকস, আইয়ো, ল্যাকে ক্লিয়ো, মার্ক, নেট্র-সা সিপিয়া ।

" বর্ণ সাদা—ক্লোটে-হ, ফেরাম, কেলি-বা, মার্ক, নাই-অ্যা, গ্টিয়াফ ।  
বাক্য অস্পষ্ট—কফি, ল্যাকে ।

বাক্য কষ্টকর ( Difficult )—ল্যাকে, ওপি, অ্যাগা, ব্যাপটি, বেল, কার্বো-ভেজ, কন্সট, সিফি, কফি, কোনি, ক্লোটে-হ, ডিজি, গ্র্যাফা, কেলি-স্লোম, ল্যোরাসি, লাইকো, মার্ক, মেজে, নাক্স ভম, স্ট্র্যামো ।

" কপন শীল -অ্যাকোন, অ্যাগা ক্যান্হা, ইয়ে মার্ক ।

" তোৎলা -বেল 'র্ক, নাক্স-ভম, ফস, প্র্যাটি ।

" দুর্বোধ্য ( Unintelligible )—স্ট্র্যামো ।

" ধীরে ধীরে ( Slow ) - ল্যাকে ।

" বম্ব ( Wanting )—নাইট্রি-অ্যা, কন্সট, নাক্স-ভম ।

" ক্ষীণ ( Weak )—স্ট্র্যামো ।

" ভারী ( thick )—ল্যাকে, নাক্স-ভম ।

" জিহ্বা বের হয়ে পড়ে ( Protrudes )—নেট্র-মি, ফাইটো ।

" ভারী বোধ ( Heaviness )—নেট্র-মি ।

জিহ্বার রসগুটি ( Vesicles )—অ্যানা, আস', কন্সট, এপিস, লাইকো, নেট্র-মি, নাইট্রি-অ্যা, রাসটন্স ।

" রসগুটি জ্বালাযুক্ত—এপিস, লাইকো, নেট্র মি ।

" অগ্রভাগে রসগুটি—কন্সট, গ্র্যাফা, লাইকো, নেট্র-মি ।

" শক্ত ( Stiff )—বেল ।

" " শিথিল ( Flabby )—ক্যাফ ।

" " শীতল রোগী, মাড়ী স্পঞ্জের মত ফোঁপরা ফোঁপরা ও সর্বদাই ও থেকে রক্ত ও পদার্থ পড়ে । ( Scoabutic Gums )—আস', এণ্টো, কেলি-স্লো, ক্লিয়ো, মার্ক, মিউ অ্যা ।

" শৃঙ্খল—অ্যাকোন, অ্যাগা এপিস, আস', বেল, রাইয়ো, ক্যাফ, কন্সট, কফি, কুপ্রাম, চায়না, হেলি, হাইয়ো, ল্যাকে, মার্ক, মিউ-অ্যা, জিরে-ডি ।

" " প্রাতঃকালে—ওপি ।

" " নিদ্রাভঙ্গ—ওপি, পালস, রাসটন্স, সালফ ।

" " সন্ধ্যায়—নাক্স-মস্ক ।



- " " পিপাসা হীনতা—পালস্ ।
- " " বোধ—আর্স, ক্যালকে, নাক্স মঞ্চ, ওপি, ।
- স্বাদ টক—আর্জ না, ইগ্নে, ফস, লাইকো, অ্যাকোন, সোরি, পালস্, সালফ ।
- " " ধাতুর—( Metallic )—কফি, মার্ক, রাসটক্স ।
- " " পচা—( Putrid ) অ্যানা, ক্যাম্পিস, সোর্বি, পালস্ ।
- " মাংসের মতো—পালস্ ।
- " ডিম্বের মতো—মার্ক, মিউ অ্যা ।
- " পান্‌সে ( Insipid )—অ্যানা, মার্ক, পালস্ ।
- " বিস্বাদ—মার্ক, নেট্রো-সা, নাক্স-ভম, সালফ ।
- " মেটে—( Earthy )—ফেরাম, ইপি, নাক্স-মঞ্চ ।
- " মিষ্ট—ডালকা, মার্ক, পাবাস্, সালফ ।
- " লবণভাব—মার্ক-কর, নেট্রো-মি ।
- " নষ্ট ( Wanting loss of )—ফস, পালস্ স্ট্র্যাগো ।
- " " খাদ্যগ্রব্যের স্বাদ পায় না—হেলি, নেট্রো-মি, পালস্ ।
- রঙপ্রাব—চায়না, ক্রোটে হ. হিপার, ফস, আর্গিকা, বেল, কার্বো-ভেজ, ইপি, ফেরাম ।
- " জিহ্বা থেকে—অরাম-ট্রি বোরাক্স ।
- " মাড়ী "—কার্বো-ভেজ, ল্যাকে, মার্ক, নেট্রো-মি, ক্রোটে-হ, মার্ক-কর, নাইট্রো-অ্যা ।
- লালাপ্রাব—আইরো, মার্ক, নাইট্রো-অ্যা, নাক্স-ভম ।
- " চটেচটে—( Tenacious )—চেলিডো, মার্ক-কর ।
- " রক্তাভ—( Bloody )—বিউফো, নাইট্রো অ্যা, ফস ।

### দন্ত ( Teeth )

- দাঁত আলগা—কার্বো-ভেজ, হাইরো, মার্ক-কর, নাইট্রো অ্যা, সাইলি ।
- " ঝড়মড় বরা ( Grinding )—ওপি, বেল, হাইরো, আর্স, সিনা ।
- " ক্ষয়শীল ( Carious, decayed, Hollow )—আর্গিট-ক্লুড, বেল, বোরাক্স, মার্ক, মেজে, নেট্রো কার্ব, প্লাস্ব, থুজা, ক্রিয়ো ।
- " মল ( Sardes )—আইল্যান্ড, আর্স, বা'পটি চায়না ফস, রাসটক্স ।
- " কাল—চায়না, ফ্লু-অ্যা, কোনি ।
- " গুঠা কণ্টকর—ক্যালকে, ক্যামো, ই. ফাইটো, পডো, রিউম ।
- " বিবর্ণ, কাল—চায়না, মার্ক, স্ট্র্যাফ. আর্জ-না, নাইট্রো-অ্যা, থুজা ।
- " শুল্ক—অ্যাকোন, কফি, ক্যামো, ক্যালকে, ক্রিয়ো. প্লোন, চায়না, জিঙ্ক, নেট্রো-কা, প্র্যা'টাগো, বেল, ব্রাইরো, মার্ক, ল্যাকে, সিপিয়া ।

- ঈশ্বরশূল উপরের—অ্যামন কার্ব, কার্বোভেজ, চায়না, জিঙ্ক ।
- " নীচের দাঁত - কণ্ট, কার্বোভেজ, ক্যামো, নেট্র কা, বেল সিপিয়া, স্ট্যাফি, ফস, লরো ।
- " ডানদিকের—অ্যাসিড ফ্লু, অ্যাকোন, কার্বো-অ্যা, ক্যাল্কে, বেল, ব্রাইয়ো, স্ট্যাফি ।
- " বামদিকের - কণ্ট, ক্যামো, ক্রিমো, থুজো, মেজে, সালফ, সিপিয়া ।
- " শেষের দাঁত ( Molar Teeth )—অ্যাসিড ফস, কার্বো-ভেজ, ক্রিমো, চায়না, জিঙ্ক, হাইয়ো ।
- " নড়া দাঁত—অ্যাসিড নাই, কার্বো-ভেজ, জিঙ্ক, মার্ক, মার্ক-কর, হাইয়ো ।
- " পচা দাঁত ( Caries )—অ্যাসিটম ক্রুড নেট্র-কা প্রাম্বাম, বেল, বোরাক্স, মার্ক, মেজেরি স্ট্যাফি সিপিয়া ।
- " শিশুর - অ্যাসিড ফ্লু, ক্রিমো স্ট্যাফি ।
- " কেবল সখ্যা বলা—পালস ।
- " রাগিতে—অ্যাসিটম ক্রুড, ক্যামো, ফসফ, মার্ক সালফ ।
- " ঋতুর পরিবর্তনে—অস, মার্ক, প্রাসিক্স ।
- " ঋণের পর—অ্যাসিটম-ক্রুড ।
- " স্ত্রীলোকের ঋতুর আগে ও পরে - নেট্র-মি, পালস ।
- " " সমস্ত—সিপিয়া, স্ট্যাফি ।
- " কুইনিনের অপব্যবহারে—হিপার, পালস ।
- " গর্ভাবস্থায়—সিপিয়া ।
- " গরম পান জ্বিনত—কার্বি, ক্যামো, সিপিয়া ।
- " বালক-বালিকাদের—কার্বি, ক্যামো ।
- " প্রসারিত হয় কর্ণে—ক্রিমো, রডো, সিপিয়া, সালফ ।
- " প্রসারিত হয় মাথায় - অ্যাসিটম-ক্রুড ।
- " মূখমণ্ডলে—মার্ক ।
- " দাঁত লম্বা বোধ অ্যাসিট ক্রুড, কণ্ট, লাক্কে ।
- " চেপে ধরা বোধ—( Pressin )—মার্ক ।
- " চিবানো বোধ—অ্যাসিট-ক্রুড, নাক্স-ভম, পালস, স্ট্যাফি ।
- " চাঁড়ক মারা ঝাঁকি লাগা—ক্যাল্কে ।
- " ছি ডে ফে-ছে যেন—অ্যাকোন, কণ্ট, মার্ক, সিপিয়া ।
- " দপদপ করা কণ্ট, চায়না, বেল, সিপিয়া ।
- " সূঁচ ফোটানোর মতো—কণ্ট, ব্রাইয়ো, লাইকো, সিপিয়া ।
- " দাঁতে দাঁত চাপলে—কণ্ট, কলিচ ।
- " উপশম, ঋণের পরে—রডো ।

- .. উপশম উদ্ভাপ প্রয়োগে—আর্স ।
- .. ,, গরমে—নাক্স-ভম, নাক্স-মস্ক, মস্ক, ম্যাগ-ফস, রাসটক্স, রডো ।
- .. ,, দাঁতে দাঁত চাপলে—ফাইটো ।
- .. ,, ঠাণ্ডা জলে—কফি, পালস্, ব্রাইয়ো ।
- .. ,, শোলা বাতাসে—অ্যান্টি-ক্রুড, পালস্ ।
- .. বৃশ্চি খাওয়ার পরে—অ্যান্টি-ক্রুড, স্ট্যাফি ।
- .. ,, গরমে বাহ্যিক ( Exterdal warmth )—পালস্ ।
- .. ,, বিছানার—ক্যামো, পালস্, মার্ক ।
- .. ,, পানীয় পান—কফি, ক্যামো, ল্যাকে, পালস্, মিপিলা ।
- .. বৃশ্চি ,, ঠাণ্ডা পানীয় পানে—অ্যান্টি-ক্রুড, হিপার, ল্যাকে, রাসটক্স, স্ট্যাফি ।
- .. ,, ঠাণ্ডা বাতাসে—কষ্ট, ক্যামো ।

গলমধ্য ( Throat )

ক্ষত—আর্স, হিপার, মার্ক, মার্ক-কর, নাইট্রি-অ্যা । খসখসে বোধ ( Roughness )—আর্জ-মেটে, নাক্স-ভম ।

.. গিলতে কষ্ট—কেলি কার্ব ব্যারা-কার্ব, ব্রাইয়ো, ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা, রাসটক্স, স্ট্র্যামো ।

গিলতে কষ্ট তরল পদার্থে—ল্যাকে, লিসিন, স্ট্র্যামো ।

.. আটকে যায়—( Impeded )—হাইয়ো ।

.. আটকায় এবং সজোরে বের হলে আসে—নেট্রাম মি ।

.. পারে না—হাইয়ো, স্ট্র্যামো ।

.. পাবে না, অন্ননালীর সংকোচনের জন্য—ব্যারা-কার্ব ।

গিলতে পারে না, পক্ষাঘাতের জন্য—স্ট্র্যামো ।

চাঁছা বোধ ( Scrapine )—অ্যানাকা, চারনা, মেজে, নাক্স-ভম, সালফ, ভিরে ।

ঝিল্লী ক্রান্ত পর্দা, ডিপথিরিয়া—আর্স, এপিস, কেলি-বাই, ল্যাক-ক্যা, ব্রোমি, ল্যাক, লাইকো, ফাইটো, রাসটক্স ।

.. দক্ষিণ পাশ্বে—ল্যাকে, মার্ক-কর, ম্যান্সি ।

.. শ্বসন বর্ণ—ফাইটো ।

.. সাদা—কেলি-ফ্লোর, ল্যাক-ক্যা, নাইট্রি-অ্যা, ফাইটো ।

প্রদাহ ( Inflammation )—অ্যাকোন, মার্জ-নাই, ব্যারা-কার্ব, বেল, ক্যাপ্সি হিপার, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা ।

টনসিলের ( Tonsillitis )—অ্যাল-মি, ব্যারা-কা, বেল, হিপার, ল্যাকে, সাইলি ।

ফুলা—আইল্যান্ড, বেল, হিপার, ল্যাণ্ডে, মার্ক, ফাইটো ।

„ আলজিহ্বা—এপিস, কেল-আলোড, মার্ক-কর, ফস, সাইল ।

„ টেনিসল—ব্যাপটি, ক্যামো, ব্যারা-কার্ব, বেল, হিপার, ল্যাণ্ডে, লাইকো, ফাইটো, সালফ ।

বৃশ্চি—আলজিহ্বা ( Uvula Elongated )—কোল-বাই, ক্রোটন-টিগ, হাইরো, ফস ।

বৃশ্চি—টেনিসল—ব্যারা-কা, ব্যারা-মি, ল্যাণ্ডে, লাইকো ।

বেদনা গিলবার সময়—আর্জ-মেট, আস', অরাম-ট্রি, বেল, চায়না, হিপার, ল্যাণ্ড-ক্যা, মার্ক ।

„ গিলবার, তরল পদার্থ—মার্ক-কর ।

„ ঢৌক গিলবার সময়—ব্যারা-কার্ব, ল্যাণ্ডে ।

„ খৌচান ফুটানো ( As From Splinter )—আর্জ-নাই, ডালকা, হিপার, কোল-কার্ব ।

„ চিরে ষাওয়ার মতো ( Rawness )—আর্জ-মেট, আর্জ-নাইটি, কণ্ঠ, মার্ক-কর, নান্ন-ভম, টিলি ।

„ চিরে ষাওয়ার মতো, কাশবার সময়—আর্জ-মেট, স্পঞ্জিলা ।

„ „ গিলবার সময়—আর্জ-মেট, স্ট্যানাম ।

„ „ ষাওয়ার মতো—ঠাণ্ডা বাতাস টানলে—নান্ন-ভম ।

জ্বালাকর—ক্যাপিস, মার্ক-কর, মেজে, নেট্রাম-মি, স্যাঙ্গু, সাল্‌ফার, অ্যাকোন, আস', ক্যাশ্‌হা, কণ্ঠ ।

„ জ্বালাকর, রাগিতে—ব্যারা-কার্ব ।

„ টাটানি ( Soreness )—আর্জ-মেট, বেল, আর্জ-নাই, ব্যাপটি, ক্যাল্‌কে, নাইটি-অ্যা ।

„ চিরে দক্ষিণ পার্শে—লাইকো ।

„ „ বাম—ল্যাণ্ডে ।

বেদনা চিরে ষাতুর সময়—ল্যাণ্ড-ক্যা ।

„ „ কাশবার—আর্জ-মেট ।

„ „ গায়কদের—অরাম-ট্রি, রাস-টঙ্ক ।

„ সঁচ ফোটানোর মতো ( Stitching )—এপিস ।

„ গিলবার সময়—ব্রাই, হিপার, সাইল, নাইটি-অ্যা, সালফ ।

„ উপশম গরমে—আস', হিপার ।

„ „ গরম পানীর সেবনে—হিপার, লাইকো ।

„ বৃশ্চি গরমে—ল্যাণ্ডে, কল্লাস ।

„ „ পানীর পানে—ল্যাণ্ডে, ফাইটো ।

গল কন্‌ত ( Goitre )—ক্যাল্‌কে, স্পঞ্জি, আইরো ।

স্বরযন্ত্র বা বায়ুনলী ( Larynx and Trachea)

ঘড় ঘড় শব্দ ( Rattling ) স্বরযন্ত্রে—অ্যান্টিম টাট, আর্জ'-না, ব্রোমি, স্পিজি, কোলি-বা ।

,, বায়ুনলীতে ( Trachea)—আমনি-কার্ব, অ্যান্টি-টাট, ব্যারা-কার্ব হিপার, ইপি, লবো, সিপি, সালফ ।

ঘুড়ি কাশি Croup )—অ্যাকোন, ব্রোমি, হিপার, স্পিজি ।

স্বরযন্ত্রের বেদনা ( Pain in larynx )—অ্যালি-সে, ল্যাঙ্কে, ফস ।

স্বরযন্ত্রের ,, কথা বলবার সময়—ফস্ ।

,, ,, গিলবার সময়—স্পিজি ।

,, ,, চাপলে—ফস ।

,, ,, কাশবার সময়—ব্রাইয়ো, কল্টি, কোলি-ফস ।

বেদনা ক্রতবৎ স্বরযন্ত্রে—আর্জ'-মেট, ক্যামো, ফস ।

,, ,, কাশলে—ব্রোমি, পালস্, সালফ ।

,, ,, বায়ুনলীতে—কল্টি, ফস, রুমেক্স ।

,, ,, কথা বলবার সময়—আর্জ'-মেট ।

,, চেপে ধরার মত স্বরযন্ত্রে ( Pressing on larynx )—চেলিডো ।

,, হুল ফোটার মতো স্বরযন্ত্রে ( Stinging )—নাইট্রি-অ্যা ।

শুকনো বোধ, স্বরযন্ত্রে ( Dryness of larynx )—বেল, কোনি, ল্যাঙ্কে ।

শোথ গ্লটিসের ( Oedema Glottis )—এপি, কোলি-বাই ।

শ্লেষ্মা, স্বরযন্ত্রে—কোলি-বাই ।

,, বায়ুনলীতে—অরাম-টি, স্কুই, স্ট্যানাম ।

সর্দি ( Catarrh )—অ্যান্টিম টাট, আর্স, ক্যাল্কে-কা, থাঙ্গো, মার্ক, নাক্স-মস্ক, সালফ ।

সর্দি বৃদ্ধির—অ্যান্টিম-টাট ।

,, হঠাৎ—আর্স ।

,, হামের পর—কার্বো-ভেজ ।

,, স্বরযন্ত্রের -ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-সা, রুমেক্স ।

স্বর অস্পষ্ট—ব্রোমি ।

,, কর্কশ—( Husky )—ড্রুসে, ফস ।

,, ক্ষীণ ( Weak )—অ্যান্টিম ক্রুড, ক্যাম্ফা, হিপার, স্ট্যানাম, স্কুরেটাম ।

,, নাকী ( Nasal )—কোলি-বাই ।

,, পরিবর্তনশীল—( changeable )—অরাম-টি ।

,, বস ( Hollow )—ড্রুস, স্যাঙ্গ, স্পিজি, ভেরে ।

.. ভাঙ্গা ( Hoarseness )—অ্যাকোন, অ্যালি-সে, আর্জ'-নাই, অরাম-টি ।

স্বর ভাঙ্গা—বেল, রোমি, ক্যাল্কে, কোল-বা, ল্যাগে, ম্যাগে, স্ট্যানাম, স্পঞ্জি, টেল্দ ।

” ভাঙ্গা, প্রাতে—ক্যাল্কে, কফি, ফস ।

” ” সন্ধ্যায়—কার্বো-ভেজ, ফস ।

” ” কাশির সঙ্গে—অ্যাকোন, বেল, হিপার ।

স্বরভাঙ্গা কাঁদবার সময়—বেল ।

” গান গাইবার—অ্যাগা, অরাম-টি ।

” প্ৰব্রাতন—রোমি, ফস ।

” অল্পষ্ট স্বরযন্ত্র অর্থাধিক ব্যবহারের জন্য—অরাম-টি, রাস-টঙ্ক ।

” খুঙ্ খুঙ্ করে ( Short hecking )—কাশি এবং স্বরভাঙ্গা—স্ট্যানাম ।

” গায়ক এবং বক্তাদের—আর্জ মেট, অ্যাণ্টিক্রুড ।

” রুঙ্ ( Rough )—বেল, কার্বো-ভেজ, হাইড্রো, কোল-বা, ফস, পালস্ ।

” রুঙ্ লপ্ত ( Lost )—অ্যাল্দ, অ্যাণ্টিক্রুড, আর্জ মেট, রোমি, কার্বোভেজ ফস, স্ট্র্যামো, আর্জ-নাইটি ।

” রুঙ্ গায়কদের—আর্জ-মেট ।

” পক্ষাঘাতের জন্য—কফি ।

” ” হঠাৎ—কফি ।

স্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত ( Irregular )—অ্যান্টিম টার্ট, আইল্যান্ড, বেল, কুপ্রাম, ডিঙ্জি, মার্ক, ওঁপ ।

” স্বাস কষ্টকর ( Difficult )—এঁপিস, আর্স, ক্রোটন-টিগ, ফেরাম, ইঁপ, ক্যাঙ্কস, কোল-ব্রাই, ল্যাগে, লোবে, লাইকো, কু-প্রাম, নেট্রাম-সা, নাক্স-ম, ওঁপ-ফস, পাল্‌স, সালফ ।

” শ্বাসি শ্বাসের মতো ( Gasping )—এঁপিস, লাইকো ।

” কুঁদ ( ছোট ছোট )—অ্যাণ্টিম-টা, আর্স, কার্বো-ভেজ, চেলিডো, ফস, ব্রাইয়ো, স্ট্যানাম, সাইলি ।

” গভীর ( deep )—ইয়ে, ইঁপ, ওঁপ, ক্যাঁপিস, ফস, ব্রাইয়ো, ল্যাগে, স্ট্যানাম, সাল্‌ফার, সাইলি, সের্‌লিনিয়াম ।

” গরম—অ্যাকোন, কার্ব নি-সা, সাল্‌ফার, ফস ।

” প্রশ্বাস গরম, শীতাবস্থায়—রাস-টঙ্ক ।

” ঘড়ঘড় ফরা ( Rattling )—অ্যাণ্টিম-টা, আর্স, ইঁপ, কোল-সা, কুপ্রাম, চায়না, পালস্, ডালকা, লাইকো ।

” ঠাণ্ডা—ক্যাঙ্ক, কার্বোভেজ ।

” দম্বন্ধের মতো—অ্যাণ্টিম-টার্ট, আর্স, ইঁপ, কোল-আ, চায়না, ল্যাগে, ফফ, সাল্‌ফার, স্পঞ্জিয়া, হিপার ।

” দীর্ঘ নিশ্বাস ( Sighing )—ইয়ে, ইঁপ, ব্রাইয়ো, ওঁপ, ফস ।

- ধ্বাস দ্রুত ( Accelerated )—অ্যাণ্ট-টার্ট, অ্যাকোন, আর্স, ইপি, কার্বো, কটপ্রাম, চেলিডো, জেসস, ফস, বেল, ব্রাইরো, সিপিগা, লাইকো ।
- „ নাক ডাকা—ওঁপি ।
- „ ধীরে ধীরে—বেল, ওঁপি ।
- „ বাধাযুক্ত ( Impeded obstructed )—সিনা, নাটটিক-  
বন্ধ, ( Arrested )—কুপ্রাম ব্রাইরো স্যাম্ব্দ ।
- „ সশব্দে—ক্যাল্কে, ক্যামো, চারনা, ল্যাকে, সালফার, ফক্ষ ।
- „ শিস্ দেওয়ার মতো ( Whistling )—চারনা ।
- „ সাই সাই শব্দ—আর্স, ইপি, কার্বোভেজ, কেলি-কার্ব ।
- „ হাঁপানির মতো—অ্যাণ্ট-টার্ট, অ্যাম্ব্রা, আর্স, অর্জ-না, ইপি, এপিগ, লোবেলিয়া, পালস্ ফস, স্যাম্ব্দ, স্পিজি, সালফ, স্ট্র্যামো ।
- „ পচা গন্ধযুক্ত—কার্বো-ভেজ, ক্যাপিস, মার্ক ।

### কাশি ( Cough )

- কাশি দিনে—অ্যামন-কা, ইউফ্রে, নেট্র-সা, ফস ।
- „ সন্ধ্যায়—আর্স, ইমে, ক্যাল্কে, লাইকো, পালস্ ।
- „ বাগ্বেলা—অ্যাকোন, আর্স, ক্যামো, কেলি-বা, গ্র্যাফা, পালস্, ল্যাকে, সিপি, সালফার ।
- „ অনবরত ( Constant )—অ্যাল্দিম, চারনা, লাইকো, স্পিজি ।
- „ অনবরত রাত্রে—স্কুই, সিপি ।
- „ „ প্রথমে—কর্টি, পালস্ ।
- „ „ শূলে বাড়ে, বসলে কমে—হাইরো, পালস্, রাসট্র ।
- „ আকস্মিক এবং থেকে থেকে প্রবল কাশি ( Paroxysmal )—বেল, সিনা, ড্রুসে, হিপার, হাইরো, স্ট্যানাম, জিরে ।
- „ কুকুরের ডাকের মত ঘৎ ঘৎ শব্দ—অ্যাকোন, বেল, হিপার, স্পিজি, স্ট্র্যামো ।
- „ খুক খুক করে ( Short )—অ্যাকোন, ইমে, কর্টি, সিপি, স্ট্যানাম ।
- „ খকখকে ( Hecking )—অ্যাল্দিম, আর্স, ইমে, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সা, হিপার ।
- „ ঘুংড়ি ( Croup )—অ্যাকোন, ল্যাকে, হিপার ।
- কাশির সময় দুই হাত দিনে বুক উপ ধরে—ব্রাইরো, আর্শিকা, নেট্রাম সা, সিপি ।
- „ টান বিশিষ্ট আকস্মিক ( Spasmodic )—ইপি, কু-প্রাম, ড্রুসেরা, নাক-সম, সিনা, ব্রাইরো, পালস্ হাইরো ।
- শুকনো—অ্যাকোন, অ্যাল্দিম, আর্স, ইমে, ফস, শেমো, ব্রাইরো, হাইরো ।

„ স্বরশূন্যসহ ( Hoarseness )—অ্যাকোন, বেল, হিপার, স্ট্যানাম, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ডেজ, ক্যামো, সিনা, কুপ্রাম, ড্রুসে, ডালকা, হিপার, হাইরো, কোর্ক বা, লাইকো, নেট্র-মি, সালফ ।

গলার ঘড়ির মল—কোলবাই, হাইড্রো ।

„ দর্গন্দ্ববৃত্ত ও সব্দজবর্ণ—অ্যাসিড-নাই, ফেলান্ড্র, ল্যাকে ।

„ আশ্বাদ চর্বি'র মত—কাঁচি, পালস্ ।

গলার আশ্বাদ টক—ক্যাল্কে, নাক্স, মশ্ক ।

„ „ তামার মতো—কোলবাই, কু প্রাম, নেট্র-মি, ল্যাকে ।

„ „ তিতো—ক্যামো, পালস্, নাক্স ।

„ „ ধাতুবৎ—জিঙ্ক, নাক্স, পালস্ ।

„ „ পদুরাতন সর্দি'র মতো—পালস্, সাল্ফার ।

„ „ মিষ্টি—ক্যাল্কে, স্ট্যানাম, ফঁস ।

„ „ লবণাক্ত—আর্স, পালস্, ফস্ফ, সিপিলা ।

„ উঠে না—ইঁপ, অ্যাকোন, ফস্ফ, স্পিজি ।

„ কালবর্ণ—ক্যামো, ক্রিহো, ক্রোকাস, নাক্স-ডম ।

„ চটেটে—ক্রোকাস ।

„ চিরে বিচিরে করা—চায়না, ফেরাম, ব্রাইরো ।

„ দর্গন্দ্ববৃত্ত—ক্যাল্কে, নেট্র-কার্ব, স্যাক্স ।

„ পচা—কোলবা, সাইলি ।

„ পান্দুবর্ণ—ডালকা, ফস, বেল, হিপাব ।

„ ইঁটের গুড়োর মতো—ব্রাইরো, ফস ।

„ রক্তাক্ত—অ্যাসিড, ইঁপ, ফস, পালস্, সাল্ফার ।

„ রক্তসহ—আর্পি'কা, ইঁপ, অ্যাকোন নাক্স, ওঁপ, পালস্, কার্বো-ডেজ, লেডাম, হাসটেল, ফেরাম, হাইরো, হিপার, সালফ ।

„ সব্দহাভ—লাইকো, পালস্ ।

„ „ সাধা—অ্যাসিট-টাট, ইঁপ ।

„ হলদেহাভ—ক্যাল্কে-কার্ব, পালস্, ফস্ফ ।

### বক্ষঃস্থল ( Chest )

অবদূর বগলে—ব্যারা-কা, পেট্রো ।

„ শুনে ( শ্বী লোকের )—কার্বো-অ্যানি, কোনি, গ্র্যাফা, মার্কা ।

„ সুপারির মতো শুনে ( পদুরূষের )—ক্যাল্কে-ফস ।

আকোপ ( Spasm )—অ্যাসার্ফি ।

উবেল ( Anxiety )—অ্যাকোন, আর্স, ফস ।



„ স্বৰ্ণপিণ্ড প্রদেশে—অ্যাকোন, অ্যারিটম-টার্ট, ইয়ে, ইঁপকাক, কার্বেঁ-ভেজ  
ক্যাপ্স, ফস ।

„ কঠিনতা—স্তনের—কোনো, সাইলি । দক্ষিণ স্তনের—কোনি । বাম স্তনের—  
সাইলি । কাঠিন্য ( Induration ) বগলের বিচিঁর—আইরো, ক্যাল্কে,  
কার্বেঁ-অ্যানি, কেলি কার্ব, সাইলি ।

„ স্তনের—কার্বেঁ-অ্যানি, ক্যামো, সাইলি, কোনিরাম ।

ক্ষয়কাশ—অ্যাগা, আর্স-অ্যা, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-অ্যা, কেলি-কা,  
হিপার, লাইকো, পালস্, সোরি, সিঁমি, সাইলি, স্পঞ্জ, সালফ টিউবার, জিক্ক ।

খালি খালি বোধ ( Hollow Emptyness )—স্ট্যানাম ।

ধাম—আর্জ মেট, ইউফ্রে, কফি, ক্যাল্কে, সোলি ।

„ বগলে —( Axilla )—ব্রাইরো, সিডন, ডালকা, সোঁ ৭, সিঁপি ।

„ বগলে দর্গন্ধযুক্ত—হিপার, সালফ ।

রসূনের গন্ধযুক্ত—সালফ ।

চাপ বোধ বা ভারবোধ ( Oppression —অরাম, অ্যাকোন, অ্যাগা, আর্স,  
এঁপস, ফস, কার্বেঁ-ভেজ, কুপ্রাম, ইয়ে, ইঁপ, নাক্স-ভম, পালস্, ফেরাম, ব্রাইরো,  
সিঁপি, সালফ ।

চাপ সন্ধ্যায়—বেল, সিঁপি ।

„ উপরে উঠতে—( Accending )—অ্যাকোন, আর্স ।

„ কথা বলবার সময়—ডুসে, ফস ।

„ গরম ঘরে—এঁপস । ঢেলা, স্তনের মধ্যে—কার্বেঁ-অ্যানি, কোনিরাম, ফাইটো,  
সাইলি ।

দর্বেলতা—কার্বেঁ-ভেজ, ক্যাল্কে, ফস-অ্যা, ফস, স্ট্যানাম ।

„ প্রাতে জাগরিত হলে—ডিঁজ, কার্বেঁ-ভেজ ।

„ কথা বলবার পর—স্ট্যানাম ।

„ কাশির জন্য—স্ট্যানাম ।

„ জাগরিত হলে—কার্বেঁ-ভেজ ।

নালী ঘা—( Fistulous Opening ) স্তনে—কর্ট, ফাইটো, মার্ক, ফস,  
হিপার, সাইলি ।

পচন ( Gangrene ), ফুসফুসের—আর্স, ক্লিরো, কার্বেঁ-অ্যানি, ল্যাকে ।

পক্ষাঘাত—ফুসফুসের ( Paralysis of Lungs )—অ্যারিটম-টার্ট, কার্বেঁ-ভেজ,  
ব্যারা-কার্ব, ল্যাকে ।

„ ফুসফুসের বৃন্দনের—ব্যারা-কার্ব, চায়না ।

„ ফুসফুসে—স্বর্ণপিণ্ডের—কার্বেঁ-ভেজ, ওঁপি, ল্যাকে ।

- পূৰ্ণ-সঞ্চয় ( Suppuration ) ফুসফুসেব—ক্যাল্কে, হিপার, ফস, সাইলি ।
- „ প্ৰদূৰার ঘৰো ( Empyema )—আৰ্ছ, কেলি-কা, মাৰ্ক, সাইলি ।
- „ শুনে ( Mammæ )—ফাইটো, সাইলি, সালফ, হিপার ।
- পূৰ্ণতা বোধ ( Fullness )—অ্যাকোন, এপিচ, ল্যাঙ্কে, পালস্ ।
- „ স্বৰ্ণপেডেৰ—ল্যাঙ্কে, পালস্, সালফ ।
- প্ৰবাহ বান্ধনলীৰ ( Bronchitis )—অ্যাপ্টি-টা আৰ্ছ, ইংপ, ড্ৰুসে, ফেৰাম ফস, ব্যাৰা-মিউৰ, ব্ৰাইয়ো, লাইকো, পালস্, ফস, সাইলি, হিপার, স্ট্যানাম ।
- „ ফুসফুসে ( Pneumonia or Bronco—P, )—অ্যাকোন, অ্যাপ্টি-টাৰ্ছ, আৰ্ছ, কাৰ্বো-ভেজ, চেলিডো, ফেবাম-ফস, হিপার, ব্ৰাইয়ো, মাৰ্ক, ফস, পালস্, রাসটক্স, সেনে, সিপি, সালফার ।
- „ প্ৰবো-নিউমোনিয়া ( Pleuro—P )—অ্যাপ্টি-টা, ব্ৰাইয়ো, ফস ।
- „ প্ৰদূৰার ( Pleurisy )—অ্যাকোন, ব্ৰাইয়ো, সালফ, এপিচ, ফেৰাম-ফস, সালফার ।
- „ শুনের—অ্যাকোন, এপিচ, বেল, ব্ৰাইয়ো, কাৰ্বো-অ্যানি, কোনি, হিপার, মাৰ্ক, সালফ ।
- প্ৰসাৰণ ( Dilatation ), স্বৰ্ণপেডেৰ—ক্যাষ্ট, আইয়ো ।
- „ ফুসফুসেৰ ( Emphysema )—অ্যামন-কাৰ্ব, অ্যাপ্টি টাৰ্ছ, ল্যাঙ্কে, সোৱি, হিপার ।
- ফাটা, শুনেৰ বেঁটা ( Cracked Nipples )—আৰ্ণিকা, ক্যাষ্ট, গ্ৰাফা, ফাইটো, র্যাটা ।
- ফুলা, বগলেৰ গ্ৰাফ সহ ( Axillary )—ব্যাৰা-কা, কাৰ্বো-অ্যানি, কোনি, নাইট্ৰি-অ্যা, সাইলি, হিপার ।
- „ শুন ( Mammæ-Mastitis )—কাৰ্বো-অ্যানি, কোনি, হিপার, মাৰ্ক, ফাইটো, সাইলি, পালস্ ।
- ফোঁড়া বগলে—এপিচ, আৰ্ছ, নাইট্ৰি-অ্যা, হিপার, সাইলি ।
- „ ফুসফুসে—ক্যাল্কে, হিপার, সাইলি ।
- „ শুনে—এপিচ, গ্ৰাফা, ব্ৰাইয়ো, বেল, মাৰ্ক, ফাইটো, হিপার, সালফ ।
- বৃদ্ধি ( Hypertrophy ), স্বৰ্ণপেডেৰ—অ্যাকোন, ক্যাষ্ট, কেলি-কাৰ্ব, স্পিজি ।
- বিসৰ্প ( Erysipelas ), শুনে—এপিচ, বেল, ল্যাঙ্কে, কাৰ্বো-অ্যানি, কাৰ্বো-ভেজ, গ্ৰাফা ।
- স্পন্দনাধিক্য, স্বৰ্ণপেডেৰ ( Palpitation )—অ্যাকোন, অ্যামিল-নাই আৰ্ছ-নাই, আইয়ো, কলিচ, চাননা, ডিঁজ, লাইকো, নেট্ৰে-কা, ফস, নেট্ৰাম-মি, পালস্, সিপি, ট্যায়ে, ভিৱেটাম ।
- স্পন্দনাধিক্য—প্ৰাভে—ফস, স্পাইজি ।

স্পন্দনাধিক্য সন্ধ্যায়—ফস ।

,, রাত্রির বেলা—আর্জ'-নাই, ক্যাল্কে, পালস্ ।

,, মধ্য রাত্রিতে—স্পঞ্জি ।

,, খাওয়ার পর—ক্যাল্কে, ল্যাকে, পালস্ ।

,, উঠতে সিঁড়ি দি়য়ে—আর্স, ক্যাল্কে, সালফ ।

,, উত্তেজনার পর—আর্জ'-নাই, ফস ।

,, উদ্বেগসহ—( With Anxiety )—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাল্কে, চায়না, ডিঁজ, নেট্রাম-মি, পালস্, সালফ ।

,, নড়াচড়া কবলে—ক্যানা-সা, ডিঁজ, ফস, সোরি, স্পাইজি ।

,, প্রচণ্ড ( Violent )—আর্জ'-নাই, ডিঁজ, নেট্রামি, সিঁস ।

,, শোয়া অবস্থায়—নাক্স-ভম, পালস্, সালফ ।

,, শোয়া অবস্থায়—বাম কাত হইলে—নেট্রামি, ফস, সোরি, পালস্ ।

,, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে—আর্জ'-মেট ।

বেদনা—অরাম, অ্যামন-কা, অ্যামিল-না, অ্যাস্টি-ক্রু, আর্ণিকা, এঁপিস, ক্যাটাস, বেল, ব্রাইয়ো, অকজ্যা, র্যানা-ব, স্পাইজি, স্পঞ্জি ।

,, সন্ধ্যায়—কেলিকার্ব ।

,, রাত্রিতে—আর্স ।

,, উত্তাপের সময় ( During heat )—অ্যাস্টি-ক্রুড ।

,, কথা বলবার সময়—বোরাক্স ।

,, কাশবার সময় - কণ্ঠি, কার্বো-ভেজ, কোল-না, ড্রুসে, বেব, ব্রাইয়ো, লাইকো, পালস্, স্কুই, স্ট্যানাম, সালফ, ডিঁরে ।

,, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে—কেলি-বা, বোরাক্স, ব্রাইয়ো, সোরি ।

,, দীক্ষণ পার্শ্ব—চেলিডো ।

,, বাম পার্শ্ব—নেট্রাম-মি, ফস, র্যানা-ব ।

,, প্রশ্বাস গ্রহণ কালে—অ্যাকোন, বোরাক্স, ব্রাইয়ো, স্কুই ।

,, পার্শ্ব, অপরাহে—লাইকো ।

,, কথা বললে—বোরাক্স ।

,, কাশবার সময়—মার্ক, স্কুই ।

,, প্রশ্বাস গ্রহণে—কেলি-কার্ব, ব্রাইয়ো, স্কুই ।

,, স্তনে—কোনি, মার্ক, সাইলি ।

,, হৃৎপিণ্ডে—অ্যাকোন, আর্জ'-নাই, ক্যাট, ক্যালামি, পালস্, রাসটক্স, সিঁমি, স্পাই ।

বেদনা কাটছে যেন তীর (Cutting pain, Sharp pain)—কোল-কার্ব, নেট্রাম মিউর।

বেদনা ছিঁড়ে ফেলছে যেন (Tearing)—কলিচ, নাক্স-ভম।

„ টন-টন করা, কাশিতে—আর্ণিকা, কার্বো-ভেজ, ড্রুসেরা, ফস, স্পিজ, স্ট্যানাম।

বেদনা কাশির সমন্ব—আর্ণিকা, ব্রাইরো।

„ প্রশ্বাস গ্রহণে—ক্যামো, সাইলি।

„ স্তনের বোটায়—আর্ণিকা, কলিচ, ব্যাপটি।

„ সঁচ ফোটারানের মতো (Stiching)—কলিচ, ক্যামো, কোল-কা, ব্রাইরো, নেট্রাম-মি, ফস, স্পাইজি, স্কুই, সালফ।

ভারবোধ (Heaviness)—অরাম, নাক্স-মস্ক, কোল-বা, ফস, সালফ।

শোথ—অ্যাপো, আর্স, এপিস, কোল-কার্ব, ব্রাইরো, লাইকো, হেলি।

সঙ্কোচন (Constriction; Tension, Tightness)—অ্যাকোন, আর্স, ইমে, ল্যাকে, লোবে, লাইকো, ভেরেট্রাম।

সর্দি—অ্যাণ্টি-টার্ট, আর্স, ক্যাল্কে, কোল-বাই, ডালকা, নাক্স-ভম, পালস্, ব্যারা মিউর, ব্রাইরো, মার্ক, হিপার, লাইকো, স্যাঙ্গ, সালফ।

হৃৎশূল (Angina Pectoris)—অকজ্যা-অ্যা, অরাম-মি, অ্যামন-কা, আর্ণিকা, আর্স, চিনি-আ, রাসটক্স, স্পাইজি, আর্জ'-নাই, ফস, স্পিজ।

### পৃষ্ঠদেশ (Back)

আড়শ্ঠভাব (Stiffness)—কলিচ, নাক্স-মস্ক, বার্বের, রাসটক্স।

„ ঘাড় (Cervical Region)—অ্যাগার, অ্যানাকা, আর্জ'-মেট, ইউফ্রে, ইমে, ইন্ডি, বন্টি, চেলিডো, নাইট্রিক-অ্যা, নাক্স-ভম, ব্যারা-কা, বেল, ল্যাকে, ল্যাক-ন্যা, রাস-টক্স, সাইলি।

কার্বাঙ্কল—অ্যাম্ব্রা, ট্যারেটুলা, ল্যাকে, হিপার।

„ ঘাড়—অ্যাম্ব্রা, ল্যাকে, সাইলি।

ঘাম—অ্যানাকা, চায়না, চিনি-সা, নাক্স-ভম, সিপি, হিপার।

ঠান্ডা বোধ (Coldness and chill)—ইউপে-পার্কো, নেট্র-মি, নেট্র-সা, পালস্, সাইলি, সালফ, ভিরেট্রাম।

দুর্বলতা, কোমরে—আর্স, ক্যাল্কে, নেট্র-মি, পালস্, পিজি-অ্যা, সিপি, সালফ।

বেদনা—আর্ণিকা, কোলকার্ব, গুরে, নাক্স-মস্ক, নেট্রাম-মি, পালস্, ফস-অ্যা, বেল, লাইকো, রাসটক্স, সিপি, সালফ।

„ ঘাড়—আর্স, কলিচ, গ্র্যাফা, জেলস, বেল।

„ কোমরে—আর্জ'-মেট, ইউপে-পার্কো, ব্যারা-কা, বার্বের, রাসটক্স, সিপি, সালফ।

সুড়সুড়ি মেরুদেশে—অ্যাকোন, অ্যাসিড-সা, নেট্রাম-কা, ল্যাকে।

পাকস্থলী ( Stomach )

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ( Indigestion )—অ্যালুমিনিয়াম, ইপি, কার্বো-ভেজ, ক্যালকে, নাক্স-ভম, লাইকো, পালস্, ব্যাবা-মিউর সালফ ।

অগ্নিমান্দ্য—আলু থেয়ে—অ্যালুমিনিয়াম । ডিম থেয়ে—চিনি-আর্স, কলচি, ফেরাম, ফেরাম মি । দুধ থেয়ে—অ্যান্টি-ক্লড, ঈথরজা, চায়না ।

অজীর্ণ ( Aversion ), খাদ্যদ্রব্যো—আর্স, ইপি, কফি, কলচি, নাক্স-ভম, ফেরাম, লিলি-টিগ ।

„ ঘৃত পক্ক বা চর্বিযুক্ত খাদ্যদ্রব্যো—চায়না, পেট্রো ।

„ পানীয়তে—নাক্স-ভম, ফেরাম, হাইরো ।

অন্নচি মন্বসো—গ্র্যাফা ।

„ মদ্যো—ইগ্নে, স্যাবাডি, জিঙ্ক ।

„ মাখনে—চায়না ।

„ ঝাংসে—চায়না, নাক্স-ভম, পেট্রো, পালস্, মিউ-অ্যা, সিপি, সাইলি, সালফ ।

„ মিষ্ট দ্রব্যো—গ্র্যাফা ।

„ রুটিতে—চায়না, নেট্রাম-মি ।

„ লবণাক্ত খাদ্যো—গ্র্যাফা ।

ইচ্ছা, অন্ন জ্বিনিষে—কোর্যা-রু, হিপার, ভিরেট্রাম ।

গরম পানীয় পানে—ব্রাইরো, ল্যাক ক্যা ।

„ চর্বিযুক্ত খাদ্যো—নাইট্রি-অ্যা ।

„ ঠাণ্ডা পানীয় পানে—অ্যাকোন, আর্স, ক্যামো, চায়না, নেট্রো-সা, ব্রাইরো, ফস, সিনা ।

ইচ্ছা সিম্ব ডিমে—ক্যালকে ।

„ তামাকে—ট্যাবে ।

„ দুগ্ধে—রাসটক্স ।

„ ফলে—ভিরেট্রাম ।

„ মশলাযুক্ত অর্তিরক্ত খাদ্যো—চায়না, ফস, সালফ ।

„ মিষ্ট দ্রব্যো—আর্জ না, নেট্রাম-মি, লাইকো, সালফ ।

„ লবণাক্ত খাদ্যো—আর্জ-না, নেট্রাম-মি, ফস, ভিরেট্রাম ।

„ সুরাযুক্ত পানীয়ে—আর্স, ক্যাম্পি, ক্রোটে-হ, নাক্স-ভম, ল্যাক, সালফ ।

উঁকি ( Ratching )—আর্জ-নাই, ইপি, হুপে-পা, নাক্স-ভম, বেল, কার্বোভেজ ।

উন্মার ( Eructation )—অ্যাকোন, অ্যাসাফি, এস.র, আর্জ-নাই, আর্পি, কফি, কার্বো-ভেজ, কোনিয়াম, কোল-কার্ব, গুরোকাম, চায়না, নাক্স, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, পালস্, ফস, বেল, ব্রাইরো, ম্যাগ-কা, লাইকো, রাসটক্স, সিঁপরা, সালফ, ভিরে ।

উষ্ণার প্রাতে—পেট্রো। আহারের পরে—কার্বো-ভেজ, পালস্, ফেরম।

উষ্ণারে উপশম—অ্যাণ্ট-টার্ট, ইমে, কোলিকা, গ্র্যাফা, লাইকো, স্যাঙ্ক্‌।

,, খাদ্যের আশ্বাসযুক্ত—অ্যাণ্ট-ক্রুড, পালস্, ব্রাইনো।

,, টক—ইমে, চায়না, নাক্স-ভম, নেট্র-সা, ফস, রোবিনিয়া, ম্যাগ-কা, লিথ-কা, সালফ, লাইকো।

,, ভিত্তো—অ্যাণিকা, চায়না, নাক্স-ভম, পডো, পালস্।

,, শূন্য—অ্যাণ্ট-ক্রুড, অ্যাগার, অার্জ-নাই, অ্যাণিকা, আইনো, আর্স, ক্যানা-সা, ইপি, লাইকো, সালফ।

ক্ষুধার অভাব—আর্স, ক্যামো, ক্যাল্কে, কোল-বাই, চায়না, চেলি, ডিজি, নাক্স-ভম, নেট্র-মি, পালস্, রাসটর, সিপি, সাইলি, সালফ।

,, আখিকা—ক্যাল্কে, ক্যানা-ই, গ্র্যাফা, নাক্স-ভম, নেট্রাম-মি, ওপি, লাইকো, সিনা, সিনাবে, স্যাবার্ডি, ভিরে।

রাক্সেসে ক্ষুধা (Ravenous, Canine excessive)—আইনো, অার্জ-মেট, আর্স, ক্যাল্কে, ক্যানা-ই, গ্র্যাফা, চায়না, নাক্স-ভম, নেট্র-মি, পালস্, লাইকো, ফস, সালফ, সিনা, ভিরে।

,, কুশ হওয়ার সঙ্গে (Emaciation) আইনো, নেট্র-মি।

,, শীর্ণতাসহ (Marasmus)—আইনো, ক্যাল্কে, নেট্রাম-মি, সিনা।

খালিবোধ, শূন্যবোধ—অ্যাণ্ট-ক্রুড, ট্যাভে, ইমে, ডিজি, ফস, সিপিরা।

জল ঠাণ্ডা (Water brash)—ক্যাল্কে, পালস্, নাক্স-ভম, ব্যারা কার্ব, ব্রাইনো, মেজে, লাইকো, সাইলি, সালফ, ভিরেট্রাম।

পরিপূর্ণ বোধ (Sensation of Fullness)—কার্বো-ভেজ, লাইকো, সালফ।

পিপাসা—অ্যাকোন, অক্জ্যা-অ্যা, আইনো, আর্স, ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, ডিজি, নেট্রাম-মি, মার্ক, হেলি, সাইলি, সিকে, সালফ, স্ট্র্যামো, ভিরে।

,, হীনতা—অ্যাণ্ট-টার্ট, এপি, জেলস, হেলি, পালস্, স্যাবার্ডি।

পেট ফাঁপা (Distention)—অার্জ-নাই ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, কোল-কার্ব, চায়না, নাক্স-ভম, লাইকো।

বমন—অ্যাকোন, অ্যাণ্ট-ক্রুড, অ্যাণ্ট-টার্ট, অার্জ-নাই, এপি, কলিচ, কুপ্রাম, ক্যামো, ক্রিনো, সাইলি, সালফ, ফেরাম, পালস্।

,, আইসক্রিম খেলে—আর্স। আফিম খেলে—ক্যামো।

,, খাওয়ার পর—আর্স, ইপি, চায়না, ফস, ব্রাইনো, সিপি, সাইলি, ভিরেট্রাম।

,, গর্ভাবস্থায়—অ্যাসাফ, অ্যাসার, ক্রিনো, পেট্রো, নাক্স-ভম, ল্যাক-কা, ট্যাভা।

,, গাড়ী চড়লে—কার্বো-অ্যা, কার্ব, টেরে।

,, কালবর্ণের—ক্যাড-মি, ফস, ভিরে।

- .. খাষ্যদ্রব্য—আর্স, নাক্স-ভম, ইমে, ইউপে-পা, পালস্, ফস, ফেরাম, লাইকো, ব্রাইয়ো, সাইলি ।
- .. জল—কর্ষ্ট, রোবি, ভিরে ।
- .. টক—ক্যাল্কে, চায়না, ম্যাগ-কা, লাইকো, সালফ, সোরি ।
- .. পানীয় দ্রব্য—আর্স, ফস ।
- .. তিক্ত—হাঁপ, নাক্স-ভম, নেট্র-মি, পালস্, ফস, ব্রাইয়ো, সিপি, ভিরে ।
- .. পিত্ত ( Bile )—আর্স, ওঁপি, হাঁপ, ইউপে-পা, ক্যামো, কলিচ, চেলিডো, পালস্, ব্রাইয়ো, ফস, মার্ক, স্যাঙ্ক, সিপি, ভিরে ।
- .. দুর্গন্ধযুক্ত—আর্স, নাক্স-ভম, সিপি ।
- .. রক্ত—আর্গি, ইসি, ক্যাঙ্ক, কার্বো-ভেজ, ক্রোটে, চায়না, ফস, ফেরাম, স্যা.বাইনা ।

.. রক্ত কাল—ক্রোকাস, হ্যামামেলিস । বমন বিষ্ঠাময়—ওঁপি ।

বিবর্মিষা ( Nausea )—অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যান্টি-টার্ট, আইরিস, আর্জ'-নাই, আর্স, হাঁপ, ইথ'জা, কবিউলাস, ক্যামো, কুপ্রাম, জিঙ্ক, ডালকা, ডিজি, ট্যাবেকাম, স্ট্রোম-মি, পালস্, বেল, ব্রাইয়ো, ভিরেট্রাম, রাসটঙ্ক, সাল্ফার, সাইলি. স্যাঙ্কই, হেলি, হিপার ।

.. খাদ্যের গন্ধ—কলিচকাম ।

.. গর্ভাবস্থায়—অ্যানার, অ্যাসাফি, ক্লিয়ো, ট্যাবে, নাক্সভম, সিপিলা ।

.. গাড়ী চললে—কর্ফি, পেট্রো, সিপি ।

.. প্রসব বেদনায় সময়—ইপিকাক । মাতালদের—কেলি-বাই ।

বৃক্কশালা ( Heart burn )—ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, কোনি, ক্রোকাস, পালস্, ফেরাম-ফস, ম্যাগ-কা, লাইকো, সিপি ।

বেদনা কামড়ান—আর্জ'-নাই, আর্স, বর্স্ট, কলোসিস, কার্বো-ভেজ, কুপ্রাম-অ্যা, চেলিডো, ট্যাবেকাম, বেল, পালস্, ব্রাইয়ো, ভিরেট্রাম, স্ট্যানাম ।

.. কামড়ান—আর্জ'-নাই, আর্স, কর্শ্ট, কলোসিস, কার্বো-ভেজ, কুপ্রাম-অ্যা, চেলিডো, নাক্স, ট্যাবেকাম, পালস্, বেল, ব্রাইয়ো, ভিরেট্রাম, স্ট্যানাম, সালফ ।

.. খাওয়ার পর্ব—আর্জ'-নাই, আর্স, ক্যালকে-ফস, নাক্স ভম, ব্যাবা-কার্ব, সিপি, সালফ ।

.. ঘৃত পক্ক খাদ্যে—পালস্ ।

.. ঠাণ্ডা জলপানে—ম্যাগ-মি । ভারবোধ ( Heaviness )—চায়না, লাইকো, সালফ ।

### উদর ( Abdomen )

উদরাময়—অ্যাকোন, অ্যান্টি-টার্ট, অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যান্টিড-সা, অ্যান্টিড-ফস, আই-রিস, আর্জ'-নাই, আর্স, আর্গিকা, ইমে, ইথ'জা, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, ক্যাল্কে, ডিজি, নাক্স-ভম, পালস্, পডো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, রাসটঙ্ক, রিউম, লাইকো, ল্যাকে, সালফ ।

- ,, বেধনাহীন—আর্স, অ্যালো, অ্যাসিড ফস, নেট্রাম-ম, ফস, ফেরাম, ব্যাপটি, লাইকো, স্ট্রামো, হাইয়ো ।
- ,, বেধনাদায়ক—মার্ক, নাক্স, রাস, রিউম ।
- ,, উদ্ভেদ বসে গিলে ( হাম, বসন্ত )—ব্রাইয়ো, হিপার সালফ ।
- ,, গুরুপাক খাদ্য খাওয়ার পব—পালস্ ।
- ,, কুইনিনের অপব্যবহার—পালস্ ।
- ,, দৃশ্যপানে—ক্যালকে, নেট্র-কা, সিপি ।
- ,, শিশুদের—ইথুজা, ইপিলাক, ক্যালকে, ক্যামো, মার্ক, রিউম, সাইলি, সোরি, সালফ ।
- ,, দীর্ঘ উঠবার সময়—ক্যালকে, ক্যামো, ডালকা, ফেরাম, রিউম, সাইলি ।
- উদরী—আর্স, অ্যাপো, এপিগ, টেরিবিল্ড, লাইকো, সেনেগা, সালফার ।
- উদর বড়—ক্যালকে, সাইলি, সালফ, সিপিয়া ।
- পেট-ফাঁপা ( Flatulent )—আর্জ-নাই, কার্বো ডেজ, কলিচ, ক্যামো, ওপি, চামনা, নাক্স, মস্ক, নেট্র-সা, লাইকো, সালফ, ভিরেট্রাম ।
- ,, ডাকা, কল-কল, গড়গড় শব্দ ( Rumbling )—কলিচ, গ্যাম্বো, চামনা, ডারাস্কা, পালস্, লাইকো, হেলি, সাইলি ।
- অ্যাপেন্ডিসাইটিস—আইয়ো, ওপি, কলিচ, ক্যাড্‌রাস-মে, ক্যালডি, থুজা, নেট্রাম-সা, ব্যাপটি, ফস, ব্রাইয়ো ।
- শূলবেদনা—অ্যালো, অ্যালুমিনা, ক্যালকে, ক্যামো, কলোসি, কলিচ, ককু, কোনি, জিঙ্ক, প্রাম্বাম, লাইকো, ম্যাগ-ফস ।
- ,, উপশম, কুঁজা হলে—কলোসি, কলিচ, বেল, স্ট্যানাম ।
- ,, উপশম, উঁগারে—ম্যাগ-ফস ।
- ,, উপশম পেছনে ঘুরলে—ডারাস্কাবিয়া ।
- ,, পিণ্ডাশলা জ্বািত—(Gall-Stone Colic)—ক্যামো, নেট্র-সা, কার্বো, বেল ।

### যকৎ ও তৎ প্রদেশ (Liver and Liver Region)

- যকৎ বড় ( Hypertrophy )—আইয়ো কার্ড-মে, চামনা চৌলডো, নেট্র-মি, নেট্র-সা, ফেরাম, ম্যাগ-মি, সালফ ।
- ,, শব্দ—আর্স, ক্যালকে, ক্যালকে-আর্স, গ্রাফা ।
- যকৃৎের প্রদাহ, স্তন্যপায়ী শিশুর—ক্যামো, চামনা, নাক্স, ব্রাইয়ো, মার্ক ।
- ,, প্রদাহ স্ফোটক—কৌলকার্ব, নাক্স, পালস্; ব্রাইয়ো, মার্ক, মেডো, রাসটর, লাইকো, ল্যাকে, সালফ, সাইলি, সিপিয়া ।
- যকৃৎের প্রদাহ—অরাম, আইয়ো, আর্স, অ্যাকোন, ক্যালকে, চৌলডো, ফস, বেল, লাইকো, সালফ, হিপার, সোরি, সিপি ।



যকুতে বেদনা—ইন্স্ক, চায়না, চেলি, নাইট্রি-অ্যা, নেট্র-সা, বেল, লাইকো ।

,, শ্ৰুতনো ( Atrophy )—অরাম, আইরো, আর্জ'-নাই, অ্যাসিড-মি, আস', কার্বো-ভেজ, কু-প্রাম, নেট্র-মি, পালস্, লাইকো, ব্রাইরো, ম্যাগ-মি, ল্যাকে, সিপিরা, সালফ, হাইড্রোপিস্টস ।

,, প্রবাহ, জি'ডস ( কামলা )—অ্যাসিড-নাই, অরাম, আইরো, আর্জ'-নাই, ইমে, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, কেলি-কা, কেলি-বাই, কেলি-সা, চায়না, ক্রোটে-হ, পালস্, সালফ, সাইলি, সিপিরা ।

,, প্রবাহ অজ্ঞানতা সঙ্গে—ফস ।

,, আক্ষেপ সহ—অ্যাগারি, নাক্স ।

,, উদরাময়সহ—নাক্স, পডো, মার্ক', পালস্ ।

,, পিত্তশিলা সহ—কার্ব'-মে, নাক্স, পডো, বেল, মার্ক' ।

,, প্রবাহ নবজাত শিশুর—অ্যাকোন, অ্যাসিড-নাই, ইমে, ইল্যাটে, নাক্স, ক্যামো,

পালস্, সালফ ।

### প্রীহা ( Spleen )

প্রীহা কঠিন—আস', ইমে ।

,, ,, পুরাতন জ্বরের সঙ্গে—সিস্কোনা ।

,, কামড়ান—চায়না, সালফার ।

,, প্রবাহ—আইরো, আর্গি, আস', ইমে, এ'পস, কোনি, ক্যাপ্স, নাক্স, নেট্র-কা, ফেবাম মি, ব্রাইরো, সালফাব ।

,, স্ফোটক—হাইপোজেনিয়াম ।

,, বড়—আস', আয়োড, ইমে, অ্য গ্রাস, চিনি-সা, নাক্স, সিস্কোনা ।

,, কুইনিন—ও পালাজুরবেব কুফলে—আস'-আয়োড ।

,, বড় চলতে কর্কর্ করে—আস', আয়োড, ক্যাল'কে, কেলি-আয়োড, কেলি-রো, নাক্স, পেট্রো, ব্রাইরো, মার্ক'-আ-রু ।

,, কঠিন বড়, বৈহিক জ্বর সঙ্গে—রাস । পালাজুররের সঙ্গে—ক্যাপ্স ।

,, অত্যন্ত বেদনা—ক্যাপ্স, অ্যাসিড-সালফ, চায়না, চেলিডো, পডো, ফস, বেল, ম্যাগ কার্ব' ।

### মূত্রাশয় ( Kidney )

অসারতা মূত্রাশয় প্রদেশে ( Numbness in the Region of )—বার্বে' ।

এডিসন্স পাড়া ( Addison's disease )—আস', বৈল, ক্যাল'কে, ফেরাম, আয়োড, কেলি কার্ব', নেট্রাম-মিউব, নাইট্রি-অ্যা, ফস, সাইলি, স্পাই, সালফ, ফেরাম ।

গরম বোধ—কেলি আয়োড, ল্যাকে, জিঞ্জি ।

,, মূত্রাশয় প্রদেশে—বার্বে', সিমি, হেলোনি. টৌর ।

ঠাণ্ডা বোধ—স্পাইর্যা ।

„ মূত্রাশয় প্রবেশে—ক্যামো ।

পাথরী ( Calculi )—বেল, বাবে', কলোসিস, ইকুই, লিথি-কাব', লাইকো, মিলি, সার্সা ।

প্রদাহ ( Nephritis )—অ্যাকোন, অ্যালি-সে, এপিপস, আর্গিকা, বেল, ক্যান্থা, ক্যাপ্স, কাবো'-অ্যা, চেলিডো, কলচি, জেলস, হেলোনি, ওসিমাম, ফস, ফাইটো, চেলিডো, সাইলি, সালফ, টোর, থুজা ।

„ পৃঙ্ক উৎপত্তিশীল—আস', মাক', হিপার ।

„ রক্ত দৃষ্টি ভ্রান্তি—( Toxaemia )—ক্রোট-হর ।

„ হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় রোগসহ—( With Cardiac Hepatic affection )  
—অরাম, ক্যালকে, আস' ।

বেদনা—অ্যাকোন, ইস্কি, অ্যাগ্না, অ্যালি-সে অ্যাল'-মি. এপিপস, আর্গি, বেল, বাবে', ক্যানা-সা, ক্যান্থা, ক্যাপ্স, চেলিডো, বলচি, ডালকা, হিপার, হেলোনি, মিলি, ফস, নেট্রম মিউব, ট্যাভে, টোর ।

„ ইউরিটারে, দক্ষিণদিকের—অ্যালি-সেপা, ব্যানা-সা, বাবে', লাইকো ডায়োস্কে, ওপি, সার্সা ।

„ ইউরিটারে বাঁদিকের—বাবে', হিপোমি, লাইকো, প্যাংইরা ।

„ প্রসারিত হয় উরুদেশে ও পদদ্বয়ে—প্যারেইরা ।

„ প্রসারিত দক্ষিণ উরুদেশে—নাক্স-ভম ।

„ মূত্রনলীতে—বাবে' ।

„ লিঙ্গ এবং অণ্ডে—ক্যান্থা, কোনা, ডায়, নাক্স-ভম ।

„ প্রসারিত বৃকের গোড়ায় ( Epigastrium )—হাইড্রো-অ্যা ।

„ প্রসারিত অণ্ডকোষে ( Testis )—সিপি ।

„ উরুদেশে—নাক্স-ভম ।

„ মূত্র স্থলীতে—আস', ক্যান্থা, চেলি, ওপি, ফাইটো, ট্যাভে, ককাস ।

„ প্রসারিত চার্ভিক ( Radiating )—বাবে' ।

„ প্রসারিত নিচের দিকে—সার্সা ।

„ „ ইউরেটারে—ব্যান্থা, চেলি, ফাইটো ।

„ ঋতু প্রারম্ভে—বাবে', গ্র্যাফে, ভেবে ।

„ নাক ঝাড়লে—ক্যালকে-ফস ।

„ বসে থাকলে—প্যালো, বেরি, ভ্যালো ।

„ বেড়াবার সময়—রিমে ।

„ মূত্রত্যাগকালে কৌণিক দিলে—ফেরাম, গ্র্যাফা, রুটা ।

„ „—ইস্কি, বাবে', রিউম, মিলি ।

- .. ,, হাসলে—ক্যানা-ই ।
- .. মূত্রাশয় প্রবেশে—অ্যালি-স্যা, হাইরো, ক্যাল্কে-ফস, ক্যানাই, ক্যান্থা, চেলি, চিমা, কোপে, কোল-বা, ফেরাম্ লোবে, মিলি, ফস, ফাইটে, গ্রান্স, রাসটর, সার্সা, টোর ।
- .. উঠে দাঁড়াবার সময়—ক্যাল্কে-ফস । বৃক্লে—নালফর ।
- .. কনকন করা—ক্যানা-ই ক্যান্থা, ক্রোটে, ইউপে-পার্ক, হেলোনি, লাইকো, টোঁবীবি ।
- .. মূত্রত্যাগকালে—ইস্কি, বার্বে, অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যাগে ।
- .. উপশম মূত্রত্যাগে—টোর, লাইকো ।
- .. মূত্রাশয় প্রবেশে—অ্যাকোন, অ্যাগা, অ্যালি-সে, বার্বে, ইলাটে, হাইরো, লাইকো, প্যালে, সিপিরা ।
- .. যেন কাটছে—অ্যাকোন, আর্জেন্ট-নাই, আর্নিং, বার্বে, ক্যান্থা, কলোসিস, কোল-বাই, কোল-আয়োড, মার্ক, স্ট্যাফ ।
- বেদন মূত্রত্যাগের আগে—গ্র্যাফা ।
- .. মূত্রাশয় প্রবেশে—গ্রান্স, স্ট্যাফ, জিঙ্ক ।
- .. উত্তাপে উপশম, ঠান্ডায় বৃদ্ধি—স্ট্যাফ ।
- .. ইউরেটারে—এঁপিস, আর্জেন্ট-নাই, আর্নিং, বেল, বার্বে, ক্যান্থা, কার্বো-অ্যানি, ডালকা, কোলকার্ব, লাইকো, নাক্স-ম, ওঁপিরাম, প্যারেইরা, সার্সা, ট্যারে, ভেরে ।
- .. কাটছে যেন ঢেপে ধরার মতো—ক্যাল্কে, ক্যান্থা, কার্লস, কোল-বাই, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, থুজা ।
- .. বসে থাকলে—প্যালে, টোর ।
- .. মূত্রত্যাগের আগে—গ্র্যাফা ।
- .. মূত্রাশয়ের প্রবেশে—অ্যাগা, বার্বে, সিমি, হ্যামা, হাইড্রো, প্যালে ।
- .. মূত্রত্যাগের উপশম, নড়াচড়ায়—টোর ।
- .. ছিঁড়ে ফেলার জন্য—ইস্কি, বার্বে, ক্যান্থা, মেজে, রাসটর, জিঙ্ক ।
- .. ছাড়িয়ে পড়ে চারদিকে [ Radiating ]—বার্বে ।
- .. ইউরেটারে প্রসারিত হয় নিচের দিকে ; স্পর্শে, নড়াচড়ায় এবং নিশ্বাস গ্রহণে বাড়ে—আর্জেন্ট-নাই, বেল ।
- বেদনা ও জ্বালা—আর্স, হাইড্রো, বেল, বেঞ্জো-অ্যা, বার্বে, ক্যান্থা, হেলোনি, গঁহুপার, কোলকার্ব, টোর, ক্যাল্কে অ্যাগা ।
- .. মূত্রত্যাগের আগে—রিউম, থুজা ।
- .. ,, সময়—রিউম ।
- .. প্রসারিত হয় মূত্রস্থলী পর্ষৎ—বেল, টোর ।
- .. মূত্রাশয়ে প্রবেশে—বার্বে, কলোসিস, স্যাকার্ড, ফাইটো, টোর ।
- হোমিওপ্যাথি—49

টাটানি, টিপলে বেদনা বোধ করে [ Soreness ]—অ্যাকোন, আর্স, ক্যান্কে, চেলি, গ্র্যাফা, হেলোনি, হিপার, ম্যাগ্নিস, র্যাটান ।

„ প্রসারিত দক্ষিণে—হেলোনি, নাক্সভম, ফাইটো ।

„ প্রসারিত বায়ে—জিঙ্ক, বেঞ্জো-অ্যা ।

„ মূত্রাশয় প্রদেশে—বার্বে, চেলি, হাইড্রো, মার্ক-কর, নাক্স-ভম ।

„ ধরার মতো—ক্রিমে, ককাস, টেরি ।

টাটানি মূত্রাশয় প্রসারিত হয়, কুঁচকি প্রদেশে—ক্যানা-সা ।

„ ষেঁতলে বাওয়ার মত [ Bruised ]—ক্যাট, ক্রিমে, ম্যাগ্নিস, ফাইসো ।

„ মূত্রাশয় প্রসারিত দক্ষিণ উন্নত—টেরি ।

„ মূত্রাশয়ে প্রদেশে—বার্বে, ফাইসো, জিঙ্ক ।

„ মূত্রাশয় প্রসারিত হয় উন্নত পর্বত—বার্বে'রিস ।

„ স্ফুট ফোটানোর মত—অ্যাকোন, আর্গি, বেল, বার্বে, ক্যাট, চেলি, কলোসি, কোলি-বাই, কোলি-কার্ব, ল্যাকে, মেজে, ট্যারে, নাক্স-ভম ।

„ স্ফুটফোটানোর মতো নিঃস্বাস গ্রহণে, গভীরভাবে—আর্স, সাইক্কা, লরো ।

„ টিপলে প্রসারিত হয়, ইউরেটার হয়ে নিম্নাধিক—কোলি-বাই, গ্র্যাফা, লাইকো ।

„ টিপলে মূত্রনালীতে—বার্বে ।

টাটানি টিপলে প্রসারিত হয়, মূত্রস্থলী পর্বত—আর্জ'নাই, বেল, বার্বে, কোলি-বাই, ল্যাকে ।

„ উপশয় নড়াচড়ায় - টেরি ।

„ „ মূত্রত্যাগের পর—গ্র্যাফা, লাইকো, মেজে ।

„ বৃশ্চ নড়াচড়ায়—কলিচ, হ্যামা । হাঁলে—ইথুজা ।

ভারীবোধ ( Heaviness )—কার্ল'স, ইকুই ।

„ মূত্রাশয় প্রদেশে—সিমি, হেলোনি, ফস, টেল, টেরি ।

মূত্রলোপ ( Suppression )—অ্যাকোন, এপিগ, আর্গি, আর্স, বেল, অরাম-টি, ক্যান্ধা, ক্যান্ফ, কার্বো-অ্যা, কার্বো-ভেজ, কণ্ট, সিফি, ক্রোটে-হ, কুগ্রাম, ডিঞ্জ, হাঁরজে, ইল্যাটে, ল্যাকে, লরো, লাইকো, মার্ফ, ফস, ও'পল্লাম, সিকে, সাইলি, ভিরে, স্ট্র্যামো ।

মূত্রলোপ কলেরায়—আর্স, কার্বো-ভেজ ।

„ ষেঁচুনি—( Convulsion ) সহ—কুগ্রাম, ডিঞ্জ ; হাইরো, স্ট্র্যামো ।

„ গনোরিয়া রুদ্ধ হয়ে—( Suppressed Gonorrhoea )—ক্যান্ফ, ক্যান্ধা ।

„ ঘামসহ—অ্যাকোন, এপিগ, আর্স, ক্যান্ফ, ডালকা, হাইরো, ও'পল্লাম, সিকে, স্ট্র্যামো ।

„ মেরুদণ্ডের স্তম্ভনে, আঘাতের জন্য ( From concussion of spinal column )—আর্স, রাস-টক্স, ট্যারে ।

অন্ত্রাশয় ( Intestine )

অজীর্ণ—আনাকাড, কার্বোভেজ, চায়না, নাক্স ।

অন্ত্র আবদ্ধ—আর্গিকা, আর্স, অ্যাকোন, ওঁপ, কলোসিস, কোল-কা, লাইকো, ব্রাইয়ো, ল্যাকে ।

„ উল্টান—আর্স, হজে, ওঁপ, কুপ্রাম, নাক্স, প্রাম্বাম, বেল, ভেরেটাম, মার্ক-কর, রাস, স্ট্যাফিগ

„ মধো ক্ষত—আর্জ-নাই, কলোসিস, কার্বোভেজ, ক্যালকে, কোল-বাই, টেরিবিল্থ, নেট্টাম-ফস, পাইরো, আর্গিকা ।

আমাশয়—কোল-বা, আইরিস, আর্জ-নাই, আর্গিকা, আর্স, রাস, ওঁপ, ইল্যাটে, এপিস, অ্যাসিড নাই ।

অন্ত্রবৃদ্ধি ( Hernia )—ইপ্কুলাস, ওঁপ, কফ, ফস, ব্রাইয়ো, রাস, লাইকো ।

„ নাভিকুণ্ডের ( Umbilical )—ওঁপ, নাক্স-ভম, নাক্স-মস্ক ।

অশ্ম, হীন ( Haemorrhoids )—আলো, আর্স, ইস্ক, কার্বো-অ্যান, কলিসো, কোল-বাই, গ্র্যাফা, পালস্, লাইকো, সালফ, মিউ-অ্যা, সিপিয়া ।

„ অন্তর্বীল—আর্স, ইয়ে, কলোসিস, ক্যামো, পডো, সালফ, পালস্ ।

„ বহিবীল—আলো, ইস্ক, মিউ-অ্যা, সালফ ।

„ কাঠন—কঠিট ।

„ ক্ষতযুক্ত—সাইলি । জ্বালাযুক্ত—আর্স ।

„ নীলাভ—ইস্ক, কার্বো-ভেজ, মিউ-অ্যা ।

„ পুরানো—ইস্ক, নাক্স, সালফ ।

„ পূঞ্জযুক্ত ( Suppurating )—সাইলি ।

„ বড়—আলো, ইস্ক, কঠিট, কার্বো-অ্যান, কোল-কা, নাইট্রি-অ্যা, সালফ, নাক্স ।

„ রক্তস্রাবী—অ্যাকোন, ফেরাম, মিলিফো ।

অসাড়ে মলত্যাগ—আলো, আর্গিকা, ওঁলি, ওঁপ, নেটাম-মি, ফস, বেল, রাস, সিকোল, সালফ, ভিরেটাম, হাইয়ো ।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য—আলুর্নি, আর্স, ইস্ক, ওঁপ, এপিস, কলিসো, কঠিট, কলোসি, গ্র্যাফা, নেট্র-মি, জিঙ্ক, বর্গিট, ক্যালকে, ল্যাকে, স্ট্রামো; সালফ প্রভৃতি ঔষধ ।

মল কঠিন—ব্রাইয়ো, ওঁপ, গ্র্যাফা, লাইকো ।

„ „ ছাগল নাড়ির মতো—ওঁপ, ভাং, সালফ ।

„ „ গায়ে আম জড়ান—গ্র্যাফা ।

„ কুশনসহ—নাক্স, মার্ক-কর, মার্ক-সল ।

„ কঠিন পিত্তযুক্ত—ক্যামো, পালস্, নাক্স ।

„ „ পূঞ্জময়—মার্ক, সাইলি ।

মলের রং তেলের মতো সবুজ—ইপি ।

মল কঠিন অস্বীর্ণ, চুক্ত্রব্যবৃত্ত—ইথুজা, চারনা, পালস্, ফেরাস ।

„ আমসংবৃত্ত—কলাচি, ক্যামো, পডো, মার্ক ।

„ রক্তময়—ইপি, ক্যান্থারিস, নাক্স, পালস্, সাল্ফার ।

„ ক্রিমিসংবৃত্ত—কোরাসিরা, টিউক্লিয়ারাম, সিনা ।

„ গুটলে, প্রথমে শত পরে পাতলা—অ্যান্টিম-ক্লুড্ ।

মলের রঙ কাষার মতো—ক্যাল্কে ।

„ পুরানো পনীরের মতো—পালস্, সালফার ।

„ মলের রং সবুজ—ইপি, ক্যামো, ফস ।

গৃহ্যবেশের ক্ষত ( Ulcer )—অ্যাল্, সাইলি ।

„ চুলকানির—অ্যালো, ইন্স্কি, কার্বোনেজ, কষ্ট, গ্র্যাফা, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-সক্স, পালস্, স্ন-অ্যা, লাইকো, সালফ ।

„ ফাটা ( Fissure )—গ্র্যাফা, নাইট্রি, সিপি ।

### পুংজননোন্ত্র ( Male Sexual Organs )

অণ্ড কঠিন—অরাম, ক্রিমে, কোনি, রডো, স্পাইল, স্পঞ্জিয়া ।

অণ্ড কঠিন প্রমেহ জনিত—পালস্, মেডো ।

„ গুটিকা ( Tubercles )—আইরো, টিউবার, স্পাইল, পালস্, স্পঞ্জি ।

„ একজমা—ক্লোটন টিগ । চুলকানি—গ্র্যাফা, পেট্রো ।

„ ঘাঘের মতো—ডালকা, পেট্রো ।

অণ্ডকোষে জলসঞ্চার ( Hydrocele )—অরাম-মে, আর্শ'কা, আইরোড, আর্স', এপিস, ক্যাল্কে, গ্র্যাফাই, নাক্স, নেট্র'-মি, পালস্, ফস, 'রডো, রাস, সাইলি, হিয়ার ।

„ বালকদের হলে—পালস্, রডো, সাইলি ।

„ প্রবাহ—অ্যাকোন, ক্রিমে, কোনি, ব্যাপটি, বেল, বার্ব', ফাইটো, মার্ক', রাস, স্ট্যাফি । আঁচল—অ্যাসিড-নাই, থুজা, মার্ক', স্ট্যাফি ।

উপবংশ ( Syphilis )—অরাম, আর্জ'-নাই, অ্যাসিড-নাই, অ্যাস্যাফি, অ্যালাকা, কেল-কা, কেল-বাই, ফাইটো, মার্ক', সিফিলিনাম ।

কোরম্ব ( Elephantiasis )—সাইলি ।

প্রমেহ ( Gonorrhoea )—অ্যামাস, অ্যালর্নিম, অ্যাসিড-না, অ্যাসিড-ফস ।

প্রমেহ—অ্যাসিড-ফস, অ্যাসিড-স্ন, কলাচি, কলো, কুউবেবা, কুউপ্রাম-অ্যা, ক্যানা-আ, কেল'র্নিম, কেলি আরোড, ক্যাল্কে-ফস, সিপিরা, সোরি ।

প্যারাক্রাইমোসিস—অ্যাসিড-নাই, কলাচি, মার্ক', মার্ক'-কস, ক্যানা-সা, সালফ ।

ফাইমোসিস—অ্যাসিড-নাই, ক্যাল্কে, ক্যানা-সা, মার্ক', সালফ ।

- শ্বস্মবোব—ক্যালকে, কুপ্রাম, চারনা ডিঁজ, ডারো, নাক্স-ডম, নেট্রাম, নেট্র-ফস, ফস-অ্যা, ব্যারা-কার্ব, লাইকো, সিলি, সিপি, সালফ ।
- „ দিনে—নাক্স-ডম । প্রত্যেক রাতিতে—নেট্রাম-ফস ।
- „ পুনঃ পুনঃ Frequent '—নাক্স-ডম, ফস-অ্যা, স্ট্যাফ ।
- „ হস্তমৈথুনের পর—চারনা, নাক্স, সিপি, স্ট্যাফ ।

স্ত্রীজননোপ্তন ( Female Sexual Organs )

- জরারদূতে ক্যান্সার [ Cancer of Uterus ]—অরাম-মি, আইরো, আর্স, মার্ক-ভাই, কোনি, ক্লোরো, গ্র্যাফা, থুজা, ল্যাফে, লাইকো, রিউমেন্স, হাইড্র্যাণ্ডিস ।
- জরারদূতে পলিপাস ( Polypus )—অরাম-মে, ক্যালকে, থুজা, ফস, বেল, মার্ক-ভাই । আরতন বৃশ্চ, জরারদূর—কোনিরাম ।
- „ „ ডিম্বকোষের—এপিস, কোনিরাম, বেল ।
- জরারদূতে উল্টান [ Prolapses ]—অরাম-মেট, অরাম-মি, আইরো, আর্পিঁকা অ্যাকোন, অ্যালো, অ্যান্ডিড-বেজ, কলোফাই, ক্যান্থা, ক্যালকে-ফস, ক্লোরো, পালস্, প্র্যাটিনা, থুজা, সাল্ফার, সিকেলি, সিপিরা, স্যাবাইনা, হেলোনিরাস ।
- „ ক্ষতে—আর্জ'মে, ক্লোরো, নেটাম-মি, ফস, মার্ক-কর, সাইলি, হেলোনি ।
- „ গ্রীবা কঠিন—কলোফা, কার্ব'-অ্যা, ল্যাফে, স্যাবাইনা ।
- „ প্রদাহ—অরাম-মি, আর্স, আইরো, অ্যাগ্নাস, ওঁপ, ক্যান্সারিস, ক্লোরো, কোনি, চারনা, ল্যাফে, স্ট্র্যামো, সালফ, সিকেলি, সিপিরা ।
- „ বাঁকা—[ Antiversion ]—কলোফা, সাল্ফার ।
- „ থেকে রক্তদ্রাব—আইরো, আইরিস, আর্জ'-নাই, আর্পিঁকা, ইঁপ, অ্যাণ্ডিগ্না-রোসি এপিস, ওঁপ, কলাচ, কলোফা, কার্বোভেজ, ক্যান্থার, ক্যামো, কোনি, ক্লোরো, ক্রোকাস নাক্স-অস্ক, প্র্যাটিনা, ফস, ফেরাম, বেল, ম্যাগ'-কা, ম্যাগ'-মি, সাইলি, সালফ, হাইরো, হ্যামা, সিনা, স্যান্ড ।
- রজঃ রোধ [ Amenorrhoea ]—ক্যামো, কলোসি, ক্যালকে, কলোফা, কোলিকা, কোনি, ক্লোরো, গ্র্যাফাই, ডালকা, পালস্, ফস, ফেরাম-ফস, বেল, ব্রাইরো, ব্রাস, লাইকো, ল্যাফে, সালফ, সাইলি, সিপিরা ।
- কষ্ট রজঃ—[ Dysmenorrhoea ]—অ্যাকোন, অ্যাণ্ডিগ্না-রোসি, এপিস, ককু, কফি, কলোসি, কলোফা, কার্বোভেজ, ক্যামো, কোল-বাই, কোল-আরোড, ম্যাগ'-কার্ব', ম্যাগ' ফস, ফেরাম-মি, ফেরাম-ফস, বেল, ল্যাফে, মিলিফো, সাল্ফার, সিপিরা ক্রোটেলাস, ক্রোকাস, জেলস ।
- রজোথিক্য—[ Menorrhagia ]—আইরিস, আর্পিঁকা, আরোড, আর্স, ইঁপ, ইয়ে অ্যাণ্ডি-ক্ল, অ্যান্ডিড-নাই, অ্যান্ডিড-ক্ল, অ্যান্ডিড সালফ, ক্যান্থার,

- কালকে, ক্লিরো, সিনিসিও, খুজা, নাক্স-অঙ্ক, নেট্রাম, পালস্, ফস, ফাইটা, সিকেলি, মিলিফো, হাইরো, হ্যামা, নাক্স-ভম, বেল ।
- „ আঘাত লাগা জনিত—আর্পিঁকা ।
- „ ক্রোধ লাগা জনিত—ক্যামো । ক্যানসারসহ—ক্লিরো ।
- রক্তোথিক্য জনিত বন্ধ্যা—মিলিফো ।
- „ ঝিল্লীসহ—অ্যাপোসাই ।
- „ বাড়ে, দাঁড়ালে—অ্যামন-কার্ব, ককু, ম্যাগ-কার্ব ।
- „ বাড়ে নড়লে ক্রোকাস, ইরিজি, সিকেলি, স্যাবাইনা ।
- „ বাড়ে, বেড়ালে—অ্যাম্ভ্রা, ব্রাইরো ।
- „ শূলে—এঁপিস, বোভিষ্টা । সহবাসে—ক্লিরো ।
- „ বেড়ালে বন্ধ্য হয়—সাইক্রা ।
- „ নড়লে চড়লে ব্যাথা বন্ধ্য হয়—সাইক্রা ।
- „ „ বন্ধ্য হয়—ক্রোকাস । শূলে বন্ধ্য হয়—বোভিষ্টা ।
- রক্ত কাল—ক্যামো, ক্রোকাস, কোঁন, পালস্, সিকেলি ।
- „ চটচটে—ক্রোকাস ।
- „ জলের মতো—গ্রাফাই, নেট্রাম-মি, পালস্, সিকেলি, স্যাবাই, ইরিজি ।
- „ প্রচুর চাপ চাপ—ইরিজি । রক্ত কাল বমিসহ—ইঁপি ।
- „ বসলে স্রাব হয় না, বেড়ালে হয়—ক্লিরো, অ্যাম্ভ্রা, ব্রাইরো, লিনি-টি ।
- „ বেগে বের হয়—ইঁপি, ফস, বেল, সিকেলি, সাইলি, স্যাবাইনা ।
- „ প্রমথ করলে বন্ধ্য হয়, শূলে স্রাব হয়—এঁপিস, বোভিষ্টা, ম্যাগ কার্ব ।
- „ লাল বর্ণের—ইঁপি, ডালকা, বেল, ফস, হাইরো ।
- „ স্তোত্রের মতো—কোলি কার্ব, ক্রোকাস ।

### জ্বর Fever ]

উত্তাপ সাধারণ [ Heat in General ]—অ্যাকোন, অ্যাম্ভ্রা, অ্যাপ্গা, অ্যাপ্টিম-টার্ট, এঁপিস, আর্পিঁকা, আর্স, অরাম টি, ব্যাপটি, ব্যারা-কার্ব, বেল, বাইরো, চেলিডো, চায়না, চিনি-সা, সিনা, কলিচি, কোঁন, কিউবে, সাইক্রা, ডিজি, ডালকা, হেলি, হিগার, গ্রাফা, জেলস, ল্যাক-কা, ল্যাকে, লরো, লেডাম, স্ট্রামো, সালফ, টায়ের, ভেরে ।

- উত্তাপ সকালবেলা—অ্যাপ্গা, এঁপিস, আর্পিঁকা, বেল, ব্রাইরো, ক্যামো, ইউপে-পারফোঁ, নেট্রাম-মিউর, সালফ ।
- „ সাধারণ, শীত শীত হলে—এঁপিস, আর্স, ক্যামো, সালফ ।
- „ আগের দিন—অ্যামন-কা, ব্যাপটি, ক্যামো, ব্রাইরো, জেলস্, ম্যাগ কার্ব, নেট্রাম-মিউর, রাস-টক্স, সালফ ।
- „ শীত শীত সহ—অ্যামন-কা, ব্যাপটি, ব্রাইরো, ক্যামো, সালফ ।



উত্তাপ আগের দিন ১টাঙ্গ হলে—ক্যামো ।

„ আগের দিন থেকে ৫টাঙ্গ—কোল-কার্ব ।

„ আগের দিন ১০টাঙ্গ শরীরে জল ঢেলে দিচ্ছে বা শিরার মধ্যে গরম জল প্রবাহিত হচ্ছে যেন—রাস-টঙ্গ ।

„ দুপদর—আর্স, মার্ক, স্ট্রামো, সালফ । দুপদর ১টাঙ্গ—আর্স, লাইকো ।

„ দুপদর ২টাঙ্গ—পালস, রাস টঙ্গ ।

„ অপরাহ্নে—অ্যাকোন, অ্যানাকা, এঁপিস, আর্স, অ্যাসাফি, বেল, ব্রাইরো, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, জেলস, ইয়ে, কোল-কার্ব ।

উত্তাপ, আগের দিন শীত শীত সহ—এঁপিস, আস, কল্‌চি, পডো, সালফ ।

„ আগের দিন ৩টাঙ্গ—হিপার, ইঁপি, লাইকো ।

„ সন্ধ্যায়—অ্যাকোন, ইঁশিক, আর্স, ব্যাপটি, বেল, বাবে ক্যাল্‌কে, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, সিনা, হিপার, হাইরো, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মেজে, ফস, সোরি, রাসটঙ্গ, সাসার্, সাইলি, সিঁপি ।

„ আগের দিন শীতসহ—অ্যাকোন, আর্স, ক্যামো, ইল্যা, হিপার, সাইলি ।

„ „ ৫টাঙ্গ—ফস, রাসটঙ্গ, সালফ ।

„ „ ৬টাঙ্গ—অ্যাপ্টিম-টার্ট, চায়না, হিপার, রাসটঙ্গ ।

„ „ ৬টাঙ্গ—থেকে রাইট ৮টাঙ্গ—লাইকো, ক্যাল্‌কে ।

„ „ ৭টাঙ্গ—লাইকো, পালস, রাসটঙ্গ ।

„ „ ৮টাঙ্গ—অ্যাপ্টিম-টার্ট, হিপার, ফস, সালফ ।

„ রাইতে—অ্যাকোন, অ্যালুমি, এঁপিস, আর্স, ব্যারা-কার্ব, ব্যাপটি, ব্রাইরো, ক্যাল্‌কে, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, মার্ক, মিউ-অ্যা, নেটাম-অ্যা, ওঁপি, পেট্রো, ফস-অ্যা-রাস-টঙ্গ, সিঁপি, স্নাইলি, স্ট্রামো, সালফ, হিপার ।

উত্তাপ আগের দিন উদ্ভেদসহ ( Nettle Rash )—এঁপিস, ইয়ে, রাস-টঙ্গ ।

„ আগের দিন ঘামসহ—অ্যাপ্টিম-ক্রুড, বেল, কল্‌চি, ফস, সোরি, পালস, সিঁপি, সালফ ।

„ রাইতে শীত বোধসহ—অ্যাকোন, আর্স, কল্‌চি, ইল্যা, কোল-কা, সাইলি, সালফ ।

„ রাতে শূন্য জ্বালাকর—অ্যাকোন, আর্স, ব্যারা-কা, বেল, ব্রাইরো, সিনা, কল্‌চি, ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, রাসটঙ্গ ।

„ রাতে অনিদ্রাসহ—ব্যারা-কার্ব, ক্যামো, গ্র্যাফা, হাইরো ।

„ রাতে উষ্ণসহ—অ্যাকোন, আর্স, ব্রাইরো, রাসটঙ্গ ।

„ „ পিপাসাহীনতাসহ—এঁপিস, আর্স ।

„ „ ১টাঙ্গ—ব্রাইরো, লাইকো, ১১টাঙ্গ—ম্যাগ-মি ।

„ „ ২টাঙ্গ—আর্স ।

- উদ্ভাস মাকরাদ্রে—আর্স, মস্ক, রাস-টন্স, সালফ ।
- „ মাকরাদ্রে এবং দ্বন্দ্বদ্রে—ইল্যা, আর্স, স্ট্র্যামো ।
- „ মাকরাদ্রের আগে—অ্যাকোন, অ্যাসিড-ম্লু, আর্স, ব্রাইরো, ক্যাশেডি, কার্বো ডেজ, চিনি-সা, লরো, ম্যাগ-মি পালস্, ফস ।
- „ রাত্রের পরে—আর্স, কেলিকার্ব, লাইকো, রমনা, সালফ ।
- „ এগিরে বাগরা ( Anticipating )—অ্যাণ্ট-টা, আর্স, বেল, ব্রাইরো, চিনি-সা, চারনা, ইউপে-পার্ক, গ্যাম্বা, নেট্র-মি, নাক্স-ভম ।
- „ অর্ধাঙ্গে—অ্যালুমি, বেল, কস্টি ক্যা'মা, ডি'জ, গ্র্যাফা, কেল-বা, কেলিকার্ব, মস্ক, নাক্স-ভম, প্যারেইরা, জেলস, টারা ।
- „ অর্ধাঙ্গে দক্ষিণ—বেল, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভম, ফস, পালস্, র্যানা-ব ।
- „ বাম অর্ধাঙ্গে—লাইকো, মেজ, প্যাটি, সালফ, স্ট্যানাম ।
- „ একাধকের গা'ড গরম এবং লাল, অপর গা'ড ঠা'ডা এবং ফ্যাকাশে—অ্যাকোন, ক্যামো ।
- „ অনিয়মিত ( Irregular Paroxysm )— আর্স, কার্বো-ডেজ, ইউপে-পার্ক, ইয়ে, ইপি, মিনি, সিপিলা ।
- „ অবিরাম—টাইফয়েড, টাইফাস ( Continued Fever, Typhoid, Typhus )—আর্স, অরাম-ট্রি, ব্যাপটি, হাইরো, ক্যা'মা, ক্যাপস, কার্বো-অ্যানি, চারনা, চিনি-সা, ক্রোরে, কফ, কলিচি ক্রোটে-হর, ইচিনে, জেলস সিনে, হাইরো, ফস অ্যা, ফস, জি'ক, রাস-ভেন ।
- „ অপরাহ্নে—আর্স, ব্রাইরো, ক্যা'মা, জেলস, হাইরো, ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা ।
- „ অনিয়মিত ৪ টে থেকে রাত ৮টা—লাইকো ।
- „ ৪ টে থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত—স্ট্র্যামো ।
- „ সন্ধ্যার—আর্স, ব্রাইরো, কার্বো-ডেজ, ক্যামো, চারনা, মিউঅ্যা, ফস-অ্যা, সালফ ।
- „ সন্ধ্যা ছ টায়—ল্যাকে ।
- „ সন্ধ্যা ৭টায়—লাইকো, রাস-টন্স । রাতি ১০ টায়—ল্যাকে ।
- „ মাঝ রাতিতে—আর্স, ব্যাপটি, মার্ক, কার্বো-ডেজ, চারনা, পালস্, রাসটন্স, মিউ-অ্যা, মার্ক ।
- „ অত্যধিক—বেল, ব্রাইরো, রাস-টন্স, স্ট্র্যামো ।
- „ মাকরাদ্রে—আর্স, বেল, রাস-টন্স, স্ট্র্যামো ।
- „ আগে—আর্স, রাস-টন্স, ক্যামো, সালফার, ভেরেট্রাম ।
- „ শেষ রাতে ( ৩৪ টায় )—থু'জা ।
- „ পরে—আর্স, ব্রাইরো, ফস, রাস-টন্স, সালফ ।
- „ উদর সংক্রান্ত ( Abdominal )—আর্স, ব্যাপটি, ব্রাইরো, কফ, লাইকো, মিউ-অ্যা, রাস-টন্স, সিকে, টোরি, ওপি, ফস-অ্যা, জি'ক ।

- „ অনির্দিষ্ট পক্ষাঘাতের সম্ভাবনাসহ, মস্তিষ্কে—হেলি, ল্যাঙ্কে, লাইকো ।
- „ মস্তিষ্ক সংক্রান্ত—এপি. ব্যাপটি, জেলস, হাইরো, ল্যাঙ্কে, লাইকো, ফস, ওঁপ, স্ট্র্যামো, রাস-টল্ল ।
- „ রক্তাধিক্যজনিত ( Congested )—ব্রাইরো, জেলস, গ্লোন, ল্যাঙ্কে ।
- „ পক্ষাঘাতসহ. ফুসফুসে—অ্যান্টি-টাট, আর্স, কার্বো-ভেজ, লাইকো, সালফ ।
- „ উদ্বেগ সংক্রান্ত ( exanthematic )—এইল্যান্থ, এপি.স, বেল, ব্রাইরো, ল্যাঙ্কে, রাস-টল্ল, সালফ ।
- „ আচ্ছন্ন ভাবসহ—আর্গি, আর্স, ব্যাপটি, ব্রাইরো, কার্বো-ভেজ, জেলস, হেলি, হাইরো, ল্যাঙ্কে ।
- „ সংজ্ঞাহীনতা—বেল, হেলি, হাইরো, ওঁপ, স্ট্র্যামো ।
- „ অভ্যন্তরীণ—অ্যাকোন, আর্গি, বেল, আর্স, ব্রাইরো, কচ্চি, ক্যামো, ম্যাগ-কা, ফস-আ, পালস, স্যাবাডি । জ্বালাঘাত—আর্স, বেল, মস্ক, সিকে ।
- „ শিরার মধ্যে—আর্স, অরাম, ব্রাইরো, হাইরো, রাস-টল্ল ।
- „ অভ্যন্তরীণ শরীর স্পর্শে ঠাণ্ডা—কার্বো ভেজ, ফেরাম ।
- „ বাহ্যিক শীতসহ—অ্যাকোন, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, ইমে, ইপি, মস্ক, পালস, রাসটল্ল, ভেরে, সিকে, সালফ ।
- „ উর্দ্বাংশে—অর্ধাঙ্গ দেখুন—অ্যাম্মা, অ্যানাকা ।
- উত্তাপ—আর্গি, ব্রাইরো, সিনা, নাল্ল-ভম, পালস, রাসটল্ল ।
- উত্তাপ নিম্নাংশে—ওঁপ । পিছনের দিকে—ক্যামো ।
- „ সামনের দিকে—ক্যামো, ইমে, রাস-টল্ল ।
- „ অর্থাধিক—অ্যাকোন, অ্যান্টি-টাট, আর্গি, অরাম-টি, অরাম, বেল, ব্রাইরো, চির্ন-সা, কলচি, জেলস, হাইরো, ল্যাঙ্কে, লাইকো, মেজে, নেট্র-মি, নেট-সা, ওঁপ, ফস, পালস, সিকে, সাইলি, স্ট্র্যামো ।
- „ আচ্ছন্নভাব ও সংজ্ঞাহীনতা সহ—বেল, নেট্র-মি, ওঁপ ।
- „ নিদ্রাবস্থার—অ্যান্টিম-টাট, জেলস, ল্যাঙ্কে, মেজে, নেট্র-মি, ওঁপ, রাস-টল্ল ।
- „ বিকারসহ ( With Delirium )—এপি.স, আর্স, বেল, ব্রাইরো, চির্ন-সালফ, নেট্র-মি উর, ওঁপ, পালস, স্ট্র্যামো ।
- „ মস্তক ও মূখমণ্ডলে, শরীর, শীতল—আর্গিকা, ওঁপ, বেল, স্ট্র্যামো ।
- „ অভাব ( Heat Absent )—অ্যারামি, বোভি, ক্যাপিস, কচ্চি, হিপার, লাইকো, মেজে, স্যাবাডি, স্ট্যাফি, সালফ, ব্লুজা, ভেরে ।
- উত্তাপ বহুক্ষণ স্থায়ী—অ্যান্টিম টাট, আর্গি, আর্স, বেল, ক্যাট, ক্যাপিস, জেলস, হিপার, সিকে ।
- „ বাহ্যিক—অ্যাকোন, অ্যানাকা, অ্যান্টি-টাট, আর্গি, আর্স, ব্রাই, বেল, ক্যালা, ক্যামো, চারনা, চির্ন-সা, ইমে, মার্ক কর, নাল্ল-ভম, ওঁপ, পালস, সাইলি, ট্যায়ে ।

- .. বাহ্যিক উস্তাপবোধ, উস্তাপ না থাকে সন্তেও—ক্যামো, ইগ্নে ।
- .. শীতবোধসহ—অ্যাকোন, অ্যানালা, আর্পি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, কফি, হেলি, ল্যাকে, সিপিলা, সালফ, থুজা ।
- .. শ্বকনো—অ্যাকোন, এপিস. আর্পি, আর্স, বেল, ব্রাইরো, ক্যাল্কে, সিড্রন. ক্যামো, চারনা, লাইকো, ডালকা, সিকে ফস-অ্যা, স্যাম্ব, স্পঞ্জ, সালফ ।
- .. ,, প্রাতে—আর্পি, ব্রাইরো, সালফ । সম্ভ্যার—প্রাম্ব, পালস্ ।
- .. ,, সম্ভ্যার শিলার মথো বিক্ষারিত হাতে জ্বালা, ঠাণ্ডা খোজে—পালস্ ।
- .. শ্বকনো রাত্রে—অ্যাকোন, আর্স, বারো-কার্ব, বেল, ব্রাইরো, কন্ট, কফি, কলচি, ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ডম, পালস্, রাস-ডে ।
- উস্তাপ শ্বকনো রাত্রে, বিকার সহ—আর্স, বেল, ব্রাইরো, চিনি-সা, কফি, ল্যাকে, রাসটন্স, লাইকো ।
- .. জ্বালাকর—জ্বালা করা দেখুন ।
- .. অগ্নিবলকের মতো—অ্যাকোন, আর্পি, বেল, ক্যাট, ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, চারনা, ইল্যা, গোন, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলিকার্ব, কেলি-অ্যা, ম্যাঙ্গে, পেট্রো, রাস-টন্স, সিপি, সাইলি, সালফ-অ্যা, থুজা ।
- .. অগ্নিবলকের মতো, শীত শীত বোধ হয়—আর্স, কার্বোভেজ, কলচি, মার্ক, সালফ ।
- .. অগ্নিবলকের ঘামসহ—হিপার, সালফ-অ্যা, সালফ, থুজা, জ্যাম্বা ।
- .. গরম জল যেন মাথার টেলে দিচ্ছে—আর্স, জেলস্, র স-টন্স, সিপি ।
- উশ্মোচনের অনিচ্ছা—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, কার্বোঅ্যানি, কলচি, গ্র্যাফা, হিপার, ম্যাগকার্ব, ম্যাগ মিউর, মার্ক, নাক্স-ডম, রাস-টন্স, সাইলি, স্ফুই, স্ট্রাসি ।
- .. অনিচ্ছা শীতের জন্য—অ্যাকোন, আর্পি, বেল, চারনা, নাক্স-ডম ।
- .. ইচ্ছা—এপিস আর্পি, অ্যাকোন, চারনা ।
- উশ্মোচন কফি, ফেরাম্, ইগ্নে, হিপার, ল্যাকে, ম্যাগকার্ব, মিউ-অ্যা, নাইট্রি-অ্যা, পেট্রো, ওপি, ফস, প্লাটে, সিকে, পালস্, স্ট্যাফি ।
- উশ্মেদ সংক্রান্ত ( Exanthematic )—অ্যাকোন, এপিস, আর্স, হিপার, পালস, রাস-টন্স, সালফ ।
- ঋতুর সময়—অ্যাকোন, বেল, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ফস, সিপি, সালফ ।
- কম্প সহ—এপিস, আর্পি, বেল, কন্ট, ক্যামো, কিউলে, ড্রসে, ইল্যা, সালফ, বেল, ক্যামো, ড্রসেরা, ইউপে-পারফে, জেলস, হেলি, হিপার, সালফ ।
- .. উস্তাপের সঙ্গে, পর্ব্যার ক্রমে—আর্স, অ্যাকোন, বেল, ব্রাইরো ।
- .. উশ্মোচন জন্য গাঢ়াবরণ—আর্পি, চারনা, ল্যাকে, নাক্স-ডম, রাস-টন্স, স্ট্যামো, । কম্প এবং ঘাম, উস্তাপসহ—নাক্স ডম, রাস-টন্স ।

- „ নড়াচড়ার জন্য—পডো, ষ্ট্র্যামো, এপিপস, আর্গিকা, নাক্স-ভম ।  
ক্রিম জনিত—অ্যাকোন, সিক, ডিজি, হাইরো, মার্ক, স্যাবাডি, সাইলি, স্পাই, সালফ, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালেরি ।
- „ ক্রোধ জনিত—অ্যাকোন, কফি, কলোপি, ক্যামো, ইগ্নে, পেট্রো, সিপি, স্ট্যাফি ।
- „ গ্রীষ্মকালে—আর্স, বেল, ব্রাইরো, ক্যাল্কে, ক্যাম্পি, হীপি, ল্যাকে, জেলস, নেট্রাম-মিউর, পালস্, ভেরে, থুজা ।
- ধাম হয় না—ধাম বেতুন ।
- ফুসফুস—আইল্যান্ড, আর্গিকা, আর্স, ব্যাপটি, ক্যাম্ফার, ল্যাকে, ফস-অ্যা, ফস, রাস-টঞ্জ ।
- জ্বালাকর উত্তাপে—অ্যাকোন, এপিপস, আর্স, বেল, ব্রাইরো, কার্বোভেজ, ক্যামো, সিনা, ডালকা, জেলস, হিপার, লাইকো, নাক্স-ভম, ওপি ফা, পালস্, রাস-টঞ্জ, সিকে, স্পিজি, সালফ ।
- জ্বর উত্তাপ, প্রান্তে—ব্রাইরো, ক্যামো ।
- „ আগেকার—নেট্রাম-মিউর, ফস, নাক্স-ভম ।
- „ আগেকার ১টা থেকে ১২ টাল—ক্যামো ।
- „ অপরাহ্নে—আর্স, বেল, ব্রাইরো, হিপার, পালস্, ফস ।
- „ অপরাহ্নে ৪টার আরম্ভ, রাতি ব্যাপী স্থায়ী—হিপার ।
- „ অপরাহ্নে—আর্স, বেল, ব্রাইরো, কার্বোভেজ, ক্যামো, লাইকো, ফস, পালস্, রাস-টঞ্জ, সালফ ।
- „ রাত্রে—অ্যাকোন, আর্স, ব্যাপটি, বার্বে, বেল, ব্রাইরো, কার্বোভেজ, ক্যামো, হিপার, ওপি, ফস, পালস্, ষ্ট্র্যামো ।
- „ মধ্যরাতে—আর্স, রাস-টঞ্জ । মধ্যরাত্রে আগে—ব্রাইরো, ক্যামো ।
- „ „ পরে—আর্স, ফস, থুজা ।
- „ অভ্যন্তরিক, অত্যধিক, খেন শিরা সব মধ্যে জ্বলছে—আর্স, ব্রাইরো, রাস-টঞ্জ ।
- „ উত্তাপ, বিকারসহ, ঘোর—বেল, ষ্ট্র্যামো, ভেরে ।
- „ শিরাগুলো বেড়ে বেড়ে ওঠে—বেল, চায়না, হাইরো, লেডাম, পালস্ ।
- „ শূকনো, পর্বীরূপে শীতবোধ—বেল ।
- জ্বর জ্বর—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইরো, ইউপে, পার্ফো, জেলস, পালস্, রাস-টঞ্জ রাস-ভে ।
- দুগ্ধ জ্বর ( Milk Fever )—অ্যাকোন, বেল, ক্যামো, কফি, ইগ্নে, মার্ক, রাস-টঞ্জ ।
- পর্বীরূপে শীত সহ—অ্যাগা, অ্যামন-মিউর, অ্যান্টি-টার্ট, আর্স, ব্যাপটি, ব্যারা-কার্ব, বেল, ব্রাইরো, ক্যাল্কে, চায়না, ডিজি, ইল্যা, হেলি, হিপার, ক্রিমো, লরো, লাইকো, ম্যাগ-মিউর, মার্ক, নাক্স-ভম, স্যাঙ্গ, সিকে, সাইলি, সিপি, সালফ, জিঙ্ক ।

পরিবর্তনশীল ( Changing Paroxysm )—ইল্যা, ইয়ে, পালস, সিপি ।

পরিবর্তনশীল কুইনিন অপব্যবহারের জন্য—আর্স, ইল্যাটে, ইউপো-পার্ফো, ইয়ে, ইপি, নাক্স-ভম, পালস্ ।

পাকাশর সংক্রান্ত ( gastr:c )—অ্যাকোন, অ্যাষ্টিম টাট, আর্স, বেল, ব্রাইরো, কার্বোভেজ, ক্যামো, বেলি, সিকোল, ভেরে ।

পালা জ্বর—শীত দেখুন ।

প্রবাহ জনিত—( Inflammatory )—অ্যাকোন, বেল, ব্রাই, ক্যামো, ল্যাকে, কলাচি, মার্ক, ফস ।

বিরক্তির জন্য—( From vexation )—পেট্রো, ফস-অ্যা, সিপি ।

ম্যালেরিয়া—আর্গিকা, ক্যাডম-সা, কার্বো-অ্যানি, চিনি-সা, চারনা, কোলডো, ইউক্যা, ইউপে-পার্ফো, জেলস, ইপি, ম্যাল-এ, নেট্র-সা, নাক্স-ভম, সোরি, টোর, সাল্ফ-অ্যা, ভেরেডি ।

শীতাবস্থা থাকে না—অ্যানাকার্ড, আর্জ, এপিস, ব্যাপটি, ব্রাইরো, ক্যাল্কে, চারনা, রাস-টক্স ট্র্যামো প্রভৃতি ।

আগে—ক্যামো, নাক্স-ভম, সাল্ফ ।

শীতাবস্থা—১টা থেকে ১২টার—ক্যামো ।

„ ১০টা থেকে ১১টার -- নেট্রাম-মিউর, থুজা ।

„ ১০টা থেকে ১২টার—ব্যাপটি, ক্যাল্কে, নেট্রাম-মিউর ।

„ অপরাহ্নে—আর্স, বেল, ব্রাই, জেলস, পালস্, রাস, সাইলি ।

„ ১টা থেকে ২টার মধ্যে হলে—আর্স । অপরাহ্নে ২টার হলে—পালস্ ।

„ ৩টার থেকে ৪টার হলে—এপিস, ইপি, লাইকো ।

„ সম্ভ্যার হলে—ব্যাপটি, বেল, ব্রাইরো, ক্যামো, সিনা, পেট্রো, পালস্, সাল্ফ ।

„ অপরাহ্নে ৬ টার—নাক্স-ভম ।

„ সম্ভ্যার ৬টা থেকে সমস্ত রাতি—নাক্স-ভম, রাস-টক্স ।

ম্যালেরিয়া, সম্ভ্যার ৬ থেকে ৭টার—ক্যাল্কে, নাক্স-ভম ।

„ সম্ভ্যার ৭টার—ক্যাল্কে, নাক্স-ভম ।

„ রাতে—আর্স, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইরো, ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, সিনা, কোল-বা, ফস্, পালস্, সাল্ফ, রাস-টক্স ।

„ রাতে ১০টার—আর্স, হাইড্রো ।

„ „ ১২টা থেকে ৩টার হলে—আর্স, কোল-বাই ।

„ „ ১২টা থেকে ২ টার হলে—আর্স । ১টা থেকে ২টার—আর্স ।

„ „ ২টার হলে—আর্স, বেঞ্জো-অ্যা । ২টার পর হলে—থুজা ।

শীতসহ ( With chill )—অ্যাকোন, আর্স, বেল, ব্রাইরো, ক্যাল্কে, কোলডো, ফেরাম, ক্যামো, ইয়ে, জিঞ্জি, মার্ক, হেলি, নাই-অ্যা, নাই-ভম, ওলিগে, গ্রান্ড, পুডা, পালস্, রাস-টক্স, স্যাঙ্গ্, সিপি, ট্র্যামো, ভেরে, জিঞ্জি ।

শীতসহ শীত করা সহ (With chilliness)—এঁপস, আর্পি, বেল, কার্বি, কফি, ইল্যা, কেল-বা, কেল-কার্ব, সিপি, পডো, স্পাইজি, স্কুই, জিঙ্ক।

.. বহুক্ষণ ধরে উত্তাপসহ—পডো।

.. বিছানা থেকে হাত বার করলে—ব্যারা-কার্ব, বোরা, হিপার, স্ট্র্যামো, নাক্স-ভম।

সর্দিজনিত—অ্যাকোন, আসর্, ব্রাইলো, কার্বোভেজ, কোনি, ফেরাম-ফস, হিপার কেল-আয়োড, ল্যাকে, রাস-টক্স, ফস-অ্যা, সিপি।

সর্বিরাম পুরানো—আসর্, ক্যালকে, ক্যালকে-ফস, কার্বোভেজ, হিপার লাইকো, নেট্রাম-মিউর, সিপি, সাইলি, সালফ।

.. তরুণ—আসর্, ব্যাপটি, ব্রাইলো, চিনি-সা, চারনা, জেল্‌স, ইগে, মিউর, নাক্স-ভম।

.. যকৃতের বৃদ্ধিসহ—লাইকো, নেট্রাম-মিউর, নাই-অ্যা :

সম্বন্ধ শীত ও উত্তাপ ও ঘামবহুস্থার পরস্পরের—( Succession of stages )।

শীতের পর উত্তাপ—অ্যাকোন, আলুমি, অ্যাণ্টিম-টার্ট, আর্পি, বেল, কার্বোভেজ, চারনা, সিনা, কলিচি, ডেসে, ইউপে-পারফেঁ, গ্র্যাফা, হিপার, হাইলো, ইগে, ওঁপি, পেট্রো, স্পিজি, স্ট্র্যামো, সালফ।

সম্বন্ধ শীতের পরে ঘাম (মথোর উত্তাপ অবস্থার)—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইলো, কার্বো, কলিচি, ক্রিমে, ডিজি, আইলো, ওঁপি।

উত্তাপের পর শীত—ব্রাইলো, ক্যালকে, কলিচি, হোল, নাক্স, পালস্, সিপি, স্ট্র্যানাম, স্ট্যাফি প্রভৃতি।

উত্তাপের পর ঘাম হয়—অ্যামন-মি, আসর্, চারনা, ইগে, কফি, ম্যাঙ্গে, নাক্স-ভম, রাস-টক্স, সাইলি, ভেরে।

.. পর ঠান্ডা জল—ভেরে।

সূর্যের উত্তাপজনিত—অ্যাণ্টি-ক্লড, বেল, ক্যান্থ, গ্রোন।

সূতিকাজ্বর—( Puerperal Fever )—ব্যাপটি, ব্রাইলো, ফেরাম, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস, পালস্, রাস-র্যাড, সালফ।

.. জ্বর—লোকিয়া ( প্রসবাস্তিক প্রাব ) বন্ধ হয়ে—লাইকো, পালস্, সালফ।

সেপ্টিক জ্বর—অ্যাসে-অ্যা, অ্যাণ্ঠ্রা, এঁপস, আসর্, বেল, ব্যাপটি, ব্রাইলো, ক্যাডমি, কার্বোভেজ, বিউরে, কার্বো-অ্যা, এঁকনে, ফেঁল-ফস, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক্, মিউ-অ্যা, কেল-ফস, টাবে. টেঁরি।

সেরি'ব্রা-স্পাইন্যাল জ্বর—অ্যাকোন, অ্যাণ্টিম টার্ট, এঁপস, আর্জ-নাই, আর্পি, আসর্, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইলো, সিফি, সিমি, ইগে, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সা, জিঙ্ক।

স্বল্প বিরাম জ্বর (Remittent Fever)—বেল, অ্যাকোন, অ্যাণ্টিম-টার্ট, ব্রাইলো, ক্যামো, চারনা, জেল্‌সা, ইঁপি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক্, নেট্রাম-সা,

পয়েডা, পালস্, রাস-টন্স, সাল্ফ ।

- „ সকালে—আর্সি, ব্রাইরো, রাস-টন্স, সাল্ফ ।
- „ অপরাহ্নে—আর্সি, বেল, ব্রাইরো, জেল্‌স, ল্যাঙ্কে, লাইকো, নাক্স-ডম ।
- „ সন্ধ্যায়—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইরো, লাইকো, নাক্স-ডম, ফস, পালস্, সাল্ফ ।
- „ শ্বিভিন্নাম জ্বর—একদিবকের গণ্ড রক্তবর্ণ, অপর গণ্ড ফ্যাকাসে—অ্যাকোন, ক্যামো ।
- „ টাইফয়েডে পরিণত হবার সম্ভাবনাময়—অ্যার্টিম-টর্ট, আর্সি, ব্যাপটি, ব্রাইরো, মিউ-অ্যা, ফস, অ্যা, রাস-টন্স, সিক্ ।
- „ টাইফয়েড কুইনিন অপব্যবহারের জন্য—আর্সি, রাস টন্স ।
- „ জ্বর শিশুদের—অ্যাকোন, আর্সি, বেল, ব্রাইরো, ক্যামো, জেল্‌স, ইঁপ, সাল্ফ ।

হাম জ্বর—উল্লেখ্য জ্বর দেখুন ।

হেট্টিক জ্বর—অ্যাসে-অ্যা, আর্সি, আর্সি-আরোড, ব্রাইরো, ক্যাল্‌কে, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে-সা, ক্যাম্পি, কার্বো-ভেজ, চার্না, ক্লোরো, চিনি, হিপার, আইরো, ইঁপ, কোলি-আর্সি, কোলিকার্ব, কোলি-ফস, কোলি-সা, ল্যাঙ্কে, লাইকো, মার্ক, ফস-অ্যা, পাইরো, স্যাম্ব্দ, সিন, সিঁপ, স্ট্যানাম, সাল্ফ, কিউবা, থুজা ।

- হেট্টিক উপশম, খাওয়ার পর—অ্যানাকা, আর্সি, ক্যামো, চার্না, ফেরাম, ইয়ে, লেডাম, লাইকো, মিউ-অ্যা, পালস্, বো-ডি ।
- „ জ্বর নড়াচড়ায়—ক্যাম্পি, লাইকো, পালস্, রাস-টন্স, ভ্যালো ।
- „ জ্বর বাতাসে—ক্যাম্ব্‌হা, মস্ক, নেট্রাম-মিউর ।
- „ জ্বর খোলা বাতাসে ভ্রমণ—পালস্, ফস ।
- „ বৃশ্চি খাওয়ার পর—অ্যাগ্‌না, বেল, ব্রাই, কাম্‌ট, ক্যামো, ল্যাঙ্কে, লাইকো, নাই-অ্যা, নাক্স-ডম, ফস, সিঁপ, সাল্ফ ।
- „ জ্বর উন্মোচনে, গাঢ়াবরণ—অ্যাকোন, ক্যামো, ম্যাগ-কার্ব, সাইলি ।
- „ জ্বর গরমে হ্রস্ব—অ্যাকোন, এঁপিস, ক্যামো, ইয়ে, লেডাম, পেট্রো, রাস-টন্স, সাল্ফ, ভেরে ।
- „ জ্বর উন্মোচনে গৃহে—অ্যামন-মিউর, এঁপিস, ব্রাইরো, ইঁপ, লাইকো, সাল্ফ, পালস্ ।
- „ বৃশ্চি গরমে—এঁপিস, ব্রাইরো, ইয়ে, পালস্, ওঁপ, স্ট্যাফি ।
- „ বৃশ্চি পানে, পানীয়—ব্যারা-কার্ব, ক্যামো, ক্যাল্‌কে, কার্বি ।
- „ বৃশ্চি খোলা বাতাসে—চার্না, নাক্স-ডম, মস্ক ।

সমাপ্ত